বাংলাবুক.অর্গ
দ্য
স্নোম্যান
জো নেসবো

The
Snowman
written by Jo Nesbo

বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রিত থ্রিলার গ্রন্থ

অতি শীঘ্রই বছরের প্রথম তুষারপাত হতে যাচ্ছে!

এক কিশোর ঘুম থেকে জেগে উঠল। সে তার মাকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। তাদের বাসাও শূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। ঘরে আর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই। ছেলেটা ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির সামনের বাগানে আসল। সেখানে এসে সে অবাক করার মতো বিষয়টা লক্ষ করল। ওর মায়ের প্রিয় স্কার্ফটা একটা স্নোম্যানের গলায় জড়ানো। কিন্তু ওর মায়ের চিহ্ন পর্যন্ত নেই কোথাও।

সে আবার ফিরে আসবে!

হ্যারি হোল আর তার গোয়েন্দা দল যখন তদন্ত শুরু করল তারা বিস্ময়কর বিষয়টা আবিষ্কার করল। বিগত কয়েক বছর ধরে, অসংখ্য গৃহিণী এবং নিরীহ মায়েরা গায়েব হয়ে যাচ্ছে। যাকে বলে, একবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে।

যখন তুষারপাত শেষ হলো!

যখন দ্বিতীয়বারের মতো আরেক নারী গায়েব হয়ে গেল, হ্যারির সন্দেহই সত্য প্রমাণিত হলো। ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো হ্যারি এক সিরিয়াল কিলারের সাথে মরণ-খেলায় জড়িয়ে গেছে। আর সেই হিংস্র ঘাতকের কাছেই রয়েছে খেলার নিয়ন্ত্রণ। এখন যে কোনো একটা ভুল চাল মানেই নিশ্চিত মৃত্যু!

জো নেসবো

একাধারে একজন সুরকার, গীতিকার, অর্থনীতিবিদ এবং লেখক। তার প্রথম ক্রাইম উপন্যাস 'হ্যারি হোল' ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল নরওয়েতে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বইটি হয়ে ওঠে জনপ্রিয়। সেরা নরডিক ক্রাইম নভেল হিসেবে বিবেচিত সেই বইয়ের জন্য 'গাস কি অ্যাওয়ার্ড' জেতেন নেসবো (স্ক্যান্ডেনিভিয়ার তিন জন বিখ্যাত ক্রাইম নভেল লেখক পিটার হোয়েগ, হেনিং ম্যাঙ্কেল এবং স্টিগ লারসনও এই পুরস্কার জিতেছেন)। তুষারমানবসহ নেসবো'র পাঁচটি বই ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ইংরেজি অনুবাদে বইটির নাম The Snowman।

নরফোকের বাসিন্দা ডন বার্টলেট বইটির ইংরেজি অনুবাদ করেন। তিনি স্ক্যান্ডেনিভিয়ান সাহিত্যের ফ্রিল্যান্স অনুবাদক। নরওয়ের লেখক লারস স্যাবি ক্রিস্টেনসেন, রয় জ্যাকবসন, ইঙ্গবার অ্যামবিয়োর্সেন, কিয়েল ওলা ডাল, গুনার স্টালসেন এবং পারনিয়েল রিগ-এর লেখা একক বা যৌথভাবে অনুবাদ করেছেন ডন বার্টলেট।

প্রচ্ছদ ॥ জো নেসবো

স্নো ম্যান

জো নেসবো

মূল নরওয়েজিয়ান থেকে ইংরেজি অনুবাদ
ডন বার্টলেট
ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ
সাকী আহ্সান

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অঙ্কুর প্রকাশনী

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

গ্রন্থস্বত্ব: জো নেসবো
বাংলা গ্রন্থস্বত্ব : অঙ্কুর প্রকাশনী

অঙ্কুর প্রকাশনী কর্তৃক বাংলা ভাষায়
প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৬
প্রথম প্রকাশ: এইচ.এশ্চহ্উগ এন্ড কোং, অসলো

প্রচ্ছদ
জো নেসবো

প্রকাশক
অঙ্কুর প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১১০৬৯, ৯৫৬৪৭৯৯

মুদ্রণ
ইমপ্রেসন প্রিন্টিং হাউস
২২ আলমগঞ্জ লেন, ঢাকা-১২০৪
ফোন : ৭৪৪০৯৩৬

ISBN : 978 984 -91448 4 7

মূল্য : ৫৮০.০০ টাকা

কির্স্টেন হ্যামারওল নেসবো-কে

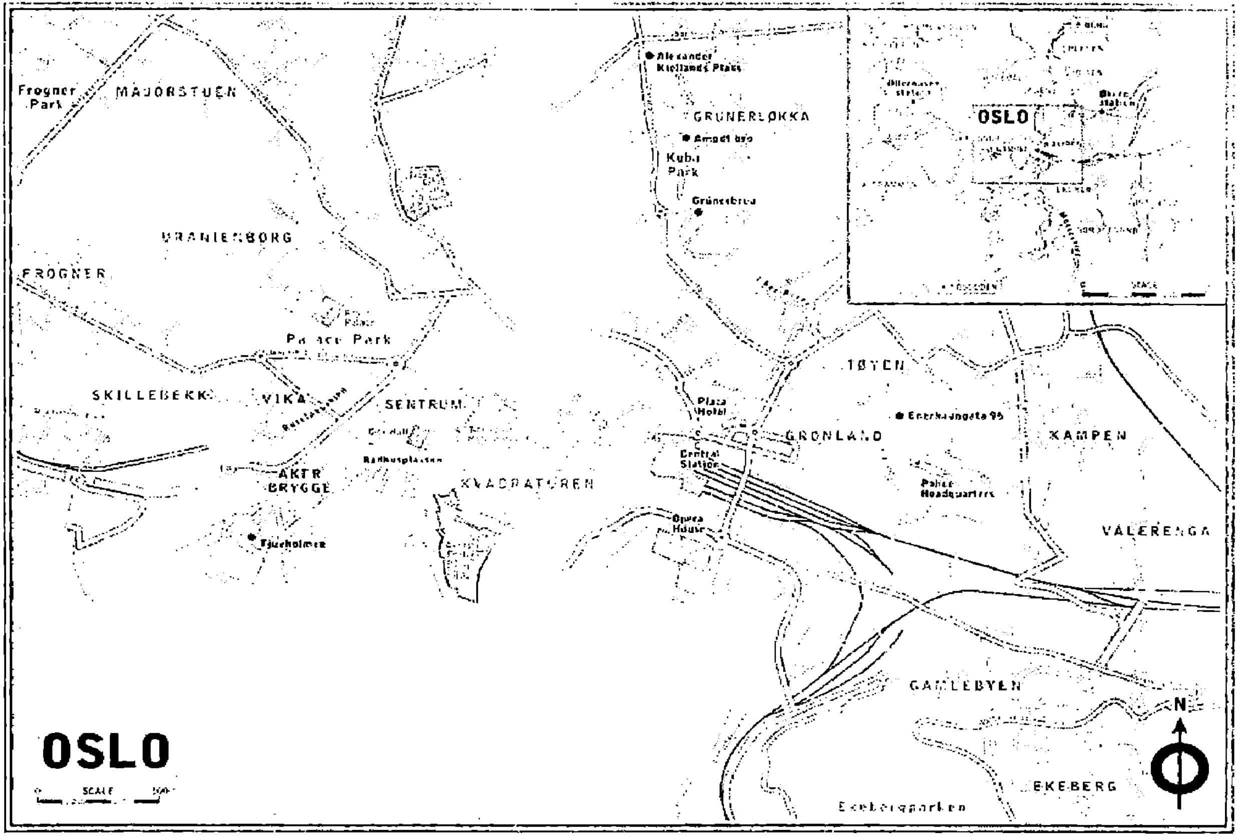
OSLO
SCALE
Frogner Park
MAJORSTUEN
URANIENBORG
FROGNER
Palace Park
SKILLEBEKK
VIKA
SENTRUM
AKER BRYGGE
Rådhusplassen
Tjuvholmen
KVADRATUREN
Alexander Kiellands Plass
GRÜNERLØKKA
Kuba Park
Grünerbrua
Plaza Hotel
Central Station
Opera House
GRØNLAND
TØYEN
Enerhaugata 95
Police Headquarters
KAMPEN
VÅLERENGA
GAMLEBYEN
EKEBERG
Ekebergparken
N

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	৯
স্নোম্যান	১১
নুড়ি-চোখ	১৭
কচিনিয়েল	৩৫
অন্তর্ধান	৪৫
মূর্তি খোদিত খুঁটি	৫৫
সেলুলার ফোন	৬৭
লুকানো পরিসংখ্যান	৭৯
রাজহাঁসের ঘাড়	৮৭
অতলস্পর্শী গহ্বর	৯৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	১০৯
চক	১০৯
ডেথ মাস্ক	১২৭
আলাপচারিতা	১৫০
কাগজ	১৬৫
বার্গেন	১৮৯
তৃতীয় অধ্যায়	২০০
আট নম্বর	২০১
কার্লিং	২১৫
সুসংবাদ	২২৯
দৃশ্য	২৩৬
টিভি	২৫২
চতুর্থ অধ্যায়	২৬৯
রোদচশমা	২৭১
অপেক্ষাগার	২৯০
সদৃশ	৩০০
মোজাইক	৩০৭
টুউম্বা	৩২৫
ডেডলাইন	৩৩৬
নীরবতা	৩৪৬
শুরু	৩৫৬
রোগ	৩৬৭
কাঁদানে গ্যাস	৩৭৯
বলির পাঁঠা	৩৮৭
দক্ষিণ মেরু	৩৯৩
ট্যাঙ্ক	৪০৭
পঞ্চম অধ্যায়	৪২১
তুষারমানব	৪২৩
সাইরেন	৪৪৭
দানব	৪৫৮
টাওয়ার	৪৭৯
বাবা	৪৮৭
রাজহাঁস	৪৮৮

প্রথম অধ্যায়

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

১

বুধবার, ৫ নভেম্বর ১৯৮০

স্নোম্যান

এটা সেই দিন, যে দিন তুষারপাত হয়েছে। সকাল এগারোটার দিকে বর্ণহীন আকাশ থেকে ঝুরঝুর করে বেশ তুষার পড়া শুরু হল। মাঠ, বাগান এবং ভিনগ্রহ থেকে আসা এক রণতরীর মতো রোমেরিকের উঠোন তুষারে তুষারে ছেয়ে গেল। লিলেস্ট্রমের তুষার সরানোর কাজ শুরু হলো বেলা দুটোয়। আড়াইটার দিকে নিজের টয়োটা করোলা এসআর ৫ নিয়ে ধীরে ধীরে সতর্কভাবে কোলাভেইনের বিচ্ছিন্ন বাড়িটার ভেতরে ঢুকলো সারা কেভিনসল্যান্ড। চড়াই-উৎরাইপূর্ণ গ্রামটায় নভেম্বরের তুষার ছড়িয়ে আছে বিছিয়ে রাখা পালকের তৈরি লেপের মতো।

সে ভাবল, দিনের আলোয় বাড়িটাকে অন্যরকম লাগে। এতটাই অন্যরকম যে, সে লোকটার বাড়ির পথটাকে প্রায় অতিক্রম করে চলে যাচ্ছিল। ব্রেক কষতেই চাকায় শব্দ তুলে থামল গাড়িটা। পেছনের আসনে একটা আর্তনাদ শুনতে পেল সে। রিয়ার-ভিউ মিররে নিজের ছেলের কোচকানো মুখ দেখল।

'বেশি সময় লাগবে না, আমার সোনা,' বলল সে।

গ্যারেজের সামনে জমা তুষারের সাদা স্তর ভেদ করে রাস্তার কালো পিচের একটি অংশ উঁকি দিচ্ছে। বুঝল সে, ঘরের ফার্নিচার বইয়ে নিয়ে যাবার রিমুভাল ভ্যান গেছে এখান দিয়ে। তার গলা ধরে এলো। মনে মনে নারীটি আশা করছে যে, সে খুব বেশি দেরি করে ফেলেনি।

'কে থাকে এখানে?' পেছনের আসন থেকে ভেসে এলো কথাটা।

'আমার চেনা একজন,' সারা বলল, গাড়ির আয়না দেখে স্বয়ংক্রিয় কায়দায় নিজের চুল ঠিক করছে। 'দশ মিনিট, আমার সোনা। তুমি যাতে করে রেডিও শুনতে পারো, সেজন্য ইঞ্জিনের ইগনিশনে চাবিটা রেখে যাচ্ছি।'

ছেলের জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে চলে গেল সে। স্লিপারি সু পড়ে

BanglaBook.org

দরজার দিকে টলতে টলতে পিছলে গেল, যেমনটা অনেকবারই গেছে সে। কিন্তু এমনভাবে যায়নি কখনোই, দিনে-দুপুরে নয়, প্রতিবেশীদের উৎসুক চোখগুলোর সামনে দিয়ে তো নয়ই। এমন নয় যে, রাতে এলে সেটা খুব ভালো দেখাত, বরং রাতের আধারে এখানে আসতে দেখলে সবাই বিষয়টার বিশেষ অর্থ বুঝে ফেলত।

ঘরের ভেতর কলিংবেলটা কাঁচের পাত্রে আটকানো মৌমাছির মতো গুণগুণ করে উঠল। নিজের মরিয়া ভাবটা চড়চড় করে বেড়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে প্রতিবেশীদের বাড়ির জানালাগুলোতে চকিতে চোখ বোলাল সে। জানালাগুলোতে দেখা গেল না কাউকেই। কেবল পাতাহীন কালো আপেল গাছ, ধূসর আকাশ আর দুধসাদা ভূখণ্ডের প্রতিবিম্ব দেখা গেল জানালায় জানালায়। তারপর, অবশেষে, দরজার এপাশে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল নারীটি। এর পরের মূহুর্তে সে ঘরের ভেতরে ঢুকে পুরুষটার বাহুর মধ্যে সেঁধিয়ে গেল।

'যেয়ো না, প্রিয়তম,' নারীটি বলল, তার কণ্ঠে একটা ফোঁপানি প্রকাশ পেল।

'আমাকে যেতেই হবে,' এমন এক একঘেয়ে স্বরে কথাটা বলল পুরুষটা, যেন এ কথা বলতে বলতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে অনেক আগেই। তার হাত দুটো নারী শরীরের চেনা পথগুলো হাতড়াতে লাগল, এ কাজে সে ক্লান্ত হয়নি কখনো।

'না, তুমি যাবে না।' পুরুষটির কানে ফিসফিস করে বলল নারীটি। 'কিন্তু তুমি যেতে চাও। তুমি এখন আর পরোয়া কর না।'

'এর সঙ্গে তোমার-আমার কোনো যোগ নেই।'

নারীটি টের পেল, পুরুষটার কণ্ঠে বিরক্তি খেলে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে তার হাতও খেলে যাচ্ছে। বলিষ্ঠ কিন্তু মৃদু পুরুষ হাত তার মেরুদণ্ড বেয়ে কোমড়ের স্কার্টের ভেতর দিয়ে টাইটসের ভেতরে নেমে যাচ্ছে। তারা দুজন নিপুণ নর্তকী যুগলের মতো, যারা নিজের সঙ্গীর প্রতিটি ভঙ্গি, পদক্ষেপ, শ্বাস-প্রশ্বাস, ছন্দকে চেনে। প্রথমে আদর-সোহাগ। আনন্দময়। তারপর মিলন। বেদনাময়।

নারীর পোশাকের ওপর দিয়ে সোহাগের ছোঁয়া দিয়ে যাচ্ছে পুরুষ হাত, পুরু জামার নিচে স্তনবৃন্ত খুঁজে ফিরছে। লোকটা আগাগোড়াই নারীটির স্তনবৃন্ত পছন্দ করে, ও দুটোর কাছে ফিরে ফিরে যায় সবসময়। এর কারণ হয়তো এটা হতে

BanglaBook.org

পারে যে, লোকটার নিজের কোনো স্তনবৃন্ত নেই।

'তুমি কি গ্যারেজের সামনে গাড়ি রেখেছ?' স্তনের বোটা শক্তভাবে মুচড়ে দিয়ে জিজ্ঞেশ করল পুরুষটা।

নারীটা মাথা ঝাঁকালো এবং একটা আনন্দ তীরবেগে ছুটে এসে তার মাথায় গেঁথে যাবার মতো যন্ত্রণা তৈরি করল। তার ভেতর জেগে ওঠা যৌনতা পুরুষটার আঙুলগুলোর জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল। আঙুলগুলো তার স্তন আঁকড়ে ধরবে শীঘ্রীই। 'আমার ছেলে বসে আছে গাড়িতে।'

পুরুষটার হাত থেমে গেল আচমকা।

'ও কিছু জানে না,' পুরুষটার হাত নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে আর্তনাদ করল নারীটা।

'আর তোমার স্বামী? সে এখন কোথায়?'

'তোমার কী মনে হয়, কোথায়? অবশ্যই তার কাজের জায়গায়।'

এখন নারীটার কথাতে বিরক্তি ঝরে পড়ল। কারণ পুরুষটা তাদের আলাপের মধ্যে নারীটার স্বামীকে টেনে এনেছে। আর বিরক্ত না হয়ে এ বিষয়ে কিছু বলা নারীটার জন্য কঠিন। তাছাড়া তার শরীর এখন পুরুষটাকে দ্রুত পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। লোকটার প্যান্টের চেইন খুলে ফেলল সারা কেভিনসল্যান্ড।

'না...' সারার কোমড় জড়িয়ে ধরে বলতে শুরু করল লোকটা। সারা তার অন্য হাতটা দিয়ে লোকটার গালে কষে চড় বসিয়ে দিল। বিস্ময় নিয়ে পুরুষটি তাকাল, তার গাল রক্তিম হয়ে গেছে। নারীটি হাসল, পুরুষটার মাথার পুরু কালো চুল আঁকড়ে ধরে মুখটাকে নিজের মুখের কাছে টেনে আনল।

'তুমি যেত পারো,' হিসহিস করে বলল নারীটা। 'কিন্তু প্রথমে আমাকে আদর করতে হবে। বোঝা গেছে?'

সারা তার মুখের ওপর লোকটার শ্বাস-প্রশ্বাস অনুভব করছে। লোকটার নিঃশ্বাস ভারী আর ঘন হয়ে উঠছে। খোলা হাতটা দিয়ে আরেকটা চড় দিল নারীটা এবং তার অন্য হাতে পুরুষটার শিশ্ন ফুঁসে উঠল।

পুরুষটার কোমড় ধাক্কা দিচ্ছে, প্রতিবারই আগেরবারের চেয়ে জোরে জোরে, কিন্তু অপর পক্ষ থেকে সাড়া মিলছে না। নিঃসাড়ভাবে পড়ে আছে নারীটি, মোহনীয় যাদু ফুরিয়ে গেছে, উত্তেজনা মিলিয়ে গেছে, রয়ে গেছে কেবল নিরাশা। পুরুষটাকে হারিয়ে ফেলছে সে। এখন, এখানে মিলনের জন্য শয্যাশায়ী থেকে, সে তাকে হারিয়ে ফেলবে। এত বছর সে তার জন্য ব্যাকুল ছিল, কতশত বার অঝরে কেঁদেছে, আর লোকটা তাকে দিয়ে ভায়াবহ সব কাজ

BanglaBook.org

করিয়েছে। বিনিময়ে দেয়নি কিছুই। একটা জিনিশ ছাড়া।

বিছানার পায়ার কাছে দাঁড়িয়ে পুরুষটি চোখ বন্ধ করে সেক্স করছে। তার খোলা বুকের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে সারা। শুরুতে বিষয়টাকে তার অদ্ভুত মনে হয়েছিল, কিন্তু কিছুদিন পরে পুরুষটার বুকের মাংসপেশীর ওপর টানা বিরতীহীন সাদা ত্বককে সে পছন্দ করতে আড়ম্ভ করল। এই ত্বক তাকে প্রাচীন সেসব মূর্তির কথা মনে করিয়ে দিত, সামাজিক শালীনতা রক্ষা করার উদ্দেশে যেসব মূর্তির স্তনবৃন্ত থাকত না।

পুরুষটার গোঙানি চড়া হচ্ছে ধীরে ধীরে। সে জানে, দ্রুতই পুরুষটা ভয়ানক গর্জন করে উঠবে। এই গর্জন পছন্দ করে নারীটা। যদিও প্রতিবারই পুরুষটার বন্য আকাঙ্ক্ষাকে চরম পুলক ছেয়ে যায়, তবুও প্রতিবারই তার বিস্ময়কর এক বেদনার্ত বহির্প্রকাশ ঘটে। সারা এখন চূড়ান্ত গর্জনের জন্য অপেক্ষা করছে। ছবি, জানালার পর্দা আর কার্পেট গুটিয়ে ফেলা বেডরুমে এক প্রবল গর্জনময় বিদায়ের অপেক্ষা। তারপর পোশাক-পরিচ্ছেদ পরে লোকটা চলে যাবে দেশের অন্য এক এলাকায়। সেখানে সে এমন একটা চাকরি পেয়েছে যেটাকে নাকি না বলা অসম্ভব। কিন্তু এই মিলনকে না বলতে পারছে ও। এই মিলনকে। এবং এই মিলনের আনন্দে ও গর্জেও উঠবে একটু পরে।

চোখ বন্ধ করল নারীটি। কিন্তু গর্জন শোনা গেল না। পুরুষটার কোমড়ের দুলুনি থেমে গেছে।

‘কী হল?’ চোখ খুলে জিজ্ঞেশ করল নারীটি। পুরুষটার চেহারা কুচকে আছে। কিন্তু মিলনের আনন্দ নেই সেখানে।

‘একটা চেহারা,’ ফিসফিস করে বলল পুরুষটা।

নারীটা গুটিয়ে গেল। ‘কোথায়?’

‘জানালার ওপাশে।’

বিছানার অপর পাশে, ঠিক নারীর মাথার ওপর জানালাটা। সে ঘুরে শুল, তার যৌনির ভেতর থেকে শিশ্নটা বের হয়ে গেল, সেটা এরিমধ্যে নিস্তেজ হয়ে গেছে। মাথার ওপরে জানালাটা দেয়ালের এত উঁচুতে যে, সে যেখানে শুয়ে ছিল সেখান থেকে বাইরের কিছু দেখতে পেল না। এবং বাইরের মানুষের জন্যও জানালা এতটাই উঁচুতে যে, বাইরে দাঁড়িয়ে কেউ উঁকি দিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখতে পাবে না। বাইরে দিনের আলো ম্লান। জানালায় কেবল ছাদের বাতিটার দুটো প্রতিবিম্ব দেখতে পেল সারা।

‘নিজেকেই দেখেছ তুমি’ কিছুটা ব্যাখ্যার ঢঙে বলল সে।

BanglaBook.org

'আমিও প্রথমে এমনটাই মনে করেছিলাম,' পুরুষটা বলল, এখনও জানালার দিকে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আছে।

হাঁটু ভেঙে বিছানার ওপর বসল সারা। উঠে জানালা দিয়ে বাগানের ভেতরটা দেখল। এবং সেখানে, বাগানে দেখল সেই চেহারটা।

স্বস্তির সঙ্গে উচ্চ শব্দে হাসল নারীটি। চেহারাটা সাদা, চোখ আর মুখ কালো নুড়ি পাথরের, সম্ভবত রাস্তার নুড়ি দিয়ে তৈরি। আর হাত দুটো বানানো হয়েছে আপেল গাছের ডাল দিয়ে।

'খোদা,' হাসতে হাসতে দমবন্ধ হয়ে এল নারীর। 'এটা স্রেফ একটা তুষারমানব।'

তারপর তার হাসি রূপান্তরিত হল কান্নায়; অসহায়ের মতো ততক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল যতক্ষণ না তার পিঠে হাতের স্পর্শ পেল।

'আমাকে যেতে হবে এখন,' সে ফুঁপিয়ে বলল।

'আর কিছুক্ষণ থাকো,' পুরুষটা বলল।

আরও কিছুক্ষণ রইল নারীটা।

গ্যারেজের দিকে যেতে যেতে সারা দেখল, চল্লিশ মিনিট এরিমধ্যে পার হয়ে গেছে।

পুরুষটা ঘন ঘন ফোন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। লোকটা সবসময় মিথ্যা কথা বলে, এজন্য এবার আনন্দিতই হয়েছে সারা। গাড়িতে ওঠার আগে সে দেখল, তার ছেলে পেছনের আসন থেকে তার দিকে জ্বলজ্বলে চোখে চেয়ে আছে। গাড়ির দরজা টান দিয়ে অবাক হল সারা, সেটা লক হয়ে আছে। জানালার ঘোলাটে কাঁচের ভেতর দিয়ে উঁকি মেরে তাকাল ছেলের দিকে। সে যখন জানালায় টোকা দিল, কেবল তখন দরজা খুলে দিল তার ছেলে।

ড্রাইভিং সিটে চড়ে বসল সারা। রেডিওটা নীরব, বরফশীতল হয়ে আছে গাড়ির ভেতরটা। চাবিটা পড়ে আছে প্যাসেঞ্জার সিটে। সে ঘুরে ছেলের দিকে তাকাল। ছেলেটা বিবর্ণ হয়ে আছে, তার নিচের ঠোঁট কাঁপছে তীর তীর করে।

'কোনো ঝামেলা হয়েছে?' জিজ্ঞেশ করল সারা।

'হ্যাঁ,' তার ছেলে বলল। 'লোকটাকে দেখেছি আমি।'

ছেলের কণ্ঠে ভয়ের এমন এক তীক্ষ্ণ আর তীব্র ছোঁয়া ছিল যে এমন স্বর সারা শেষ কবে শুনেছে তা মনে করতে পারছে না। তার ছোট্ট ছেলে একসময় সোফায় বসে টিভি দেখতে দেখতে ভয়ে হাত দিয়ে দু'চোখ ঢেকে এমনটা করত। এখন তার গলার স্বর বদলাচ্ছে, এখন রাতের বেলায় শোয়ার আগে

BanglaBook.org

মা'র গলা জড়িয়ে ধরা বন্ধ করে দিয়েছে। গাড়ির ইঞ্জিন আর মেয়েদের নিয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠছে তার ছেলে। এবং একদিন সে কোনো এক মেয়েকে নিয়ে গাড়িতে চড়ে মাকে ছেড়ে চলে যাবে।

'কী বলতে চাচ্ছ?' ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে চাবিটা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেশ করল সারা।

'তুষারমানব...'

ইঞ্জিনটা সাড়া দিচ্ছে না। আগাম কোনো সতর্কবার্তা ছাড়াই আতঙ্ক চেপে ধরল সারাকে। ঠিক যে ভয়টা সে করছিল, সে জানত না। উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে সামনে তাকাল সারা, চাবি ঘোরালো আবার। ব্যাটারি ফুরিয়ে গেল নাকি?

'আর তুষারমানবটা দেখতে কেমন ছিল?' জিজ্ঞেশ করল সারা। অ্যাকসেলারেটর চেপে মরিয়া হয়ে চাবিটা এত জোরে মোচড় দিল যে মনে হলো, চাবিটাকে সে ভেঙে ফেলবে। জবাব দিল তার ছেলে, কিন্তু ইঞ্জিনের গর্জনে সেই জবাব ভেসে গেল।

সারা গিয়ার চেপে এত দ্রুত ক্লাচ চাপল যেন এখান থেকে যাওয়ার জন্য সে হঠাৎই ব্যস্ত হয়ে গেছে। নরম আর গলন্ত তুষারে গাড়ির চাকা ঘুরছে। সে জোরে অ্যাকসেলারেটর চেপে ধরেছে কিন্তু গাড়ির পেছনের অংশটা একদিকে কাত হয়ে পিছলে যাচ্ছে। তখনই চাকাগুলো রাস্তার নুড়ির সঙ্গে ঘষা খেল। গাড়িটা সামনে এগিয়ে রাস্তায় হড়কে গেল।

'আব্বু অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য,' সারা বলল। 'আমাদেরকে যেতে হবে।'

রেডিও চালিয়ে আওয়াজটা চড়িয়ে দিল। নিজের আওয়াজের পরিবর্তে রেডিওর আওয়াজ দিয়ে সে গাড়ির শীতল পরিবেশটাকে আড়াল করতে চাইছে। মার্কিন নির্বাচনে জিমি কার্টারকে হারিয়েছে রোনাল্ড রিগ্যান—একজন সংবাদ পাঠক আজ শতবার বলেছে এ কথা।

তার ছেলে কিছু একটা বলল আবার, আয়নার দিকে তাকাল সারা।

'কী বললে?' জোরে বলল সারা।

ছেলেটা আবার বলল, কিন্তু সারা শুনতে পেল না। মূল রাস্তা আর নদীটার দিকে গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে সে নিচু হয়ে রেডিওর আওয়াজ কমাল। গ্রাম ধরে দুটো বিমর্ষ কালো রেখার মতো চলে গেছে নদী আর রাস্তাটা। মাথা তুলতে তুলতে সারা হঠাৎ চমকে লাফিয়ে উঠল, তার ছেলে সামনের দু'সিটের ফাঁকে ঝুঁকে এসেছে। ছেলের কথা শুকনো ফিসফিসানির মতো মনে হল সারার। যেনবা এটা খুব জরুরি যে, কেউ যেন তাদের কথা শুনতে না পায়।

'আমরা মারা পড়তে যাচ্ছি।'

BanglaBook.org

২

২ নভেম্বর ২০০৪, দিন ১।

নুড়ি-চোখ।

হ্যারি হোল চমকে লাফিয়ে উঠে, চোখ বড় বড় করে তাকল। হাড় কনকনে ঠাণ্ডা। অন্ধকার থেকে ভেসে আসা একটা কণ্ঠস্বর তাকে জাগিয়ে দিয়েছে। জর্জ ওয়াকার বুশ আবারও আগামী চার বছরের জন্য তাদের প্রেসিডেন্ট হবে কিনা সেটা আজ ঠিক করবে মার্কিন জনগণ– কণ্ঠস্বরটা বলে যাচ্ছে। নভেম্বর। তারা নির্ঘাৎ কঠিন সময়ের দিকেই এগিয়ে চলেছে, হ্যারি ভাবল। পালকের লেপটা ছুড়ে সরিয়ে ফ্লোরে পা নামাল ও। মেঝেটা এত ঠাণ্ডা যে ওর পায়ে যেন কাঁটা ফুটল। রেডিও-অ্যালার্ম-ক্লকে উচ্চ শব্দে খবরটা চলতে দিয়ে বাথরুমে ঢুকল ও। আয়নায় দেখল নিজেকে। নভেম্বর মাস এসে গেছে, তারপরও চেহারাটা অস্বাভাবিক, ধূসর বিবর্ণ আর বেদনার্ত। যথারীতি রক্তিম চোখ, এবং নাকের ওপরের লোমকূপগুলোতে বড় বড়, কালো কালো গর্ত। গরম পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছে নাস্তা সারতে সারতে তার চোখের নিচের হালকা নীলচে ফোলা ভাবটা কেটে যাবে। ও ধরে নিচ্ছে ফোলভাবটা চলে যাবে। হ্যারি নিশ্চিত নয় যে সারাদিনে চেহারাটা কীভাবে স্বাভাবিক হবে, বয়স যখন তার চল্লিশ হয়ে গেছে। বলিরেখা দূর হবে কি হবে না– এই ভাবনা রাতের পর রাত তাকে দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে ফিরছে। প্রায় রাতেই এই দুর্ভাবনা হচ্ছে। সোফিস গেটের নিজের সাদামাটা ছোট্ট ফ্ল্যাটটা থেকে বেরোনোর পর অসলো পুলিশ হেড কোয়ার্টারের অপরাধ বিভাগের ইন্সপেক্টর হোল হয়ে ওঠার জন্য সে আয়না এড়িয়ে চলে। নিজের পরিবর্তে অন্যদের মুখে তাদের বেদনা, দুর্বলতা, দুঃস্বপ্ন, আত্মপ্রবঞ্চনার উদ্দেশ্য আর কারণ খুঁজে বেরায়ও। তাদের ক্লান্তিকর মিথ্যা বয়ান শোনে। এবং নিজে যা করছে তার অর্থ খোঁজার চেষ্টা করে। সেইসব লোকজনকে কারাগারে পোরে যারা ইতোমধ্যে নিজেদের সৃষ্ট কারাগারের মধ্যেই বন্দী হয়ে আছে। ঘৃণা আর আত্মঅবমাননার কয়েদখানাকে

BanglaBook.org

ও ভালোভাবেই চেনে। নিজের শীতল পদতল থেকে প্রায় ১৯২ সেন্টিমিটার ওপরে মাথার ছোট ছোট করে ছাটা সোনালি চুলের ওপর হাত বোলালো হোল। চামড়ার নিচ থেকে কাপড়ের হ্যাঙ্গারের মতো কণ্ঠাস্থি উঁকি দিচ্ছে। গত মামলাটা চলাকালে ওকে কঠোর প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছে। প্রবল উত্তেজনার মধ্যে থেকে শরীর মেইনটেইন করতে হয়েছে। সাইক্লিং তো করেইছে, পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ভেতরের ফিটনেস রুমে ওয়েট লিফটিংও শুরু করেছিল। নিঃশেষিত ব্যথা আর দমিয়ে রাখা চিন্তাকে পছন্দ করে হ্যারি। তাছাড়া, কৃশকায়ও হয়ে গিয়েছিল। মেদ ঝরে গিয়ে হাড় আর চামড়ার মাঝখানে মাংসপেশীই ছিল কেবল। কাঁধটা তখন এমন চওড়া দেখাত যে, রাসেল ওকে ন্যাচারাল অ্যাথলেট বলে ডাকত। একসময় দেখা এক ফটোগ্রাফের চর্মসার মেরু ভল্লুকের মতো লাগতো ওকে। ছবির ভাল্লুকটা ছিল পেশীবহুল কিন্তু ভয়ানকরকম রোগা এক শিকারি। সেসময় হ্যারির চেহারার ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে পড়েছিল। তাতে ওর অবশ্য কিছু যেত-আসত না। দীর্ঘশ্বাস ফেলল হ্যারি। নভেম্বর। এই মাসটা আরও বেশি কঠিন হতে যাচ্ছে।

রান্নাঘরে ঢুকল হ্যারি। মাথাব্যথার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য পানি খেল এক গ্লাস। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে বিস্মিত হল। সোফিস গেটের উল্টো দিকের ব্লকের ছাদ সাদা হয়ে আছে এবং তার উজ্জ্বল প্রতিফলনে ওর চোখে ধাঁ ধাঁ লেগে গেল। বছরের প্রথম তুষারটা পড়েছে রাতের বেলায়। চিঠিটার কথা ভাবল ও। প্রায়ই এরকম চিঠিপত্তর ওর কাছে আসে, তবে এটা একটু বিশেষ ধরনের চিঠি। অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ কুইন্সল্যান্ডের শহর টুউম্বা'র কথা লেখা আছে চিঠিতে।

প্রকৃতি বিষয়ক একটা অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে রেডিওতে। একটা অত্যুৎসাহী কণ্ঠ গীতিময় ঢঙে সিল মাছ সম্পর্কে বলে যাচ্ছে। 'প্রতি গ্রীষ্মে রাশিয়ার সমুদ্র বেরিং স্ট্রেইটসে বেরহস সীল মিলিত হওয়ার জন্য জমায়েত হয়। সেখানে নারীর তুলনায় পুরুষ সীলরা সংখ্যায় থাকে বেশি। কাজেই নারীটির পরবর্তী প্রজননকাল পর্যন্ত তার সঙ্গে কোন পুরুষটি থাকবে তা নিয়ে তাদের মধ্যে হিংস্র এক প্রতিযোগিতা চলে। পুরুষটি ততদিন পর্যন্ত নারীটির দেখভাল করবে যতদিন না বাচ্চা সীলের জন্ম হয় এবং বাচ্চাগুলো স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। নারীটির প্রতি ভালোবাসার কারণে নয়, বরং নিজের বংশধরের প্রতি ভালোবাসার কারণেই পুরুষটি এমন আচরণ করে। ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব একে বলবে– নৈতিকাবোধের কারণে নয়, প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার কারণে একগামী হয়েছে বেরহস সীল।'

BanglaBook.org

অবাক কাণ্ড, ভাবল হ্যারি।

রেডিওর কণ্ঠটা উত্তেজনায় আরেকটু চড়ে গেল। 'কিন্তু বেরিং স্ট্রেইটস ছেড়ে সিলগুলো খাদ্যের খোঁজে সমুদ্রের গভীরে চলে যাওয়ার আগে নারী সিলকে মেরে ফেলার চেষ্টা করবে পুরুষটি। কেন? কারণ, বেরহ্স নারী সিল কখনোই একই পুরুষের সঙ্গে দু'বার সঙ্গম করে না! একই পুরুষের সঙ্গে দু'বার সঙ্গম করলে নারীটির বংশানুক্রমিক উপাদানের বায়োলজিক্যাল ঝুঁকি ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়, ঠিক স্টক মার্কেটের মতো। এ কারণে বাছবিচারহীন যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নারীটির মধ্যে একধরনের বায়োলজিক্যাল সেন্স কাজ করে, আর পুরুষটি এটা জানে। নারীটিকে মেরে ফেলে পুরুষটি তার সন্তানদের খাবারের ওপর প্রতিযোগী অন্য পুরুষদের বংশধরদের ভাগ বসানো বন্ধ করতে চায়।'

'আমরা ডারউইনের তত্ত্বের গন্ধ পাচ্ছি, তো মানুষ কেনো সিল-এর মতোকরে ভাবে না?' রেডিওর আরেকটি কণ্ঠ বলল।

'আমরা কিন্তু তেমনটা ভাবি, ভাবি না কি! আমাদের সমাজটাকে বাইরে থেকে যতটা দেখা যায়, ঠিক ততটা একগামী নয়, আর কখনো সেটা ছিলোও না। সম্প্রতি একটি সুইডিশ গবেষণায় দেখা গেছে, পনের থেকে বিশ শতাংশ শিশুর জন্মই ভিন্ন ঔরসে, যাকে তারা বাবা বলে জানে তার ঔরসে না। বিশ পার্সেন্ট! মানে প্রতি পঞ্চম শিশু! মিথ্যের মধ্যে বাস করছে। এবং বায়োলজিক্যাল বৈচিত্র্য নিশ্চিত করছে।'

রেডিওর চ্যানেল ঘুরিয়ে পছন্দসই কোনো গানের চ্যানেল খুঁজছে হ্যারি। জনি ক্যাশ-এর 'ডেসপেরাডো'তে এসে থামল ও।

দরজায় বেশ জোরে জোরে টোকা পড়ল।

বেডরুমে গিয়ে জিন্স পড়ে হলরুমে ফিরে এসে দরজা খুলল হ্যারি।

'হ্যারি হোল?' একটা নীল রঙা বয়লার স্যুট পড়ে আছে দরজার ওপাশে দাঁড়ানো লোকটা। পুরু কাঁচের চশমার ভেতর দিয়ে দেখছে হ্যারিকে। তার চোখ শিশুদের মতো স্বচ্ছ।

মাথা নাড়ল হ্যারি।

'আপনার কি ফাঙ্গাস আছে?' সোজাসুজি প্রশ্ন করল লোকটা। দীর্ঘ এক গুচ্ছ চুল তার কপালের পাশে এসে আটকে আছে। তার বাহুর নিচে চেপে রাখা ক্লিপবোর্ডে অনেকগুলো ছাপার কাগজ আটকানো।

লোকটার বাকি কথাগুলোর জন্য অপেক্ষা করছে হ্যারি, কিন্তু আর কিছুই বলছে না লোকটা। কেবল স্বচ্ছ আর উন্মুক্ত একটা অভিব্যক্তি প্রকাশ করছে।

BanglaBook.org

'এটা,' হ্যারি বলল, 'পরিস্কার করে বলছি, ব্যক্তিগত বিষয়।'

এই কৌতুকের জবাবে লোকটা হৃষ্টচিত্তে হাসি দিল। 'আপনার ফ্ল্যাটের ফাঙ্গাস। ছত্রাক।'

'ছত্রাক হওয়ার কোনো কারণ তো দেখি না,' হ্যারি বলল।

'এটাই ছত্রাক জন্মানোর কারণ। এটা কদাচিৎই একজন লোকের কাছে কোনো কারণ প্রকাশ করে যাতে বোঝা যায় যে সে আছে।' জিহ্বা দিয়ে দাঁত ঘষে পায়ের গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে দুলে উঠল লোকটা।

'কিন্তু?' টেনে টেনে বলল হ্যারি।

'কিন্তু ছত্রাক আছে।'

'আপনার এমনটা ভাবার কারণ কী?'

'আপনার প্রতিবেশীর ফ্ল্যাটে ছত্রাক আছে।'

'তাই? আর আপনার ধারণা, সেই ছত্রাক ছড়িয়ে গেছে?'

'মোল্ড ছত্রাক ছড়িয়ে যায় না। ড্রাই রট ছত্রাক ছড়ায়।'

'তাহলে...?'

'এই ব্লকের দেয়ালগুলোতে ভেন্টিলেশন নির্মাণে ত্রুটি আছে। এ কারণে ড্রাই রট ছড়িয়ে পড়া সহজ হয়। আমি কি আপনার রান্নাঘরটা দেখতে পারি একটু?'

এক পাশে সরে দাঁড়াল হ্যারি। রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল লোকটা। হেয়ারড্রায়ারের মতো দেখতে কমলা রঙের একটা যন্ত্র দেয়ালের ওপর চেপে ধরল। যন্ত্রটা শব্দ করল দু'বার।

'জ্যাম ডিটেক্টর,' লোকটা বলল, যন্ত্রের ওপর কিছু একটা দেখছে খুটিয়ে খুটিয়ে, নিশ্চিতভাবে ইনডিকেটর দেখছে। 'ঠিক যা ভেবেছিলাম। আপনি নিশ্চিত যে, আপনার চোখে সন্দেহজনক কিছু ধরা পড়েনি বা কোনো ঘ্রাণ পাননি?'

হ্যারির কোনো পরিস্কার ধারণা নেই যে, সন্দেহজনক জিনিশটা কী হতে পারে।

'বাসি রুটির ওপর কোনো কিছুর আস্তরণ,' বলল লোকটা। 'ছত্রাকের মতো ঘ্রাণ।'

মাথা ঝাঁকাল হ্যারি।

'আপনার চোখে কি প্রদাহ হয়েছিল?' জিজ্ঞেশ করল লোকটা। 'ক্লান্ত লেগেছে? মাথা ব্যথা হয়েছে?'

BanglaBook.org

কাঁধ নাচাল হ্যারি। 'অবশ্যই। যতদূর আমার মনে পড়ে।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন যে, যতদিন ধরে আপনি এখানে থাকছেন, ততদিন ধরে এসব সমস্য হচ্ছে?'

'হতে পারে, শোনো...'

কিন্তু লোকটা শুনছে না; সে তার বেল্ট থেকে ছুরি বের করল একটা। হ্যারি পিছিয়ে গেল, ছুরি ধরা হাতটাকে শুন্যে উঠে যেতে দেখল এবং প্রবল বেগে ছুরি চলল। ওয়ালপেপারের পেছনের প্লাস্টারবোর্ডের মধ্যে ছুরি চালানোর সময় আর্তনাদের মতো শব্দ হলো। সেখান লোকটা ছুরি বের করল, আবার ঢোকাল। তারপর ছুরিটা বাঁকিয়ে দেয়ালে বড় একটা গর্ত তৈরি করল, পলেস্তারা খসে পড়ল ঝুরঝুর করে। হেচকা টানে ছোট্ট একটা পেনলাইট বের করে আলো ফেলল গর্তের ভেতরটায়। তার ঢাউস সাইজের চশমার পেছনে গভীর এক ভ্রুকুটি ফুটে উঠল। তারপর গর্তের ভেতর নাক ঢুকিয়ে ঘ্রাণ শুকতে শুরু করল।

'ঠিক,' বলল সে। 'পাওয়া গেছে, বাছা।'

'কী পাওয়া গেছে?' হ্যারি জানতে চাইল, লোকটার কাছাকাছি হল ও।

'*অ্যাসপারগিলাস*,' লোকটা বলল। 'মোল্ড গোত্রের একটা ছত্রাক। প্রায় তিনশ' থেকে চার শ' প্রজাতির মোল্ড ছত্রাক রয়েছে। এটা কোন প্রজাতির সেটা বলা কঠিন। দেয়ালে ছত্রাকের স্তর এতই পাতলা যে দেখাই যায় না প্রায়। তবে এর ঘ্রাণ চিনতে ভুল হয় না কোনো।'

'এর মানে একটা ঝামেলা, ঠিক না?' হ্যারি বলল। ও মনে করার চেষ্টা করল, বাবাকে সঙ্গে নিয়ে স্পেনে সিসকে, ওর ছোট বোন– নিজের ভাষ্য অনুযায়ী সে তখন 'সামান্য ডাউন সিন্ড্রোমে' ভুগছিল, ব্যাংকে আর কত টাকা বাকি আছে দেখে আসার পর।

'এটা ড্রাই রট-এর মতো নয়। পুরো ব্লক এতে আক্রান্ত হবে না,' বলছে লোকটা। 'কিন্তু তুমি আক্রান্ত হতে পারো।'

'আমি?'

'যদি এই ছত্রাকের কারণে তোমার মধ্যে অসুস্থ হওয়ার প্রবণতা থাকে। কেউ কেউ ছত্রাকযুক্ত বাতাসের ঘ্রাণেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। তারা সারা বছর ধরে অসুখে ভোগে। যেহেতু অন্য বাসিন্দারা সুস্থ থাকে, আর এ ধরনের রোগীর মধ্যে কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না, সেজন্য তাদেরকে বলা হয় হাইপোকনড্রিয়াক রোগী। আর তারপর এই ক্ষতিকর জিনিশ ওয়ালপেপার আর প্লাস্টারবোর্ড ধ্বংস করে ফেলে।'

BanglaBook.org

'হুম। তো, তোমার পরামর্শ কী?'

'পরামর্শ মানে, আমি অবশ্যই এই সংক্রামককে সমূলে উৎপাটিত করব।'

'আর, তোমার এ কাজের জন্য কত দিতে হবে আমাকে?'

'এটা এই ভবনের বীমার টাকায় করা হবে, তোমাকে এক ক্রোনও খরচ করতে হবে না। আমার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে, আগামী কয়েকদিন এখানে আসার অনুমতি।'

রান্নাঘরের ড্রয়ার হাতড়ে একটা চাবির ছড়া বের করে লোকটাকে দিল হ্যারি।

'কেবল আমিই আসব,' বলল লোকটা। 'কথাটা জানিয়ে রাখা ভালো। বাইরে অনেক কিছু ঘটছে।'

'ওখানে?' বিষণ্ন হেসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল হ্যারি।

'হু?'

'কিছু না,' বলল হ্যারি। 'এখানে চুরি করার মতো কিছু নেই। আমি বেরোচ্ছি এখন।'

* * *

অসলো পুলিশ হেডকোয়ার্টারের কাঁচে কাঁচে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সকালের মৃদু আলো। গ্রোনল্যান্ডসলেইরেট-এর মূল রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে হেডকোয়ার্টারটা, যেমনটা দাঁড়িয়ে আছে গত ত্রিশ বছর ধরে। এখান থেকে– যদিও এটা জেনেবুঝে করা হয়নি– পূর্ব অসলোর সবচেয়ে অপরাধপ্রবণ এলাকা গুলো পুলিশের নাগালের মধ্যে। হেডকোয়ার্টারের সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী হচ্ছে কারাগার, যেটা গড়ে উঠেছে চোলাই প্রস্তুতকারী প্রাচীন কারখানার ওপর। পুলিশ স্টেশন ঘিরে আছে বিবর্ণ বাদামি একটা মাঠ, ম্যাপল আর লিন্ডেন গাছ। রাতের বেলায় ধূসর-সাদা তুষারের ক্ষীণ আস্তরে ছেয়ে গেছে গাছগুলো। পার্কটাকে মনে হচ্ছে কাফনে মোড়া শবদেহ।

কালো রেখার মতো পিচের রাস্তা ধরে হেঁটে গিয়ে হেডকোয়ার্টারের মূল প্রবেশদ্বার দিয়ে ভেতরে ঢুকল হ্যারি। সেন্ট্রাল হলে গেল, সেখানে কেরি ক্রিস্টেনসেনের চীনামাটির দেয়ালের সাজ-সজ্জা পানির ফোয়ারায় তার অন্তহীন রহস্য বের করে দিচ্ছে। নিরাপত্তারক্ষীর অভ্যর্থনার জবাবে মাথা নাড়িয়ে সপ্তম তলার ক্রাইম স্কোয়াডে চলে গেল ও। যদিও প্রায় মাস ছয়েক আগে ওকে রেড

BanglaBook.org

জোনে নতুন অফিস দেওয়া হয়েছে, তারপরও প্রায়ই ও জানালাবিহীন ছোট্ট রুমটাতে যায়। একসময় পুলিশ অফিসার জ্যাক হ্যাভরসেনের সঙ্গে ভাগাভাগি করেও এই রুমে বসত। এখন সেই রুমে বসে ম্যাগনাস স্কেয়ারে। আর জ্যাক হ্যাভরসেনকে সমাধিস্থ করা হয়েছে ভেসত্রে আকের সেমেট্রির মাটিতে। জ্যাক আর বিয়াটে লন, ক্রিমটেকনিস্কের ফরেনসিক ইউনিটের প্রধান, বিয়ে করেনি। এমনকি একসঙ্গেও থাকছিল না ওরা দু'জন। এ কারণে জ্যাকের বাবা-মা প্রথমে চেয়েছিল যে, ওদের ছেলেকে নিজ শহরে, স্টেইনজারে, কবর দেবে। কিন্তু যখন তারা জানতে পেল যে, বিয়াটে অন্তঃসত্ত্বা এবং আসছে গ্রীষ্মে জ্যাকের বাচ্চা হবে, তখন তারা অসলোতেই জ্যাককে সামাহিত করতে রাজি হল।

হ্যারি নিজের নতুন অফিসে ঢুকল। যেটাকে ও যেভাবে জানে সেটা সে হিসাবেই পরিচিত হবে চিরকাল, বার্সেলোনা ফুটবল ক্লাবের পঞ্চাশ বছরের পুরোনো হোমগ্রাউন্ডকে যেমনটা এখনো বলা হয় ক্যাম্প ন্যু, আর নতুন স্টেডিয়ামকে বলা হয় ক্যাটালান। ধপ করে চেয়ারে বসল ও, রেডিওটা চালু করল। বইয়ের তাকের ওপরে দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সকালের অভিবাদন জানাল। অনির্দীষ্ট ভবিষ্যতের কোনো একদিন যদি ছবি ঝোলানোর পিন কেনার কথা ও মনে করতে পারে, তবে ছবিগুলো দেয়ালে ঝোলানো হবে। এলেন গেলটেন আর জ্যাক হ্যাভরসেন এবং বার্নে মোলার। তাকের ওপর তারা দাঁড়িয়ে আছে কালানুক্রমিকভাবে। মৃত পুলিশদের সারি।

রেডিওতে নরওয়েজিয়ান রাজনীতিবিদ আর সমাজবিজ্ঞানীরা মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ওপর মতামত জানাচ্ছে। আর্ভ স্টপ-এর কণ্ঠস্বর চিনতে পারল হ্যারি। সফল ম্যাগাজিন *লিবারেল*-এর মালিক এবং সবচেয়ে প্রাজ্ঞদের একজন হিসাবে বিখ্যাত, উদ্ধত এবং দেশে মত গঠনের এন্টারটেইনিং কারিগর আর্ভ। হ্যারি ভলিউমটা ততক্ষণে বাড়াতে থাকল, যতক্ষণ না আওয়াজটা ইটের দেয়ালে বাড়ি খেল। নতুন টেবিলের ওপর রাখা পিয়ারলেস হ্যান্ডকাফটা তুলে নিল। টেবিলের পায়ায় দ্রুত হাতকড়া লাগানোর প্র্যাকটিস করছে, ওর এই বদ অভ্যাসের কারণে এবড়ো-থেবড়ো হয়ে গেছে পায়াটা। শিকাগোতে এফবিআইয়ের কোর্স করার সময় এই বদ অভ্যাস হয়েছে ওর। ক্যাবরিনি গ্রিন-এর নিরতিশয় মন্দ ঘরটায় একাকী সন্ধ্যা কাটানোর সময়গুলোতে ঝগড়াটে প্রতিবেশীর চীৎকার-চেঁচামেচি আর জিম বিম-এর সঙ্গে থাকার সময় ও হাতকড়া পড়ানোর দক্ষতা অর্জন করেছে। হাতকড়া পড়ানোর সময় লক্ষ্য রাখতে হয়,

BanglaBook.org

কড়াটা গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির হাতের ওপর এমন কায়দা করে পড়াতে হবে যেন সেটা তার কব্জিতে লাগার সঙ্গে সঙ্গে লকটা চেপে দেওয়া যায়। যথেষ্ট গায়ের জোর আর দক্ষতা থাকলে অপরাধী কিছু করে উঠবার আগেই কেবল সামান্য এক মোচড়েই তার হাতে হাতকড়া পড়াতে পারবে তুমি। হ্যারিকে শিকাগোতে কখনো হাতকড়া ব্যবহার করতে হয়নি, সেখানে ও যেটা শিখেছে সেটা হচ্ছেঃ একজন সিরিয়াল কিলারকে কীভাবে ধরতে হয়। হাতকড়াটা টেবিলের পায়ার সঙ্গে লেগে গেল, রেডিওর কণ্ঠস্বরটা একঘেয়েভাবে বলেই চলেছে।

'আর্ভ স্টপ আপনি কেন মনে করেন যে নরওয়েজিয়ানরা জর্জ বুশকে সন্দেহের চোখে দেখে?'

'কারণ, আমরা এমন এক অতিসুরক্ষিত জাতি যারা কখনোই কোনো যুদ্ধ লড়িনি। আমাদের জন্য যুদ্ধটা অন্য কেউ করে দিলে আমরা খুশি হয়েছিঃ ইংল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আমেরিকা। হ্যাঁ, নেপোলিয়নের যুদ্ধের সময় আমরা আমাদের বড় ভাইদের পিঠের আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম। নরওয়ে যখনই কোনো কঠিন সঙ্কটে পড়েছে তখনই অন্যদের দায়-দায়িত্ব নেওয়াকে তার নিরাপত্তার ভিত্তি করেছে। এত দীর্ঘ সময় ধরে এই চর্চাটা আমরা করে আসছি যে, আমরা বাস্তববুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছি এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, জগতটা মূলত আমাদের– জগতের ধনীতম রাষ্ট্রের– শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষ দিয়ে পূর্ণ। নরওয়ে হচ্ছে বাজে বকা, উজ্জ্বল রঙা চুলের সেই বোকাটে নারী যে ব্রঙ্কসের পেছনের রাস্তায় গিয়েছে এবং এখন রুষ্ট হয়েছে এ কারণে যে, তার দেহরক্ষী ছিনতাইকারীদের প্রতি অনেক নিষ্ঠুর আচরণ করেছে।'

র‍্যাকেল-এর নাম্বারে ডায়াল করল হ্যারি। সিস-এর কথা বাদ দিলে, একমাত্র র‍্যাকেল-এর টেলিফোন নাম্বারটাই ওর হৃদয়ে গেঁথে আছে। হ্যারি যখন তরুণ আর অনভিজ্ঞ ছিল তখন ভাবত, দুর্বল স্মৃতি একজন গোয়েন্দার পথের কাঁটা। কিন্তু এখন ওর জানাটা আরও পরিপক্ক।

'এবং দেহরক্ষীটা হচ্ছে বুশ আর ইউএসএ?' রেডিওর হোস্ট জিজ্ঞেশ করল।

'হ্যাঁ, লিন্ড বি. জনসন একবার বলেছিলেন যে, এই ভূমিকাটা যুক্তরাষ্ট্র বেছে নেয়নি। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন যে, এর পেছনে আর কেউই নেই, এবং তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন। আমাদের দেহরক্ষী হচ্ছে ফাদার কমপ্লেক্স, ড্রিঙ্ক প্রবলেম, বুদ্ধিমত্তার ঘাটতিতে ভোগা এবং নিজের সেনাবাহিনীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে কাজে লাগানোর জন্য যথেষ্ট মেরুদণ্ড না থাকা পুনর্জন্ম নেওয়া ক্রিশ্চিয়ান। সংক্ষেপে, আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত যে, এমন একজন লোকই আজ পুনর্নির্বাচিত হতে যাচ্ছে।'

BanglaBook.org

'আমি কি ধরে নেবো, আপনার কথাটা শ্লেষাত্মক?"

'মোটেও না। উপদেষ্টা আর হোয়াইট হাউসের কথা মেনে চলা এমন দুর্বল রাষ্ট্রপতিই উত্তম, আমার কথায় বিশ্বাস রাখুন। যদিও ওভাল অফিস নিয়ে বানানো টিভি সিরিজ দেখে কারও মনে হতে পারে, বুদ্ধিমত্তার ওপর ডেমোক্র্যাটদের দখল একচেটিয়া, আসলে ঘোর ডানপন্থী রিপাবলিকানরাই বুদ্ধিমান, বিস্ময়করভাবে যথেষ্ট বুদ্ধিমান। তারা এতটাই বুদ্ধিমান যে আপনি তাদের মধ্যে তীক্ষ্ণধী লোকেরই দেখা পাবেন। সর্বাধিক যোগ্য লোকের হাতেই আছে নরওয়ের নিরাপত্তা।'

'গার্লফ্রেন্ডের একজন গার্লফ্রেন্ড তোমাদের সঙ্গে সেক্স করেছে।'

'তাই নাকি?' বলল হ্যারি।

'তুমি নও,' বলল র‍্যাকেল। 'অন্য লোকের কথা বলতে চাইছি আমি। স্টপ।'

'সরি,' রেডিও'র আওয়াজ কমিয়ে দিল হ্যারি।

'ট্রন্ডহেইমে একটা লেকচার শেষ হওয়ার পর স্টপ তার রুমে মেয়েটাকে ডেকেছিল। মেয়েটাও আগ্রহী ছিল কিন্তু সে স্টপকে বলেছিল যে, তার একটা স্তন অস্ত্রপচার করে কেটে ফেলা হয়েছে। এ নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবতে চায়– এই কথা বলে বার-এ চলে গিয়েছিল স্টপ। পরে ফিরে এসে ওর সঙ্গে মেয়েটাকে নিয়ে গিয়েছিল।'

'উম্। আশা করি, খায়েশ মিটেছে।'

'কোনো কিছুই খায়েশ মেটায়নি।'

'মেটায়নি,' কীসব বিষয় নিয়ে কথা বলছে সেটা ভেবে বিস্মিত হল হ্যারি।

'আজ সন্ধ্যায় কী হবে?' জিজ্ঞেশ করল র‍্যাকেল।

'আটটায় প্যালেস গ্রিল-এ এলে ভালো হয়। কিন্তু ওখানে আগেভাগে কোনো টেবিল রিজার্ভ করা যায় না কেন? যত্তসব জঞ্জাল।'

'আমার মনে হয়, এ কারণেই জায়গাটার প্রতি সবার আগ্রহ।'

ওরা প্রথমে বার-এ দেখা করবে বলে ঠিক করল। ফোন রাখার পর ভাবতে বসল হ্যারি। কথাবার্তায় র‍্যাকেলকে সুখী মনে হল। অথবা প্রফুল্ল। প্রফুল্ল আর প্রাণবন্ত। হ্যারি বোঝার চেষ্টা করল যে, র‍্যাকেল সম্পর্কে ও খুশী হতে পেরেছে কিনা। একসময় যে নারীকে খুব ভালোবাসত সেই নারী এখন অন্য পুরুষের সঙ্গে সুখে আছে– এটা ওকে খুশী করে কিনা। র‍্যাকেল আর ও একসঙ্গে আনন্দেই ছিল এবং হ্যারি অনেক সুখি ছিল। সে সুখ হেলায় নষ্ট করেছে হ্যারি।

BanglaBook.org

তাহলে র‍্যাকেল ভালো থাকলে ও কেন খুশী হতে পারছে না? কেন এমন ভাবছে না যে, বিষয়গুলো অন্যরকমও হতে পারতো? কেন ও নিজের জীবন নিয়ে এগিয়ে যেতে পারছে না? এসব বিষয়ে আরেকটু কঠোর হওয়ার মনস্থির করল হ্যারি।

দ্রুতই শেষ হল সকালের মিটিংটা। যেসব কেইস নিয়ে ওরা কাজ করছে সেসব কেইস নিয়ে ক্রাইম স্কোয়াডের প্রধান *পলিটিওভারবেজেন্ট*– সংক্ষেপে পিওবি– গানার হ্যাগেন আলোচনা করলেন। আপাতত যেহেতু নতুন কোনো খুনের ঘটানা তদন্তাধীন নেই, সেহেতু খুব বেশি কেইস নেই। খুন হচ্ছে একমাত্র কেইস যেটা পুরো ইউনিটের হৃদ স্পন্দন বাড়িয়ে দেয়। ইউনিফমর্ড পুলিশের মিসিং পার্সন ইউনিটের একজন কর্মকর্তা, মিটিংয়ে ছিলেন। তিনি একজন নারীর ওপর একটা রিপোর্ট দিলেন যে নিজের বাসা থেকে প্রায় এক বছর ধরে নিখোঁজ হয়ে গেছে। কোনো ধরনের ভায়োলেন্সের কোনো আলামত নেই, কোনো অপরাধের আলামত নেই এবং নারীটিরও আলামত নেই। মহিলা একজন গৃহিনী। নিখোঁজ হওয়ার দিন সকালে নার্সারিতে তার ছেলে আর মেয়ের সঙ্গে তাকে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল। নিখোঁজ হওয়ার পেছনে তার হাজব্যান্ড এবং চেনাজানা লোকদের কাউকেই দোষী হিসাবে পাওয়া যায়নি। পুলিশ অফিসাররা সবাই একমত হলো যে, বিষয়টা ক্রাইম স্কোয়াডের আবার তদন্ত করে দেখা দরকার।

ক্রাইম স্কোয়াডের রেসিডেন্সিয়াল সাইকোলজিস্ট স্টেল অন-এর রিপোর্টটা হাতে তুলে নিল ম্যাগনাস স্কেয়ার। স্কেয়ার উলেভাল হসপিটালে স্টেল-এর সঙ্গে দেখা করেছে। হ্যারি অনুশোচনায় পুড়ল। স্টেল অন কেবল তার ক্রিমিনাল কেইসের অ্যাডভাইজারই নয়, অ্যালকোহলের বিরুদ্ধে তার লড়াইয়ের এবং অনেক গোপন বিষয়ের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগত সঙ্গীও। অজানা কোনো এক রোগের কারণে এক সপ্তাহেরও বেশি সময় আগে সে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এই সময়ের মধ্যেও হ্যারি এখনো তার হাসপাতালে যাওয়ার অনীহাকে জয় করতে পারেনি। আগামীকাল যাবে, হ্যারি ভাবল। অথবা বৃহস্পতিবার।

'আমাদের মাঝে একজন নতুন অফিসার এসেছেন,' গানার হ্যাগেন ঘোষনা দিলেন। 'ক্যাটরিন ব্র্যাট।'

প্রথম সারি থেকে একজন তরুণি কোনো অনুরোধ ছাড়াই উঠে দাঁড়াল, তার মুখে কোনো হাসি নেই। খুবই আকর্ষণীয় সে। কোনো চেষ্টা ছাড়াই আকর্ষণীয়– ভাবল হ্যারি। দু'গুচ্ছ চুল হালকা-পাতলা মেয়েটার মুখের দু'পাশে নিস্প্রাণ ঝুলে

BanglaBook.org

আছে। তার মুখ নিখুঁত ধারালো। অন্য আরও অপূর্ব সুন্দরীদের মধ্যেও হ্যারি এই রকমের বিবর্ণ এবং গম্ভীর, ক্লান্ত চেহারা দেখেছে। অন্য লোকদের মনোযোগ পেয়ে পেয়ে সেসব সুন্দরীরা এত অভ্যস্ত যে তারা বিষয়টাকে পছন্দ বা অপছন্দ করা বন্ধ করে দেয়। ক্যাটরিন ব্র্যাট নীল রঙা একটা স্যুট পড়ে আছে পেশাটা তার নারীত্বকে বেশ ফুটিয়ে তুলেছে। তবে তার স্কার্টের প্রান্তের নিচের কালো পুরু টাইটস এবং তার প্র্যাকটিকাল উইনটার বুট এমন কোনো সম্ভাব্য সংশয়কে বাতিল করে দেয় যে, সে নিছক মজা করে এগুলো পড়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে জমায়েত পুলিশ অফিসারদের ওপর চোখ বোলালো, যেন সে সবাইকে দেখে নেবার জন্য দাঁড়িয়েছে, অন্যরা তাকে দেখবে সে জন্য নয়। হ্যারি অনুমান করল, পোশাক আর পুলিশ হেডকোয়ার্টারে প্রথম দিনের ছোট্ট এই উপস্থিতির জন্য মেয়েটা প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে।

'ক্যাটরিন মূলত বার্গেন পুলিশ হেড কোয়ার্টারে চার বছর ধরে পাবলিক ডিসেন্সি অফেন্স নিয়ে কাজ করেছে, তবে ক্রাইম স্কোয়াডেও কাজ করেছে,' এক তাড়া কাগজের ওপর চোখ রেখে বলছে হ্যাগেন। হ্যারি অনুমান করল, কাগজগুলো মেয়েটার সিভি হবে। 'বার্গেন ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৯৯ সালে ল' ডিগ্রি, পুলিশ কলেজ এবং এখানে সে এখন একজন অফিসার। এখন পর্যন্ত কোনো সন্তানাদি নেই, কিন্তু সে বিবাহিতা।'

ক্যাটরিন ব্র্যাটের পাতলা ভ্রু জোড়ার একটি ওপরের দিকে বেঁকে গেল সামান্য। হ্যাগেন হয় ভ্রুকুটিটা দেখেছে, নয়তো ভেবেছে যে, তথ্যগুলোর শেষের অংশটুকু প্রয়োজনাতিরিক্ত, তাই যোগ করল, 'তাদের জন্য, যারা আগ্রহী হতে পারে...'

আচমকা থেমে কথাটাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করাতে মনে হলো হ্যাগেন ভাবছে যে, এ কথা বলে বিষয়টাকে আরো ঘুলিয়ে ফেলেছে। জোরে জোরে কাশল দু'বার, তারপর বলল, যারা ক্রিসমাস পার্টির জন্য এখনো সাইন আপ করেনি তারা যেন বুধবারের আগে সেটা করে ফেলে।

মিটিং শেষ, চেয়ারগুলো ফ্লোরে আওয়াজ তুলল। হ্যারি যতক্ষণে তার পেছনে একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ততক্ষণে ও করিডোরে চলে এসেছে।

'মনে হচ্ছে, আমি আপনার সঙ্গে যুক্ত।'

হ্যারি ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্যাটরিন ব্র্যাটের মুখটা দেখল। ও ভেবে অবাক হলো যে, মেয়েটা যদি একটু চেষ্টা করতো তবে সে কতটা আকর্ষণীয় হতে পারতো।

'অথবা আপনি আমার সঙ্গে যুক্ত,' মসৃণ দাঁত বের করে কিন্তু হাসিটাকে

BanglaBook.org

চোখ পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে না দিয়ে বলল মেয়েটা। 'যেভাবেই দেখেন না কেন বিষয়টা।' বার্গান টানে 'আর' বর্ণের ওপর মাঝারি জোর দিয়ে প্রমিত নরওয়েজীয় ভাষা বলছে সে। যেটা শুনে বোঝা যায়, হ্যারি বাজি ধরতে পারে, সে ফানা অথবা ক্যালফারেট অথবা অন্যকোনো মাঝারি শ্রেণির জেলার মেয়ে।

নিজের কায়দাতেই মেয়েটাকে বোঝার চেষ্টা করছে হ্যারি। আর হ্যারির নাগাল পেতে মেয়েটা তাড়াহুড়ো করছে। 'মনে হচ্ছে, *পলিটিওভারবেজেন্ট* আপনাকে জানাতে ভুলে গেছেন।'

গানার হ্যাগেনের র‍্যাঙ্ক উচ্চারণ করতে গিয়ে সে প্রতিটা বর্ণের ওপর সামান্য একটু বেশি জোর দিল।

'কিন্তু আপনার উচিত আমাকে সব কিছু ঘুরিয়ে দেখানো এবং আগামী কয়েকদিন আমার দেখভাল করা। যতদিন না আমি সব বুঝে উঠছি এবং খাপ খাইয়ে নিতে পারছি। আপনি কি করবেন এই কাজ, কী ভাবছেন?'

স্বস্তির হাসি হাসল হ্যারি। মেয়েটাকে এ পর্যন্ত ও পছন্দই করছে, তবে তার সম্পর্কে মত পরিবর্তনও করতে শুরু করেছে। হ্যারি সবসময়ই লোকজনকে আরেকটা সুযোগ দিতে চায়, যাতেকরে ওর ব্ল্যাক লিস্ট থেকে তারা মুছে যায়।

'জানি না,' কফি ডিসপেন্সার মেশিনের কাছে থেমে বলল হ্যারি। 'এটা দিয়েই শুরু করা যাক।'

'আমি কফি খাই না।'

'তবুও। এটা আত্ম-ব্যাখ্যামূলক। এখানকার আর সব জিনিশের মতোই। নিখোঁজ মহিলা সম্পর্কে তোমার ধারণা কী?'

আমেরিকানো কফির জন্য মেশিনের বাটনে চাপ দিল হ্যারি। এই মেশিনের আমেরিকানো কফির স্বাদ যেমন আমেরিকান কফির মতো, তেমন নরওয়েজিয়ান ফেরি কফি'র মতো।

'কোন ব্যাপারে?' ব্র্যাট জানতে চাইল।

'তোমার কি মনে হয়, মহিলা জীবিত আছে?' সহজ ঢঙে জানতে চাইল হ্যারি, যাতে ব্র্যাট বুঝতে না পারে যে, এটা একটা পরীক্ষা।

'আমাকে কি তোমার বোকা মনে হয়?' সে বলল। কফি মেশিনটা যখন আওয়াজ তুলে সাদা প্লাস্টিকের কাপে কালো মতো একটা কিছু ঢেলে দিল, তখন সে অকপটভাবে তার মনোভাব বদলালো। 'তুমি কি *পলিটিওভারবেজেন্ট*কে বলতে শোনোনি যে, আমি সেক্সুয়াল অফেন্স ইউনিটে চার বছর কাজ করেছি?'

BanglaBook.org

'উম,' বলল হ্যারি। 'মারা গেছে তাহলে?'

'ডোডো পাখির মতো,' ক্যাটরিন ব্র্যাট বলল।

সাদা কাপটা হাতে তুলে নিল হ্যারি। ও ভেবে দেখল যে, ওকে এমন একজন সহকর্মী দেওয়া হয়েছে যার প্রশংসা করা যায়।

* * *

বিকেলে হেঁটে হেঁটে ঘরে ফেরার সময় হ্যারি দেখল, ফুটপাত আর রাস্তার ওপর তুষার নেই। হালকা মিহি তুষার বাতাসে পাক খেয়ে খেয়ে নিচে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তার ভেজা পিচে মিলিয়ে যাচ্ছে। আকের্সগাতার ধরাবাধা মিউজিক শপে গেল। নেইল ইয়াংয়ের লেটেস্ট একটা অ্যালবাম কিনল, যদিও ওর সন্দেহ হচ্ছিল, অ্যালবামটা বিরক্তিকর হবে।

নিজের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে কিছু একটা পার্থক্য টের পেল। শব্দে কোন একটা গোলমাল। অথবা সম্ভবত গন্ধটা অন্যরকম। রান্নাঘরের চৌকাঠের কাছে গেল দ্রুত। একটা দেয়ালের পুরোটাই অনাবৃত। ও এই ঘটনা। আজ সকালেও যেখানে ফুলওয়ালা উজ্জ্বল ওয়ালপেপার আর প্লাস্টারবোর্ড ছিল, সেখানে এখন দেখতে পেল লাল ইট, ধূসর চুনসুরকি এবং পেরেকের ছিদ্র দিয়ে ছোট ছোট করে বানানো ধূসর-হলুদ রঙা স্টাডওয়ার্ক দেয়াল। ছত্রাক ধ্বংস করতে আসা লোকটার যন্ত্রপাতির বাক্সটা রাখা আছে ফ্লোরের ওপর। রান্নাঘরের টেবিলের ওপর একটা নোটে সে লিখে গেছে যে, আগামীকাল আবার আসব।

বসবার ঘরে ঢুকল ও; নেইল ইয়াংয়ের সিডি চালু করল। মিনিট পনের পর বিষণ্নভাবে সিডিটা বের করে রায়ান অ্যাডামসের গান ছাড়ল। ড্রিঙ্ক করার চিন্তা মাথায়ও এলো না। চোখ মুদল হ্যারি, রক্তের ছোপ আর পুরোপুরি অন্ধকারের মুখোমুখী হল। চিঠিটার কথা মনে পড়ল আবার। প্রথম তুষার। টুউম্বা।

টেলিফোনের আওয়াজে রায়ান অ্যাডামসের 'শেইকডাউন অন নাইনথ স্ট্রিট' গানে ছেদ ঘটল।

নিজেকে ওডা বলে পরিচয় দিয়ে একজন নারী বলল, সে বসে থেকে ফোন করেছে এবং হ্যারির সঙ্গে আবার কথা বলতে পেরে আনন্দিত হয়েছে। মেয়েটার কথা স্মরণ করতে পারল না হ্যারি, তবে টিভি প্রোগ্রামের কথা স্মরণ করতে পারল। ওরা সিরিয়াল কিলারদের বিষয়ে ওর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল, কারণ ও হচ্ছে এফবিআইতে প্রশিক্ষণ নেওয়া একমাত্র নরওয়েজীয় পুলিশ অফিসার। আর তাছাড়া ও একজন প্রকৃত সিরিয়াল কিলারকে পাকড়াও করেছে। সে সময় ওদের প্রস্তাবে রাজি হওয়ার পক্ষে হ্যারি যথেষ্ট বোকা ছিল।

BanglaBook.org

নিজেকে ও এই বলে প্রবোধ দিয়েছিল যে, ও টিভি প্রোগ্রামে যাচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলা এবং যারা খুন করে তাদেরকে সহনীয়ভাবে উপস্থাপন করার জন্য; এজন্য যাচ্ছে না যে– দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় টকশোতে নিজেকে দেখা যাবে। অবশ্য অতীতের ঘটনায় চোখ বুলিয়ে ততটা এ নিয়ে নিশ্চিত হতে পারল না ও। কিন্তু সেটাই সবচেয় খারাপ দিক ছিল না। সবচেয়ে খারাপ বিষয়টা হচ্ছে, অনুষ্ঠান প্রচারের আগে ও ড্রিঙ্ক করেছিল। হ্যারিকে বলা হয়েছিল, প্রোগ্রামটা কেবল এক ঘণ্টার। কিন্তু প্রোগ্রামে গিয়ে মনে হল সময়টা পাঁচ ঘণ্টা। ও পরিস্কার শব্দ চয়নে কথা বলেছে; যেমনটা সবসময়ই বলে। কিন্তু ওর চোখ চকচক করছিল, অ্যানালিসিস মন্থর হয়ে পড়েছিল এবং আলোচনায় ও কোনো উপসংহারে পৌঁছাতে পারেনি। সে কারণে টক শো'র সঞ্চালক ইউরোপিয়ান ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জিংয়ে নতুন চ্যাম্পিয়ন হওয়া একজন অতিথিকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। হ্যারি কিছুই বলেনি, তবে ওর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিল যে, ফুল বিষয়ক বিতর্ককে ও কোন নজরে দেখে। অতিথি চোরা একটা হাসি দিয়ে জানতে চাইল, ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জিংয়ের সাথে একজন খুনের তদন্তকারী কীভাবে সম্পৃক্ত। হ্যারি বলল, নরওয়েজিয়ান সমাধিক্ষেত্রের পুস্পস্তবকগুলো নিশ্চিতভাবেই উচ্চতর আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখে। হ্যারি সম্ভবত কিছুটা ঘুলিয়ে ফেলেছিল। ওর মধ্যে একটা কুছপরোয়া নেই ভাবও ছিল। যে কারণে স্টুডিওর দর্শক-শ্রোতারা হেসে উঠেছিল। প্রোগ্রাম শেষে টিভি'র দর্শকরা তৃপ্তভাবে ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছে, ও 'ভালো বলেছে'। দর্শকদের ছোট্ট একটা দলের সঙ্গে ও অসলোর আর্ট গ্যালারি কানস্টনার্নেস হাস-এ গিয়েছিল, সেখানে সাধ মিটিয়ে ড্রিঙ্ক করেছে। পরেরদিন ও এমন একটা শরীর নিয়ে জেগে উঠল যেখান থেকে তার প্রতিটি কোষ আর্তনাদ করছিল, কোষগুলো আরও পানীয় চাইছিল। সেদিন ছিল শুক্রবার। ও সারা ছুটির দিন জুড়েই ড্রিঙ্ক করল। শ্রোডার'স-এ ওয়েটাররা যখন বাতি জ্বালিয়ে খদ্দেরদের চলে যাওয়ার জন্য বলছিল ও তখন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আরও বিয়ার চেয়েছে। ওয়েটার, রিটা, হ্যারির কাছে গিয়ে বলল– এখন যদি ও চলে না যায় তবে ভবিষ্যতে ওকে আর এখানে ঢুকতে দেওয়া হবে না, এখানে না বলে ঘরে গিয়ে বরং বিছানায় যাওয়া ভালো। সোমবার ও কাজে গেল সকাল আটটায়। ডিপার্টমেন্টে সেদিন ও কোনো কাজের কাজ করতে পারেনি। সকালের মিটিং শেষে সিঙ্কে গিয়ে বমি করল, অফিসের চেয়ারে সেঁটে রইল, কফি খেল, সিগারেট খেল এবং আবার বমি করল, তবে এবার টয়লেটে গিয়ে বমি করল। আর সেবারই ও শেষবারের মতো কাবু হল; সেদিন থেকে এক ফোঁটা অ্যালকোহলও আর স্পর্শ করেনি।

BanglaBook.org

আর ওরা এখন ওকে টিভি'র পর্দায় ফিরে পেতে চায়।

মেয়েটা ব্যাখ্যা করে বলল যে, তাদের আলোচনার বিষয় হবে আরব দেশগুলোতে সন্ত্রাস এবং সুশিক্ষিত মধ্যবিত্তরা কী কারণে হত্যাকারীতে পরিণত হয়। তার কথা শেষ হবার আগেই বাধা দিল হ্যারি।

'না।'

'কিন্তু আপনি এলে আমরা খুবই খুশী হব। আপনি অনেক... অনেক... রক 'এন' রোল!' প্রবল উৎসাহে হাসল মেয়েটা। হাসিটা কতটা আন্তরিক সে বিষয়ে হ্যারি নিশ্চিত হতে পারল না, কিন্তু এখন তার কণ্ঠস্বরটা চিনতে পারল। সেই রাতে কানস্টনার্নেস হাস-এ তাদের সঙ্গে এই মেয়েও ছিল। ক্লান্তিজড়ানো এই তরুণী দেখতে বেশ ভালোই। সেই রাতে মেয়েটা ক্লান্তভাবে তারুণ্যদীপ্ত কথা বলছিল এবং হ্যারির দিকে এমন ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল যে ওকে সে উত্তেজক কোনো খাবার মনে করছে। হ্যারি কি খুব উত্তেজক ছিল?

'অন্য কাউকে দিয়ে চেষ্টা করুন,' কথাটা বলে ফোনটা রেখে দিল হ্যারি। তারপর চোখ বন্ধ করে রায়ান অ্যাডামসের চমৎকার একটা গান শুনল, 'ওহ্, বেইবি, হোয়াই ডু আই মিস ইউ লাইক আই ডু?'।

রান্নাঘরের টেবিলের সামনে তার সঙ্গে দাঁড়ানো লোকটার দিকে তাকাল ছেলেটা। তুষারঢাকা বাগান থেকে আসা আলো তার বাবার চুলহীন বিরাট খুলির চামড়ার ওপর প্রতিফলিত হচ্ছে। মা বলেছে, বাবার অমন বড় খুলি আছে কারণ তার ঘিলু অনেক বড় ছিল। ছেলেটা তার মাকে প্রশ্ন করেছিল, বাবার ঘিলু আছে– এ কথা না বলে সে কেন বলছে যে, বাবার ঘিলু ছিল। মা হেসে তার কপালে টোকা দিয়ে বলেছে, কারণ ঘিলুটা একজন ফিজিক্সের প্রফেসরের। ঠিক এখন সেই ঘিলু ট্যাপের নিচে আলু ধুয়ে ধুয়ে একটা কড়াইয়ে রাখছে।

'তুমি কি আলুর খোসা ছিলবে না, বাবা? মা সাধারণত–'

'তোমার মা এখানে নেই, জোনাস। কাজেই কাজটা আমরা করব আমাদের মতোকরে।'

লোকটা তার কণ্ঠস্বর চড়ালো না, তবুও তার কথায় এমন এক বিরক্তি ছিল যে, জোনাস ভয়ে পিছিয়ে গেল। সে কখনোই নিশ্চিত করে জানে না যে, কিসে ওর বাবার রাগ হয়। অথবা, বাবা রাগ হয়েছে কিনা, কখনো-কখনো সেটাও বোঝে না। যতক্ষণ না সে তার মায়ের মুখের কোণে উদ্বেগের রেখা দেখে, যেই উদ্বেগের রেখা তার বাবাকে আরও বিরক্ত করে। ছেলেটা আশা করছে, তার মা শীঘ্রীই চলে আসবে।

BanglaBook.org

'আমরা তাদের প্লেট ব্যবহার করি না, বাবা!'

তার বাবা দড়াম করে কাপবোর্ডের দরজা লাগাল। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল জোনাস। বাবার মুখ তার মুখের কাছে নেমে এলো। পাতলা কাঁচের চারকোণা চশমা চিকচিক করে উঠল।

'ঐসব প্লেট, তাদের প্লেট নয়,' বলল তার বাবা। 'তোমাকে কতবার বলতে হবে, জোনাস?'

'কিন্তু মা বলেছে–'

'মা ঠিকমতো কথা বলে না। বুঝেছ তুমি? মা এমন এক জায়গা আর পরিবার থেকে এসেছে, যেখানে লোকগুলো ভাষা নিয়ে মাথা ঘামায় না।' বাবার নিঃশ্বাসের ঘ্রাণ লবণাক্ত আর পঁচা সামুদ্রিক শৈবালের মতো।

সামনের দরজা খুলে গেল দড়াম করে।

'হ্যালো,' হলরুম থেকে এক নারীর গীতিময় কণ্ঠ ভেসে এলো।

নারীটির দিকে দৌড়ে যাওয়ার উপক্রম করল জোনাস। কিন্তু বাবা ওর কাঁধ ধরে ফেলল এবং পেতে না রাখা টেবিলটার দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করল।

'কী ভালো তোমরা!'

সাধ্য অনুযায়ী দ্রুততার সাথে যখন গ্লাস আর চামচ সাজিয়ে রাখছে জোনাস, তখন তার পেছনে, রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল সে। মায়ের নিঃশ্বাসহীন হাসির শব্দ শুনতে পেল জোনাস।

'কত বড় একটা তুষারমানব বানিয়েছ!'

বিস্ময়ে মায়ের দিকে ঘুরে তাকাল ও। মা কোটের বোতাম খুলছে। সে অনেক আকর্ষণীয়া। কালো ত্বক, কালো চুল, ঠিক জোনাসের মতো। এবং ঐ শান্ত, শান্ত চোখ জোড়া তার প্রায় সবসময়ই ছিল। প্রায় সব সময়। বাবার সঙ্গে তার বিয়ের ছবিতে মা যতটা হালকা-পাতলা, সে ততটা হালকা-পাতলা এখন আর নেই। কিন্তু ও খেয়াল করেছে, ওরা দু'জন যখন শহরে ঘুরে বেড়ায়, তখন লোকজন মায়ের দিকে তাকায়।

'আমরা তুষারমানব বানাইনি,' জোনাস বলল।

'তোমরা বানাওনি?' যে বড় গোলাপি স্কার্ফটা তার মাকে ক্রিসমাসে দেয়া হয়েছে সেটা খুলতে খুলতে ভ্রু কোচকালো ওর মা।

বাবা জানালার কাছে গেল। 'নিশ্চয় প্রতিবেশী বাচ্চাদের কাণ্ড,' বাবা বলল।

রান্নাঘরের চেয়ারগুলোর একটায় দাঁড়িয়ে বাইরে উঁকি দিল জোনাস। এবং, নিশ্চিত হলো, বাড়ির সামনের উঠোনে একটা তুষারমানব। বিশাল তুষারমানব

BanglaBook.org

যেমনটা ওর মা বলেছে। সেটার মুখ আর চোখ বানানো হয়েছে কালো নুড়ি পাথর দিয়ে, আর নাকটা গাজরের। তুষারমানবের মাথায় কোনো হ্যাট, টুপি বা স্কার্ফ নেই। হাত মাত্র একটা। জোনাসের মনে হল, বাগানের ঝোপের পাতলা একটা ডাল দিয়ে বানানো হয়েছে হাতটা। যাই হোক, তুষারমানবটার ভেতর অদ্ভুত কিছু একটা আছে। এটা ভুল দিকে মুখ করে আছে। ও জানে না কেন, কিন্তু তুষারমানবটার মুখ থাকা উচিত ছিল খোলা রাস্তার দিকে।

'কেন–' কথা বলতে চাচ্ছিল জোনাস, কিন্তু বাবা ওকে থামিয়ে দিল।

'ওদের সঙ্গে কথা বলব আমি।'

'কী দরকার?' হল রুম থেকে বলল মা। মায়ের কালো চামড়ার হাই-বুটের চেইন খোলার শব্দ পেল জোনাস। 'এটা কোনো বিষয় না।'

'আমাদের জায়গার ওপর আমি ওদেরকে ঘোরাফেরা করতে দেখতে চাই না। ফিরে এসে ওদের সঙ্গে কথা বলব।'

'এটা খুঁজছে না কেন?' জানতে চাইল জোনাস।

হলরুমে ওর মা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'কখন ফিরবে, প্রিয়তম?'

'কালকে কোনো একসময়।'

'কোন সময়ে?'

'কেন? তোমার কোনো ডেটিং আছে নাকি?' বাবার হালকা চালের কথা শুনে ও কেঁপে উঠল।

'ভাবছিলাম, রাতের খাবার তৈরি করে রাখব,' মা বলল। রান্না ঘরে এসে চুলার কাছে গেল, কড়াইটা দেখে নিয়ে হটপ্লেইট দুটো দেখল।

'মাত্রই তৈরি করা হয়েছে,' টেবিলের ওপর স্তূপ করা পত্রিকাগুলোর দিকে এগুতে এগুতে বলল বাবা। 'যে কোনো সময়ে ঘরে ফিরব।'

'ঠিক আছে।' বাবার পেছনে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল মা। 'কিন্তু আজ রাতে কি তোমাকে সত্যি বার্গেনে যেতে হবে?'

'কাল আটটায় আমার লেকচার,' বাবা বলল। 'প্লেন ল্যান্ড করার পর ইউনিভার্সিটিতে যেতে এক ঘণ্টা সময় লাগে, কাজেই যদি প্রথম ফ্লাইটটা ধরতে পারি তবে যাবো না।'

বাবার ঘাড়ের মাংশপেশী দেখে জোনাস বুঝতে পারল যে, তিনি এখন শান্ত। মা আবারও সঠিক কথাটা খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়েছে।

'তুষারমানবটা আমাদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে কেন?' প্রশ্ন করল জোনাস।

BanglaBook.org

'যাও, হাত ধোও,' মা বলল।

নীরবে খাওয়া শেষ করল ওরা। কেবল মায়ের ছোট্ট এক প্রশ্নে নিরবতা ভাঙল। স্কুলের কথা জানতে চাইল সে। জোনাস সংক্ষেপে অস্পষ্টভাবে জবাব দিল। ও জানে, স্কুল নিয়ে বেশি কথা বললে বাবার কাছ থেকে অপ্রীতিকর প্রশ্ন আসতে পারে। ওরা স্কুলে কী শিখছে, বা শিখছে না- সেসব কথা। অথবা জোনাস এমন কারও কথা হয়তো বলে বসবে যার সঙ্গে ও খেলেছে। সেটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার নামধাম জানতে চাইবে, তার বাবা-মায়ের কথা জিজ্ঞেশ করবে, তারা কোত্থেকে এসেছে তা জানতে চাইবে। এমন সব প্রশ্ন করবে যার উত্তর বলে জোনাস কখনোই তাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না।

বিছানায় শুয়ে জোনাস শুনতে পেল, নিচে বাবা ওর মাকে বিদায় জানাচ্ছে। একটা দরজা বন্ধ হল, গাড়ি স্টার্ট নিল, গাড়ির আওয়াজ মিলিয়ে গেল। ওরা আবার নিঃসঙ্গ হয়ে গেল। মা টিভি চালু করল। ও এমন কিছু নিয়ে ভাবছে যেটা মা জানতে চেয়েছিল। যে কারণে জোনাস ওর কোনো বন্ধুকে খুব কম সময়ই বাসায় খেলতে আনে। কী উত্তর দেবে সেটে ভেবে পায়নি, মাকে ও দুঃখী করতে চায় না। কিন্তু মা'র বদলে এখন ও নিজেই দুঃখী হচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে আছে ও, কানের ভেতর তিক্ত-মিষ্টি একটা ব্যথার বিস্তৃতি অনুভব করছে, ছাদে ঝুলে থাকা উইন্ড চাইমের ধাতব কাঠিগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে স্থির চোখে। বিছানা থেকে উঠে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল জোনাস।

বাগানের তুষারের ওপর আলো পড়ে এমনভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে যে সেখানে তুষারমানবটাকে ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না। সেটাকে নিঃসঙ্গ দেখাচ্ছে। কারও উচিত ওটাকে একটা ক্যাপ বা স্কার্ফ পড়িয়ে দেওয়া। আর একটা ঝাড়ুও দেওয়া যেতে পারে। ঠিক সেই সময় মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো চাঁদ। কালো দাঁতের সারি চোখে পড়ল। এবং চোখ জোড়া। স্বয়ংক্রিয়ভাবে জোনাস ঢোক গিলল, দু' কদম পিছিয়ে গেল। নুড়ি পাথরের চোখ চিক চিক করে উঠল। চোখ দুটো আর বাড়ির দিকে তাকিয়ে নেই। চোখ দুটো ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে। ওপরে এদিকে। জোনাস জানালার পর্দা টেনে দিল, চুপিসারে বিছানায় ফিরে গেল।

BanglaBook.org

৩

দিন ১।

কচিনিয়েল।

প্যালেস গ্রিল বারের একটা টুলের ওপর বসে দেয়ালে লটকানো নানান লেখা দেখছে হ্যারি। সেসব লেখায় খদ্দেরদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে- ধার চাইবেন না, পিয়ানো বাদকের সঙ্গে দুর্ব্যাবহার করবেন না, এখানে ভালোয় ভালোয় থাকুন নয়তো বিদায় নিন। সন্ধ্যার এখনো অনেক বাকি। বার'এ খদ্দের বলতে দু'জন মেয়ে আর দু'জন ছেলে। মেয়ে দু'জন একটা টেবিলে বসে উন্মত্তভাবে নিজের নিজের মোবাইলের বাটন চাপছে। আর ছেলে দুটো নিশানা ঠিক করে ডার্ট ছোড়ার প্র্যাকটিস করছে, কিন্তু বারবারই ব্যর্থ হচ্ছে। ডলি প্যার্টন, যে কিনা দেশজ ঘরানার সঙ্গে পশ্চিমা ঘরানার মিশেলে গান গাওয়ার ধারাকে ফিরিয়ে এনেছে, লাউড স্পিকারে তার দক্ষিণী উচ্চারণের নাকি সুরের গান বাঁজছে। হ্যারি ঘড়ি দেখল আরেকবার, নিজের সঙ্গে নিজেই বাজি ধরল- ঠিক আটটা সাতে দরজায় এসে দাঁড়াবে র‍্যাকেল ফক। হ্যারি বুঝতে পারল, ওর টেনশনটা বেড়ে যাচ্ছে চড়চড় করে। র‍্যাকেলকে যতবারই দেখে ততবারই এরকম অনুভূতি হয়। এটা কেবলই উদ্ভুত পরিস্থিতিজনিত প্রতিক্রিয়া–নিজেকে নিজে প্রবোধ দিল হ্যারি। ঠিক প্যাভলভের কুকুরের লালা ঝরার মতো, খাবারের ঘণ্টা বাজলেই তাদের লালা ঝরে, ঘণ্টা বাজার সময় খাবার না থাকলেও লালা ঝরে। আর আজ সন্ধ্যায় ওরা খাবার খাবে না। ব্যস এটাই, ওরা আজ খাবে, তবে সেটা কেবলই খাবার। এবং যে জীবন তারা এখন যাপন করছে তা নিয়ে উষ্ণ আলাপ হবে। অথবা আরও সংক্ষেপে বললেঃ র‍্যাকেল যে জীবন এখন যাপন করছে। এবং ওলেগের কথা, তার প্রাক্তন রাশান স্বামীর ঔরসে জন্ম নেওয়া ছেলে। র‍্যাকেল মস্কোতে নরওয়েজিয়ান দূতাবাসে কাজ করার সময় জন্ম হয়েছে ছেলেটার। অন্তর্মূখী আর সতর্ক প্রকৃতির ওলেগের সঙ্গে হ্যারির যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রেই ছেলেটার বাবার চেয়ে অনেক বেশি গভীর আর দৃঢ়। এবং সবশেষে যখন র‍্যাকেল আর সইতে পারবে না, তখন

BanglaBook.org

চলে যাবে। হ্যারি আগে জানত না, কার লোকসানটা বড়। কিন্তু এখন জানে। এখন আটটা বেজে সাত মিনিট। দরজার পাশে উত্তেজক ঢঙে দাঁড়িয়ে আছে র‍্যাকেল। তার পিঠের বাঁক হ্যারি আঙুলের ডগায় অনুভব করতে পারছে এবং তার গালের বিচ্ছুরিত ত্বকের নিচের উঁচু হাড়ের সঙ্গে নিজের গালের হাড়ের স্পর্শ অনুভব করছে। ও আশা করেছিল, র‍্যাকেলকে ভালো দেখাবে না। খুবই সুখী।

হ্যারির কাছে এগিয়ে এল র‍্যাকেল। দু'জন দু'জনার গালে গাল ছোঁয়াল। হ্যারিই প্রথম গাল এগিয়ে দিল।

'কী দেখছ?' কোটের বোতাম খুলতে খুলতে বলল র‍্যাকেল।

'জানোই তো,' কথাটা বলে হ্যারি বুঝল যে, প্রথমে গলাটা একটু পরিস্কার করে নেওয়া দরকার ছিল।

মুখ টিপে হাসল সে, তার হাসিটা ওর ওপর ঠিক তেমন প্রভাব ফেলল যেমনটা ফেলে জিম বিম ব্র্যান্ডের হুইস্কিতে প্রথম চুমুক দিলে। ও উষ্ণ আর রিল্যাক্স হয়ে উঠল।

'না,' সে বলল।

তার 'না'-এর সঠিক মানেটা ও জানে। শুরু কোরো না, লজ্জা দিয়ো না, আমরা ওখানে যাবো না। কথাটা সে মৃদুভাবে বলল, প্রায় শোনাই যায় না, তার কথাটা হ্যারির কানে গানের লেশের মতো বাজল।

'শুকিয়ে গেছ,' সে বলল।

'ওরাও তা-ই বলে।'

'টেবিল...'

'ওয়েটার এসে আমাদেরকে নিয়ে যাবে।'

ওর বিপরীত দিকের টুলে বসে সে একটা ক্ষুধা জাগানিয়া পানীয়ের অর্ডার করল। ক্যাম্পারি কোনো কথা না বলে চলে গেল। ওয়েটার মেয়েটাকে 'কচিনিয়েল' অর্থাৎ টুকটুকে লাল বলে ডাকে হ্যারি। কচিনিয়েল হচ্ছে একধরনের প্রাকৃতিক রঙ। এই রঙ মেশালে ওয়াইন রঙিন হয়ে ওঠে। মেয়েটাকেও এই নামে ডাকে কারণ, সে টুকটুকে লাল রঙের পোশাক পড়তে পছন্দ করে। অবশ্য র‍্যাকেলের দাবি, মেয়েটা এই উজ্জ্বল লাল রঙ ব্যবহার করে একটা সতর্কবার্তা হিসাবে, যেমন কিছু কিছু প্রাণি অন্য প্রাণিকে তার থেকে দূরে রাখার জন্য গাঢ় রঙ ব্যবহার করে।

হ্যারি কোক অর্ডার করল আরেকটা।

BanglaBook.org

'এত শুকিয়েছ কেন?' জানতে চাইল র‍্যাকেল।

'ফাঙ্গাস।'

'কী?'

'ফাঙ্গাস আসলেই আমাকে খেয়ে ফেলছে। মগজ, চোখ, ফুসফুস, মনোযোগ। রঙ আর স্মৃতিশক্তিকে শুষে নিচ্ছে। ফাঙ্গাস বেড়ে উঠছে, আমি মিলিয়ে যাচ্ছি। ফাঙ্গাস আমিতে পরিণত হচ্ছে, আমি ফাঙ্গাসে পরিণত হচ্ছি।'

'কী আগড়ম-বাগড়ম বলছ?' বিরক্তির মুখভঙ্গী করে বিস্মিত হয়ে বলল সে, কিন্তু তার চোখের হাসিটা ধরতে পারল হ্যারি। সে হ্যারির কথা পছন্দ করে, এমনকি ওর নিছক অর্থহীন কথাও। র‍্যাকেলকে ও নিজের ফ্ল্যাটের মোল্ড ফাঙ্গাসের কথা বলল।

'তোমার দিনকাল কেমন কাটছে?' জানতে চাইল হ্যারি।

'ভালো। আমি ভালো আছি। ওলেগ ভালো আছে। তবে ও তোমাকে মিস করে।'

'ও বলেছে এ কথা?'

'ও বলেছে। ওর ওপর তোমার আরও মনোযোগ দেওয়া উচিত।

'আমার?' র‍্যাকেলের দিকে তাকাল, হতবুদ্ধ হয়ে পড়েছে হ্যারি। 'এটা আমার সিদ্ধান্ত ছিল না।'

'তো?' বারম্যানের হাত থেকে ড্রিঙ্ক তুলে নিতে নিতে বলল সে। 'তুমি আর আমি এক সঙ্গে থাকি না, কেবল এই কারণের অর্থ এটা নয় যে, তোমার আর ওলেগের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কোনো রিলেশন নেই। তোমাদের দু'জনের জন্যই। তোমাদের দু'জনের কারোর পক্ষেই এই দায়িত্ব কোনো আত্মীয়-স্বজনের কাছে অর্পণ করা সহজ নয়। কাজেই তোমাদের যে সম্পর্ক আছে সেটাকে তোমার পরিপালন করা উচিত।'

কোকে চুমুক দিল হ্যারি। 'তোমার ডাক্তারের সঙ্গে ওলেগ কেমন আছে?'

'তার নাম ম্যাথিয়াস,' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল র‍্যাকেল। 'ওরা পরস্পরকে বোঝার চেষ্টা করছে। ওরা... ভিন্ন প্রকৃতির। ম্যাথিয়াস তাদের ...সম্পর্ক নিয়ে বেশ চেষ্টাচরিত্র পরিশ্রম করছে, কিন্তু তার জন্য কাজটাকে সহজ রাখছে না ওলেগ।'

তৃপ্তির একটা মিষ্টি শিরশিরানি অনুভব করল হ্যারি।

'এছাড়া ম্যাথিয়াস দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে।'

BanglaBook.org

'আমি ভেবেছিলাম, তুমি তোমার মনের মানুষকে কাজ করতে দিতে পছন্দ কর না,' পাল্টা জবাব দিয়ে কথাটা বলার জন্য অনুতাপ হল হ্যারির। কিন্তু রেগে যাওয়ার বদলে দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল র‍্যাকেল।

'খুব বেশি সময় আগের কথা নয়, হ্যারি। তুমি মগ্ন হয়ে ছিলে। তুমিই তোমার কাজ, তোমাকে যেটা পরিচালিত করে সেটা ভালোবাসা বা দায়িত্বশীলতা নয়। এমনকি এটা ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষাও নয়। এটা ক্রোধ। এবং প্রতিশোধ নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা। আর সেটা ঠিক নয়, হ্যারি, এটা অমন হওয়া উচিত নয়। তুমি জানো কী হয়েছে।'

হ্যাঁ, হ্যারি ভাবল। তাছাড়া অসুখটাকে আমি তোমার ঘরে ঢুকতে দিয়েছি।

গলা খাঁকাড়ি দিল হ্যারি। 'কিন্তু তোমার চিকীৎসককে চালাচ্ছে... সঠিক জিনিশটা কী তাহলে?'

'এখনো ম্যাথিয়াস এ অ্যান্ড ই'তে রাতের শিফটে কাজ করে। স্বেচ্ছাসেবী। একই সঙ্গে অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্টে ফুল-টাইম লেকচার দেয়।'

'আর ও একজন ব্লাড ডোনার এবং অ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সদস্য।'

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'বি নেগেটিভ দুর্লভ রক্তের গ্রুপ, হ্যারি। আর তুমি সবসময়ই অ্যামেনেস্টিকে সমর্থন কর, এ কথা আমি ভালো করেই জানি।

কমলা রঙের প্লাস্টিক একটা কাঠি দিয়ে সে তার ড্রিঙ্ক নাড়ছে। কাঠিটার মাথায় একটা ঘোড়া। লাল মিক্সারে বরফের টুকরো পাক খেল। কচিনিয়েল।

'হ্যারি?' সে বলল।

তার স্বরভঙ্গিতে একটা কিছু আছে যেটা হ্যারিকে চিন্তিত করে তুলল।

'ম্যাথিয়াস আমার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে আসছে। ক্রিসমাসের সময়।'

'এত জলদি?' তালুতে ঠেকিয়ে জিহ্বা ভেজাতে চাইল হ্যারি।

'দু'জন দু'জনকে তোমরা খুব বেশি সময় ধরে চেনো না।'

'যথেষ্ট সময় ধরে চিনি। গ্রীষ্মে আমরা বিয়ের পরিকল্পনা করছি।'

ম্যাগনাস স্কেয়ার খেয়াল করল, উষ্ণ পানি তার হাত বেয়ে পড়ে সিঙ্কের মধ্যে চলে যাচ্ছে। সিঙ্কের ভেতর পানি মিলিয়ে যাচ্ছে। না। কিছুই মিলিয়ে যাচ্ছে না, পানি কেবল অন্য কোথাও যাচ্ছে। ঠিক সেসব লোকদের মতো যাদের সম্পর্কে ও গত কয়েক সপ্তাহ জুড়ে তথ্য সংগ্রহ করেছে। কারণ হ্যারি ওকে তথ্য সংগ্রহ করতে বলেছে। কারণ হ্যারি বলেছে, এর মধ্যে কিছু একটা থাকতে পারে। আর সপ্তাহ শেষ হবার আগেই ম্যাগনাসের কাছে রিপোর্ট চেয়েছে ও। যার মানে

BanglaBook.org

হচ্ছে, ম্যাগনাসকে ওভারটাইম করতে হবে। যদিও ও জানে, হ্যারি ওদেরকে এমন কাজ দেয় যাতেকরে অফিস টাইমে ওদেরকে নিজের নিজের ডেস্কেই ব্যস্ত থাকতে হয়। ইউনিফর্মড ডিভিশনের তিনজনের ছোট্ট দল মিসিং পার্সনস ইউনিট পুরোনো কেইস নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করতে রাজি হয়নি, নতুন কেইস নিয়ে তাদের অনেক কাজ করবার আছে।

জনমানবশূন্য করিডোর ধরে নিজের অফিসে ঢোকার সময় ম্যাগনাস লক্ষ্য করল, দরজাটা সামান্য খোলা। ওর মনে আছে যে, দরজাটা নিজ হাতে বন্ধ করে গেছে। নয়টা পেরিয়ে গেছে এখন। এর মানে ঝাড়ুদার তার কাজ অনেক আগেই শেষ করেছে। বছর দুয়েক আগে অফিসে চুরির প্রকোপ দেখা দিয়েছিল। ম্যাগনাস স্কেয়ার হেচকা টানে দরজা খুলল।

রুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাটরিন ব্র্যাট। সে কপালের ভ্রু তুলে ম্যাগনাসের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন, ম্যাগনাসই ক্যাটরিনের অফিসে ঢুকে পড়েছে। ম্যাগনাসের দিকে পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়াল সে।

'আমি শুধু দেখতে চাচ্ছিলাম,' দেয়ালের ওপর চোখ রেখে বলল সে।

'কী দেখতে চেয়েছ?' চারদিকে চোখ বোলালো স্কেয়ার। ওর অফিস অন্য আরসব অফিসেরই মতো, এখানে কেবল জানালা নেই।

'এটা ওর অফিস ছিল? তাই না?'

ভ্রু কোচকাল স্কেয়ার। 'কী বোঝাতে চাইছ?'

'হোল-এর। সেসব বছর জুড়ে এটাই ছিল ওর অফিস। এমনকি অস্ট্রেলিয়াতে সিরিয়াল কিলিং নিয়ে ইনভেস্টিগেশন করার সময়ও?'

কাঁধ নাচাল স্কেয়ার। 'সেটাই হবে মনে হয়। কেন?'

টেবিলের ওপর একটা হাত বোলাল ক্যাটরিন ব্র্যাট। 'অফিস বদলাল কেন ও?'

তার পাশ দিয়ে গিয়ে ম্যাগনাস টুপ করে সুইভেল চেয়ারে বসল। 'এখানে কোনো জানালা নেই।'

'এবং ও অফিসটা প্রথমে এলেন জেলটেন আর তারপর জ্যাক হ্যাভারসনের সঙ্গে শেয়ার করত,' ক্যাটরিন ব্র্যাট বলল। 'এবং সে দু'জনই খুন হয়েছে।'

নিজের মাথার পেছনে দু'হাত রাখল ম্যাগনাস স্কেয়ার। এই নতুন অফিসার উচু স্তরের মেয়ে হবে। ওর চেয়ে এক ধাপ কি দুই ধাপ ওপরে হবে। ও বাজি ধরল, তার হাজবেন্ড কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তি গোছের কেউ বা অন্য কিছু হবে এবং লোকটা পয়সাওয়ালা। তার স্যুটটাকে দামী মনে হচ্ছে। কিন্তু ও যখন মেয়েটাকে আরেকটু মনোযোগ নিয়ে দেখল, তখন কোথাও একটা ত্রুটি দেখতে

BanglaBook.org

পাচ্ছে। সামান্য একটা ত্রুটি যেটাকে ও ঠিক ধরতে পারছে না।

'তুমি কি মনে কর তাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেত ও? এ কারণেই কি ও এই ঘর থেকে সরে গেছ?' প্রশ্ন করল ব্র্যাট। নরওয়ের ওয়াল ম্যাপ খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছে। ১৯৮০ সাল থেকে পূর্ব নরওয়ের অসল্যান্ডে যেসব লোক নিখোঁজ হয়েছে, তাদের হোমটাউনগুলো ম্যাপে গোল গোল দাগে চিহ্নিত করে রেখেছে স্কেয়ার।

স্কেয়ার হাসল, জবাব দিল না। ব্র্যাটের কোমর সরু আর দীর্ঘ পিঠটা নমনীয়। ও জানে যে ব্র্যাট জানে, ও তাকে লোলুপ চোখে দেখছে।

'ও আসলে কেমন?' সে প্রশ্ন করল।

'এ প্রশ্ন করছ কেন?'

'আমার মনে হয়, প্রত্যেকেই তার নতুন বস সম্পর্কে এটা জানতে চায়, চায় না?'

ঠিকই বলেছে সে। হ্যারি হোলকে ও কখনোই বস মনে করেনি, এইভাবে মনে করেনি। ঠিক আছে, হ্যারি তাদেরকে তদন্তের দায়িত্ব দেয়, কিন্তু এর বাইরে হ্যারি যেটা করে সেটা হচ্ছে ওর পথ থেকে দূরে থাকতে বলে।

'ও, সম্ভবত তুমি জানো, কিছুটা কুখ্যাত,' স্কেয়ার বলল।

কাঁধ নাচাল সে। 'ওর মদাসক্তি সম্পর্কে শুনেছি, হ্যাঁ। আর সহকর্মীরা ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। এবং শীর্ষ সব কর্মকর্তাই ওকে চাকরি ছাড়া করতে চেয়েছিল, ওকে আগলে রেখেছেন আগের পিওবি।'

'তার নাম বার্ন মোলার,' ম্যাপের দিকে তাকিয়ে গোল দাগ দেওয়া বার্গেনের দিকে তাকিয়ে বলল স্কেয়ার। নিখোঁজ হওয়ার আগে এই জায়গাটাতেই মোলারকে শেষবারের মতো দেখা গিয়েছিল।

'আর ওর দিকে মিডিয়ার তারকাসুলভ মনোযোগকে হেডকোয়ার্টারের লোকেরা পছন্দ করেনি।'

স্কেয়ার নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল। 'ও অত্যন্ত ভালো একজন গোয়েন্দা। আমার জন্য এটাই যথেষ্ট।'

'ওকে তুমি পছন্দ কর?' জানতে চাইল ব্র্যাট।

দাঁত বের করে হাসল স্কেয়ার। ঘুরে গিয়ে ব্র্যাটের চোখের দিকে তাকাল সোজাসুজি।

'পছন্দ, অপছন্দ,' ও বলল। 'আমার মনে হয় না এর কোনো একটাকে ওর সম্পর্কে বলা যায়।'

BanglaBook.org

চেয়ারটা পেছনে ঠেলে ডেস্কের ওপর পা তুলল ও, হাত-পা টানটান করে সামান্য হাই তুলল। 'এত রাতে তুমি কী করছ?'

কর্তৃত্ব ফলানোর চেষ্টা। আফটার অল মেয়েটা লো-র‍্যাংকিংয়ের গোয়েন্দা। এবং নতুন।

কিন্তু ক্যাটরিন ব্র্যাট শুধু হাসল, যেনবা স্কেয়ার মজার কোনো কথা বলেছে, তারপর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

চলে গেল। গালি দিল স্কেয়ার, চেয়ারে বসে কম্পিউটারে মনোযোগ দিল সে।

ঘুম ভাঙার পর ছাদের দিকে চেয়ে রইল হ্যারি। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে ও? ঘুরে বিছানার পাশের টেবিলের উপর রাখা ঘড়িটা দেখল। সোয়া চারটা। ডিনারটা ছিল অতিশয় নিরানন্দদায়ক। র‍্যাকেলকে কথা বলতে, ওয়াইন খেতে, মাংস চিবুতে দেখেছে। গভীর আগ্রহ নিয়ে তার কথা শুনেছে। সে আর ম্যাথিয়াস দু'বছরের জন্য বতসোয়ানা যাবে। সেখানকার সরকার এইচআইভি'র বিরুদ্ধে লড়ছে, কিন্তু তাদের পর্যাপ্তসংখ্যক চিকীৎসক নেই। র‍্যাকেল ওকে জিজ্ঞেশ করেছিল যে, ও আর কারও দেখা পেয়েছে কিনা। জবাবে ও বলেছে, শৈশবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ওয়েস্টিন ও ত্রেস্কোর দেখা পেয়েছে। প্রথমোক্ত জন হচ্ছে মদারু আর কম্পিউটারে আসক্ত ট্যাক্সি চালক। পরের জন পাঁড় জুয়াড়ি। অন্য পোকার খেলোয়াড়ের মনোভাব যতটা বুঝতে পারে, যদি নিজের চেহারায় প্রকাশিত মনোভাবকে ততটা সামলাতে পারত, তবে সে বিশ্ব পোকার চ্যাম্পিয়ন হতে পারত। লাসভেগাসে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রেস্কোর মারাত্মক পরাজয় সম্পর্কে র‍্যাকেলকে বলতে শুরু করেছিল হ্যারি। পরে মনে পড়ল যে, এ কথা এর আগেও তাকে একবার বলা হয়েছে। আর এ কথা সত্য নয় যে, এই দুই বন্ধুর সঙ্গে হ্যারির সাক্ষাৎ হয়েছে। কারও সঙ্গেই দেখা হয়নি ওর।

টেবিলের ওপর রাখা গ্লাসগুলোতে মদ ঢালছে ওয়েটার। বোতলের ছিপি খোলার সময় কিছুটা মদ নিজের মুখে ঢেলে নিল সে। ওলেগকে একটা কনসার্টে নিয়ে যাওয়ার জন্য ও রাজি হবে কি উল্টো ছেলেটাকে দেখার জন্য র‍্যাকেলের কাছে রীতিমতো অনুনয়-বিনুনয় করল। স্লিপনট। র‍্যাকেল তার ছেলেকে কোন ব্যান্ডের কনসার্ট থেকে বঞ্চিত করছে সেটা আর বলেনি হ্যারি। স্লিপনট দেখার জন্য ওলেগ পাগল। যদিও শয়তানের প্রতীক আর দ্রুত লয়ের বেইজ ড্রাম ব্যবহার করা ব্যান্ড দেখলে ওর সাধারণত হাসি পায়, তবে স্লিপনট আসলেই মজার।

BanglaBook.org

শরীরের ওপর থেকে লেপ সরিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল হ্যারি। ট্যাপের শীতল পানি হাত ভরে নিয়ে খেল। ওর সবসময়ই মনে হয়, আঁজলা ভরে পানি খাওয়ার আনন্দই আলাদা। হঠাৎ করেই আঁজলার পানি ছেড়ে দিল, সিঙ্ক গড়িয়ে পানি পড়ছে, কালো দেয়ালের দিকে চেয়ে রইল স্থির চোখে। কিছু কি দেখল ও? কিছু একটার নড়াচড়া? না, কোনো জিনিশ নয়, কেবল এটার নড়াচড়া, পানির নিচের অদৃশ্য তরঙ্গ যেমন সামুদ্রিক ঘাসে সোহাগ স্পর্শ দেয় তেমন নড়াচড়া। পঁচা কাপড়ের ওপর একটা বীজগুটি। সামান্য বাতাসের দোলায় এটা নড়ে যাচ্ছে, আবার নতুন জায়গায় বসে খাওয়া ও চোষা শুরু করছে। বসার ঘরে এসে রেডিও চালু করল হ্যারি। নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। হোয়াইট হাউজের জন্য আরেকবার নির্বাচিত হয়েছেন জর্জ ডব্লিউ বুশ।

বিছানায় ফিরে গিয়ে মাথা পর্যন্ত লেপ টেনে দিল হ্যারি।

একটা শব্দ শুনে জেগে উঠল জোনাস, মুখের ওপর থেকে লেপটা সরিয়ে দিল। অন্তত ওর মনে হল, একটা শব্দ হয়েছে। ছপছপ শব্দ, রোববার সকালের নিরবতার সময় বাড়িগুলোর মধ্যে পায়ের নিচে নরম তুষার মাড়ানোর শব্দের মতো। নিশ্চয় ও স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু চোখ বুজলেও চোখে ঘুম ফিরে এলো না। ঘুমের বদলে ফিরে এলো টুকরো টুকরো স্বপ্ন। ওর সামনে বাবা দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল আর নীরব, তার চশমার প্রতিফলন চশমাকে বরফের মতো দুর্ভেদ্য করে তুলেছে।

এটা নিশ্চয় দুঃস্বপ্ন, কারণ জোনাস ভয় পেয়েছে। আবার চোখ খুলল ও। ছাদে ঝোলানো উইন্ড চাইমগুলো নড়ছে। বিছানা থেকে লাফিয়ে নামল ও, দরজা খুলে করিডোর ধরে দৌড় দিল। সিঁড়ি দিয়ে নিচতলায় নামবার সময় অন্ধকারের ভেতর ও নিচে তাকাল না। বাবা-মা'র বেডরুমের সামনে না আসা পর্যন্ত থামল না ও। অসীম সতর্কতার সঙ্গে রুমের দরজার হাতলটা নিচের দিকে চাপ দিল। হাতল চাপার পর ওর মনে পড়ল, বাবা ঘরে নেই, ও মাকে জাগাতে পারবে। ঘরের ভেতরে ঢুকল ও। ডাবল বেডের কাছে মেঝের ওপর আছড়ে পড়ছে চাঁদের আলো। ডিজিটাল অ্যালার্ম ঘড়ির সংখ্যাগুলো জ্বলছে: ০১.১১। এক মূহুর্তের জন্য সেখানে দাঁড়াল হতবুদ্ধ জোনাস।

তারপর করিডোরে গেল ও। সিঁড়ির দিকে এগোল। অন্ধকার মহাশূন্যের গহ্বরের মতো সিঁড়িটা অপেক্ষা করে আছে ওর জন্য। নিচ থেকে কোনো শব্দই পাওয়া যাচ্ছে না।

BanglaBook.org

'মা!'

নিজের ছোট্ট আর রুক্ষ আওয়াজের প্রতিধ্বনি কানে বাজার পর চীৎকার করার জন্য অনুতাপ হল ওর। এখন এটাও জানলো। অন্ধকারটা।

কোনো জবাব মিলল না।

ঢোক গিলল জোনাস। আঙুল টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল ও।

পায়ের নিচে সিঁড়ির তৃতীয় ধাপটা ভেজা ভেজা অনুভব করল। ষষ্ঠ ধাপও একই রকম ভেজা। এবং অষ্টম ধাপও ভেজা ভেজা। কেউ যেন ভেজা জুতো পড়ে গিয়েছে এখান দিয়ে। অথবা ভেজা পায়ে।

লিভিং রুমের বাতি জ্বালানো। কিন্তু এখানে মা নেই। জানালার কাছে গিয়ে বেন্ডিকসেনের বাড়ির দিকে তাকাল। মা মাঝে মাঝে এবা'র সঙ্গে দেখা করতে যায়। কিন্তু বাড়িটার সব জানালাই অন্ধকার।

রান্নাঘরে গিয়ে টেলিফোনটা হাতে নিল। নিজের চিন্তাকে ও সফলভাবে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, কোনো দুঃশ্চিন্তাকে মনে ঢুকতে দেয়নি। মায়ের মোবাইল নাম্বারে ডায়াল করল। মা'র মোলায়েম কণ্ঠ শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কিন্তু কণ্ঠটা ছিল কেবলই একটা যান্ত্রিক ম্যাসেজ। জোনাসকে তার নাম জানাতে বলে শুভ একটা দিন কামনা করল মায়ের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর।

এবং এখন দিন নয়, এখন রাত।

ঘরের রোয়াকের কাছে দাঁড়িয়ে বাবার বড় এক জোড়া জুতো পড়ল ও। পায়জামার ওপর ভারী জ্যাকেটটা চাপিয়ে ঘরের বাইরে বেরুল জোনাস। মা বলেছিল, আগামীকালের মধ্যে তুষার চলে যাবে, কিন্তু এখনো বেশ খানিকটা আছে। হালকা একটা বাতাস বইছে, দরজার কাছের ওক গাছে ধাক্কা খাচ্ছে সেই বাতাস। বেন্ডিকসেনের বাড়ি এখান থেকে এক শ' মিটারের চেয়ে বেশি দূর হবে না। সৌভাগ্যক্রমে রাস্তায় দুটো বাতি জ্বলছে। মা এই বাড়িতে থাকতে পারে। ডানে-বাঁয়ে ভালো করে দেখে জোনাস নিশ্চিত হল যে, এখানে ওকে থামানোর মতো কেউ নেই। তারপর তুষারমানবটা নজরে পড়ল। আগের মতোই দাঁড়িয়ে আছে সেটা, নিশ্চল, বাড়ির দিকে মুখ করা। শীতল জোছনা পড়েছে তুষারমানবের ওপর। এছাড়াও এটাতে ভিন্ন একটা জিনিশ আছে, মানুষের মতো কিছু একটা, চেনা চেনা কিছু একটা। বেন্ডিকসেনের বাড়ির দিকে তাকাল জোনাস। দৌড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু দৌড় দিল না। দৌড় দেওয়ার

BanglaBook.org

বদলে দাঁড়িয়ে রইল, ওর ডান পাশ দিয়ে বরফ-শীতল বাতাস বয়ে গেল। ধীরে ধীরে তুষারমানবটার দিকে ঘুরে দাঁড়াল ও। এখন বুঝতে পারছে, তুষারমানবটাকে কেন এত পরিচিত পরিচিত লাগছে। তুষারমানবটার গলায় একটা স্কার্ফ জড়ানো। গোলাপি একটা স্কার্ফ। যে স্কার্ফটা জোনাস ক্রিসমাসে ওর মাকে দিয়েছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৪

দিন ২।

অন্তর্ধান।

দিনের মাঝামাঝি সময়ে অসলো সিটি সেন্টারের তুষার গলে গেল। কিন্তু হফ-এর রাস্তার, যে রাস্তা ধরে হ্যারি হোল আর ক্যাটরিন ব্র্যাট গাড়ি চালিয়ে এল, দু'পাশের বাগানে তুষারের রেশ রয়ে গেছে এখনো। মাইকেল স্টাইপের বিষাদময় গান বাঁজছে রেডিওতে। ঘটে যাওয়া কোনো এক ভুল এবং সঙ্কটে পড়া ছেলেটার জন্য বিলাপ করছে গায়ক। শান্ত এলাকাটার আরও বেশি শান্ত রাস্তার একটি বেড়ার পাশে পার্ক করা উজ্জ্বল সিলভার রংয়ের টয়োটা করোলাটা দেখিয়ে দিল হ্যারি।

'স্কেয়ার-এর গাড়ি। ওটার পেছনে পার্ক কর।'

বাড়িটা বিশাল আর হলুদ। তিনটা পরিবারের থাকার পক্ষেও যথেষ্ট বড়, ভাবল হ্যারি। ওরা হেঁটে যাচ্ছে নুড়ি বিছানো পথ দিয়ে। বাড়ির আশপাশের সবকিছুই ভেজাভেজা। বাগানে দাঁড়ানো তুষারমানবটার অবশিষ্ট অংশের ভবিষ্যৎ খারাপ।

দরজা খুলল স্কেয়ার। ঝুঁকে পড়ে তালাটা দেখল হ্যারি।

'কোথাও কোনো ভাঙার চিহ্ন নেই,' স্কেয়ার বলল।

স্কেয়ার ও ব্র্যাটকে নিয়ে লিভিং রুমে ঢুকল হ্যারি। ওদের দিকে পিঠ ফেরানো একটা ছেলে মেঝেতে বসে বসে টিভিতে একটা কার্টুন চ্যানেল দেখছে। একজন মহিলা সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হ্যারির সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল। মহিলা নিজের নাম বলল এবা বেভিকসেন, এই বাড়ির বাসিন্দাদের প্রতিবেশী।

'এর আগে বির্তে কখনোই এ ধরনের কাণ্ড করেনি,' সে বলল। 'ওকে যতদিন ধরে আমি চিনি, অন্তত ততদিন করেনি।'

BanglaBook.org

'কতদিনের চেনা?' চারদিকে চোখ বোলাতে বোলাতে জানতে চাইল হ্যারি। টিভির সামনে ভারীসারি একটা চামড়ার ফার্নিচার এবং কালো গ্লাসের আটকোণা কফি টেবিল। ডাইনিং টেবিলের চারদিকে বসানো চোঙাকৃতির স্টিলের চেয়ারগুলো হালকা আর অভিজাত, যেমনটা পছন্দ করে র‍্যাকেল। দুটো পেইন্টিং ঝুলছে দেয়ালে। দুটো পোট্রেইটেই ব্যাংক ম্যানেজারদের মতো দেখতে এক লোক ওর দিকে কর্তৃত্বপরায়ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পোট্রেট দুটোর পাশে আধুনিক ধাঁচের একটা বিমূর্ত ছবি। এ ধরনের বিমূর্ত ছবি প্রথমে সফলভাবে অনাধুনিক আবার পরে অতি-আধুনিক হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে।

'দশ বছর,' বলল এবা বেন্ডিকসেন। 'জোনাস যেদিন জন্মালো সেদিন আমরা বাসায় উঠলাম।' ছেলেটার দিকে মাথা নাড়িয়ে বলল সে। ছেলেটা এখনো নিশ্চল বসে আছে, ঝড়ের বেগে ছুটতে থাকা পাখি আর গর্জন করতে থাকা নেকড়ের কার্টুন দেখছে এক মনে।

'আমার মনে হয়, গত রাতে আপনিই পুলিশকে ফোন করেছিলেন?'

'হ্যাঁ, আমিই করেছি।'

'ছেলেটা ঘরের কলিংবেল বাজিয়েছে রাত সোয়া একটার দিকে,' নিজের টোকা নোট দেখে বলল স্কেয়ার। 'পুলিশকে ফোন করা হয়েছে দেড়টায়।'

'জোনাসকে সঙ্গে নিয়ে আমি আর আমার হাজবেন্ড প্রথমে বাড়িটা খুঁজে দেখেছি,' ব্যাখ্যা দিল এবা বেন্ডিকসেন।

'কোথায় খুঁজেছেন আপনারা?' প্রশ্ন করল হ্যারি।

'সেলারে। বাথরুমে। গ্যারেজে। সবখানেই। এটা খুব অদ্ভুত যে, কেউ এত দ্রুত কেটে পড়তে পারে।'

'কেটে পড়তে পারে?'

'অন্তর্ধান। নিখোঁজ হওয়া। ফোনে যে পুলিশের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে তিনি বলেছেন, আমরা যেন জোনাসকে দেখে রাখি। আর বির্তেকে চেনে এমন সবাইকে ফোন করতে বলেছেন। হতে পারে সে তাদের সঙ্গে আছে। তারপর আজ সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছেন, যদি বির্তে কাজে গিয়ে থাকে। তিনি বললেন, এ ধরনের ঘটনায় দশ জনের মধ্যে আট জনই কয়েক ঘণ্টা পর ফিরে আসে। আমরা ফিলিপকে ফোনে ধরার চেষ্টা করেছি– ।'

'নিখোঁজ মহিলার হাজবেন্ড,' তথ্য যোগ করল স্কেয়ার। 'উনি বার্গেনে লেকচার দেন। উনি কোনো এক বিষয়ের অধ্যাপক অথবা অন্য কিছু একটা করেন।'

'ফিজিক্সের,' এবা বেভিকসেন হাসল। 'অবশ্য ওর মোবাইল বন্ধ। আর ও কোন হোটেলে আছে সেটা আমরা জানতে পারিনি।'

'আজ সকালে বার্গেনে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।' স্কেয়ার বলল। 'অল্প সময়ের মধ্যেই উনি এখানে চলে আসতে পারেন।'

'হ্যাঁ, খোদা বাঁচিয়েছে,' বলল এবা। 'কাজেই আমরা যখন আজ সকালে বির্তেকে ওর কর্মক্ষেত্রে ফোন করে পেলাম না, আমরা তখন আপনাদেরকে আবার ফোন দিয়েছি।'

মাথা নেড়ে মহিলার কথায় সায় জানাল স্কেয়ার। হ্যারি ইঙ্গিতে স্কেয়ারকে বোঝাল, এবা বেভিকসেনের সঙ্গে কথা চালিয়ে যাও। টিভির দিকে মুখ করে হ্যারি মেঝেতে ছেলেটার পাশে বসল। টিভির পর্দায় একটা নেকড়ে ডিনামাইটের আগুন নেভাচ্ছে।

'হ্যালো, জোনাস। আমার নাম হ্যারি। সেই পুলিশটা কি তোমাকে বলেছে যে, এ ধরনের ঘটনায় বেশিরভাগ লোক ভালোয় ভালোয় ফিরে আসে? লোকজন উধাও হয়ে যায়, তারপর নিজে থেকেই ফিরে আসে?'

ছেলেটা মাথা ঝাঁকালো।

'নিশ্চয় ওরা ফিরে আসে,' হ্যারি বলল। 'তুমি কী অনুমান কর, তোমার কী মনে হয়, যে তোমার মা এখন কোথায় আছেন?'

কাঁধ নাচাল ছেলেটা। 'জানি না সে কোথায় আছে।'

'আমি জানি জোনাস, তুমি জানো না। এই মুহূর্তে আমরা কেউই জানি না। কিন্তু সে যদি এখানে বা কাজে না থাকে তবে প্রথম কোন জায়গাটাতে থাকতে পারে? এভাবে ভেবো না– এটা সম্ভব বা অসম্ভব।'

জবাব দিল না ছেলেটা, স্থির চোখে কেবল নেকড়েটাকে দেখছে। নেকড়েটা মরিয়াভাবে তার হাতে লেগে থাকা ডিনামাইটটাকে ছুড়ে ফেলার চেষ্টা করছে।

'এখানে কি এমন কোনো কটেজ আছে যেখানে তোমরা যাও?'

মাথা ঝাঁকাল জোনাস।

'এমন কোনো বিশেষ জায়গা যেখানে সে থাকতে চায় বা একা হতে চায়?'

'সে কখনো একা হতে চায় না,' জোনাস বলল। 'সে আমার সঙ্গে থাকতে চায়।'

'কেবল তোমার সঙ্গে?'

ছেলেটা ঘুরে হ্যারির দিকে তাকাল। জোনাসের চোখ বাদামি, ওলেগের মতোন। আর সেই বাদামি চোখে হ্যারি ওর প্রত্যাশিত ভয় কিন্তু অপ্রত্যাশিত ক্রোধ দেখতে পেল।

BanglaBook.org

'ওরা চলে যায় কেন?' প্রশ্ন করল ছেলেটা। 'যারা ফিরে আসে?'

একই চোখ, হ্যারি ভাবল। একই প্রশ্ন। গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন।

'অনেক কারণ আছে,' হ্যারি বলল। 'কেউ কেউ হারিয়ে যায়। অনেকভাবেই হারিয়ে যেতে পারে। আর কারও কারও শুধুই একটু বিশ্রাম দরকার হয়, তারা একটু শান্তির জন্য চলে যায়।'

সামনের দরজা দরাম করে বন্ধ হল, আকস্মিক ভয়ে ছেলেটাকে কেঁপে উঠতে দেখল হ্যারি।

ঠিক সে সময় নেকড়ের হাতে ধরা ডিনামাইট বিস্ফোরিত হল। ওদের পেছনে লিভিংরুমের দরজা খুলে গেল।

'হ্যালো,' একটা কণ্ঠ বলল। একই সঙ্গে তীক্ষ্ণ আর নিয়ন্ত্রিত। 'সর্বশেষ খবর কী?'

লোকটাকে দেখার জন্য মুহূর্তেই ঘুরে তাকাল হ্যারি। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সের স্যুট পড়া একটা লোক লম্বা লম্বা পা ফেলে কফি টেবিলের কাছে এসে টিভি'র রিমোট হাতে তুলে নিল। পরের মুহূর্তে টিভি'র পর্দা সাদা একটা বিন্দু তৈরি করে বন্ধ হয়ে গেল।

'দিনের বেলায় টিভি দেখা নিয়ে আমি কী বলেছিলাম, জোনাস,' আত্মসমর্পণের ঢঙে বলল লোকটা। যেনবা রুমের অন্যদেরকে সে এটা বোঝাতে চায়– আজকালকার বাচ্চাদের মানুষ করা কতটা হতাশাজনক কাজ।

উঠে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় দিল হ্যারি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণরত ম্যাগনাস স্কেয়ার আর ক্যাটরিন ব্র্যাটকে পরিচয় করিয়ে দিল।

'ফিলিপ বেকার,' লোকটা বলল, চশমাটা ওপরের দিকে ঠেলে দিল, যদিও চশমাটা তার নাকের ওপরে ওঠানোই আছে। সম্ভাব্য সন্দেহভাজনের প্রথম দৃষ্টি দেখার গুরুত্বপূর্ণ কাজটা শেষ করার উদ্দেশে লোকটার চোখ দেখার চেষ্টা করল হ্যারি। কিন্তু চশমার কাঁচের প্রতিফলনের পেছনে তার চোখ ঢাকা পড়েছে।

'যাদেরকেই সম্ভব তাদেরকেই ফোন করেছি আমি, কিন্তু কেউই কিছু জানে না,' ফিলিপ বেকার বলল। 'আপনারা কী জানেন?'

'কিছুই না,' হ্যারি বলল। 'তবে প্রথমে যে সাহায্যটা আপনি আমাদের করতে পারেন তা হচ্ছে– কোনো স্যুটকেস, র‍্যাকস্যাক অথবা কাপড় খোয়া গেছে কিনা সেটা খুঁজে দেখা, যাতেকরে আমরা একটা ধারণা পেতে পারি।' পরের কথাটা বলার আগে বেকারকে ভালো করে দেখে নিল হ্যারি। 'এই অন্তর্ধান স্বতস্ফূর্ত নাকি পরিকল্পিত সেটা বোঝার জন্য।'

BanglaBook.org

মাথা নেড়ে সায় জানাবার আগে হ্যারির অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দিল বেকার, তারপর ওপরতলায় চলে গেল।

হাঁটু ভেঙে জোনাসের পাশে বসল হ্যারি। টিভি'র কালো পর্দার দিকে এখনো স্থির চোখে তাকিয়ে আছে ছেলেটা।'

'তো, তুমি রোড রানার পছন্দ কর, তাই না?' জিজ্ঞেশ করল হ্যারি।

নীরবে মাথা নাড়ল ছেলেটা।

'কেন নয়?'

জোনাসের ফিসফিস আওয়াজ প্রায় শোনাই যায় না: 'উইলি ই. কয়োটে'র জন্য খারাপ লাগে আমার।'

মিনিট পাঁচেক পর নিচে ফিরে এসে বেকার বলল, সে চলে যাবার সময় তার পড়নের থাকা কোট, বুট আর স্কার্ফ ছাড়া আর কিছুই খোয়া যায়নি, না ট্রাভেল ব্যাগ না পোশাক-আশাক।

'হুম।' দাড়িভর্তি চিবুকটা চুলকালো হ্যারি, আড়চোখে এবা বেভিকসেনকে দেখল। 'আপনি আর আমি কি রান্নাঘরে যেতে পারি, মি. বেকার?'

রান্নাঘরের পথটা দেখিয়ে নিয়ে গেল বেকার। ক্যাটরিনকে ওদের সঙ্গে আসার ইঙ্গিত দিল হ্যারি। রান্নাঘরে গিয়েই প্রফেসর একটা ফিল্টারে চামচ ঢুকিয়ে কফি বের করে মেশিনে পানি ঢালল। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইল ক্যাটরিন। হ্যারি জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখল। তুষারমানবের মাথাটা দু' কাঁধের মাঝে দেবে গেছে।

'গত রাতে আপনি কখন বেরিয়েছেন, বার্গেনে গেছেন কোন ফ্লাইটে?' জানতে চাইল হ্যারি।

'সাড়ে নয়টার দিকে বেরিয়েছি,' কোনো দ্বিধা না করেই বলল বেকার। 'প্লেন পৌঁছেছে এগারোটা পাঁচ-এ।'

'বাড়ি থেকে বেরোনোর পর বির্তের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ হয়েছিল আপনার?'

'না।'

'কী ঘটতে পারে বলে আপনার মনে হয়?'

'আমার কোনো ধারণা নেই, ইন্সপেক্টর। আসলেই কোনো ধারণা নেই।'

'হুম।' রাস্তার দিকে এক ঝলক চোখ বোলাল হ্যারি। ওরা এখানে আসার পর থেকে এ পর্যন্ত একটা গাড়ির আওয়াজও পায়নি। প্রতিবেশীরা সবাই সত্যিই নীরব। শহরের এই অংশে শান্তি আর নিরবতার দাম সম্ভবত পাঁচ লাখ। 'আপনাদের বিয়েটা কেমন ছিল?'

BanglaBook.org

হ্যারি শুনতে পেল, বেকার যে কাজ করছিল সেটা থামিয়ে দিয়েছে, ও যোগ করল, 'এটা জানতে চাচ্ছি কারণ, বউয়েরা মামুলি রাগ করেও চলে যেতে পারে।'

গলা খাকাড়ি দিল বেকার। 'আপনাকে আমি আশ্বস্ত করতে পারি যে, আমার স্ত্রী এবং আমার দাম্পত্য নিখুঁতরকমের ভালো।'

'কখনো কি মনে হয়েছে যে, আপনার অগোচরে আপনার স্ত্রীর অন্য কোথাও সম্পর্ক থাকতে পারে?'

'প্রশ্নই ওঠে না।'

'প্রশ্নই ওঠে না, বেশ শক্ত অবস্থান, মি. বেকার। আর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক খুবই সাধারণ ঘটনা।'

দুর্বলভাবে হাসল ফিলিপ বেকার। 'আমি কাঁচা লোক নই, ইন্সপেক্টর। বির্তে আকর্ষণীয়া নারী এবং আমার চেয়ে তার বয়স বেশ কম। আর এটাও বলতে হবে যে, ও বেশ উদার পরিবার থেকে এসেছে। তবে ও সে ধরনের মেয়ে নয়। এবং ওর সম্পর্কে আমার বেশ ভালো ধারণা আছে, এমন কিছু আমার চোখে ধরা পড়েনি।'

এই পয়েন্ট ধরে কথা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য হ্যারি যখন মুখ খুলতে যাবে, এমন সময় কফি মেশিনটা ভয়ানকভাবে গর্জে উঠল। মন পরিবর্তন করল ও।

'আপনি কি আপনার স্ত্রীর মেজাজে কোনো পরিবর্তন খেয়াল করেছেন?'

'বির্তে বিষাদগ্রস্ত নয়, ইন্সপেক্টর। সে বনে গিয়ে গলায় ফাঁস নেয়নি বা লেকে গিয়ে ঝাঁপও দেয়নি। এখান থেকে অন্য কোথাও গেছে, এবং জীবিত আছে। এটা আমার জানা আছে যে, লোকজন হরহামেশাই নিখোঁজ হয়, তারা আবার স্বাভাবিকভাবেই ফিরে আসে এবং এর পেছনের কারণগুলো খুবই মামু-লি। ঠিক কিনা?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল হ্যারি। 'বাড়িটা যদি আমি একটু ঘুরে দেখি, আপনি কি কিছু মনে করবেন?'

'কী দরকার?'

ফিলিপ বেকারের প্রশ্নে একধরনের রূঢ়তা প্রকাশ পেল, যেটা শুনে হ্যারির মনে হল, লোকটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হতো। তথ্য দেওয়া হতো। আর এ কারণেই সে তর্ক করছে যে, তার স্ত্রী কোনো কিছু না জানিয়েই চলে যাবে না। বিষয়টা হ্যারি এরিমধ্যে তার মনের মধ্যে গেঁথে নিয়েছে। সুস্থির আর সুস্থ কোনো মা তার দশ বছরের ছেলেকে ফেলে রেখে মাঝ রাতে কোথাও চলে যাবে না। তারওপর এখানে মহিলাটার সবকিছুই রয়ে গেছে। নিখোঁজ ব্যক্তিদের অনুসন্ধানে যতক্ষণ না অপরাধ সংক্রান্ত বা নাটকীয় কোনো কিছুর খোঁজ মেলে,

BanglaBook.org

ততক্ষণ পর্যন্ত প্রাথমিক ক্ষেত্রে ওরা সাধারণত এসব ন্যূনতম ধারণার আশ্রয় নেয়। 'সব কিছু রয়ে গেছে'– এই বিষয়টাই ওকে হফ-এ নিয়ে এসেছে।

'কখনো কখনো আপনি জানতে পারবেন না যে কী খুঁজছেন, যতক্ষণ না সেটা খুঁজে পাবেন,' জবাব দিল হ্যারি। 'এটা কাজের একটা পদ্ধতি।'

চশমার পেছনে বেকারের চোখ এখন দেখতে পেল ও। চোখ জোড়া, তার ছেলের মতো নয়, হালকা নীল। তার চোখে তীব্র ও স্বচ্ছ এক দীপ্তি।

'নিশ্চয়ই,' বেকার বলল। 'ঘুরে দেখুন।'

* * *

শোবার ঘরটা শীতল, সুগন্ধহীন এবং পরিপাটি। ডাবল বেডের খাটের ওপর একটা ফুলতোলা কাঁথা। বেড-সাইড টেবিলের ওপর বৃদ্ধ এক মহিলার ছবি। হ্যারি অনুমান করল, ফিলিপ বেকার খাটের এ পাশে থাকে। খাটের ওপর পাশের টেবিলের ওপর জোনাসের ছবি। ওয়ারড্রোবের মেয়েদের পোশাক থেকে পার্ফিউমের মৃদু ঘ্রাণ আসছে। হ্যারি খেয়াল করল, পোশাকের হ্যাঙ্গারগুলো একটা থেকে আরেকটা সমান দূরত্বে এমনভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, যেন সেগুলো ঝামেলামুক্তভাবে ঝুলে থাকতে পারে। পায়ের কাছে চেড়া একটা কালো ড্রেস, গোলাপি মোটিফের ঝলমলে শর্ট জাম্পার। ওয়ারড্রোবের নিচে একটা ড্রয়ার সেকশন। উপরের ড্রয়ারটা খুলল ও। অন্তর্বাস। কালো আর লাল রংয়ের। তার পরের ড্রয়ার। সাসপেন্ডার বেল্ট আর মোজা। তৃতীয় ড্রয়ার। উজ্জ্বল লাল রঙের কোটরে স্বর্ণালঙ্কার। ঝিকমিক করা দামী পাথরের চকচকে একটা জমকালো আংটি দেখতে পেল। এখানকার সবকিছুতেই একটু জৌলুশ আছে। কোটরটা ফাঁকা নেই একটুও।

বেডরুমের সঙ্গে লাগোয়া সদ্যসজ্জিত বাথরুমে স্টিম শাওয়ার এবং স্টিলের দুটো ওয়াশস্ট্যান্ড আছে।

জোনাসের ঘরের ছোট্ট ডেস্কের পাশের ছোট্ট একটা চেয়ারে বসল হ্যারি। ডেস্কের ওপর ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশনের একটা ক্যালকুলেটর। এটা মনে হচ্ছে নতুন, ব্যবহার করা হয় না। ডেস্কের ওপরে একটা পোস্টারে পানির মধ্যে সাতটা ডলফিনের ছবি এবং বারো মাসের একটা ক্যালেন্ডার। কয়েকটা তারিখ গোল করে দাগ দেওয়া। তারিখের নিচে ছোট ছোট্ট অক্ষরে ঘটনাগুলো লেখা আছে। হ্যারি দেখল, মা আর নানার জন্মদিন, ডেনমার্কের ছুটির দিন, ১০টায় দাঁতের ডাক্তার এবং জুলাইয়ের দুটো দিনে 'ডাক্তার' লেখা। কিন্তু হ্যারি সেখানে কোনো ফুটবল ম্যাচ, সিনেমা দেখা বা বার্থ ডে পার্টির কথা দেখতে পেল না।

BanglaBook.org

বিছানার ওপর পড়ে থাকা একটা গোলাপি স্কার্ফ নজরে পড়লো। জোনাসের বয়সী কোনো ছেলে এমন রংয়ের স্কার্ফ পরবে না। স্কার্ফটা তুলল হ্যারি। স্যাঁতস্যাতে স্কার্ফ। তারপরও ও সেটাতে রমণীয় ত্বক, চুল আর মেয়েলি সুগন্ধীর ঘ্রাণ টের পেল। ওয়ারড্রোবে পাওয়া একই সুগন্ধীর ঘ্রাণ।

নিচ তলায় ফিরে এলো ও। রান্নাঘরের কাছে গিয়ে থামল। স্কেয়ারের কথা শুনতে পাচ্ছে, নিখোঁজ ব্যক্তিদের কেইসের কার্যপ্রণালি নিয়ে বক্তৃতার ঢঙে কথা বলছে ও। ভেতরে কফির কাপের টোকাটুকি শোনা যাচ্ছে। লিভিং রুমের সোফাসেটকে বিশাল মনে হচ্ছে। সোফার ওপর বসে রোগা-পটকা এক শরীর একটা বই পড়ছে বলে হয়তো এটাকে বিশাল মনে হচ্ছে। ছেলেটার কাছাকাছি গেল, চার্লি চ্যাপলিনের আপদমস্তক একটা ছবি দেখল। জোনাসের পাশে বসল হ্যারি।

'তুমি কি জানো, চ্যাপলিন স্যার উপাধি পেয়েছিলেন?' প্রশ্ন করল হ্যারি। 'স্যার চার্লি চ্যাপলিন।'

মাথা নাড়ল জোনাস। 'কিন্তু ওরা তাকে ইউএসএ থেকে বের করে দিয়েছিল।'

বইয়ে মৃদু টোকা দিল জোনাস।

'এই গ্রীষ্মে কি তুমি অসুস্থ হয়েছিলে, জোনাস?'

'না।'

'কিন্তু তুমি দু'বার ডাক্তার দেখিয়েছ। দু'বার।'

'মা আমাকে ডাক্তার দেখাতে চেয়েছিল। মা...' ওর কণ্ঠ হঠাৎই ভেঙে পড়ল।

'দেখো, সে শীঘ্রীই ফিরে আসবে,' ছেলেটার সরু ঘাড়ে একটা হাত রেখে বলল হ্যারি। 'মা তার স্কার্ফ সঙ্গে করে নিয়ে যায়নি। তোমার বিছানার ওপরের গোলাপি স্কার্ফটা।'

'কেউ একজন স্কার্ফটা তুষারমানবের ঘাড়ে ঝুলিয়ে রেখেছিল,' জোনাস বলল, 'আমি এটাকে ঘরে নিয়ে এসেছি।'

'তাহলে তোমার মা চাচ্ছিল না যে, তুষারমানবটার ঠান্ডা লাগুক।'

'মা কখনোই তার সবচেয়ে প্রিয় স্কার্ফটা তুষারমানবকে দেবে না।'

'তাহলে তোমার বাবা দিয়েছেন নিশ্চয়।'

'না, বাবা চলে যাওয়ার পর কেউ একজন দিয়েছে। গত রাতে। যে লোকটা মাকে নিয়ে গেছে।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল হ্যারি। 'তুষারমানব তৈরি করেছে কে, জোনাস?'

'আমি জানি না।'

জানালা দিয়ে বাগানের দিকে তাকালো হ্যারি এ কারণেই ও এসেছে। ঘরের দেয়ালে দেয়ালে একটা বরফ-শীতল হাওয়া খেলে গেল।

BanglaBook.org

হ্যারি আর ক্যাটরিন গাড়িতে করে সোরকেডালসভেইন থেকে মেজরস্টুয়েনে যাচ্ছে।

'বাড়িটাতে আমরা ঢোকার মূহূর্তে কোন জিনিশটা প্রথম তোমার নজরে পড়েছে?' জিজ্ঞেশ করল হ্যারি।

'দম্পতিটি রোমান্টিক জুড়ি নয়,' ক্যাটরিন বলল, ব্রেক না করেই টোল বুথের সামনে দিয়ে গাড়ি চালাল সে। 'এটা সম্ভবত অসুখী একটা বিয়ে, আর যদি তা-ই হয় তবে মেয়েটিকেই ভুগতে হয়েছে বেশি।'

'হুম। তোমার এই ভাবনার কারণ কী?'

'এটাই অবশ্যম্ভাবী,' হাসল ক্যাটরিন, আয়না দেখল চকিতে। 'রুচির সঙ্ঘাত।'

'খোলাসা কর বল।'

'তুমি কি ভয়ানক সোফা আর কফি টেবিলটা দেখনি? লোকটা আশির দশকের জিনিশ ঘরে ঢুকিয়েছে নব্বইয়ের দশকে। যেখানে মেয়েটা পছন্দ করেছে অ্যালুমিনিয়ামের পাওয়ালা অয়েলড ওক কাঠের সাদা ডাইনিং টেবিল। এবং ভিত্রা।'

'ভিত্রা?'

'ডাইনিং রুমের চেয়ার। সুইস। দামী। এত দামী যে, সে যদি আর একটু সাশ্রয়ী চেয়ার কিনত তবে বাকি পয়সা দিয়ে ঘরের সব ব্লাডি ফার্নিচারগুলো পাল্টাতে পারত।'

হ্যারি খেয়াল করল, 'ব্লাডি' শব্দটা ক্যাটরিনের মুখে ততটা কটু শোনাল না, সচারচর যতটা শোনা যায়; এহচেহ ভাষাগত শ্রুতিমধুরতা যা নিছকই তার শ্রেণির পরিচায়ক।

'মানে?'

'অসলোর মতো জায়গায় ঐ বিশাল বাড়ি মানে হচ্ছে, টাকা-পয়সা কোনো সমস্যা নয়। মেয়েটাকে সোফা আর টেবিল পরিবর্তনের অনুমতি দেওয়া হয়নি। আর এখন কোনো পুরুষের রুচি থাকে না বা ঘরের আসবাবপত্রের ডিজাইন নিয়ে স্পষ্টতই কোনো গরজ থাকে না, তখন বোঝাই যায় যে কে কার ওপর কর্তৃত্ব করছে।'

মাথা নাড়ল হ্যারি, নিজেকে নিজে নম্বর দিল ৪। ওর প্রথম ধারণা ভুল হয়নি। ক্যাটরিন ব্র্যাট বুদ্ধিদীপ্ত অফিসার।

'তোমার কী ধারণা সেটা বল,' সে বলল। 'এখনি থেকে আমারই শেখা উচিত।'

হ্যারি গাড়ির জানলা দিয়ে প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী, যদিও ততটা পরম পূজনীয় নয়, মদ বিক্রির অনুমতিপ্রাপ্ত ক্যাফের দিকে তাকাল, লেপসভিক।

'আমার মনে হয় না বির্তে বেকার নিজের ইচ্ছায় ঘর ছেড়ে গেছে,' ও বলল।

'কেন নয়? সহিংসতার কোনো চিহ্নই সেখানে নেই।'

'কারণ এটা খুবই পরিকল্পিত কাজ।'

BanglaBook.org

'আর অপরাধীটা কে? স্বামীটা? সবসময় স্বামীই অপরাধ করে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' হ্যারি বলল, বিক্ষিপ্ত মনকে সতর্ক করল ও। 'স্বামীটাই সবসময় অপরাধী।'

'কেবল এই বিষয়টা বাদে যে, এই লোকটা বার্গেনে গিয়েছিল।'

'এমনই মনে হচ্ছে, হ্যাঁ।'

'সব শেষের প্লেইনে, কাজেই লোকটা ফিরে আসতে পারেনি এবং কোনোরকমে প্রথম লেকচারটায় হাজির থাকতে পেরেছে।' গতি বাড়াল ক্যাটরিন, মেজরস্টুয়েনের রাস্তা ধরে ছুটে চলল গাড়ি। 'যাই হোক, ফিলিপ বেকার যদি দোষী হতো তবে তার জন্য যে টোপ ফেলেছিলে সেটা কি সে গিলত?'

'টোপ?'

'হ্যাঁ। মেয়েটার মেজাজ পরিবর্তনের বিষয়টা। বেকারকে তুমি বোঝাচ্ছিলে যে, তোমার সন্দেহ হচ্ছে, তার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে।'

'তাতে কী?'

সে হাসল। 'ও, হ্যারি। সবাই, বেকারও, জানে যে, পুলিশ কখনোই কোনো কেইসের আলামত হিসাবে প্রথমেই আত্মহত্যাকে গণায় ধরে না। সোজা কথা, তুমি তাকে একটা তত্ত্বকে সমর্থন করার সুযোগ দিয়েছ। যদি ও অপরাধী হয়ে থাকে, তবে এই তত্ত্ব ওর বেশিরভাগ সমস্যারই সমাধান করে দেবে। অবশ্য, এর জবাবে লোকটা বলেছে, তার স্ত্রী ভরত পাখির মতো সুখী।'

'হুম। তো, তুমি মনে করছ, প্রশ্নটা ছিল একটা পরীক্ষা?'

'তুমি সবসময়ই লোকজনের পরীক্ষা নাও, হ্যারি। আমারও।'

যতক্ষণ না ওরা বগস্টাডভিয়েনে পৌঁছাল, ততক্ষণ কোনো জবাব দিল না হ্যারি।

'লোকজন প্রায়ই তোমার ধারণার চেয়েও বেশি চৌকষ হয়,' হ্যারি বলল, তারপর পুলিশ হেড কোয়ার্টারে গাড়ি পার্ক করার আগ পর্যন্ত আর কিছুই বলল না।

'বাকি দিনটাতে নিজের কিছু কাজ করব আমি।'

আর বলল যে, ও গোলাপি স্কার্ফটা নিয়ে ভেবে ভেবে একটা উপসংহারে এসেছে। স্কেয়ারের তৈরি করা নিখোঁজ ব্যক্তিদের রিপোর্টটা জরুরি দরকার ওর এবং দ্রুতই নিজের সন্দেহটাকে নিশ্চিত করতে চায়। আর ও যেটার ভয় করছে সেটাই যদি ঘটে থাকে তবে পিওবি গানার হ্যাগেনের কাছে চিঠিটা নিয়ে যাবে। সেই নচ্ছার চিঠিটা।

BanglaBook.org

৫

৪ নভেম্বর ১৯৯২।

মূর্তি খোদিত খুঁটি।

১৯৪৬ সালের ১৯ আগস্টে হোপ-এর ছোট্ট শহর আরাকানসাসে যখন তৃতীয় উইলিয়াম জেফারসন ব্লিথ জন্ম নিলেন, তখন থেকে ঠিক তিন মাস আগে সড়ক দুর্ঘটনায় তার বাবা মার যান। চার বছর পর উইলিয়ামের মা আবার বিয়ে করেন। নিজের নামের শেষাংশ হিসাবে উইলিয়াম তার নতুন বাবার নাম ধারণ করল। আর ছেচল্লিশ বছর পর, ১৯৯২ সালের নভেম্বরের রাতে, নিজেদের প্রত্যাশা এবং নিজেদের শহরের ছেলে, উইলিয়াম– অথবা কেবলই বিল– ক্লিন্টন, ইউএসএ'র বিয়াল্লিশতম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার উৎসব উদযাপন করতে হোপ-এর রাস্তায় রাস্তায় সাদা সাদা কাগজের টুকরো তুষারের মতো ঝরছে। ঠিক একই রাতে বার্গেনে তুষারপাত হচ্ছে। শহরের রাস্তায় পড়বার আগেই হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে তুষার। এই সময়ে যেমনটা হয়, তুষারপাত বৃষ্টিতে পরিণত হয়ে গেল। মধ্য সেপ্টম্বর থেকেই এমনটা চলছে । কিন্তু পরদিন সকাল হতেই সুন্দর এই শহরটাকে পাহারা দেওয়া সাত পাহাড়ের চূড়ায় মিহি চিনি দানার মতো ছড়ানো তুষার দেখা গেল। ইন্সপেক্টর গার্ট র‍্যাফতো সাতটি পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচুটায়, উলরিকেন-এ, উঠে গেছে। পাহাড়ি বাতাসে ও নিঃশ্বাস টানছে কেঁপে কেঁপে। ওর চওড়া মাথাটার পাশে দু' কাঁধ কুচকে গেল। ওর মুখটা চামড়ার এত ভাজে ভাজে আবৃত যে সেসব দেখে মনে হয় মুখটা ছিদ্র ছিদ্র হয়ে গেছ।

ওকে এবং তিনজন ক্রাইম সিন অফিসারকে বার্গেন পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে শহরের চেয়ে ৬৪২ মিটার ওপরে বয়ে এনেছে যে হলুদ কেবল কার, টানা স্টিলের তারে সেটা ধীরে ধীরে দুলছে, অপেক্ষা করছে। সেই সকালে জনপ্রিয় পাহাড়টির চূড়ায় প্রথম ট্যুরিস্ট নামার পর পরই সতর্ক ঘণ্টা বাজিয়ে কেবল সার্ভিস বন্ধ হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

'রোগে ভোগার পর স্বাভাবিক কাজ শুরু করেছে,' ক্রাইম সিন অফিসারদের একজন পিছলে গেল।

শহরের পর্যটন স্লোগানটা বার্গেন নরওয়েজিয়ানের এমন এক কৌতুকে পরিণত হয়েছে যে বার্গেনবাসী অলরেডি এই স্লোগান ব্যবহার করা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু যে ধরনের পরিস্থিতিতে ভয় বিরাজ করে, সে ধরনের পরিস্থিতিতে তোমার ভেতরের শব্দ ভাণ্ডার বদলে যায়।

'হ্যাঁ, রোগে ভোগার পর স্বাভাবিক কাজ শুরু করা,' শ্লেষের সাথে পুনরাবৃত্তি করল র‍্যাফতো। মুখের চামড়ার ভাঁজের পেছন থেকে উঠল তার চোখ চকচক করে।

তুষারের ওপর শোয়ানো দেহটা এত টুকরো টুকরো করে কাটা হয়েছে যে অনাবৃত স্তনটিকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। এই কারণে মৃতদেহটার লিঙ্গ পরিচয় ওরা কোনোমতে বুঝতে পারল। বাকি দেহটা বছরখানেক আগে ঈডসভ্যাগনেসেট-এ ঘটা এক দুর্ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিল র‍্যাফতোকে। অ্যালুমিনিয়ামের শিট বোঝাই একটা লরি গতি হারিয়ে সামনে থেকে আসতে থাকা একটা প্রাইভেট কারের ওপর পড়ে আক্ষরিক অর্থেই সেটাকে ফালাফালা করে ফেলেছিল।

'মেয়েটাকে খুন করে কেটে টুকরো টুকরো করেছে খুনী,' অফিসারদের একজন বলল।

কথাটাকে কিছুটা নিরর্থক মনে হল র‍্যাফতোর। মৃতদেহের চারপাশের রক্তসিক্ত তুষার এবং এক পাশের পুরু করে লম্বা কাটা অংশ দেখে বোঝা যায়, মেয়েটার হৃদস্পন্দন যখনও থামেনি, তখন অন্তত একটা ধমনী কেটে ফেলা হয়েছে। মনে মনে ও টুকে নিল, গত রাতে তুষারপাত বন্ধ হয়েছে কখন সেটা জানতে হবে। সর্বশেষ ক্যাবল কারটা ছেড়ে গেছে বিকেল পাঁচটা নাগাদ। অবশ্য যদিও ভিকটিম আর খুনী ক্যাবল কারের নিচে বয়ে চলা পথ ধরে গছে। অথবা তারা ফ্লয়েন ফিউনিক্যুলারে চড়ে জেলটোপেন পর্যন্ত গিয়ে তারপর এখান দিয়ে হেঁটে যেতে পারে। তবে ওদেরকে হাঁটতে হয়েছেই এবং ওর মন বলছে: ক্যাবল কার।

তুষারের ওপর দু' ধরনের পায়ের ছাপ। ছোট আকৃতির ছাপটা নিঃসন্দেহে নারীটার, যদিও মেয়েটার জুতোর কোনো নিশানা নেই। আর অন্য পায়ের ছাপটা খুনীরই হবে। তারা এই পথ ধরে গেছে।

BanglaBook.org

'বড় বুট,' তরুণ টেকনিশিয়ান বলল, চোয়াল-ভাঙ্গা লোকটা সোত্রার উপকূলীয় এলাকার। 'সাইজ অন্তত ৪৮। পুরুষটা বেশ শক্তসবল হবে।'

'অবশ্যম্ভাবী নয়,' র‍্যাফতো বলল, বাতাসে ঘ্রাণ শুকল। 'ছাপটা অমসৃণ, আর এ জায়গাটাও সমান নয়। এর অর্থ দাঁড়ায়, বুটের চেয়ে লোকটার পা আরও ছোট। সে সম্ভবত আমাদেরকে বোকা বানাতে চেয়েছে।'

র‍্যাফতো অনুভব করল, সবগুলো চোখ এখন ওর দিকে ঘুরে গেছে। ও জানে, তারা কী ভাবছে। আবার শুরু করেছে ও, চোখ ধাঁধানোর চেষ্টা করছে, চলে যাওয়া অতীতের নক্ষত্র, মিডিয়া যাকে মনে করত পরম পূজনীয়: বিশাল হা, কঠোর চেহারা এবং খাপ খাইয়ে নেওয়ার শক্তি। সংক্ষেপে, শিরোনাম হওয়ার মতো একজন মানুষ। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের জন্য ও অনেক বিশাল কিছু, তাদের সবার জন্য, পত্রিকা এবং সহকর্মীদের জন্য। গার্ট র‍্যাফতো কেবল নিজের কথাই ভাবে এবং আলোচনার পাদপ্রদীপে থাকতে চায়, আত্মপ্রচারের জন্য ও বেশ কিছু সংস্কারকে এবং বেশ কিছু মৃতদেহকে অবমানিত করেছে– ওর বিরুদ্ধে এমন প্রচারণা চালানোর জন্য আড়ালে আড়ালে বিদ্রুপ করা হচ্ছে। তবে ওকে নজরদারিতে আনা হয়নি। ওকে নিয়ে কিছুই করেনি তারা। তেমন কিছু করেনি। অপরাধ সংঘটনের স্থান থেকে ছোটখাট অলঙ্কার খোয়া যেত। নিহত ব্যক্তির একটা-দুটো গয়না বা একটা ঘড়ি, যেটা কেউ টেরই পাবে না বলে মনে হয়। কিন্তু একদিন র‍্যাফতোর এক সহকর্মী একটা কলম খুঁজতে খুঁজতে ওর টেবিলের ড্রয়ার খুলে ফেলে। সেই সহধর্মী অন্তত এমনটাই দাবি করে। তারপর সে তিনটা আংটি দেখতে পায়। পিওবি'তে ডাকা হয় র‍্যাফতোকে। এই ঘটনার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। ওকে মুখ বন্ধ রাখতে বলা হয় এবং নিজের মাথায় নিজের আঙুল ঠেকিয়ে ধরে। সেখানেই বিষয়টার ইতি ঘটেছিল। কিন্তু গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। এমনকি মিডিয়ায়ও এসেছে বিষয়টা। কাজেই এটা সম্ভবত তত বিস্ময়কর নয় যে, পুলিশ স্টেশনের বিরুদ্ধে যখন নিষ্ঠুরতার অভিযোগ উঠবে, তখন একজন পুলিশ থাকবে যার বিরুদ্ধে শীঘ্রীই জোরালো প্রমাণ পাওয়া যাবে। সেই ব্যক্তি, যিনি মিডিয়ার শিরোনাম হওয়ার জন্যই তৈরি হন।

গার্ট র‍্যাফতোই সেই অভিযোগের অপরাধী, এ নিয়ে সন্দেহ ছিল না কারওই। কিন্তু সবাই জানতো, এই ইন্সপেক্টরকে বলির পাঠা বানানো হয়েছে, বার্গেন পুলিশের মধ্যে বহু বছর ধরে এই সংস্কৃতি চলে আসছে। কেবলমাত্র এই

BanglaBook.org

কারণে যে, সে কয়েদিদের নিয়ে কতগুলো রিপোর্ট স্বাক্ষর করেছে। এসব অপরাধীদের বেশিরভাগই শিশু নিপীড়ক এবং মাদক ব্যাবসায়ী যারা রিমান্ড সেলের প্রাচীন লোহার সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে নিজেদের শরীরের এখানে-সেখানে কালসিটে দাগ ফেলেছিল।

পত্রিকাগুলো নির্মম আচরণ করেছে। পত্রিকাগুলো ওর যে নাম দিয়েছিল, গার্টের পরিবর্তে আয়রন, যেটা ঠিক আসল নাম ছিল না, তবে যথাযথ ছিল। ওর কয়েকজন ঘোর শত্রুর ইন্টারভিউ নিয়েছিল একজন সাংবাদিক। পুরোনো হিসাব মেটানোর পুরো সুযোগ নিয়েছিল শত্রুরা। একদিন র‍্যাফতোর মেয়ে যখন স্কুল থেকে কাঁদতে কাঁদতে বাসায় এসে বলল, স্কুলে ওকে টিজ করা হয়েছে, তখন ওর বউ বলল, যথেষ্ট হয়েছে। ওর বউ বলল, র‍্যাফতো যখন পুরো পরিবারকে টেনে নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে দিচ্ছে তখন ও আর আশা করতে পারে না যে, তার বউ বসে বসে সে দৃশ্য দেখবে। র‍্যাফতো মেজাজ হারিয়ে ফেলল, এর আগেও কয়েকবার যেমনটা হয়েছে। তারপর মেয়েকে নিয়ে চলে গেল ওর বউ, এবং এবার আর সে ফিরে এলো না।

সেটা ছিল কঠিন এক সময়, কিন্তু ও কখনোই ভুলে যায়নি যে, ও কে। ও হচ্ছে আয়রন র‍্যাফতো। দুঃসময়টা অতিক্রান্ত হওয়ার পর ও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। নিজের হারানো জায়গা ফিরে পেতে খাটল দিন-রাত। কিন্তু ওকে ক্ষমা করার মেজাজে ছিল না কেউই, ক্ষতটা ছিল অনেক গভীর। র‍্যাফতো খেয়াল করল, ওর সফলতার পথে অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। নিশ্চিতভাবেই তারা চাইত না যে, র‍্যাফতো আবার সফল হোক, তাদেরকে ছাড়িয়ে যাক, মিডিয়া আবার ওকে নিয়ে মাতামাতি করুক। হ্যান্ডকাফ পড়ানো ফালা ফালা করা মৃতদেহের ফটোগ্রাফ। কিন্তু ও তাদেরকে দেখিয়ে দেবে। দেখিয়ে দেবে যে, গার্ট র‍্যাফতো সেই ধরনের লোক নয় যে নিজেকে তার সময়ের আগেই কবর হয়ে যেতে দেবে। দেখিয়ে দেবে যে, শত্রুরা ওর সঙ্গে সম্পৃক্ত, সমাজকর্মীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, প্রভাবশালীদের সঙ্গে নয়, তাদের সঙ্গে নয় যেসব বাক্যবাগীশেরা নিজের অফিসে বসে বলে– তারা স্থানীয় রাজনীতিক ও সাংবাদিকদের হাঁড়ির খবর ফাঁস করে দিতে পারে।

'কয়েকটা ছবি তুলে আমাকে একটা আইডি দাও,' ক্যামেরা হাতে ধরা টেকনিশিয়ানকে বলল র‍্যাফতো।

'আর এটা আইডেন্টিফাই করবে কে?' তরুণটি বলল।

BanglaBook.org

তরুণের কথাকে পাত্তা দিলো না র‍্যাফতো। 'কেউ না কেউ রিপোর্ট করেছে বা শীঘ্রীই রিপোর্ট করবে যে, এই মহিলা নিখোঁজ হয়েছে। তুমি কেবল ছবি তোলো, তরুণ।'

পাহাড়ের চূড়োয় উঠে পেছন ফিরে মালভূমিটা, যেটাকে বার্গেনবাসী বলে *ভিডেন*, দেখল র‍্যাফতো। গ্রামের চারদিকটায় চোখ বোলাল দ্রুত। একটা পাহাড়ের ওপর নজর আটকে গেল ওর। পাহাড়টার চূড়ায় মনে হচ্ছে একটা লোক। তা-ই যদি হয়, তবে তারা নড়াচড়া করবে না। এটা সম্ভবত শিলাস্তূপ হবে? র‍্যাফতো চোখ ডলল। ওই পাহাড়ে ও শতবার গেছে, বউ আর মেয়েকে নিয়ে হেঁটেছে, কিন্তু সেখানে কোনো পাথর খণ্ড- দেখেছে বলে মনে পড়ে না। নিচে নেমে ক্যাবল কার থেকে অপারেটরের সঙ্গে কথা বলে নিজের বাইনোকুলারটা আনাল। পনের সেকেন্ড পর ও নিশ্চিত হল যে, সেটা পাথর খণ্ড নয়, তুষারের বড় একটা বল, সেখানে কেউ একজন সেটা বানিয়েছে।

বার্গেনের জগাখিচুড়ি মার্কা জেলা জেলসিডেনকে পছন্দ করে না র‍্যাফতো। অত্যন্ত আকর্ষণীয়, বাঁকানো, উত্তাপ সংরক্ষণের ব্যবস্থাহীন কাঠের বাড়িগুলোতে সিঁড়ি আর ভূগর্ভস্থ ঘর আছে। কখনোই সূর্যের আলো না পৌছানো সরু গলিতে অবস্থিত বাড়িগুলো। ধনী বাবা-মায়ের সৌখিন ছেলেমেয়েরা খাঁটি একটা বার্গেনিয়ান বাড়ির জন্য প্রায়ই মিলিয়ন মিলিয়ন ক্রোন খরচ করে, তারপর তারা ততদিন পর্যন্ত সেটা ব্যবহার করে যতদিন পর্যন্ত না সেখানে আসল কোনো স্প্লিন্টার পাওয়া যায়। এখানে তুমি পাথুরে রাস্তার ওপর দিয়ে কোনো শিশুর দৌড়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পাবে না। নতুন বার্গেনিয়ান পরিবারগুলো অনেক আগেই পাহাড়ের বিপরীত দিকের শহরতলীতে চলে গেছে। এরপরও এ জায়গাটা উষর দোকানের সারির মতো শান্ত আর জনমানবহীন। অথচ ওর মনে হচ্ছে, কেউ একজন পাথরের এই বেদির ওপর দাঁড়ানো ওকে কলিং বেল বাজাতে দেখছে।

কিছুক্ষণ পর দরজা খুলল। মলিন আর উদ্বিগ্ন চেহারার একজন মেয়ে মুখ বের করে ওকে দেখে হতচকিত হল।

'অনি হেটল্যান্ড?' নিজের পরিচয়পত্র দেখিয়ে প্রশ্ন করল র‍্যাফতো। 'আপনার বন্ধু লায়লা আসেন-এর ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।'

অ্যাপার্টমেন্টটা ছোট, আর ঘরের নকশাটা বিভ্রান্তিকর; রান্নাঘরের পেছনে বেডরুম আর লিভিংরুমের মাঝে বাথরুম। নকশাদার বার্গান্ডি ওয়ালপেপারে

BanglaBook.org

সজ্জিত লিভিংরুমে কোনোরকমে একটা সোফা আর লাল-সবুজ একটা আর্মচেয়ার বসিয়েছে অনি হেটল্যান্ড। মেঝের ছোট্ট একটু জায়গায় সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনের স্তূপ এবং বই আর সিঁডি'র পাঁজা। সোফার কাছে যেতে র‍্যাফতোকে একটা পানির পাত্র আর একটা বিড়ালকে ডিঙোতে হলো। আর্মচেয়ারে বসে অনি হেটল্যান্ড গলার নেকলেস নাড়ছে অস্থিরভাবে। নেকলেসের লকেটের সবুজ পাথরে কালো একটা ফাটা দাগ। একটা চিড়ও হতে পারে। অথবা হতে পারে পাথরটা এমনই।

অনি হেটল্যান্ড সেদিন সকালে তার বান্ধবীর মৃত্যুর খবর শুনেছে লায়লার হাজবেন্ড বাস্তিনের কাছ থেকে। কিন্তু এখনো তার চেহারায় কয়েকবার নাটকীয় পরিবর্তন খেলা করল যখন র‍্যাফতো নির্দয়ভাবে মৃত্যুর বিশদ বিবরণ দিল।

'ভয়ঙ্কর,' ফিসফিস করে বলল অনি হেটল্যান্ড। 'এ ব্যাপারে বাস্তিন কিছু বলেনি।'

'এর কারণ, আমরা চাইনি এটা জনসম্মখে প্রচার হোক.' র‍্যাফতো বলল। 'বাস্তিন আমাকে বলেছে, আপনি লায়লার বেস্ট ফ্রেন্ড।'

মাথা নাড়ল অনি।

'আপনি কি জানেন, আলরিকেনের ওপরে কী করছিল লায়লা? তার স্বামীর কোনো ধারণা নেই। তিনি আর তার বাচ্চা গতকাল ফ্লোরোতে তার মায়ের কাছে ছিলেন।'

মাথা ঝাঁকাল অনি। দৃঢ়ভাবে মাথা ঝাঁকাল। এমনভাবে ঝাঁকাল যেন কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে। মাথা ঝাঁকানোটা স্বাভাবিক নয়। মাথা ঝাঁকানোর আগে সেকেন্ডের একশ' ভাগের এক ভাগ দ্বিধা ছিল, এবং সেকেন্ডের একশ' ভাগের এই এক ভাগই দরকার গার্ট র‍্যাফতোর।

'এটা একটা মার্ডার কেইস, ফ্রোকেন হেটল্যান্ড। আশা করি, আপনি এর গুরুত্ব এবং আমাকে সব কথা না বলার ঝুঁকিটা অনুধাবন করবেন।'

গোমড়া মুখে সে হতবুদ্ধভাবে পুলিশের দিকে তাকালো। শিকারের ঘ্রাণ পাচ্ছে র‍্যাফতো।

'আপনি যদি মনে করেন, আপনি তার পরিবারের কথা বিবেচনা করছেন তবে আপনি ভুল করছেন। যা-ই হোক না কেন এসব কথা বেরিয়ে আসবে।'

ঢোক গিলল সে। তাকে ভীত দেখাচ্ছে, দরজা খুলে দেওয়ার সময়ই তাকে ভীত দেখাচ্ছিল। কাজেই মহিলাকে ও চূড়ান্ত ধাক্কাটা দিল। এটা আসলে অতি সামান্য একটা হুমকি, যেটা এখনো নির্দোষ ব্যক্তি এবং অপরাধীর ওপর বিস্ময়কর প্রভাব ফেলে।

BanglaBook.org

'আপনি আমাকে এখন বলতে পারেন অথবা পুলিশ স্টেশনে গিয়ে জবাবদিহি করতে পারেন।'

তার চোখ জলে ভরে উঠল, এবং গলার পেছন থেকে অতি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর বেরোল। 'সেখানে কোনো একজনের সঙ্গে দেখা করেছিল সে।'

'কার সঙ্গে?'

কেঁপে কেঁপে নিঃশ্বাস টানল অনি হেটল্যান্ড। 'লায়লা আমাকে কেবল লোকটার নামের প্রথম অংশ আর পেশা'র কথা বলেছিল। সেটা ছিল গোপন একটা কথা; কাউকে জানাতে নিষেধ করেছিল। বিশেষকরে বাস্তিন যেন না জানে।'

র‍্যাফতো তার উচ্ছ্বাস আড়াল করার জন্য নোটবুকের ওপর নজর নামাল। 'এবং নামের প্রথম অংশ আর পেশাটা কী?'

অনি যা যা বলল, র‍্যাফতো তা নোট করল। ওর প্যাডের দিকে উঁকি মারল সে। নামটা খুবই কমন। পেশাটাও কমন। তবে বার্গেন যেহেতু ছোট শহর, ও ভাবল, এ-ই যথেষ্ট। ও সারা অস্তিত্ব দিয়ে জানতো, ও সঠিক পথেই আছে। এবং ওর 'সারা অস্তিত্ব' বলতে গার্ট র‍্যাফতো পুলিশে ত্রিশ বছরের কাজ আর সাধারণ নরবিদ্বেষ নির্ভর মানবতা জ্ঞানকে বোঝায়।

'একটা প্রতিশ্রুতি আমাকে দিতে হবে,' র‍্যাফতো বলল। 'আপনি আমাকে যা বলেছেন, সেটা আর কাউকেই বলবেন না। পরিবারের কাউকেই না। গণমাধ্যমকে না। এমনকি কোনো পুলিশ অফিসারের সঙ্গেও যদি কথা বলতে হয়, তাকেও বলবেন না। বুঝেছেন?'

'পুলিশ অফিসারকেও... না?'

'একদমই না। তদন্তে নেতৃত্ব দিচ্ছি আমি, এবং এই তথ্যগুলোর ওপর আমার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার। যতক্ষণ না আপনাকে আমি ভিন্ন কিছু বলছি, আপনি কিছুই জানেন না।'

অবশেষে, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আবার ভাবল র‍্যাফতো। সরু গলির ভেতর একটা জানালা আবার খুললে কাচ চিকচিক করে উঠল। এবং ওর আবার মনে হল, কেউ একজন ওকে লক্ষ্য করছে। তো, তাতে কী? প্রতিশোধ হচ্ছে ওর। ওর একার। গার্ট র‍্যাফতো কোটের বোতাম লাগাল, হালকা বৃষ্টি হচ্ছে, নীরব বিজয়ে ও বার্গেন শহরের পিছল রাস্তা ধরে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল।

বিকেল পাঁচটা। মেঘলা আকাশ থেকে বার্গেনের ওপর বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপ করে। পেশাদার প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে অনুরোধ করে আনা নামগুলোর একটি

BanglaBook.org

তালিকা গার্ট র‍্যাফতোর সামনের টেবিলে রাখা। সঠিক প্রথম নাম ধরে লোকটাকে খুঁজছে ও। এ পর্যন্ত তিনটা নাম পাওয়া গেছে। অনি হেটল্যান্ডের সঙ্গে ও কথা বলেছে মাত্র দু' ঘণ্টা আগে। র‍্যাফতো মনে করছে, কে লায়লা আসেনকে হত্যা করেছে সেটা ও জানতে পারবে শীঘ্রীই। বারো ঘণ্টারও কম সময়ে কেইস নিষ্পত্তি হয়ে গেল। এবং কেউই এটাকে ওর কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারবে না, কৃতিত্বটা ওর, ওর একার। কারণ ও গণমাধ্যমকে গোপনে জানাতে যাচ্ছে। দেশের প্রধান প্রধান গণমাধ্যম পাহাড়ের ওপর ছড়িয়ে গেছে, তারা অলরেডি পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ঢু মারা শুরু করেছে। মৃতদেহ সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য না জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন চিফ কনস্টেবল। কিন্তু শকুনেরা এরই মধ্যে রক্তগঙ্গার ঘ্রাণ পেয়ে গেছে।

'কোথাও একটা লিক আছে নিশ্চয়,' র‍্যাফতোর দিকে তাকিয়ে বলল চিফ। র‍্যাফতো জবাব দিল না, হাসলও না। সেখানে এখন ওরা রিপোর্ট তৈরির জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। এবং শীঘ্রীই আবারও বার্গেন পুলিশ হেডকোয়ার্টারের রাজা হবে গার্ট র‍্যাফতো।

রেডিওটার আওয়াজ কমাল ও। রেডিওতে হুইটনি হাউসটন সারা শরৎকাল জুড়েই চীৎকার ছেড়ে বলছে, সে সবসময় তোমাকে ভালোবাসবে। ফোনটা তুলবার আগেই সেটা বেজে উঠল।

'র‍্যাফতো,' বিরক্তি নিয়ে বলল ও, যাবার জন্য অধৈর্য্য হয়ে আছে।

'আমি হচ্ছি সেই লোক, যাকে আপনি খুঁজছেন।'

কণ্ঠস্বরটার মধ্যে এমন একটা বিষয় আছে যেটা সন্দিগ্ধ গোয়েন্দাকে বলল, এটা নিছক কোনো তামাশা বা হেয়ালি নয়। কর্তৃত্বপূর্ণ নির্দেশনাযুক্ত কণ্ঠটা শান্ত এবং স্পষ্টতই নিয়ন্ত্রিত; উন্মত্ত বা মাতাল নয়। তবে কণ্ঠস্বরটার মধ্যে ভিন্ন একটা জিনিশও আছে, যেটাকে ও ঠিক ধরতে পারল না।

শব্দ করে দু'বার গলা খাকাড়ি দিল র‍্যাফতো। সময় নিল, বোঝাতে চাইল যে, ও হতচকিত হয়নি। 'কার সঙ্গে কথা বলছি আমি?'

'তুমি জানো।'

চোখ বন্ধ করল র‍্যাফতো, পাক খেয়ে নিঃশব্দে গালি দিল। ড্যাম, ড্যাম, ড্যাম, খুনিটা নিজেকে ধরা দিতে যাচ্ছিল। আর সেটা যদি ঘটত তবে কোনোভাবেই তার ক্যারিয়ারে সেরকম প্রভাব ফেলত না যেমনটা ফেলবে র‍্যাফতো নিজে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করলে।

'তোমার কেন মনে হলো যে, আমি তোমাকে খুঁজছি?' দাঁতে দাঁত চেপে জানতে চাইল পুলিশটা।

BanglaBook.org

'আমি জানি,' কণ্ঠস্বরটা বলল। 'এবং আমরা যদি এটা আমার মতোকরে করি, তবে তুমি যা চাও সেটা পাবে।'

'এবং আমি কী চাই?'

'তুমি আমাকে গ্রেপ্তার করতে চাও। আর তুমি সেটা করতেও পারবে। একাই পারবে। তুমি কি শুনছ, র‍্যাফতো?'

হ্যাঁ বলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার আগে মাথা নাড়ল অফিসার।

'নর্ডনেস পার্কের মূর্তিখোদিত খুঁটির কাছে আমার সঙ্গে দেখা কর,' কণ্ঠস্বরটা বলল। 'ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে।'

ভাবার চেষ্টা করল র‍্যাফতো। অ্যাকোয়ারিয়ামের কাছে নর্ডনেস পার্ক; দশ মিনিটে সেখানে যেতে পারবে ও। কিন্তু এত জায়গা থাকতে ওখানে কেন, মূলভূমির শেষপ্রান্তের একটা পার্কে কেন?

'এ কারণে যে, তোমাকে যেন আমি একা পাই,' কণ্ঠস্বরটা বলল, যেনবা র‍্যাফতোর মনের কথার জবাব দিল। 'যদি তোমার সঙ্গে আর কোনো পুলিশকে দেখি বা তুমি দেরি কর, তাহলে আমি চলে যাবো। চিরকালের জন্য।'

চিন্তা করে, হিসাব কষে একটা উপসংহারে পৌঁছাল র‍্যাফতোর মস্তিষ্ক। এই সময়ের মধ্যে গ্রেপ্তারের জন্য ও কোনো টিম বানাতে পারবে না। ওকে ওর লিখিত রিপোর্টে ব্যাখ্যা করতে হবে যে, ও কেন নিজেই গ্রেপ্তারের দায়িত্ব নিল। একেবারে পার্ফেক্ট।

'ওকে,' বলল র‍্যাফতো। 'এখন কী?'

'তোমাকে সবকিছুই বলব এবং আমার আত্মসমর্পণের জন্য শর্তগুলো জানাবো।'

'কী ধরনের শর্ত?'

'বিচারের সময় আমি হাতকড়া পড়তে চাই না। আদালতে গণমাধ্যম হাজির থাকতে পারবে না। এবং আমি এমন জায়গায় সময় কাটাতে চাই যেখানে আমাকে অন্য কয়েদিদের সঙ্গে মিশতে হবে না।'

র‍্যাফতোর প্রায় শ্বাসরোধ হয়ে গেছে। 'ওকে,' হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল ও।

'দাঁড়াও, আরও শর্ত আছে। আমার রুমে টিভি থাকতে হবে, যেসব বই চাইব সেসব বই দিতে হবে।'

'আমরা সে ব্যবস্থা করব,' র‍্যাফতো বলল।

'যখন তুমি আমার শর্তগুলোতে স্বাক্ষর করবে, তখন আমি তোমার সঙ্গে যাবো।'

BanglaBook.org

'কী–?' র‍্যাফতো বলতে শুরু করল, কিন্তু বিপ বিপ বিপ শব্দে বুঝল, ঐ প্রান্তের লোকটা লাইন কেটে দিয়েছে।

বার্গেন শিপইয়ার্ডের কাছে গাড়ি পার্ক করল র‍্যাফতো। এটাই সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ নয়, কিন্তু এপথে আসার কারণ হচ্ছে ও যখন ভেতরে ঢুকবে তখন নর্ডনেসকে বেশ ভালোভাবে দেখতে পাবে। পার্কিংয়ের বিশাল জায়গাটি ঢেউ খেলানো চপই উৎরাই এলাকার ওপরে। এখানকার পথটায় লোকজনের বেশ চলাচল আছে এবং হলদেটে বিবর্ণ ঘাস ছাওয়া ছোট ছোট পাহাড় দেখা যায়। আসকয় দ্বীপের পেছনের সমুদ্র থেকে ভেসে আসা ভারী মেঘের দিকে গাছগুলো তাদের পেঁচানো কালো শাখা উঁচিয়ে আছে। ধাতব শিকলে বাঁধা শক্ত-সবল একটা রটওয়েলার কুকুরের পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছে একজন লোক। লম্বা লম্বা পা ফেলে নর্ডনেস সি ওয়াটার পুল পার হতে হতে র‍্যাফতো তার কোটের পকেটে রাখা স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন গানটা স্পর্শ করল: সমুদ্র তীরের শূন্য সাদা অববাহিকাকে এক বিশাল স্নানাগারের মতো লাগছে।

বাঁকের পেছনে দশ মিটার লম্বা মূর্তিখোদিত খুঁটিটা দেখতে পেল। বার্গেনের নয় শ'তম বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে সিয়াটেল থেকে এটা উপহার দেওয়া হয়েছিল। নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস এবং জুতোর নিচে ভেজা পাতা মাড়ানোর শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে মুখের ওপর।

মূর্তি খোদিত খুঁটির কাছে একটা লোক র‍্যাফতোর দিকে এমনভাবে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে যে মনে হয় লোকটা জানতো, ও এই পথ দিয়েই আসবে, অন্য পথ দিয়ে নয়।

শেষ কয়েক কদম এডলগের সময় রিভলবার চেপে ধরল র‍্যাফতো। দুই মিটার দূরে থামল ও। বৃষ্টির মধ্যে ওর চোখ জ্বালা করছে। এ হতে পারে না। এটা সত্য নয়।

'অবাক হচ্ছে?' কণ্ঠস্বরটা বলল যেটা ও কেবল এখন চিনতে পারল।

জবাব দিল না র‍্যাফতো। ওর মস্তিষ্ক দ্রুত চিন্তা করতে শুরু করেছে আবার।

'তুমি ভেবেছিলে, আমাকে তুমি চেন,' কণ্ঠস্বরটা বলল। 'কিন্তু শুধু আমিই তোমাকে চিনি। এজন্যই আমি জানতাম, তুমি একাই এই চেষ্টা করবে।'

র‍্যাফতো এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

'এ এক খেলা,' বলল কণ্ঠস্বরটা।

গলা পরিস্কার করল র‍্যাফতো। 'খেলা?'

'হ্যাঁ। তুমি খেলতে পছন্দ কর।'

BanglaBook.org

রিভলবারের বাট চেপে ধরল র‍্যাফতো, এমনভাবে ধরল যাতে নিশ্চিত হতে পারে যে, ওকে যদি দ্রুত গুলি ছুঁড়তেই হয় তবে পকেটের মধ্যে সেটা যেন কোনো অপ্রত্যাশিত বিপত্তি না ঘটায়।

'নির্দীষ্ট করে আমাকেই কেন?' প্রশ্ন করল ও।

'কারণ তুমিই সেরা। আমি কেবল সেরাদের সঙ্গেই খেলি।'

'তুমি উন্মাদ,' ফিসফিস করে বলার পর কথাটার জন্য অনুতাপ হল ওর।

'এতে,' ছোট্ট একটা হাসি দিয়ে অপর পাশ থেকে লোকটা বলল, 'সামান্য সন্দেহ আছে, কিন্তু তুমিও উন্মাদ। আমরা সবাই উন্মাদ। আমরা হচ্ছি বিরামহীন আত্মা যারা কিনা তার নিজের ঘর খুঁজে পায় না। সবসময় এমনটাই ছিল। তুমি কি জানো, ইন্ডিয়ানরা এগুলো কেন বানিয়েছে?'

র‍্যাফতোর সামনে দাঁড়ানো লোকটা গাছটার ওপর ঠেকিয়ে দস্তানা পড়া একটা তর্জনীর গাঁট ফোটাল; একটার ওপর আরেকটা দাঁড় করানো পাথরের মূর্তিগুলো বড়, অন্ধ, কালো চোখে সমুদ্রের খাঁড়ির দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টে।

'আত্মাকে দেখার জন্য,' লোকটা বলছে। 'যাতে আত্মারা হারিয়ে না যায়। কিন্তু টোটেম আঁকা একটা খুঁটি পঁচে যায়। আর এটার পঁচাই উচিত, সেটাই পয়েন্ট হচ্ছে একটা। আর যখন খুঁটিটা পঁচে যায়, আত্মারা তখন নতুন বাড়ি খুঁজে পায়। সম্ভবত একটা মুখোশে। সম্ভবত একটা আয়নাতে। অথবা সম্ভবত নতুন জন্ম নেওয়া একটা শিশুর মধ্যে।'

অ্যাকুয়ারিয়াম থেকে দৌড়াঝাঁপ করা পেঙ্গুইনের ভাঙ্গা গলায় চীৎকারের শব্দ ভেসে এল।

'তুমি কি বলবে, মেয়েটাকে খুন করেছ কেন?' কথাটা বলে র‍্যাফতো খেয়াল করল, ওর কণ্ঠস্বরও ভেঙে গেছে।

'খেল খতম, র‍্যাফতো। এটা ছিল এক মজা।'

'আর আমি যে তোমার পিছু নিয়েছি সেটা জানলে কীভাবে?'

অপর লোকটা হাত তুলল, র‍্যাফতো স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটু পিছু হটল। কিছু একটা ঝুলছে তার হাতে। একটা নেকলেস। সেটার এক প্রান্তে একটা সবুজ, অশ্রুবিন্দুর মতো পাথরে একটা কালো দাগ। নিজের হৃদপিণ্ডের ধুকপুকানি অনুভব করল র‍্যাফতো।

'বাস্তবিক পক্ষে অনি হেটেল্যান্ড প্রথমে কিছু বলেনি। কিন্তু সে বলেছে... আমরা কী বলি? ...প্ররোচিত হওয়া।'

'মিথ্যে বলছ তুমি।' দম না ছেড়ে দুর্বল গলায় বলল র‍্যাফতো।

BanglaBook.org

'সে বলেছে, তুমি তোমার কোনো কলিগকে ঋণের বিষয়ে কোন কিছু না বলার নির্দেশ দিয়েছ। তখনই আমি বুঝেছি, তুমি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করবে এবং এখানে একাই আসবে। কারণ তুমি ভেবেছিলে, এটা হবে তোমার আত্মার নুতন বাড়ি, তোমার পুনরুত্থান। তাই না।'

শীতল সরু বৃষ্টির ফোঁটা র‍্যাফতোর মুখে ঘামের মতো জমেছে। রিভলবারের ট্রিগারে আঙুল রেখে ও ধীরে ধীরে দৃঢ়তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল।

'তুমি ভুল জায়গা বেছে নিয়েছ। তুমি সমুদ্রের দিকে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে আছো এবং এখানাকার বাইরের সব রাস্তাতেই পুলিশের গাড়ি আছে। কেউই পালাতে পারবে না।'

ওর মুখোমুখী দাঁড়ানো লোকটা বাতাসে ঘ্রাণ টানল। 'তুমি এর ঘ্রাণ পাচ্ছো, গার্ট?'

'কীসের?'

'ভয়ের। অ্যাড্রেনালিনের গন্ধটা একেবারেই আলাদা। তবে তুমি এটা সম্পর্কে জানো। আমি নিশ্চিত, বন্দিদের পেটানোর সময় এর ঘ্রাণ তুমি পাও। লায়লার ঘ্রাণও এমন হয়েছিল। বিশেষকরে সে যখন আমার যন্ত্রগুলো দেখল, যেগুলো ওকে মারার জন্য নিয়েছিলাম। আর অনি আরও বেশি ভয় পেয়েছিল। সম্ভবত এই কারণে, তুমি ওকে লায়লার মৃত্যু সম্পর্কে বলেছ। এজন্য সে জানত যে তার সঙ্গে কী ঘটবে। ঘ্রাণটা একদমই উত্তেজক, তোমার কী মনে হয়? আমি বইয়ে পড়েছি, কোনো কোনো মাংসাশী প্রাণি তার শিকার ধরার জন্য এই ঘ্রাণকে কাজে লাগায়। কল্পনা কর, ভয়ে শিউরে ওঠা শিকার লুকোনোর চেষ্টা করছে, কিন্তু সে জানে যে তার নিজের ভয়ের ঘ্রাণ তাকে খুন করে ফেলবে।'

র‍্যাফতো দেখল অপর পাশের লোকটার দাস্তানা পড়া হাতটি নিচে ঝুলছে, শূন্যে। বিস্তৃত দিনের আলো, নরওয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরের কেন্দ্রের কাছাকাছি। বয়স হওয়া সত্ত্বেও, গত বছরের পর থেকে অ্যালকোহল ছেড়ে দেওয়া র‍্যাফতোর শরীরী গঠন ভালো। ওর রিফ্লেক্স দ্রুত এবং ওর লড়বার কৌশল ...কমবেশি অটুট। রিভলবার থেকে গুলি চালাতে সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশ সময় লাগবে। তাহলে ও কেন এত ভয় পেয়েছে, যে ওর দাঁতে দাঁত কাঁপছে ঠকঠক করে?

BanglaBook.org

৬

দিন ২।

সেলুলার ফোন।

পুলিশ অফিসার ম্যাগনাস স্কেয়ার তার সুয়িভেল চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে আছে। দ্রতই তার সামনে যে চিত্র ভেসে উঠল তাতে স্যুট পড়া একটা লোক বিপরীত দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। মূহুর্তেই ও চোখ খুলল আবার, হাতঘড়ি দেখল। ছয়টা। ও ঠিক করল, যেহেতু ও নিখোঁজ ব্যক্তিদের খোঁজার জন্য মানসম্মত প্রক্রিয়া অনুসরণ করছে, সেহেতু ওর একটা বিরতি নেওয়া দরকার। সব হাসপাতালে ফোন করে ও জিজ্ঞেশ করেছে যে তাদের ওখানে বির্তে বেকার নামে কাউকে ভর্তি করা হয়েছে কিনা। দুটো ট্যাক্সি ফার্মে ফোন করেছে, নর্গেস ট্যাক্সি ও অসলো ট্যাক্সি। তারা গত রাতে হফ-এর কাছাকাছি যতগুলো খ্যাপে গেছে সেসব সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছে। মহিলার ব্যাংকের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হয়েছে যে, সে নিখোঁজ হওয়ার আগে তার অ্যাকাউন্ট থেকে বড় অংকের কোনো টাকা তোলেনি। গত সন্ধ্যায় বা আজ তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কোনো লেনদেন হয়নি। গার্ডেমিয়েন এয়ারপোর্টের পুলিশ গত রাতের প্যাসেঞ্জার লিস্ট দেখার অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু ওরা বার্গেনের ফ্লাইটে যাওয়া বেকার নামের কেবল যে একজন প্যাসেঞ্জারের খোঁজ পেল সে হচ্ছে নিখোজ মহিলার স্বামী ফিলিপ। ডেনমার্ক ও ইংল্যান্ডগামী ফেরি কোম্পানির সঙ্গেও কথা বলেছে স্কেয়ার, যদিও মহিলার ইংল্যান্ডে যাওয়ার সম্ভাবনা নেইই বলা চলে, কারণ তার পাসপোর্টটা রয়েছে তার স্বামীর কাছে এবং স্বামীটি সেই পাসপোর্ট স্কেয়ারদেরকে দেখিয়েছেও। উচ্চাভিলাষী এই অফিসার অসলো আর আকেরসহাস-এর সব হোটেলে সাধারণ নিরাপত্তা ফ্যাক্স পাঠিয়েছে। এবং সর্বশেষে পেট্রোল কারসহ সব অপারেশনাল ইউনিটে ফোন করেছে, অসলোর সবাইকে সজাগ নজর রাখতে বলেছে।

BanglaBook.org

কেবল একটি যে বিষয় বাকি আছে সেটা হচ্ছে মোবাইল ফোন সংক্রান্ত প্রশ্ন।

হ্যারিকে ফোন করে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাল ম্যাগনাস। ইন্সপেক্টর হাঁপাচ্ছে, হ্যারির কথার সঙ্গে পাখিদের তীক্ষ্ণ কিচিরমিচিরের শব্দ শোনা গেল। লাইন কাটার আগে হ্যারি মোবাইল সম্পর্কে গোটা দুয়েক প্রশ্ন জিজ্ঞেশ করল। এরপর চেয়ার থেকে উঠে করিডোরে গিয়ে দাঁড়াল স্কেয়ার। ক্যাটরিন ব্র্যাট-এর অফিসের দরজা খোলা, ভেতরে বাতি জ্বলছে, কিন্তু সেখানে কেউ নেই। সিঁড়ি বেয়ে ওপরের তলার ক্যান্টিনে গেল ও।

কোনো খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে না, কিন্তু দরজার কাছের ট্রলির ওপর ফ্ল্যাস্কে উষ্ণ কফি, বিস্কুট আর জ্যাম রাখা। ঘরটাতে লোক বসে আছে মাত্র চারজন, তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে ক্যাটরিন ব্র্যাট। সে বসে আছে দেয়ালের পাশের একটা টেবিলে। রিং বাইন্ডারে বাঁধাই করা একটা ডকুমেন্ট পড়ছে সে। তার সামনে এক গ্লাস পানি আর লাঞ্চবক্সে রাখা দুটো খোলা স্যান্ডউইচ। চশমা চোখে দিয়েছে। পাতলা ফ্রেম, পাতলা কাঁচ, তার মুখের ওপর চশমাটা যে আছে সেটা বোঝা কঠিন।

স্কেয়ার নিজে নিজে এক কাপ কফি ঢেলে নিয়ে ক্যাটরিনের টেবিলে গেল।

'ওভার টাইম করার প্ল্যান করেছ?' একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল স্কেয়ার।

ম্যাগনাস স্কেয়ারের মনে হল, কাগজ থেকে চোখ তুলে তাকাবার আগে মেয়েটার একটা দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেল।

'কীভাবে বুঝলাম?' ও হাসল। 'বাড়ি থেকে বেরোনোর আগেই তুমি জানতে যে আমাদের ক্যান্টিন পাঁচটায় বন্ধ হয়ে যায় এবং তোমার কাজ করতে করতে দেরি হয়ে যাবে। সরি, কিন্তু তুমি যখন একজন গোয়েন্দা হবে তখন এভাবেই ভাববে।'

'তুমি এভাবে ভাবো?' চোখের পাতা না ফেলে বলল সে। সে তার ফাইলে মনোযোগ ফিরিয়ে নিতে চাইছে।

'হু,' স্কেয়ার বলল। মেয়েটাকে ভালো করে দেখার জন্য কফিতে চুমুক দেওয়ার সময়টাকে স্কেয়ার ভালোভাবে কাজে লাগালো। সে সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। তার জামার ভেতরের অন্তর্বাসের ফিতাটা দেখল ও। 'আজকের এই নিখোঁজ মহিলার কথাই ধর। আমার কাছে এমন কোনো তথ্য নেই যা অন্য আর কেউ পায়নি। যদিও আমি এখানে বসে আছি এবং ভাবছি সে এখনো হয়তো হফ-এ আছে। সে সম্ভবত তুষারের নিচে অথবা কোথাও ঝরা পাতার

BanglaBook.org

নিচে শুয়ে আছে। অথবা সম্ভবত ছোট ছোট অনেক লেকের কোনো একটাতে অথবা সেখানকার স্রোতে ভেসে গেছে।

জবাব দিল না ক্যাটরিন ব্র্যাট।

'তুমি কি জানো, আমি এমনটা ভাবছি কেন?'

'না,' ফাইল থেকে চোখ না তুলে ক্লান্তিকর স্বরে জবাব দিল সে।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে তার সামনে সরাসরি একটা মোবাইল ফোন রাখল স্কেয়ার। হতাশার ভঙ্গিতে মুখ তুলল ক্যাটরিন।

'এটা একটা মোবাইল ফোন,' ও বলল। 'তুমি ভাবছ, আমার ধারণা, এটা নেহায়েতই নতুন আবিষ্কার। কিন্তু ১৯৭৩-এর এপ্রিলে মোবাইল ফোনের জনক, মার্টিন কুপার, এই যন্ত্র দিয়ে প্রথম কথা বলেছিলেন তার বউয়ের সঙ্গে। আর অবশ্যই তার কোনো ধারণাই ছিল না যে, এই আবিষ্কার নিখোঁজ ব্যক্তিদের খোঁজার জন্য পুলিশ ফোর্সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারে পরিণত হবে। যদি তুমি একজন ভালো গোয়েন্দা হতে চাও, তোমাকে এসব কথা শুনতে ও শিখতে হবে, ব্র্যাট।

ক্যাটরিন তার চশমা খুলে ছোট্ট একটা হাসি দিয়ে স্কেয়ারের দিকে তাকাল। এই হাসিটা স্কেয়ার পছন্দ করে, কিন্তু হাসির অর্থটা ঠিক বোঝে না। 'আমি মনোযোগ দিয়ে শুনছি।'

'গুড,' স্কেয়ার বলল। 'কারণ বির্তে বেকার একটা মোবাইল ফোনের মালিক। এবং মোবাইল ফোন সিগন্যাল পাঠায়। সিগন্যালটা কোত্থেকে আসছে সেটা বেইজ স্টেশনে ধরা পড়ে। কেবল তখনই সিগন্যাল ধরা পড়ে না যখন তুমি রিং কর, মূলত তুমি একটা মোবাইল ফোন সঙ্গে রাখলেই সেটা সিগন্যাল দেয়। এ কারণে আমেরিকানরা একেবারে গোড়া থেকেই একে বলে সেলুলার ফোন। কারণ এটা ছোট্ট একটা স্থানে বেইজ স্টেশন দিয়ে ঘেরা, অন্য ভাবে বলা যায়, কোষ দিয়ে আবৃত। আমি টেলিনর থেকে চেক করেছি। হফকে কভার করে এমন বেইজ স্টেশন এখনো বির্তের ফোনের সিগন্যাল পাচ্ছে। তবে আমরা সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনো ফোন পাইনি। ঘরের ভেতর সে ফোনটা হারিয়েছে এমনটা হতে পারে না, সেটা হলে তা হবে অনেক বেশি কাকতালীয় ঘটনা। এবং... ভেল্কিবাজি দেখানোর পর যাদুকর যেভাবে দু'হাত তোলে, স্কেয়ার সেভাবে তার দু'হাত তুলল। 'কফিটা শেষ করে আমি ইনসিডেন্ট রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা অনুসন্ধান দল পাঠাবো।'

'গুড লাক,' ওকে ফোনটা ফিরিয়ে দিয়ে পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল ক্যাটরিন।

BanglaBook.org

'ওটা হোল-এর পুরোনো একটা কেইস, তাই না?' স্কেয়ার বলল।

'হু, পুরোনো কেইস।'

'ও ভাবছে, একজন সিরিয়াল কিলার তা-ব চালাচ্ছে।'

'জানি আমি।'

'জানো? তাহলে তুমি হয়তো এটাও জানো যে, ওর ধারণাটা ভুল? আর এটাই প্রথম নয়। সিরিয়াল কিলার নিয়ে ও অসুস্থরকমের বদ্ধ ধারণায় আচ্ছন্ন। ও মনে করে, এটা ইউএসএ। কিন্তু ও ওর সিরিয়াল কিলারকে এই দেশে খুঁজে পায়নি এখনো।'

'সুইডেনে কয়েক ধরনের সিরিয়াল কিলার আছে। থমাস কুইক। জন্য অ্যাসোনিয়াস। টোরে হেডিন...'

হাসল ম্যাগনাস স্কেয়ার। 'তুমি হোমওয়ার্ক করেছ। তবে তুমি যদি ঠিক ঠিক অপরাধ চিহ্নিত করার বিষয়ে গোটাকয়েক জিনিশ শিখতে চাও তাহলে আমি বলব, তুমি আর আমি একসঙ্গে বিয়ার খেতে পারি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, আমি–'

'আর সামান্য কিছু খাবার খাওয়াও যেতে পারে। এটা খুব বড় কোনো লাঞ্চবক্স নয়।' অবশেষে ক্যাটরিন চোখে চোখ রাখল। ক্যাটরিনের চাহনিতে এক অদ্ভুত দীপ্তি, যেন চোখের গভীরে এক আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি। এর আগে এমন দীপ্তি আর কখনোই দেখেনি স্কেয়ার। আর ওর মনে হলো, এর জন্য ও-ই দায়ী, ও-ই এই আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং এই আলাপচারিতা করে ও তার সীমানার দিকে এগিয়ে গেছে।

'তুমি এটাকে দেখতে পারো...' ও শুরু করল এবং সঠিক শব্দ খোঁজার ভান করল, 'ট্রেইনিং হিসাবে।'

সে হাসল। চওড়া এক হাসি।

স্কেয়ার নিজের নাড়ির স্পন্দন টের পেল; ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছে, এখনই যেন নিজের শরীরের সঙ্গে মেয়েটার শরীরের স্পর্শ অনুভব করছে, ওর আঙুলের ডগায় মোজাপড়া একটা হাঁটু, ওর হাত পিছলে পিছলে ওপরে উঠে যাওয়ার সময় চড়চড় এক আওয়াজ হচ্ছে ক্রমাগত।

'কী চাও তুমি, স্কেয়ার? ইউনিটের নতুন স্কার্টটা পরীক্ষা করে দেখতে চাও?' তার হাসি আরও চওড়া হলো, চোখের দীপ্তি আরও উজ্জ্বল হলো। 'যত তাড়াতাড়ি পারো তাকে বিছানায় নিতে চাও, বার্থডে কেকের বড় এক টুকরোর ওপরে বালকেরা যেভাবে থু থু ছিটায় যাতেকরে অন্যদের আগে সে সেই টুকরো খেতে পারে?'

BanglaBook.org

ম্যাগনাস স্কেয়ারের এমন এক অনুভূতি হল যে ওর চোয়াল ঝুলে গেল।

'তোমাকে কিছু সদুপদেশ দেই, স্কেয়ার। কর্মক্ষেত্রে নারীদের কাছ থেকে দূরে থাকো। তোমার যদি মনে হয় যে, তুমি দারুণ কোনো খবর পেয়েছ তবে ক্যান্টিনে বসে কফি খেয়ে সময় নষ্ট কোরো না। আর আমাকে এটা বলার চেষ্টা কোরো না যে, তুমি ইনসিডেন্ট রুমে ফোন করতে পারো। ইন্সপেক্টর হোলকে ফোন কর, তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি ঠিক করবেন কোনো অনুসন্ধান দল বাইরে যাবে কিনা। তারপর সে ইমার্জেন্সি অপারেশন্স সেন্টারে ফোন করবে। সেখান থেকেই অনুসন্ধান দল যাবে, এখান থেকে নয়।'

ক্যাটরিন গ্রিজপ্রুফ কাগজটা মচমচ শব্দে মুচড়ে স্কেয়ারের পেছনের ময়লার ঝুড়িতে ছুড়ে ফেলল। সে যে নিশানা ভুল করেনি সেটা জানার জন্য পেছন ফিরে দেখার প্রয়োজন হলো না স্কেয়ারের। সে তার ফাইল গুছিয়ে উঠে দাঁড়াল, ততক্ষণে স্কেয়ার নিজের মান বাঁচাতে নিজেকে কিছুটা গুছিয়ে নিয়েছে।

'জানি না, তুমি কী ভাবছ ব্র্যাট। তুমি বিবাহিতা এক মহিলা যে কিনা হয়তো বাসায় যথেষ্ট মনোযোগ পায় না। আর তাই তুমি আশা করছ, আমার মতো লোক তোমাকে বিরক্ত করতে পারে... বিরক্তও হতে পারে...' ও আর শব্দ খুঁজে পেলো না। ধ্যাত্তেরি, ও শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না। 'আমি তোমাকে একটা কি দুটো জিনিশ শেখানোর কথা বলেছি, বেশ্যা কোথাকার।'

ক্যাটরিনের চেহারায় কিছু একটা ঘটল– পর্দার মতো কিছু একটা একপাশে সরে যাওয়ায় তার ভেতরের আগুনকে স্কেয়ার দেখতে পেল। ক্ষণিকের জন্য স্কোয়ারের মনে হল, ক্যাটরিন ওকে আঘাত করবে। ব্র্যাট যখন আবার কথা বলল, তখন স্কেয়ার বুঝল, সবই কেবল মেয়েটার চোখের কেরামতি, একটা আঙুলও তোলেনি সে আর তার কণ্ঠস্বরও ছিল পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে।

'তোমাকে যদি আমি ভুল বুঝে থাকি তবে তার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি।' ক্যাটরিন বলল, যদিও তার চেহারার ভঙ্গি বলছে, সে থোরাই এর পরোয়া করে। 'কথা প্রসঙ্গে বলছি, মার্টিন কুপার তার বউকে প্রথম ফোন দেয়নি; সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ফোন করেছিল, বেল ল্যাবরেটরিজে জোয়েল অ্যাঙ্গেলকে। তুমি কি মনে কর তাকে একটি বা দু'টি বিষয় শেখানো যেত, স্কেয়ার? নাকি বড়াই করা যেত?'

মেয়েটাকে চলে যেতে দেখল স্কেয়ার, সে যখন ক্যান্টিনের দরজার দিকে দুলতে দুলতে গেল তখন তার পিঠের সঙ্গে স্যুট ঘষা খাচ্ছে। ধুর শালা, ট্রলি ঠেলা মহিলাটা ব্র্যাটকে আড়াল করে দিল! ওর মনে হলো উঠে দাঁড়িয়ে মহিলাটার দিকে কিছু একটা ছুঁড়ে মারি। কিন্তু ও জানে, সেটা ও মিস করবে।

BanglaBook.org

তাছাড়া ও নড়াচড়া করতে চায় না; ওর ভয় হচ্ছে যে ওর উত্থিত লিঙ্গটা এখনো বোঝা যাবে।
হ্যারি বুকের পাঁজরের ভেতর ফুসফুসের চাপ অনুভব করল। ওর শ্বাস-প্রশ্বাস শান্ত হতে শুরু করেছে। কিন্তু ওর হৃদপিণ্ডটা শান্ত হচ্ছে না, ওর বুকের ভেতর একটা খরগোশের মতো দৌড়াচ্ছে সেটা। ঘামে ওর ট্রেনিংয়ের পোশাক ভিজে গেছে। বনের এক প্রান্তে একেবার্গ রেস্টুরেন্টের কাছে দাঁড়ালো ও। বৃত্তিবাদী রেস্টুরেন্টটা তৈরি হয়েছে যুদ্ধের সময়, যেসব যুদ্ধ একসময় অসলোর গর্ব আর আনন্দ ছিল। রেস্টুরেন্টটা পূর্বমুখো হয়ে পর্বতশীর্ষে খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু খদ্দেররা শহর থেকে বনের দীর্ঘ ভ্রমণে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এটা অলাভজনক স্থানে পরিণত হয়েছে। রেষ্টুরেন্টটা উত্তরোত্তর ক্ষয় পেয়েছে এবং নাচে আসক্ত বৃদ্ধ, মধ্যবয়সী মদ্যপ্য আর অন্য একাকী মানুষদের খোঁজে থাকা একাকীত্বে ভোগা মানুষদের একটা সুরক্ষিত চালাঘরে পরিণত হয়েছে।

অবশেষে তারা রেস্তোরাঁটা বন্ধ করে দিয়েছে। শহরের ইঞ্জিনের হলদেটে ধোঁয়ার পরত ছেড়ে হ্যারি সবসময় এখানে গাড়ি চালিয়ে আসতে পছন্দ করে। এখানকার খাড়াই পথগুলো ধরে দৌড়ানোর মধ্যে যে চ্যালেঞ্জ আছে সেটা পছন্দ করে ও। এখানে এসে দৌড়ে দৌড়ে ও নিজের মাংসপেশীর ল্যাকটিক অ্যাসিড পোড়ায়। একটা রেস্তোরাঁর ধুলিসাৎ হওয়া সৌন্দর্যের সামনে থামতে পছন্দ করে। বৃষ্টিভেজা উঁচু বেদিতে বসে শহরের দিকে তাকায়। শহরটা একসময় ওর ছিল, কিন্তু এখন আবেগীয়ভাবে দেউলিয়া, সব সম্পদ স্থানান্তরিত হয়েছে, স্থানান্তরিত আকর্ষণ নিয়ে একজন প্রাক্তন প্রেমিকা।

চারদিকে পাহাড়ঘেরা একটা কোটরের নিচে শুয়ে আছে শহরটা। পর্বতঘেরা লম্বা ও সরু দেশটার একমাত্র নির্জন স্থান এই শহর। ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন, অসলো হচ্ছে মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। হ্যারি কল্পনা করতে পারে যে, আজকের সন্ধ্যার মতো কোনো এক সন্ধ্যায় শহরটার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া গলিত লাভা পৃথিবী পৃষ্ঠে আলোর এক দীর্ঘ রেখা তৈরি করেছে। হলমেনকোলেনের ঢাল থেকে, যেটা শহরের বিপরীত দিকের পর্বতশীর্ষে উদ্ভাসিত সাদা কমা চিহ্নের মতো শুয়ে আছে, র‍্যাকেলের বাসাটা কোথায় ছিল সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করল হ্যারি।

চিঠিটার কথা ভাবল ও। স্কেয়ার ফোন করে বলেছে, বির্তের খোয়া যাওয়া মোবাইল ফোন থেকে সিগন্যাল পাওয়া যাচ্ছে। ওর হৃদস্পন্দন এখন কমছে, রক্ত সঞ্চালন করে প্রশান্তি সঞ্চার করছে, মস্তিষ্কে নিয়মিত সংকেত পাঠাচ্ছে–ধর-এ এখনো প্রাণ আছে। বেইজ স্টেশনের মোবাইল ফোনের মতো। হৃদপিণ্ড,

BanglaBook.org

ভাবল হ্যারি। চিঠি। এটা দুর্বল চিন্তা। তাহলে ও এটাকে এখনো বাতিল করছে না কেন? কেন ও হিসাব করে দেখছে যে, দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে উঠতে কত সময় লাগতে পারে, হফ-এ গিয়ে চেক করে দেখবে যে তাদের মধ্যে কোনটা দুর্বল?

* * *

রান্নাঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে র‍্যাকেল তার বাসার সামনের স্প্রুস গাছের সারি দেখছে। গাছগুলো প্রতিবেশীদের সঙ্গে তার একটা আড়াল তৈরি করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একটা সভায় সে বলেছিল, আরও আলো আসার জন্য কিছু গাছ কেটে ফেলা যেতে পারে। কিন্তু তার কথায় নূন্যতম কোনো উৎসাহ কারও মধ্যে না দেখে সে আর তার মতের পক্ষে কারও কোনো সমর্থন চায়নি। স্প্রুস গাছ লোকজনকে অন্যদের নজর থেকে আড়ালে রাখে। হোলমেনকোলেন রিজ-এর বাসিন্দারা এটাই পছন্দ করে। শহরের ওপরের এই অংশ এখনো তুষারে ছেয়ে আছে। বিএমডব্লিউ আর ভলবো গাড়ি তাদের চলার পথের বাঁক বেয়ে বেয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে।

বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কাঠের বাড়িটার ফ্লোর বেশ আঁটোসাঁটো, তারপরও দোতলায় ওলেগের ঘর থেকে গানের শব্দ ভেসে আসছে র‍্যাকেলের কানে। লেড জেপেলিন এবং দ্যা হু'র গান। র‍্যাকেলের যখন এগারো বছর বয়স তখন এটা অচিন্তনীয় বিষয় ছিল যে, সে বাবা-মায়ের যুগের গান শুনবে। কিন্তু ওলেগকে হ্যারি যেসব সিডি দিয়েছে সেসব সিডি ও নিখাত ভালোবাসা নিয়ে শুনছে।

সে ভাবলো, হ্যারি কত শুকিয়ে গেছে, কত সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। হ্যারি সম্পর্কে তার স্মৃতি যেমন সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে ঠিক তেমনটা। এটা অনেকটাই ভীতিকর যে, যার সঙ্গে তুমি একসময় ঘনিষ্ঠ ছিলে সে কীভাবে ম্লান হতে হতে মিলিয়ে যায়। অথবা এর কারণ এটা হতে পারে যে, তোমরা হয়তো পরস্পরের এত কাছাকাছি ছিলে যে এরপর, যখন তোমরা আর কাছাকাছি থাকো না, সেটাকে অলীক বলে মনে হয়, স্বপ্নের মতো দ্রুত সেটাকে ভুলে যাও কারণ সেটা কেবল তোমার মগজে সংঘটিত হয়। হয়তো এই কারণেই ওকে আবার দেখাটা ছিল একটা শক্। ওকে আলিঙ্গন করা, ওর ঘ্রাণ শোঁকা, ওর কণ্ঠস্বর শোনা, ফোনে নয়, অদ্ভুত মোলায়েম ঠোঁটের মুখের কথা। ওর ওই নীল চোখ জোড়ায় চোখ রাখা, যেই চোখ ওর কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দীপ্তি বদলায়। ঠিক আগের মতো।

BanglaBook.org

তবুও সে আনন্দিত যে এটা খতম হয়ে গেছে, এটাকে সে তার অতীতে ঠেলে দিয়েছে। এই মানুষটা এমন এক লোকে পরিণত হয়েছে যার সঙ্গে সে তার ভবিষ্যৎ ভাগাভাগি করবে না, এমন লোক হয়েছে যে লোক তার নোংরা বাস্তবতা নিয়ে তাদের জীবনে আসবে না।

সে এখন ভালো আছে। অনেক ভালো। ঘড়ি দেখল সে। ও এখানে আসবে শীঘ্রীই। ঠিক সময়েই আসবে, যেটা মোটেও হ্যারিসুলভ নয়।

একদিন আচমকাই ওখানে দাঁড়ালো ম্যাথিয়াস। হোলমেনকোলেন রেসিডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত গার্ডেন পার্টিতে। ও এমনকি কোনো প্রতিবেশীর সঙ্গেও থাকতো না, বন্ধুরা ওকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো। ও আর র‍্যাকেল সারাটা সন্ধ্যা বসে বসে কথা বলেছে। মূলত বেশিরভাগই হয়েছে র‍্যাকেলের কথা। এবং ও মনোযোগ দিয়ে কথা শুনেছে। ডাক্তাররা যেমনটা শোনে, র‍্যাকেলের এমনই মনে হয়েছিলো। কিন্তু তার দু'দিন বাদে র‍্যাকেলকে ফোন দিয়ে ও জানতে চাইলো যে, সে হোভিকডেনে হেনি-অনস্ট্যাড আর্ট সেন্টারে একটা প্রদর্শনী দেখতে আগ্রহী কিনা। ওদের সঙ্গে ওলেগও যোগ দিতে পারে, কারণ সেখানে বাচ্চাদের প্রদর্শনীও হচ্ছে। আবহাওয়াটা ছিল জঘন্য, চিত্রপ্রদর্শনী ছিলো মাঝারি মানের এবং ওলেগের মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেল। কিন্তু চমৎকার রসবোধ আর আর্টিস্টের মেধা সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য করে ওর মেজাজটা ঠিক করে দিল ম্যাথিয়াস। তারপর ওদেরকে গাড়িতে করে বাড়িতে পৌঁছে দিলো। প্রদর্শনী দেখবার বুদ্ধি দেওয়ার জন্য ক্ষমা চেয়ে হেসে প্রতিশ্রুতি দিল, ওদেরকে আর কখনোই কোথাও নিয়ে যাবে না। অবশ্য, যতক্ষণ না ওরা ওকে কোথাও নিয়ে যেতে বলে। এরপর সপ্তাহখানেকের জন্য বোতসোয়ানায় চলে গেল ম্যাথিয়াস। যেই সন্ধ্যায় সেখান থেকে বাড়িতে ফিরে এলো, সেই সন্ধ্যায় ফোন দিয়ে জানতে চাইলো, র‍্যাকেলের সঙ্গে ও আবার দেখা করতে পারবে কিনা।

ঢাল বেয়ে ওঠার কসরত করতে থাকা একটা প্রাইভেট কারের শব্দ শুনল সে। পুরোনো মডেলের একটা হোন্ডা অ্যাকর্ড চালিয়ে আসছে ও। সে জানে না কেন, তবে বিষয়টা তার ভালো লেগেছিলো। গ্যারেজের সামনে পার্ক করেছিল ও, ভেতরে নেয়নি গাড়িটা। এটাও ভালো লেগেছিলো তার। তার এই বিষয়টা ভালো লাগলো যে, ও সঙ্গে নিয়ে আসা বড়সর পোটলার ভেতর নিয়ে আসা অন্তর্বাস আর টয়লেট ব্যাগ বদলালো। পরদিন সকালে ও সেসব নিয়েও গিয়েছিল। সে ওর এই প্রশ্নটা পছন্দ করেছিল– সে কখন আবার ওর দেখা পেতে চায়, এবং এর জন্য ও কোনো প্রতিশ্রুতি আদায় করেনি। সেটা অবশ্য এখন বদলাতে পারে, কিন্তু সে এর জন্য প্রস্তুত।

BanglaBook.org

ও গাড়ি থেকে নামল। মানুষটা দীর্ঘদেহী, হ্যারির সমানই লম্বা হবে। রান্নাঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে বালকসুলভ চেহারায় হাসল, যদিও দীর্ঘ অমানুষিক পরিশ্রম করে বাসা বদল করার হ্যাপায় ওর পা আর চলছে না। হ্যাঁ, সে এর জন্য প্রস্তুত। সেই লোকের জন্য যে এখন হাজির, যে তাকে ভালোবাসে এবং তাদের ছোট্ট ত্রয়ী বন্ধনকে আর সবকিছুর ওপরে স্থান দেয়। সামনের দরজায় একটা চাবি ঘোরানোর শব্দ শুনল সে। যেই চাবিটা সে গত সপ্তাহে ওকে দিয়েছে। প্রথমে ম্যাথিয়াসের মুখে বড় একটা প্রশ্নবোধক ভাব ফুটে উঠেছিল, ঠিক একটা বাচ্চার মতো যে কিনা মাত্রই একটা চকলেট ফ্যাকটরির টিকিট পেয়েছে।

দরজা খুলে গেল, ও ভেতরে ঢুকতেই সে ওর বাহুর মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। তার মনে হল, এমনকি ওর উলের কোটের ঘ্রাণটাও ভালো। তার গালে কোটের মৃদু আর শরতের শীতল স্পর্শ, কিন্তু ভেতরের নিরাপত্তার উষ্ণতা এরিমধ্যে তার শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে।

'এটা কী?' তার চুলের মাঝ থেকে হেসে উঠল ও।

'এর জন্য আমি দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় আছি,' ফিসফিস করে বলল সে।

সে চোখ বন্ধ করল, এভাবেই ওরা দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

ওকে ছেড়ে দিয়ে ওর হাসি হাসি মুখের দিকে তাকালো সে। লোকটা সুদর্শন পুরুষ। দেখতে হ্যারির চেয়েও ভালো।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ও কোটের বোতাম খুলল। কোটটা ঝুলিয়ে রেখে সিঙ্কে গিয়ে হাত ধুল। অ্যানাটমির ক্লাসে লেকচার দেওয়ার সময় ওদেরকে সত্যিকারের শরীর ঘাটাঘাটি করতে হয়। হ্যারি সবসময় হাত ধোয়ার কাজটা করত মার্ডার কেইস থেকে ফিরে এসে। সিঙ্কের নিচের কাপবোর্ড খুলল ম্যাথিয়াস, রান্নাঘরের সিঙ্কে ব্যাগ থেকে আলু ঢেলে ট্যাপ ছেড়ে দিল।

'দিনটা কেমন কাটল তোমার প্রিয়তমা?'

সে ভাবলো, বেশিরভাগ পুরুষই আগের রাতের কথা জিজ্ঞেশ করত, আফটার অল, ও জানে যে সে হ্যারির সঙ্গে দেখা করেছে। আর একারণেও ওকে পছন্দ করে সে। জানালার দিকে চোখ রেখে কথা বলল সে। তাদের বাড়ির নিচে শহরের স্প্রুস গাছগুলোর ওপর চোখ বোলালো, গাছগুলোর ওপর আলো খেলা করছে। হ্যারি এখন ওখানকার কোথাও আছে। আশাহীন কোনো এক শিকারের সন্ধানে আছে যেটা ও কখনোই খুঁজে পায়নি, আর কখনো খুঁজে পাবেও না। ওর জন্য তার দুঃখ বোধ হল। কেবল সহানুভূতিই রয়ে গেছে। সত্য হচ্ছে, গত রাতে ওরা যখন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নীরব হয়ে বসে ছিল, তখন একটা সময় ওরা নিজেদের বন্ধনকে মুক্ত করতে পারছিল না।

BanglaBook.org

অনুভূতিটা ছিল বৈদ্যুতিক শক্‌-এর মতো, কিন্তু পর মূহুর্তেই মিলিয়ে গেছে সেই অনুভূতি। একেবারেই মিলিয়ে গেছে। কোনো যাদু নেই। সে তার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। ম্যাথিয়াসের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো সে, বাহু দিয়ে ওকে আঁকড়ে ধরল, ওর চওড়া পিঠে মাথা এলিয়ে দিল।

ও যখন আলুগুলোর খোসা ছাড়িয়ে সসপেনে রাখছিল তখন ওর শার্টের নিচের মাংসপেশীর নড়াচড়া অনুভব করল র‍্যাকেল।

রান্নাঘরের দরজা নড়ে উঠলে সে সতর্ক হয়ে ঘুরে দাঁড়ালো।

দরজায় দাঁড়িয়ে ওলেগ ওদেরকে দেখছে।

'সেলার থেকে আরও কিছু আলু নিয়ে আসতে পারবে?' কথাটা বলে সে দেখল, ওলেগের কালো চোখ আরও কালো হয়ে গেছে।

ম্যাথিয়াস ঘুরে দাঁড়াল। তখনও ওলেগ দাঁড়িয়ে আছে।

'আমি যেতে পারি,' ম্যাথিয়াস বলল, সিঙ্কের নিচ থেকে খালি ঝুরিটা তুলে নিল ও।

'না,' ওলেগ বলল, দু'কদম সামনে এগোলো। 'আমি যাবো।'

ম্যাথিয়াসের হাত থেকে ঝুরিটা নিল ও, ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার বাইরে চলে গেল।

'কী হয়েছে ওর?' ম্যাথিয়াস জিজ্ঞেশ করল।

'ও অন্ধকারকে কিছুটা ভয় পায়,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল র‍্যাকেল।

'আমিও তাই ভেবেছি, তবে ও কেন আলু আনতে গেল?'

'কারণ হ্যারি বলেছে, ওর এটা করা উচিত।'

'কী করা উচিত?'

মাথা ঝাঁকালো র‍্যাকেল। 'সেসব জিনিশ যেসব জিনিশকে ও ভয় করে। এরকম ভীত হতে চায় না। হ্যারি যখন এখানে ছিল, তখন ও সবসময়ই ওলেগকে নিচের সেলারে পাঠাত।'

ভ্রু কোচকাল ম্যাথিয়াস।

বিষণ্ন হাসি দিল র‍্যাকেল। 'হ্যারি ঠিক শিশু মনস্তত্ত্ববিদ নয়। আর হ্যারি যদি কোনো বিষয়ে প্রথম মতামত দেয় তবে ওলেগ আর আমার কথা শুনবে না। তাছাড়া, নিচে কোনো দৈত্য-দানো নেই।'

স্টোভের একটা চাবি ঘুরিয়ে নিচু স্বরে ম্যাথিয়াস বলল, 'তুমি সেটা নিশ্চিত হলে কীভাবে?'

'ম্যাথিয়াস?' হাসল র‍্যাকেল। 'তুমি কি অন্ধকার ভয় পেতে?'

'পেতাম কে বলল?' দুষ্টমিপূর্ণভাবে দেঁতো হাসি দিল ম্যাথিয়াস।

BanglaBook.org

হ্যাঁ, ওকে পছন্দ করে। এটাই ভালো। ভালো এক জীবন। ওকে সে পছন্দ করে, হ্যাঁ সে পছন্দ করে, সে ওকে পছন্দ করে।
বেকারের বাড়ির সামনে থামল হ্যারি। গাড়ির ভেতর বসে দেখল, বাড়িটার জানালা গলে বাগানের ওপর আলো এসে পড়ছে। তুষারমানবটা ছোট হতে হতে বামনে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সেটার ছায়া এখনো গাছের দিকে বিস্তৃত হচ্ছে এবং সীমানা প্রাচীরের ঠিক ওপরে উঠে এসেছে।

গাড়ি থেকে নামল হ্যারি। লোহার দরজার ক্যাচ ক্যাচ বিলাপে ও সঙ্কুচিত হল। ও জানে, ওর উচিত ছিল প্রথমে ফোন করা; একটা বাড়ির মতো বাগানও ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কিন্তু বেকারের সঙ্গে কোনো কিছু আলাপ করার জন্য ওর না ছিল ধৈর্য্য, না ছিল ইচ্ছা।

প্যাঁচ প্যাঁচে ভেজা মাটি। ও হামাগুঁড়ি দিল। তুষারমানবের ওপর আলো এমনভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে যেন সেটা কোনো ঘোলা কাঁচ। সারা দিন ধরে বরফ গলে ছোট্ট ছোট্ট তুষার একটার সঙ্গে আরেকটা মিশে বড় বড় পিণ্ডে পরিণত হয়েছে। এখন তাপমাত্রা আবার কমে গেছে। পানির বাস্প ঘনীভূত হয়ে অন্য তুষারপিণ্ডে জমে গেছে। এর ফলে যে তুষার আজ সকালে ছিল মসৃণ, সাদা আর হালকা, সে তুষার এখন হয়ে পড়েছে রুক্ষ, ধূসর-সাদা এবং স্তূপীকৃত।

ডান হাতটা তুলল হ্যারি। মুঠি পাকাল। এবং ঘুষি ছুঁড়ল।

তুষারমানবটার মাথা কাঁধ থেকে পড়ে গিয়ে বাদামি ঘাসে গড়াগড়ি খেল।

আবার ঘুষি বসাল হ্যারি, এবার ঘুষি বসাল ঘাড়ের সামনে আর নিচ থেকে। ওর আঙুলগুলো থাবার মতো হয়ে তুষারের ভেতর ঢুকে পড়ল এবং আঙুলগুলো সেই জিনিশটা পেয়ে গেল, যে জিনিশটা ও খুঁজছিল।

হাত টেনে বের করল ও, বিজয়ের ভঙিতে তুষারমানবের সামনে হাত তুলে ধরল, মাত্রই যে হৃদপিণ্ডটা প্রতিপক্ষের বুক থেকে ছিঁড়ে এনেছে সেটা তাকে দেখানোর জন্য যেমনটা করত ব্রুস লি।

এটা হচ্ছে লাল আর সিলভার রঙের নকিয়া মোবাইল ফোন, সুইচ এখনো অন করা।

কিন্তু বিজয়ের অনুভূতি ম্লান হয়ে গেল। কারণ ও এরই মধ্যে বুঝে গেছে যে, এটা তদন্তের কোনো বড় উদঘাটন নয়, কেবল পুতুল নাচের ছোট্ট একটা দৃশ্য। আড়ালে থেকে পুতুল নাচের সুতো নাড়ছে কেউ। এটা খুবই সাধারণ। তারা চেয়েছে যে এটা উদ্ধার হোক।

হ্যারি হেঁটে গিয়ে সামনের দরজার কলিংবেল চাপল। দরজা খুলল ফিলিপ বেকার। তার চুল আলুথালু আর টাইটা তেরছা হয়ে আছে। সে কয়েকবার চোখ পিটপিট করে তাকাল, ঘুমাচ্ছিল সে।

BanglaBook.org

‘হ্যাঁ,’ হ্যারির প্রশ্নের জবাব দিল লোকটা। ‘এই ধরনের ফোনই ছিল তার।’

‘আপনি কি তার নাম্বারে একটা রিং করবেন?’

বাড়ির ভেতর চলে গেল ফিলিপ বেকার, হ্যারি অপেক্ষা করছে। হঠাৎ করে বারান্দার পথ থেকে উঁকি দিল জোনাস। হ্যারি তাকে ‘হাই’ বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই সময়ই লাল ফোনটায় বাচ্চাদের একটা সুর বেজে উঠল: *‘ব্লাম্যান, ব্লাম্যান, বাকেন মিন।’* স্কুলের গানের বইয়ে পড়া দ্বিতীয় লাইনটা মনে পড়ে গেল হ্যারির: *টেঙ্ক পা ভেসলে গাটেন ডিন।* তোমার ছোট্ট ছেলের কথা ভাবো।

জোনাসের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে যেতে দেখল ও। ছেলেটার মস্তিষ্কে ঘটে যাওয়া অপ্রতিরোধ্য প্রতিক্রিয়া দেখল, তাৎক্ষণিকভাবে হতভম্ব হয়ে তারপর মায়ের ফোনের রিংটোন শুনে আনন্দিত হল, তার তীব্র আর উদগ্র ভয় দূর হয়ে গেল। হ্যারি ভয়কেও বেশ ভালো করেই চেনে।

নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকতেই প্লাস্টার আর কাঠের গুঁড়ার ঘ্রাণ পেল হ্যারি। করিডোরের দেয়ালের প্লাস্টার বোর্ড খুলে মেঝের ওপর স্তূপ করে রাখা হয়েছে। ইটের দেয়ালের পেছনে হালকা হালকা কিছু দাগ। নকশা কাটা মেঝের ওপর ছড়ানো সাদা পাতলা স্তরের ওপর দিয়ে আঙুল বুলিয়ে নিল হ্যারি। একটা আঙুলের ডগা মুখে পুড়ল। লবণাক্ত স্বাদ। মোল্ড ছত্রাকের স্বাদ কি এমন? নাকি এগুলো কেবলই লবণের দানা, শরীরের ঘামের স্বাদ? একটা লাইটার জ্বালল হ্যারি, দেয়ালের ওপর ঝুঁকে পড়ল। কোনো ঘ্রাণই পাওয়া যায় না, কিছুই দেখা যায় না।

বিছানায় শুয়ে ও রুমের অভেদ্য অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে জোনাসের কথা ভাবল। এবং নিজের মায়ের কথা ভাবল। মায়ের অসুস্থতার ঘ্রাণ আর তার মুখটা ধীরে ধীরে বালিশের সাদা রঙে বদলে গেল। দিনের পর দিন, সপ্তাহর পর সপ্তাহ সিস-এর সঙ্গে খেলেছে ও। বাবা চুপচাপ হয়ে ছিল এবং বাকি সবাই এমন আচরণ করছিল যেনবা কিছুই ঘটছে না। ওর মনে হল, হল রুমের বাইরে ক্ষীণ একটা ঘসঘস শব্দ শুনল। যেনবা অন্ধকারের ভেতর পুতুলের অদৃশ্য সুতো নড়ছে, সুতো ছোট-বড় হচ্ছে এবং ক্ষীণ এক আলোর ঝলকানি তৈরি হচ্ছে যেটা শিহরণ আর ঝাঁকুনি তৈরি করছে।

BanglaBook.org

৭

দিন ৩।

লুকানো পরিসংখ্যান।

পিওবি অফিসের জানালার খড়খড়ি দিয়ে সকালের ক্ষীণ আলো ঢুকছে, সে আলো ছপন মানুষের মুখের ওপর পাতলা ধূসর আবরণ তৈরি করেছে। কপালের যেখানে ঘন কালো দুটো ভ্রু এসে মিলেছে সেখানে ভাজ ফেলে পিওবি হ্যাগেন নিমগ্ন হয়ে হ্যারির কথা শুনছে। বিশাল ডেস্কের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা ছোট্ট স্তম্ভপীঠের ওপর আঙুলের গাঁটের সাদা একটা হাড়। পাথরে খোদাই করা লেখা অনুযায়ী হাড়টা জাপানি ব্যাটেলিয়ন কমান্ডার ইয়োশিতো ইয়াসুদার। মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে থাকাকালে ছোট্ট এই আঙুল নিয়ে হ্যাগেন তার দেওয়া লেকচারে বলেছে, ১৯৪৪ সালে বার্মা থেকে পিছু হটার সময় ইয়াসুদা মরিয়া হয়ে তার সৈন্যবাহিনীর সামনে আঙুলটা কেটে ফেলেছিল। মাত্র এক বছর আগে হ্যাগেনকে তার পুরোনো কার্যালায়, পুলিশের হেড ক্রাইম স্কোয়াডে ফিরিয়ে আনা হয়েছে এবং এই সময়ের মধ্যে ব্রিজের তল দিয়ে অনেক পানি বয়ে গেছে। তুলনামূলকভাবে বেশি ধৈর্য্য নিয়ে সে তার ঝানু ইন্সপেক্টরের 'মিসিং পারসন' বিষয়ক উপস্থাপনা শুনছে।

'এক অসলোতেই প্রতিবছর ছয় শ'র বেশি নিখোঁজের খবর পাওয়া যায়। ঘণ্টা কয়েক পর কেবল হাতেগোণা কিছু লোকের খোঁজ মেলে না। সচারচর কেউই দু-এক দিনের বেশি নিখোঁজ থাকে না।

নাকের ওপর যেখানে ভ্রু জোড়া এসে মিলেছে সেখানকার লোমের ওপর আঙুলের টোকা দিল হ্যাগেন। চিফ কনস্টেবলের অফিসে বাজেটবিষয়ক মিটিংয়ের জন্য তাকে তৈরি হতে হবে। উপস্থাপনাটা কাঁটছাট করা হল।

'বেশিরভাগ নিখোঁজ ব্যক্তিই মানসিক চিকীৎসাকেন্দ্র থেকে পালানো লোক অথবা স্মৃতিভংশের রোগে ভোগা প্রবীণ লোক।' বলে যাচ্ছে হ্যারি। 'এমনকি যেসব প্রকৃতিস্থ লোক কোপেনহেগেনে পালিয়ে যায় অথবা আত্মহত্যা করে তাদের খোঁজও পাওয়া যায়। প্যাসেঞ্জার লিস্টে তাদের নাম পাওয়া যায়, তারা

BanglaBook.org

কোগে একটি এটিএম বুথ থেকে টাকা তোলে অথবা কোনো এক সমুদ্র সৈকতে তাদের লাশ ভেসে ওঠে।'

'তোমার পয়েন্টটা কী?' হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল গানার হ্যাগেন।

'এটা,' একটা ফাইল ছুঁড়ে দিয়ে বলল হ্যারি। পিওবি'র ডেস্কে সশব্দে পড়ল সেটা। হ্যাগেন সামনে ঝুঁকে পড়ে পিনমারা ডকুমেন্টগুলো উল্টেপাল্টে দেখল। 'মাই গুডনেস, হ্যারি। স্বাভাবিকভাবে রিপোর্ট লেখার লোক নও তুমি।'

'এটা স্কেয়ার লিখেছে,' কথা না বাড়িয়ে বলল হ্যারি। 'তবে এর উপসংহারটা আমার, এবং আপনাকে এটা আমি এখন মৌখিকভাবে অবহিত করছি।'

'সংক্ষেপে বল, প্লিজ।'

হ্যারি কোলের ওপর রাখা নিজের হাতের ওপর তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। ওর দীর্ঘ পা জোড়া চেয়ারের সামনে ছড়িয়ে রাখা। গভীর শ্বাস নিল। ও জানে, যখন ও কথাগুলো উচ্চারণ করার পর আর পেছন ফেরার উপায় থাকবে না।

'অনেক বেশি লোক নিখোঁজ হয়েছে,' হ্যারি বলল।

হ্যাগেনের ডান ভ্রু কপালের উপর উঠে গেল। 'বুঝিয়ে বল।'

'৬ নম্বর পৃষ্ঠায় খুঁজে পাবেন এটা। ১৯৪৪ সাল থেকে আজ পর্যন্ত পঁচিশ বছর থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সী নিখোঁজ নারীদের একটা তালিকা। গত দশ বছর যেসব নারীর কোনো হদিসই পাওয়া যায়নি। আমি মিসিং পারসন্স ইউনিটের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেছি, তারা এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত। সংখ্যাটা অনেক বড়।'

'কিসের বিবেচনায় অনেক বড়?'

'অতীতের বিবেচনায়। ডেনমার্ক ও সুইডেনের বিবেচনায়। এবং অন্যসব জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বিষয়ের বিবেচনায়। বিবাহিতা এবং লিভটুগেদার করা নারীর নিখোঁজ হওয়ার সংখ্যা অনেক বেশি।'

'নারীরা আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি স্বাধীন,' হ্যাগেন বলল। 'কেউ কেউ পরিবারের সঙ্গ ত্যাগ করে ভিন্ন পথে চলে, পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে যায়, হতে পারে কোনো পুরুষের সঙ্গে বিদেশে চলে গেছে। পরিসংখ্যানের ওপর এর কিছু প্রভাব রয়েছে। তাহলে?'

'ডেনমার্ক এবং সুইডেনেও তারা অনেক বেশি স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু তাদেরকে সেখানেই পাওয়া যায়।'

BanglaBook.org

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল হ্যাগেন। 'সংখ্যাটা যদি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশিই হয়ে থাকে, যেমনটা তুমি দাবি করছ, তাহলে এটাকে আগে কেন আর কেউ আবিষ্কার করল না?'

'কারণ স্কেয়ারের পরিসংখ্যানটা সারা দেশের জন্য প্রযোজ্য। এবং পুলিশ সাধারণত নিজের জেলার নিখোঁজ ব্যক্তির খোঁজ করে। অবশ্য ক্রিপস-এ একটা ন্যাশনাল মিসিং পারসন্স রেজিস্টার রয়েছে। সেখানে ১,৮০০ নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এই পরিসংখ্যানটা গত পঞ্চাশ বছরের এবং সেখানে জাহাজডুবি ও আলেকজান্ডার কিয়েল্যান্ড তেলক্ষেত্রের বিপর্যয়ে নিখোঁজ হওয়া ব্যক্তিরা স্থান পেয়েছে। বিষয়টা হচ্ছে, সারা দেশের নিখোঁজের ধরনটার ওপর নজর দিচ্ছে না কেউই। এখন পর্যন্ত না।'

'খুব ভালো, কিন্তু আমাদের দায়িত্ব সারা দেশের জন্য নয়, হ্যারি। আমাদের দায়িত্ব অসলো পুলিশ ডিস্ট্রিকে।' ডেস্কের ওপর হ্যাগেন সশব্দে তার দুই হাতের তালু রাখল, এর অর্থ কথাবার্তা শেষ।

'সমস্যা হচ্ছে,' হ্যারি বলল, নিজের চিবুক ঘসছে ও, 'এটা অসলোতে চলে এসেছে।'

'কী *এটা?*'

'গত রাতে আমি একটা তুষারমানবের ভেতর বির্তে বেকারের মোবাইল ফোন খুঁজে পেয়েছি। বস, আমি ঠিক জানি না, *এটা* কী। কিন্তু আমার মনে হয়, আমাদের খুঁজে বের করা দরকার। দ্রুত।'

'এই পরিসংখ্যানটা ইন্টারেস্টিং,' হ্যাগেন বলল, ব্যাটেলিয়ন কমান্ডার ইয়াসুদার আঙুলের হাড়টা অন্যমনস্কভাবে তুলে নিয়ে সেটার ওপর নিজের বুড়ো আঙুল চেপে ধরল। 'আর এটাও মানি যে, সর্বশেষ নিখোঁজের বিষয়টা উদ্বেগের কারণ। তবে এটাই যথেষ্ট নয়। কাজেই আমাকে বল: ঠিক কী কারণে তুমি স্কেয়ারকে এই রিপোর্ট তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছ?'

হ্যাগেনের দিকে তাকালো হ্যারি। তারপর পকেট থেকে কুকুরের কানের মতো দেখতে একটা ইনভেলাপ বের করে তাকে দিল।

'সেপ্টেম্বরের শুরুতে টিভি শোতে আমি অংশ নেওয়ার পর এটা আমার ঠিকানায় এসেছে। এর আগ পর্যন্ত আমি ভাবতাম, এটা কোনো এক পাগলের কাণ্ড।'

চিঠিটা খুলল হ্যাগেন। ছয়টা বাক্য পড়ার পর হ্যারির দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'তুষারমানব? আর মুরিটা বা মুরিগুলো কী?'

'এটাই আসল পয়েন্ট,' হ্যারি বলল। 'আমার আশঙ্কা, এ-ই হচ্ছে *এটা*।'

BanglaBook.org

হতবুদ্ধ হয়ে ওর দিকে তাকাল পিওবি।

'আশা করি, আমার ধারণা ভুল,' হ্যারি বলল, 'তবে আমার মনে হয়, আমাদের সামনে কিছু নারকীয় দিন অপেক্ষা করছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল হ্যাগেন। 'তুমি কী চাও, হ্যারি?'

'আমি চাই একটা তদন্ত দল।'

হ্যারিকে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখল হ্যাগেন। পুলিশ হেডকোয়ার্টারের বেশিরভাগ পুলিশ অফিসারের মধ্যে হ্যারিকে সে আত্ম-সঙ্কল্পে অটল, ঔদ্ধত, তর্কপ্রিয়, অস্থির মদ্যপ হিসেবে জানে। তা সত্ত্বেও সে এ কারণে খুশী যে, ওরা একই পক্ষ এবং এই লোকটাকে দৌড়ের ওপর রাখতে হয় না।

'কতজন?' সময় নিয়ে বলল সে। 'এবং কত সময়ের জন্য?'

'দশ জন গোয়েন্দা। দুই মাস।'

'দুই সপ্তাহ?' ম্যাগনাস স্কেয়ার বলল। 'এবং চারজন লোক? এ কি একটা হত্যার তদন্তের জন্য যথেষ্ট?' অননুমোদনের ভঙিতে সে হ্যারির অফিসের অন্য তিনজনের দিকে তাকাল: ক্যাটরিন ব্র্যাট, হ্যারি হোল এবং ক্রিমটেকনিস্কের ফরেনসিক ইউনিটের জর্ন হোম।

'হ্যাগেন এগুলোই দিয়েছে আমাকে,' চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল হ্যারি। 'এবং এটা কোনো হত্যার তদন্ত নয়। এই সময়ের জন্য।'

'এটা আসলে কী?' প্রশ্ন করল ক্যাটরিন ব্র্যাট। 'এই সময়ের জন্য?'

'একজন নিখোঁজ ব্যক্তির কেইস,' হ্যারি বলল। 'কিন্তু তেমন একজন নিখোঁজ ব্যক্তি যার কিনা সাম্প্রতিককালে ঘটা অন্যান্য কেইসের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।'

'শরতের শেষের দিকের কোনো একদিন যেসব গৃহিনীরা নিখোঁজ হয়?' জর্ন হোম জানতে চাইল গ্রাম্য টোটেন ভাষার টানে। স্ক্রেইয়া গ্রাম থেকে যেসব জিনিশ সে এনেছে তার মধ্যে আছে এলভিস, হার্ডকোর হিলবিলি মিউজিক, দ্যা সেক্স পিস্তলস, জ্যাসন অ্যান্ড দ্যা স্কোরচার্স-এর এলপি ক্যাসেট, নাশভিলের হাতে সেলাই করা তিনটা স্যুট, একটা আমেরিকান বাইবেল, সামান্য ছোট একটা সোফা কাম বেড এবং হোমসের তিন প্রজন্ম ধরে সংরক্ষণ করা ডাইনিংরুমের আসবাব। সবকিছু একটা ট্রেইলারের ওপর চাপিয়ে ভলবো কোম্পানির ১৯৭০ সালের অ্যামাজন মডেলের গাড়িতে চড়ে সে রাজধানীতে এসেছে। জর্ন হোম অ্যামাজনটা কিনেছে ১,২০০ ক্রোনার দিয়ে। কিন্তু তখন পর্যন্ত কেউই জানত না যে, এটা কত কিলোমিটার পথ চলেছে, কারণ এটার

BanglaBook.org

পথ চলার নির্দেশক যন্ত্রটা মাত্র ১০০,০০০ পর্যন্ত সংখ্যা দেখাতে পারে। অবশ্য জর্ন হোম যা ছিল এবং যা কিছুতে বিশ্বাস করে সেসব কিছুই প্রকাশ করে এই গাড়ি। ওর চেনা যে কোনো কিছুর চেয়ে এই গাড়িটা ভালো। এর কৃত্রিম চামড়ার মিশ্রণ, ধাতব শরীর, ইঞ্জিনের তেল, রোদেজ্বলা রিয়ার লেজ, ভলভো ফ্যাক্টরি আর সিটগুলো সিক্ত হয়েছে 'বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ঘাম' দিয়ে। জর্ন হোম বলে, এ কোনো সাধারণ শরীরের ঘাম নয়, পূর্বের সব মালিকের আত্মা, কাজ, খাদ্যাভ্যাস এবং লাইফস্টাইলের নির্বাচিত প্রলেপ। আয়নার সঙ্গে ঝুলে থাকা লোমশ ডাইসটা একদম আসল ফাজি ডাইস। এটা বিগত আমেরিকান সংস্কৃতির সঙ্গে নরওয়ের সংস্কৃতির মিশ্রণের পরিচায়ক। দুই সংস্কৃতির প্রতি টানটা একজন নরওয়েজীয় কৃষকের সন্তানের সঙ্গে মানিয়ে যায় নিখুঁতভাবে। যে কৃষকের সন্তান কিনা একদিকে জিম রিভসের অন্যদিকে র‍্যামনসের গান শুনে শুনে বড় হয়েছে, দুই গায়ককেই পছন্দ করে ও। এখন সে বসে আছে হ্যারির অফিসে। রাসটা হ্যাট পরা হোমকে ফরেনসিক অফিসারের মতো লাগছে না, বরং ছদ্মবেশী ড্রাগ-পুলিশের মতো লাগছে। দমকলের গাড়ির মতো লাল আর কাটলেট আকৃতির বড় বড় দুটো জুলফির মালিক জর্ন হোমের চেহারা সুডোল। গোল মুখটা বের হল হ্যাটের ভেতর থেকে। তার চোখ দুটো সামান্য বাইরে বেরোনো, যে কারণে বিস্ময় প্রকাশের সময় তার চেহারা মাছের মতো দেখায়। সে হচ্ছে একমাত্র লোক যাকে হ্যারি তার ছোট্ট তদন্ত দলে রাখার জন্য জোরাজুরি করেছে।

'আরও একটা বিষয়,' ওর ডেস্কের ওপর স্তূপ করা কাগজের মাঝে রাখা প্রজেক্টরের সুইচে হাত দিয়ে বলল হ্যারি। ম্যাগনাস স্কেয়ার একটা গালি দিয়ে চোখ ঢাকল, তার চোখের সামনে আচমকা ঝাপসা অক্ষর পড়ল। ঘুরে বসল সে। হ্যারির কণ্ঠস্বর ভেসে এল প্রজেক্টরের পেছন থেকে।

'এই চিঠিটা আমার ডাকে এসেছে ঠিক দু' মাস আগে। কোনো ঠিকানা নেই, অসলোর সিল মারা। একটা স্ট্যান্ডার্ড ইঙ্কজেট প্রিন্টারে ছাপা হয়েছে।'

হ্যারি বলবার আগেই দরজার পাশের বাতির সুইচ টিপল ক্যাটরিন ব্র্যাট। অন্ধকারে ডুবে গেল ঘরটা। সাদা দেয়ালের ওপর চারকোণা আলো ফুটে উঠল।

নীরবে চিঠিটা পড়ল ওরা।

প্রথম তুষারটা আসবে শীঘ্রই। এবং তারপর লোকটা আবার আসবে। তুষারমানব। আর তুষারপাত যখন থেমে যাবে, লোকটা তার সঙ্গে করে নিয়ে যাবে কোনো একজনকে। নিজেকে তোমার যে প্রশ্ন করা উচিত সেটা হচ্ছে: 'কে তুষারমানবটা তৈরি করেছিল? কে তুষারমানব তৈরি করে? মুরিকে জন্ম দিয়েছিল কে? কারণ তুষারমানব জানে না।'

Banglabook.org

'ছন্দোময়,' বিড়বিড় করল জর্ন হোম।

'মুরী কী?' প্রশ্ন করল স্কেয়ার।

তার প্রশ্নের জবাব হল প্রজেক্টরের ফ্যানের একঘেয়ে ঘূর্ণন।

'সবচেয়ে বেশি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হচ্ছে, তুষারমানবটা কে,' ক্যাটরিন ব্র্যাট বলল।

'স্পষ্টতই সেই ব্যক্তি যার মাথা পরীক্ষা করা দরকার,' জর্ন হোম বলল।

স্কেয়ার একাই হেসে উঠে থেমে গেল।

'মুরী হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির নাম যে এখন মৃত,' অন্ধকারের ভেতর থেকে বলল হ্যারি। 'একজন মুরী হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডের আদিবাসী। এই মুরী যখন জীবিত ছিল তখন সে সারা অস্ট্রেলিয়া জুড়ে নারীদের হত্যা করেছে। কতজনকে সে হত্যা করেছে, কেউই সেটা নিশ্চত করে জানে না। তার আসল নাম ছিল রবিন টুউম্বা।'

প্রজেক্টরের ফ্যান ঘুরছে, বোঁ বোঁ শব্দ হচ্ছে।

'সিরিয়াল কিলার,' জর্ন হোম বলল। 'যাকে তুমি মেরেছ।'

মাথা নাড়ল হ্যারি।

'এর মানে কি এই যে, তুমি মনে করছ আমরা এখন একজন সিরিয়াল কিলারকে নিয়ে কাজ করছি?'

'এই চিঠির কারণে আমরা সেই সম্ভাবনাকে বাদ দিতে পারি না।'

'এখানেই থামো। দাঁড়াও একটু!' স্কেয়ার তার করতল ওঠাল। 'অজি স্টাফদের কল্যাণে তুমি তারকা হয়ে ওঠার আগে কতবার মিথ্যে বিপদ সঙ্কেত পাঠিয়েছ, হ্যারি?'

'তিনবার,' হ্যারি বলল। 'কমপক্ষে।'

'এবং আমরা এখনো নরওয়েতে কোনো সিরিয়াল কিলারকে দেখিনি।' কথাগুলো ব্র্যাট শুনছে কিনা সেটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তার দিকে তাকাল স্কেয়ার। 'সিরিয়াল কিলার নিয়ে এফবিআইতে তোমার করা কোর্সের কারণে কি হচ্ছে এমনটা? এ কারণে কি তুমি সব জায়গায় সিরিয়াল কিলারদের দেখতে পাও?'

'হতে পারে,' হ্যারি বলল।

'তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, এক জোড়া বুড়ো হাবড়াকে, যারা মৃত্যুর দুয়ারে আগেই পৌঁছে গিয়েছিল, ইনজেকশন দেওয়া নার্স ছাড়া নরওয়েতে আমরা আর একজনও সিরিয়াল কিলারকে পাইনি। কখনও না। ওসব সিরিয়াল কিলার থাকে ইউএসএতে, তাও সেটা সচারচর থাকে ফিল্মে।'

BanglaBook.org

'ভুল,' ক্যাটরিন ব্র্যাট বলল।

তার দিকে তাকাল সবাই। একটা হাই চাপল সে।

'সুইডেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ব্রিটেন, ইটালি, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, রাশিয়া এবং ফিনল্যান্ড। এবং এখানে আমরা সমাধান হওয়া কেইস-এর কথাই বলছি কেবল। যেগুলোর অপরাধী সনাক্ত করা যায়নি সেগুলোর পরিসংখ্যান নিয়ে কেউই একটা কথাও বলে না।'

অন্ধকারের ভেতর স্কেয়ারের মুখের পরিবর্তন দেখতে পেল না হ্যারি, ক্যাটরিনের দিকে মুখকরা তার চিবুকের এক অংশ দেখতে পেল কেবল, আগ্রাসী হয়ে আছে সে।

'এমনকি একটা মৃতদেহও পাইনি আমরা। তোমাকে আমি এ ধরনের চিঠিতে ভরা একটা ড্রয়ারই দেখাতে পারবো। সেসব লোক এই... এই... তুষারবালকের চেয়েও অনেক বেশি উন্মত্ত।'

'পার্থক্যটা হচ্ছে যে,' হ্যারি বলল, উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে করতে জানালার কাছে গেল, 'এই উন্মাদটা একেবারেই বেপরোয়া। মুরি নামটা সেসময় পত্রিকাগুলোতে কখনোই উল্লেখ করা হয়নি। রবিন টুউম্বা যখন ভ্রাম্যমান সার্কাস দলের বক্সার ছিল তখন এটা তার ডাক নাম হিসাবে ব্যবহার করা হতো।'

সূর্যের আলোর রেখা বেরোচ্ছে মেঘের ফাঁক গলে। হাতঘড়ির দিকে তাকাল ও। ওলেগ ওকে বেশ জোর দিয়ে তাড়াতাড়ি যেতে বলেছে যাতেকরে ওরা স্লেয়ারের গান শুনতে যেতে পারে।

'তাহলে কোথায় শুরু করতে যাচ্ছি আমরা?' জর্ন হোম বলল বিড়বিড় করে।

'অ্যা?' স্কেয়ার বলল।

'তাহলে কোথায় শুরু করতে যাচ্ছি আমরা?' গলা চড়িয়ে পুনরাবৃত্তি করল হোম।

ডেস্কে ফিরে গেল হ্যারি।

'বেকারের বাড়ি আর বাগান পরীক্ষা করে দেখবে হোম, সেখানে হত্যার কোনো আলামত মেলে কিনা। বিশেষকরে স্কার্ফ আর মোবাইল ফোনটা পরীক্ষা করবে। স্কেয়ার, তুমি আগের খুনী, ধর্ষকদের একটা তালিকা কর, সন্দেহের তালিকায়–'

'–অন্য অপরাধীদেরও রাখতে হবে,' কথাটা সম্পূর্ণ করল স্কেয়ার।

'ব্র্যাট, তুমি নিখোঁজ ব্যক্তিদের রিপোর্ট ঘেটে দেখ, এর কোনো বিশেষ ধরন

BanglaBook.org

বের করা যায় কিনা দেখ।'

হ্যারি অনিবার্য প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করছেঃ কেমন বিশেষ ধরন? কিন্তু কোনো প্রশ্ন এলো না। ক্যাটরিন ব্র্যাট কেবল ছোট্ট করে মাথা নাড়ল।

'ওকে,' হ্যারি বলল। 'কাজে লেগে যাও।'

'আর তুমি?' জানতে চাইল ব্র্যাট।

'আমি একটা গানের পার্টিতে যাচ্ছি,' হ্যারি বলল।

সবাই যখন অফিস ছেড়ে গেল, নিজের প্যাডের দিকে তাকাল ও।

কেবল একটা শব্দ লিখল সেখানে। *লুকানো পরিসংখ্যান।*

যত দ্রুত সম্ভব তত দ্রুত দৌড়াচ্ছে সিলভিয়া। গাছগুলো যেদিকে ঘন হয়ে অন্ধকার হয়ে গেছে, সেদিকে ছুটছে সে। নিজের জীবনের জন্য ছুটছে সে।

সে তার বুটের ফিতা বাঁধেনি। বুটজোড়া তুষারে ভরে গেছে। মুখের ওপর এসে পড়া পাতাহীন নিচু নিচু ডালগুলো থেকে বাঁচতে ছোট্ট কুড়ালটা সে তার সামনে ধরল। কুড়ালের ফলাটা লাল, রক্তে ভেজা।

সে জানে, গতকাল যে তুষারপাত হয়েছে সেটা গলে শহরের দিকে বয়ে গেছে, যদিও গাড়িতে গেলে সলিহোগডা বড়জোর দেড় ঘণ্টার দূরের জায়গা, বসন্ত আসার আগ পর্যন্ত এখানে তুষার জমে থাকে। আর ঠিক এখন সে মনেপ্রাণে চাইছে, তারা কখনোই এই হতচ্ছাড়া জায়গায় যেতনা শহরের পাশের জনহীন এই জায়গা দেরিতে যেতে। সে আশা করছে, সে শহরে পিচঢালা কালো রাস্তা দিয়ে দৌড়াবে যেখানকার গোলমালে তার পালানোর আওয়াজ চাপা পড়বে এবং সে মোটামুটি একটা নিরাপদ মানবতার মধ্যে লুকাতে পারবে। কিন্তু এখানে সে পুরোপুরি একা।

না।

পুরোপুরি না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৮

দিন ৩।

রাজহাঁসের ঘাড়।

বনের ভেতর দিয়ে দৌড়াচ্ছে সিলভিয়া। রাত নামছে। নভেম্বরে যে দ্রুততায় সন্ধ্যা নামে সেটাকে সে সাধারণত অপছন্দ করে, কিন্তু আজ ভাবছে, রাতটা যথেষ্ট দ্রুত আসছে না। বনের গভীরে অন্ধকার চাইছে সে, সেই অন্ধকার যেটা তুষারে পড়া তার পদচিহ্ন মুছে ফেলতে পারে এবং তাকে আড়াল করতে পারে। সে বনের চারপাশের পথ চেনে; সে তার দৌড়ানোর পথ খুঁজে নিচ্ছ যাতেকরে ফের ফার্মের দিকে চলে না যায় বা সোজা গিয়ে... সোজা গিয়ে *এটার* বাহুর মধ্যে না পড়ে। সমস্যাটা হচ্ছে, জায়গাটার চেহারা তুষার রাতারাতি বদলে দিয়েছে, পথগুলো ঢেকে গেছে, চেনা পাথরগুলো এবং সব চিহ্নগুলো সমান হয়ে একাকার হয়ে গেছে। এবং গোধূলি... অন্ধকারের কারণে সবকিছুই বিকৃত হয়ে এবং অবয়ব বদলে গেছে। এবং তার নিজের আতঙ্কের কারণে।

শব্দ শোনার জন্য থামল সে। তার বুকের প্রবল ওঠা-নামা, ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দে টানা নিঃশ্বাস প্রশান্তি এনে দিচ্ছে, শব্দটাকে মনে হচ্ছে যেন সে তার মেয়ের লাঞ্চের প্যাকেটে মোড়ানো গ্রিসপ্রুফ কাগজ টেনে ছিঁড়ছে। কোনরকমে নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণে আনল। যা সে শুনতে পেল সেটা হচ্ছে তার কানে রক্তের তীব্র চলাচল এবং একটি জলপ্রবাহের ক্ষীণ গলগল শব্দ। জলপ্রবাহ! তারা সাধারণত সে সময় জলপ্রবাহ অনুসরণ করে যখন বেরি ফল তোলে, ফাঁদ পাতে অথবা তাদের অন্তরের অন্তর সেসব মুরগির ছানাগুলোকে খোঁজে যেগুলোকে শেয়াল ধরে নিয়ে গেছে। জলপ্রবাহটা কাঁকড় বিছানো পথের দিকে নেমে গেছে, এবং সেখান দিয়ে শীঘ্রই বা একটু পরে একটা গাড়ি যাবে।

সে আর কোনো পদশব্দ শুনতে পেল না। কোনো ডালপালা ভাঙার আওয়াজ পেল না, তুষার মাড়ানোর শব্দও না। সম্ভবত সে পালাতে পেরেছে? শরীর কুঁজো করে সে দ্রুত গলগল শব্দের জলধারার দিকে ছুটল।

জলধারাকে মনে হচ্ছে যেন বনের মেঝেতে ছড়ানো একটা সাদা বিছানার চাদরের ওপর দিয়ে বিষণ্নভাবে প্রবাহিত হচ্ছে।

BanglaBook.org

বড় বড় পা ফেলে সোজা পানিতে নামল সিলভিয়া। পানি, যেখানে তার গোড়ালি মাঝামাঝি পর্যন্ত পৌঁছেছে, দ্রুতই তার বুটের ভেতর ঢুকে পড়ল। পানি এত ঠাণ্ডা যে তার পায়ের মাংসপেশী জমে গেল। তারপর সে আবার দৌড়াতে শুরু করল। পানি যেদিকে প্রবাহিত হচ্ছে সেদিকে। তার দৌড়ের সঙ্গে সঙ্গে পানিতে শব্দ হচ্ছে ছলাৎ ছলাৎ। বিজয়ীর মতো সে ভাবল, কোনো পদচিহ্ন নেই এখন। এবং তার নাড়ির গতি কমে এলো, যদিও সে দৌড়াচ্ছে।

গত বছর ফিটনেস সেন্টারে ট্রেডমিলে যে সময়গুলো সে ব্যয় করেছে এটা তার ফল হতে পারে। তার ওজন কমেছে ছয় কেজি। শরীর মেইনটেইন করার যে উদ্যোগ সে নিয়েছিল তাতে তার দেহকাঠামো পয়ত্রিশ বছর বয়সী অন্যসব নারীর চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে। এমনটাই বলত লোকটা, ইংভে, গত বছর যার সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ হয় তথাকথিত উদ্দীপনামূলক সেমিনারে। যেখানে সেও উদ্দীপ্ত হয়েছিল। হায় আমার খোদা, যদি সে কেবল ঘড়ির কাঁটাটা পেছাতে পারত। দশ বছর পেছনে। সবকিছুই সে ভিন্নভাবে করত! রলফকে বিয়ে করত না। এবং সে একবার গর্ভপাত ঘটাত না। হ্যাঁ, অবশ্যই, যেহেতু জগতে তার যমজ সন্তানরা চলে এসেছে, সেহেতু এখন এটা অপ্রয়োজনীয় চিন্তা। কিন্তু ওরা জন্মানোর আগে, এমা এবং ওলগাকে সে দেখার আগে, এটা সম্ভব ছিল, এবং সে এই কারাগারে থাকত না যেই কারাগার সে এত মায়ায় তার চারপাশে গড়ে তুলেছে।

জলপ্রবাহের ওপর ঝুঁকে থাকা গাছের ডাল ঠেলে ঠেলে সরাচ্ছে সে। চোখের এক কোণ দিয়ে কিছু একটা দেখল, একটা জন্তু, চমকে গিয়ে জন্তুটা বনের ধূসর আঁধারে মিলিয়ে গেল।

তার মনে এই ভাবনা খেলে গেল যে, হাত নাড়ানোয় তাকে আরও সতর্ক হতে হবে যাতেকরে তার হাতে ধরা ছোট হাতলের কুড়ালটা তার পায়ে আঘাত করে না বসে। কয়েক মিনিট অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু মনে হচ্ছে, কাটা মুরগি হাতে গোলাঘরে দাঁড়িয়ে থাকার পর অনন্তকাল পেরিয়ে গেছে। সে দুটো মুরগির মাথা কেটেছে এবং তৃতীয়টির মাথা যখন কাটতে যাবে তখন তার পেছনে গোলাঘরের দরজায় আওয়াজ শুনল। অবশ্যই সে সতর্ক ছিল; সে ছিল একা এবং উঠোনে গাড়ি বা কারও পায়ের আওয়াজ সম্পর্কে সচেতন ছিল না। প্রথম যে জিনিশটা সে লক্ষ্য করল সেটা হচ্ছে অদ্ভুত যন্ত্রটা, একটা হাতলের সঙ্গে লাগানো একটা পাতলা ধাতব ফাঁস। যন্ত্রটা দেখতে অনেকটা শেয়াল ধরার ফাঁসের মতো। আর যন্ত্র হাতে লোকটা যখন কথা বলা শুরু করল, তখন ফাঁসটা ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে এল যেনবা সে শিকার, সে তেমন একজন যে মারা পরতে যাচ্ছে।

তাকে কেন মারা হচ্ছে সেটা বলা হয়েছিল।

BanglaBook.org

এবং সে দুর্বল কিন্তু পরিষ্কার সেই যুক্তি শুনছিল। তার শিরায় শিরায় রক্ত চলাচল এমন ধীর হয়ে গেল যেন রক্ত চলাচল অলরেডি থেমে গেছে। তারপর তাকে বলা হল কীভাবে মারা হবে। বিস্তৃতভাবে। আর তারপর ফাঁসটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, প্রথমে লাল পরে সাদা। তখন সে আতঙ্কে তার হাত নাড়িয়েছে। তারপর অনুভব করল, সদ্য শান দেওয়া কুড়ালের ফলাটা ধাতব ফাঁসের ফাঁক দিয়ে লোকটার তোলা হাতের নিচটা কেটে ফেলল। দেখল, লোকটার জ্যাকেট আর সোয়েটারটা এমনভাবে চিড়ে গেছে যেন সে সেটার চেইন খুলে ফেলেছে। লোকটার বেরিয়ে যাওয়া চামড়ায় একটা লাল রেখা দেখতে পেয়েছিল। আহত শরীরটা টালামাটাল হয়ে পেছনে পিছলে গিয়ে মুরগির রক্তেভেজা মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল। তখন সে গোলাঘরের পেছনের দরজা গলে দৌড় দিল। যে দরজা বনের দিকের পথে নিয়ে যায়, অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়।

হাঁটু পর্যন্ত অসাড় অনুভূতি ছেয়ে গেছে। তার পোশাক নাভি পর্যন্ত ভিজে গেছে। তবে সে জানে, শীঘ্রীই সে কাঁকড় বিছানো পথে গিয়ে উঠবে। আর সেখান থেকে কাছের ফার্মটা পনের মিনিটের দৌড়ের চেয়ে বেশি দূর হবে না। জলপ্রবাহ বাঁক বদলেছে। পানির ভেতর থেকে মাথা তোলা কিছু একটার সঙ্গে তার বাঁ পায়ের লাথি লাগল। সেখানে একটা ফাটল, মনে হচ্ছে কেউ একজন তার পা আঁকড়ে ধরেছে। এর পরের মূহুর্তেই সিলভিয়া ওটারসেন অধোমুখে পড়ে গেল। পাকস্থলির ওপর ভর দিয়ে পড়ল সে। মাটি আর পঁচা পাতা মেশা পানি গিলে ফেলল। হাতে ভর দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল। সে জানে, সে এখনো একা এবং প্রথম ভয়ের ধাক্কাটা পার হয়ে গেছে। সে আবিষ্কার করল যে, তার পা ফাঁদে আটকা পড়েছে। পায়ের সঙ্গে গাছের শিকড় পেঁচিয়েছে এই আশায় পানির নিচে হাত চালালো। কিন্তু তার আঙুল শিকড়ের পরিবর্তে মসৃণ আর শক্ত কিছু একটার স্পর্শ পেল। ধাতব স্পর্শ। একটা ধাতব রিং। তার লাথি লেগে কী পড়েছে সেটা চারদিকে মরিয়া হয়ে খুঁজল সিলভিয়া। এবং জলপ্রবাহের তুষরাবৃত তীরে সেটার দেখা পেল। সেটার চোখ আছে, পালক আর বিবর্ণ লাল রংয়ের একটা ঝুটি আছে। সে অনুভব করল, তার আতঙ্ক আবার বাড়ছে। এটা মুরগির কাটা মাথা। সে মাত্রই যে দুটোর মাথা কেটেছে সে দুটোর একটা নয় এই মাথাটা। তবে রলফ যেসব মুরগির মাথা ব্যবহার করে এটা সেগুলোরই একটা। টোপ হিসেবে ব্যবহার করে রলফ। গত বছর একটা শেয়াল ষোলটা মুরগি মেরেছে– স্থানীয় কাউন্সিলের কাছে এ কথা লেখার পর কাউন্সিল ফার্মের নির্দীষ্ট কিছু জায়গায়, বিশেষকরে পুরোনো রাস্তায় সীমিত সংখ্যক শেয়াল ধরবার ফাঁদ– তথাকথিত রাজহাঁসের গলা– পাতার অনুমতি দিয়েছিল। ফাঁদ পাতার সবচেয়ে ভালো জায়গা হচ্ছে টোপ দিয়ে পানির নিচে রেখে দেওয়া। শেয়ালটা যেই টোপ তুলে নেবে, ফাঁদটা আটকে ধরবে। শিয়ালটার ঘাড় মটকে

দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে মেরে ফেলবে। অন্তত ফাঁদ-তত্ত্ব এ কথাই বলে। হাত দিয়ে সে ছুঁয়ে দেখল। ওরা যখন ফাঁদগুলো ড্র্যামেন-এর জ্যাকডেপটেট থেকে কিনেছিল, বিক্রেতারা বলেছিল, এর স্প্রিং এত শক্তিশালী যে এর চোয়াল একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের পায়ের হাড় ভেঙে ফেলতে পারে। কিন্তু সে তার জমে যাওয়া পায়ে কোনো ব্যথা অনুভব করল না। তার আঙুল রাজহাঁসের গলার ফাদের সঙ্গে লাগানো একটা পাতলা তার খুঁজে পেল। লিভার ছাড়া সে এই ফাঁদের মুখ খুলতে পারবে না। ফার্মের যন্ত্রপাতির বাক্সে আছে লিভারটা। ওরা সাধারাণত রাজহাঁসের ঘাড়ের যন্ত্রের সঙ্গে একটা স্টিলের তার লাগিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখে, যাতেকরে আধমরা কোনো শেয়াল বা অন্য কিছু দামি এই যন্ত্র নিয়ে পালিয়ে যেতে না পারে। পানির ভেতর তারটা তার হাতে লাগল। সেটাতে নিয়ম অনুযায়ী ধাতব চিহ্নে তাদের সিলভেয়াদের নাম লেখা আছে।

শক্ত হয়ে গেল সে। দূরে কি একটা ডাল ভাঙার আওয়াজ পেল না? ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল আবার।

জলপ্রবাহের তীরে হামাগুড়ি দিয়ে অসাড় আঙুল দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে তুষারের ভেতর থাকা তারটা খুঁজল। একটা তরুণ শক্ত বার্চ গাছের কাণ্ডের সঙ্গে তারটা বাঁধা আছে। তুষারের নিচে তারের গিটটা খুঁজে পেল। ধাতব গিটটা শক্ত হয়ে জমে আছে, সাড়াহীন পিণ্ড। তাকে এই গিট ছাড়াতে হবে, বেরোতে হবে এখান থেকে।

আরেকটা ডাল ভাঙল। এবার আরও কাছে শব্দ হল।

যেদিকে আওয়াজ হল তার বিপরীত দিকের গাছের কাণ্ডের ওপর হেলান দিল সে। নিজেকে নিজে বলল, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ো না, তারটা জোরে টান দিলেই গিটটা ঢিলে হয়ে যাবে, যে শব্দটাকে কাছে আসতে শুনছ সেটা কোনো হরিণ হবে। তারের গিটের এক প্রান্ত তুলতে গিয়ে তার নখের মাঝখানটা ভেঙে গেল, সে কোনো ব্যথা অনুভব করল না। কিন্তু এতে কোনো কাজ হল না। উবু হয়ে স্টিলে দাঁত বসাল, তার দাঁত কড়মড় করে উঠল। ধুত্তরি! সে তুষারের ওপর মৃদু আর শান্ত পদশব্দ শুনতে পাচ্ছে। দম আটকে আছে সে। গাছের অপর পাশের কোনো এক জায়গায় পদশব্দটা থামল। সে হয়তো কল্পনা করে থাকবে এতক্ষণ। কিন্তু সে ভাবল, সে শুনতে পেল এটা বাতাসে ঘ্রাণ শুঁকছে, ঘ্রাণ টানছে। পুরোপুরি নড়চড়হীন হয়ে বসে আছে সে। তারপর এটা আবার নড়তে শুরু করল। শব্দটা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণ হচ্ছে। এটা দূরে সরে যাচ্ছে।

সে গভীরভাবে কেঁপে কেঁপে শ্বাস নিল। এখন সে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে। তার পোশাক ভিজে গেছে, আর আজ রাতে তাকে যদি কেউ খুঁজে না পায় তবে সে নির্ঘাৎ ঠাণ্ডায় মারা পরবে। ঠিক সেই সময় তার মনে পড়ল।

BanglaBook.org

কুড়াল! কুড়ালটার কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। তারটা পাতলা। পাথরের ওপর তার রেখে ঠিকমতো কয়েকটা ঘা বসাতে পারলেই সে মুক্ত হয়ে যাবে। কুড়ালটা নিশ্চয় পানির মধ্যে পরে গেছে। আবার হামাগুড়ি দিয়ে কালো পানির দিকে এগোলো সে, পানির নিচে পাথুরে তলানি হাতড়াচ্ছে সে।

কিছু নেই।

হতাশায় সে হাঁটু মুড়ে বসল, জলধারার দুই তীরই দেখছে ভালোকরে। তারপর তার সামনে পানি থেকে দু' মিটার দূরে একটা ফলা চোখে পড়ল। আর ইতোমধ্যে সে জানে, তারের ঝাঁকুনি অনুভব করার আগে, তুষারাবৃত দেহ নিয়ে পানিতে পড়ে যাওয়ার আগে, এত ঠাণ্ডা যে তার মনে হচ্ছে তার হৃদপিণ্ডটা থেমে যাবে, মরিয়া ভিক্ষুকের মতো সে কুড়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, সে জানে যে, আধা মিটারও অনেক দূর। তার আঙুলগুলো কুড়ালের হাতলের চেয়ে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার দূরে বাতাসে পাক খাচ্ছে। চোখে পানি চলে এল, সে জোর করে কান্না আটকাল; পরেও কাঁদতে পারবে সে।

'এটাই কি খুঁজছ তুমি?'

সে না কিছু দেখছে, না কিছু শুনেছে। কিন্তু তার সামনে একটা মানব-মূর্তি বসে আছে, হাঁটু মুড়ে বসেছে। *এটা*। সিলভিয়া হামাগুড়ি দিয়ে পিছু হটল, কিন্তু কুড়াল ধরা হাত বাড়িয়ে মানব-মূর্তিটা তাকে অনুসরণ করল।

'নাও এটা।'

হাঁটুতে ভর দিয়ে কুড়ালটা নিল সিলভিয়া।

'কী করবে এটা দিয়ে?' কণ্ঠস্বরটা প্রশ্ন করল।

প্রচ- ক্রোধ খেলে গেল সিলভিয়ার ভেতর, সেই প্রচ- ক্রোধ যেটা সবসময় ভয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত, এবং ক্রোধ বাড়ার ফল হল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। সে কুড়াল ধরা হাত উঁচিয়ে সামনে এগিয়ে গেল, একটা হাত বাড়িয়ে নিচু হয়ে ঝাঁকাল। কিন্তু তারে বাঁধা পেল সে, কুড়ালটা কেবল অন্ধকার ভেদ করল, তার পর মূহুর্তেই সে পানিতে শুয়ে পরল আবার।

কণ্ঠস্বরটা চাপা হাসি দিল।

সিলভিয়া কাত হল। 'দূরে যাও,' আর্তনাদ করল, নুড়ি ছুঁড়ে মারল।

'আমি চাই, তুমি তুষার খাও,' কণ্ঠস্বরটা বলল, উঠে দাঁড়িয়ে জ্যাকেটের যেখানটায় চিড়ে গেছে সে জায়গাটা আলতো করে ধরল।

'কী?' তার এই অবস্থা সত্ত্বেও সিলভিয়া বিস্মিত হল।

'আমি চাই, তুমি ততক্ষণ তুষার খাবে যতক্ষণ না তুমি প্রস্রাব করে ফেল।' মানব-মূর্তিটা স্টিলের তারের আওতার একটু বাইরে দাঁড়িয়েছে, মাথা একদিকে কাত করে সিলভিয়াকে দেখছে। 'যতক্ষণ না তোমার পাকস্থলী এত ঠাণ্ডা হয় এবং ভরে যায় যে সেই তুষার আর গলতে পারবে না। যতক্ষণ না ঘেটের ভেতরটা বরফ হয়। যতক্ষণ

BanglaBook.org

না তুমি সত্যিকার তুমি হও। এমন কিছু যেটা অনুভব করা যায় না।'

সিলভিয়ার মস্তিষ্ক কথাগুলোকে ধরতে পারল, কিন্তু এর অর্থ বুঝল না। 'কখনোই না।' চীৎকার করল সে।

মানব-মূর্তিটার কাছ থেকে একটা শব্দ এল এবং জলপ্রবাহের বুদবুদের আওয়াজে মিশে গেল। 'এখন হচ্ছে চীৎকারের সময়, প্রিয় সিলভিয়া। কেউই আর তোমাকে শুনতে পাবে না। আদৌ না।'

সিলভিয়া দেখল, এটা কিছু একটা তুলে ধরল। যা জ্বলে উঠল। একটা ফাঁস-এর চারদিকে লাল রেখা তৈরি হল, অন্ধকারের ভেতর জ্বাজল্যমান বৃষ্টির ফোঁটা। এটা জলধারার ওপর ধরতেই হিসহিস শব্দ করে ধোঁয়া উঠল। 'তুমি তুষার খাওয়াটাই বেছে নেবে। বিশ্বাস কর।'

বিবশ করা এক সত্য বুঝতে পারল সিলভিয়া, তার চূড়ান্ত ঘণ্টা চলে এসেছে। কেবল একটাই সম্ভাবনা বাকি আছে। গত কয়েক মিনিটে রাত ঘনিয়ে এসেছে দ্রুত, কিন্তু কুড়ালটা হাতে ধরে সে গাছগুলোর মাঝে মূর্তিটার দিকে নজর নিবদ্ধ রাখার চেষ্টা করল। তার আঙুলে রক্ত উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। শেষ সুযোগ দেখে রক্তপ্রবাহ বাড়ছে। তারা এই অনুশীলন করেছে, তার যমজ দুই মেয়ে আর সে। গোলাঘরের দেয়ালে। আর যতবারই সে কুড়ালটা ছুঁড়েছে ততবারই তার দুই মেয়ের একজন সেটাকে শেয়াল আকৃতির লক্ষ্যস্থল থেকে তুলে নিয়েছে। বাচ্চারা আনন্দে চীৎকার করে বলে ওঠে: 'পশুটাকে তুমি মেরে ফেলেছ, মা! পশুটাকে তুমি মেরে ফেলেছ!' সিলভিয়া একটা পা অন্য পায়ের চেয়ে সামান্য আগে বাড়াল।

এক ধাপ আগে পা স্থির, শক্তি আর নির্ভুলতাকে এক করার জন্য সবচেয়ে অনুকূল অবস্থান।

'তুমি উন্মাদ,' ফিসফিস করে বলল সে।

'এ নিয়ে...' মানব-মূর্তিটা বলল। সিলভিয়ার মনে হল সে ছোট্ট এক হাসি দেখতে পেল, 'সামান্য সন্দেহ আছে।'

কুড়ালটা অনেকটা বোধগম্য ঘন অন্ধকারের ভেতর মৃদু গুঞ্জন তুলে পাক খেল। ডান হাতে নিশানা ঠিক করে নিখুঁত ভারসাম্য নিয়ে দাঁড়িয়েছে সিলভিয়া, মারাত্মক অস্ত্রটাকে দেখে নিল। গাছের ভেতর এটা আওয়াজ তুলছে। কুড়লটা হালকা একটা ডাল কেটে ফেলার শব্দ শুনল। সেটাকে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে দেখল এবং বনের গভীরে কোথাও তুষারের মধ্যে কুড়লাটা ধুপ করে গেঁথে যাওয়ার শব্দ শুনল।

গাছের কাণ্ডে পিঠ ঠেকিয়ে ধীরে ধীরে নিচে বসে পড়ল সে। চোখ ভেঙে কান্না আসছে। এবার আর সে কান্না আটকানোর চেষ্টা করল না। কারণ এখন সে জানে। এরপর আর কোনো তারপর থাকবে না।

'আমরা শুরু করি?' নরম স্বরে বলল কণ্ঠস্বরটা।

BanglaBook.org

৯
দিন ৩।
অতলস্পর্শী গহ্বর।

'ওটা কি *চমৎকার* না কী?'

কাবাবের দোকানে লোকজনের গাদাগাদি ভিড়ের মধ্যে ওলেগের অত্যুৎসাহী কণ্ঠ ভেসে গেল। অসলো *স্পেক্ট্রাম*-এ কনসার্ট দেখে এখানে এসেছে ওরা। ওলেগের কথায় মাথা নাড়ল হ্যারি। হুডি পড়া ছেলেটা ঘামছে এখনো, তালে তালে এখনো দুলছে। স্লিপনটের সদস্যদের নাম ধরে ও বকবক করছে। যখন তাদের বৃত্তান্তসহ স্লিপনটের সিডি বেরিয়েছিল এমনকি তখনও হ্যারি নামগুলো জানত না। *মোজো* এবং *আনকাট*-এর মতো মিউজিক ম্যাগাজিনগুলো এ ধরনের ব্যান্ড নিয়ে লেখেটেখে না। হ্যামবার্গার অর্ডার দিয়ে হাতের ঘড়িটা দেখল হ্যারি। র‍্যাকেল বলেছে, দশটায় সে দোকানের বাইরে এসে দাঁড়াবে। ওলেগের দিকে হ্যারি তাকাল আবার। ও বিরামহীনভাবে কথা বলে চলেছে। কখন ঘটল এমনটা? ছেলেটার বয়স কবে এগার হল এবং মৃত্যু, বিচ্ছিন্নতা, শীতলতা আর সাধারণ বিপর্যয় নিয়ে গান পছন্দ করার সিদ্ধান্ত নিল? সম্ভবত এতে হ্যারির উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সেটা হল না। এটা একটা শুরুর লক্ষণ, এমন এক কৌতূহল যেটা পরিতৃপ্ত হতে হবে, পোশাকগুলো শরীরে মানিয়েছে কিনা তা দেখার চেষ্টা করা। এর সঙ্গে অন্যসব জিনিশও আসে। ভালো জিনিশ। খারাপ জিনিশ।

'তুমিও এটা পছন্দ করেছ, করনি, হ্যারি?'

মাথা নাড়ল হ্যারি। তাকে ওর এ কথা বলার সাহস নেই যে, কনসার্টটা ওর জন্য একটু অ্যান্টি-ক্লাইমেক্স। এটা কেমন ছিল সেটা ও বলতে পারছে না; সম্ভবত এই রাতটা ওর নয়। ওরা স্পেক্ট্রামের ভীড়ের ভেতর ঢুকতে না-ঢুকতেই ও মানসিক বৈকল্য অনুভব করছে। মদ্যপানের সঙ্গে এমন বৈকল্য নিয়মিত দেখা দেয়। কিন্তু গত বছর ধরে এমনটা তখন হয় যখন ও মদ খাওয়া থেকে বিরত থাকে। এবং ফুরফুরে মেজাজে থাকার পরিবর্তে ওর এমন অনুভূতি হল যে, ওকে কেউ পর্যবেক্ষণ করছে। উঠে দাঁড়িয়ে ও দর্শকদের ভালো করে দেখা

BanglaBook.org

শুরু করল, ওদের চারপাশের চেহারার প্রাচীরগুলো দেখল।

'স্লিপনট রুলস,' ওলেগ বলল। 'আর মুখোশগুলো আবারকুল। বিশেষকরে লম্বা, পাতলা নাকের মুখোশটা। এটাকে মনে হয় একটা... কিছুটা...।'

হ্যারি আধা মনোযোগ দিয়ে শুনছে। আশা করছে, র‍্যাকেল দ্রুতই চলে আসবে। কাবাব ঘরের ভেতরের বাতাসটা হঠাৎই ভারি আর শ্বাসরুদ্ধকর মনে হচ্ছে; তোমার চামড়া আর মুখের ওপর পাতলা গ্রিজের আস্তর পড়ার মতো। ও পরের চিন্তাটা না করার চেষ্টা করছে। কিন্তু চিন্তা চলছে চিন্তার গতিতে। একটা ড্রিঙ্ক নেওয়ার চিন্তা এল মাথায়।

'এটা হচ্ছে একটা ইন্ডিয়ান ডেথ মাস্ক,' তাদের পেছন থেকে বলে উঠল একটা নারী কণ্ঠ। 'এবং স্লিপনটের চেয়ে স্লেয়ার অনেক ভালো।'

বিস্ময়ে ঘুরল হ্যারি।

'স্লিপনটে অনেক অঙ্গভঙ্গি, তাই না?' সে বলছে। 'পুরোনো আইডিয়ার পুনরাবৃত্তি আর শূন্য ইঙ্গিত।'

সে পড়ে আছে শরীরের সঙ্গে আঁটা গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা একটা চকচকে কালো কোট। কোটের ঘাড় পর্যন্ত বোতাম লাগানো। তার কোটের নিচে কেবল যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে একজোড়া কালো বুট। তার চেহারা ফ্যাকাশে এবং চোখে প্রসাধনী।

'এটা আমি কখনোই বিশ্বাস করতাম না,' হ্যারি বলল। 'তুমি এ ধরনের গান পছন্দ কর।'

ছোট্ট এক হাসি দিল ক্যাটরিন ব্র্যাট। 'আমি মনে করি, আমি এর উল্টোটাই বলব।'

ওকে আর কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে সে পেছনের কাউন্টারের মেয়েটাকে ইশারায় বলল, তার একটা ফারিস মিনারেল ওয়াটার চাই।

'স্লেয়ার সাকস,' বিড়বিড় করে বলল ওলেগ।

তার দিকে ঘুরল ক্যাটরিন। 'তুমি নিশ্চয় ওলেগ।'

'হ্যাঁ,' গোমড়ামুখে বলল ওলেগ, ও তার আর্মি ট্রাউজারটা টেনে ঠিক করল। মনে হচ্ছে, প্রাপ্তবয়স্ক একজন নারীর এই মনোযোগকে ও পছন্দ আর অপছন্দ দুটোই করছে। 'তুমি জানলা কী করে?'

হাসল ক্যাটরিন। 'তুমি জানলা কী করে?' হোমেনকোলেন রিজ-এ থেকে তোমার কি বলা উচিত না, "তুমি জানলে কী করে?" হ্যারি কি তোমাকে বদ অভ্যাস শেখাচ্ছে?'

ওলেগের মুখ আরক্ত হয়ে পড়ল।

BanglaBook.org

শান্তভাবে হেসে ওলেগের কাঁধ চাপড়ে দিল ক্যাটরিন। 'সরি, আমি কেবলই কৌতূহলি ছিলাম।'

ছেলেটার মুখ এত লাল হয়ে পড়েছে যে ওর সাদা চোখ চিক চিক করছে।

'আমিও কৌতূহলী,' হ্যারি বলল, ওলেগের দিকে একটা বার্গার বাড়িয়ে দিল। 'আমার অনুমান, তোমাকে যে ধরনটা খুঁজে বের করতে বলেছি সেটা তুমি খুঁজে পেয়েছ, ব্র্যাট। এ কারণে তোমার এই কনসার্টে আসার সময় হয়েছে।'

তার দিকে হ্যারি এমনভাবে তাকাল যে ওর ভেতর থেকে এক ধরনের সতর্কবার্তা প্রকাশ পেল: ছেলেটাকে টিজ কোরো না।

'কিছু একটা পেয়েছি আমি,' ফারিস বোতলের প্লাস্টিকের মুখ মোচড়াতে মোচড়াতে বলল ক্যাটরিন। 'কিন্তু তুমি ব্যস্ত, কাজেই আমরা আগামীকাল এ নিয়ে কথা বলব।'

'আমি তত ব্যস্ত নই,' হ্যারি বলল। ও এরিমধ্যে গ্রিজের পাতলা আস্তর সম্পর্কে ভুলে গেছে, ভুলে গেছে দমবন্ধকরা অনুভূতির কথা।

'বিষয়টা অত্যন্ত গোপনীয়, এখানে অনেক লোক,' ক্যাটরিন বলল। 'তবে আমি কয়েকটা ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দ ফিসফিস করে বলতে পারি।'

সামনের দিকে ঝুঁকে এলো সে, এবং মেদের ওপর দিয়ে ও অনেকটা পুরুষালি পারফিউমের ঘ্রাণ পেল এবং কানে তার উষ্ণ নিঃশ্বাস অনুভব করল।

'সিলভার রঙের একটা ভক্সওয়াগান প্যাসাট বাইরের রাস্তায় এসে থেমেছে। সেটার মধ্যে বসে একজন মহিলা তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইছে। আমার মনে হয়, সে ওলেগের মা...।'

আকস্মিক ধাক্কায় সোজা হল হ্যারি। বড় জানালা দিয়ে বাইরের গাড়িটার দিকে তাকাল। র‍্যাকেল গাড়ির জানালাটা নামিয়ে ওদের দিকে উঁকি দিচ্ছে।

'নোংরা কোরো না,' হাতে বার্গার নিয়ে ওলেগ গাড়ির পেছনের সিটে লাফ দিয়ে বসলে র‍্যাকেল বলল।

খোলা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে হ্যারি। সে হালকা নীলরঙা সোয়েটার পড়েছে। এই সোয়েটারটাকে ও বেশ ভালো করেই চেনে। এটার ঘ্রাণ কেমন তা জানে, হাতের তালু আর গালের ওপর এই সোয়েটারের স্পর্শ কেমন লাগে সেটা জানে।

'কনসার্ট ভালো হয়েছে?' সে জানতে চাইল।

'ওলেগকে জিজ্ঞেশ কর।'

'এটা আসলে কোন ধরনের ব্যান্ড?' আয়নায় ওলেগকে দেখল সে। 'বাইরের লোকজন একটু অদ্ভুত পোশাক পড়ে আছে।'

BanglaBook.org

‘প্রেম-বিরহের গান,’ ওলেগ বলল, আয়না থেকে মায়ের চোখ সরতেই হ্যারির দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল।

‘থ্যাঙ্ক ইউ, হ্যারি,’ সে বলল।

‘মাই প্লেজার। সাবধানে গাড়ি চালিও।’

‘ভেতরের ওই মেয়েটি কে?’

‘সহকর্মী। নতুন এসেছে।’

‘ওহ? মনে হচ্ছে, তোমরা একজন আরেকজনকে এরিমধ্যে ভালোই চিনে নিয়েছ।’

‘এ কথা বললে কেন?’

‘তুমি...’ মাঝপথে থামল সে। তারপর সে ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল। গভীর কিন্তু উজ্জ্বল হাসি যেটা তার গলার নিচ থেকে আসছে। একইসঙ্গে আত্মবিশ্বাসী এবং পরোয়াহীন। সেই হাসি যেটার কারণে তার প্রেমে পড়েছিল ও।

‘সরি, হ্যারি। গুড নাইট।’

জানালাটা ওপরের দিকে উঠে গেল; সিলভার রংয়ের গাড়িটা রাস্তায় উঠে গেল।

ক্রুগাটার দিকে হাঁটছে হ্যারি। বারগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় খোলা দরজা দিয়ে গান ভেসে আসছে। টেডি’র সফট বারে বসে এক কাপ কফি খাওয়ার কথা ভাবল, কিন্তু ও জানে, আইডিয়াটা ভালো নয়। কাজেই হাঁটবে বলেই মনস্থির করল ও।

‘কফি?’ কাউন্টারের ছেলেটা অবিশ্বাসের সুরে পুনরাবৃত্তি করল।

টেডি’র জুকবক্সে জনি ক্যাশের গান বাজছে। হ্যারি তার ওপরের ঠোঁটে একটা আঙুল বোলাল।

‘তোমার কি এর চেয়ে ভালো কোনো পরামর্শ আছে?’ হ্যারি কণ্ঠস্বরটা শুনল যেটা ওর নিজের মুখ থেকেই বেরোলো; কণ্ঠস্বরটা একইসঙ্গে চেনা এবং অচেনা।

‘বেশ,’ বলল ছেলেটা, নিজের চুলে একটা হাত বোলাল, ঝলমলে চুল, ‘মেশিনের কফিটা ঠিক ততটা ফ্রেশ না, তো ফ্রেশ বিয়ার খেলে কেমন হয়?’

ঈশ্বর, ব্যাপ্টিজম এবং নতুন প্রতিশ্রুতি নিয়ে গান গাইছে জনি ক্যাশ।

‘ঠিক,’ হ্যারি বলল।

কাউন্টারের পেছনের লোকটা দেঁতো হাসি দিল।

BanglaBook.org

সেই সময় হ্যারির পকেটে মোবাইলটা কেঁপে উঠল। লোভীর মতো দ্রুত মোবাইলটা হাতে নিল ও, যেনবা এটাই সেই কল ও যার প্রত্যাশায় ছিল।

স্কেয়ার ফোন করেছে।

মাত্রই আমরা একজনের নিখোঁজ হওয়ার খবর পেয়েছি। বিবাহিত মহিলা, বাচ্চা আছে। তার স্বামী আর বাচ্চারা কয়েক ঘণ্টা আগে ঘরে ফিরে দেখে, সে নেই। সলিহোগডার বনে থাকে তারা। তাদের প্রতিবেশীদের কেউই তাকে দেখেনি, আর তার পক্ষে গাড়ি নিয়ে কোথাও যাওয়াও সম্ভব নয় কারণ তার স্বামী গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল। এবং সেখানকার পথে কোনো পদচিহ্নই নেই।'

'পায়ের ছাপ?'

'সেখানে এখনো তুষার রয়েছে।'

হ্যারির সামনে দড়াম করে বিয়ার রাখল বারম্যান।

'হ্যারি? শুনতে পাচ্ছো?'

'হ্যাঁ, পাচ্ছি। আমি ভাবছি।'

'কী নিয়ে?'

'সেখানে কি কোনো তুষারমানব আছে?'

'কী বললে?'

'তুষারমানব।'

'আমি কী করে জানব?'

'বেশ, চল সেখানে গিয়ে খুঁজে দেখি। গাড়িতে ওঠ, সোরগাতার গানেরিয়াস শপিং সেন্টারের সামনে থেকে আমাকে তুলে নিও।'

'এটা আমরা কাল করতে পারি না, হ্যারি? আজ রাতে আমার কিছু কাজ আছে, এবং এই মহিলা কেবল নিখোঁজই হয়েছে, কাজেই এত চটজলদির কিছু নেই।'

বিয়ারের গ্লাস উপচে সাপের মতো ফেনা বাইরে গড়িয়ে পড়তে দেখল হ্যারি।

'মূলত...' হ্যারি বলল, তাড়াতাড়ি করার একটা কারণ আছে।'

বিস্মিত বারম্যান বিয়ারের পূর্ণ গ্লাসটা দেখল, কাউন্টারের ওপর পঞ্চাশ ক্রোনের নোট। জনি ক্যাশের গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চওড়া কাঁধের লোকটাকে বারের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখল বারম্যান।

'সিলভিয়া কখনোই সাদামাটাভাবে চলে যাবে না,' রলফ অটারসেন বলল।

রলফ অটারসেন রোগাপটকা। অথবা আরও নির্ভুলভাবে বললে বলা যায়, সে হচ্ছে ব্যাগ বোঝাইকরা হাড়। তার ফ্লানেলের শার্টটার সবগুলো বোতাম

BanglaBook.org

লাগানো। শার্টের ভেতর থেকে রোগা ঘাড়টা আর মাথা বাইরে বেরিয়ে আছে যেটা দেখে হ্যারির একটা টিংটিংয়ে পা ওয়ালা পাখির কথা মনে হল। একজোড়া সরু হাতের আঙুলগুলো দীর্ঘ আর হাড্ডিসার। তার আস্তিনের বাইরে বেরোনো আঙুলগুলো অনবরত বাঁকা হচ্ছে, মোচড় খাচ্ছে এবং কচলাচ্ছে। তার ডান হাতের নখ লম্বা আর তীক্ষ্ণ করে কাটা, পাখির নখের মতো। সত্তর দশকের জনপ্রিয় চশমার মতো স্টিল ফ্রেমের গোল চশমার পেছনে তার চোখ জোড়াকে অস্বাভাবিক বড় মনে হচ্ছে। সর্ষে-হলুদ রঙা দেয়ালের ওপরে একটা পোস্টার দেখা যাচ্ছে, ইন্ডিয়ানরা একটা অ্যানাকোন্ডা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ছবিটা দেখে হ্যারি হিপ্পিদের স্টোন এইজ কালের জনি মিশেলের এলপি ক্যাসেটের প্রচ্ছদ বলে চিনতে পারল। পোস্টারের পাশেই ঝোলানো ফ্রিদা কাহালোর বহুল প্রচলিত একটা আত্ম-প্রতিকৃতির ছবি। মহিলাকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে, হ্যারি ভাবল। একজন নারীর পছন্দ করা একটি ছবি। ঘরের মেঝে অমসৃণ পাইন কাঠের। পুরোনো কায়দায় কেরোসিনের বাতি আর বাদামি মাটির বাতির আলো জ্বলছে। মনে হচ্ছে, বাতিগুলো ঘরেই তৈরি করা হয়েছে। দেয়ালের এক কোণায় ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা গিটারটার তার নাইলনের। গিটার দেখে রলফ অটারসেন-এর অমন নখের ব্যাখ্যা খুঁজে পেল হ্যারি।

‘“সে কখনোই চলে যাবে না” বলতে কী বোঝাতে চাচ্ছেন,’ জিজ্ঞেশ করল হ্যারি।

ওর সামনের লিভিংরুমের টেবিলের ওপর একটা ছবি রাখল রলফ অটারসেন। তার স্ত্রী, দশ বছর বয়সী যমজ দুই মেয়ে ওলগা আর এমা'র ছবি। সিলভিয়ার বড় বড় চোখ দুটো ঢুলুঢুলু। দেখে মনে হয়, সে সারাজীবন চশমা ব্যবহার করার পর কন্টাক্ট লেন্স পরা শুরু করেছে বা চোখে লেজার সার্জারি করিয়েছে। যমজ মেয়ে দুটো মায়ের চোখ পেয়েছে।

‘তাহলে সে বলত,’ রলফ অটারসেন বলল। ‘একটা ম্যাসেজ রেখে যেত। কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়।’

হতাশা সত্ত্বেও তার কণ্ঠস্বর শান্ত ও নম্র। নিজের ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে মুখের ওপর চেপে ধরল রলফ অটারসেন। তার সরু মলীন মুখের তুলনায় নাকটাকে মনে হল অস্বাভাবিক বড়। জোরে শব্দ করে লোকটা নাক ঝাড়ল একবার।

দরজা দিয়ে উঁকি মারল স্কেয়ার। ‘কুকুরগুলো খোঁজ লাগিয়েছে। তারা সঙ্গেকরে একটা ক্যাডাভার কুকুর এনেছে।’

‘চালিয়ে যাও তাহলে,’ হ্যারি বলল। ‘সব প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলেছ?’

BanglaBook.org

'হু। কিছুই পাওয়া যায়নি এখনো।'

দরজা বন্ধ করল স্কেয়ার। চশমার পেছনে অটারসেনের চোখকে আর বড় হয়ে যেতে দেখল হ্যারি।

'ক্যাডাভার কুকুর?' ফিসফিস করে বলল অটারসেন।

'এটা কেবলই জেনেরিক টার্ম,' হ্যারি বলল। ও মনে মনে টুকে নিল যে, নিজেকে কীভাবে প্রকাশ করতে হয় তা নিয়ে স্কেয়ারকে গোটা কয়েক টিপস দিতে হবে।

'তো আপনারা জীবিত মানুষকে খুঁজে বের করার জন্য ওগুলোকে কাজে লাগাচ্ছেন?' স্বামীটার কণ্ঠস্বরে অনুনয় ঝরে পড়ল।

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' মিথ্যে কথা বলল হ্যারি, মৃতদেহ কোথায় আছে ক্যাডাভার কুকুর শুঁকে শুঁকে তা বের করে– এ কথা বলল না। এই কুকুর মাদক বা জীবিত মানুষ খোঁজার কাজে ব্যবহার করা হয় না। এগুলোকে মৃতদেহ খোঁজার কাজে ব্যবহার করা হয়। পূর্ণ যতি।

'তাহলে তাকে আপনি সর্বশেষ দেখেছেন আজ চারটায়,' নিজের নোটগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল হ্যারি। 'আপনি আর আপনার মেয়েরা শহরে যাওয়ার আগে। সেখানে কেন গিয়েছিলেন আপনারা?'

'আমি দোকান দেখভাল করতে গিয়েছিলাম, মেয়েরা গিয়েছিল বেহালা বাজানো শিখতে।'

'দোকান?'

'মেজরস্টুয়েন-এ ছোট্ট একটা দোকান আছে আমাদের। হ্যান্ডমেইড আফ্রিকান জিনিশ বিক্রি করি। আর্ট, ফার্নিচার, কাপড়, পোশাক, সব ধরনের জিনিশ। সবগুলো জিনিশই কারিগরদের কাছ থেকে সরাসরি আমদানি করা হয় এবং তাদেরকে যথার্থভাবে টাকা পরিশোধ করা হয়। সিলভিয়া বেশিরভাগ সময়ই সেখানে ছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার আমরা দোকান খুলি দেরি করে। এজন্য সে গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফেরে তারপর আমি মেয়েদের নিয়ে বের হই। মেয়েরা যখন ব্যারাট দ্যু ইনস্টিটিউট অব মিউজিকে পাঁচটা-সাতটা বেহালা শিখছিল, তখন আমি দোকানে ছিলাম। তারপর ওদেরকে নিয়ে বাড়ি ফিরি। সাড়ে সাতটার একটু পরে বাড়িতে এসেছি আমরা।'

'উম। দোকানে আর কে কাজ করে?'

'কেউই না।'

'এর অর্থ, বৃহস্পতিবার কিছুক্ষণের জন্য আপনাকে দোকান বন্ধ রাখতে হয়েছে। ঘণ্টাখানেক হবে?'

বাঁকা হাসি দিল রলফ অটারসেন। 'এটা খুব ছোট্ট একটা দোকান। খুব

বেশি খদ্দের নেই আমাদের। সত্য কথা বলতে, ক্রিসমাস পর্যন্ত প্রায় কোন খদ্দেরই থাকে না।'

'কীভাবে...'

'নোরাড। তৃতীয় বিশ্বের সঙ্গে সরকারের বাণিজ্য কর্মসূচির অংশ হিসেবে তারা দোকান আর আমাদের সরবরাহকারীদেরকে সহায়তা দেয়।' শান্তভাবে কাশল সে। 'এটা যে বার্তা দেয় তা অর্থ আর ওপরিতলের মুনাফার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

হ্যারি যদিও আফ্রিকায় উন্নয়ন সাহায্য আর ন্যায়ানুগ বাণিজ্য নিয়ে ভাবছে না, বরং ঘড়ি আর অসলো আর শহরের ড্রাইভিংয়ের সময় নিয়ে ভাবছে, তারপরও মাথা ঝাঁকাল ও। রান্নাঘর থেকে, সেখানে যমজ বাচ্চা দুটো তাদের বিলম্বিত স্ন্যাক খাচ্ছে, একটা রেডিওর আওয়াজ ভেসে এল। এই বাড়িতে ও কোনো টিভি দেখতে পায়নি।

'থ্যাঙ্ক ইউ। আমরা দ্রুতই কাজ এগিয়ে নেব।' উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল হ্যারি।

উঠোনে তিনটা গাড়ি পার্ক করা। একটা জর্ন হোম-এর ভলভো অ্যামাজন, নতুন করে কালো রঙ করা, ছাদে আর নিচে দাবার কোর্টের মতো স্ট্রাইপ করা। বনের ছোট ফার্মের ওপর পরিষ্কার তারাভরা আকাশের দিকে তাকাল হ্যারি। বাতাসে নিঃশ্বাস টানল ও। স্প্রুস গাছ আর বনের ধোঁয়ার বাতাস। বনের এক প্রান্ত থেকে একটা কুকুরের প্রবল হাঁপানোর শব্দ এবং পুলিশের উৎসাহজনক চীৎকারের শব্দ শুনতে পেল।

ওদের কাজে লাগার মতো কোনো ক্লু যেন নষ্ট না হয় সেজন্য ওরা চারদিকে যে রেখা এঁকে দিয়েছে, গোলাঘরে যাওয়ার সময় হ্যারি সেটা এড়িয়ে গেল। খোলা দরজা দিয়ে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। উবু হয়ে বসে বাসার বাইরের আলোয় তুষারের ওপরের পায়ের ছাপ পরীক্ষা করে দেখল ও। তারপর উঠে দাঁড়াল। দেয়ালে হেলান দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করল।

'হত্যার ঘটনা মনে হচ্ছে,' ও বলল। 'রক্ত, দেহ এবং ওলট-পালট আসবাবপত্র।'

জর্ন হোম ও ম্যাগনাস স্কেয়ার নীরব হয়ে গেল, ঘুরে হ্যারির দৃষ্টি অনুসরণ করল ওরা। বড় খোলা ঘরটা একটা বাতির আলোয় আলোকিত। একটা কড়িকাঠের সঙ্গে পেঁচানো তারের সঙ্গে ঝুলছে বাতিটা। গোলাঘরের এক পাশে একটা লেদমেশিন, আর সেটার পেছনে একটা যন্ত্রপাতির বোর্ডে আছে: হাতুড়ি, করাত, প্লায়ার্স, ড্রিল মেশিন। কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্র নেই। অন্য পাশে তারের বেড়া, তার পেছনে দেয়ালের তাকের ওপর মুরগির বসার দাঁড় অথবা দেয়ালের

BanglaBook.org

চারদিকে কাঠ গোঁজা, খড়ের ওপর। ঘরের মাঝে ধূসর অমসৃণ মেঝের রক্তের ছোপের ওপর মাথাবিহীন তিনটা দেহ। একটা সিগারেট না ধরিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে হ্যারি ঢুকল, রক্তের ওপর যেন পা না পরে সেজন্য সতর্ক ও। মুরগির মাথাগুলো পরীক্ষা করার জন্য উবু হয়ে মুরগি কাটার টেবিলের পাশে বসল। ওর পেনলাইটের আলো পড়ল বিবর্ণ কালো চোখের ওপর। প্রথমে আধখানা সাদা পালক ধরল। পালকটার প্রান্ত মনে হচ্ছে পুড়ে কালো হয়ে গেছে। তারপর মুরগির ঘাড়ের মসৃণ কাটা অংশ দেখল। রক্ত জমাট বেধে কালো হয়ে আছে। ও জানে, এসব দ্রুতই ঘটেছে, দেড় ঘণ্টার বেশি সময় হবে না।

'কৌতূহলজনক কিছু পেলে?' জর্ন হোম জানতে চাইল।

'আমার পেশাটা আমার মস্তিষ্কের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে, হোম। ঠিক এখন এটা মুরগির দেহ বিশ্লেষণ করছে।'

হেসে উঠে স্কেয়ার শূন্যের মধ্যে পত্রিকার শিরোনাম পড়ার ভান করল: 'নৃশংসভাবে তিন মুরগী খুন। ভুদু প্যারিস। দায়িত্ব দেওয়া হল হ্যারি হোলকে।'

'আমি যা দেখতে পাচ্ছি না সেটা আরও বেশি কৌতূহলজনক,' হ্যারি বলল।

ভ্রু কপালে তুলল জর্ন হোম, চারদিকে চোখ বুলিয়ে মাথা নাড়ছে সে।

তাদের দিকে সংশয় নিয়ে তাকাল স্কেয়ার। 'কী সেটা?'

'খুনের হাতিয়ার,' হ্যারি বলল।

'একটা ছোট্ট কুড়াল,' বলল হোম। 'মুরগি মারার একমাত্র ক্রিয়াসিদ্ধ উপায়।'

নাক ফোঁস ফোঁস করল স্কেয়ার। 'যদি মহিলাটিই মুরগি জবাই করে থাকে তবে সে সেটাকে তার জায়গাতেই রাখবে। এই কৃষকের যন্ত্রপাতি অনেক।'

'মানছি,' হ্যারি বলল, মুরগির কক কক কক শব্দ শুনল, মনে হচ্ছে চারদিক থেকেই হচ্ছে শব্দটা। 'এটা এ কারণে কৌতূহলজনক যে মুরগি কাটার বোর্ডটা ওল্টানো আর মুরগির দেহগুলো চারদিকে ছড়ানো-ছিটানো এবং কুড়ালটা এটার জায়গায় নেই।'

'এটার জায়গা?' হোম-এর দিকে তাকিয়ে চোখ ঘোরাল স্কেয়ার।

'তুমি যদি উঁকি মেরে দেখার কষ্ট কর একটু, স্কেয়ার,' না নড়েই বলল হ্যারি।

এখনো হোম-এর দিকে তাকিয়ে আছে স্কেয়ার। লেদ মেশিনের পেছনের বোর্ডের দিকে ইঙ্গিত করল হোম।

'শিট,' স্কেয়ার বলল।

একটা হাতুড়ি আর একটা জংধরা করাতের পাশের খালি জায়গা ছোট্ট একটা কুড়ালের জন্য নির্ধারিত করা।

BanglaBook.org

বাইরে থেকে একটা কুকুরের চীৎকার ভেসে এল, কেঁউ কেঁউ করে উঠল কুকুর; পুলিশের লোকেরা চীৎকার করছে তবে তাদের চীৎকার কুকুরকে উদ্দীপ্ত করার জন্য নয়।

চিবুক ঘসল হ্যারি। 'পুরো গোলাঘরেই খুঁজেছি আমরা, এক সময় মনে হচ্ছিল মুরগি কাটার সময় সিলভিয়া অটারসেন কুড়াল নিয়ে এখান থেকে চলে গেছে। হোম, এই মুরগিগুলোর শরীরের তাপমাত্রা মেপে মারা যাওয়ার সময়টা বের করতে পারবে?'

'হু।'

'অ্যাঁ?' স্কেয়ার বলল।

'সে কখন চলে গেছে সেটা জানতে চাই,' হ্যারি বলল। 'বাইরের পায়ের ছাপ থেকে কিছু পেয়েছ, হোম?'

মাথা ঝাঁকাল ফরেনসিক অফিসার। 'অনেক বেশি পায়ের ছাপ, আরও বেশি আলো দরকার। রলফ অটারসেনের বুটের বেশ কয়েকটি ছাপ পেয়েছি। পাশাপাশি গোলাঘরের দিকে যাওয়া আরও একজোড়া পায়ের ছাপ, কিন্তু গোলাঘর থেকে বেরোয়নি তারা। তাকে হয়তো গোলাঘরে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে?'

'উম। তাহলে বহনকারীর ছাপ আরও বেশি গভীর হবে। কেউই রক্ত মাড়ায়নি।' আলোর আওতার বাইরে অন্ধকার দেয়ালের দিকে উঁকি মারল হ্যারি। উঠোন থেকে একটা কুকুরের করুণ চীৎকার আর পুলিশের ভয়ানক গালির শব্দ ভেসে এল।

'গিয়ে দেখ তো কী হয়েছে, স্কেয়ার।' হ্যারি বলল।

স্কেয়ার চলে গেল। টর্চ জ্বেলে দেয়ালের কাছে গেল হ্যারি। রঙহীন বোর্ডের ওপর হাত বোলাল ও।

'কী...?' হোম কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু দেয়ালে হ্যারিকে বুট দিয়ে হালকা লাথি দিতে দেখে থেমে গেল।

তারা ঝলমল আকাশ চোখে পড়ল।

'পেছনের দরজা,' কালো বন আর দূরের শহরের ম্লান হলুদ আলো মাখানো স্প্রুস গাছের ছায়ামূর্তির দিকে তাকিয়ে বলল হ্যারি। তুষারের ওপর টর্চের আলো ফেলল। তুষারের ভেতর পদচিহ্ন দেখা গেল।

'দু'জন লোক,' বলল হ্যারি।

'কুকুরটা,' ফিরে এসে বলল স্কেয়ার। 'কুকুরটা নড়বে না।'

'নড়বে না?' পায়ের ছাপ পড়া পথের ওপর আলো ফেলল হ্যারি। তুষারে আলো প্রতিফলিত হচ্ছে, গাছের নিচের অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে পথটা।

BanglaBook.org

'কুকুরের নিয়ন্ত্রক বুঝতে পারছে না। সে বলছে, কুকুরটা মনে হচ্ছে প্রচণ্ড ভয়ে ভীত। যে কোনো মূল্যে সেটা বনের ভেতর যেতে প্রত্যাখ্যান করছে।'

'ওটা সম্ভবত শেয়ালের গন্ধ পেয়েছে,' হোম বলল, 'বনের ভেতর শেয়াল আছে অনেক।'

'শেয়াল?' নাক ফোঁস ফোঁস করল স্কেয়ার। 'অত বড় কুকুর শেয়াল দেখে ভয় পেতে পারে না।'

'হয়তো এটা কখনো শেয়াল দেখেনি,' হ্যারি বলল। 'কিন্তু এটা জানে এটা শিকারীর ঘ্রাণ পায়। তুমি যা জানো না তাকে ভয় পাওয়া যৌক্তিক। যে কুকুর তা জানবে না সে কুকুর বেশিদিন বাঁচবে না।' হ্যারি অনুভব করতে পারছে, ওর হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে। এবং ও জানে, কেন বাড়ছে। বন। অন্ধকার। এমন ধরনের আতঙ্ক যেটা যৌক্তিক নয়। এমন ধরনের আতঙ্ক যেটা দমন করা দরকার।

'পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই জায়গাকে অপরাধস্থল হিসেবে বিবেচনা করতে হবে,' হ্যারি বলল। 'কাজ শুরু কর। এই পথ কোন দিকে গেছে সেটা দেখতে চাই।'

'ওকে।'

পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে পা রাখার আগে ঢোক গিলল হ্যারি। সে প্রায় ত্রিশ বছর আগের কথা। এবং তার শরীরে কাঁটা দিল।

শরতের ছুটিতে ও আন্দালসনেস-এ দাদার বাড়িতে ছিল। রমসডাল মাউন্টেনের একটা পাহাড়ের পাশে ছিল খামারটা। হ্যারির বয়স তখন দশ। ওর দাদা যে গরুটা খুঁজছিল সেটা খোঁজার জন্য ও বনে গিয়েছিল। দাদা খুঁজে পাবার বা অন্য কেউ খুঁজে পাবার আগে, গরুটাকে খুঁজে পেতে চেয়েছিল ও। কাজেই সে দ্রুত সেখানে গিয়েছিল। কোমল ব্লুবেরির জঙ্গল আর মজার আঁকাবাঁকা ছোট ছোট বার্চ গাছের পাহাড়ের ভেতর দিয়ে ও পাগলের মতো দৌড়াল। গাছগুলোর ভেতর থেকে যেন একটা ঘণ্টার ধ্বনি শুনতে পেয়েছে ও, সেই ঘণ্টাধ্বনিকে লক্ষ্য করে পথ ধরে ছুটে চলল। আর তারপর আবার, ঠিক এখন একটু দূরে। একটা জলপ্রবাহের ওপর লাফ দিল ও, আঘাত এড়ানোর জন্য একটা গাছের নিচে হঠাৎ মাথা নিচু করল, জলাভূমি ধরে দৌড়ানোর সময় ওর বুট প্যাচ প্যাচ শব্দ তুলল, বৃষ্টি ঝরতে ঝরতে একটা মেঘ ওর দিকে ছুটে আসছে। ঢালু পাহাড়ের পথে বৃষ্টি পড়া মেঘের নিচে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির আড়াল দেখতে পেল।

বৃষ্টিটা এত মিহি ছিল যে ও খেয়াল করেনি যে অন্ধকার নামছে। অন্ধকারটা জলাভূমির ভেতর থেকে চুপি চুপি বেরোচ্ছে, গাছগাছালির ভেতর হামাগুড়ি

দিচ্ছে, পাহাড়ের পাশের ছায়া থেকে কালো রঙের মতো ছলকে ছলকে পড়ছে এবং উপত্যকার নিচে এসে জমছে। তারপর ওর বুট একটা কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেল এবং ও পড়ে গেল। অধোমুখে পড়ল এবং ধরার মতো কিছু ছিল না। সবকিছু অন্ধকারে ডুবে গেল। ওর নাক আর মুখ জলাভূমি, মৃত্যু, ক্ষয় এবং অন্ধকারের স্বাদে পূর্ণ হয়ে গেছে। অধোমুখে থেকে ও কয়েক সেকেন্ডের জন্য অন্ধকারের স্বাদ নিতে পেরেছে। তারপর ও আবার মুখ তুলল এবং আবিষ্কার করল যে সব আলো নিভে গেছে। ওর ওপরের পাহাড় ধরে নীরবে চলে গেছে আলো। ফিসফিস করে বলে গেছে, ও জানে না ও কোথায় আছে, যেমনটা জানত না দীর্ঘ সময় ধরে। ও যে একটা বুট হারিয়ে ফেলেছে সেটা খেয়ালই করল না, উঠে দাঁড়িয়ে দৌড় শুরু করল আবার। শীঘ্রীই ও কিছু একটা দেখবে যেটাকে চিনতে পারবে। কিন্তু প্রকৃতিটাকে মনে হল যাদুগ্রস্ত হয়ে পড়েছে; পাথরগুলো মাটি ফুড়ে বেরোনো জন্তুর মাথা হয়ে গেল, জঙ্গলের আঙুলগুলো ওর পায়ের দিকে এগোতে লাগল এবং ছোট ছোট বার্চ গাছগুলো ডাইনির মতো ঝুঁকে হেসে হেসে পথের দিকে দেখিয়ে বলল, এখানে অথবা ওখানে, বাড়ির রাস্তা অথবা সর্বনাশের রাস্তা, দাদীর বাড়ির পথ নাকি অতলস্পর্শী গহ্বরের পথ। কারণ বয়োজেষ্ঠ্যরা ওকে অতলস্পর্শী গহ্বরের কথা বলেছিল। অতল এক জলাভূমি যেখানে গবাদি পশু, মানুষ এবং পুরো ঘোড়ার গাড়ি হারিয়ে যায়, কখনোই ফেরে না।

হ্যারি যখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রান্নাঘরে ঢুকল তখন প্রায় রাত হয়ে গছে। দাদী ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, ওর বাপ, দাদা আর সব প্রতিবেশী খামারের বয়োজেষ্ঠ্যরা ওকে খুঁজতে বেরিয়েছে। ও এতক্ষণ কোথায় ছিল?

বনের ভেতর।

তবে কি ও তাদের চীৎকার শুনতি পায়নি? তারা হ্যারি বলে ডাকছিল, দাদী তাদেরকে হ্যারির নাম ধরে ডাকতে শুনেছে। সবসময় হ্যারি বলে ডেকেছে।

ও নিজে সে কথা মনে করতে পারেনি। তবে অনেক দিন পর ও বলেছিল যে, ও সেখানে একটা চুলার সামনে কাঠের বাক্সের ওপর বসে ঠাণ্ডায় কাঁপছিল, সকরুণ চেহারায় দূরে তাকিয়ে ছিল, ও বলল: 'আমার মনে হয়নি যে, তারা ডাকছে।'

'তাহলে কারা ডাকছে বলে তোমার মনে হয়েছিল?'

'অন্যরা। তুমি কি জানো অন্ধকারের স্বাদ আছে, দাদী?'

অনেকটা অস্বাভাবিক নিরবতায় হ্যারি বনের ভেতর বড়জোর কয়েক মিটার হেঁটেছে। ও মাটির ওপর টর্চের আলো ফেলে চলছে, কারণ যতবারই বনের দিকে আলো ফেলছে, ততবারই ছায়াগুলো গাছের ভেতর নিকশ আধারে অশুভ

BanglaBook.org

আত্মার মতো দৌড়াচ্ছে, অন্ধকার থেকে আলাদা হয়ে আলোর একটা বুদবুদের মধ্যে থেকেও ও নিরাপদ বোধ করছে না। বরং এর উল্টো অনুভূতিই হচ্ছে। ও-ই বনের ভেতর চলা সবচেয়ে দৃশ্যমান বস্তু– এই অনুভূতিতে নিজেকে ওর উম্মক্ত আর অরক্ষিত মনে হল। ওর মুখের ওপর গাছের ডাল আছড়ে পড়ছে, যেন অন্ধ কোনো লোকের আঙুল একজন আগুন্তককে চেনার চেষ্টা করছে।

পায়ের ছাপগুলো ওকে একটা জলপ্রবাহের দিকে নিয়ে গেল। জলপ্রবাহের আওয়াজে ওর ভারি নিঃশ্বাস ভেসে গেল। একটা পায়ের ছাপ অদৃশ্য হয়ে গেছে, আর অন্য ছাপটা জলপ্রবাহের তীর ধরে চলে গেছে।

ও হাঁটতে লাগল। ইতস্তভাবে বইছে জলধারা, কিন্তু ও নিজের পায়ের ছাপ হারিয়ে ফেলা সম্পর্কে সজাগ নয়; ওকে যা করতে হবে তা হচ্ছে নিজের পায়ের ছাপ আবার খুঁজে বের করা।

একটা পেঁচা, যেটা ধারেকাছেই আছে নির্ঘাৎ, মৃদু স্বরে হ্যারি টু-উইট-টু-উ আয়াজে ডেকে উঠল। হাতঘড়ির ডায়ালে জ্বলা সবুজ আলো দেখে বুঝল, পনের মিনিটের বেশি পথ হাঁটা হয়েছে। ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে। ফিরে গিয়ে টিমটাকে পায়ে পড়ার জুতসই জুতা, পোশাকপরিচ্ছদ এবং এমন এক কুকুর দিয়ে এখানে পাঠাতে হবে যেটা শেয়ালকে ভয় পায় না।

হৃদস্পন্দন থেমে গেল হ্যারির।

এটা দ্রুত তার মুখ সরিয়ে নিল। নিঃশব্দে এবং এত দ্রুত যে ও কিছুই দেখল না। কিন্তু বাতাসের প্রবাহ এর উপস্থিতি টের পাওয়া গেল। তুষারের ওপর পেঁচাটার পাখার আঘাতের আওয়াজ শোনা গেল, হতভাগ্য ইঁদুর তার শিকার হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে ফুসফুস থেকে নিঃশ্বাস ছাড়ল ও। সামনের বনের দিকে শেষবারের মতো টর্চের আলো ফেলে ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। এক কদম আগাল, তারপর থেমে গেল। ও চলে যাওয়ার জন্য আরও দু-এক কদম এগোতে চেয়েছিল। কিন্তু ও সেটাই করল, যেটা ওকে করতে হতো। ওর পেছনে দেখা গেল আলোটা। এবং আবার এটা দেখা গেল। একটা দীপ্ত, আলোর প্রতিফলন যেটা অন্ধকার বনের ভেতর থাকবার কথা নয়। আরও কাছে গেল ও। পেছনে তাকিয়ে জায়গাটা বোঝার চেষ্টা করল। জলপ্রবাহ থেকে প্রায় পনের মিটার দূরে। ও একটু উবু হল। স্টিলটা চোখে পড়ল, স্টিলটা যে কী তা বোঝার জন্য তুষার সরানোর প্রয়োজন নেই। একটা কুড়াল। মুরগিগুলো মারার পর যদি এটার ওপর রক্ত লেগেও থাকে তা এখন মিলিয়ে গেছে। কুড়ালের আশেপাশে কোনো পায়ের ছাপ নেই। টর্চের আলো ঘুরিয়ে কয়েক মিটার দূরে তুষারের ওপর ভাঙা একটা ডাল দেখল। নির্ঘাৎ কেউ একজন প্রবল শক্তি দিয়ে কুড়ালটা এখানে ছুঁড়ে মেরেছে।

BanglaBook.org

সেই সময় হ্যারি আবার এটা অনুভব করল। আজ সন্ধ্যায় স্পেকট্রামে যে অনুভূতি হয়েছিল। ওকে কেউ একজন পর্যবেক্ষণ করছে– এই অনুভূতি। সহজাতভাবে ও টর্চের আলো নিভিয়ে ফেলল, ওর ওপর অন্ধকার নেমে এল একটা কম্বলের মতো। দম আটকে শুনল ও। দিয়ো না, ও ভাবল। এটা ঘটতে দিয়ো না। মন্দবিষয় কোনো জিনিশ নয়, এটা তোমাকে অধিকার করতে পারে না। এটা হচ্ছে বিপরীত জিনিশ; এটা হচ্ছে একটা শূন্য, ভালোর অনুপস্থিতি। এখানে কেবল একটা জিনিশকেই তুমি ভয় পেতে পারো, সেটা হচ্ছে তোমাকে।

টর্চের সুইচ টিপে বনের ভেতরের ফাঁকা অংশের দিকে আলো ফেলল হ্যারি।

এটা হচ্ছে মহিলাটা। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং গাছগুলোর মাঝে অনড় হয়ে আছে। চোখের পাতা না ফেলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে, আলোকচিত্রের মতো অবিকল নিদ্রাতুর। ঢুলুঢুলু বড় বড় চোখ। হ্যারির প্রথম যে চিন্তাটা হল, সে বিয়ের কনের মতো পোশাক পড়েছে, সাদা, একটা গীর্জার বেদির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, এখানে, বনের মাঝখানে। টর্চের আলোয় সে ঝলমল করে উঠল। কেঁপে কেঁপে নিঃশ্বাস টানল হ্যারি। জ্যাকেটের পকেটের মোবাইল আঁকড়ে ধরল ও। দ্বিতীয় রিংয়ের পর উত্তর দিল জর্ন হোম।

'পুরো এলাকা ঘিরে ফেল,' হ্যারি বলল। ওর কণ্ঠস্বর শুকনো আর কর্কশ মনে হল। 'আমি পুলিশের টিমকে জানাচ্ছি।'

'হয়েছেটা কী?'

'এখানে একটা তুষারমানব।'

'তো?'

হ্যারি বুঝিয়ে বলল।

'শেষের কথাটা বুঝতে পারিনি,' চীৎকার করল হোম। 'এখানে নেটওয়ার্ক দুর্বল... ।'

'মাথাটা,' পুনরাবৃত্তি করল হ্যারি। 'এটা সিলভিয়া অটারসেনের।'

অপর প্রান্ত চুপ মেরে গেল।

হোমকে পায়ের ছাপ অনুসরণ করতে বলে লাইন কেটে দিল হ্যারি।

তারপর ও গাছের ওপর হেলান দিল, কোটের ওপরের বোতাম লাগাল। যতক্ষণ অপেক্ষা করবে ততক্ষণ ব্যাটারি বাঁচানোর জন্য টর্চের সুইচ বন্ধ করে দিল। ও ভাবছে। অন্ধকারের স্বাদ কেমন সেটা প্রায় ভুলেই গেছে।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

১০

দিন ৪ ।

চক ।

সকাল সাড়ে তিনটা । হ্যারি যখন ওর ফ্ল্যাটের দরজা খুলল তখন ও ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে । পোশাক ছেড়ে সোজা গোসলে ঢুকল । ওর অসাড় ত্বকে পানির বাস্প বেরোচ্ছে, ও ভাবতে চেষ্টা করল না । শক্ত হয়ে যাওয়া মাংসপেশী ম্যাসাজ করছে, জমে যাওয়া শরীরটা উষ্ণ করছে । ওরা রলফ অটারসেনের সঙ্গে কথা বলেছে, তবে আনুষ্ঠানিক প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করতে হবে সকাল পর্যন্ত । সোলিহোগডার প্রতিবেশীদের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে খোঁজ নেওয়া হয়েছে, খুব বেশি কিছু জিজ্ঞাশা করার ছিল না । কিন্তু ক্রাইম সিন অফিসাররা এবং কুকুরগুলো এখনো কাজ করে যাচ্ছে এবং সারা রাতই কাজ করবে । প্রমাণ নষ্ট হওয়া, তুষার গলে যাওয়া বা তুষারে চাপা পরার আগে তাদের অবসর আছে সামান্যই । শাওয়ারটা বন্ধ করল ও । ধোঁয়ায় বাথরুমের বাতাসটা ধূসর হয়ে গেছে । আয়নাটা যখন ও মুছল তখন সেখানে একটা নতুন স্তর দেখা দিল । আয়নায় ওর চেহারা বিকৃত দেখাল, ঝাপসা দেখাল নগ্ন দেহটা ।

হ্যারি যখন দাঁত মাজছিল তখন ফোনটা এল । 'হ্যারি ।'

'স্টোরম্যান, ছত্রাকের লোক ।'

'তুমি এই সময়ে,' অবাক হয়ে বলল হ্যারি ।

'ভেবেছিলাম, তুমি কাজে গেছ ।'

'ওহ?'

'লেইট-নাইট নিউজে বলল । সলিহোগডার মহিলা । নিউজের ব্যাকগ্রাউন্ডে তোমাকে দেখলাম । সেটা দেখেই বুঝেছি ।'

'আর কিছু?'

'তোমার ঘরে ফাঙ্গাস ধরেছে । বেশ মারাত্মক ফাঙ্গাস । *অ্যাসপারজিলাস ভার্সিকালার* ।'

BanglaBook.org

'এর মানে কী?'

'এর অর্থ, ধরনের ছত্রাক যে কোনো রঙের হতে পারে। যদি এবং যখন এ ছত্রাক দেখা যায়। এ ছাড়া, এর অর্থ আমাকে তোমার আরও দেয়াল খুলে দেখতে হবে।'

'উম।' এ নিয়ে আরও কৌতূহল, আরও উদ্বেগ দেখানো অথবা অন্ততপক্ষে আরও প্রশ্ন করা উচিত কিনা সেটা বুঝতে পারল না হ্যারি। তবে ও উদ্বিগ্ন হতে পারে না, এই সময় না।

'স্বাধীন মনে কাজ কর।'

ফোন রেখে চোখ বন্ধ করল হ্যারি। ভূতদের জন্য অপেক্ষা করছে, অনিবার্যভাবে, যেহেতু ভূতদের জন্য ওর জানা একমাত্র ঔষধ থেকে ও দূরে আছে। সম্ভবত এই সময় নতুন করে পরিচয় ঘটবে। বন থেকে মহিলাটার বেরিয়ে আসার অপেক্ষায় আছে ও, পাহীন বিপুল সাদা দেহটা ওর সামনে ভেঙে পরবে, একটা মাথাসহ কদাকার একটা বোলিং বল গড়িয়ে আসবে, কালো সকেটে কাকের ঠোকরানোর সঙ্গে তার চোখের মণির কথা মনে করিয়ে দেবে, শেয়াল তার ঠোঁট খেয়ে ফেলার পর তার দাঁত বেরিয়ে আছে। সে আসবে কিনা সেটা জানা কঠিন। অবচেতন মন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। অবচেতন মন এত অনিশ্চিত যে হ্যারি যখন ঘুমিয়ে পড়ল, ও স্বপ্ন দেখল যে, ও একটা বাথটাবে মাথা ডুবিয়ে শুয়ে আছে আর বুদবুদ এবং নারীর হাসির গভীর শব্দ শুনছে। সাদা এনামেলের ওপর সামুদ্রিক ঘাস গজিয়েছে, আর সে যখন সাদা হাতের সবুজ আঙুলের মতো ওকে খুঁজে ওর দিকে এগোচ্ছে।

পিওবি গানার হ্যাগেনের ডেস্কের ওপরের পত্রিকাগুলোর ওপর সকালের আলো এসে পড়েছে। প্রথম পৃষ্ঠায় সিলভিয়া অটারসেনের হাসি আর শিরোনামগুলো সূর্যের আলোয় জ্বলে উঠল। হত্যা করে মাথা কেটে ফেলা হয়েছে, বর্মের ভেতর মাথা কাটা হয়েছে এবং— সংক্ষেপে এবং সম্ভবত সর্বোত্তম— মাথা কেটে ফেলা হয়েছে।

ঘুম ভাঙার পর থেকেই মাথা ব্যথা করছে হ্যারির। মাথাটা হাত দিয়ে চেপে ধরে ও ভাবছে, গত রাতে একটু ড্রিঙ্ক করলে ভালো হতো, তাতে মাথা ব্যথাটা এত তীব্র হতো না। ও চোখ বন্ধ করতে চাচ্ছিল, কিন্তু হ্যাগেন সোজা ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। হ্যারি খেয়াল করল, হ্যাগেনের মুখ খুলছে, মোচড়াচ্ছে এবং বন্ধ হয়ে যাচ্ছে— অর্থাৎ সে কিছু একটা বলছে যেটা হ্যারি ধরতে পারছে না।'

BanglaBook.org

'শেষ কথা হচ্ছে...' হ্যাগেন বলল, হ্যারি জানে এখন ওর কান ঝালাপালা হয়ে যাবে, '...এখন থেকে এই কেইসটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। আর এর অর্থ, অবশ্যই, আমরা অবিলম্বে তোমার ইনভেস্টিগেশন টিম-এ আরও লোক দেব এবং–'

'এক মত নই,' হ্যারি বলল। স্পষ্টভাবে কেবল একটি শব্দ বলার অর্থ হচ্ছে, ব্যথায় ওর মাথা ফেটে যাচ্ছে। 'আমরা যে কোনো সময়ই আরও লোক চাইতে পারব, কিন্তু এখন মিটিংয়ে আর কাউকে চাই না আমি। চারজনই যথেষ্ট।'

গানার হ্যাগেনকে হতবুদ্ধ দেখাচ্ছে। খুনের কেইসে, এমনকি স্পষ্টতই খুনের ঘটনায়ও, ইনভেস্টিগেশন টিম-এ সবসময়ই অন্তত এক ডজন লোক থাকে।

'ছোট্ট দলে স্বাধীনভাবে চিন্তা করা যায়,' হ্যারি যোগ করল।

'চিন্তা?' ক্ষেপে গেল হ্যাগেন। 'মানসম্মত পুলিশি কাজের কী হবে? ফরেনসিক প্রমাণ ফলোআপ করা, প্রশ্ন করা, গোপন তথ্য চেক করা? আর তথ্য সমন্বয়েরইবা কী হবে? সব মিলিয়ে–'

কথার স্রোতে বাধা দিতে একটা হাত তুলল হ্যারি। 'এটাই একমাত্র কথা। আমি এসব কিছুর মধ্যে ডুবে মরতে চাই না।'

'ডুবে মরা?' অবিশ্বাসের চোখে হ্যারির দিকে তাকাল হ্যাগেন। 'তাহলে এই কেইসের ভার সাঁতার জানা কারও হাতে দেওয়াই ভালো।'

নিজের কপাল ম্যাসেজ করছে হ্যারি। হ্যাগেন জানে যে, ঠিক এই মূহুর্তে ক্রাইম স্কোয়াডে ইন্সপেক্টর হোল ছাড়া আর কেউই নেই যে এ ধরনের মার্ডার কেইসের নেতৃত্ব দেবে এবং হ্যারি এ কথা ভালো করেই জানে। হ্যারি এও জানে যে, সেন্ট্রাল ইনভেস্টিগেশন ব্যুরোকে, ক্রিপস, এই কেইস দেওয়া নতুন পিওবি'র জন্য বিশাল মর্যাদা হারানোর বিষয়, কাজেই হ্যাগেনকে তার অত্যন্ত লোমশ ডান হাতটা উৎসর্গ করতেই হবে।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল হ্যারি। 'সাধারণ ইনভেস্টিগেশন টিম তথ্যের স্রোতে ভেসে থাকার জন্য লড়াই করে। আর যেহেতু এটা একটা *স্ট্যান্ডার্ড* কেইস। প্রথম পৃষ্ঠায় মস্তকহীন হত্যার খবর...' মাথা ঝাঁকাল হ্যারি। 'লোকজন উন্মাদ হয়ে গেছে। গত রাতে খবরটা প্রকাশের পর থেকে আমরা একশ'রও বেশি ফোন পেয়েছি। জানেন তো, বাজে বকা লোক আর এসব পাগলা লোক, সঙ্গে আরও কিছু নতুন ফোন। আপনাকে লোকজন বলছিল যে, রিভিলেশন বইয়ে এ ধরনের খুনের কথা লেখা আছে, এ ধরনের কিছু। আজকে এখন পর্যন্ত দু'শ' ফোন কল

BanglaBook.org

এসেছে। আর কিছু ফোন কেবল এই কথা জানার অপেক্ষায় আছে যে, আরও মৃতদেহ থাকতে পারে। আমাদের বলতে হবে যে, এসব ফোন কল রিসিভ করার জন্য গোটা বিশেক লোক ঠিক করতে হবে। তারা ফোনগুলো ধরে রিপোর্ট লিখবে। আমাদের বলতে হবে যে, টিম লিডারকে স্বশরীরে এসব তথ্য নিয়ে প্রতিদিন দু' ঘণ্টা ব্যয় করতে হবে, দু' ঘণ্টা ব্যয় করতে হবে সেসব তথ্য সমন্বয় করতে এবং গ্রুপের সবাইকে নিয়ে সমাবেশ করে, তাদের আপডেট করে, তাদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে দু' ঘণ্টা ব্যয় করতে হবে এবং প্রেস কনফারেন্সে দিতে হবে এমন তথ্য সম্পাদনা করতে সময় ব্যয় করতে হবে আধা ঘণ্টা। যেটা এক ঘণ্টার তিন-চতুর্থাংশই খেয়ে ফেলবে। সবচেয়ে খারাপ বিষয় হচ্ছে...' চোয়ালের ব্যথাতুর মাংসপেশীতে তর্জনী দিয়ে টোকা দিল। '...মানসম্মত একটি মার্ডার কেইসে এটা, আমার মনে হয়, রিসোর্সের একটা ভালো ব্যবহারও। কারণ এখানে সবসময়ই এমন কেউ থাকবে যে কিছু একটা জানে, যে কিছু একটা শুনেছে বা দেখেছে। তথ্য যাকে আমরা যত্নসহকারে এক করতে পারি অথবা যা আমাদেরকে যাদুকরভাবে পুরো মামলাটা সমাধান করতে সক্ষম করে।'

'ঠিক,' হ্যাগেন বলল। 'এ কারণেই-'

'সমস্যা হচ্ছে যে,' হ্যারি বলে যাচ্ছে, 'এটা সেই পদের কেইস নয়। সেই ধরনের খুনি নয়। কোনো একজন বন্ধুর প্রতি এই খুনির ভরসা নেই অথবা সে তার চেহারা খুনের এলাকার আশপাশেও দেখায় না। কেউই তার ব্যাপারে কিছুই জানে না, কাজেই যেসব ফোনকল আসবে সেসব কল আমাদের কোনোই কাজে আসবে না, সেগুলো আমাদেরকে কেবল দেরিই করিয়ে দেবে। এবং যে কোনো সম্ভাব্য ফরেনসিক ক্লু আমরা আবিষ্কার করি না কেন তা কেবল আমাদেরকে বিভ্রান্ত করবার জন্যই সেখানে রাখা হয়েছে। সংক্ষেপে বললে, এটা ভিন্ন ধরনের এক খেলা।'

হ্যাগেন তার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে, আঙুলের ডগাগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, চিন্তামগ্ন হয়ে আছে। সে এখন হ্যারিকে পর্যবেক্ষণ করছে। রোদ পোহানো টিকটিকির মতো চোখ পিটপিট করছে সে, তারপর প্রশ্ন করল: 'তো তুমি একে একটা খেলা হিসেবে দেখছ?'

মাথা নাড়ার সময় হ্যারি ভেবে বিস্মিত হল যে, হ্যাগেন কী বলতে যাচ্ছে।

'কী ধরনের খেলা? দাবা?'

'উম,' হ্যারি বলল, 'হতে পারে চোখ বেঁধে দাবা খেলা।'

মাথা নাড়ল হ্যাগেন। 'তাহলে তুমি মনে মনে একজন ক্ল্যাসিক সিরিয়াল

BanglaBook.org

কিলারের ছবি তৈরি করেছ, প্রবল বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ঠাণ্ডামাথার এক খুনি এবং মজা করার জন্য অনৈতিক ঝোঁক, খেলা এবং চ্যালেঞ্জ?'

এখন হ্যারি বুঝতে পারল যে, হ্যাগেন কী বলতে চাচ্ছে।

'এফবিআই প্রশিক্ষণে তুমি যে ধরনের সিরিয়াল কিলার সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ নিয়েছ সে ধরনের একজন খুনি? সে সময় অস্ট্রেলিয়ায় যে ধরনের খুনির সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছিল সে ধরনের খুনি? এমন একজন যে...' পিওবি তার ঠোঁট চাটল যেনবা সে শব্দগুলোর স্বাদ নিচ্ছে, '...মূলত তোমার মতো ব্যাকগ্রাউন্ডের কোনো একজনের মহামূল্য প্রতিদ্বন্দ্বী।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল হ্যারি। 'আমি এভাবে ভাবিনি, বস।'

'তুমি ভাবোনি? মনে রেখ আমি মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ নেওয়া লোক, হ্যারি। মিলিটারি স্ট্র্যাটেজিস্টরা ব্যক্তিগতভাবে কীভাবে বিশ্ব ইতিহাসের ধারা বদলে দিয়েছে সেটা যখন উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেনারেলদেরকে আমি বলি তখন তাদের স্বপ্ন কী হয় বলে তোমার মনে হয়? তোমার কি মনে হয় যে, তারা তাদের সিটে চুপচাপ বসে বসে শান্তির স্বপ্ন দেখবে, নাতি-নাতনিদের কাছে এই গল্প করার কথা ভাববে যে, তাদের অস্তিত্ব টিকে ছিল, এটা বলার কথা ভাববে যে তারা কী করতে পারত সেটা কেউ কখনো জানবে না? তারা বলতে পারে যে তারা শান্তি চায়, কিন্তু ভেতরে ভেতরে স্বপ্ন দেখে, হ্যারি। একটা সুযোগ পাওয়ার স্বপ্ন। নিজেকে কাজের বলে প্রমাণ করার জন্য মানুষের ভেতর প্রবল এক সামাজিক প্রবৃত্তি কাজ করে, হ্যারি। এ কারণেই পেন্টাগনের জেনারেলরা অন্ধকারতম পরিস্থিতি তৈরি করে যাতেকরে বিশ্বের যে কোনো স্থানে আগুন জ্বলে ওঠে। আমার মনে হয়, তুমি চাও যে, এই কেইসটা স্পেশাল হয়ে উঠুক, হ্যারি। এটা তুমি প্রবলভাবে চাও যাতে করে তুমি অন্ধকারের অন্ধকারতম কিছু দেখতে পাও।'

'তুষারমানব, বস। আপনাকে যে চিঠিটা দেখিয়েছি সেটার কথা মনে আছে আপনার?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল হ্যাগেন। 'একজন উন্মাদকে মনে আছে আমার, হ্যারি।'

হ্যারি জানে, ওর এখন হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত। এরই মধ্যে যে গল্প ও ফেঁদেছে সেটা সামনে এগিয়ে আনা উচিত। হ্যাগেনকে ছোট্ট এই জয় পাইয়ে দেওয়া দরকার। তার পরিবর্তে ও কাঁধ ঝাঁকাল। 'আমার গ্রুপটা যেমন আছে আমি তেমনটা চাই, বস।'

হ্যাগেনের মুখ বন্ধ, শক্ত হয়ে আছে তার চেহারা। 'তোমাকে আমি সেটা করতে দিতে পারি না, হ্যারি।'

BanglaBook.org

'পারেন না?'

হ্যারির চোখের দিকে তাকাল হ্যাগেন, কিন্তু তারপরই ঘটল ঘটনাটা। হ্যাগেনের চোখ পিটপিট করল, তার চোখে বিস্ময় খেলে গেল। সেকেন্ডের কেবল এক ভগ্নাংশের মতো, তবে এটাই যথেষ্ট।

'অন্য ভাবনাও আছে,' হ্যাগেন বলল।

ঘটনাটা অন্যদিকে ঘোরানোর সময় হ্যারি তার চেহারাকে নিষ্পাপ রাখার চেষ্টা করল। 'কী ধরনের ভাবনা, বস?'

হ্যাগেন নিজের হাতের দিকে তাকাল।

'তোমার কী মনে হয়? সিনিয়র অফিসার। পত্রিকা। রাজনীতিক। তিন মাস পরও যদি আমরা হত্যাকারীকে খুঁজে না পাই, ইউনিটের অগ্রাধিকারী হিসেবে কাকে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে? কাকে ব্যাখ্যা করতে হবে যে, কেন আমরা এই কেইসের তদন্তে চার জনকে নিযুক্ত করলাম? কে বোঝাবে যে এই কেইসের জন্য ছোট্ট তদন্ত দলই...' পঁচা চিংড়ির মতো শব্দগুলো মুখ থেকে বের করছে হ্যাগেন: 'স্বাধীন ভাবনা আর দাবা খেলার জন্য উপযুক্ত? এসব ভেবে দেখেছ, হ্যারি?'

'না,' বুকের ওপর হাত আড়াআড়ি করে হ্যারি বলল। 'এই লোকটাকে কীভাবে ধরা যায়, আমি সেটা ভেবেছি। এটা ভাবিনি যে তাকে ধরতে না পারার কী কী জবাব দেব।'

হ্যারি জানে, এটা খুবই সাধারণ আক্রমণ, তবে কথাগুলো জায়গামতোই লেগেছে। হ্যাগেনের চোখ দু'বার পিটপিট করল। তার মুখ খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা পেল হ্যারি। কেন ও সবসময়ই দেয়ালে প্রস্রাব করা এ ধরনের শিশুসুলভ, অর্থহীন প্রতিযোগিতায় উস্কানি দেয়, কেবল অন্য কাউকে– আদৌ আসলে কাউকে– পাছায় আঙুল দেওয়ার আনন্দের জন্য? র‍্যাকেল একবার ওকে বলেছিল যে ও অতিরিক্ত একটা মধ্যমা আঙুল নিয়ে জন্মেছে যেটা স্থায়ীভাবে খাড়া হয়ে আছে।

'ক্রিপস-এ একজন লোক আছে যার নাম, এস্পেন লেপ্সভিক,' হ্যারি বলল। বড় তদন্তের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সে অনেক ভালো লোক। তার সঙ্গে কথা বলতে পারি আমি, তাকে এনে একটা গ্রুপ সেট আপ করা যেতে পারে যে গ্রুপটা আমাকে রিপোর্ট করবে। গ্রুপটা সমান্তরালভাবে আর স্বাধীনভাবে কাজ করবে। আপনি আর চিফ সুপারিনটেনডেন্ট প্রেস কনফারেন্সের দিকটা দেখবেন। এভাবে করলে কেমন হবে, বস?'

BanglaBook.org

উত্তরের অপেক্ষায় থাকার দরকার নেই হ্যারির। হ্যাগেনের চোখেই কৃতজ্ঞতা দেখতে পাচ্ছে, এবং ও জানে প্রস্রাব করার নোংরা প্রতিযোগিতায় ও-ই জিতেছে।

নিজের অফিসে এসে প্রথম যে কাজটা হ্যারি করল সেটা হচ্ছে জর্ন হোমকে ফোন করা।

'হ্যাগেন হ্যাঁ বলেছে, আমি যেভাবে বলেছি সেভাবেই এটা হতে যাচ্ছে। আধা ঘণ্টার মধ্যে আমার অফিসে মিটিং হবে। তুমি কি স্কেয়ার আর ব্র্যাটকে ফোন করবে?'

ফোন রাখল ও। বাজপাখি তাদের লড়াইয়ের সময় কী চায় সেটা নিয়ে হ্যাগেন যা বলেছে সেটা ভাবল। ডিসপ্রিন খুঁজে বের করার জন্য ড্রয়ার টেনে খুলল।

'পায়ের ছাপ ছাড়া আমরা অপরাধীর আর একটি চিহ্নও খুঁজে পাইনি যাতেকরে অপরাধ সম্পর্কে অনুমান করা যায়,' ম্যাগনাস স্কেয়ার বলল। 'আর যেটা বোঝা কঠিন সেটা হচ্ছে, আমরা মৃতদেহটার চিহ্ন খুঁজে পাইনি কোথাও। তা সত্ত্বেও, মহিলার মাথা খুনিটা কেটে ফেলেছে, এর কিছু প্রমাণ অন্তত সেখানে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু কিছুই নেই। এমনকি কুকুরটাও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি! এটা একটা রহস্য।'

'সে খুন করে জলপ্রবাহের মধ্যে মহিলার মাথা কেটেছে,' ক্যাটরিন বলল। 'জলপ্রবাহ পর্যন্ত মহিলার পায়ের ছাপ পাওয়া যায়, তাই না। সে পানির ভেতর দিয়ে পালিয়েছে যাতেকরে কোনো পায়ের ছাপ না থাকে, কিন্তু খুনিটা তাকে ধরে ফেলেছে।'

'খুনিটা কী ব্যবহার করেছে?' হ্যারি প্রশ্ন করল।

'কুড়াল অথবা একটা করাত, আর কী?'

'খুনিটা যেখান থেকে কেটেছে সেখানকার চামড়ার চারপাশে পোড়া দাগ কেন?'

স্কেয়ারের দিকে তাকাল ক্যাটরিন, দু'জনই কাঁধ ঝাঁকাল।

'ওকে, হোম, কারণটা খুঁজে বের কর,' হ্যারি বলল, 'আর তারপর?'

'তারপর হতে পারে মহিলাকে সে জলপ্রবাহ ধরে নিচের রাস্তার দিকে নিয়ে গেছে,' স্কেয়ার বলল, ও ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়েছে, ওর সোয়েটারের পেছনটা সামনে চলে এসেছে, কিন্তু ওকে এ কথা বলার মন কারও নেই। 'আমি বলছি *হতে পারে*, কারণ আমরা সেখানে কিছুই খুঁজে পাইনি। আর আমাদের পাওয়া

BanglaBook.org

উচিত ছিল। গাছের কাণ্ডে একটু রক্তের ছোপ, ডালে মাংসের খণ্ড অথবা কাপড়ের টুকরা। তবে রাস্তার যেখানটায় জলপ্রবাহ বইছে সেখানে আমরা খুনীর পায়ের ছাপ পেয়েছি। এবং রাস্তার পাশে তুষারের ওপর একটা ছাপ পাওয়া গেছে যেটা একটা শরীরের হতে পারে। কিন্তু, খোদার কসম, কুকুরগুলো সেটাকে আমলে নেয়নি। এমনকি ক্যাডাভার কুকুরও না! এটা একটা–'

'রহস্য,' চিবুক ঘষে পুনরাবৃত্তি করল হ্যারি। 'জলপ্রবাহে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় মহিলার মাথা কেটে ফেলা কি অবাস্তব বিষয় না? জলপ্রবাহটা নিছকই সরু একটা নালা। তোমার কনুই নাড়ানোর জন্য যথেষ্ট জায়গা থাকবে না। কেন?'

'স্পষ্টতই,' স্কেয়ার বলল। 'পানির সঙ্গে প্রমাণ ভেসে গেছে।'

'স্পষ্ট নয়,' প্রতিবাদ করল হ্যারি। 'মহিলার মাথা রেখে গেছে খুনী, কাজেই সে কোনো চিহ্ন রেখে যাওয়া নিয়ে চিন্তিত নয়। রাস্তার দিকে নামার পথে মহি-লার কোনো চিহ্ন নেই কেন–'

'বডিব্যাগ!' ক্যাটরিন বলল। 'আমি কেবল এটা ভেবে অবাক হচ্ছি যে, এই এলাকার মধ্যে সে মহিলার দেহটা বহন করল কীভাবে। ইরাকে পিঠে ঝোলানোর জন্য ফিতাওয়ালা বডিব্যাগ ব্যবহার করা হয়।'

'উম,' হ্যারি বলল। 'এতেই বোঝা যায়, ক্যাডাভার কুকুর কেন রাস্তার পাশের ঘ্রাণে সাড়া দেয়নি।'

'এবং কেন সে সেখানে দেহটা রাখার ঝুঁকি নিয়েছে,' ক্যাটরিন বলল।

'সেখানে শুইয়েছে?' স্কেয়ার প্রশ্ন করল।

'তুষারে একটা শরীরের ছাপ। সেখানে সে মহিলার মৃত দেহ রেখে তার গাড়ি আনতে গিয়েছে। গাড়িটা সম্ভবত অটারসেনের খামারের কাছাকাছি কোথাও পার্ক করা ছিল। এতে আধাঘণ্টার মতো সময় লেগেছে, তুমি কি একমত নও?'

স্কেয়ার অস্ফুটভাবে অসন্তোষের সঙ্গে বলল 'ওরকমই কিছু একটা।'

'ব্যাগগুলো কালো, গাড়িতে দেখলে যে কারও মনে হবে মামুলি আবর্জনা রাখার ব্যাগ।'

'কেউই খুনির গাড়ি ওভারটেক করেনি,' হাই চাপতে চাপতে তিক্ত স্বরে বলল স্কেয়ার। 'শালার জঙ্গলের সবার সঙ্গে কথা বলেছি আমরা।'

মাথা নাড়ল হ্যারি। 'রলফ অটারসেন যে বলল, সে পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত দোকানে ছিল সে সম্পর্কে আমাদের কী ভাবা উচিত?'

BanglaBook.org

'সেখানে যদি কোনো খদ্দের না থেকে থাকে তবে অজুহাতটা যুতসই হবে না,' স্কেয়ার বলল।

'সে সেখানে গাড়ি চালিয়ে যেতে পারে এবং যমজ বাচ্চা দুটো যখন বেহালা শিখছিল তখন ফিরে আসতে পারে,' ক্যাটরিন বলল।

'কিন্তু সেই ধরনের লোক সে নয়,' স্কেয়ার বলল। চেয়ারে হেলান দিয়ে সে এমনভাবে মাথা নাড়ল যেন নিজের উপসংহারকে নিজেই সমর্থন জানাল।

সাধারণ পুলিশ যখন কোনো খুনি সম্পর্কে কথা বলে তাদের উপলব্ধি ক্ষমতা কতটা থাকে তা নিয়ে তির্যক মন্তব্য করতে যাচ্ছিল হ্যারি, তবে এটা এমন এক সময় যখন সকলেই কোনো বিরোধিতার ভয় না করে নিজের নিজের চিন্তাটা প্রকাশ করবে। অভিজ্ঞতার চেয়ে বরং কল্পনার রাজ্য থেকেই সবচেয়ে ভালো আইডিয়ার উদ্ভব ঘটে, আধা অনুমান আর ভ্রান্ত একটু মতামত।

দরজা খুলে গেল।

'কেমনাছো!' জর্ন হোম বলল। 'ক্ষমা চাচ্ছি সবার কাছে, কিন্তু আমি খুনের কাজে ব্যবহৃত অস্ত্রের খোঁজে ছিলাম।'

সে তার রেইনকোটটা খুলে হ্যারির কাত হয়ে থাকা কোট স্ট্যান্ডে ঝুলিয়ে রাখল। রেইনকোটের নিচে সে হলুদ এমব্রয়ডারি করা গোলাপি রঙের একটা শার্ট পড়ে আছে। শার্টের পেছনে দাবি করা হচ্ছে যে লিজেন্ড গায়ক হ্যাঙ্ক উইলিয়ামস– ১৯৫৩ সালের শীতকালে দেওয়া তার মৃত্যু সনদ সত্ত্বেও– বেঁচে আছে। তারপর সে সর্বশেষ খালি চেয়ারে বসে উর্ধ্ব দিকে তুলে রাখা সবার মুখের দিকে তাকাল।

'কী হয়েছে?' হাসল সে, হোম-এর প্রিয় ছোট্ট এক লাইনের কৌতুকের জন্য অপেক্ষা করছে হ্যারি। যেটা শীঘ্রীই শোনা যাবে। 'কেউ মারা গেছে?'

'হত্যা করার অস্ত্রটা,' হ্যারি বলল। 'বল তো।'

দেঁতো হাসি দিল হোম, দু' হাত ঘষল। 'আমি অবশ্য অবাক হয়েছিলাম যে, সিলভিয়া অটারসেনের ঘাড়ে পোড়া দাগ এল কোত্থেকে। প্যাথলজিস্ট ভদ্রমহিলা কোনো ক্লু পায়নি। সে কেবল বলেছে, ছোট্ট একটা ধমনী পুড়েছে, অপারেশনের পর যেভাবে রক্তপাত বন্ধ করা হয়। পা কেটে ফেলার আগে। আর সে যখন কাটাকুটির কথা বলছিল তখন আমার কিছু ভাবনা হল। তোমরা জানো, আমি খামারে বেড়ে উঠেছি...'

সামনে ঝুঁকে এল জর্ন হোম, ওর চোখে দীপ্তি খেলে গেল। সদ্য জন্ম নেওয়া ছেলের জন্য কেনা বড়দিনের উপহার, একটা পুরো রেলগাড়ি খেলনা, খুলতে থাকা একজন বাবার কথা মনে হল হ্যারির।

BanglaBook.org

'কোনো গরু যদি প্রসব করে, আর বাছুরটা যদি মৃত হয়, তবে কখনো কখনো মৃতদেহটা গরুর জন্য এত বড় হয়ে পড়ে যে সেটা প্রসবের জন্য সে চাপ দিতে পারে না। আর যদি, মৃত বাছুরটার ওপর গরুটা বাঁকা হয়ে শুয়ে থাকে, তাহলে গরুটাকে আহত না করে বাছুর বের করতে পারি না আমরা। এক্ষেত্রে পশু চিকীৎসককে করাত ব্যবহার করতে হয়।'

মুখ বিকৃত করে ব্যথার অনুভূতি প্রকাশ করল স্কেয়ার।

'করাতটা খুব পাতলা এক ধরনের নমনীয় ব্লেড যা গরুর ভেতর ঢোকানো যায়, বাছুরের ওপর ফাঁসের মতো করে লাগানো যায়। আর তারপর টান দাও এবং সামান্য নাড়াচাড়া দিয়ে দ্রুত ব্লেড সামনে-পেছনে নাড়লে, দেহটা কেটে ফেলা যায়।' হোম তার হাত দিয়ে বিষয়টা দেখাল। 'যতক্ষণ না বাছুরটা দু' টুকরো হয় এবং তুমি মৃতদেহের অর্ধেকটা বের করতে পারো। আর তারপর নিয়মমাফিক এই সমস্যার সমাধান হয়। নিয়মমাফিক। কারণ কখনো কখনো ব্লেডের কারণে মা গরুটাও কাটা পড়তে পারে, যখন তার ভেতর এটা ঢোকানো হয়, তারপর রক্তক্ষরণ হয়ে সেটা মারা যায়। তাই বছর কয়েক আগে কিছু ফরাসি কৃষক বাস্তবসম্মত একটা যন্ত্র আবিষ্কার করে যেটা এই সমস্যার সমাধান করেছে। একটা সরু তারের বৈদ্যুতিক ফাঁস যেটা মাংস পুড়িয়ে ফেলতে পারে। যন্ত্রটার প্লাস্টিকের হাতলের দু'পাশেই অত্যন্ত শক্তিশালী ধাতব তার আছে। তুমি যে কোনো কিছু কাটতে চাও না কেন তার চারপাশে তারটা আটকাতে পারবে। তারপর যন্ত্রটা উত্তপ্ত করার সুইচ টেপ। পনের সেকেন্ডে যন্ত্রটার তার প্রচন্ড উত্তপ্ত হয়ে উঠবে, তারপর হাতলের একটা বোতাম চাপলে ফাঁসটা দৃঢ় হতে হতে শরীর কেটে ফেলে। সেটা এদিক-সেদিক নড়াচড়া করে না, ফলে মা গরুর মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে কম। আর যদি তুমি সেটাকেও কাটতে চাও তাহলে দুটো সুবিধা পাবে–'

'তুমি কি আমাদের কাছে যন্ত্রটা বিক্রি করতে চাচ্ছো নাকি?' দেঁতো হাসি দিয়ে জিজ্ঞেশ করল স্কেয়ার, হ্যারির প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য তার চোখের দিকে তাকাল।

'তাপমাত্রার কারণে তারটা কাজ চালায় নিখুঁতভাবে,' বলে যাচ্ছে হোম। 'যন্ত্রণাটা কোনো ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ অথবা মৃত বাছুরের শরীরে বিষাক্ত রক্তপাত ঘটায় না। এটার তাপ ছোট ছোট ধমনী পুড়িয়ে দেয়, রক্তপাত বন্ধ করে।'

'ওকে,' হ্যারি বলল। 'তুমি কি নিশ্চিত করে জানো যে সে এ ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করেছে?'

BanglaBook.org

'না,' হোম বলল। 'এমন যন্ত্র হাতে একটা পেলে আমি পরীক্ষা করে দেখতাম, কিন্তু যে পশুচিকীৎসকের সঙ্গে বৈদ্যুতিক ফাঁস নিয়ে কথা বলেছি তিনি বলেছেন, নরওয়েজিয়ান কৃষি মন্ত্রণালয় এখনো এই যন্ত্রের অনুমোদন দেয়নি।' গভীর আর হৃদয়বিদারক অনুতাপের ভঙ্গিতে হ্যারির দিকে তাকাল সে।

'আচ্ছা,' হ্যারি বলল, 'যদি এটা হত্যার হাতিয়ার না হয়, এটা অন্তত এই ব্যাখ্যা দেয় যে, জলপ্রবাহে দাঁড়িয়ে হত্যাকারী কীভাবে মহিলার মাথা কেটে ফেলেছে। বাকি তোমরা কী মনে কর?'

'ফ্রান্স,' ক্যাটরিন ব্র্যাট বলল। 'প্রথমে গিলোটিন আর এখন এটা।'

স্কেয়ার তার ঠোঁট কুঁচকে মাথা ঝাঁকাল। 'অদ্ভুত লাগছে। যাই হোক, সে কোত্থেকে এই ফাঁস পেল? যদি এটা এখানে অনুমোদিত হয়ে না থাকে?'

'আমরা এখান থেকেই শুরু করতে পারি,' হ্যারি বলল। 'তুমি কি বিষয়টা খুঁজে দেখবে, স্কেয়ার?'

'আমি বলেছি, আমি ওসবে বিশ্বাস করি না।'

'সরি, আমি পরিষ্কার করে বলিনি কথাটা। আমি বলতে চেয়েছি: এটা খুঁজে দেখ, স্কেয়ার। আর কিছু, হোম?'

'না। অপরাধের স্থানে অবশ্যই কিছু রক্তের দাগ থাকার কথা, কিন্তু গোলা ঘরে মুরগি কাটার রক্ত ছাড়া আর কোনো রক্ত নেই। মুরগিগুলোর বিষয় হচ্ছে, ওগুলোর শরীরের তাপমাত্রা আর ঘরটার তাপমাত্রা দেখে মনে হচ্ছে, ওগুলোকে আনুমানিক সাড়ে ছয়টার দিকে কাটা হয়েছে। যদিও একটু অনিশ্চয়তা আছে কারণ, একটা মুরগির তাপমাত্রা অন্য দুটোর চেয়ে বেশি ছিল।'

'জ্বর হয়েছিল নিশ্চয়,' হাসল স্কেয়ার।

'আর তুষারমানবটা?' জিজ্ঞেশ করল হ্যারি।

'ঘণ্টাখানেক পরেই যখন তুষার গলতে থাকে তুমি তখন তার ওপর আঙুলের ছাপ খুঁজে পাবে না, তবে চামড়ার কিছু অংশ তোমার পাওয়া উচিত, যেহেতু জমাট তুষার ছিল তীক্ষ্ণ। সম্ভবত গ্লাভস অথবা বিস্তানার আঁশ পাওয়া যাবে, যদি সেটা সে পরে থাকে। কিন্তু আমরা কোনোটাই খুঁজে পাইনি।'

'রাবারের গ্লাভস,' ক্যাটরিন বলল।

'নয়তো কোনো নিম্নমানের কথা নয়,' হোম বলল।

'ওকে, আমরা অন্তত একটা মাথা পেয়েছি। তুমি কি দাঁত পরীক্ষা করে দেখেছ-?'

হ্যারিকে বাধা দিল হোম, তার মুখভঙ্গি আক্রমণাত্মক। 'মহিলার দাঁতে থাকা প্রমাণের জন্য? তার চুল? তার ঘাড়ের আঙুলের ছাপ? ফরেনসিক অফিসাররা অন্য বিষয় ভাবে না?'

BanglaBook.org

দুঃখ প্রকাশ করে মাথা নাড়ল হ্যারি, হাতঘড়ি দেখল। 'স্কেয়ার, যদিও তুমি মনে কর রলফ অটারসেন সে ধরনের লোক নয়, বির্তে বেকার নিখোঁজ হওয়ার সময় লোকটা কোথায় ছিল, এবং কী করছিল সেটা খুঁজে বের কর। আমি ফিলিপ বেকারের সঙ্গে একটু কথা বলব। ক্যাটরিন, তুমি সব নিখোঁজ ব্যক্তির কেইস নিয়ে বস, এ দুটোসহ, কোনো সাদৃশ্য পাও কিনা দেখ।'

'ওকে,' ক্যাটরিন বলল।

'সবকিছু মিলিয়ে দেখবে,' হ্যারি বলল। 'মৃত্যুর সময়, চাঁদের আকার, টিভিতে কী ছিল, ভিকটিমের চুলের রং, তারা কি লাইব্রেরি থেকে একই ধরনের বই ধার নিয়েছিল কিনা, একই ধরনের সেমিনারে যোগ দিয়েছে কিনা, তাদের কোনো নাম্বারের সংখ্যা। আমাদের জানতে হবে খুনিটা কীভাবে তাদেরকে বাছাই করে।'

'এক মিনিট,' স্কেয়ার বলল। 'আমরা কি ইতোমধ্যে ঠিক করে ফেলেছি যে এসবের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে? আমাদের কি সব সম্ভাবনার পথ খোলা রাখা উচিত নয়?'

'তুমি যেভাবে চাও সেভাবে খোলা রাখতে পারো,' হ্যারি বলল। উঠে দাঁড়িয়ে পকেটের ভেতর ওর গাড়ির চাবি আছে কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখল। 'পাশাপাশি সেটাও কর যেটা তোমার বস তোমাকে করতে বলে। সবার শেষে যে বেরোবে, বাতি নিভিয়ে যাবে।'

লিফটের জন্য অপেক্ষা করতে করতে হ্যারি কারও আসার শব্দ পেল। ঠিক ওর পেছনে এসে পায়ের আওয়াজটা থেমে গেল।

'আজ সকালে আমি যমজ দুই বাচ্চার একজনের সঙ্গে কথা বলেছি।'

'ও তাই নাকি?' ক্যাটরিন ব্র্যাটের দিকে ঘুরে দাঁড়াল হ্যারি।

'আমি জিজ্ঞেশ করেছি, মঙ্গলবার তারা কী করছিল।'

'মঙ্গলবার?'

'যেদিন বির্তে বেকার নিখোঁজ হয়েছে।'

'ঠিক।'

'সে, তার বোন এবং মা শহরেই ছিল। সেটা সে মনে রেখেছে কারণ, তারা ডাক্তার দেখানোর পর কন-টিকি মিউজিয়ামে একটা খেলনা খুঁজতে গিয়েছিল। এবং তাদের মা যখন একজন মেয়ে বন্ধুর কাছে গিয়েছিল, তখন তারা এক আন্টির বাসায় রাত কাটিয়েছে। ঘর দেখার জন্য বাবাটা একা বাসাতেই ছিল।'

BanglaBOOK.org

ব্র্যাট এত কাছে দাঁড়িয়েছে যে হ্যারি তার পারফিউমের ঘ্রাণ পাচ্ছে। ঘ্রাণটা ওর চেনা কোনো নারীর ব্যবহার করা পারফিউমের মতো নয়। খুব ঝাঁঝাল, এর মধ্যে কোনো মিষ্টি ভাব নেই।

'উম। যমজদের কোনজনের সঙ্গে কথা বলেছ?'

ক্যাটরিন ব্র্যাট হ্যারির চোখের দিকে তাকাল। 'ধারণা নেই, এটা কি গুরুত্বপূর্ণ।'

একটা আওয়াজ শুনে হ্যারি বুঝল, লিফট ওদের ফ্লোরে এসে গেছে।

একটা তুষারমানব আঁকছে জোনাস। এটাকে সে হাসি হাসি চেহার দিতে চাচ্ছে, একটা সুখী তুষারমানব বানাতে চাচ্ছে। কিন্তু ঠিক ঠিক বানাতে পারছে না; বিশাল সাদা কাগজ থেকে এটা কেবলই ওর দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। ওর চারদিকে, বিশাল অডিটোরিয়ামে, একটা শব্দই শোনা যায় বড়জোর, কেবল ওর বাবার চকের ঘষঘষ আওয়াজ, তার সামনের বোর্ডে কখনো কখনো ঠক ঠক একটা আওয়াজ, এবং কাগজের ওপর ছাত্র-ছাত্রীদের বলপয়েন্ট কলমের ঘসঘস শব্দ। তুমি যদি কলম ব্যবহার কর তবে সেটা মুছতে পারবে না, কোনো কিছু বদলাতে পারবে না, সেখানে যা আঁকবে তা চিরকালের জন্য থেকে যাবে। আজ সকালে সে এই ভেবে ঘুম থেকে উঠেছে যে, তার মা ফিরে এসেছে, ভেবেছে সবকিছুই আবার চমৎকার ঠিকঠাক হয়ে গেছে। সে দৌড়ে তার মায়ের বেডরুমে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে তার বাবা পোশাক পরছিল এবং তিনি জোনাসকেও পোশাক পরতে বললেন কারণ সে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে। কলম।

যেখানে ওর বাবা থামল সেখানে রুমটা একটা থিয়েটার অডিটরিয়ামের মতো থমকে গেল। তার বাবা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে একটা কথাও বলেননি, এমনকি তিনি এবং জোনাস যখন ক্লাসে ঢুকল তখনও না। কেবল তাদের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন, জোনাস যেখানটায় বসবে সেই আসনটা দেখিয়ে দিলেন, আর তারপর সোজা বোর্ডে গিয়ে লেখা শুরু করলেন। স্পষ্টতই ছাত্র-ছাত্রীরা এতে অভ্যস্ত। তারা তৈরি হয়েই বসে ছিল, তৎক্ষণাতই নোট নেওয়া শুরু করল। বোর্ডটা সংখ্যা আর ছোট ছোট অক্ষর আর কিছু অদ্ভুত হিজিবিজি চিহ্নে ভরা যেগুলো জোনাস চিনতে পারল না। ওর বাবা একসময় ওকে বলেছিল, পদার্থবিজ্ঞানের নিজস্ব ভাষা আছে যেটাকে সে গল্প বলায় ব্যবহার করে। জোনাস যখন জানতে চাইল যে গল্পগুলো অ্যাডভেঞ্চারধর্মী কিনা, তখন তার বাবা হেসে বলেছিলেন, পদার্থবিজ্ঞান কেবল সেই জিনিশের ব্যাখ্যার কাজে

BanglaBook.org

লাগে যে জিনিশ সত্য, বলেছিলেন যে, এটা এমন ভাষা যেটা দিয়ে চেষ্টা করেও মিথ্যে বলা যায় না।

হিজিবিজি কিছু চিহ্ন খুবই মজার। আর খুব চমৎকার।

চকের গুঁড়ো ওর বাবার কাঁধের ওপর এসে পড়ছে। তার জ্যাকেটের ওপর তুষারের মতো পাতলা সাদা আস্তর পড়েছে। কিন্তু এটা একটা সুখী তুষারমানবে পরিণত হচ্ছে না। এবং হঠাৎই লেকচার রুমটা পুরোপুরি স্থির হয়ে গেল। লেখা থামিয়ে দিল সবগুলো কলম। কারণ চকের টুকরোটা থেমে আছে। বোর্ডের একেবারে ওপরে নিশ্চল হয়ে আছে, এত উঁচুতে যে সেখানটায় চক ধরতে তার বাবাকে মাথার ওপর হাত বাড়িয়ে দিতে হয়েছে। আর এখন মনে হচ্ছে চকটা সেখানে সেঁটে আছে আর তার বাবা বোর্ড ধরে ঝুলছে, ঠিক তেমনভাবে যেমনভাবে উইলি ই. কয়টে উঁচু খাড়া পাহাড়ের ছোট্ট একটা ডাল ধরে ঝুলছিল এবং নিচের মাটি অনেক অনেক দীর্ঘ দূরত্বে। তারপর তার বাবার কাঁধ কাঁপা শুরু হল। জোনাস ভাবল, বাবা চক ছাড়ানোর চেষ্টা করছে, সেটাকে আবার নাড়ানোর চেষ্টা করছে কিন্তু সেটা নড়ছে না। অডিটরিয়ামের ভেতরে যখন সবাই তাদের মুখ খুলে একই সঙ্গে শ্বাস টানল তখন একটা মৃদু ধ্বনি হল। অবশেষে তার বাবা চকটা ছাড়াতে পারল, না ঘুরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল এবং বেরিয়ে গেল। সে আরও চক আনতে গেছে, জোনাস ভাবল। তাকে ঘিরে ছাত্র-ছাত্রীদের গুঞ্জন ক্রমে বেড়েই চলেছে। দুটো শব্দ সে শুনতে পেল: 'বউ' এবং 'নিখোঁজ'। বোর্ডের দিকে তাকাল সে, বোর্ডটা প্রায় পুরোটাই ঢাকা। তার বাবা লেখার চেষ্টা করেছে যে, বির্তে মারা গেছে, কিন্তু চক কেবলই সেটাই বলতে পারে যেটা সত্য, কাজেই এটা আটকে গেছে। জোনাস তার তুষারমানব ঘষে মুছে ফেলার চেষ্টা করল। তার চারপাশের ছাত্রছাত্রীরা ব্যাগে বইপত্র ভরছে, তারা উঠে চলে যাওয়ার সময় আসনগুলো নড়ার শব্দ হল।

কাগজের ওপরের ব্যর্থ তুষারমানবের ওপর একটা ছায়া পরল। মুখ তুলে তাকাল জোনাস।

পুলিশের লোকটা, কুশ্রী চেহারার আর দয়ার্দ্র চোখের লম্বা লোকটা।

'তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে, আমরা খুঁজে দেখব যে তোমার বাবাকে পাওয়া যায় কিনা?' পুলিশটা জিজ্ঞেশ করল।

প্রফ. ফিলিপ বেকার লেখা অফিসের দরজায় মৃদু টোকা দিল হ্যারি।

ভেতরে কোনো আওয়াজ না হওয়ায় দরজাটা খুলল ও।

BanglaBook.org

ডেস্কের পেছনের লোকটা তার হাতের ওপর থেকে মাথাটা তুলল। 'আমি কি বলেছি যে তুমি ভেতরে আসতে পারো...?'

সে যখন হ্যারিকে দেখল, তখন থেমে গেল। এবং হ্যারির ওপর থেকে দৃষ্টি নামিয়ে তার পাশে দাঁড়ানো জোনাসের দিকে তাকাল।

'জোনাস!' ফিলিপ বেকার বলল, হতভম্ব হওয়া এবং কঠোর তিরস্কার করার মাঝামাঝি একধরনের কণ্ঠস্বর। তার চোখের চারপাশ লাল হয়ে আছে। 'তোমাকে কি আমি চুপচাপ সিটে বসে থাকতে বলিনি?'

'আমি ওকে সঙ্গে করে এনেছি,' হ্যারি বলল।

'ওহ্?' বেকার তার হাতঘড়ি দেখে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'আপনার ছাত্র-ছাত্রীরা চলে গেছে,' হ্যারি বলল।

'ওরা চলে গেছে?' বেকার তার চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল। 'আমি... আমি ওদেরকে কেবল একটা বিরতি দিয়েছিলাম।'

'সেখানে ছিলাম আমি,' হ্যারি বলল।

'আপনি ছিলেন? কেন...?'

'আমাদের সবারই কেবল কিছুক্ষণের জন্য বিরতি দরকার, আমরা কি একটু কথা বলতে পারি?'

'আমি চাইনি, ও স্কুলে যাক,' জোনাসকে কফিরুমে গিয়ে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়ে তারপর ব্যাখ্যা করল বেকার। 'কোনো প্রশ্ন, অনুমান এসব আমি চাই না একদমই। আমি নিশ্চিত, আপনি বুঝতে পারছেন।'

'হ্যাঁ।' হ্যারি সিগারেটের একটা প্যাকেট বের করল, বেকারের দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকাল, প্রফেসর দৃঢ়ভাবে মাথা ঝাঁকালে প্যাকেটটা রেখে দিল ও। 'বোর্ডে যা আছে তার চেয়ে অন্য যে কোনো কিছুই বোঝা অনেক সহজ।'

'এটা কোয়ান্টাম ফিজিক্স।'

'রহস্যময় বিষয়।'

'অ্যাটমের জগতটাই রহস্যময়।'

'কীভাবে?'

'তারা আমাদের বেশিরভাগ ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্যাল ল ভেঙে ফেলে। তেমন একটা বস্তুর মতো যেটা একই সময় দু'জায়গায় থাকতে পারে না। নিয়েলস বোর একবার বলেছিলেন, তুমি যদি কোয়ান্টাম ফিজিক্স দিয়ে গভীরভাবে আলোড়িত না হয়ে থাকো তাহলে তুমি এটাকে বোঝনি।'

'তবে আপনি এটাকে বুঝেছেন?'

BanglaBook.org

'না– পাগল নাকি আপনি? এটা পুরোপুরি বিভ্রান্তিকর। তবে আমি এই বিভ্রান্তির চেয়ে সেই বিভ্রান্তিকে বেশি পছন্দ করি।'

'কোনটা?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেকার। 'আমাদের প্রজন্ম আমাদের সন্তানদের দাস এবং সচিবে পরিণত হয়েছে। সেটা বির্তের মধ্যেও ছিল বলে আমার আশঙ্কা। এত অ্যাপয়নমেন্ট, জন্মদিন, প্রিয় খাবার আর ফুটবল মৌসুম যে এসব আমাকে পাগল করে তোলে। বাইগডয়-এর ডাক্তারের শল্য চিকীৎসাকেন্দ্র থেকে আজ কেউ একজন ফোন দিয়েছে কারণ, জোনাস একটা অ্যাপয়ন্টমেন্ট অনুযায়ী সেখানে যায়নি। আর ঈশ্বর জানে, আজ বিকেলে ওর কোথায় প্রশিক্ষণ আছে, ওর প্রজন্মের বাচ্চারা একটা বাস ধরার সম্ভাবনার কথা শোনেনি কখনোই।'

'জোনাসের কী সমস্যা?' নোটপ্যাড বের করল হ্যারি; যেটাতে ও কখনোই লেখে না, কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে জানে, এর ফলে লোকজনের মনের ওপর নজর রাখা যায়।

'কিছু না। সাধারণ চেক-আপ, আমার ধারণা।' হাত দিয়ে বিরক্তিসূচক এক টুসকি মেরে বিষয়টাকে বাতিল করে দিল বেকার। 'এবং আমার অনুমান, আপনি এখানে অন্য কোনো কারণে এসেছেন?'

'হ্যাঁ,' হ্যারি বলল। 'গতকাল বিকালে আর সন্ধ্যায় আপনি কোথায় ছিলেন সেটা জানতে চাই।'

'কী?'

'কেবলই রুটিন ওয়ার্ক, বেকার।'

'এর সঙ্গে কি কোনো কিছুর... কোনো কিছুর...?' পত্রিকার স্তূপের ওপর রাখা *ড্যাগব্লেইডেট* পত্রিকার দিকে মাথা ঝাঁকাল বেকার।

'আমরা জানি না,' হ্যারি বলল। 'আমাকে কেবল উত্তরটা বলুন, প্লিজ।'

'আমাকে বলুন তো, আপনাদের সবার কি মতিভ্রম হয়েছে?'

জবাব না দিয়ে নিজের হাতঘড়ি দেখল হ্যারি।

গর্জন করে উঠল বেকার। 'ঠিক আছে, আপনাদেরকে আমি সাহায্য করতে চাই। গত রাতে আমি এখানে বসে হাইড্রোজেনের ওয়েভ লেন্থ্সের বিষয়ে একটা নিবন্ধ লিখছিলাম, আশা করি নিবন্ধটা প্রকাশিত হবে।'

'এমন কোনো সহকর্মী কি আছে যিনি আপনার কথার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত করবেন?'

'কারণটা হচ্ছে, বিশ্বে নরওয়েজীয় গবেষণার অংশ এত কম যে নরওয়েজিয়ান অ্যাকাডেমিকসদের কেবল তাদের আলস্যেই আত্মতুষ্টি উপচে পড়ে। আমি, যেমনটা থাকি, একদমই একা ছিলাম।'

BanglaBook.org

'আর জোনাস?'

'সে নিজেই নিজের খাবার তৈরি করেছে এবং আমি বাসায় না ফেরা পর্যন্ত বসে বসে টিভি দেখেছে।'

'ফিরেছেন কখন?'

'ঠিক নয়টার পর, আমার মনে হয়।'

'উম।' হ্যারি নোট নেওয়ার ভান করল। 'আপনি কি বির্তের জিনিশপত্র ঘেটে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'পেয়েছেন কিছু?'

ফিলিপ বেকার তার মুখের এক কোণায় একটা আঙুল দিয়ে টোকা দিল এবং মাথা ঝাঁকাল। হ্যারি তার চোখে চোখ রাখল, নিরবতাকে কাজে লাগাচ্ছে। কিন্তু বেকার নিশ্চুপ হয়ে আছে।

'আপনার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ,' নোটপ্যাড গুটিয়ে জ্যাকেটের পকেটে রেখে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল হ্যারি। 'জোনাসকে বলে যাবো যে সে ভেতরে আসতে পারে।'

'একটু পরে, প্লিজ।'

কফি রুমটা খুঁজে বের করে হ্যারি দেখল, জোনাস বসে বসে আঁকছে, তার জিহ্বার ডগা মুখের বাইরে বের হয়ে আছে। ছেলেটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও। নিচের কাগজে উঁকি দিয়ে দেখল, সেখানে দুটো অসমান বৃত্ত আঁকা।

'এ তুষারমানব।'

'হ্যাঁ,' মুখ তুলে বলল জোনাস। 'তুমি বুঝলে কীভাবে?'

'মা তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল কেন, জোনাস?'

'জানি না।' তুষারমানবের আর একটা মাথা আঁকল জোনাস।

'ডাক্তারের নাম কী?'

'জানি না।'

'ডাক্তারখানাটা কোথায়?'

'কাউকে কিছু বলতে নিষেধ আছে আমার। এমনকি বাবাকেও না।' কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ে জোনাস তুষারমানবের মাথার চুল আঁকছে। লম্বা চুল।

'আমি পুলিশ, জোনাস। আমি তোমার মাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি।'

পেন্সিল দিয়ে বাচ্চাটা অনেক জোরে জোরে আঁচড় কাটছে এবং চুলগুলো কালো থেকে কালো হচ্ছে।

BanglaBook.org

'জায়গাটার নাম আমি জানি না।'

'ডাক্তারখানার আশপাশের কিছু কি তোমার মনে পড়ে?'

'রাজার গরু।'

'রাজার গরু?'

মাথা নাড়ল জোনাস। 'জানালার পেছনে বসা মহিলাটার নাম ছিল বোর্গহিল্ড। আমি একটা ললিপপ পেয়েছিলাম, কারণ মহিলাকে আমি সুঁই দিয়ে আমার রক্ত নিতে দিয়েছিলাম।'

'তুমি কি নির্দিষ্টকরে কিছু আঁকছ?' জানতে চাইল হ্যারি।

'না,' তুষারমানবের চোখের পাতা আঁকতে আঁকতে বলল জোনাস।

ফিলিপ বেকার জানালার কাছে দাঁড়িয়ে হ্যারি হোলকে গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গাটা পেরোতে দেখছে। চিন্তামগ্ন হয়ে আছে সে, ছোট্ট কালো নোটবুকটা হাতের তালুর ওপর বাড়ি দিচ্ছে। বেকার ভেবে অবাক হচ্ছে যে, পুলিশটা তার লেকচারের সময় ছিল সেটা যখন সে না জানার ভান করেছিল হোল তখন তার কথা বিশ্বাস করেছে কিনা। অথবা যখন সে বলেছে যে আগের সন্ধ্যায় সে একটা আর্টিকেল নিয়ে কাজ করছিল। অথবা এ কথা যে সে বির্তের কোনো জিনিশই খুঁজে পায়নি। কালো নোটবুকটা বির্তের ডেস্কের ড্রয়ারেই ছিল; এমনকি সে নোটবুকটাকে লুকানোর কোনো চেষ্টাও করেনি। এবং সেখানে যা লেখা আছে...

বেকার প্রায় হেসেই ফেলেছিল। নির্বোধটা বিশ্বাস করেছে যে বির্তে তার সঙ্গে ছলনা করতে পারে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১১

দিন ৪।

ডেথ মাস্ক।

হ্যারি উঁকি দিয়ে দেখল, ক্যাটরিন ব্র্যাট তার কম্পিউটারের ওপর ঝুঁকে বসে আছে।

'কোনো মিল খুঁজে পেলে?'

'খুব বেশি না,' ক্যাটরিন বলল। 'সব মহিলার চোখই নীল। এটা ছাড়া আর সব কিছুতেই তারা আলাদা। তাদের সবারই স্বামী-সন্তান আছে।'

'আমি একটা জায়গা পেয়েছি, যে জায়গা থেকে শুরু করতে পারি আমরা,' হ্যারি বলল। 'রাজার গরুর কাছাকাছি কোথাও এক ডাক্তারের কাছে জোনাসকে নিয়ে গিয়েছিল বির্তে বেকার। যেটা বাইগডয়-এর রাজকীয় কংসগার্ডেনের এস্টেটের কাছে। আর তুমি বলেছিলে, যমজ দু' বোন ডাক্তার দেখানোর পর কন-টিকি মিউজিয়ামে গিয়েছিল। সেটাও বাইগডয়। ফিলিপ বেকার ডাক্তার সম্পর্কে জানে না কিছুই, তবে রলফ অটারসেন জানতে পারে।'

'তাকে ফোন করছি আমি।'

'ফোন করে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।'

নিজের অফিস রুমে এসে হ্যারি হাতকড়াটা তুলল, ভয়েস মেইল শুনতে শুনতে হাতকড়ার এক প্রান্ত নিজের কব্জিতে এবং অপর প্রান্ত টেবিলের পায়ার সঙ্গে লাগাল। র‍্যাকেল বলেছে, ভ্যালে হভিনে একজন বন্ধুকে নিয়ে আসছে ওলেগ। ম্যাসেজটা অপ্রয়োজনীয়। ও জানে, এটা আসলে ওকে মনে করিয়ে দেওয়ার ছল, যদি হ্যারি পুরো বিষয়টা ভুলে গিয়ে থাকে। হ্যারি কখনোই ওলেগের সঙ্গে করা কোনো আয়োজন সম্পর্কে ভুলে যায়নি। তবে এ ধরনের ছোটখাট খোঁচাকে ও মেনে নিয়েছে, যেটাকে অন্য কেউ অবিশ্বাসের ঘোষণা হিসেবে মনে করতে পারে। সত্যিই, এটাই বেশি, ও ওদেরকে পছন্দ করে। কারণ এর মধ্যদিয়ে প্রকাশ পায় যে র‍্যাকেল কোন ধরনের মা। আর র‍্যাকেল

এমন ছল করে কারণ ওকে সে আক্রমণ করতে চায় না।

দরজায় টোকা না দিয়েই ঘরে ঢুকল ক্যাটরিন।

'অদ্ভুত,' টেবিলের যে পায়ায় হ্যারির হাতকড়া লাগানো সেটার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল ক্যাটরিন। 'তবে আমি এটা পছন্দ করি।'

'এক হাতে দ্রুত হাতকড়া পড়ানো,' হ্যারি হাসল। 'স্টেটস-এ আমি কিছু বাজে অভ্যাস করেছি।'

'তোমার উচিত নতুন হিয়াট হাতকড়া দিয়ে চেষ্টা করা। তোমার এমনকি এটা ভাবারও প্রয়োজন নেই যে তুমি বাঁ দিক থেকে নাকি ডান দিক থেকে লাগাবে, যেদিক দিয়েই আটকাও হাতকড়াটা তোমার কব্জিতে লেগে যাবে, তোমাকে কেবল সেটা সঠিক জায়গায় লাগাতে হবে। আর তারপর তুমি দু' সেট হাতকড়া দিয়ে অনুশীলন কর, একেকবার একেকটা কব্জি, যাতেকরে হাতকড়া পড়ানোর সময় দু'বার অ্যাটেম্পট নিতে পারো।'

'উম।' হাতকড়া খুলল হ্যারি। 'তোমার মনে কী আছে?'

'ডাক্তারের সঙ্গে কোনো অ্যাপয়ন্টমেন্ট বা বাইগডয়ে কোনো ডাক্তারের কথা শোনেনি রলফ অটারসেন। বস্তুত, বেইরাম-এ তাদের পরিচিত ডাক্তার আছে। যমজ দু'জনকে আমি জিজ্ঞেশ করতে পারি যে তাদের কেউ ডাক্তারটিকে মনে করতে পারে কিনা, অথবা আমরা বাইগডয়-এর ডাক্তারের অফিসে ফোন করে নিজেরাই চেক করতে পারি। সেখানে কেবল চারজন ডাক্তার আছেন। এই যে।'

হ্যারির ডেস্কের ওপর সে হলুদ কাগজের টুকরাটা রাখল।

'রোগীর নাম প্রকাশ করার অনুমতি ওদের নেই,' হ্যারি বলল।

'যমজ দু'জন স্কুল থেকে ফিরলে আমি তাদেরকে জিজ্ঞেশ করব।'

'দাঁড়াও,' হ্যারি বলল, টেলিফোন তুলে প্রথম নাম্বারটা ডায়াল করল। একটা নাকি কণ্ঠস্বর ডাক্তারের অফিসের নাম বলে জবাব দিল।

'বর্গহিল্ড আছেন এখানে?' জিজ্ঞেশ করল হ্যারি।

না বর্গহিল্ড নামে কেউ নেই।

দ্বিতীয় নাম্বারেও সমান নাকি সুরে অ্যানসারি মেশিন বলল যে, ডাক্তারের অফিস কেবল নির্ধারিত দু' ঘণ্টা সময় ফোন রিসিভ করে, এবং সে সময় কিছুক্ষণ আগে পেরিয়ে গেছে।

অবশেষে, চতুর্থ চেষ্টায়, প্রায় হাসতে হাসতে হাসিখুশী একটা কণ্ঠস্বর ওকে সেই জবাব দিল যেটার প্রত্যাশা হ্যারি করছিল।

'হ্যাঁ, আমিই সে-ই ডাক্তার।'

BanglaBook.org

'হ্যালো, বর্গহিল্ড, আমি ইন্সপেক্টর হ্যারি হোল, অসলো পুলিশ।'

'জন্ম-তারিখ?'

'বসন্তকালের কোনো এক সময়ে। আমি একটা খুনের কেইসের বিষয়ে ফোন করেছি। আমার ধারণা, আপনি আজ পত্রিকাগুলো পড়েছেন। আমি যেটা জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে, আপনি গত সপ্তাহে সিলভিয়া অটারসেনকে দেখেছিলেন কিনা?'

লাইনের অপর প্রান্তে নিরবতা।

'এক মিনিট,' মহিলা বললেন।

মহিলার উঠে যাওয়ার শব্দ শুনল হ্যারি, এবং অপেক্ষা করল। তারপর সে ফিরে এল। 'আই অ্যাম সরি, মি. হোল। রোগীদের তথ্য গোপনীয়। আর আমার মনে হয়, পুলিশ সেটা জানে।'

'আমরা জানি। তবে আমি যদি ভুল করে না থাকি, মেয়ে দুটো রোগী, সিলভিয়া নয়।'

'তারপরও। আপনি এমন তথ্য জানতে চাচ্ছেন যাতে পরোক্ষভাবে আমাদের রোগীদের পরিচয় প্রকাশ পেতে পারে।'

'আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, এটা একটা হত্যার তদন্ত।'

'আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, আপনি একটা সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারেন। আমরা সম্ভবত আমাদের রোগীদের তথ্য বেশ খানিকটাই রক্ষা করতে পারি, তবে এটাই আমাদের কাজের ধরন।'

'আপনাদের কাজের ধরণ?'

'আমাদের কাজের বিশেষজ্ঞদের বেলায়।'

'কী সেটা?'

'প্লাস্টিক সার্জারি এবং স্পেশালিস্ট অপারেশন্স। আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন– www.kirklinikk.no।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, কিন্তু আমি মনে করি, আপাতত আমি যথেষ্টই শিখেছি।'

'যেমনটা আপনি মনে করেন।'

ফোন রেখে দিল মহিলা।

'মিলল কিছু?' জিজ্ঞেশ করল ক্যাটরিন।

'জোনাস আর যমজ দু'জন একই ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল,' চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল হ্যারি। 'এবং এর অর্থ আমরা কাজের মধ্যেই আছি।'

অ্যাড্রেনালিন নিঃসরণ আর উত্তেজনা অনুভব করছে হ্যারি। শিকারের প্রথম

BanglaBook.org

গন্ধ পেলে ওর সবসময়ই এমন অনুভূতি হয়। আর এই নিঃসরণের পর বড় ধরনের অবসেশন তৈরি হয় ওর। একসময় যেটা হয়ে ওঠে সবকিছু: প্রেম এবং প্রমত্ততা, অন্ধত্ব এবং স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন, অর্থপূর্ণ এবং পাগলামি। উত্তেজনা সম্পর্কে সহকর্মীরা মাঝেমধ্যেই কথা বলে, কিন্তু এটা অন্য কিছু, বিশেষ কিছু। ও কখনোই কাউকেই এই অবসেশন সম্পর্কে বলেনি, অথবা একে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেনি। সেই সাহস করেনি। ও যা জানে তা হচ্ছে, এটা ওকে সাহায্য করে, পরিচালনা করে, যে কাজে নিয়োজিত আছে সে কাজে শক্তি জোগায়। ও আর বেশি কিছু জানতে চায় না। আসলেই চায় না।

'তাহলে এখন আমরা কি করব?' ক্যাটরিন জিজ্ঞেশ করল।

চোখ খুলে হ্যারি সিট থেকে লাফিয়ে উঠল। 'এখন আমরা শপিংয়ে যাবো।'

টেস্ট অব আফ্রিকা দোকানটা বোগস্টাডভিয়েন-এর ম্যাজরস্টুয়েনের ব্যস্ততম রাস্তার পাশে অবস্থিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত একটি পার্শ্বরাস্তা থেকে চৌদ্দ মিটার দূরে অবস্থিত দোকানটিকে দেখে বোঝা যায় এটা এখনো চৌহদ্দির মধ্যেই আছে।

হ্যারি আর ক্যাটরিন দোকানটার ভেতর ঢুকতেই একটা ঘণ্টা বাজল। নিভু নিভু আলোয়– অথবা আরও ভালো করে বললে: আলোর খামতি– ভারি বুননের উজ্জ্বল রঙা গালিচা, লুঙ্গির মতো দেখতে জিনিশ, পশ্চিম আফ্রিকান নকশার কুশন, ছোট্ট কফি টেবিল যেটাকে দেখে মনে হয় সোজা রেইনফরেস্ট থেকে কাঠ কেটে এনে তৈরি করা হয়েছে, এবং লম্বা পাতলা কাঠের মূর্তি যেটা মাসাই উপজাতিদের আদলে গড়া এবং পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকার বৃক্ষহীন তৃণময় সমতলভূমির অতি চেনা কয়েকটি প্রাণি দেখল হ্যারি। সবকিছুকে মনে হচ্ছে যত্নসহকারে পরিকল্পনা করে সাজানো হয়েছে: সেখানে দৃশ্যমান কোনো মূল্যতালিকা নেই, রঙগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা মানিয়েছে বেশ এবং জিনিশগুলো নূহ'র নৌকার প্রাণির মতো জোড়ায় জোড়ায় সাজিয়ে রাখা। সংক্ষেপে, এটাকে দোকানের চেয়ে প্রদর্শনী বলেই বেশি মনে হয়। কিছুটা নিস্তেজ প্রদর্শনী। দোকানের দরজা বন্ধ হওয়ার পর এবং ঘণ্টাধ্বনি থামার পর নিস্তেজ অনুভূতিটা আরও বেড়ে গেল।

'হ্যালো?' দোকানের ভেতর থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠস্বর।

BanglaBook.org

শব্দটাকে অনুসরণ করল হ্যারি। ঘরটার পেছনে অন্ধকারের মধ্যে কাঠের বিশাল এক জিরাফের পেছনে এবং কেবল একটি স্পটলাইট দিয়ে আলোকিত, মহিলার পিঠটা দেখতে পেল যে কিনা একটা চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। দাঁত বের করে হাস্যরত কাঠের কালো একটা মুখোশ দেয়ালের ওপর ঝোলাচ্ছে সে।

'কে আপনারা?' না ঘুরেই বলল মহিলা।

এমনভাবে বলল যেন খদ্দের নয়, অপ্রত্যাশিত কিছুরই প্রত্যাশায় ছিল সে।

'আমরা পুলিশ থেকে এসেছি।'

'ও, হ্যাঁ।' ঘুরে দাঁড়াল মহিলাটা, স্পটলাইটের আলো পড়ছে তার মুখের ওপর। হ্যারির মনে হলো ওর হৃদস্পন্দন থেমে গেছে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ও এক কদম পিছিয়ে গেল। এ তো সিলভিয়া অটারসেন।

'কোনো সমস্যা?' সে তার চশমার কাঁচের মাঝে ভ্রু কুচকে জিজ্ঞেশ করল।

'আপনি... কে?'

'অ্যানি পেডারসেন,' হ্যারির হতবুদ্ধ হয়ে পড়ার অবশ্যম্ভাবী কারণ বুঝতে পেরে তৎক্ষণাত বলল সে। 'আমি সিলভিয়ার বোন। আমরা যমজ।'

কাশতে শুরু করল হ্যারি।

'ইনি হচ্ছেন ইন্সপেক্টর হ্যারি হোল,' ওর পেছনে ক্যাটরিনকে কথা বলতে শুনল হ্যারি। 'আর আমি ক্যাটরিন ব্র্যাট। এখানে আমরা রলফের কাছে এসেছি।'

'ও অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ায় গেছে।' থামল অ্যানি পেডারসেন, এবং সেই মূহুর্তে তাদের তিনজনই জানে যে, অন্য দু'জন কী ভাবছেঃ লোকটা কীভাবে একটা মাথা সমাহিত করবে?

'আর আপনি বিরতির এই সময়টায় এখানে আছেন?' ক্যাটরিন বলল।

ছোট্ট করে হাসল অ্যানি পেডারসেন। 'হ্যাঁ।' চেয়ার থেকে সাবধানে নিচে নামল সে, তার হাতে এখনো কাঠের মুখোশ।

'বিশেষ আনুষ্ঠানিক নাকি আধ্যাত্মিক মুখোশ?' জিজ্ঞেশ করল ক্যাটরিন।

'আনুষ্ঠানিক,' সে বলল। 'হুতু। পূর্ব কঙ্গো।'

হাতঘড়ি দেখল হ্যারি। 'উনি কখন ফিরবেন?'

'আমি জানি না।'

'কোনো আন্দাজ করতে পারে?'

'যেমনটা বলেছি, আমি–'

BanglaBook.org

'এটা আসলেই সুন্দর একটা মুখোশ,' কথার মাঝখানে বলল ক্যাটরিন। 'আপনি কঙ্গোতে ছিলেন, এবং এটা আপনি নিজেই নিয়ে এসেছেন, ঠিক না।'

ক্যাটরিনের দিকে অ্যানি তাকাল বিস্মিত হয়ে। 'আপনি জানলেন কী করে?'

'আপনি যেভাবে এটাকে ধরে আছেন, এটার চোখ অথবা মুখ না ঢেকে, তা দেখে বুঝলাম। আপনি এর আত্মকে সম্মান করেন।'

'আপনি কি মুখোশ সম্পর্কে আগ্রহী?'

'কিছুটা,' ক্যাটরিন বলল। দু' পাশে ছোট্ট হাত আর নিচে পাওয়ালা কালো একটা মুখোশের দিকে ইঙ্গিত করল সে। মুখটার অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক জন্তু। 'ওটা পেলিয়ে মুখোশ, তাই না।'

'হ্যাঁ, আইভরি কোস্টের। সেনুফো।'

'ক্ষমতা'র মুখোশ?' মুখোশের ওপরের নারকেলের খোল থেকে ঝুলে থাকা জন্তুর শক্ত পিচ্ছিল চুলে হাত বোলাল ক্যাটরিন।

'ওয়াও, তুমি তো অনেক কিছুই জানো,' অ্যানি বলল।

'ক্ষমতা'র মুখোশ কী?' হ্যারি প্রশ্ন করল।

'যেটা বলা হয়,' অ্যানি জবাব দিল। 'আফ্রিকায় এ ধরনের মুখোশ শুধুই প্রতীকশূন্য নয়। এ ধরনের মুখোশ পরা লো সম্প্রদায়ের কোনো লোকের ওপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে সবধরনের নির্বাহী এবং বিচারিক ক্ষমতা আরোপ করা হয়। এই মুখোশ পরিহিত ব্যক্তির কর্তৃত্ব নিয়ে কেউই প্রশ্ন তোলে না; মুখোশই ক্ষমতা দেয়।'

'দরজার কাছে দুটো মৃত্যুর মুখোশ ঝুলতে দেখলাম,' ক্যাটরিন বলল। 'খুবই সুন্দর।'

প্রতিউত্তরে হাসল অ্যানি। 'ওরকম কয়েকটা আছে আমার। ওগুলো লেসোথো থেকে আনা।'

'আমি একটু দেখতে পারি?'

'অবশ্যই। একটু দাঁড়াও এখানে।'

চলে গেল সে। ক্যাটরিনের দিকে তাকাল হ্যারি।

'আমার শুধু মনে হয়েছে, তার সঙ্গে কথা বলতে এটা কাজে আসবে,' হ্যারির অকথিত প্রশ্নের জবাবে বলল ক্যাটরিন। 'কোনো পারিবারিক গোপন বিষয় আছে কিনা সেটা খুঁজে দেখা যাবে, বুঝেছ তুমি?'

'বুঝেছি। আর তুমি সেটা তোমার সর্বোচ্চ কায়দায় চেষ্টা কর।'

'তুমি কি করার মতো কিছু পেয়েছ?'

'আমি আমার অফিসে থাকব। রলফ অটারসেন যদি ফিরে আসে, রোগীর

BanglaBook.org

গোপনীয়তা সম্পর্কে একটা লিখিত স্টেটমেন্ট নেওয়ার কথা মনে রেখ।'

চলে যাওয়ার সময় দরজার কাছের কয়েকটা মানুষের মুখোশের দিকে এক নজর তাকাল হ্যারি। মুখোশগুলো তীব্র চীৎকারে দৃঢ়, সঙ্কুচিত আর আতঙ্কিত মুখভঙ্গির। ওর মনে হলো, মুখোশগুলো কৃত্রিম।

উলেভাল স্টেডিয়ামে আইসিএ সুপারমার্কেটের তাকের সারির ভেতর দিয়ে শপিং ট্রলি ঠেলে নিচ্ছে এলি ভ্যালে। সুপার মার্কেটটা বিশাল। অন্য সুপারমার্কেটগুলোর তুলনায় অনেক বেশি খরুচে, তবে অনেক বেশি পছন্দসই জিনিশ আছে এখানে। সে এখানে প্রতিদিন আসে না, কেবল তখন আসে যখন চমৎকার কিছু একটা কিনতে চায়। আর আজ রাতে তার ছেলে, ট্রাইভে, স্টেইটস থেকে বাড়ি ফিরছে। মনটানার একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ইকনমিকস থার্ড ইয়ারে পড়ছে। এই শরতে ওর কোনো পরীক্ষা নেই। জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করবে। ওকে আনার জন্য চার্চ অফিস থেকে সোজা ড্রাইভ করে গার্ডেমেয়েন এয়ারপোর্টে যাবে আন্দ্রেয়াস। সে জানে, যে সময় ওরা বাসায় আসবে সে সময় ওরা ফ্লাই ফিশিং আর ক্যানোই ট্রিপস সম্পর্কে গভীর আলোচনায় মগ্ন থাকবে।

ফ্রিজারের ওপর ঝুঁকে পড়ল সে, একটা ছায়া তাকে অতিক্রম করে গেল, তার শীতল অনুভূতি হল। মুখ না তুলেই সে বুঝল, এটা সেই একই জন। যখন সে ফ্রেশ-ফুড কাউন্টারের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল তখন এই ছায়াটাই তাকে অতিক্রম করেছিল, এবং সে যখন পার্কিংয়ের পর গাড়ি লক করছিল তখন পার্কিংয়ের জায়গায় ছায়াটা তার পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিল। এটা কোনো অর্থ প্রকাশ করে না। এটা কেবল পুরোনো বিষয়ের আনাগোনা। এই ঘটনার ব্যাখ্যা সে এভাবে দাঁড় করিয়েছে যে, তার ভয় পুরোপুরি কখনোই যাবে না, এমনকি যদিও অর্ধেক মানবজীবন সে পেরিয়ে এসেছে। চেকআউট কাউন্টারে দাঁড়ানোর জন্য সে দীর্ঘ লাইনটাই বেছে নিল; তার অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই দীর্ঘ লাইনেই সাধারণত তাড়াতাড়ি হয়। অথবা সে অন্তত মনে করে, তার এমন অভিজ্ঞতাই হয়েছে। আন্দ্রেয়াসের বিশ্বাস, তার ধারণা ভুল। তার পেছনে কেউ একজন লাইনে এসে দাঁড়াল। কাজেই এখানে ভুল করার আরও মানুষ রয়েছে, বিষয়টা মাথায় রাখল। সে ঘুরে দেখল না, কেবল ভাবল যে, পেছনের জন নিশ্চয়ই ফ্রিজের কোনো জিনিশ নিয়ে দাঁড়িয়েছে: সে তার পিঠে ঠাণ্ডা অনুভূতি পেল।

কিন্তু যখন সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, সেখানে তখন কোনো মানুষ ছিল না। অন্য লাইনে খুঁজে দেখতে চাইল তার চোখ। শুরু কোরো না, সে ভাবল। এটা

BanglaBook.org

আবার শুরু কোরো না।

সুপারমার্কেট থেকে বেরিয়ে সে নিজেকে জোর করে ধীরে ধীরে গাড়ির দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল, চারপাশে তাকাল না, গাড়ির দরজা খুলল, কেনা জিনিশপত্র রাখল, গাড়িতে উঠে বসল এবং গাড়ি চালাল। নর্ডবার্গের ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাটের দীর্ঘ পথের দিকে টয়োটা গাড়িটা ধীরে ধীরে চলার সময় তার ড্রাইভে আর ডিনারের কথা মনে হচ্ছিল। ডিনারটা ঠিক সেই মূহুর্তে তৈরি হয়ে যাবে যখন বাবা-ছেলে দরজা দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকবে।

টেলিফোনে এস্পেন লেঙ্গভিকের কথা শুনতে শুনতে মৃত সহকর্মীদের ছবিতে চোখ বোলাচ্ছিল হ্যারি। লেঙ্গভিক এরইমধ্যে তার গ্রুপ তৈরি করে ফেলেছে এবং হ্যারির কাছে সংশ্লিষ্ট সবধরনের তথ্যে প্রবেশাধিকার চাচ্ছে।

'আমাদের আইটি প্রধানের কাছ থেকে তুমি একটা পাসওয়ার্ড পাবে,' হ্যারি বলল। তারপর তুমি ক্রাইম স্কোয়াড নেটওয়ার্কে "তুষারমানব" নামের একটা ফোল্ডার পাবে।'

'তুষারমানব?'

'কোনো একটা নামে তো তাকে ডাকতে হবে।'

'ওকে। থ্যাঙ্কস, হোল। তুমি আমার কাছ থেকে কখন কখন রিপোর্ট পেতে চাও?'

'ঠিক যখনই তুমি কিছু একটা পাবে। আর, লেঙ্গভিক?'

'হ্যাঁ?'

'আমাদের আড়াল থেকে দূরে থেকো।'

'আর তোমাদের আড়াল ঠিক কোনটা?'

'তুমি ইঙ্গিতগুলো, প্রত্যক্ষদর্শী আর যেসব সাবেক কয়েদীদের সিরিয়াল কিলার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাদের দিকে মনোযোগ দাও। এসবের মধ্যেই লুকিয়ে আছে বড় কাজটা।'

হ্যারি জানে, অভিজ্ঞ ক্রিপস গোয়েন্দাটা কী ভাবছে: জঘন্য কাজ।

গলা খাকারি দিল লেঙ্গভিক। 'তাহলে আমরা মানছি যে, এসবের সঙ্গে নিখোঁজ হওয়ার একটা যোগ আছে?'

'আমাদের মানতে হবে না। তুমি তোমার সহজাত প্রবৃত্তিকে অনুসরণ কর।'

'ভালো।'

ফোন রেখে ওর সামনের স্ক্রিনে চোখ রাখল হ্যারি। ওয়েবসাইটে সুন্দর নারী আর পুরুষ মডেলদের মুখ আর শরীরের ডটরেখা টেনে দেখানো হয়েছে তাদের

BanglaBook.org

শরীরের কোন জায়গাটা ঠিক করা যায়, যদি তারা চায়। একটা ছবি থেকে ইডার ভেটলেসেন ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। তার পুরুষ মডেলদের মধ্য থেকে ইডারকে চেনাই যায় না প্রায়।

ইডার ভেটলেসেনের ছবির নিচে ফরাসি আর ইংরেজি ভাষায় বিভিন্ন ডিপ্লোমা আর কোর্সের নামযুক্ত দীর্ঘ করে লেখা একটা রেজিউম। হ্যারি জানে, এসব ডিপ্লোমা আর কোর্স দু' মাসেই শেষ করা যায়, তবে তোমার ডক্টরেট ডিগ্রির সঙ্গে সংক্ষেপাকারে কয়েকটি নতুন ল্যাটিন অক্ষর বসানোর অধিকার দেয়। গুগলে ইডার ভেটলেসেনের নাম লিখে সার্চ দিল। যেসব তালিকা আসল তা দেখে তাকে মনে হতে পারে কোনো এক খেলার প্রতিযোগিতার মধ্যে আছে সে। তার আগের এমপ্লয়ার ম্যারিয়েনলিস্ট ক্লিনিকের পুরোনো একটা ওয়েবসাইট দেখা গেল। ইডার ভেটলেসেনের পাশে যখন ও নামটা দেখল তখন ভাবল যে লোকে যা বলে তা সম্ভবত সত্য: নরওয়ে এমন ছোট্ট এক দেশ যে প্রত্যেক্যেই, বড়জোর, আরসব চেনা লোকের মধ্যে দু'জন পরিচিত।

ক্যাটরিন ব্র্যাট ভেতরে এসে হ্যারির আড়াআড়ি চেয়ারের ওপর ধপ করে বসে গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। পা আড়াআড়ি করে বসল সে।

'তুমি কি মনে কর এটা সত্য যে, সুন্দর মানুষ তাদের সৌন্দর্য্য দিয়ে কুৎসিত মানুষের চেয়ে বেশি উন্মনা হয়?' প্রশ্ন করল হ্যারি। 'এ কারণেই কি ভালো দেখতে লোকেরা তাদের উপস্থিতিতে এত আবিষ্ট থাকে?'

'আমি জানি না,' ক্যাটরিন বলল। 'তবে আমার মনে হয়, এর পেছনে একটা যুক্তি আছে। উচ্চস্তরের আইকিউযুক্ত লোক নিজের মধ্যে যে আইকিউ প্রতিষ্ঠা করে সেটা নিয়ে আবিষ্ট থাকে, তাই না। আমার মনে হয়, তুমি সেটার ওপরই আলোকপাত কর যেটা তোমার আছে। আমি অনুমান করি, তুমি তোমার তদন্তের মেধা শক্তি নিয়ে পুরোপুরি গর্বিত।'

'তুমি ইঁদুর-ধরার জিনকে ইঙ্গিত করছ? মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত লোকদেরকে আটকে রাখার সহজাত সামর্থ্য, সমস্যা-সঙ্কটে আসক্ত, গড়পড়তার নিচের মেধা এবং গড়পড়তার উপরের শৈশবের বঞ্চনা?'

'তাহলে আমরা শুধুই ইঁদুর ধরার লোক?'

'হু। আর এ কারণেই আমাদের টেবিলে কদাচিৎ এ ধরনের কেইস যখন এসে হাজির হয়, আমরা খুব খুশী হই। বড় শিকার ধরার একটা সুযোগ, একটা সিংহকে, একটা হাতিকে, একটা বজ্জাত ডাইনোসরকে গুলি করার সুযোগ।'

হাসল না ক্যাটরিন। তার বদলে সে তার মাথা নাড়ল গম্ভীরভাবে।

'সিলভিয়ার যমজ বোন কী বলল?'

BanglaBook.org

'তার বেস্ট ফ্রেন্ড হতে গিয়ে বিপদে পড়েছিলাম,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্যাটরিন, মোজা পড়া এক হাঁটুর ওপর হাত রাখল সে।

'বল দেখি।'

'বেশ,' সে শুরু করল, এবং তার মুখের 'বেশ' শব্দটা লক্ষ্য করল হ্যারি, 'অ্যানে আমাকে বলেছে, সিলভিয়া আর রলফ যখন পরস্পরের দেখা পায় তখন দু'জনই ভেবেছিল যে, রলফ ভাগ্যবান একজন পুরুষ, যেখানে আর সবাই এর বিপরীতটাই ভাবে। বার্গেনের টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে মাত্রই ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে অসলোতে এসেছে রলফ এবং ভার্নার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে একটা চাকরি করছে। সিলভিয়া ছিল মূলত এমন প্রকৃতির মেয়ে, যে তার জীবন নিয়ে কী করতে যাচ্ছে তা নিয়ে প্রতি সকালে নতুন এক আইডিয়া নিয়ে জেগে উঠত। ইউনিভার্সিটিতে সে আধা ডজনের মতো পুরোপুরি ভিন্নধর্মী ফাউন্ডেশন কোর্স করেছে এবং একই কাজে ছয় মাসের বেশি থাকেনি। সে ছিল একগুঁয়ে, মাথা গরম, নষ্ট, স্বঘোষিত সমাজতন্ত্রী এবং অহম-বিরোধী আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত। কয়েকজন মেয়ে বন্ধুকে সে নিজের মতাদর্শে প্রভাবিত করেছে, এবং যে লোকটার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল সে লোকটা কিছুদিন পরেই তাকে ছেড়ে যায় কারণ তারা মানিয়ে নিতে পারছিল না। তার বোন মনে করে, রলফ তাকে গভীরভাবে ভালোবাসে কারণ সে ছিল রলফের বিপরীতধর্মী ব্যক্তিত্ব। জানো, রলফ তার বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। লোকটা এমন এক পরিবার থেকে এসেছে যারা মধ্যবিত্ত সুখ আর পুঁজিবাদের অদৃশ্য পরহিতে বিশ্বাস করে। সিলভিয়া ভাবত, পশ্চিমা জগতের আমরা বস্তুবাদী এবং মানুষ হিসেবে কলুষিত, আমরা আমাদের প্রকৃত পরিচয় আর সুখের উৎস হারিয়েছি। এবং মনে করত, ইথিওপিয়ার কোনো রাজা হচ্ছে পুনরুজ্জীবিত মূসা নবী।'

'হাইলে সেলাসিয়ে,' হ্যারি বলল 'রাস্তাফারিয়ান বিশ্বাস।'

'তোমাকে ফাঁকি দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়।'

'মার্লের গান। বেশ, সেটা আফ্রিকার সঙ্গে সংযোগের ব্যাখ্যা দিতে পারবে।'

'হয়তো।' চেয়ারে বসা ক্যাটরিন তার অবস্থান বদলাল, তার বাঁ পা এখন ডান পায়ের ওপর আড়াআড়ি করে রাখা, এবং হ্যারি তার নজর অন্যদিকে সরিয়ে নিল। 'যাইহোক, রলফ আর সিলভিয়া এক বছর অবসর কাটিয়েছে। সে সময় তারা পশ্চিম আফ্রিকায় ভ্রমণ করেছে। এই ভ্রমণে দু'জনই দামেস্কাসে গিয়েছিল। রলফ আবিষ্কার করল যে, তার ঝোঁক হচ্ছে আফ্রিকাকে স্বনির্ভর হওয়ায় সাহায্য করা। সিলভিয়া, যার পিঠে ইথিওপিয়ার বড় একটা পতাকার

BanglaBook.org

ট্যাটু ছিল, আবিষ্কার করল যে, প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, এমনকি আফ্রিকাতেও। কাজেই তারা আফ্রিকার স্বাদ পেতে শুরু করল। রলফ একটি দরিদ্র মহাদেশকে সাহায্য করতে নামল। সস্তায় আমদানি করার এবং সরকারি সহায়তার সুযোগের সমন্বয়ে সহজে টাকা কামানোর সুযোগ নিল সিলভিয়া। লাগোস থেকে ফেরার পথে কাস্টমে যখন সে এক ব্যাগ ভর্তি গাঁজা নিয়ে ধরা পড়ল তখনও তার সহজে টাকা কামানোর ধান্দা ছিল।'

'এবার এসেছ আসল কথায়।'

'সিলভিয়াকে শর্তসাপেক্ষে স্বল্পকালীন জেল দেওয়া হয়েছিল কারণ সে পুলিশদের মনে দ্বিধার বীজ বুনতে পেরেছিল। সে বলেছিল, ব্যাগে কী আছে সেটা সে জানত না, নরওয়েতে থাকা একজন নাইজেরিয়ানের জন্য পারিবারিক পরিচয়সূত্রে এই ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছিল।'

'উম। আর কী?'

'রলফকে পছন্দ করে অ্যানে। লোকটা দয়ালু, ভাবুক এবং সন্তানদের জন্য তার সীমাহীন ভালোবাসা রয়েছে। তবে সে স্পষ্টতই সিলভিয়ার সব ব্যাপারেই অন্ধ। মহিলা দু'বার অন্য পুরুষের প্রেমে পড়ে রলফ আর বাচ্চাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু দু'জন লোকই তাকে ছেড়ে চলে গেলে দু'বারই রলফ তাকে আনন্দচিত্তে ফিরিয়ে নেয়।'

'রলফের ওপর সিলভিয়ার টানটা কোথায়, তোমার কী মনে হয়?'

ক্যাটরিন ব্র্যাট যে হাসি দিল তাতে বেদনার আভাস। শূন্যে তাকাল সে, হাত দিয়ে স্কার্টের প্রান্ত ঝাড়ল টোকা দিয়ে। 'সচারচর যা হয়, আমার ধারণা। কেউই সেই লোককে ছেড়ে যেতে পারে না যার সঙ্গে ভালো সেক্সের অভিজ্ঞতা আছে। তারা চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু তারা সবসময়ই ফিরে আসে। আমরা এমনই দুর্বল মানুষ, তাই না।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল হ্যারি। 'আর যে লোক দু'জন তাকে ছেড়ে গিয়ে আর ফিরে এল না তাদের বিষয়টা কী?'

'পুরুষেরা ভিন্ন ধারার। সেক্সের সময় কোনো কোনো পুরুষ তাদের পারফরমেন্স নিয়ে উৎকণ্ঠায় ভোগে।'

ক্যাটরিনের দিকে তাকাল হ্যারি। এবং এ বিষয়ে আর কোনো প্রশ্ন না করার সিদ্ধান্ত নিল।

'তুমি কি রলফ অটারসেন-এর দেখা পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, তুমি চলে আসার মিনিট দশেক পরে এসেছিল সে,' ক্যাটরিন বলল।

BanglaBook.org

'আর গতবারের চেয়ে তাকে এবার ভালো দেখাচ্ছিল। উনি কখনোই বাইগডয়ের সার্জারি ক্লিনিক সম্পর্কে কিছু শোনেননি, তবে তিনি ডাক্তার-রোগীর তথ্য গোপন রাখবার ব্যপারে না-দাবিনামায় সই করেছেন।' ভাঁজ করা কাগজটা ওর ডেস্কের ওপর রখাল সে।

ভ্যালে হভিন-এর নিচু আসনের ওপর দিয়ে বরফশীতল বাতাস বইছে। এখানে বসে সার্কিটের চারদিকে স্কেটারদের স্কেটিং দেখছে হ্যারি। গত বছর ওলেগের টেকনিক অনেক নমনীয় আর কার্যকর হয়েছে। যতবারই তার বন্ধু তাকে পেরিয়ে যাওয়ার জন্য গতি বাড়াচ্ছে, ততবারই ওলেগ নিচু হয়ে বসে পড়ছে, আরও জোরে স্কেটিং করে শান্তভাবে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

এস্পেন লেপ্সভিককে ফোন দিল হ্যারি। খবর আদান-প্রদান করল দু'জনে। বির্তে যে রাতে নিখোঁজ হয়েছিল সে রাতে হফসভিয়েনে একটা কালো স্যালুন কার ঢুকতে দেখে গেছে। আর এটা একই কায়দায় ফিরে এসেছে, খুব বেশি দেরিতে নয়।

'কালো স্যালুন,' ভয়ানকভাবে কেঁপে উঠে আবার বলল হ্যারি। 'সেই রাতের শেষের দিকের কোনো এক সময়।'

'হ্যাঁ, আমি জানি, কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য এটা অনেক বেশি কিছু নয়,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লেপ্সভিক।

জ্যাকেটের পকেটে ফোন রাখতে রাখতে হ্যারি বুঝতে পারল ফ্লাডলাইটের কোনো একটাতে কিছু একটা অস্পষ্টভাবে নড়ছে।

'সরি, দেরি হয়ে গেল একটু।'

ম্যাথিয়াস লান্ড-হেগেসেনের হাসিমাখা প্রফুল্ল মুখটার দিকে তাকাল ও।

র‍্যাকেলের দূত আসন নিল। 'আপনি কি শীতকালীন ক্রীড়াবিদ, হ্যারি?'

হ্যারি খেয়াল করল, ম্যাথিয়াসের তাকানোর ধরনটা এমন যে সেটা দেখে এমন অনুভূতি হয় যে, সে কথা বলার সময়ও শোনে।

'ঠিক তা না। স্কেটিং পছন্দ করি কিছুটা। আর আপনি?'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাথিয়াস। 'তবে আমি ঠিক করেছি, যেদিন আমার জীবনের কাজ শেষ হবে এবং এত অসুস্থ হব যে আর বাঁচতে ইচ্ছে করবে না, সেদিন ওখানকার ঐ পাহাড়ের ওপরের স্কি-জাম্প টাওয়ারের চূড়া পর্যন্ত উঠব আমি।'

BanglaBook.org

ম্যাথিয়াস তার কাঁধের ওপর দিয়ে বুড়ো আঙুল ঝাঁকাল এবং হ্যারির ঘুরে দেখবার কোনো প্রয়োজন পড়ল না। হোলমেনকোলেন, অসলোর সবচেয়ে প্রিয় পাহাড় এবং মন্দতম স্কি জাম্প, শহরের যে কোনো জায়গা থেকেই দেখা যায়।

'আর তারপর আমি ঝাঁপ দেব। স্কি'র ওপর নয় বরং টাওয়ার থেকে।'

'নাটকীয়,' হ্যারি বলল।

হাসল ম্যাথিয়াস। 'চল্লিশ মিটার মুক্ত পতন। সেকেন্ডেই শেষ।'

'আসন্ন নয়, আমার বিশ্বাস।'

'আমার রক্তের অ্যান্টি-এসসিএল ৭০-এর লেভেলে, আপনি কখনোই জানবেন না,' নির্দয়ভাবে হাসল ম্যাথিয়াস।

'অ্যান্টি-এসসিএল ৭০?'

'হ্যাঁ, অ্যান্টিবডি ভালো জিনিশ, কিন্তু যখন সেগুলো হাজির হয় তখন আপনার সবসময়ই সন্দিগ্ধ থাকা উচিত। তারা কোনো এক কারণেই শরীরে হাজির হয়।'

'উম। আমার মনে হয়, একজন ডাক্তারের জন্য আত্মহত্যা হচ্ছে উৎপথগামী ধারণা।'

'কোন রোগ আছে সেটা ডাক্তারের চেয়ে ভালো করে কেউই জানে না। আমি স্টয়িক দার্শনিক জেননের মতকে সমর্থন করি, যিনি আত্মহত্যাকে মনে করতেন মূল্যবান কাজ যখন জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় লাগে। তার বয়স যখন আটানব্বই তখন তার পায়ের বুড়ো আঙুল ভেঙে যায়। এই ঘটনায় তিনি এত ভেঙে পড়েন যে তিনি বাড়িতে গিয়ে গলায় দড়ি নেন।'

'তাহলে হোলমেনকোলেনের স্কি জাম্পের চূড়ায় চড়ার ঝঞ্ঝাট পোহানোর বদলে আপনি গলায় দড়ি নিচ্ছেন না কেন?'

'বেশ, মৃত্যুকে জীবনের প্রতি এক ধরনের শ্রদ্ধা দেখানো উচিত। যাইহোক, আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, আমি প্রচারের সেই ধারণাকে পছন্দ করি যেটা আমার মৃত্যুকে উদ্দীপ্ত করবে। আমার গবেষণা খুব সামান্যই মনোযোগ কেড়েছে, আমার ধারণা।' ম্যাথিয়াসের প্রফুল্ল হাসি স্কেইট ব্লেইডের দ্রুত চালনার শব্দে থেমে গেল। 'আই অ্যাম সরি, ওলেগের জন্য আমি নতুন স্পিড স্কেইট কিনেছি। র‍্যাকেল আমাকে বলেনি যে, ওলেগের বার্থডেতে এক জোড়া স্কেইট দেওয়ার প-্যান ছিল আপনার।'

'নো প্রবলেম।'

'জানেন তো, ওলেগ স্কেট জোড়া আপনার কাছ থেকে পেতেই বেশি পছন্দ করত।'

BanglaBook.org

জবাব দিল না হ্যারি।

'আপনাকে আমি ঈর্ষা করি, হ্যারি। আপনি এখানে বসতে পারেন এবং পত্রিকা পড়তে পারেন, ফোনে কথা বলতে পারেন, অন্য মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, ওলেগের জন্য এটাই যথেষ্ট যে আপনি এখানে শুধুই উপস্থিত আছেন। যখন আমি উৎসাহ দেই আর চীৎকার করি এবং ওকে সাহস যোগাই এবং একজন ভালো বাবার যা যা করা উচিত তা তা করি, ও তখন কেবলই বিরক্ত হয়। আপনি কি জানেন, ও প্রতিদিন ওর স্কেট জোড়া পলিশ করে কারণ ও জানে যে, আপনি এমনটা করেন? আর র‍্যাকেল যতক্ষণ না স্কেট জোড়া ঘরে তুলতে বলে ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা ও সিঁড়ির ওপর রেখে দেওয়ার জিদ করে কারণ, আপনি একসময় বলেছিলেন, স্কেট সবসময় ঠান্ডা রাখতে হয়। আপনি ওর রোল মডেল, হ্যারি।'

এই ভাবনায় থরথর করে কেঁপে উঠল হ্যারি। কিন্তু ভেতরের কোনো এক গভীরে– না, তত দূরে নয়– এ কথা শুনে ও খুশীই হল। কারণ ও ঈর্ষাকাতর এমন এক বেজন্মা যে কিনা ওলেগকে জয় করার জন্য ম্যাথিয়াসের চেষ্টাকে অভিশাপ দিতে আর মৃদু গালমন্দ করতেই পছন্দ করবে।

অস্থিরভাবে কোটের একটা বোতাম নাড়ছে ম্যাথিয়াস। 'বিবাহবিচ্ছেদ বাচ্চাদের ওপর অদ্ভুত প্রভাব ফেলে, তাদের উৎস সম্পর্কে তাদের সচেতনতাও অদ্ভুত। নতুন বাবা তাদের আসল বাবার পরিপূরক হতে পারে না।'

'ওলেগের আসল বাব রাশিয়ায় থাকে,' হ্যারি বলল।

'হ্যাঁ, কাগজে-কলমে,' বাঁকা হাসি দিয়ে বলল ম্যাথিয়াস। 'কিন্তু বাস্তবে না, হ্যারি।'

ওলেগ দ্রুত স্কেট করে ওদেরকে অতিক্রম করে যাওয়ার সময়ে দু'জনের দিকে হাত নাড়ল। পাল্টা হাত নাড়ল ম্যাথিয়াস।

'ইডার ভেটলেসেন নামের ডাক্তারের সঙ্গে কাজ করেছেন আপনি,' হ্যারি বলল।

বিস্মিতভাবে ওর দিকে তাকাল ম্যাথিয়াস। 'ইডার, হ্যাঁ। ম্যারিয়েনলিস্ট ক্লিনিকে কাজ করেছি। ও ঈশ্বর, আপনি ইডারকে চেনেন?'

'না, আমি গুগলে তার নাম সার্চ করেছিলাম, পুরোনো একটা ওয়েবসাইটে তার ক্লিনিকে কর্মরত ডাক্তারদের একটা তালিকা দেখলাম। এবং আপনার নামটা ছিল সেখানে।'

'সে এখন থেকে কয়েক বছর আগে, তবে ম্যারিয়েনলিস্টে আমরা অনেক মজায় ছিলাম। ক্লিনিকটা সে সময় শুরু হয়েছিল যে সময় সবাই বিশ্বাস করত

BanglaBook.org

যে প্রাইভেট হেলথ প্রতিষ্ঠানগুলো কেবলই টাকার পেছনে ছোটে। আর ক্লিনিকটা তখন বন্ধ হয়ে যায় যখন আমরা দেখি বিষয়টা আসলে তেমন নয়।'

'আপনাদের লস হয়েছিল?'

'আমার মনে হয় *কর্মীছাটাই* টার্মটা ব্যবহার করা হয়েছিল। আপনি কি ইডারের একজন রোগী?'

'না, একটা কেইসের সঙ্গে সংযোগ থাকায় তার নামটা পেলাম। আমাকে কি বলতে পারেন, উনি কেমন লোক?'

'ইডার ভেটলেসেন?' হাসল ম্যাথিয়াস। 'হ্যাঁ, ওর ব্যপারে আমি একটু বলতে পারি। আমরা একসঙ্গে পড়াশোনা করেছি এবং বহু বছর একই পরিবেশে থেকেছি।'

'এর মানে কি এই যে, আপনাদের এখন আর কোনো যোগাযোগ নেই?'

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাথিয়াস। 'আমি মনে করি, আমরা সম্পূর্ণ আলাদা, ইডার এবং আমি। আমাদের মধ্যকার বেশিরভাগ লোকই মেডিসিনকে দেখতে একটা... বেশ, একটা জীবিকা হিসেবে। ইডার ছিল ভিন্ন ধাঁচের। ও এমনটা মনে করত না। ও মেডিসিন পড়েছিল কারণ, এটা এমন এক পেশা যা অনেক বেশি সম্মানজনক। যে কোনো বিবেচনাতেই, আমি ওর সততার প্রশংসা করি।'

'তাহলে ইডার ভেটলেসেন সম্মান অর্জনের জন্য আগে থেকেই তৈরি ছিল?'

'টাকার বিষয়টাও আছে অবশ্যই। ইডার যখন প্লাস্টিক সার্জারিকে বেছে নিল তখন কেউই অবাক হয়নি। অথবা ও যে এমন এক ক্লিনিক চালু করেছে যাতেকরে ধনী আর বিখ্যাত ক্লায়েন্ট পাওয়া যাবে তাতেও কেউ অবাক হয়নি। ও সবসময়ই ধনী আর বিখ্যাতদের প্রতি আকৃষ্ট হতো। তাদের মতো হতে চাইত, তাদের গন্ডির মধ্যে যেতে চাইত। সমস্যা হচ্ছে ইডার একটু বেশিই কঠোর চেষ্টা করেছে। আমি কল্পনা করতে পারি যে, এসব সেলিব্রেটিরা ওর সামনে হাসত, কিন্তু ওর পেছনে ওকে আঠাইলা বলে ডাকে, আত্মাভিমানি গদর্ভ বলে।'

'আপনি কি বলছেন যে, উনি সে ধরনের লোক যিনি নিজের লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনেক কিছুই করতে পারেন?'

একটু ভাবল ম্যাথিয়াস। 'ইডার সমসময়ই এমন কিছু খুঁজেছে যেটা তাকে নামযশ এনে দিতে পারবে। ইডারের সমস্যা এটা নয় যে ও উদ্যমী নয়। ওর সমস্যা হচ্ছে, ও জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পায়নি কখনোই। শেষ যখন ওর সঙ্গে কথা হয় আমার, তখন ওকে বেশ হতাশ মনে হয়েছে, এমনকি বিষাদগ্রস্তও।'

BanglaBook.org

'আপনি কি তাকে এমন একটা মিশন ঠিক করার কথা ভাবতে পারেন যেটা তাকে নামযশ এনে দেবে? সম্ভবত মেডিসিনের বাইরের কিছু?'

'এ ব্যপারে আমি ভাবিনি, তবে হতে পারে। ও আসলে জন্ম-চিকীৎসক নয়।'

'কীভাবে?'

'একইভাবে যে ইডার সফলকে প্রশংসা করে এবং দুর্বল ও হীনবলকে অবজ্ঞা করে। কেবল সে-ই একমাত্র চিকীৎসক নয় যে এমন করে, কিন্তু একমাত্র সে-ই এ কথা খোলাখুলি বলতে পারে।' ম্যাথিয়াস হাসল। 'আমাদের সার্কেলে আমরা সবাই শুরু করেছি পুরোদস্তুর ভাববাদী হিসেবে যারা কিছু অথবা অন্য পয়েন্টে কনসালটেন্ট পজিশন, নতুন গ্যারেজের জন্য ভাড়া দেওয়া এবং ওভারটাইমের রেট নিয়ে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অন্ততপক্ষে ইডার কোনো ভাবাদর্শের সঙ্গে বিট্রে করেনি; শুরু থেকে ও একইরকম।'

হাসল ইডার ভেটলেসেন। 'ম্যাথিয়াস কি আসলেই এ কথা বলেছে? আমি আদর্শের সঙ্গে বিট্রে করিনি?'

লোকটার মনোরম চেহারা অনেকটাই মেয়েদের মতো। তার ভ্রু এত সরু যে সেটা দেখে কেউ সন্দেহ করবে যে, সে ভ্রু তোলে। দাঁতগুলো এত সাদা আর সমান যে কেউ দেখে সন্দেহ করবে, দাঁতগুলো তার নিজের নয়। লোকটার চেহারা মোলায়েম এবং ঘষেমেজে ঠিক করা। তার পুরু এবং ঢেউ খেলানো চুল প্রাণবন্ত। সংক্ষেপে, তাকে তার বয়স সাইত্রিশ বছরের চেয়ে কয়েক বছর কম বয়সী দেখায়।

'আমি জানি না, এ কথা দিয়ে সে কী বোঝাতে চেয়েছে,' মিথ্যে বলল হ্যারি।

প্রাচীন কায়দায়, মহান বাইগডয় ধাঁচে, তৈরি একটা প্রশস্ত সাদা ঘরের লাইব্রেরিতে আর্মচেয়ারে গা ডুবিয়ে বসেছে ওরা। তার শৈশবের বাড়ি, দুটো বিশাল কালো লাউঞ্জ এবং দেয়ালজুড়ে বইয়ের তাকভর্তি ঘরের ভেতর দিয়ে হ্যারিকে নিয়ে আসবার সময় কথাটা বলেছে ইডার ভেটলেসেন। মিকেল ফনহাস। কেল অকরাস্ট। আইনার গারহার্ডসেন-এর *দ্যা শপ স্টুয়ার্ড*। জনপ্রিয় সাহিত্য আর রাজনৈতিক জীবনীর বিশাল সংগ্রহ। একটা তাক জুড়ে *রিডার্স ডাইজেস্টের* হলদে ইস্যু। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর হ্যারি এর এক কপিও দেখেনি।

BanglaBook.org

'ওহ্, আমি জানি ও কী বুঝিয়েছে,' মুখ টিপে হাসল ইডার।

ম্যারিয়েনলিস্ট ক্লিনিকে তারা দু'জন খুব মজায় ছিল বলে ম্যাথিয়াস যে কথা বলেছে হ্যারি তার একটা আভাস পেল: তারা সম্ভবত কে কত হাসতে পারে তার প্রতিযোগিতা করত।

'ম্যাথিয়াস, পবিত্র বদমাশ। ভাগ্যবান বদমাশ, এটাই বেশি সঠিক। না, যীশুর শপথ, দুটোকেই বোঝাচ্ছি আমি।' ইডার ভেটলেসেনের হাসি আরও চড়া হল। 'ওরা বলে, ওরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, কিন্তু আমার ঈশ্বরভীরু সহকর্মীরা নৈতিকভাবে ভালো কাজ সঞ্চয় করতে সচেষ্ট কারণ ভেতরে ভেতরে তারা নরকের আগুনে পোড়ার আতঙ্কে ভয়ানক আতঙ্কিত।'

'এবং আপনি আতঙ্কিত নন?' জানতে চাইল হ্যারি।

ইডার তার সুশোভন দু'ভ্রুর একটি তুলে হ্যারির দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাল। মোলায়েম হালকা নীল রঙা ঢিলা ফিতাযুক্ত জুতা, জিনস এবং সাদা টেনিস শার্ট পরে আছে ইডার। শার্টের বাঁ দিকে একজন পোলো খেলোয়াড়ের ছাপ। কোন ব্র্যান্ডের শার্ট এটা, হ্যারি তা মনে করতে পারল না, কেবল মনে হল কিছু কারণে এটা তাকে বিরক্ত করছে।

'ইন্সপেক্টর, আমি বাস্তববাদী এক পরিবারের ছেলে। আমার বাবা ছিলেন ট্যাক্সি ড্রাইভার। আমরা সেটাই বিশ্বাস করি, যেটা দেখতে পাই।'

'উম। একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারের জন্য বাসাটা চমৎকার।'

'উনি একটা ট্যাক্সি কোম্পানির মালিক ছিলেন, তিনটি লাইসেন্স ছিল। কিন্তু এই বাইগডয়-এ একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার হচ্ছে, এবং সবসময়ই হবে, একজন ইতর শ্রেণির লোক।'

ডাক্তারের দিকে তাকাল হ্যারি, সে চঞ্চল হয়ে উঠছে নাকি অন্য কিছু সেটা বোঝার চেষ্টা করল। কেতাদুরস্ত ঢঙে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে ভেটলেসেন, যেনবা অস্থিরতা অথবা উত্তেজনা আড়াল করতে চাইছে। হ্যারি যখন ভেটলেসেনকে ফোন করেছিল এ কথা বলার জন্য যে, পুলিশ কিছু প্রশ্নের উত্তর চায়, এবং লোকটা তার বাড়িতে উচ্ছ্বসিত আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তখনও ওর মনে এই একই চিন্তা খেলে গিয়েছিল।

'কিন্তু আপনি ট্যাক্সি চালাতে চাননি,' হ্যারি বলল। 'আপনি চেয়েছেন... লোকজনকে সুন্দর দেখানোর কাজ করতে?'

ভেটলেসেন হাসল। 'আপনি বলতেই পারেন যে, আমি প্রসাধনের বাজারে আমার সেবা বিলাই। অথবা বলতে পারেন, আমি মানুষের অর্ন্তজ্বালা লাঘবের জন্য তাদের বাইরেরটা মেরামত করি। আপনার যা মর্জি। আমি আসলে এ

BanglaBook.org

নিয়ে পরোয়া করি না।' হ্যারির হতবুদ্ধকর প্রতিক্রিয়া বুঝতে পেরে হাসল ভেটলেসেন। এটা যখন মূর্ত হল না ভেটলেসেনের প্রকাশভঙ্গি আরও সিরিয়াস হল। 'নিজেকে আমি একজস ভাস্কর হিসেবে দেখি। আমার আন্তর প্রেরণা নেই। আমি বহিরাবরণ বদলে দিতে, মুখের আদল তৈরি করতে পছন্দ করি। আমি সবসময় এটা পছন্দ করতাম। এ কাজে আমি দক্ষ এবং এজন্য লোকজন আমাকে মূল্য পরিশোধ করে। এটাই সব।'

'উম।'

'তবে সেটার মানে এই নয় যে আমার কোনো নীতি-নৈতিকতা নেই। এবং নীতি-নৈতিকতার একটি হচ্ছে রোগীর গোপনীয়তা।'

জবাব দিল না হ্যারি।

'আমি বোর্গহিল্ডের সঙ্গে কথা বলেছি,' সে বলল। 'আমি জানি আপনি কী চান, ইন্সপেক্টর। এবং আমি বুঝি যে, এটা গুরুতর একটা বিষয়। কিন্তু আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারছি না। আমি আমার শপথের কাছে সীমাবদ্ধ।'

'এখন আর সীমাবদ্ধ নন।' ভেতরের পকেট থেকে ভাঁজ করা কাগজটা বের করে দু'জনের মাঝের টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বলল হ্যারি। 'এই স্টেইটমেন্ট, যমজ মেয়ে দু'টোর বাবার স্বাক্ষর করা, আপনাকে অব্যাহতি দিচ্ছে।'

মাথা ঝাঁকাল ইডার। 'এটা কোনো পার্থক্য তৈরি করবে না।'

বিস্ময়ে ভ্রু কোচকাল হ্যারি। 'ওহ?'

'কারা আমার কাছে এসেছিল অথবা তারা কী বলেছিল তা আমি বলতে পারি না, তবে সাধারণভাবে বলতে পারি যে, যারা তাদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে চীকিৎসকের কাছে আসে তারা ক্লাইন্টের গোপনীয়তার শপথ দ্বারা সুরক্ষিত, এমনকি তাদের স্বামী বা স্ত্রীও যদি জানতে চায় তবুও তারা সুরক্ষিত থাকে।'

'সিলভিয়া অটারসেন তার স্বামীর কাছে এটা লুকাতে চাইবে কেন যে সে তার যমজ বাচ্চাদের নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করেছিল?'

'আমাদের আচরণ কঠোর মনে হতে পারে, কিন্তু মনে রাখবেন, আমাদের অনেক ক্লায়েন্টই বিখ্যাত মানুষ যারা নিরর্থক গসিপ এবং প্রেসের মনোযোগ চায় না। এক শুক্রবার সন্ধ্যায় কুনস্টানার্নেস হাস-এ যান এবং চারদিকে নজর বোলান। আপনার কোনো ধারণাই নেই যে তাদের কতজন আমার ক্লিনিক থেকে সুসজ্জিত হয়েছেন। তারা যে এখানে আসেন সেটা জনসাধারণের গোচরে এসেছে শুনলে তারা মূর্ছা যাবেন। সতর্কতার ওপরই আমাদের সুনাম দাঁড়িয়ে আছে। যদি এটা কখনো প্রকাশ পায় যে, আমরা আমাদের ক্লায়েন্টের ডেটার

BanglaBook.org

ব্যপারে যত্নশীল নই তবে ক্লিনিকের সর্বনাশ হবে। আমি নিশ্চিত, আপনি বুঝতে পারছেন।'

'আমরা হত্যার শিকার দু'জন ব্যক্তি এবং একটা আকস্মিক মিল পেয়েছি,' হ্যারি বলল। 'তারা দু'জনই আপনার ক্লিনিকে এসেছিল।'

'যেটা আমি না নিশ্চিত করব, না করতে পারি। কিন্তু আসুন তর্কের খাতিরে ধরে নিই যে, তারা এসেছিলেন।' বাতাসে একটা হাত পাক খাওয়াল ভেটলেসেন। 'তাতে কী? নরওয়ে খুব কম লোকের এবং এমনকি তার চেয়েও কম চিকীৎসকের দেশ। আপনি কি জানেন, একজনের সঙ্গে আরেকজনের সাক্ষাৎ হওয়ার চেয়েও কত কম হ্যান্ডশেক করি আমরা? একই চিকীৎসককে তারা দেখিয়েছে– এই আকস্মিক মিল এটার চেয়ে বেশি নাটকীয় নয় যে, তারা কিছুস্থানে একই ট্রামে চড়তে পারে। ট্রামে কখনো বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে?'

হ্যারি একবারের কথাও মনে করতে পারল না যে ট্রামে কখনো বন্ধুর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছে। প্রথমত, ও ট্রামকে এভাবে দেখেনি।

'আপনি যে আমাকে কিছু বলবেন না সেটা বলার জন্য এটা এক দীর্ঘ গল্প,' হ্যারি বলল।

'মাফ করবেন। আমি আপনাকে এখানে আন্ত্রণ জানিয়েছি কারণ আমি অনুমান করি, এর বিকল্প হচ্ছে পুলিশ স্টেশন। যেখানে, ঠিক এ মূহুর্তে, যাতায়াত করা লোকজনের ওপর পত্রিকাগুলো তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। হ্যাঁ, অবশ্য, আমি ওসব লোককে চিনি...'

'আপনি অবগত আছেন যে আমি একটা সার্চ ওয়ারেন্ট বের করতে পারি যেটা আপনার গোপনীয়তার শপথকে আইনত অকার্যকর করে দিতে পারে?'

'আমার জন্য চমৎকার হবে,' ভেটলেসেন বলল। 'সে ক্ষেত্রে ক্লিনিক ভালোর পক্ষ নেবে। কিন্তু তার আগ পর্যন্ত...' সে তার মুখের আড়াআড়ি একটা কাল্পনিক চেইন টেনে দিল।

হ্যারি তার চেয়ারে নড়েচড়ে বসল। ও জানে যে ইভার জানে, ও জানে। গোপনীয়তার শর্তকে অকার্যকর করার জন্য আদালতের নির্দেশ পেতে হলে, এমনকি হত্যা মামলার ক্ষেত্রেও, ওদেরকে পরিষ্কার প্রমাণ দেখাতে হবে যে, ডাক্তারের তথ্য তাৎপর্যপূর্ণ হবে। আর ওদের হাতে আছেইবা কী? ভেটলেসেন এটাকে আবার ট্রামে সাক্ষাতের সম্ভাবনার মতো বলে উল্লেখ করেছে। কিছু একটা করার তীব্র প্রয়োজন বোধ করল হ্যারি। ড্রিঙ্ক করা। অথবা ভারোত্তলন করা। পুরোদস্তুরভাবে। শ্বাস টানল ও।

'এখনো আমি আইনত আপনাকে জিজ্ঞেশ করতে বাধ্য যে, নভেম্বরের দুই এবং চার তারিখ রাতে আপনি কোথায় ছিলেন?'

BanglaBook.org

'আমারও তা-ই বিবেচনা,' হাসল ভেটলেসেন। 'কাজেই আমাকে একটু ভাবতে হচ্ছে। আমি এখানে ছিলাম... হ্যাঁ, এবং সে এখানে এসে গেছে।'

মাথার চারদিকে পর্দার মতো ঝোলা হালকা বাদামি রঙা চুলওয়ালা এক বয়স্ক মহিলা ভীরু ভীরু পায়ে ঘরে ঢুকল। একটা সিলভারের ট্রেতে দু'কাপ কফি নিয়ে এসেছে, ট্রেটা ভয়ানকভাবে ঝনঝন করে কাঁপছে। মহিলার মুখের ভাব দেখে মনে হয়, সে কাঁটার মুকুট পরে একটা ক্রুশ বইয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে তার ছেলের দিকে তাকাল, তার ছেলে তড়িৎবেগে উঠে দাঁড়িয়ে ট্রেটা হাতে নিল।

'থ্যাঙ্কস, মা।'

'জুতার ফিতা বাঁধ।' হ্যারির দিকে সামান্য ঘুরল মহিলা। 'কেউ কি আমাকে বলবে যে, কে আমার বাড়িতে আসে আর যায়?'

'ইনি হচ্ছেন ইন্সপেক্টর হোল, মা। উনি জানতে চাচ্ছেন যে, গতকাল এবং তিন দিন আগে আমি কোথায় ছিলাম।'

উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল হ্যারি।

'অবশ্যই আমি মনে করতে পারি,' হ্যারির দিকে নিরুপায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছোপ ছোপ বাদামি দাগভর্তি একটা হাত এগিয়ে দিয়ে বলল মহিলাটা। 'আমরা তোমার কার্লিং খেলার বন্ধুকে নিয়ে করা সেই আলোচনা অনুষ্ঠানটা দেখেছি। এবং সে রাজ পরিবার নিয়ে যা বলেছে সেটা আমি পছন্দ করিনি। তার নামটা যেন কী?'

'আর্ভ স্টপ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইডার।

হ্যারির দিকে ঝুঁকে এলো বৃদ্ধা। 'সে বলেছে, আমাদের রাজপরিবার থেকে মুক্ত হওয়া উচিত। অমন ভয়ঙ্কর কিছু ভাবতে পারো? যুদ্ধের সময়ে যদি রাজপরিবার না থাকত তবে আমরা কোথায় থাকতাম?'

'ঠিক যেখানে এখন আছি,' ইডার বলল। 'যুদ্ধের সময় কদাচিত রাষ্ট্রের প্রধানরা সামান্যই অবদান রাখে। এবং ও এ কথাও বলেছে যে, রাজতন্ত্রের জন্য বড় আকারের সমর্থন এটার চূড়ান্ত প্রমাণ যে, বেশিরভাগ লোকই দানব আর রূপকথায় বিশ্বাস করে।'

'সেটা কি ভয়ানক নয়?'

'অত্যন্ত ভয়ানক মা।' হাসল ইডার। মায়ের কাঁধে একটা হাত রাখল, একইসঙ্গে হাতঘড়িটাও দেখে নিল, তার সরু কব্জিতে ব্রিয়েটলিং ঘড়িটাকে বিশাল আর অতিকায় দেখাচ্ছে। 'ওরে বাপরে! এখনই যেতে হবে আমাকে, হোল। আমাদেরকে দ্রুত কফি শেষ করতে হবে।'

BanglaBook.org

মাথা ঝাঁকাল হ্যারি, মেয়েলি ভেটলেসেনের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আমি নিশ্চিত কফিটা চমৎকার হবে তবে আরেকদিনের জন্য ওটা তোলা থাক।'

গভীর এক দীর্ঘশ্বাস টানল বৃদ্ধ, অস্ফুটভাবে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল, ট্রে তুলে নিয়ে আবার পা টেনে টেনে বেরিয়ে গেল সে।

ইডার আর হ্যারি যখন হলরুমে এল তখন হ্যারি ঘুরল। '*ভাগ্যবান* বলতে আপনি কী বোঝেন?'

'দুঃখিত?'

'আপনি বলেছেন, ম্যাথিয়াস লান্ড-হেগেসেন কেবল পবিত্র বদমাশই নয়, ভাগ্যবানও।'

'ওহ এটা! ও এই ধরনের স্বভাবের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে ম্যাথিয়াস সাধারণভাবে একেবারেই অসহায়, কিন্তু মহিলার জীবনে খারাপ কিছু ছিল নিশ্চয়। ম্যাথিয়াসের মতো ঈশ্বরভীরুই দরকার ছিল মহিলার। বেশ, ম্যাথিয়াসকে আবার বলবেন না যে আমি এ কথা বলেছি। অথবা, কথায় কথায়ও বলে ফেলবেন না।'

'বাই দ্যা ওয়ে, আপনি কি জানেন, অ্যান্টি-এসসিএল ৭০ কী?'

'এটা রক্তের একধরনের অ্যান্টিবডি। স্কেলেরোডার্মা রোগের আক্রমণকে বোঝাতে পারে। আপনি কি এমন কাউকে চেনেন যার এই রোগ হয়েছে?'

'স্কেলেরোডার্মা কী আমি তো সেটাই জানি না।' হ্যারি বুঝল, এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করা উচিত। ও বিষয়টাকে এখানেই শেষ করতে চাচ্ছে। কিন্তু পারল না। 'তাহলে ম্যাথিয়াস বলেছে, মহিলার খারাপ কিছু ছিল, তাই না?'

'আমার ভাষায়। সন্ত ম্যাথিয়াস লোকজনের সম্পর্কে *খারাপ* জাতীয় বিশেষণ ব্যবহার করে না। তার চোখে, সব মানুষেরই ভালো লোক হওয়ার সম্ভাবনা আছে।' অন্ধকার ঘরের ভেতর ইডার ভেটলেসেনের হাসি প্রতিধ্বনিত হল।

ধন্যবাদ পর্ব শেষ করে হ্যারি বুট পরে সিঁড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল। তারপর ঘুরে দেখল– দরজাটা বন্ধ হওয়ার সময়– উবু হয়ে বসে আছে ইডার, জুতার ফিতা বাঁধছে সে।

* * *

ফেরার পথে স্কেয়ারকে ফোন করল হ্যারি। ক্লিনিকের ওয়েবসাইট থেকে ভেটলেসেনের ছবি প্রিন্ট করতে বলল তাকে। ছবি নিয়ে মাদক ইউনিটে গিয়ে

BanglaBook.org

খোঁজ নিতে বলল যে কোনো গোয়েন্দা তাকে কখনো মাদক কিনতে দেখেছে কিনা।

'রাস্তাতে?' জিজ্ঞেশ করল স্কেয়ার, 'এ ধরনের জিনিশ কি সব ডাক্তারের ঔষধের দেরাজে থাকে না?'

'হ্যাঁ, তবে ঔষধ সরবরাহ আইন এখন এত কড়া যে একজন চিকীৎসক স্কিপারগাটার বিক্রেতার কাছ থেকেই তার অ্যামফেটামিন কিনবে।'

ওদের কথা বলা শেষ হল। অফিসে ক্যাটরিনকে ফোন করল হ্যারি।

'এই মূহুর্তের জন্য কিছু নেই,' সে বলল, 'আমি বেরোচ্ছি এখন। তুমি কি বাসায় ফিরছ নাকি?'

'হ্যাঁ।' ইতস্তত করল হ্যারি। 'তোমার কী মনে হয়, কোর্ট থেকে রুলিং নিলে ভেটলেসেনের কি হিপোক্রেটিক শপথ ভাঙার সম্ভাবনা আছে?'

'আমাদের হাতে যেসব প্রমাণপত্র আছে সেসব নিয়ে? আমি অবশ্য বাড়তি কিছু যোগ করতে পারি, চটজলদি কোর্ট হাউসে গিয়ে একজন বিচারক খুঁজে বের করতে পারি। তবে খোলাখুলিভাবে বললে কি, আমি মনে করি, এই ভাবনা আমরা ভুলে যেতে পারি।'

'একমত।'

বিসলেটের দিকে রওনা হল হ্যারি। নিজের ফ্ল্যাটের কথা ভাবছে, আস্তরখোলা দেয়াল। হাতঘড়ি দেখল। মন পরিবর্তন করে পুলিশ হেডকোয়ার্টারমুখী পিলেস্ট্রেডেটের দিকে ঘুরে গেল।

রাত দুটোয় হ্যারি যখন ক্যাটরিনকে ফোন দিল তখন সে ঘুমে মগ্ন।

'এখন কী হল?' সে বলল।

'আমি অফিসে, তুমি যা খুঁজে পেয়েছ সেটা দেখলাম। তুমি বলেছ, সব নিখোঁজ মহিলাই বিবাহিতা এবং তাদের সন্তান আছে, আমার মনে হয়, এর মধ্যেই কিছু একটা আছে।'

'কী?'

'আমার কোনো ধারণা নেই। আমার কেবল এটা কাউকে বলার দরকার ছিল। যাতেকরে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে এ কথাটা বোকাটে শোনায় কিনা।'

'আর এটা কেমন শোনাল?'

'বোকাটে। গুডনাইট।'

BanglaBook.org

চোখ বড় বড় করে শুয়ে আছে এলি ভেইল। তার পাশে শুয়ে আন্দ্রেয়াস জগত-সংসারের পরোয়া না করে ভারী নিঃশ্বাস নিচ্ছে। পর্দার ফাঁক গলে চাঁদের এক ফালি আলো এসে আড়াআড়িভাবে দেয়ালের ক্রুশের ওপর পড়েছে। রোমে মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে এই ক্রুশটা এনেছিল সে। কী তার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে? এটা কি ট্রাইভে? ও কি জেগেছে? ডিনার আর সন্ধ্যাটা সে যেভাবে চেয়েছিল ঠিক সেভাবেই কেটেছে। তাকে সুখী দেখিয়েছে, মোমের আলোয় চেহারা ঝলমল করেছে, এবং একই সঙ্গে তারা সব কথা বলেছে, তাদের বলবার অনেক কথা ছিল! বিশেষকরে ট্রাইভে'র। আর ও যখন মনটানা নিয়ে কথা বলল, ওর পড়াশোনা আর সেখানকার বন্ধুদের কথা বলল, সে চুপ করে থেকে কেবল ছেলেটাকে দেখেছে। প্রাপ্তবয়স্ক হতে যাওয়া এই কিশোর, ও যেটাতে পরিণত হবে সেটাতে পরিণত হচ্ছে, নিজের জীবন তৈরি করছে। সেটাই এলিকে সবচেয়ে সুখী করেছে: সুখী করেছে যে ট্রাইভে নির্ধারণ করতে পারে। উন্মুক্তভাবে এবং স্বাধীনভাবে। মায়ের মতো নয়। নিরবে নয়, গোপনে নয়।

সে শুনল ঘরটায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে, শুনল দেয়ালগুলো পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে।

কিন্তু সেখানে অন্যধরনের এক শব্দ হচ্ছে, অপরিচিত শব্দ। বাইরে থেকে আসা একটা শব্দ।

বিছানা থেকে নামল সে। জানালার কাছে গিয়ে পর্দাটা ফাঁক করল একটু। তুষার পরছে। আপেল গাছের ডালে তুষার জমেছে। মাটির ওপর পাতলা সাদা তুষার স্তরে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে, বাগানের প্রতিটা জিনিশ জ্বল জ্বল করছে। দরজা থেকে গ্যারেজ পর্যন্ত চোখ বোলাল সে। কী যে খুঁজছে সেটা সে নিশ্চত নয়। তারপর এটা থামল। বিস্ময় আর আতঙ্কে তার শ্বাসরোধ হয়ে এল। আবার শুরু কোরো না, নিজেকে নিজেই বলল সে। এটা নিশ্চয় ট্রাইভে। বিমান ভ্রমণে ও ক্লান্ত, ঘুম আসেনি ওর, এজন্য বাইরে বেরিয়েছে। পায়ের ছাপ দরজা থেকে ঠিক জানলা পর্যন্ত, যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে, এসেছে। পাতলা তুষার স্তরের ওপর একটা কালো বিন্দুর রেখার মতো। লেখায় একটা নাটকীয় বিরতি।

ফিরে যাওয়ার কোনো পদচিহ্ন নেই।

BanglaBook.org

১২

দিন ৭ ।

আলাপচারিতা ।

'মাদক বিভাগের একজন তাকে চিনতে পেরেছে,' স্কেয়ার বলল । 'তাকে যখন আমি ভেটলেসেনের ছবি দেখালাম, গোয়েন্দাটা তখন বলল যে, সে তাকে স্কিপারগাটা আর টলবুগাটার চার রাস্তার মোড়ে দেখেছে কয়েকবার ।'

' চার রাস্তার মোড়ে কী?' গানার হ্যাগেন জিজ্ঞেশ করল । সোমবার সকালের মিটিংয়ে যোগ দেওয়ার জন্য তাকে জোরাজুরি করে হ্যারির অফিসে আনা হয়েছে ।

হ্যাগেনের দিকে স্কেয়ার অনিশ্চিতভাবে তাকিয়ে পরীক্ষা করে দেখল যে, পিওবি কৌতুক করছে কিনা ।

'মাদক বিক্রেতা, পতিতা, জুয়াড়ি,' স্কেয়ার বলল । 'প্লাটা থেকে ওদেরকে আমরা হটিয়ে দেওয়ার পর এটা হয়েছে ওদের নতুন আস্তানা ।'

'কেবল ওখানেই?' চিবুক উঁচিয়ে হ্যাগেন জিজ্ঞেশ করল । 'আমাকে বলা হয়েছিল, এটা এখন অনেক বেশি বিস্তৃত হয়েছে ।'

'এটা হচ্ছে কেন্দ্রের মতো,' স্কেয়ার বলল । 'তবে আপনি অবশ্যই তাদেরকে স্টক একচেঞ্জের আর নর্গেস ব্যাংকের আশেপাশে খুঁজে পাবেন । অ্যাস্ট্রাপ ফিয়ার্নলে আর্ট মিউজিয়াম, গ্যামলে লগেন কনসার্ট হল এবং চার্চ মিশন ক্যাফে ঘিরে...' হ্যারি যখন সশব্দে হাই তুলল তখন থেমে গেল স্কেয়ার ।

'সরি,' ক্ষমা চাইল হ্যারি, 'এই ছুটির দিনটা বেশ কঠিন ছিল । বলে যাও ।'

'তাকে মাদক কিনতে দেখেছে বলে মনে করতে পারেনি গোয়ান্দাটা । তার ধারণা, ভেটলেসেন প্রায়ই হোটেল লিয়নে যাতায়াত করে ।'

ঠিক সেই সময় দরজায় এসে দাঁড়াল ক্যাটরিন ব্র্যাট । সে উস্কোখুস্কো, মলীন, আর তার চোখ সরু হয়ে আছে । তবে সে একটা আনন্দময় স্বরে বার্গানসিয়ান অভিবাদন জানিয়ে ঘরের মধ্যে একটা চেয়ার খুঁজল । জর্ন হোম

BanglaBook.org

তার চেয়ার ছেড়ে দিল, সেই চেয়ারে বসার জায়গা করে দিয়ে হোম আরেকটা চেয়ার টেনে নিল।

'স্কিপারগাটার লিয়নে?' জানতে চাইল হ্যাগেন। 'সে জায়গাটায় কি তারা ড্রাগ বেচে নাকি?'

'বেচতেও পারে,' স্কেয়ার বলল, 'তবে আমি সেখানে অনেক কালো পতিতাদের যেতে দেখেছি। আমার ধারণা, সেটা অবশ্যই তথাকথিত ম্যাসেজের জায়গা।'

'অসম্ভব,' ক্যাটরিন ব্র্যাট বলল, ওদের দিকে পিঠ ঘুরিয়ে আছে সে, কোট স্ট্যান্ডে নিজের কোট ঝুলিয়ে রাখছে। 'ম্যাসেজ পার্লার হচ্ছে ইনডোর মার্কেটের অংশ, আর ভিয়েতনামীদের এখন সেটা আছে। তারা থাকে উপশহরগুলোতে, জেলা পর্যায়ের আবাসিক এলাকাতে, এশিয়ান নারীদের ব্যবহার করে এবং আফ্রিকান সজি বাজার থেকে দূরে থাকে।'

'আমার মনে হয় আমি হোটেলের বাইরে সস্তা রুমের জন্য পোস্টার ঝুলতে দেখেছি,' হ্যারি বলল। 'এক রাতে চার শ' ক্রোনার।'

'ঠিক,' ক্যাটরিন বলল। 'তাদের ছোট ছোট ঘরগুলো ভাড়া নেওয়া হয় দিন হিসেবে কিন্তু বাস্তবে কাজে লাগানো হয় ঘণ্টাভিত্তিক। কালো টাকা। খদ্দেররা টাকার রশিদ চায় না। তবে হোটেলের মালিকরা, বেশিরভাগ টাকাই যাদের পকেটে ঢোকে, সাদা।'

'মহিলা একদম ঠিক বলেছেন,' হ্যাগেনের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল স্কেয়ার। 'আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, অসলোর পতিতালয় সম্পর্কে বার্গেন সেক্সুয়াল অফেন্সেস ইউনিট আকস্মিকভাবে ভালোই বলেছে।'

'তারা সবজায়গাতেই একইরকম,' ক্যাটরিন বলল। 'আমি যা বললাম তা নিয়ে বাজি ধরতে চাও?'

'মালিকটা পাকিস্তানি,' স্কেয়ার বলল। 'দু' শ' ক্রোনার।'

'সই।'

'ওকে,' হাত তালি দিয়ে বলল হ্যারি। 'আমরা এখানে কেন বসেছি?'

লিয়ন হোটেলের মালিক হচ্ছে বোর হ্যানসেন। পুবের অঞ্চল সোলোর-এর লোক। গায়ের রঙ গলন্ত তুষারের মতো ধূসর-সাদা। কাউন্টারে কালো অক্ষরে লেখা *RESEPTION* বোর্ড। কাউন্টারের পাশে জীর্ণ কাঠের পাটাতনের ওপর

BanglaBook.org

জুতা রেখেছে তথাকথিত অতিথিরা। না খদ্দেররা, না বোরে এই বানান নিয়ে আগ্রহী। বোর্ডটা এখানে পড়ে রয়েছে, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায়, বোরে যখন এটাকে এনেছে তখন থেকে: চার বছর ধরে। তার আগে, লোকটা সুইডেনের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে বাইবেল বিক্রি করত, ভিনেসান্ড-এ বাতিল হওয়া পর্নো ফিল্ম নিয়ে সীমান্ত বাণিজ্য করার চেষ্টা করত। এমন এক উচ্চারণ ভঙ্গি সে অর্জন করেছিল যেটা শুনতে একজন ডান্স মিউজিশিয়ান আর একজন ধর্মপ্রচারকের কণ্ঠস্বরের মাঝামাঝি একটা আবেদন তৈরি করত। নাতাশার সঙ্গে তার দেখা হয় ভিনেসান্ড-এ। নাতাশা হচ্ছে রাশিয়ান ইরোটিক ড্যান্সার। ওরা দু'জন নাতাশার রাশিয়ান ম্যানেজারকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে। অল্পের জন্য ম্যানেজারের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে ওরা। নাতাশাকে নতুন একটা নাম দেওয়া হয়। সে এখন অসলোতে বোরে'র সঙ্গে থাকে। তিনজন সার্বিয়ান লোকের কাছ থেকে লিয়ন নিয়ে নিয়েছে বোরে। নানান কারণে সার্বিয়ান তিনজন এ দেশে আর থাকতে পারছিল না। হোটেল নিয়ে বোরে সেখান থেকেই ব্যবসাটা শুরু করল, তিন সার্বিয়ান যেখানে রেখে গিয়েছিল। ব্যবসার ধরন পাল্টানোর কোনো কারণই ছিল না। অল্প সময়ের জন্য রুম ভাড়া দেওয়া—প্রায়ই খুব অল্প সময়ের জন্য ভাড়া দেওয়া। আয় হয় নগদ আর অতিথিরা এর মান বা ব্যবস্থাপনা নিয়ে মাথা ঘামায় না। এটা ভালো এক ব্যবসা। এমন ব্যবসা যেটাকে সে খোয়াতে চায় না। কাজেই তার সামনে যে দু'জন লোক আইডি কার্ড ধরে দাঁড়িয়েছে তাদের কোনো কিছুই সে পছন্দ করছে না।

ছোট করে ছাটা চুলওয়ালা লম্বা লোকটা তার কাউন্টারের সামনে একটা ছবি রাখল। 'লোকটাকে দেখেছ?'

মাথা ঝাঁকাল বোরে হ্যানসেন, লোকগুলো যে তাকে খুঁজছে না সেটা বুঝতে পেরে, সবকিছু সত্ত্বেও, সে স্বস্তি পেল।

'নিশ্চিত?' কাউন্টারের ওপর কনুই রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে এসে বলল লোকটা।

ছবিটার দিকে বোরে তাকাল আবার। সে ভাবছে, আইডি কার্ডটা আরও ভালোভাবে পরীক্ষা করা উচিত তার। এই লোকটাকে পুলিশের লোকের চেয়ে বরং রাস্তায় ঘুরঘুর করা মাদকসেবীর মতো লাগছে। আর তার পেছনে দাঁড়ানো মেয়েটাকেও পুলিশের মতো লাগছে না। সত্যি, মেয়েটার চাহনি অনেক কড়া, বেশ্যাদের মতো চাহনি, কিন্তু চাহনি বাদে বাকি সব মেয়ে, সবটাই মেয়ে। এই মেয়ে যদি এমন এক বেশ্যার দালালের কাছে পড়ে যে তাকে লুট করবে না, তবে মেয়েটা অন্তত পাঁচগুণ বেশি আয় করতে পারবে।

BanglaBook.org

'আমরা জানি, তুমি এখানে একটা পতিতালয় চালাচ্ছ,' পুলিশটা বলল।

'আমি একটা আইনসম্মত হোটেল চালাচ্ছি, আমার লাইসেন্স আছে আর সব কাগজপত্রই ঠিক আছে। আপনারা কি দেখতে চান?' রিসিপশনের ঠিক পেছনের ছোট্ট অফিসের দিকে ইঙ্গিত করল বোরে।

মাথা ঝাঁকাল পুলিশ। 'তুমি পতিতা আর তাদের খদ্দেরদেরকে রুম ভাড়া দাও। এটা আইনবিরোধী।'

'শুনুন,' ঢোক গিলে বলল বোরে। সে যেই ভয়টা করছিল আলাপটা সেদিকেই মোড় নিচ্ছে। 'আমার অতিথিরা যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিল ঠিকমতো পরিশোধ করে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের কাজকর্ম নিয়ে কৌতূহলী নই।'

'কিন্তু আমি কৌতূহলী,' নিচু স্বরে বলল পুলিশ। 'ছবিটাকে কাছ থেকে দেখ।'

বোরে দেখল। ছবিটা নিশ্চয়ই কয়েক বছর আগে তোলা হয়েছে কারণ, ছবির লোকটাকে তরুণ মনে হচ্ছে। তরুণ আর ভাবনাহীন, হতাশা বা যাতনার লেশ নেই।

'শেষবার পরীক্ষা করলাম, নরওয়েতে পতিতাবৃত্তি বেআইনি নয়,' বোরে হ্যানসেন বলল।

'না,' পুলিশটা বলল, 'তবে পতিতালয় চালানো বেআইনি।'

রুষ্ট হওয়ার ভান করার সর্ব্বোচ্চ চেষ্টা করল বোরে হ্যানসেন।

'তুমি তো জানো, হোটেলগুলো তাদের নিয়ম-নীতি যথাযথভাবে মানছে কিনা পুলিশ সেটা নিয়মিত বিরতিতে পরীক্ষা করে দেখতে বাধ্য,' পুলিশটা বলল। 'যেমন, আগুন লাগার মতো জরুরি অবস্থায় বাইরে বেরোনোর জন্য রুমে রুমে ইমার্জেন্সি এক্সিট আছে কিনা।'

'বিদেশি গেস্টদের রেজিস্ট্রেশন ফরম জমা দেওয়া,' মেয়ে পুলিশটা যোগ করল।

'অতিথিদের সম্পর্কে পুলিশি অনুসন্ধানের জন্য ফ্যাক্সমেশিন।'

'ভ্যাট অ্যাকাউন্ট।'

সে টলমল টলমল করছে। পুলিশটা চূড়ান্ত আঘাত করল।

'সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে আসা-যাওয়া করা বিশেষ কয়েকজন খদ্দেরের ওপর পুলিশ নজর রাখছে, সেসব খদ্দেরদের যে অ্যাকাউন্ট তোমার কাছে আছে তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য আমরা ফ্রড স্কোয়াড আনার কথা ভাবছি।'

বমি বমি লাগল বোরে হ্যানসেনের। নাতাশা। বন্ধক। হিমশীতল নিকষ

BanglaBook.org

কালো শীতের সন্ধ্যায় অচেনা সিঁড়ির ওপর বগলদাবা করা বাইবেলে নিজেকে কল্পনা করে শিউরে উঠল সে।

'অথবা আমরা নাও ডাকতে পারি,' পুলিশটা বলল। 'এটা অগ্রাধিকারের প্রশ্ন। পুলিশের সীমিত লোকবলকে কীভাবে ব্যবহার করা হবে সেই প্রশ্ন। তাই না ব্র্যাট?'

মেয়ে পুলিশটা মাথা নাড়ল।

'লোকটা সপ্তাহে দু'বার রুম ভাড়া করে,' বোরে হ্যানসেন বলল। 'সবসময় একই রুম নেয়। সারাটা সন্ধ্যাই সেখানে কাটায়।'

'সারা সন্ধ্যা?'

'কয়েকজন লোক তার সঙ্গে দেখা করতে আসে।'

'কালো নাকি সাদা?' মেয়েটা জিজ্ঞেশ করল।

'কালো, কেবল কালো।'

'কতজন?'

'আমি জানি না। একেক সময় একেক রকম। আট জন। বারো জন।'

'একই সঙ্গে?' বিস্মিত হল মেয়ে পুলিশ।

'না, তারা বদলে বদলে আসে। কেউ কেউ জোড় বেধে আসে। তারা অবশ্য রাস্তাতে জোড় বেঁধেই থাকে।'

'যীশু,' পুলিশটা বলল।

মাথা নাড়ল বোরে হ্যানসেন।

'কী নামে স্বাক্ষর করে সে?'

'মনে নেই।'

'তবে আমরা এটা গেস্টবুকে খুঁজে পাবো, পাবো না? আর অ্যাকাউন্টসে?'

বোরে হ্যানসেনের চকচকে স্যুট জ্যাকেটের ভেতরের শার্টের পেছনটা ঘামে ভিজে গেছে। 'তারা তাকে ডা. হোয়াইট বলে ডাকে। যেসব নারীরা তার সঙ্গে দেখা করতে আসে তারা এই নামই বলে।'

'ডাক্তার?'

'আমার সঙ্গে তার কোনো কাজ নেই। সে...' ইতস্তত করছে বোরে হ্যানসেন। সে যা কিছু বলেছে তার চেয়ে আর বেশি কিছু বলতে চায় না। অন্যদিকে সে দেখাতে চায় যে, পুলিশদেরকে সহযোগিতা করতে চায়। আর এই খদ্দেরটা অলরেডি খোয়া গেছে। 'চিকীৎসকদের বড় ব্যাগগুলোর একটা সে তার সঙ্গে রাখত। আর সবসময়... অতিরিক্ত তোয়ালে চাইত।'

BanglaBook.org

'উউহ,' মেয়েটা বলল। 'কৌশলী মনে হচ্ছে। তুমি যখন রুম পরিষ্কার কর তখন কোনো রক্তটক্ত দেখ?'

জবাব দিল না বোরে।

'যদি তুমি রুম পরিষ্কার করে থাকো,' কথাটা শুধরে বলল পুলিশটা। 'বেশ?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বোরে। 'খুব বেশি না, ইয়ের চেয়ে বেশি না...' সে থামল।

'স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি না?' শ্লেষের সঙ্গে বলল মেয়ে পুলিশটা।

'আমার মনে হয় না লোকটা তাদেরকে আঘাত করত,' তড়িঘড়ি করে বলল বোরে হ্যানসেন, এবং কথাটা বলেই অনুতাপ হল তার।

'কেন মনে হয় না?' চড়া গলায় বলল পুলিশটা।

কাঁধ ঝাঁকাল বোরে। 'তারা ফিরে আসবে না, আমার ধারণা।'

'আর শুধু মেয়েরাই আসত?'

মাথা নাড়ল বোরে। তবে পুলিশটা কিছু একটা নিশ্চয় খেয়াল করেছে। তার ঘাড়ের মাংসপেশীর দুর্বল নড়াচড়া, তার চোখের ভেতর সামান্য একটু কাঁপুনি।

'পুরুষরা?' জিজ্ঞেশ করল পুলিশটা।

মাথা ঝাঁকাল বোরে।

'ছেলেরা?' মেয়ে পুলিশটা জিজ্ঞেশ করল, সেও তার সহকর্মীর মতো একই গন্ধ পাচ্ছে।

বোরে হ্যানসেন আবার মাথা ঝাঁকাল। তবে সামান্য, প্রায় বোঝাই যায় না এমন একটু সময় বিলম্ব করল, মস্তিষ্ক যখন দুটো বিকল্পের একটাকে বেছে নেওয়ার জন্য চিন্তা করে ততটুকু সময় নিয়ে মাথা ঝাঁকাল সে।

'শিশু,' কপালটা নিচু করে আক্রমণ করার ঢঙে জিজ্ঞেশ করল পুলিশটা। 'সে কি এখানে শিশুদের নিয়ে আসত?'

'না!' চীৎকার করল বোরে। তার সারা শরীর দিয়ে ঘাম বেরোচ্ছে। 'কখনোই না, আমি এ বিষয়ে বিধিনিষেধ জারি করেছি। শুধুমাত্র দু'বার এসেছিল তারা... আর তারা ভেতরে ঢোকেনি। আমি তাদেরকে রাস্তায় বের করে দিয়েছি।'

BanglaBook.org

'আফ্রিকান?' পুরুষটা জিজ্ঞেশ করল।

'হ্যাঁ।'

'ছেলে নাকি মেয়ে?'

'দুটোই।'

'তারা কি একা এসেছিল?' মেয়েটা জানতে চাইল।

'না, মহিলাদের সঙ্গে। আমার বিশ্বাস, তাদের মায়ের সঙ্গে। তবে, যেমনটা বলেছি, আমি তাদেরকে ওপরে তার রুমে যেতে দেইনি।'

'তুমি বলেছ সে এখানে সপ্তাহে দু'বার আসে। তার কি সময় নির্দীষ্ট করা?'

'সোমবার আর বৃহস্পতিবার। আটটা থেকে মধ্যরাত অব্দি। আর সে সবসময় ঠিক সময়েই আসা-যাওয়া করে।'

'আজও আসবে?' পুরুষটা তার সহকর্মীর দিকে তাকিয়ে বলল। 'ওকে, তোমার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।'

বোরে তার ফুসফুসের বাতাস ছেড়ে দিল আর আবিষ্কার করল, তার পা দুটো ব্যথা হয়ে গেছে– সে এতক্ষণ পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। 'সাহায্য করে খুশী হলাম,' সে বলল।

দরজার দিকে হাঁটা দিল পুলিশ অফিসার দু'জন। বোরে জানে, তার মুখ বন্ধ রাখা উচিত তবে সে যদি নিশ্চয়তা না পায় তবে ঘুমাতে পারবে না।

'তবে...' পুলিশ দু'জন যখন চলে যাচ্ছিল তখন বলল সে, '...তবে তাহলে আমরা একটা চুক্তিতে এলাম, তাই না?'

পুলিশ লোকটা ঘুরে দাঁড়াল, বিস্ময়ে তার একটা ভ্রু কপালে তোলা। 'কী নিয়ে?'

ঢোক গিলল বোরে। 'এই তদন্ত... নিয়ে?'

চিবুক ঘষল পুলিশটা। 'তুমি কি এই ইঙ্গিত দিচ্ছ যে, তোমার কিছু আড়াল করার আছে?'

দু'বার চোখ পিটপিট করল বোরে। তরপর সে নিজের উচ্চস্বরে নার্ভাস হাসি শুনতে পেল: 'না, না, অবশ্যই না! হা-হা! এখানের সবকিছুই ঠিকঠাক আছে।'

'চমৎকার, তাহলে তারা যখন আসবে তখন তোমার ভয়ের কিছুই নেই। তদন্ত করা আমার দায়িত্ব নয়।'

মুখ হা করে বোরে প্রতিবাদ করে কিছু একটা বলতে চাইল, পুলিশ ছান চলে গেল। বোরে জানে না, সে কী বলতে চাইল।

BanglaBook.org

অফিসে ফেরার পর টেলিফোনটা হ্যারিকে স্বাগত জানাল।

র‍্যাকেল ওর কাছ থেকে যে ডিভিডিটা ধার নিয়েছিল সেটা ফেরত দিতে চায়।

'*দ্যা রুলস অব অ্যাট্রাকশন?*' পুনরাবৃত্তি করল হ্যারি, চমকে উঠল। 'তুমি এটা নিয়েছিলে?'

'তুমি বলেছিলে, তোমার সবচেয়ে গুরুত্বহীন আধুনিক ফিল্মের তালিকায় এটা আছে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কখনোই সেসব ফিল্ম পছন্দ করতে না।'

'সেটা সত্য নয়।'

'তুমি *স্টারশিপ ট্রুপার্স* পছন্দ করোনি।'

'তার কারণ ওটা ছিল মারদাঙ্গা মার্কা একটা বাজে ছবি।'

'এটা একটা বিদ্রুপাত্মক ছবি,' হ্যারি বলল।

'কিসের?'

'আমেরিকান সমাজের জন্মগত ফ্যাসিজমের। হিটলার ইয়ুথের সম্মুখীন হার্ডি বয়েজ।'

'ওহ, হ্যারি! দূরের এক গ্রহে বিরাটাকার পোকাদের সঙ্গে যুদ্ধ?'

'ভিনদেশীদের ভয়।'

'যাই হোক, আমি তোমার ওসব সত্তরের ফিল্ম পছন্দ করি, দুঃশ্চিন্তা নিয়ে একটা...'

'*দ্যা কনভার্সেশন*,' হ্যারি বলল। 'কপোলা'র সেরা ছবি।'

'ওটা একটা ছবি। আমি মানি *ওটা* গুরুত্বহীন।'

'এটা গুরুত্বহীন নয়,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল হ্যারি। 'ভুলে গিয়েছিলাম কেবল। অস্কারে এটা একবার সেরা ছবির ক্যাটাগরিতে মনোনয়ন পেয়েছিল।'

'আজ সন্ধ্যায় কিছু বন্ধুর সঙ্গে আমার ডিনার আছে। বাড়ি ফেরার পথে আমি ফিল্মটা দিয়ে যেতে পারি। মাঝরাতের দিকে কি তুমি থাকবে?'

'থাকতে পারি। তার চেয়ে বরং খেতে যাওয়ার আগেই দিয়ে যাও না কেন?'

'তাহলে একটু বেশি চাপ পরবে, তবে সেটাও করতে পারি অবশ্যই।'

তার জবাবটা এলো দ্রুত। তবে হ্যারির পক্ষে কথাটা না-শোনার জন্য যথেষ্ট দ্রুত নয়।

'উম,' ও বলল। 'যাই হোক আমি ঘুমাতে পারি না। আমি নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফাঙ্গাশ নিচ্ছি এবং আমি শ্বাস নিতে পারছি না।'

'তুমি জানো কি? সিঁড়ির নিচের মেইলবক্সে এটা রেখে যেতে পারবো, যাতে তোমার ওঠা না লাগে। ওকে?'

'ওকে।'

ফোন রেখে দিল ওরা। হ্যারি দেখল ওর হাত কাঁপছে। ও ভাবল, নিকোটিনের প্রভাবে কাঁপছে, লিফটের দিকে এগিয়ে গেল ও।

BanglaBook.org

ক্যাটরিন তার অফিসের দরজায় এসে দাঁড়াল যেন সে জানে যে, হ্যারিই হেঁটে যাচ্ছে। 'এস্পেন লেক্সভিকের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। আজ রাতের কাজের জন্য আমরা ওর দলের একজনকে পেতে পারি।'

'দারুণ।'

'ভালো খবর?'

'কী?'

'তুমি হাসছ।'

'হাসছি? তাহলে নিশ্চয় খুশী।'

'কী নিয়ে?'

ও পকেট চাপড়াল। 'সিগারেট।'

এক কাপ চা নিয়ে রান্নাঘরের টেবিলের ওপর বসেছে এলি ভেইল। বাগানের দিকে তাকিয়ে ডিশওয়াশারের সুখকর গুড়্গুড় শব্দ শুনছে। কালো টেলিফোনটা রান্নাঘরের ওয়ার্কটপের ওপর রাখা। তার হাতে ধরা রিসিভারটা গরম হয়ে গেছে, এটা শক্ত করে চেপে ধরে রাখার কারণে, তবে রং নাম্বার। ট্রাইভে মাছের তরকারি ফিশ অ গ্রাটিন পছন্দ করেছে– এটা ওর প্রিয়, ও বলেছে। তবে ও বেশিরভাগ বিষয়েই এমনটা বলে। ও খুব ভালো ছেলে। ঘরের বাইরের ঘাসগুলো প্রাণহীন বাদামি; যে তুষার পরেছিল তার চিহ্নমাত্র নেই। আর কে জানে? হয়তোবা সে পুরো বিষয়টাই স্বপ্নে দেখেছে?

লক্ষ্যহীনভাবে একটা ম্যাগাজিনে চোখ বোলাল সে। যেহেতু ট্রাইভে বাড়িতে এসেছে, তারা যাতেকরে কিছু সময় একসঙ্গে কাটাতে পারে, সেজন্য প্রথম কয়েকটা দিন ছুটি নিয়েছে এলি। কেবল ওদের দু'জন চমৎকার আড্ডা দিয়েছে। তবে এখন ও লিভিংরুমে আন্দ্রেয়াসের সঙ্গে বসে আছে। ওদেরকে একান্তে সময় কাটানোর জন্য সুযোগ করে দিয়েছে সে। এটা চমৎকার, ওদের আরও কথা রয়েছে। মোটের ওপর ওরা খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ। আর বস্তুত সে সবসময়ই বাস্তবতার চেয়ে ভালো একটু আড্ডাকে পছন্দ করে। কারণ আলাপ-আলোচনাকে অবশ্যই কোথাও না কোথাও থামতে হয়। বিশাল দুস্তর এক দেয়াল।

সে অবশ্য আন্দ্রেয়াসকে ছেলেটার বাবা বলতে রাজি হয়েছে। অন্ততপক্ষে ছেলেটাকে আন্দ্রেয়াসের দিক থেকে একটা নাম নিতে দেওয়া হয়েছে। জন্ম দেওয়ার আগে সে যে তথ্য জানানো উচিত নয়, সে তথ্য জানানো বন্ধ করে

BanglaBook.org

দিয়েছিল। শূন্য কার পার্ক সম্বন্ধে, অন্ধকার সম্বন্ধে, তুষারের ওপর কালো ছোপ সম্বন্ধে। তার ঘাড়ে ধরা ছুরি আর তার গালে পরা মুখহীন নিঃশ্বাস সম্বন্ধে। বাড়ি ফেরার পথে, তার পোশাকের নিচে লোকটার যে বীজ গড়িয়ে পরছিল সেটা সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হওয়ার আগ পর্যন্ত যেন পরতেই থাকে– সেই প্রার্থনা সে ঈশ্বরের কাছে করেছিল। কিন্তু তার প্রার্থনার জবাব মেলেনি।

পরে সে প্রায়ই ভেবে অবাক হয়েছে যে, বিষয়গুলো কেমন হতো যদি আন্দ্রেয়াস যাজক না হতো, গর্ভপাত সম্পর্কে ওর দৃষ্টিভঙ্গি যদি অটল না হতো, আর সে যদি এতটা ভীরু না হতো। ট্রাইভে যদি জন্ম না নিত। কিন্তু ততক্ষণে একটা দেয়াল তৈরি হয়ে গেছে, নিরবতার এক অটল দেয়াল।

ট্রাইভে আর আন্দ্রেয়াসের যে এত মিল সেটা ভালো দিক। এটা সামান্য একটু আশাও জাগিয়েছিল। এজন্য সে একজন সার্জারি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল, যেখানে তাকে কেউই চেনে না। ডাক্তারদেরকে সে তাদের বালিশ থেকে নেওয়া দুটো চুলের গোছা দিয়েছিল। সে বইপত্রে পড়ে জেনেছে, জেনেটিক ফিঙ্গার প্রিন্টের মতো ডিএনএ খুঁজে দেখবার জন্য এটাই যথেষ্ট। ডাক্তাররা চুলগুলো রিক্সহসিপিটালেটের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগে পাঠিয়ে দিয়েছিল। হাসপাতালটি পিতৃত্ব নির্ণয়ের কাজ করে। এবং দু'মাস পর সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল। এটা কোনো স্বপ্ন ছিল না: কার পার্কটা, কালো ছোপ, হাঁপানো, ব্যথা।

টেলিফোনটার দিকে আবার তাকল সে। অবশ্যই এটা একটা রং নাম্বার, অপরপ্রান্তের যে নিঃশ্বাসের শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে সেটা হচ্ছে অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়ার হতবুদ্ধকর প্রতিক্রিয়া, রিসিভারটা রেখে দিবে নাকি দেবে না সেটা বুঝে উঠতে না পারার প্রতিক্রিয়া। তা-ই হবে।

* * *

হল ঘরে ঢুকে এন্ট্রি ফোনটা হাতে নিল হ্যারি।

'হ্যালো?' সিটিংরুমের স্টেরিওতে বাজা ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দের গানের স্বরের ওপর দিয়ে চীৎকার করে বলল ও।

কোনো উত্তর নেই, কেবল একটা গাড়ি শাঁ করে সোফিস গেটের দিকে চলে গেল।

'হ্যালো?'

'হাই! আমি র‍্যাকেল। তুমি কি বিছানায়?'

BanglaBook.org

র‍্যাকেলের কণ্ঠস্বর শুনে বোঝা যাচ্ছে সে ড্রিঙ্ক করেছে। খুব বেশি ড্রিঙ্ক করেনি তবে তার কণ্ঠস্বর আর হাসি, সেই গহন হাসি, চড়া গ্রামে ওঠার জন্য যথেষ্ট, তার শব্দ জড়িয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট।

'না,' ও বলল। 'চমৎকার সন্ধ্যা কাটল?'

'একদম।'

'এখন মাত্র এগারোটা বাজে।'

'মেয়েরা একটু আগেই ফিরল। আজ কাজের দিন।'

'উম।'

হ্যারি কল্পনা করল। কৌতুককর চাহনি, তার চোখে অ্যালকোহলের আভা।

'ফিল্মটা এনেছি আমি,' সে বলল। 'আমি যদি এটা মেইলবক্সে রেখে যাই, আমার মনে হয় তুমি পেয়ে যাবে।'

'ঠিক।'

তাকে ভেতরে আসতে দেওয়ার জন্য বেলটাতে চাপ দেওয়ার জন্য আঙুল তুলল ও। অপেক্ষা করল। ও জানে, এটা সময়ের একটা জানালা। তাদের সিডি হস্তান্তরের জন্য দু'সেকন্ড দরকার। ও পশ্চাদাপসরণ করতে পছন্দ করে। আর ও ভালো করেই জানে যে, ও এটাকে ঘটতে দিতে চায় না। এর মধ্য দিয়ে আবার যাওয়া খুব জটিলও, খুব বেদনাদায়কও। তাহলে ওর বুক এমনভাবে কাঁপছে কেন, যেন ওর বুকে দুটো হৃদপিন্ড আছে? ও কেন বোতামটা দ্রুতই চেপে দিচ্ছে না যাতে সে বিল্ডিংয়ের ভেতের ঢুকতে এবং বেরিয়ে যেতে পারে এবং ওর মাথা থেকে বেরিয়ে যেতে পারে? বোতামটার শক্ত প্লাস্টিকের ওপর আঙুলের ডগা রেখে ও ভাবলো, এখন।

'অথবা,' সে বলল, 'এটা নিয়ে আমি ওপরে আসতে পারি।'

কথা বলার আগেই হ্যারি বুঝতে পারছে যে ওর কণ্ঠস্বর অদ্ভুত শোনাবে।

'তোমার ওপরে আসার দরকার নেই,' ও বলল। 'নাম ছাড়া মেইলবক্সটাই আমার। গুডনাইট।'

'গুডনাইট।'

বোতামটায় চাপ দিল ও। সিটিং রুমে গেল, ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দের গানের আওয়াজ চড়াল, উচ্চ শব্দে, ওর চিন্তাকে দূরে ঠেলে দিতে চাচ্ছে, স্নায়ুর হতবুদ্ধকর অবস্থা ভুলতে চাচ্ছে। কেবল শব্দ শুনতে চাচ্ছে, গিটারের তীব্র ঝনঝনানি। রাগী, দুর্বল এবং ভালোভাবে বাজানো নয়। স্কটিশ। তবে অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত করে কর্ডের একটা অতি ব্যকুল সিরিজ।

BanglaBook.org

মিউজিকের আওয়াজ কমাল হ্যারি। শুনল। আওয়াজ যখন আবার বাড়াতে যাবে তখন একটা শব্দ শুনল। হল রুমে গিয়ে দেখল, দরজার ঢেউ খেলানো কাঁচের পেছনে একটা দেহমূর্তি।

দরজা খুলল ও।

'বেল বাজিয়েছিলাম,' দুঃখিতভাবে ওর দিকে তাকিয়ে বলল র‍্যাকেল।

'ওহ?'

একটা ডিভিডি বক্স নাড়ল সে। 'মেইলবক্সে এটা ঢুকছে না।'

ও কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিছু একটা বলতে চাচ্ছিল। তবে এরিমধ্যে ও বাহু বাড়িয়ে দিয়েছে, তাকে ধরেছে, তাকে ওর দিকে টেনে নিল, তাকে জোরে চেপে ধরার সময় তার দম আটকে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল, তার মুখ খুলতে দেখল এবং তার জিব ওর দিকে নড়ছে, লাল জিহ্বায় ভেংচাচ্ছে। আর মূলত বলার কিছুই নেই।

ওর ওপর সে আরাম করে শুল; নরম আর উষ্ণ।

'বাবারে,' ফিসফিস করে বলল সে।

তার কপালে চুমু দিল ও।

ঘামের পাতলা স্তর ওদের দু'জনকে আলাদা করে রেখেছে, আবার একসঙ্গে লাগিয়েও রেখেছে।

ঠিক তা-ই হয়েছে যেটা হবে বলে ও জানত। ঠিক প্রথমবারের মতোই ঘটেছে এটা, যদিও নার্ভাসনেস ছিল না, আনাড়িপনা এবং না-বলা প্রশ্ন ছিল না। শেষবারের মতো ঘটেছে এটা, দুঃখবোধ ছাড়া, তার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না ছাড়া। তুমি তার সঙ্গে থাকতে পারো যার সঙ্গে ভালো সেক্স করা যায়। ক্যাটরিন তাহলে ঠিকই বলেছে; তুমি সবসময়ই ফিরে যাবে। তবে হ্যারি এটাও জানে যে এটা অন্যরকম। র‍্যাকেলের জন্য এটা ছিল পুরোনো চারণভূমির সঙ্গে জরুরি আর চূড়ান্ত সাক্ষাৎ করা, ওরা দু'জনই যাকে বলত, তাদের জীবনের মহান ভালোবাসা, সেটাকে বিদায় জানানো র‍্যাকেলের নতুন যুগে প্রবেশের আগে। ক্ষুদ্রতর ভালোবাসায় যাওয়ার আগে? হতে পারে, তবে টেকসই এক ভালোবাসা।

ওর পাকস্থলিতে গুঁতো মারার সময় সে তৃপ্তির এক আওয়াজ করছে। ও এখনো তার শরীরের উত্তেজনা টের পাচ্ছে। তার জন্য এই উত্তেজনাকে ও কঠিন অথবা সহজ করতে পারে। সেটা ও পরে করার সিদ্ধান্ত নিল।

BanglaBook.org

'মন্দ বিবেক?' ও প্রশ্ন করল, তার কুণ্ঠা অনুভব করল।

'এ নিয়ে কথা বলতে চাই না,' সে বলল।

হ্যারিও এ নিয়ে কথা বলতে চায় না। ও নিশ্চুপ শুয়ে থাকতে চায়, তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে চায় এবং নিজের পাকস্থলির ওপর তার হাত অনুভব করতে চায়। তবে ও জানে, তাকে কী করতে হবে, এবং ও আর কোনো মুলতবি চায় না। 'লোকটা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে, র‍্যাকেল।'

'না,' সে বলল। 'আগামী কাল সকালে অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্টে লেকচার দেওয়ার জন্য ও আর টেকনিশিয়ানরা একটা মৃতদেহ প্রস্তুত করছে। এবং আমি ওকে বলেছি যে, লাশ ঘাটাঘাটি করে আমার কাছে ও আসতে পারবে না। নিজের কাজের জায়গাতেই ঘুমাবে ও।'

'আর আমার ব্যপারে কী?' র‍্যাকেল এই পরিকল্পনা আগেই করে রেখেছে, এমনটা ঘটবে তা সে আগেই জানত– এটা ভেবে অন্ধকারের ভেতর হাসল হ্যারি। 'তুমি কী করে জানো যে, আমি লাশ ঘাটাঘাটি করিনি?'

'তুমি লাশ ধরেছ?'

'না,' হ্যারি বলল, বিছানার পাশের টেবিলের ড্রয়ারে রাখা সিগারেটের কথা ভাবল। 'আমাদের কোনো লাশ নেই।'

ওরা নীরব হয়ে গেল। ওর পাকস্থলির ওপর তার হাত খেলা করছে।

'আমার মনে হচ্ছে আমি অনুপ্রবেশ করছি,' অপ্রত্যাশিতভাবে বলল ও।

'কী বলতে চাচ্ছো?'

'ঠিক জানি না। আমার মনে হচ্ছে, কেউ একজন আমাকে সারাক্ষণই অনুসরণ করছে, এখন আমাকে কেউ একজন দেখছে। আমি কারও পরিকল্পনার অংশ। বুঝতে পারছো?'

'না।' ওর আরও কাছাকাছি আরাম করে শুল সে।

'আমি যে কেইসটা নিয়ে কাজ করছি এটা সেটা। এটা এমন যেন আমার লোকটা এর মধ্যে যুক্ত–'

'শ্‌শ্‌।' ওর কানে কামড় দিল সে। 'তুমি সবসময়ই যুক্ত, হ্যারি। এটা তোমার সমস্যা। রিল্যাক্স।'

তার হাত ওর শিথিল শিশ্নের ওপর গেল, ও চোখ বন্ধ করল, তার ফিসফিসানি শুনছে, ওর উত্তেজনা বাড়ছে।

সে বিছানা ছাড়ল তিনটার সময়। জানালা গলে আসা রাস্তার আলোয় তার পিঠ দেখল ও। বাঁকানো পিঠ, মেরুদণ্ডের ছায়া। ক্যাটরিনের বলা একটা কথা নিয়ে ভাবতে লাগল ও, সিলভিয়া অটারসেনের পিঠে ইথিওপিয়ান পতাকার ট্যাটু

BanglaBook.org

আঁকা ছিল; ব্রিফিংয়ের সময় এ কথাটা বলতে হবে। আর র‍্যাকেল ঠিকই বলেছে: ও কখনোই কেইস নিয়ে ভাবনা থামাতে পারবে না, ও সবসময়ই এর সঙ্গে যুক্ত।

তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল ও। দ্রুত ওর মুখে চুমু খেয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল সে। বলার কিছুই ছিল না। যখন দরজা আটকাতে যাবে তখন দরজার বাইরে ও ভেজা বুটের ছাপ দেখতে পেল। সিঁড়ির অন্ধকারে যেখানে বুটের ছাপ মিলিয়ে গেছে সেখান পর্যন্ত ও অনুসরণ করল। র‍্যাকেল যখন এখানে এসেছিল তখন নিশ্চয় এই ছাপ পড়েছে। এবং বেরহস সিল-এর কথা ভাবল ও, নারী সিলটা প্রজননকালে পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয় এবং পরবর্তী প্রজননের সময় আর কখনোই সেই পুরুষের কাছে ফিরে আসে না। কারণ এটা বায়োলজিক্যালি যৌক্তিক নয়। বেরহস সিল অবশ্যই চতুর প্রাণি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১৩

দিন ৮।

কাগজ।

সাড়ে নয়টা বাজে। রাজপথের ওপরের সলিস্ট ওভারপাসের ওপর দিয়ে মোড় ঘোরা একমাত্র গাড়িটার ওপর সূর্যের আলো চিকচিক করছে। গাড়িটা বাইগডয়ভিয়েনের দিকে মোড় নিল। গ্রামের মতো সামুদ্রিক উপদ্বীপের দিকে গেছে পথটা। জায়গাটা সিটি হল স্কোয়ার থেকে মিনিট পাঁচেক দূরের ড্রাইভের পথ। জায়গাটা শান্ত, কঙ্গসগার্ডেন এস্টেটে কোনো গাড়ি নেই বললেই চলে, নেই কোনো গরু বা ঘোড়া। আর সরু যে পথটা ধরে লোকজন সমুদ্রতীরে যাতায়াত করে সেটা জনমানবশূন্য।

গড়ান রাস্তার দিকে গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে ক্যাটরিনের কথা শুনল হ্যারি।

'তুষার,' ক্যাটরিন বলল।

'তুষার?'

'তুমি যেমনটা বলেছ, আমি তেমনটা করেছি। সন্তান থাকা যেসব বিবাহিত নারী নিখোঁজ হয়েছে তাদের ওপর মনোযোগ দিয়েছি। আর তারপর তারিখগুলো দেখা শুরু করলাম। বেশিরভাগই নভেম্বর আর ডিসেম্বরে। তাদেরকে আলাদা করে ভৌগলিকভাবে বিবেচনা করেছি। বেশিরভাগই অসলোতে; দেশের অন্য অংশে কিছু আছে। তারপর আমার এটা মনে হল, তুমি যে চিঠিটা পেয়েছ সেটার কারণে। প্রথম তুষারের সঙ্গে তুষারমানবের পুনরাবির্ভাবের বিষয়টা। আর যেদিন আমরা হফসভিয়েনে গেলাম সেদিন অসলোতে প্রথম তুষার পরেছে।'

'সত্যি?'

'এসব তারিখ আর স্থান নিয়ে আবহাওয়া অফিস থেকে পরীক্ষা করেছি। আর তুমি জানো কী হয়?'

হ্যারি জানে কী হয়। আর সেটা ওর অনেক আগেই জানা উচিত ছিল।

BanglaBook.org

'প্রথম তুষার,' ও বলল। 'সে তাদেরকে সেদিন হত্যা করে যেদিন প্রথম তুষার পরে।'

'ঠিক।'

'ঈশ্বর, আমাদেরকে কত কষ্টকরে এটা বুঝতে হয়েছে। আমরা কতজন নিখোঁজ নারী সম্পর্কে কথা বলছি?'

'এগারো। বছরে একজন।'

'এবং এ বছর দু'জন। সে খুনের প্যাটার্ন ভেঙেছে।'

'১৯৯২ সালে বার্গেনে যেদিন প্রথম তুষার পরে সেদিন একজন খুন হয়েছে এবং দু'জন নিখোঁজ হয়েছে। আমার মনে হয়, আমাদের সেখান থেকে শুরু করা উচিত।'

'তা কেন?'

'কারণ মেয়েটি ছিল সন্তানসহ বিবাহিতা। আর যে মেয়েটা নিখোঁজ হয়েছিল সে ছিল তার বেস্ট ফ্রেন্ড। সুতরাং আমাদের হাতে একটা মৃতদেহ, একটা অপরাধস্থল এবং একটা কেইস ফাইল আছে। একজন সন্দেহভাজনও আছে যে অন্তর্হিত হয়েছে এবং তাকে আর কখনোই দেখা যায়নি।'

'কে সে?'

'একজন পুলিশ। গার্ট র‍্যাফতো।'

দ্রুত এক পলক তাকাল হ্যারি। 'ওহ, কেইসটা, হ্যাঁ। সে কি সেই ব্যক্তি যে অপরাধস্থল থেকে জিনিশপত্র চুরি করত?'

'তেমনটাই রটনা আছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা ওই নারীদের একজনের ফ্ল্যাটে তাকে যেতে দেখেছে, অনি হেটেল্যান্ড, মহিলাটা নিখোঁজ হওয়ার ঘণ্টাকয়েক আগে। এবং ব্যপক খোঁজাখুঁজি করে কিছুই পাওয়া যায়নি। কোনো নামনিশানা ছাড়াই পুলিশটা নিখোঁজ হয়ে গেছে।'

রাস্তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে হ্যারি, হাক অ্যাভেনির পাতাহীন গাছের দিকে। রাস্তাটা সমুদ্র আর মিউজিয়ামের দিকে গেছে। এই মিউজিয়ামকে নরওয়েজিয়ানরা জাতির বড় একটা প্রাপ্তি বলে মনে করে: প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে সমুদ্রযাত্রা এবং উত্তর মেরুতে পৌছানোর এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

'আর এখন তুমি মনে করছ, এটা কল্পনাসাধ্য যে, সে আদৌ নিখোঁজ হয়নি?' ও বলল। 'প্রতিবছর প্রথম তুষারের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সে আবার আসে?'

ক্যাটরিন তার কাঁধ কুঁজো করল। 'আমি মনে করি, সেখানে কী ঘটেছিল সেটা খুঁজে বের করা গুরুত্বপূর্ণ।'

BanglaBook.org

'উম। বার্গেনের সহায়তা চেয়ে শুরু করতে হবে আমাদের।'

'আমি সেটা করব না,' দ্রুত বলল সে।

'ওহ?'

'র‍্যাফতোর কেইসটা বার্গেনের পুলিশের জন্য এখনো স্পর্শকাতর ইস্যু। সেই কেইসে তারা যেসব রিসোর্স ব্যবহার করেছে তা কেবল তদন্তের পরিবর্তে সেটাকে চাপা দেওয়ার কাজেই ব্যবহার করা হয়েছে। তারা কী উদঘাটন করতে পারে সেটা ভেবে তারা আতঙ্কিত ছিল। আর লোকটা যেহেতু নিজে নিজেই নিখোঁজ হয়েছে...' সে বাতাসে বড় একটা X আঁকল।

'আচ্ছা। তুমি কী করতে বল?'

'তুমি আর আমি বার্গেনে ছোট্ট এক ভ্রমণে যাবো এবং আমরা আমাদের মতোকরে এ বিষয়ে একটু তদন্ত করব। মোটের ওপর, এটা এখন অসলো মার্ডার কেইসের একটা অংশ।'

ঠিকানামতো জায়াগার সামনে পার্ক করল হ্যারি। জাহাজের নোঙর করবার জন্য একটা পানি ঘেরা ঘাটের পাশের চারতলা ইটের বিল্ডিং। ইঞ্জিন বন্ধ করল, তবে সিটে বসে ফ্রগনারকিলেন সৈকত থেকে ফিলিপস্টাড পোতাশ্রয় পর্যন্ত চোখ বোলাল।

'র‍্যাফতোর কেইসটা তোমার তালিকায় ঢুকল কীকরে?' ও প্রশ্ন করল। 'সবার আগে, তোমাকে আবার এটা চেক করতে বলছি। দ্বিতীয়ত, আমি বিশ্বাস করি এটা নিখোঁজ ব্যক্তির কেইস নয়, মার্ডার কেইস।'

ক্যাটরিনের দিকে তাকানোর জন্য ও ঘুরল। সে চোখের পলক না ফেলে ওর দিকে তাকাল।

'বার্গেনে র‍্যাফতোর কেইসটা বেশ ফেমাস,' সে বলল। 'আর সেখানে একটা ছবি আছে।'

'একটা ছবি?'

'হ্যাঁ। বার্গেন পুলিশ স্টেশনের সব নতুন প্রশিক্ষণার্থীকেই সেটা দেখানো হয়। সেটা উলরিকেন মাউন্টেনের শীর্ষের অপরাধস্থল এবং এক ধরনের অগ্নিদীক্ষা। আমার মনে হয়, তাদের বেশিরভাগই পুরোভাগের খুঁটিনাটি নিয়ে এত আতঙ্কিত যে পেছনভাগে তারা কখনো তাকায়ইনি। অথবা হতে পারে, তারা কখনোই উলরিকেনের শীর্ষে চড়েনি। যেটাই হোক না কেন, সেখানে এমন কিছু একটা আছে যার কোনো মানে নেই, অনেক পেছনের একটা ঢিবি। যখন তুমি গভীরভাবে এটা পর্যবেক্ষণ করবে, তখন একদম পরিষ্কার দেখতে পাবে যে এটা কী।'

BanglaBook.org

'ওহ?'

'একটা তুষারমানব।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল হ্যারি।

'ছবির কথা বলছি,' ক্যাটরিন বলল, তার ব্যাগ থেকে এ ফোর মাপের একটা ইনভিলাপ বের করে হ্যারির কোলের ওপর ছুঁড়ে মারল।

ক্লিনিকটা তৃতীয় তলায়। ওয়েটিং রুমটা ভয়াবহ রকম খরুচে ইতালিয়ান ফার্নিচার দিয়ে অনিন্দ্যভাবে সাজানো হয়েছে। একটা কফি টেবিল ফেরারি গাড়ির মতো এতটা নিচু যে সেটা ফ্লোরের একদম কাছাকাছি নিচু। নিকো ওয়াইডারবার্গের কাঁচের ভাস্কর্য। একটা আসল রয় লিচেনস্টেইন প্রিন্টে একটা ধোঁয়াওঠা বন্দুক দেখা যাচ্ছে।

কাঁচঘেরা বিধিনিষেধের রিসিপশনের পরিবর্তে ঘরের মাঝখানে রাখা সুন্দর একটা পুরোনো টেবিলে বসে আছে একজন নারী। নীলরঙা বিজনেস স্যুটের ওপর একটা খোলা সাদা কোট পরেছে সে। স্বাগত হাসি দিল সে। হ্যারির পরিচয় এবং এখানে আসার কারণ জেনেও এবং মহিলা যে বোর্গহিল্ড ওর এমন ধারণাতেও হাসিটা কঠিন হয়ে গেল না।

'কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবেন দয়া করে?' সে বলল। ওদেরকে একজন প্রশিক্ষিত মার্জিত নারী তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সোফার দিকে যাওয়ার ইঙ্গিত করল। হ্যারি এসপ্রেসো, চা অথবা পানির প্রস্তাব ফিরিয়ে দিল। একটা সিটে বসল ওরা।

হ্যারি খেয়াল করল, ম্যাগাজিনগুলো তারিখ অনুযায়ী সাজিয়ে রাখা। *লিবারেল* ম্যাগাজিনের একটা কপি হাতে নিল ও। শিরোনামের ওপর ওর দৃষ্টি আটকে গেল। আর্ভ স্টপ দাবি করেছেন, বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে রাজনীতিবিদদের আসার ইচ্ছা 'নিজেদেরকে জাহির করবার ইচ্ছা' এবং ভাঁড়ের ভূমিকা গ্রহণ করা জনগণের সরকারের জন্য চূড়ান্ত বিজয়।'

তারপর *ডা. ইডার ভেটলেসেন* লেখা দরজাটা খুলে গেল এবং একজন মহিলা দ্রুত পায়ে ওয়েটিং রুম পেরিয়ে গেল। বোর্গহিল্ডকে ছোট্টকরে বিদায় বলে ডানে-বাঁয়ে না তাকিয়ে চলে গেল মহিলাটা।

মহিলার চলে যাওয়ার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে ক্যাটরিন। 'মহিলাটা টিভি 2 নিউজের না?'

BanglaBook.org

সে সময় বোর্গহিল্ড ঘোষণা দিল, ভেটলেসেন তাদেরকে রিসিভ করতে প্রস্তুত, দরজার কাছে গিয়ে সে ওদের জন্য দরজাটা খুলে দিল।

ইডার ভেটলেসেনের অফিসটা ডিরেক্টর জেনারেল সাইজের, অসলোর সামুদ্রিক খাড়ির একটা দৃশ্যসহ। ডেস্কের পেছনের দেয়ালে বাঁধাইকরা ডিপ্লোমার সার্টিফিকেট ঝোলানো।

'জাস্ট এ মোমেন্ট,' কম্পিউটার স্ক্রিন থেকে মুখ না তুলেই বলল ভেটলেসেন। তারপর বিজয়ের ভঙ্গিতে সে সর্বশেষ কি চাপল, চেয়ারটা একটা পাক দিয়ে ঘুরিয়ে চশমা খুলে ফেলল।

'ফেইসলিফট, হোল? পেনিস এনলার্জমেন্ট? লাইপোসাকশন?'

'থ্যাঙ্ক ইউ ফর দ্যা অফার,' হ্যারি বলল। 'ও হচ্ছে পুলিশ অফিসার ব্র্যাট। অটারসেন এবং বেকারের তথ্য দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য আমরা আরেকবার অনুরোধ নিয়ে এসেছি।'

ইডার ভেটলেসেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল, একটা রুমাল দিয়ে তার চশমা পরিষ্কার করতে শুরু করল।

'এটা আমি আপনাকে কীকরে ব্যাখ্যা করব যাতে আপনি বুঝতে পারবেন, হোল? এমনকি আমার মতো একজন লোক, পুলিশকে সাহায্য করার জন্য যার আছে আন্তরিক, প্রবল আগ্রহ এবং আদতে কিছু নীতির বিষয়ে ছাড় দিতে পারি না, কিছু বিষয় আছে যা অলঙ্ঘ্য।' সে একটা তর্জনী তুলল। 'যত বছর ধরে আমি একজন চিকীৎসক হিসেবে কাজ করেছি, আমি কখনোই–' কথার সঙ্গে সঙ্গে তার আঙুলটা নড়ছে– 'আমার হিপোক্রেটিক শপথ ভাঙিনি। এবং এখনও ভাঙার কোনো অভিপ্রায় আমার নেই।'

একটা দীর্ঘ নিরবতা নেমে এলো, এই সময়ে ভেটলেসেন কেবল ওদেরকে দেখল, সে যে প্রভাব তৈরি করেছে সেটা নিয়ে সে স্পষ্টতই সন্তুষ্ট।

গলা খাকাড়ি দিল হ্যারি।

'আমরা সম্ভবত এখনো আপনার সাহায্য করবার তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে পারি, ভেটলেসেন। আমরা অসলোর লিঙ্কা নামের তথাকথিত একটা হোটেলে সম্ভাব্য শিশু পতিতাবৃত্তি নিয়ে তদন্ত করছি। যেসব লোক সেখানে যাওয়া-আসা করে, আমাদের দু'জন অফিসার গত রাতে হোটেলের বাইরে থেকে তাদের ছবি তুলেছে।'

ক্যাটরিন ওকে বাদামি রঙের এ ফোর সাইজের যে ইনভেলাপটা দিয়েছে সেটা খুলল হ্যারি, সামনে ঝুঁকে ছবিটা রাখল ডাক্তারের সামনে।

BanglaBook.org

'আপনি এই ছবিতে আছেন, তাই না?'

ভেটলেসেনকে দেখে মনে হল যেন তার গলার ভেতর কিছু একটা আটকে গেছে, তার চোখ বিষ্ফোরিত হয়ে উঠেছে এবং ঘাড়ের শিরা ফুলে উঠেছে।

'আমি...' সে তোতলাচ্ছে। 'আমি... ভুল বা বেআইনি কিছু করিনি।'

'না, একেবারেই না,' হ্যারি বলল। 'আমরা আপনাকে কেবল একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে ডাকার কথা ভাবছি। একজন প্রত্যক্ষদর্শী যিনি বলতে পারবেন যে সেখানে কী হচ্ছে। এটা সাধারণ কথা যে, হোটেল লিয়ন পতিতাদের এবং তাদের খদ্দেরদের একটা আখড়া; যেটা নতুন সেটা হচ্ছে, সেখানে শিশুদেরকে দেখা গেছে। এবং অন্যসব পতিতালয়ের বিবেচনায় শিশুদের পতিতালয় বেআইনি, আপনি তা জানেন। ভাবলাম, পুরো বিষয়টা নিয়ে প্রেসের কাছে যাওয়ার আগে আপনাকে কথাটা জানাই।'

ছবিগুলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে ভেটলেসেন। নিজের মুখ ঘষছে জোরে জোরে।

'কথা প্রসঙ্গে বলছি, মাত্রই আমরা টিভি 2 নিউজের মহিলাকে বেরোতে দেখলাম,' হ্যারি বলল। 'মহিলার নামটা যেন কী?'

জবাব দিল না ভেটলেসেন। যেনবা তার সব তারুণ্য ওদের চোখের সামনে ফুরিয়ে গেছে, যেন তার মুখটা নিমেষেই বুড়োটে হয়ে গেছে।

'আপনি যদি হিপোক্রেটিক শপথের মধ্যে কোথাও কোনো ফাঁক খুঁজে পান তবে আমাদেরকে ফোন করবেন,' হ্যারি বলল।

হ্যারি আর ক্যাটরিন ব্র্যাট উঠে দরজার দিকের অর্ধেক পথ পেরোতে না পেরোতেই ভেটলেসেন ওদেরকে থামাল।

'তারা এখানে একটা পরীক্ষা করাতে এসেছিল,' সে বলল। 'দ্যাটস অল।'

'কী ধরনের পরীক্ষা?' হ্যারি জানতে চাইল।

'একটা রোগের।'

'একই রোগ? কোন রোগ?'

'সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

'ওকে,' দরজার দিকে যেতে যেতে বলল হ্যারি। 'যখন আপনাকে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে ডাকা হবে তখন আপনি এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারেন এটাও গুরুত্বপূর্ণ নয়। আফটার অল, আমরা বেআইনি কিছু খুঁজে পাইনি।'

'দাঁড়ান।'

ঘুরে দাঁড়াল হ্যারি। কনুইয়ে ভর দিয়ে হাতের তালুতে মুখ গুঁজে রেখেছে ভেটলেসেন।

BanglaBook.org

'ফার'স সিনড্রোম।'

'ফাদার সিনড্রোম?'

'ফার'স। এফ-এ-এইচ-আর। একটা দুর্লভ বংশগত রোগ, কিছুটা অ্যালঝেইমারের মতো। মটর স্কিলের অবনতি ঘটে, বিশেষকরে কগনিটিভ এরিয়ায়, এবং মুভমেন্ট কিছুটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। বেশিরভাগ লক্ষণই প্রকাশ পায় ত্রিশের পর, তবে শৈশবেও এই লক্ষণ দেখা দিতে পারে।'

'উম। আর বির্তে এবং সিলভিয়া জানত যে তাদের সন্তানের এই রোগ আছে?'

'তারা যখন এখানে এসেছে তখন এই সন্দেহ করেছে। ফার'স সিনড্রোম ডায়াগনসিছ করা কঠিন, বির্তে বেকার এবং সিলভিয়া অটারসেন কয়েকজন চিকীৎসক দেখিয়েও তাদের সন্তানদের মধ্যে কিছু খুঁজে পায়নি। তারা দু'জনই ইন্টারনেটে রোগের উপসর্গ লিখে সার্চ করে ফার রোগ সম্পর্কে জেনেছে।'

'আর সেজন্য তারা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে? একজন প্লাস্টিক সার্জনের সঙ্গে?'

'আমি দৈবক্রমে একজন ফার স্পেশালিস্ট।'

'দৈবক্রমে?'

'নরওয়েতে চিকীৎসক আছে প্রায় আঠারো হাজার। আপনি কি জানেন, বিশ্বে আমাদের জানা রোগের সংখ্যা কত?' ভেটলেসেন তার মাথাটা ডিপ্লোমার সার্টিফিকেট ঝোলানো দেয়ালের দিকে ইঙ্গিত করল। 'ফার'স সিনড্রোম দৈবক্রমে একটা কোর্সের অংশ ছিল। সুইজারল্যান্ডে আমি নার্ভ চ্যানেল নিয়ে একটা কোর্স করতে গিয়েছিলাম। যৎসামান্য যা-ই শিখেছি সেটাই নরওয়েতে আমার বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।'

'বির্তে বেকার এবং সিলভিয়া অটারসেন সম্পর্কে আপনি আমাদেরকে কী বলতে পারেন?'

কাঁধ কুঁজো করল ভেটলেসেন। 'তারা বছরে একবার তাদের বাচ্চাদের নিয়ে এখানে আসত। আমি তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখেছি, তাদের অবস্থার অবনতি নির্ণয় করতে সক্ষম হইনি, এবং, এ ছাড়া, তাদের জীবন সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। অথবা ওই বিষয়ে–' সে তার কপালের ওপর ঝুলে থাক চুল পেছনে সরিয়ে দিল 'তাদের মৃত্যু সম্পর্কে।'

'ওর কথা কি তুমি বিশ্বাস করেছ?' গাড়ি চালিয়ে জনমানবহীন মাঠটা পার হওয়ার সময় জিজ্ঞেশ করল হ্যারি।

BanglaBook.org

'পুরোপুরি না,' ক্যাটরিন বলল।

'আমিও না,' হ্যারি বলল। 'আমার মনে হয়, আমাদের এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং বার্গেনকে আপাতত বাদ দেওয়া উচিত।'

'না,' ক্যাটরিন বলল।

'না?'

'এ দুটোর মধ্যে কোথাও একটা সম্পর্ক রয়েছে।'

'কী সেটা?'

'আমি জানি না। কথাটা পাগলাটে মনে হতে পারে, তবে সম্ভবত র‍্যাফতো এবং ভেটলেসেনের মধ্যে একটা যোগ রয়েছে। এভাবেই সম্ভবত এতবছর র‍্যাফতো লুকিয়ে থাকতে পেরেছে।'

'কী বলতে চাচ্ছো?'

'বলতে চাচ্ছি, সে পুরোপুরি নিজেকে এক মুখোশে আবৃত করে ফেলেছে। একটা খাঁটি মুখোশ। একটা ফেইসলিফট।'

'ভেটলেসেনের কাছ থেকে?'

'একই চিকীৎসকের কাছে দু'জন ভিকটিমের আসার কাকতালীয় ঘটনার ব্যাখ্যা হতে পারে এটা। বির্তে আর সিলভিয়াকে ক্লিনিকে দেখে থাকতে পারে র‍্যাফতো এবং সে দু'জনকে তার শিকারে পরিণত করতে পারে।'

'তুমি গুলির আওয়াজ হওয়ার আগেই দৌড় শুরু করেছ,' হ্যারি বলল।

'গুলির আওয়াজ হওয়ার আগেই দৌড়?'

'এ ধরনের হত্যার তদন্ত হচ্ছে জিগ্‌সো পাজলের মতো। শুরুতে তুমি টুকরো টুকরো অংশগুলো সংগ্রহ করবে, সেগুলো নিয়ে খেলবে, তুমি ধৈর্য্যশীল। তুমি যেটা করছ, টুকরোগুলো তাদের অবস্থানে নিয়ে যেতে জোর খাটানোর চেষ্টা করছ। এটা খুবই তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে।'

'আমি কেবল বিষয়গুলো কাউকে বলে শোনাচ্ছি। এটা দেখার জন্য যে কথাগুলো বোকাটে বোকাটে লাগে কিনা।'

'কথাগুলো বোকাটে।'

'এটা পুলিশ হেডকোয়ার্টারের রাস্তা নয়,' সে বলল।

তার কণ্ঠস্বরে একটা কৌতূহলের শিহরণ শুনল হ্যারি, আড়চোখে তাকে দেখে নিল একবার, কিন্তু তার চেহারায় ধরা পড়ল না কিছুই।

'ভেটলেসেন আমাদেরকে যা যা বলেছে সেটা আমার চেনা একজনকে দিয়ে পরীক্ষা করব,' ও বলল। 'এবং সে ভেটলেসেনকে চেনে।'

BanglaBook.org

রিং থ্রি রাস্তার দিকে মুখ করা গস্টাড হসপিটালের বাদামি রঙের এই ভবনকে সাধারণত প্রিক্লিনিক্যাল বলা হয়। এর নিচের গ্যারেজে ম্যাথিয়াস যখন হ্যারি আর ক্যাটরিনকে রিসিভ করল তখন হাসপাতালের বিধিমোতবেক তার পরনে ছিল সাদা একটা কোট আর হাতে ছিল হলদেটে গ্লাভস।

সে ওদের গাড়িকে নিজের ব্যবহার না-করা পার্কিংয়ের খালি জায়গাটা দেখিয়ে দিল।

'আমি যখনই পারি সাইকেল চালানোর চেষ্টা করি,' ম্যাথিয়াস বলল। গ্যারেজ থেকে বেইজমেন্টে করিডোর ধরে অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্টে যাওয়ার দরজাটায় সে একটা কার্ড ঢোকাল। দরজা খুলে গেল। 'এ ধরনের প্রবেশ ব্যবস্থা করা হয়েছে মূলত মৃতদেহকে ভেতরে ঢোকানো আর বের করার জন্য। তোমাদেরকে কফি খাওয়াতে পারলে ভালো লাগত, তবে আমি মাত্রই ছাত্র-ছাত্রীদের একটা দলকে বিদায় করেছি এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আরেক দল এসে হাজির হবে এখানে।'

'ঝঞ্ঝাটে ফেলার জন্য দুঃখিত। তুমি আজ নিশ্চয় ক্লান্ত।'

ওর দিকে তেরছা চোখে তাকাল ম্যাথিয়াস।

'র‍্যাকেল আর আমি ফোনে কথা বলছিলাম। সে বলল, তুমি গত রাতে জেগে কাজ করেছ,' যোগ করল হ্যারি, ভেতরে ভেতরে নিজেক গালি দিয়ে আশা করতে লাগল যে, ওর চেহারায় যেন কিছু ধরা না পড়ে।

'র‍্যাকেল, হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকাল ম্যাথিয়াস। 'সে গত রাতে বাইরে ছিল। মেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে ছিল এবং কাজ থেকে ছুটি নিয়েছিল। কিন্তু আমি যখন তাকে ফোন করলাম, তখন সে বাড়িতে বিশাল গোছগাছের মধ্যে ছিল। নারী, ওহ! কী বলতে পারো তুমি?'

শুকনো একটা হাসি দিল হ্যারি, প্রশ্নটার যুতসই জবাব দেওয়া হলো কিনা সেটা ভেবে বিস্মিত হল।

হাসপাতালের সবুজ পোশাক পরা একটা লোক গ্যারেজের দরজার দিকে টেনে টেনে একটা ধাতব টেবিল নিয়ে যাচ্ছে।

'ট্রমসো ইউনিভার্সিটি থেকে আরেকটা ডেলিভারি?' জিজ্ঞেশ করল ম্যাথিয়াস।

'জেন্ডসেনকে বিদায় বল,' সবুজের ভেতর থেকে হাসল লোকটা। তার এক কানে ছোট্ট এক গুচ্ছ দুল, কিছুটা মাসাই মেয়েদের গলার হারের মতো, পার্থক্য হচ্ছে এই রিং তার চেহারায় এক বিরক্তিকর অসামাঞ্জস্যতা তৈরি করেছে।

BanglaBook.org

'জেন্ডসেন?' বিস্মিত হয়ে থেমে গেল ম্যাথিয়াস। 'সত্যি তাই?'

'ত্রিশ বছরের সার্ভিস। এখন তাকে ব্যবচ্ছেদ করার পালা ট্রমসো'র।'

কম্বলটা তুলল ম্যাথিয়াস। শবদেহটা হ্যারির দৃষ্টি কাড়ল। মাথার খুলির চামড়া টানটান, এটা বৃদ্ধ লোকটার বলি রেখাকে লিঙ্গপরিচয়হীন একটা মুখে বদলে দিয়েছে, প্লাস্টার মাস্কের মতো সাদা। হ্যারি জানে, শবদেহটা সংরক্ষণ করে রাখার কারণে এমন হয়েছে, এটা, ধমনীগুলো ফর্মালিন গ্লিসারিন আর অ্যালকোহল দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে এটা নিশ্চিত করার জন্য যে ভেতরে যেন পচন না ধরে। শবদেহের এক কানে ঝোলানো ধাতব একটা ট্যাগে তিন সংখ্যার একটা নাম্বার খোদাই করা। ম্যাথিয়াস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সহকারীকে জেন্ডসেনকে গ্যারেজের দরজার দিকে টেনে নিয়ে যেতে দেখল। তারপর তাকে মনে হলো সে আবার জেগে উঠেছে।

'সরি। জেন্ডসেন আমাদের সঙ্গে বহুবছর ধরে কাজ করেছে। এটা যখন শহরের কেন্দ্রে ছিল তখন অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর ছিল সে। অত্যন্ত মেধাবী অ্যানাটমিস্ট। মাংসপেশী সম্পর্কে তার ধারণা খুব ভালো ছিল। তাকে আমরা মিস করব।'

'আমরা বেশিক্ষণ থাকব না,' হ্যারি বলল। 'তুমি যদি রোগীদের এবং তার বাচ্চাদের সঙ্গে ইডার ভেটলেসেনের সম্পর্কের বিষয়ে আমাদের কিছু বলতে তবে আমরা উপকৃত হতাম।'

মাথা তুলে হ্যারির দিকে বিস্মিতভাবে তাকাল ম্যাথিয়াস, তারপর ক্যাটরিনের দিকে তাকাল, এরপর মাথা নামিয়ে নিল আবার।

'তুমি কি আমাকে সেটাই জিজ্ঞেশ করছ, যেটা আমি ভাবছি যে তুমি আমাকে জিজ্ঞেশ করছ?'

মাথা নাড়ল হ্যারি।

আরেকটা বন্ধ দরজা পেরিয়ে ওদেরকে নিয়ে গেল ম্যাথিয়াস। ওরা যে ঘরটাতে ঢুকল সেটাতে আটটা ধাতব টেবিল এবং রুমের এক প্রান্তে একটা ব্ল্যাকবোর্ড। টেবিলভর্তি বাতি আর সিঙ্ক। প্রতিটা টেবিলে চারকোণা একটা জিনিশ সাদা তোয়ালে দিয়ে মুড়িয়ে রাখা। আকার-আকৃতি দেখে হ্যারি অনুমান করল, হিপ আর পায়ের মাঝখানের কোনো অংশ নিয়ে আজকের পাঠসূচি। ব্লিচিং পাউডারের হালকা গন্ধ, ইনস্টিটিউট অব ফরেনসিক মেডিসিনের শবব্যবচ্ছেদ রুমের গন্ধের মতো তীব্র নয় এই গন্ধ। একটা চেয়ারে বসল ম্যাথিয়াস, হ্যারি বসল লেকচার ডেস্কের এক প্রান্তের ওপর। ক্যাটরিন একটা

BanglaBook.org

টেবিলের কাছে গিয়ে তিনটা মস্তিষ্ক খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে লাগল; মস্তিষ্কগুলো আসল নাকি কৃত্রিম সেটা বলা অসম্ভব।

জবাব দেওয়ার আগে দীর্ঘ সময় নিয়ে ভাবল ম্যাথিয়াস। 'ব্যক্তিগতভাবে আমি কখনোই খেয়াল করিনি অথবা কাউকে এমনটা বলতেও শুনিনি যে, ইডার এবং তার কোনো রোগীর মধ্যে কোনো কিছু আছে।'

রোগী কথাটার ওপর জোর দেওয়ার কারণে হ্যারি কথা সংক্ষেপ করল। 'যারা রোগী নয়?'

'ইডার সম্পর্কে মন্তব্য করার জন্য তাকে আমি বেশ ভালোভাবে জানি না। তবে তাকে নিয়ে কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার জন্য তার সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য জানি।' একটা হাসি দিল সে। 'যদি সেটাতে তোমার চলে?'

'অবশ্যই। আরেকটা বিষয় আছে যেটা নিয়ে আমরা ভাবছি। ফার'স সিনড্রোম– তুমি কি জানো এটা কী?'

'ভাসা ভাসা। মারাত্মক এক ব্যধি। আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে বংশগত এক রোগ–'

'তুমি কি এ বিষয়ে কোনো নরওয়েজিয়ান স্পেশালিস্টের কথা জানো?'

ভাবল ম্যাথিয়াস। 'মাথায় কারও নাম আসছে না।'

ঘাড় ঘষল হ্যারি। 'ওকে, তোমার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ, ম্যাথিয়াস।'

'ঠিক আছে। তুমি যদি ফার'স সিনড্রোম সম্পর্কে আরও জানতে চাও তবে রাতে আমাকে ফোন করতে পারো, এ বিষয়ে আমার কাছে কিছু বই আছে।'

উঠে দাঁড়াল হ্যারি। ক্যাটরিনের কাছে গেল ও। দেয়ালের কাছে রাখা চারটা বড় বড় ধাতব বাক্সের একটার ঢাকনা খুলেছে সে, কাঁধের ওপর দিয়ে মাথা ঘুরিয়ে হ্যারির দিকে তাকাল। ওর জিহ্বা বাঁকা হয়ে বের হয়ে গেল এবং সারা শরীর রি রি করে উঠল। শরীরের অঙ্গ অ্যালকোহলে পুরোপুরি ডোবানো নয়, কসাইখানার মাংসের টুকরার মতো লাগছে। তবে অ্যালকোহলের গন্ধ আছে। চল্লিশ পার্সেন্ট।

'এগুলো আস্তাই ছিল,' ম্যাথিয়াস বলল। 'আমাদের যখন শরীরের নির্দীষ্ট কোন অঙ্গ প্রয়োজন হয় তখন আমরা সেটা কেটে ফেলি।'

ক্যাটরিনের চেহারাটা দেখল হ্যারি। তাকে মনে হচ্ছে পুরোপুরি প্রতিক্রিয়াহীন। ওদের পেছনের দরজা খুলে গেল। প্রথম ছাত্রটা ঘরে ঢুকে নীল কোট আর সাদা ল্যাটেক্স গ্লাভস পরা শুরু করল।

গ্যারেজের পেছন পর্যন্ত ওদের এগিয়ে দিল ম্যাথিয়াস। দরজার কাছে হ্যারির বাহু ধরে ঘুরিয়ে দাঁড় করাল ম্যাথিয়াস।

BanglaBook.org

‘কেবল ছোট্ট একটা জিনিশ আমার বলা দরকার, হ্যারি। অথবা বলা দরকার না। আমি নিশ্চিত নই।’

‘বলে ফেল,’ হ্যারি বলল, ও ভাবলো ম্যাথিয়াস হয়তো ওর আর র‍্যাকেলের বিষয়টা জেনেছে।

‘এক্ষেত্রে আমার সামান্য নৈতিক দ্বিধা আছে। ইডারের বিষয়ে।’

‘ওহ তাই?’ বিস্মিত হয়ে হ্যারি বলল। স্বস্তি পাওয়ার বদলে হতাশার অনুভূতি হল ওর।

‘আমি নিশ্চিত এর কোনো মানে হয় না, তবে বিষয়টা আমার সঙ্গে ঘটেছে এ কারণে এটা বিচারের ভার আমার নাও হতে পারে। আর এ ধরনের ভয়ঙ্কর কেইসে তুমি বিশ্বস্ততাকে অগ্রাধিকার দিতে পারো না। যাই হোক কোনো ব্যাপার না। গত বছর, আমি এঅ্যাভইতে তখনও কাজ করি, একজন সহকর্মী, সেও ইডারকে চেনে, এবং আমি নাইট শিফটের পর পোস্টক্যাফিনে ব্রেকফাস্ট করতে ঢুকেছিলাম। এই ক্যাফেটা ভোরবেলাতেই খোলে, বিয়ার বিক্রি করে। কাজেই সাতসকালের তৃষ্ণার্ত বহু খদ্দের সেখানে জোটে। এবং অন্যসব দুর্ভাগারা।’

‘জায়গাটা চিনি আমি,’ হ্যারি বলল।

‘ইডারকে সেখানে দেখে অবাক হয়েছিলাম আমরা। একটা টেবিলে স্যুপে চুমুক দিতে থাকা নোংরা এক ছেলের সঙ্গে বসে ছিল। আমাদেরকে দেখে ইডার হকচকিয়ে গিয়ে টেবিল ছেড়ে লাফিয়ে উঠেছিল এবং কিছু ছুঁতো দিয়ে আমাদেরকে ফাঁকি দিয়েছিল। সেটা নিয়ে আমি আর ভাবিনি। তুমি আজ যা বললে তার আগে এ নিয়ে কিছুই ভাবিনি। আর আমার মনে আছে, সে সময় এ নিয়ে আমি কী ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম যে... বেশ, তুমি তো বুঝতেই পারছ।’

‘বুঝতে পারছি,’ হ্যারি বলল। এবং ম্যাথিয়াসের মধ্যে নিদারুণ যন্ত্রণার ভাব দেখে বলল: ‘তুমি ঠিক কাজটাই করেছ।’

‘থ্যাঙ্ক ইউ।’ জোর করে একটা হাসি দিল ম্যাথিয়াস। ‘কিন্তু নিজেকে বিশ্বাসঘাতক জুডাসের মতো লাগছে।’

হ্যারি অর্থবহ কিছু একটা বলার চেষ্টা করল, তবে ও যা করতে পারল সেটা হচ্ছে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বিড়বিড় করে একটা ‘ধন্যবাদ’ জানানো। ম্যাথিয়াসের শীতল গ্লাভসে চাপ দিয়ে ও কেঁপে উঠল।

* * *

BanglaBook.org

জুডাস। জুডাস চুমু। স্লেমডাল্সভিয়েনের দিকে ওরা গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় নিজের মুখের ভেতর র‍্যাকেলের জিহ্বার কথা ভাবল হ্যারি। তার মৃদু শ্বাস আর উচ্চস্বরে আর্তনাদ, র‍্যাকেলের শ্রোণিতে ওর শ্রোণির তীব্র আঘাতের বেদনা, যখন ও আরও দীর্ঘ সময় ধরে সঙ্গম করার জন্য লিঙ্গ চালনা বন্ধ করে দিয়েছিল তখনকার হতাশায় তার চীৎকার। সেখানে সে সঙ্গমকে দীর্ঘ করার জন্য আসেনি। সেখানে সে এসেছিল দানবকে দূর করতে, তার শরীরকে শুদ্ধ করতে, যাতেকরে সে বাসায় ফিরতে পারে এবং আত্মাকে শুদ্ধ করতে পারে। এবং বাড়ির প্রতিটা ফ্লোর ধুয়ে ফেলতে পারে। যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল।

'ক্লিনিকে ফোন দাও,' হ্যারি বলল।

মোবাইল ফোনে ক্যাটরিনের দ্রুত আঙুল চালানো এবং ছোট ছোট শব্দ শুনল ও। তারপর ফোনটা ওর হাতে দিল সে।

নম্রতা আর দক্ষতার মিশেল এক কণ্ঠে জবাব দিল বোর্গহিল্ড।

'হ্যারি হোল বলছি। আমাকে বলুন তো আমার যদি ফার'স সিনড্রোম হয় তবে কাকে দেখানো উচিত?'

নিরবতা।

'এটা নির্ভর করে,' ইতস্তত করে জবাব দিল বোর্গহিল্ড।

'কীসের ওপর?'

'আপনার বাবার কী উপসর্গ ছিল তার উপর, আমার ধারণা হয়।'

'ঠিক। ইডার ভেটলেসেন কী আছেন?'

'আজকের মতো চলে গেছে।'

'এরিমধ্যে?'

'তাদের একটা কার্লিং ম্যাচ আছে। কালকে চেষ্টা করুন আবার।'

সে অধৈর্য্য হয়ে পড়েছে কিছুটা। হ্যারি অনুমান করল, আজকের মতো সে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

'বাইগডয় কার্লিং ক্লাব?'

'না, প্রাইভেট ক্লাব।'

'থ্যাঙ্কস। হ্যাভ এ গুড ঈভিনিং।'

ক্যাটরিনকে ফোন ফিরিয়ে দিল হ্যারি।

'লোকটাকে আমরা ধরব,' ও বলল।

'কাকে?'

'সেই বিশেষজ্ঞ যার একজন সহকারী আছে যে কিনা কখনোই সেই রোগের কথা শোনেনি যে রোগের ওপর সে বিশেষজ্ঞ।'

BanglaBook.org

পথ জিজ্ঞেশ করে ওরা ভিলা গ্র্যান্ডে খুঁজে পেল। বিলাসবহুল এই প্রপার্টি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একজন নরওয়েজিয়ানের ছিল। সমুদ্রযাত্রী নাবিক এবং আর্কটিক অভিযাত্রীদের মতো তার নাম নয়, নরওয়ের বাইরেও তার ব্যাপক পরিচিতি ছিল: কুইসলিঙ, দেশদ্রোহী।

ভবনটার দক্ষিণে ঢালের নিচে আয়তাকার কাঠের বাড়িটা দেখতে পুরোনো সামরিক ব্যারাকের মতো। ভবনটাতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই শীত তোমাকে আক্রমণ করবে। এবং পরবর্তী দরজার ভেতরে ঢুকতেই তাপমাত্রা আরও কমে যায়।

বরফের ওপর চারজন লোক। কাঠের দেয়ালে তাদের চীৎকার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তাদের কেউই হ্যারি আর ক্যাটরিনের ভেতরে প্রবেশকে খেয়াল করল না। বরফের পাতের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলা চকচকে একটা পাথরের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করছে তারা। বিশ কেজি ওজনের গ্রানাইট, আইলসা নাম খ্যাত, স্কটিশ দ্বীপ আইলসা ক্রেইগের পাথর। পাতের শেষে বরফের ওপর আঁকা দুটো বৃত্তের এক প্রান্তে রাখা অন্য তিনটি পাথরের কাছে এসে থামল আইল সাইট পাথরটা। বরফের পাতের ওপর দিয়ে ভেসে চলা লোকগুলো এক পায়ে শরীরের ভারসাম্য রাখছে এবং আরেক পায়ে বরফে লাথি মারছে। হাতের লাঠি দিয়ে নিজেদের ভর রাখছে, আলাপ করছে এবং পরবর্তী পাথরটার জন্য অপেক্ষা করছে।

'উঁচু দরের খেলা,' ক্যাটরিন বলল ফিসফিস করে। 'ওদের দিকে দেখ।'

জবাব দিল না হ্যারি। ও কার্লিং পছন্দ করে। পাথরের ধীরে ধীরে এগিয়ে চলা দেখার মধ্যে এক ধরনের সম্মোহন আছে। সংঘর্ষমুক্ত এক ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরে বেড়ানো। কুবরিকের দুঃসাহসী অভিযাত্রার কোনো এক মহাশূন্য যানের মতো। যার যাত্রী স্ট্রস নয়, পাথর। যে পাথর গুড় গুড় শব্দে এগিয়ে চলে। এবং বরফে লাঠির ভয়ানক আঘাত দেখাও সম্মোহক।

লোকগুলো এখন দেখতে পেল ওদেরকে। মিডিয়া সার্কেলের মাঝ থেকে দুটো চেহারা চিনতে পারল হ্যারি। একটা চেহারা হচ্ছে আর্ভে স্টপের।

ইডার ভেটলেসেন স্কেট করে ওর দিকে এগিয়ে এল।

'আমাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দেবেন, হোল?'

সে একটু দূরে থাকতেই চীৎকার করে বলল কথাটা, যেন বাকি লোকগুলোর উদ্দেশেই বলা হয়েছে কথাটা, হ্যারির উদ্দেশে নয়। তারপর এক উদ্দীপ্ত হাসি দিল। তবে তার চোয়ালের ত্বকে ভাসা মাংসপেশী তার এই খেলার সঙ্গে বিট্রে

BanglaBook.org

করল। ওদের সামনে এসে থামল সে, তার মুখ থেকে বেরোনো শ্বাস সাদা হয়ে উঠছে।

'খেলা শেষ,' হ্যারি বলল।

'আমার তা মনে হয় না,' হাসল ইডার।

জুতার তলা অতিক্রম করে পায়ের দিকে এগোতে থাকা বরফ থেকে উঠে আসা শীতলতাকে হ্যারি এরিমধ্যে অনুভব করতে পারছে।

'আমরা আপনাকে আমাদের সঙ্গে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যেতে পছন্দ করব,' হ্যারি বলল। 'এখনই।'

ইডার ভেটলেসেনের হাসি উবে গেল। 'কেন?'

'কারণ আপনি আমাদের কাছে মিথ্যে বলছেন। মিথ্যেগুলোর একটি হচ্ছে, আপনি ফার'স বিশেষজ্ঞ নন।'

'কে বলেছে?' ইডার জিজ্ঞেশ করল। অন্য কার্লিং খেলোয়াড়দের দিকে এক নজর দেখে সে নিশ্চিত হতে চাইল যে এই কথপোকথন শোনবার পক্ষে তারা অনেক দূরে অবস্থান করছে।

'আপনার সহকারী বলেছে। কারণ স্পষ্টতই সে কখনো এই রোগের নামও শোনেনি।'

'শুনুন,' ইডার বলল, এবং নতুন এক স্বরে, হতাশ এক সুর তার গলায় খেলে গেল। 'আপনারা এখানে এসেই আমাকে নিয়ে যেতে পারেন না। এখান থেকে না, ওদের সামনে...'

'আপনার ক্লায়েন্ট?' কথাটা জিজ্ঞেশ করে ইডারের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল হ্যারি। আর্ভ স্টপকে দেখল একটা পাথরের তলা থেকে বরফ পরিষ্কার করতে করতে ক্যাটরিনকে দেখছে।

'আমি জানি না, আপনারা কিসের পেছনে লেগেছেন,' ইডারের কথা ওর কানে এল। 'আমি আপনাদেরকে সহযোগিতা করে খুশি, কিন্তু আপনারা যদি সচেতনভাবে আমাকে অবমানিত করেন, ধ্বংস করেন, তবে সুখী হব না। ওরা আমার বেস্ট ফ্রেন্ড।'

'আমরা তাহলে খেলা চালিয়ে গেলাম, ভেটলেসেন...' গভীর একটা মন্দ্র স্বর ভেসে এল, আর্ভ স্টপের গলা।

অসুখী চিকীৎসকের দিকে তাকাল হ্যারি। বেস্ট ফ্রেন্ড বলতে সে কী বোঝে সেটা ভেবে অবাক হল। এবং ভাবল যে, ভেটলেসেনের ইচ্ছা পূরণ করে যদি কোনো কিছু লাভ করার সামান্য সুযোগও থাকে তবে এখন চুপচাপ থাকাই জরুরি।

BanglaBook.org

'ওকে,' হ্যারি বলল। 'আমরা থামলাম। তবে আপনাকে ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যে গ্রোনল্যান্ডে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে হাজির হতে হবে। যদি না হন, আমরা সাইরেন আর ট্রাম্পেট বাজিয়ে আপনাকে খুঁজতে আসব। এবং বাইগডয়ে সাইরেন আর ট্রাম্পেটের আওয়াজ শোনা খুবই সহজ, তাই নয়কি?'

মাথা নাড়ল ভেটলেসেনে এবং এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো যেন সে স্বভাববশত হেসে উঠবে।

সশব্দে দরজা আটকালো ওলেগ। বুট খুলে ফেলে ওপর তলায় দৌড়ে গেল। ঘরজুড়ে লেবু আর সাবানের সতেজ ঘ্রাণ। ঝড়ের বেগে নিজের ঘরে ঢুকল ও, জিনসের প্যান্ট পড়ার সময় মোবাইল ফোনটা বাজল। আবার দৌড়ে বেরিয়ে গেল ও। কিন্তু সিঁড়ির দিকে দু'পা এগিয়ে রেলিংয়ে হাত দিতেই, মায়ের বেডরুমের খোলা দরজা দিয়ে ওর নাম ভেসে এল।

রুমটাতে গিয়ে দেখল ওর মা বিছানার সামনে হাটু গেড়ে বসে আছে, তার হাতে লম্বা হাতলের একটা ঘর মোছার ব্রাশ।

'আমি তো জানি তুমি ছুটির দিনে ধোয়ামোছা কর?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়,' ওর মা বলল, উঠে দাঁড়িয়ে কপালে একটা হাত মুছল সে। 'কোথায় যাচ্ছো তুমি?'

'স্টেডিয়ামে। স্কেটিংয়ে যাচ্ছি। কার্স্টেন বাইরে অপেক্ষা করছে। চা খাওয়ার জন্য বাসায় ফিরব।' দরজা ধরে এ্যলজ নিজেকে ঠেলে দিয়ে মেঝের ওপর পিছলে নিচু হয়ে গেল; ভ্যালে হ্যাভেনের একজন স্কেটিংয়ে অভিজ্ঞ লোক এরিক ভি যেভাবে শিখিয়েছে।

'এক মিনিট দাঁড়াও হে ইয়াং ম্যান। স্কেইটসের কথা...'

দাঁড়াল ওলেগ। ওহ না, ও ভাবল। সে স্কেইট খুঁজে পেয়েছে।

দরজার সামনে দাঁড়ালো সে, মাথা নাড়িয়ে বলল, 'হোমওয়ার্কের খবর কী?'

'খুব বেশি বাকি নেই।' স্বস্তির হাসি হাসল ও। 'চা-নাস্তার পর করব।'

মাকে ইতস্তত করতে দেখে ও যোগ করল: 'মা, তোমাকে এই পোশাকে সুন্দর দেখায়।'

সে চোখ নামালো, পুরোনো আকাশনীল রঙা পোশাকের ওপর সাদা সাদা ফুলের কাজ করা। যদিও সে তার ছেলের দিকে ভর্ৎসনার চোখে তাকালো তবে তার মুখের এক কোণে হাসি খেলা করছে। 'দেখ ওলেগ, এখন তুমি তোমার বাবার মতোকরে কথা বলছ।'

BanglaBook.org

'ওহ? আমি ভাবলাম সে কেবল রাশান ভাষায় কথা বলে।'

এ কথা দিয়ে ও কিছু বোঝায়নি, তবে ওর মায়ের মধ্যে কিছু একটা ঘটে গেল। তার ভেতর একটা ঝাঁকুনি খেলে গেল।

ও পা টিপে এগোলো। 'এখন যেতে পারি আমি?'

'হ্যাঁ, তুমি যেতে পারো?' পুলিশ হেডকোয়ার্টারের বেইজমেন্টে ফিটনেস রুমের দেয়ালে ক্যাটরিনের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি তুলল। 'তুমি আসলেই বলেছ এ কথা? ইডার ভেটলেসেনকে চলে যেতে?'

ও যেই বেঞ্চটার ওপর শুয়ে আছে সেটার ওপর ঝুঁকে পড়া ক্যাটরিনের মুখের দিকে তাকাল হ্যারি। মিনার আকৃতির সিলিং লাইটের আলোয় তার মাথার চারদিকে উজ্জ্বল হলুদ এক বলয় তৈরি হয়েছে। ও খুব জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে, কারণ ওর বুকের ওপর একটা আয়রন বার ধরা। ও পচানব্বই কিলো ওজনের বার যেই মাত্র বুকের ওপর নিয়েছে তখনই ক্যাটরিন এসে ঢুকেছে এখানে।

'আমাকে বলতে হয়েছে,' হ্যারি বলল, বারটা একটু ওপরের দিকে ঠেলে বুকের হাড়ের কাছে এনে রাখল। 'তার সঙ্গে তার আইনজীবী ছিল। জোহান ক্রোন।'

'তাতে কী হয়েছে?'

'বেশ, জোহান এভাবে শুরু করেছে যে, আমরা তার মক্কেলকে ব্ল্যাকমেইল করে কী ধরনের পদ্ধতির ব্যবহার করছি। তারপর সে বলল, নরওয়েতে যৌনসেবা কেনা-বেঁচা করা বৈধ। আর বলল যে, একজন সম্মানিত চিকীৎসকের হিপোক্রেটিক শপথ ভাঙানোর জন্য আমরা বল প্রয়োগের যে পদ্ধতি ব্যবহার করছি সেটাও খবরের শিরোনাম হতে পারে।'

'কিন্তু নরকের কীট!' ক্যাটরিন ক্ষীপ্ত স্বরে চীৎকার করল। 'এটা একটা মার্ডার কেইস!'

হ্যারি এর আগে তাকে কখনো নিয়ন্ত্রণ হারাতে এবং এমন অভব্য স্বরে জবাব দিতে শোনেনি।

'শোনো, আমরা একটা হত্যাকে অসুস্থতার সঙ্গে যুক্ত করতে পারি না, এমনকি একটা আশঙ্কার সঙ্গেও একে যোগ করতে পারি না। এবং ক্রোন সেটা জানে। আর তাই তাকে আমি রাখতে পারি না।'

BanglaBook.org

'না, কিন্তু তুমি কেবল পারো না... এখানে শুয়ে থাকতে... আর কিছু না করতে!'

হ্যারি ওর বুকের হাড়ে ব্যথা অনুভব করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হলো যে সে একদম ঠিক কথা বলছে।

দু'হাতে মুখ ঢাকল সে। 'আমি... আমি... আমি দুঃখিত। আমি কেবল ভেবেছি... আজকের দিনটাই অদ্ভুত।'

'চমৎকার,' আর্তনাদ করল হ্যারি। 'তুমি কি আমাকে এইবার তুলতে সাহায্য করতে পারবে? আমি প্রায়–'

'অন্য প্রান্তে!' মুখ থেকে হাত সরিয়ে সে বিস্মিত হল। 'আমাদেরকে অন্য প্রান্ত থেকে শুরু করতে হবে। বার্গেনে!'

'না,' হ্যারি ওর ফুসফুসের শেষ বাতাসটাও ছেড়ে দিয়ে বলল। 'বার্গেন কোনো প্রান্ত নয়। তুমি কি...'

ও তার মুখের দিকে তাকালো। তার কালো চোখ দুটোকে দেখল অশ্রুতে ভরা।

'এটা আমার সময়,' ফিস ফিস করে বলল সে। তারপর সে হাসল। বিষয়টা এত দ্রুত ঘটল যেন অন্য কোনো এক মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে হ্যারির সামনে। চোখে অদ্ভুত আভা আর কণ্ঠে পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা মেয়ে। 'এবং তুমি শুধুই মরতে পারো।'

বিস্মিত হ্যারি তার পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার শব্দ শুনল, নিজের কঙ্কালের ভেঙে পড়ার শব্দ শুনল এবং ওর চোখের সামনে লাল লাল বিন্দু নাচতে শুরু করল। ও গালি দিল, লোহার বার চেপে ধরল, গর্জন দিয়ে বারটায় ঠেলা দিল। বারটা সরল না একচুলও।

সে ঠিক বলেছে; ও মূলত এভাবে মরতে পারে। ও এটা বেছে নিতে পারে। বিচিত্র, তবে সত্য।

বারের এক প্রান্ত তুলে ও শরীরটা ততক্ষণ মোচড়াতে লাগলো যতক্ষণ না বারের চাকতি ঝন ঝন শব্দে মেঝের ওপর পড়ে গেল। তারপর বারটা অন্য প্রান্তে মেঝের ওপর পড়ে গেল। ও উঠে বসে ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়া ওয়েট ক্যারিয়ারিং দেখল।

গোসল সেরে কাপড়চোপড় পড়ে সপ্তম তলায় গেল হ্যারি। সুয়িভিল চেয়ারে বসল। মাংসপেশীর মিষ্টি একটা ব্যথা এরিমধ্যে অনুভব করতে শুরু করেছে। ব্যথা থেকে বুঝতে পারছে যে সকালবেলায় ও অনমনীয় হতে চলেছে।

BanglaBook.org

ওর ভয়েস মেইলে জর্ন হোম একটা ম্যাসেজ পাঠিয়েছে, ওকে কল ব্যাক করতে বলেছে, *asap* অর্থাৎ অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল।

ফোন ধরল হোম, পেডাল স্টিল গিটারের স্লাইড টোনের সঙ্গে হৃদয় মাতানো কান্নার শব্দ শোনা গেল।

'এটা কী?' হ্যারি জিজ্ঞেশ করল।

'ডোয়াইট ইয়োয়াকাম,' গানের আওয়াজ কমিয়ে বলল হোম। 'সেক্সি বাস্টার্ড, তাই না?'

'আমি বলতে চাচ্ছি, ফোন করতে বলেছ কেন?'

'আমরা তুষারমানব-চিঠির ফল পেয়েছি।'

'আর?'

'লেখাটাতে কোনো বিশেষত্ব। স্ট্যান্ডার্ড লেজার প্রিন্টার।'

হ্যারি অপেক্ষা করছে। ও জানে, হোম কিছু একটা বলবে।

'বিশেষত্ব যেটাতে আছে সেটা হচ্ছে, সে যে কাগজটা ব্যবহার করেছে সেটাতে। গবেষণাগারের কেউই এর আগে এ ধরনের কাগজ দেখেনি, এ কারণে ফলটা পেতে একটু সময় লেগেছে। এটা জাপানের প্যাপিরিাসের মতো এক ধরনের আঁশ মিৎসুমাতা দিয়ে তৈরি। তুমি সম্ভবত ঘ্রাণ শুঁকে মিৎসুমাতা চিনতে পারবে। হাতে এই কাগজ তৈরি করতে ওরা এই বাকল ব্যবহার করে এবং এই কাগজ অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। এই কাগজকে বলে কোনো।'

'কোনো?'

'এটা কেনার জন্য তোমাকে বিশেষ ধরনের দোকানে যেতে হবে, সে ধরনের জায়গায় যেখানে একেকটা ফাউন্টেনপেন বিক্রি হয় দশ হাজার ক্রোনারে, চমৎকার কালি এবং চামড়ার বাঁধাই নোটবুক বিক্রি হয়। তুমি জানো...'

'আমি আসলে জানি না।'

'আমিও না,' সত্যটা স্বীকার করল হোম। 'তবে যাই হোক, গ্যামলে ড্রামেনসভিয়েনে একটা দোকান আছে যেখানে কোনো রাইটিং পেপার বিক্রি হয়। তাদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তারা এখন খুব কমই এ কাগজ বিক্রি করে। কাজেই এ বিষয়ে কোনো রেকর্ড তাদের নেই। কাগজগুলো যেভাবে ব্যবহার করা হয় তাতে এর গুণাগুণ সম্পর্কে লোকজন জ্ঞান রাখে না, দোকানদার বলেছে।'

'এতে কিছু বোঝা যায়...? '

'হ্যাঁ, আমার আশঙ্কা এর মানে হচ্ছে, সে সর্বশেষ কবে কোনো কাগজ বিক্রি করেছে সেটা সে মনে করতে পারবে না।'

BanglaBook.org

'উম। আর এ হচ্ছে একমাত্র ডিলার?'

'হ্যাঁ,' হোম বলল। 'বার্গেনে একটা ছিল, তবে তারা কয়েক বছর আগেই এই কাগজ বিক্রি করা বন্ধ করে দিয়েছে।'

একটা জবাবের অপেক্ষায় আছে হোম– অথবা, আরও সংক্ষেপে বললে, প্রশ্নের। ডোয়াইট ইয়োয়াকাম নিচু স্বরে তার গলার স্বর বদলে বদলে তার জীবনের ভালোবাসাকে প্রেয়সীর কবরে নিবেদন করছে। কিন্তু কোনোটাই হল না।

'হ্যারি?'

'হ্যাঁ। আমি ভাবছি।'

'চমৎকার!' হোম বলল।

শব্দটা ওদের ভেতরে চলা এমন এক রসিকাত যেটা শুনে হ্যারি হাসতে পারত। তবে এখন ও হাসল না। গলা পরিস্কার করল হ্যারি।

'আমার মনে হয়, তুমি যদি না-ই চাও যে তোমাকে সনাক্ত করা হোক তবে এই কাগজ একজন হত্যার তদন্তকারীর হাতে দেওয়া হতো না। আমরা যে এই কাগজ পরীক্ষা করে দেখব সেটা জানার জন্য তোমার অনেক অপরাধমূলক ছবি দেখার প্রয়োজন নেই।'

'হয়তোবা সে জানতো না যে এটা দুর্লভ?' হোম বলল। 'হয়তো সে এটা কেনেনি।'

'অবশ্যই এমন হতে পারে, তবে কিছু একটা আমাকে বলছে যে, তুষারমানব এমন ভুল করবে না।'

'কিন্তু সে করেছে।'

'আমি বোঝাতে চাচ্ছি আমি মনি করি না এটা একটা ভুল,' হ্যারি বলল।

'তুমি বলতে চাচ্ছ...

'হ্যাঁ, আমি মনে করি, সে চায় যে আমরা তাকে সনাক্ত করি।'

'কেন?'

'ক্ল্যাসিক কারণ। আত্মরতিতে ভোগা খুনী একটা খেলা মঞ্চস্থ করছে, মূল ভূমিকায় সে অজেয়, সব শক্তিশালী বিজয়ী যে শেষে বিজয় অর্জন করে।'

'কিসের ওপর বিজয়?'

'বেশ,' হ্যারি বলল এবং প্রথমবারের মতো অন্যদের কাছে বলল, 'আমার ওপর, আমার নিজের আত্মরতির ওপর।'

'তুমিই কেন?'

BanglaBook.org

'আমার কোনো ধারণা নেই। হতে পারে সে জানে, আমি নরওয়ের একমাত্র পুলিশ যে একজন সিরিয়াল কিলারকে ধরেছি, সে আমাকে এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখে। চিঠিটা বোঝায় যে– সে টুউম্বাকে নির্দেশ করছে। আমি জানি না, হোম। বাই দ্যা ওয়ে, বার্গেনের দোকানের নাম পেয়েছ?'

'ঢিলেঢালা উচ্চারণ!'

অথবা এমনই শোনাল। ফ্লেচ শব্দটা বার্গেনসিয়ান স্বর এবং ঢঙে উচ্চারিত হল। মোলায়েম এল, মুখের মধ্য ভাগে দীর্ঘ অ্যা এবং দুর্বল এস। পিটার ফ্লেচ, স্বেচ্ছাতেই নিজের নাম ঢিলেঢালাভাবে উচ্চারণ করল, তাড়াহুড়ো করে, উচ্চ শব্দে এবং স্বেচ্ছায়। সে কথা বলে খুশী; হ্যাঁ, সে সবধরনের ছোট ছোট অ্যান্টিকের জিনিশ বিক্রি করে। তবে পাইপ, লাইটার, কলম, চামড়ার ব্রিফকেস এবং স্টেশনারি জিনিশই বেশি বিক্রি করে। কিছু জিনিশ পুরোনো; কিছু জিনিশি নতুন। বেশিরভাগ খদ্দেরই নিয়মিত এবং গড়পড়তায় তার বয়সের কাছাকাছি বয়সের।

কোনো রাইটিং পেপার সম্বন্ধে হ্যারি জানতে চাইলে সে অনুতাপের স্বরে বলল, তার কাছে আর এ ধরনের কাগজ নেই। মূলত বেশ কয়েক বছর আগে সে এই কাগজ এনেছিল।

'এই প্রশ্নটা হয়তো একটু বেশিই হয়ে যাবে,' হ্যারি বলল। 'তবে যেহেতু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আপনার খদ্দেররা নিয়মিত। আপনি কি এমন কারও কথা মনে করতে পারেন যে এই কাগজ কিনেছিল।'

'হতে পারে, মোলার। এবং মোলারেন থেকে আসা একজন বৃদ্ধ কিকুস্যায়েন। আমরা রেকর্ড রাখি না, তবে আমার বউয়ের স্মৃতিশক্তি ভালো।'

'হয়তো আপনি তাদের কথা মনে করে পুরো নামগুলো, আনুমানিক বয়স এবং তাদের ঠিকানা লিখতে পারবেন এবং সেগুলো ইমেইল করতে পারবেন–'

চুকচুক করে হ্যারিকে বাধা দিল লোকটা। 'আমাদের ইমেইল নেই, বাছা। আর ইমেইল বানাতেও যাচ্ছি না। এর চেয়ে ভালো তুমি আমাকে একটা ফ্যাক্স নাম্বার দাও।'

পুলিশ হেডকোয়ার্টারের নাম্বার দিল হ্যারি। ও ইতস্তত করল। এটা একটা আকস্মিক প্রেরণা। তবে প্রেরণা কখনো কোনো কারণ ছাড়া এমনি এমনি আসে না।

BanglaBook.org

'বছর কয়েক আগে আপনার কি একজন খদ্দের থাকার সম্ভাবনা ছিল না,' হ্যারি বলল, 'গার্ট র‍্যাফতো নামের, ছিল কি?'

'আয়রন র‍্যাফতো?' পিটার ফ্লেচ হাসল।

'তার কথা শুনেছেন আপনি?'

'সারা শহর জানে, র‍্যাফতো কে। না, সে এখানকার খদ্দের ছিল না।'

পিওবি মোলার বলতেন, যা সম্ভব সেটাকে আলাদা করতে হলে তোমাকে সেসব বর্জন করতে হবে যা অসম্ভব। আর এ কারণেই একজন গোয়েন্দার হতাশ হওয়া উচিত নয় বরং যখন সে একটা ক্লু খুঁজে পায়, যেটা সমাধানের উপায় বাতলে দেয় না, তার খুশি হওয়া উচিত। তাছাড়া, এটা ছিল একটা ধারণা।

'বেশ, যাইহোক আপনাকে ধন্যবাদ,' হ্যারি বলল। 'হ্যাভ অ্যা গুড ডে।'

'সে খদ্দের ছিল না,' ফ্লেচ বলল, 'আমি খদ্দের ছিলাম।'

'ওহ্?'

'হ্যাঁ। সে আমাকে টুকিটাকি নানান জিনিশ এনে দিত। সিলভার লাইটার, সোনার কলম। এ ধরনের জিনিশ। মাঝে মাঝে আমি সেগুলো ওর কাছ থেকে কিনে নিতাম। হ্যাঁ, সেটা আমি জানার আগে যে সেগুলো কোত্থেকে আসে...'

'কোত্থেকে আসত?'

'তুমি জানো না? ও যেসব অপরাধস্থলে কাজ করত সেখান থেকে সেগুলো চুরি করত।'

'কিন্তু সে কখনোই কিছু কেনেনি?'

'আমাদের যেসব জিনিশ আছে ওর কখনোই সেসব জিনিশ প্রয়োজন হতো না।'

'কিন্তু কাগজ? সবারই কাগজ প্রয়োজন, তাই না?'

'হুম। একটু ধর, আমি আমার বউয়ের সঙ্গে কথা বলে নেই।'

রিসিভারের ওপর একটা হাত রাখল লোকটা কিন্তু হ্যারি চীৎকারের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। তারপর কথা চলল নিচু স্বরে। এরপর রিসিভার থেকে হাত সরিয়ে ফ্লেচ অনুপ্রাণিত স্বরে বলল: 'আমার বউ মনে করে, আমরা যখন সেই কাগজ বিক্রি করা বন্ধ করে দিয়েছিলাম তখন র‍্যাফতো সব কাগজ নিয়ে গিয়েছিল। সে বলছে, রূপার একটা ভাঙ্গা কলমদানির বিনিময়ে কাগজগুলো নিয়েছিল। জানো, বউয়ের স্মরণশক্তি অনেক প্রখর।'

ফোন রাখার সময় হ্যারি ঠিক করে ফেলেছে যে ও বার্গেনে যাবে। বার্গেনে ফিরে যাবে।

BanglaBook.org

সেই সন্ধ্যায় নয়টার সময়ও অসলোর ব্রাইনস্যালেন ৬-এর দ্বিতীয় তলায় রাতের বাতি জ্বলছে। অত্যাধুনিক লাল ইট আর ধূসর স্টিলের ছয় তলা ভবনটাকে বাইরে থেকে যে কোনো একটা বাণিজ্যিক জায়গার মতোই মনে হয়। ভেতরের বিষয়টাও সেরকম মনে হয়, যেহেতু বেশিরভাগ লোকের মধ্যে চার শ' জনেরও বেশি এমপ্লয়ি ইঞ্জিনিয়ার, আইটি স্পেশালিস্ট, সমাজবিজ্ঞানি, ল্যাব টেকনিশিয়ান, ফটোগ্রাফার এবং এমন ধরনের পেশাজীবী হিসেবে কাজ করে। কিন্তু এরপরও 'সংঘটিত অথবা অন্য কোনো গুরুতর অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করা জতীয় ইউনিট', সাধারণভাবে একে এর পুরোনো নামে ডাকা হয় *ক্রিমিনালপলিটিসেন্ট্রালেন*, অথবা সংক্ষেপে ক্রিপোস।

হত্যার তদন্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে এস্পেন লেপ্সভিক তার একজন লোককে বিদায় করে দিয়েছে। সেখানে এখন মাত্র দু'জন লোক আছে, স্পষ্ট করে বললে মিটিংরুমে।

'এটা একটু দুর্বল,' হ্যারি বলল।

'*না* বলার জন্য চমৎকার পদ্ধতি,' বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে চোখের পাতা ঘষতে ঘষতে বলল এস্পেন লেপ্সভিক। 'তুমি কী উদঘাটন করেছ সেটা শুনতে শুনতে কি আমরা বিয়ার খাবো?'

তাদের দু'জনেরই বাসায় ফেরার পথে ক্যাফে জাস্টিসেনের দিকে এস্পেন লেপ্সভিক গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় তাকে ঘটনাটা খুলে বলল হ্যারি। লাইসেন্স করা একটা ব্যস্ত ক্যাফের পেছনের দিকের একটা টেবিলে বসেছে ওরা দু'জন। এখানে বিয়ার-পিয়াসী শিক্ষার্থী যেমন আছে তেমন আছে আইনজীবী এবং পুলিশও।

'আমি স্কেয়ারের পরিবর্তে ক্যটরিন ব্র্যাটকে বার্গেনে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছি,' কার্বনেটেড ওয়াটারের বোতলে চুমুক দিয়ে বলল হ্যারি। 'এখানে আসার আগে মেয়েটার কাজের রেকর্ড আমি ঘেটে দেখেছি। সে বেশ কাঁচা, কিন্তু তার ফাইল বলছে যে সে বার্গেনে দুটো হত্যার তদন্তে কাজ করেছে। আমার যতটা মনে পড়ে, তুমি সেই হত্যার তদন্তের নেতৃত্বে ছিলে।'

'ব্র্যাট, হ্যাঁ, তার কথা মনে আছে আমার।' দাঁত বের করে হাসল এস্পেন লেপ্সভিক, তর্জনী উঁচিয়ে আরেকটা বিয়ার চাইল।

'তার ওপর খুশী?'

'বেজায় খুশী। সে... অত্যন্ত... দক্ষ।' চোখ পিটপিট করে হ্যারির দিকে তাকাল লেপ্সভিক। তিনটা বিয়ার খেয়ে ক্লান্ত গোয়েন্দাটার চোখ চিকচিক করছে। 'আর আমরা দু'জনই যদি বিবাহিত না হতাম, আমার মনে হয় মেয়েটার সঙ্গে আমার বেশ জমত।'

BanglaBook.org

সে তার গ্লাস সরাল।

'আমি আরও বেশি অবাক হচ্ছি যে তুমি তাকে সুস্থির মেয়ে বলে মনে করেছ,' হ্যারি বলল।

'সুস্থির?'

'হ্যাঁ, তার ভেতর কিছু একটা আছে... আমি ঠিক জানি না, এটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করব। প্রবল কিছু একটা।'

'জানি তুমি কী বলতে চাচ্ছ।' এস্পেন লেপ্সভিক ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, হ্যারির চেহারাটা দেখার চেষ্টা করল সে। 'মেয়েটার রেকর্ড নিষ্কলঙ্ক। তবে কথাটা কেবল তোমার-আমার মধ্যে বলছি, সেখানে তার ও তার স্বামীর মধ্যকার কোনো বিষয় নিয়ে এক ছোকড়াকে কিছু একটা বলতে শুনেছি।'

হ্যারির চেহারায় কিছু উৎসাহ খুঁজল লেপ্সভিক, কিন্তু কোনো উৎসাহই দেখতে পেল না, তবে সে কথা চালিয়ে গেল।

'কিছু... তুমি জানো... সেক্সুয়াল বিষয়। এস অ্যান্ড এম। স্পষ্টতই ও ধরনের ক্লাবে গেছে। একটু যৌনবিকৃত।'

'সে নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই,' হ্যারি বলল।

'না, না, না, আমারও নেই!' বিস্মিত হল লেপ্সভিক, প্রতিরক্ষার ভঙ্গিতে হাত ওঠাল। 'এটা কেবলই একটা গুজব। আর তুমি জানো?' চাপা হাসি দিল লেপ্সভিক, টেবিলের ওপর ঝুঁকল সে যাতেকরে হ্যারি তার বিয়ার খাওয়া নিঃশ্বাসের ঘ্রাণ পায়। 'সে আমায় যে কোনো দিন কর্তৃত্ব করতে পারে।'

হ্যারি বুঝতে পারল যে ওর চোখে কিছু একটা ছিল, কারণ লেপ্সভিককে মনে হল তার এই খোলামেলা কথার জন্য অনুতপ্ত এবং খুব দ্রুত সে তার মাথা উঠিয়ে নিল। সে আরেকটু কেতাদুরস্ত স্বরে কথা বলল।

'সে পেশাদার। চালাক-চতুর। সুস্থির এবং দায়িত্বশীল। আমার মনে আছে, একটু বেশি উদগ্র ভাবের কারণে কয়েকটা অনিষ্পন্ন কেইসে তাকে আমি সাহায্য করেছি। তবে একেবারেই অস্থির নয়, এর উল্টোটাই। সে অনেক অন্তর্মুখী, চাপা স্বভাবের। হ্যাঁ, বস্তুত আমি মনে করি, তোমরা দু'জন একটা পার্ফেক্ট টিম হতে পারো।'

হ্যারি শ্লেষের সঙ্গে হাসল এবং উঠে দাঁড়াল। 'পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ, লেপ্সভিক।'

'আমার জন্য কী পরামর্শ? তুমি আর সে কি... কিছু একটা করতে যাচ্ছো?'

'আমার পরামর্শ হচ্ছে,' টেবিলের ওপর একটা এক শ' ক্রোনের নোট ছুঁড়ে বলল হ্যারি, 'তুমি তোমার গাড়িটা এখানেই রেখে যাও।'

BanglaBook.org

১৪

দিন ৯।

বার্গেন।

ঠিকভাবে বললে ০৮.২৬, ডিওয়াই ৬০৪-এর চাকা ফ্লেসল্যান্ড এয়ারপোর্টের ভেজা রানওয়ে স্পর্শ করল, বার্গেন। এত জোরে প্লেন অবতরণ করল যে হ্যারি জেগে গেল।

'ভালো ঘুম হয়েছে?' জিজ্ঞেশ করল ক্যাটরিন।

মাথা নাড়ল হ্যারি, চোখ ডলে বাইরের বৃষ্টিস্নাত সূর্যোদয়ের দিকে চেয়ে রইল।

'ঘুমের ঘোরে তুমি কথা বলছিলে,' সে হাসল।

'উম।' কী নিয়ে কথা বলছিল সেটা জিজ্ঞেশ করতে চায় না হ্যারি। তার বদলে ও কী স্বপ্ন দেখছিল সেটা ভাবতে চায়। র‍্যাকেলের স্বপ্ন নয়। অনেক রাত ধরে তাকে স্বপ্নে দেখে না ও। তাকে ও মন থেকে মুছে ফেলেছে। ওদের মধ্যে ওরা তাকে মুছে ফেলেছে। তবে ও বার্নে মোলারকে স্বপ্নে দেখেছে, ওর পুরোনো বস এবং গুরু, যে কিনা বার্গেনসিয়ান মালভূমির দিকে চলে গিয়েছিল এবং দু'সপ্তাহ পরে তাকে রিভ্যুর্জার্ন লেকে পাওয়া গিয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত মোলার নিয়েছিল কারণ সে– ঠিক পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির ক্ষতওয়ালা জেনরের মতো– মনে করত না যে জীবনের আর কোনো মূল্য আছে। গার্ট র‍্যাফতো কি একই উপসংহারে পৌঁছেছিল? নাকি সে এখনো কোথাও না কোথাও আছে?

'আমি র‍্যাফতোর সাবেক বউকে ফোন করেছিলাম,' অ্যারাইভাল হল দিয়ে ওরা হেঁটে যাওয়ার সময় বলল ক্যাটরিন। 'সে বা তার মেয়ে কেউই আর পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে চায় না, তারা পুরোনো ক্ষতকে উন্মোচন করতে চায় না। এবং সেটাই ভালো। সেই সময়ের সেই রিপোর্টটাই যথেষ্ট।'

টার্মিনালের বাইরে এসে ওরা একটা ট্যাক্সি নিল।

'ঘরে ফিরে ভালো লাগছে?' ভারী বৃষ্টি আর গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন ওয়াইপারের শব্দ ছাপিয়ে চীৎকার করে বলল হ্যারি।

BanglaBook.org

ক্যাটরিন, নিস্পৃহ, কাঁধ ঝাঁকাল। 'আমি সবসময়ই বৃষ্টি অপছন্দ করি। এবং আমি বার্গেনসিয়ানসদের ঘৃণা করি যারা বলে এখানে পূর্ব নরওয়ের মতো বৃষ্টি হয় না।'

ওরা ড্যানমার্কসপ্লাস অতিক্রম করে গেল। উলরিকেনের চূড়ার দিকে তাকাল হ্যারি। চূড়াটা তুষারে ঢেকে গেছে, কেবলকার চলতে দেখল ও। তারপর ওরা স্টোর লাঙ্গেগার্ডসভ্যান সৈকতের পাশের দু'ভাগ হয়ে যাওয়া রাস্তার ওপর দিয়ে ভাইপারের বাসার পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে শহরের কেন্দ্রে চলে এলে। শহরটা বিস্ময়ের সঙ্গে অভ্যাগতদের স্বাগত জানায়।

ব্রাইগেনের পোতাশ্রয়ের সামনের এসএএস হোটেলে ঢুকল ওরা। হ্যারি তাকে জিজ্ঞেশ করল যে সে তার বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকতে চায় কিনা। ক্যাটরিন বলল, এক রাতের জন্য এটা অনেক চাপ ফেলবে, তাদের অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে। আর সে আসলে তাদেরকে বলেওনি যে এখানে এসেছে।

ওদেরকে নিজ নিজ রুমের চাবি দেওয়া হল। লিফটের ভেতর দু'জনই চুপচাপ রইল। হ্যারির দিকে তাকিয়ে ক্যাটরিন এমনভাব হাসল যেনবা লিফটের ভেতর চুপচাপ থাকর মধ্যে কৌতুক নিহিত আছে। হ্যারি মাথা নিচু করে তাকাল। ও আশা করছে, ওর শরীর কোনো ভুল সংকেত দিচ্ছে না। বা সত্যিকারের কোনো সংকেতও না।

অবশেষে লিফটের দরজা খুলল। সে নিতম্ব দুলিয়ে করিডোরে নামল।

'পাঁচটায় রিসিপশনে,' হ্যারি বলল।

'টাইমটেবিলটা কী?' পাঁচটা বাজার ছয় মিনিট পর ওরা যখন লবিতে বসে ছিল তখন জিজ্ঞেশ করল হ্যারি।

ক্যাটরিন তার আর্মচেয়ার থেকে সামনে ঝুঁকে এল, তার চামড়ার বাঁধাই ডায়েরির পাতা ওল্টালো। পোশাক বদলে সে একটা জমকালো ধূসর স্যুট পরেছে, যার অর্থ সে দ্রুতই হোটেলের কেতাদুরস্ত ভাব আত্মস্থ করে ফেলেছে।

'তুমি মিসিং পারসন্স অ্যান্ড ভায়োলেন্ট ক্রাইম ইউনিটের প্রধান নাট মুলার-নিলসেনের সঙ্গে দেখা করছ।'

'তুমি যাবে না আমার সঙ্গে?'

'আমি গেলে সবার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে হবে এবং সারা দিনটাই নষ্ট হবে। বস্তুত, তুমি যদি আমার নাম না নাও তবে ভালো হয়। আমি আচমকা

BanglaBook.org

তাদের সঙ্গে দেখা করতে চাই না। র‍্যাফতোকে শেষবার দেখা এক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে আমি অয়জর্ডসভিয়েনে যাবো।'

'উম। এবং সেটা কোথায়?'

'জাহাজের ডকের কাছে। লোকটা র‍্যাফতোকে তার গাড়ি রেখে হেঁটে হেঁটে নর্ডনেস পার্কের দিকে যেতে দেখেছে। কেউই গাড়িটার কাছে ফিরে আসেনি। এবং পুরো এলাকাটা চষেও কাউকে পাওয়া যায়নি।'

'তাহলে আমরা কী করব?' হ্যারি বুড়ো আঙুল আর মধ্যমা দিয়ে চোয়াল ঘষল। ভ্রমণের আগে দাড়ি কামানোর দরকার ছিল, ভাবল ও।

'যেসব গোয়েন্দা এই কেইসটা দেখেছে এবং এখনো পুলিশ স্টেশনে আছে তাদের সঙ্গে পুরোনো রিপোর্ট নিয়ে কথা বল। দ্রুত কাজ সারবে। ভিন্ন একটা দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে দেখার চেষ্টা কোরো।'

'না,' হ্যারি বলল।

ক্যাটরিন তার ডায়েরি থেকে মুখ তুলল।

'সেসময় গোয়েন্দারা তাদের উপসংহার টেনে দিয়েছে এবং তারা কেবল আত্মপ্রতিরোধই করবে,' হ্যারি ব্যাখ্যা করল। 'রিপোর্টটা আমি অসলোতে বসে শান্তিতে এবং শান্তভাবে পড়তে চাই। এবং এখানে সময় ব্যয় করতে চাই গার্ট র‍্যাফতোকে আরেকটু ভালোভাবে জানার জন্য। কোথাও কি তার কোনো বিষয়সম্পত্তি দেখতে পারব আমরা?'

ক্যাটরিন মাথা ঝাঁকাল। 'স্যালভেশন আর্মিতে তার যা কিছু ছিল সবই তার পরিবার দিয়ে দিয়েছে। স্পষ্টতই তেমন কিছু ছিল না। কিছু আসবাবপত্র আর কাপড়চোপড়।'

'সে যেখানে বসবাস করত বা থাকত সেটার কী হয়েছে?'

'তালাকের পর সে স্যান্ডভিকেনের একটা ফ্ল্যাটে একা একা থাকত, তবে সেটা অনেক বছর আগেই বিক্রি হয়ে গেছে।'

'উম। আর শৈশবের কোনো বাড়ি-ঘর নেই, গ্রামের বাড়ি অথবা কোনো কেবিন যেখানে তার পরিবার এখনো আছে?'

ইতস্তত করল ক্যাটরিন। 'রিপোর্ট বলছে, পুলিশের সামার-হাউস কোয়ার্টারে একটা ছোট্ট কেবিন আছে, ফেজে'র ফিনয় দ্বীপে। এ ধরনের কেইসে পরিবারের ভেতর কেবিন থাকে, কাজেই আমরা এটা দেখতে পারি। আমার কাছে র‍্যাফতোর বউয়ের টেলিফোন নাম্বার আছে। তাকে আমি একটা ফোন করব।'

'আমার মনে হয়, পুলিশের সঙ্গে মহিলা কথা বলবেন না।'

BanglaBook.org

ক্যাটরিন একটা হাসি গোপন করে ওর দিকে চোখ পিট পিট করে তাকাল।

হোটেলের রিসিপশন থেকে হ্যারি একটা ছাতা ধার করেছে। ফিস্কেটরগেটে– পোতাশ্রয়ের মাছের বাজার– ঢোকার আগে ছাতাটা বন্ধ করল। পুলিশ হেড কোয়ার্টারের প্রবেশমুখে মাথা নুইয়ে ঝাঁকি দেওয়ার সময় ওকে জটালো বাদুড়ের মতো দেখাল।

রিসিপশনে দাঁড়িয়ে হ্যারি যখন পিওবি নাট মুলার-নিলসেনের জন্য অপেক্ষা করছে তখন ক্যাটরিন ফোন করে বলল, ফিনয়-এর কেবিনটা এখনো র‍্যাফতোর পরিবারের অধীনেই আছে।

'কিন্তু ঘটনাটা ঘটার পর থেকে তার বউ আর সেখানে পা ফেলেনি। তার মেয়েও না, মেয়েটার মা মনে করেন।'

'আমরা যাবো সেখানে,' হ্যারি বলল। 'একটার মধ্যে আমার এখানকার কাজ শেষ হবে।'

'ওকে, আমি আমাদের জন্য একটা বোট ঠিক করে রাখব। যাচারিয়াস জাহাজ ঘাটে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।'

মুলার নিলসেনের চোখ জোড়া হাসি হাসি এবং হাত দুটো টেনিস র‍্যাকেটের মতো। তাকে মনে হচ্ছে মুখ টিপে হাসা এক টেডি বিয়ার। কাগজের উঁচু স্তূপের ভিড়ে সে যেন তার ডেস্কের তুষারে ছেয়ে গেছে, র‍্যাকেটের মতো হাত দুটো মাথার পেছনে ভাঁজ করে রেখেছে।

'র‍্যাফতো, হুম,' পূর্ব নরওয়ের মতো বার্গেনে এত বেশি বৃষ্টি হয় না সে কথা বলার পর মুলার নিলসেন বলল।

'মনে হচ্ছে পুলিশদের আপনার হাত গলে বেরিয়ে যাওয়ার প্রবণতা আছে,' ওর কোলের ওপর রাখা রিপোর্টের ভেতর থেকে গার্ট র‍্যাফতোর ছবি বের করে বলল হ্যারি।

'ওহ তাই নাকি?' মুলার-নিলসেন বলল, হ্যারির দিকে তাকিয়ে, যে কিনা অফিসের কাগজময় এক কোণায় একটা চেয়ারে বসে আছে।

'বার্নে মোলার,' হ্যারি বলল।

'ঠিক,' মুলার-নিলসেন বলল, তবে তার এ ধারার কথা ওকে সুযোগ করে দিল।

'ফ্লয়েন থেকে যে অফিসার নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল,' হ্যারি বলল।

'অবশ্যই!' মুলার-নিলসেন যেন তার কপাল চাপড়াল। 'ট্র্যাজিক ঘটনা। উনি এখানে এত অল্প সময়ের জন্য ছিলেন যে আমি ম্যানেজ করতে পারিনি...

BanglaBook.org

ধারণা করা হয় তিনি হারিয়ে গেছেন, তাই না?'

'অমনটাই ঘটেছিল,' হ্যারি বলল, জানালার বাইরে তাকিয়ে বার্নে মোলারের আদর্শ থেকে দুর্নীতির পথে যাওয়ার কথা ভাবল। তার ভালো অভিপ্রায় সম্বন্ধে। ট্র্যাজিক ভুল সম্বন্ধে। আর যা কিছু কখনোই জানা যাবে না। 'গার্ট র‍্যাফতো সম্পর্কে আপনি আমাকে কী বলতে পারেন?'

মুলার নিলসেনের বর্ণনা শোনার পর হ্যারি ভাবল, বার্গেনের আধ্যাত্মিক দ্বৈতাচারী মানুষ: অ্যালকোহলের প্রতি অস্বাস্থ্যকর আসক্তি, কঠিন মেজাজ, নিঃসঙ্গ মানুষ, অবিশ্বস্ত, সন্দেহজনক নৈতিকতা এবং খুবই কলুষিত রেকর্ড।

'তবে বিশ্লেষণ এবং অন্তর্জ্ঞানের ব্যতিক্রমী ক্ষমতা ছিল ওর,' মুলার-নিলসেন বলল। 'এবং দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি। ওকে মনে হতো... কিছু একটা পরিচালিত করছে। আমি ঠিক জানি না এটাকে কীভাবে প্রকাশ করা যায়। র‍্যাফতো ছিল চরম। বেশ, এটা এখন আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমরা জানি কী ঘটেছে!'

'এবং কী ঘটেছে?' জিজ্ঞেশ করল হ্যারি, কাগজের স্তূপের মাঝে একটা অ্যাশট্রের ওপর নজর পড়ল ওর।

'র‍্যাফতো ছিল প্রচণ্ড হিংস্র। এবং আমরা জানি, সে নিখোঁজ হওয়ার ঠিক একদিন আগে অনে হেটল্যান্ডের ফ্ল্যাটে গিয়েছিল। আর সেই হেটল্যান্ডের কাছে হয়তো এমন তথ্য ছিল যেটা লায়লা আসেনের হত্যাকরীকে চিহ্নিত করতে পারত। এর পরপরই নিখোঁজ হয় র‍্যাফতো। এটা ঘটার সম্ভাবনা নেই যে, ও নিজেকে ডুবিয়ে মেরেছে। কোনো ভাবেই আমরা বড় ধরনের তদন্ত করার কোনো করাণ দেখি না।'

'ও বিদেশ চলে যেতে পারে না?'

মুলার-নিলসেন হেসে মাথা ঝাঁকাল।

'কেন পারে না?'

'আমাকে বলতে হচ্ছে যে, এক্ষেত্রে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ভালো করে চেনার সুবিধা রয়েছে আমাদের। এমন কি, তত্ত্বগতভাবে, ও বার্গেন ছেড়েও যেতে পারে, ও সে ধরনের মানুষ নয়। এটা খুবই সোজা।'

'কোনো আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুবান্ধব তাকে কোনোভাবে জীবিত বলে চিহ্নিত করেনি?'

মুলার-নিলসেন মাথা ঝাঁকাল। 'ওর বাবা-মা এই শহরে আর থাকেন না, আর ওর বেশি একটা বন্ধুবান্ধব ছিলও না, র‍্যাফতো। সাবেক-স্ত্রীর সঙ্গে ওর সম্পর্কটা ছিল খারাপ, কাজেই বউয়ের সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ রাখত না।'

BanglaBook.org

'ওর মেয়ের বিষয়টা কী?'

'ওরা ঘনিষ্ঠ ছিল। চমৎকার মেয়ে, চালাক-চতুর। ছেলেবেলায় সে অবশ্য সুবিবেচক হয়ে উঠেছিল।'

হ্যারি অন্তর্নিহিত সাধারণ জ্ঞানের ইঙ্গিত পেল। 'অবশ্য সুবিবেচক হয়ে উঠেছিল,' ছোট্ট পুলিশ স্টেশনের গতানুগতিক একটা প্রবচন, যে পুলিশ স্টেশনে তুমি বেশিরভাগ জিনিশ সম্পর্কে বেশিরভাগ জিনিশ জানার প্রত্যাশা করছ।

'ফিনয়-এ র‍্যাফতোর একটা কেবিন আছে, তাই না?' জিজ্ঞেশ করল হ্যারি।

'হ্যাঁ, এবং সেটা অবশ্যই আশ্রয় নেওয়ার একটা স্বাভাবিক জায়গা হতে পারে। ভেবে দেখা এবং তারপর...' মুলার-নিলসেন তার স্বরযন্ত্রের ওপর বিশাল একটা হাত রেখে ইঙ্গিত করল। 'আমরা কেবিনটা দেখেছি, কুকুর নিয়ে দ্বীপটা খুঁজেছি এবং পানিতে খোঁজা হয়েছে। কিছুই মেলেনি।'

'ভাবছিলাম, সেখান থেকে আমি একটু ঘুরে আসব।'

'দেখার খুব বেশি কিছু নেই। আয়রন র‍্যাফতোর ঠিক বিপরীত দিকে আমাদের একটা কেবিন আছে, আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটা একেবারেই মেরামতহীন। এটা একটা লজ্জার বিষয় যে তার বউ সেটা ছেড়ে দেয়নি। সে কখনোই সেখানে ছিল না।' মুলার-নিলসেন ঘড়ি দেখে নিল। 'আমার একটা মিটিং আছে, তবে কেইসের একজন সিনিয়র অফিসার রিপোর্ট নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলবে।'

'কোনো প্রয়োজন নেই,' ওর কোলের ওপর রাখা ছবির দিকে তাকিয়ে বলল হ্যারি। চেহারাটাকে অদ্ভুতরকম চেনা চেনা লাগছে, যেন র‍্যাফতোকে খুব বেশি আগে দেখেনি ও। ছদ্মবেশে কেউ? রাস্তায় কাউকে কি ও অতিক্রম করেছে? কেউ কি ক্ষুদ্র ভূমিকা পালন করছে যেটা ও খেয়াল করেনি, সোফিস গেটে অলক্ষিতে ঘোরাফেরা করা ট্রাফিক ওয়ার্ডেনসদের কোনো একজন অথবা ভিনমনোপোলের কোনো সহকারী? হাল ছেড়ে দিল হ্যারি।

'তাহলে গার্ট নয়?'

'মানে?' মুলার-নিলসেন বলল।

'আপনি বললেন, আয়রন র‍্যাফতো। আপনারা তাহলে তাকে শুধু গার্ট বলতেন না?'

BanglaBook.org

সন্দিগ্ধ চোখে হ্যারির দিকে তাকাল মুলার-নিলসেন, একটা চাপা হাসি দিতে গিয়েও সতর্কভাবে হাসল সে। 'না, আমার মনে হয় না আমাদের কেউ অমনটা কখনো বলেছে।'

'ওকে। থ্যাঙ্কস ফর ইউর হেল্প।'

বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে মুলার-নিলসেনের ডাক শুনল হ্যারি, ও ঘুরে দাঁড়াল। পিওবি তার করিডোরের এক প্রান্তের অফিসের দরজার পথে দাঁড়িয়ে আছে, তার কথা দেয়ালে কিছুটা প্রতিধ্বনি তুলল।

'আমার মনে হয় না র‍্যাফতোও এটা পছন্দ করত।'

পুলিশ হেড কোয়ার্টারের বাইরে দাঁড়িয়ে হ্যারি বাতাস আর বৃষ্টির তোড়ে কুঁজো হয়ে হাঁটা লোকজনের দিকে তাকাল। অনুভূতিটা যাবে না। কিছু একটা বা কেউ একজন এখানে আছে, ধারেকাছেই, সঙ্গোপনে, দৃশ্যমান, ও যদি জিনিশগুলোকে কেবল সঠিকভাবে দেখতে পারত, সঠিক আলোতে।

ক্যাটরিন প্রস্তুতিমতো হ্যারিকে জাহাজঘাটে নিয়ে গেল।

'একজন বন্ধুর কাছ থেকে ধার নিয়েছি এটা,' পোতাশ্রয়ের সরু মুখের বাইরে একুশ-ফুটি তথাকথিত স্কেয়ারি জিপটা ঘুরিয়ে বলল ক্যাটরিন। ওরা সমুদ্রঘেরা নর্ডনেস উপদ্বীপে যেতেই একটা আওয়াজ শুনে হ্যারি ঘুরল, একটা মূর্তি অঙ্কিত খুঁটি দেখল ও। কাঠের মুখগুলো ওর দিকে হা করে তাকিয়ে কর্কশভাবে চীৎকার করছে। বোটের ওপর দিয়ে একটা শীতল বাতাস বয়ে গেল।

'অ্যাকোয়ারিয়ামের সিল-এর ডাক,' ক্যাটরিন বলল।

হ্যারি ওর কোট আরও আঁটোসাটো করে জড়িয়ে নিল।

ফিনয় খুব ছোট একটা দ্বীপ। বৃষ্টির পানি জমা জমিতে হিদার জাতীয় গুল্ম ছাড়া এখানে আর কোনো গাছপালা নেই। তবে দ্বীপে জাহাজ ভেড়ানোর ঘাট আছে একটা, দক্ষতার সঙ্গে বোটটা ঘাটে ভেড়াল ক্যাটরিন। আবাসিক এই এলাকায় কেবিন আছে সাকুল্যে ষাটটা। ডলস-হাউস ধাঁচের কেবিনগুলো দেখে সোওয়েটোতে দেখা খনি শ্রমিকদের চালাঘরের কথা মনে হল হ্যারির।

কেবিনের মাঝের নুড়ি বিছানো পথ ধরে হ্যারিকে এগিয়ে নিয়ে গেল

BanglaBook.org

ক্যাটরিন। একটা কেবিনের দিকে এগিয়ে গেল ওরা। দেয়ালের রঙ খুলে খুলে পরছে। একটা জানালা ভাঙা। ক্যাটরিন পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দরজার ওপরের বাতিটার ওপরের ঢাকনাটা ধরে খুলে ফেলল। সে খোলা ঢাকনার ভেতর হাতড়ানো শুরু করল। বাতির ঢাকনার ভেতর থেকে একটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ বেরোল এবং মরা কীটপতঙ্গ ঝরে পড়ল, আর একটা চাবি ঝরে পড়ল। চাবিটাকে সে মাটিতে পরার আগে শূন্যের মাঝামাঝিই ধরে ফেলল।

'র‍্যাফতোর প্রাক্তন বউ আমাকে পছন্দ করে,' দরজায় চাবিটা ঢুকিয়ে বলল ক্যাটরিন।

ভেতরে ছত্রাক আর সেঁতসেঁতে কাঠের গন্ধ। আধো অন্ধকারের দিকে তাকাল হ্যারি, একটা সুইচ টেপার শব্দ শুনল। আলো জ্বলে উঠল।

'যদিও বউটা কেবিন ব্যবহার করত না, তার তাহলে ইলেকট্রিসিটি ছিল,' হ্যারি বলল।

'যৌথ সম্প্রদায়ের বিদ্যুৎ,' ক্যাটরিন বলল, চারদিকে ধীরে ধীরে চোখ বোলাল সে। 'এর বিল পরিশোধ করে পুলিশ।'

পঁচিশ বর্গমিটার কেবিনটা একটা সিটিংরুম কাম কিচেন কাম বেডরুম। রান্নার টেবিল এবং সিটিংরুমের টেবিল ভর্তি বিয়ারের শূন্য বোতল। দেয়ালে কিছুই ঝোলানো নেই, জানালার চৌকাঠে কোনো নকশা নেই, তাকে কোনো বই নেই।

'সেলার অর্থাৎ মাটির নিচে একটা রুম আছে,' মেঝের ওপর একটা সুড়ঙ্গের মুখ দেখিয়ে বলল ক্যাটরিন। 'এই হচ্ছে তোমার জায়গা। এখন কী করব আমরা?'

'আমরা খুঁজব,' হ্যারি বলল।

'কী খুঁজব?'

'সেই চিন্তা পরে।'

'কেন?'

'কারণ তুমি যদি কিছু একটা খোঁজো তবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মিস করা খুবই সহজ। মন পরিষ্কার রাখো। যখন তুমি জিনিশটা খুঁজে পাবে তখন জানতে পারবে তুমি কী খুঁজছ।'

BanglaBook.org

'ওকে,' বেশ খানিকটা ধীরে বলল ক্যাটরিন।

'তুমি এখান থেকে খোঁজা শুরু কর,' সুড়ঙ্গ মুখের দিকে যেতে যেতে হ্যারি বলল, সুড়ঙ্গ মুখের লোহার আংটাটা ধরে টান দিল। চাপা একটা সিঁড়ি নেমে গেছে আধো অন্ধকারের ভেতর। ও আশা করছে, ক্যাটরিন ওর দ্বিধা খেয়াল করেনি।

সেঁত সেঁতে অন্ধকারে নামার পর ওর মুখে মাকড়সার জাল লেগে গেল। মাটি আর পঁচা বোর্ডের গন্ধ ভেসে আসছে নাকে। পুরো সেলারটাই মাটির নিচে। সিঁড়ির গোঁড়ায় একটা সুইচ খুঁজে পেয়ে সেটায় চাপ দিল, কিন্তু আলো জ্বলল না। এখানকার একমাত্র আলো হচ্ছে দেয়ালের পাশে রাখা ফ্রিজারের ওপরের লাল চোখ। পকেট-টর্চ বের করে আলো জ্বালল, একটা স্টোররুমের দরজায় গিয়ে পড়ল আলোটা।

দরজাটা খুলতেই কব্জা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল। প্রকোষ্ঠটা কাঠমিস্ত্রির যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। হ্যারি ভাবল, হত্যাকারী ধরার পাশাপাশি অর্থপূর্ণ কিছু একটা করার প্রত্যাশী লোক।

তবে যন্ত্রপাতি দেখে মনে হয় না সেগুলো খুব বেশি ব্যবহার করা হয়েছে, তাহলে র‍্যাফতো হয়তো শেষে বুঝতে পেরেছিল যে, সে কোনো কিছুতেই ভালো নয়, সে জিনিশপত্র গড়বার লোক নয়, সে ছাপছুতোর করবার লোক। আকস্মিক এক শব্দে হ্যারি দ্রুত পাঁক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। ফ্রিজারের থার্মোস্টাটের ফ্যান চালু হয়েছে দেখে ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। দ্বিতীয় স্টোররুমটায় ঢুকল হ্যারি। সব কিছু একটা চাদর দিয়ে ঢাকা। চাদরটা টেনে তুলল। সেঁত সেঁতে একটা গন্ধ ওর নাকে এসে আঘাত করল। টর্চের আলোয় একটা পচন ধরা ছাতা, একটা প্লাস্টিকের টেবিল, ফ্রিজার ড্রয়ারের একটা স্তূপ, রঙজ্বলা প্লাস্টিকের চেয়ার এবং এক সেট ক্রকুয়েট দেখল। আর কিছু নেই সেলারে। ক্যাটরিনকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে স্টোররুমের দিকে আসার শব্দ পেল। তবে ও যখন চাদর সরিয়েছিল তখন একটা ড্রয়ার পিছলে দরজার কাছে পরে গিয়েছিল। পা দিয়ে ড্রয়ারটা ঠেলা দিতে গিয়ে থেমে গেল। টর্চের আলোয় ড্রয়ারের একপাশের লেখা চোখে পড়ল। ইলেক্ট্রোলাক্স। দেয়ালের কাছে গেল ও, সেখানে ফ্রিজারের ওপরে ফ্যানটা এখনও ঘুরছে ঘড়ঘড় করে। এটাও ইলোক্ট্রোলাক্স। হাতলটা ধরে টান দিল ও কিন্তু দরজাটা খুলছে না। হাতলের

BanglaBook.org

নিচে একটা চাবির ফুটো দেখে ও বুঝল ফ্রিজারটা লক করা। ক্রো-বার আনার জন্য যন্ত্রপাতি রাখার রুমে ঢুকল। সেটা নিয়ে ফিরে এসে দেখল সিঁড়িতে এসেছে ক্যাটরিন।

'ওপরে কিছু নেই,' সে বলল। 'আমার মনে হয়, আমাদের চলে যাওয়া উচিত। তুমি কী করছ?'

'ভাঙছি এবং ঢুকছি,' ফ্রিজারের দরজার লকের ঠিক ওপরে ক্রো-বারের আগা ঢুকিয়ে বলল ও। কাজ হল না। আবার মুঠি ঠিক করে সিঁড়ির ওপর একটা পা রেখে ধাক্কা দিল।

'ব্লাডি-'

কট করে একটা শব্দ তুলে দরজাটা খুলে গেল, মাথা নোয়াল হ্যারি। ইটের মেঝেতে টর্চটা পরে যাওয়ার শব্দ শুনল ও, হিমবাহের ভাপের মতো শীতলতা অনুভব করল। টর্চ খোঁজার জন্য ও যখন পেছনের দিকে হাতড়াচ্ছে তখন ক্যাটরিনের আওয়াজ শোনা গেল। আওয়াজটা এমন যে মজ্জা পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়, গলার গভীর থেকে উঠে আসা এক চীৎকার যেটা স্নায়ুবিকারগ্রস্ত ফোঁপানিতে পরিণত হয়ে হাসির মতো শোনায়। তারপর সে যখন দম টানল তখন কয়েক সেকেন্ডের জন্য এটা শান্ত হয়ে গেল, এটা শুরু হওয়ার আগে, একইরকম চীৎকার, দীর্ঘ এবং ক্রমশই বড়, বাচ্চা প্রসবের ব্যথায় কাতরানো মেয়েদের মতো চীৎকার। কিন্তু ততক্ষণে হ্যারির চোখে সব কিছু ধরা পড়ল এবং ও জানতে পারল যে কেন সে চীৎকার করছে। সে চীৎকার করছে কারণ, বারো বছর পরও ফ্রিজারটা নিখুঁতভাবে সচল আছে এবং এর ভেতরে জ্বলা বাতিটা এর ভেতরে ঠেসে ভরা একটা কিছু উন্মোচন করল, এটার বাহু থেকে সম্মুখভাগ পর্যন্ত, এটার হাঁটু মোড়ানো এবং মাথাটা একদিকে কাত করে রাখা। সাদা সাদা বরফের কুচিতে শরীর এমনভাবে আবৃত মনে হচ্ছে যেন সাদা ছত্রাকের স্তর জমেছে, লাশটার বিকৃত চেহারা দেখে ক্যাটরিনের চীৎকারের কারণ বোঝা যায়। কিন্তু হ্যারির পেট গুলানোর কারণ এটা নয়। ফ্রিজারটা দেহটা উন্মোচনের পর মৃতদেহটা সামনে ঝুঁকে পড়ল এবং কপালটা দরজার এক প্রান্তে গুঁতো খেল, শরীরের মুখ থেকে বরফের কুচি খুলে সেলারের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল। আর তখন হ্যারি বুঝল গার্ট র‍্যাফতো ওদের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসছে। অবশ্য হাসিটা মুখে তৈরি নয়। মুখটা মোটা

BanglaBook.org

শন জাতীয় সুতা দিয়ে সেলাই করে রাখা। হাসিটা চিবুকের মাঝ দিয়ে চলে গেছে এবং গালের দিকে বেঁকে গেছে এবং কালো নখের আঘাতে একটা সাঁরি একটা রেখা তৈরি হয়েছে। হ্যারির মনোযোগ কাড়ল যেটা সেটা হচ্ছে নাক। ও ঠেলে ওঠা বমিটা জোর করে চাপল। নাকের হাড়টা প্রথমে খুলে ফেলা হয়েছে। ফ্রিজের শীতলতা গাজরের সব রঙ শুষে নিয়েছে। পরিপূর্ণ তুষারমানব।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তৃতীয় অধ্যায়

১৫
দিন ৯।
আট নম্বর।

সন্ধ্যা আটটা বাজে, এরপরও গ্রোনল্যান্ডসলিয়েরেট-এর রাস্তায় হাঁটতে থাকা লোকজন পুলিশ হেডকোয়ার্টারের পুরো ছয় তলাজুড়ে আলো জ্বলতে দেখতে পাবে।

কে ওয়ান-এর ভেতরে হ্যারির সামনে হোম, স্কেয়ার, এস্পেন লেন্সভিক, গানার হ্যাগেন এবং চিফ সুপারিনটেনডেন্ট বসে আছেন। ফিনয়-এ তারা গার্ট র‍্যাফতোর খোঁজ পাওয়ার পর সাড়ে ছয় ঘণ্টা এবং এয়ারপোর্টে যাওয়ার আগে বার্গেন থেকে ফোন করে হ্যারি একটা মিটিং ডাকার পর চার ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে।

মৃতদেহটা আবিষ্কারের ওপর রিপোর্ট পেশ করল হ্যারি। বার্গেন পুলিশ ইমেইলে র‍্যাফতোর যেসব ছবি পাঠিয়েছে তা দেখে এমনকি চিফ সুপারিনটেনডেন্ট পর্যন্ত ভয় পেয়ে আঁতকে উঠে তার চেয়ারে পিছিয়ে গেল।

'ময়না-তদন্তের প্রতিবেদন এখনো তৈরি হয়নি,' হ্যারি বলল। 'তবে মৃত্যুর কারণ একেবারেই খোলাসা। মুখের ভেতর একটা আগ্নেয়াস্ত্র ঢুকিয়ে গুলি করা হয়েছে যেটা মাথার পেছন দিয়ে বেরিয়ে গেছে। অপরাধস্থলেই গুলি করা হয়েছে, স্টোররুমের দেয়ালে বার্গেনের পুলিশ বুলেটটা খুঁজে পেয়েছে।'

'রক্ত আর মগজের কিছু?' স্কেয়ার জিজ্ঞেস করল।

'না,' হ্যারি বলল।

'এত বছর পর পাওয়া যাবে না,' লেন্সভিক বলল। 'ইঁদুর, পোকামাকড়...

'সেখানে অবশিষ্ট আলামত থাকতে পারে,' হ্যারি বলল। 'তবে আমি প্যাথলজিস্টের সঙ্গে কথা বলেছি এবং আমরা একমত হয়েছি। র‍্যাফতো সম্ভবত খুনিকে সহযোগিতা করেছে যাতেকরে মৃত্যুটা তত বিশৃঙ্খল না হয়।'

'অ্যা?' স্কেয়ার বলল।

BanglaBook.org

'আহ,' বিতৃষ্ণাভাবে বলল লেন্সভিক।

স্কেয়ারকে মনে হল বাস্তবতাটা বুঝতে পারল, তার মুখ আতঙ্কে কুচকে গেল। 'ওহ, ব্লাডি হেল...'

'সরি,' হ্যাগেন বলল। 'কেউ কি আমাকে ব্যাখ্যা করে বলতে পারো যে তোমরা কী নিয়ে কথা বলছ?'

'আত্মহত্যার ক্ষেত্রে আমরা প্রায়ই এ ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখি,' হ্যারি বলল। 'নিজেকে নিজে গুলি করার আগে পিস্তলের নলের হাওয়া খেয়ে ফেলে আত্মহত্যাকারী। নলের শূন্যতা আত্মহত্যাকারীদের ' শব্দ খুঁজছে ও। '...মলমূত্র বের করে। এখানে সম্ভবত যেটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে র‍্যাফতোকে নলের বাতাস শুষে নিতে বলা হয়েছিল।'

লেন্সভিক মাথা ঝাঁকাল। 'এবং র‍্যাফতোর মতো পুলিশ নিশ্চয় জানত, ঠিক কেন বাতাস শুষে নিতে বলা হয়েছিল।'

হ্যাগেনের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। 'কিন্তু কীভাবে... কীভাবে জলজান্ত একজন লোককে তুমি বাতাস শুষতে বাধ্য করবে...?'

'ওকে সম্ভবত যে কোনো একটা বেছে নিতে বলা হয়েছিল,' হ্যারি বলল। 'মুখের ভেতর নল ঢুকিয়ে নিজেকে গুলি করার চেয়েও মরার অনেক খারাপ পদ্ধতি আছে।' ওদের ওপর এক আশ্চর্য নিরবতা নেমে এল। এবং কথা বলা শুরু করার আগে হ্যারি কয়েক সেকেন্ড থামল।

'এ পর্যন্ত আমরা মৃতদেহগুলো খুঁজে পাইনি কখনোই। র‍্যাফতোও লুকানো ছিল, তবে তাকে দ্রুতই খুঁজে পাওয়া যেত, তার পরিজনরা কেবিন থেকে দূরে থেকেছে বলে সেটা হয়নি। এ কারণে আমি বিশ্বাস করি, হত্যাকারীর হত্যার পরিকল্পনায় র‍্যাফতো ছিল না।'

'এবং তুমি বিশ্বাস কর এই খুনি একজন সিরিয়াল কিলার?' চিফ সুপারিনটেনডেন্টের কণ্ঠে কোনো অবজ্ঞা নেই, কেবল তার কথাটা নিশ্চিত হওয়ার ইচ্ছা।

মাথা নাড়ল হ্যারি।

'র‍্যাফতো যদি তথাকথিত এই প্রজেক্টের অংশ না হয়, তাহলে এসব খুনের মোটিভটা কী হতে পারে?'

'আমরা জানি না, তবে যখন একজন গোয়েন্দা খুন হয় তখন এটা ভেবে নেওয়া স্বাভাবিক যে, গোয়েন্দাটা খুনীর জন্য হুমকি হয়ে উঠেছিল।'

এস্পেন লেন্সভিক কাশল। 'কখনো কখনো, মৃতদেহ যেভাবে রাখা হয় সেটা দেখে মোটিভ সম্পর্কে জানা যায়। এই কেইসের বেলায়, উদাহরণস্বরূপ,

BanglaBook.org

গাজর দিয়ে নাক বানানো হয়েছে। অন্য অর্থে, সে আমাদের দিকে তার নাক দেখাচ্ছে।'

'আমাদের মজা নিচ্ছে?' হ্যাগেন জিজ্ঞেশ করল।

'সম্ভবত সে আমাদের বলছে, এতে আমাদের নাক গলানো উচিত নয়?' স্থির বিশ্বাসে বলল হোম।

'একদম ঠিক!' বিস্মিত হল হ্যাগেন। 'অন্যদেরকে দূরে থাকার সতর্কবার্তা।'

চিফ সুপারিনটেন্ডেন্ট মাথা নামিয়ে আড় চোখে তাকাল হ্যারির দিকে। 'মুখ সেলাই করার বিষয়টা কী?'

'একটা বার্তা: তোমার মুখ বন্ধ রাখো,' উচ্চ স্বরে বলল স্কেয়ার।

'ঠিক!' বিস্মিত হল হ্যাগেন। 'র‍্যাফতো যদি বাজে লোক হয়ে থাকে তবে সে এবং খুনিটা সম্ভবত কোনভাবে কোন চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছিল, এবং র‍্যাফতো তাকে ধরিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়েছিল।'

ওরা সবাই হ্যারির দিকে তাকাল, এসব কোথার কোনটাতেই ও সায় দিচ্ছে না।

'বেশ?' চিফ সুপারিনটেনডেন্ট গর্জন করল।

'তোমাদের কথা অবশ্যই ঠিক হতে পারে,' হ্যারি বলল। 'তবে আমি বিশ্বাস করি, সে কেবল একটা বার্তাই দিতে চেয়েছে– তুষারমানবটা সেখানে ছিল। এবং সে তুষারমানব তৈরি করতে পছন্দ করে। ফুল স্টপ।'

গোয়েন্দারা পরস্পরের সঙ্গে দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করল, কিন্তু কেউই দ্বিমত করল না।

'আরেকটা সমস্যা আছে আমাদের,' হ্যারি বলল। 'বার্গেন পুলিশ একটা বিবৃতি দিয়ে বলেছে, ফিনয়-এ একজন মৃত ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া গেছে, এই তো। এবং আমি তাদেরকে আপাতত আর কোনো বিস্তারিত তথ্য জানানো থেকে বিরত থাকতে বলেছি, যাতেকরে মৃতদেহটা যে পাওয়া গেছে সেটা তুষারমানব জানতে পারার আগে আমরা ক্লু বের করার জন্য কয়েকদিন সময় হাতে পাই। দুর্ভাগ্যজনকভাবে দু'দিন সময় কোনো বিবেচনাতেই বাস্তবসম্মত নয়। কোনো পুলিশ স্টেশনই তেমন নিশ্ছিদ্র নয়।'

'কাল সকালে প্রকাশের জন্য গণমাধ্যম র‍্যাফতোর নাম পেয়ে গেছে,' এস্পেন লেস্পভিক বলল। '*বার্গেনস টাইডেন্ডে* এবং *বার্গেনসাভিসেনের* লোকদেরকে আমি চিনি।'

BanglaBook.org

'ভুল,' ওদের পেছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর বলল। 'খবরটা যাবে আজ রাতে, টিভি 2'র লেট নাইট নিউজে। কেবল নামই না, অপরাধস্থলের বিস্তারিত দৃশ্য এবং তুষারমানবের সঙ্গে এর যোগ সূত্র নিয়ে তথ্যও থাকছে।'

ওরা ঘুরে তাকাল। দরজায় ক্যাটরিন ব্র্যাট দাঁড়িয়ে। সে এখনো বিবর্ণ, যদিও ফিনয় থেকে বোট চালিয়ে আসার সময় তাকে যতটা পাংশুটে দেখেছিল হ্যারি ততটা পাংশুটে নয়। ওকে রেখে চলে গিয়েছিল সে। হ্যারি একা একা পুলিশের জন্য অপেক্ষা করছিল।

'তো তুমি টিভি 2'র লোকদের চেন, তাই না?' দাঁত বের করে বাঁকা একটা হাসি দিয়ে জিজ্ঞেশ করল এস্পেন লেপ্সভিক।

'না,' ক্যাটরিন বলল, সে বসল। 'আমি চিনি বার্গেন পুলিশ স্টেশন।'

'তুমি কোথায় ছিলে, ব্র্যাট?' হ্যাগেন জিজ্ঞেশ করছে। 'কয়েক ঘণ্টা ধরে খোঁজ নেই তোমার।'

হ্যারির দিকে চকিতে তাকাল ক্যাটরিন। তার দিকে তাকিয়ে ও কিঞ্চিৎ মাথা নাড়ল, গলা পরিস্কার করল হ্যারি। 'আমি ক্যাটরিনকে কয়েকটা কাজ দিয়েছিলাম, সেগুলোই করছিল সে।'

'নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু হবে। শোনা যাক, ব্র্যাট।'

'আমাদের এখন এটা শোনার দরকার নেই,' হ্যারি বলল।

'আমি কেবলই কৌতূহলী,' টিপ্পনী কাটল হ্যাগেন।

মি. ব্লাডি আর্মচেয়ার জেনারেল, ভাবল হ্যারি। মি. সময়নিষ্ঠ, মি. জিজ্ঞাশাবাদক, মেয়েটাকে একা ছাড়তে পারো না তুমি, দেখতে পাচ্ছো না মেয়েটা এখনো মানসিকভাবে বিপর্যস্ত? তুমি যখন ছবিগুলো দেখেছিলে তখন তো শালা তুমি ভয়ে ফর্সা হয়ে গিয়েছিলে। সব কিছু থেকে পালিয়ে সে বাড়িতে গিয়েছিল। তাতে কী? এখন সে ফিরে এসেছে। সহকর্মীদের সামনে অপদস্ত না করে মেয়েটার পিঠ চাপড়ে দে ব্যাটা। সবই মনে মনে বলল হ্যারি, বাস্তবে গলা পরিষ্কার করল, যেনবা ও হ্যাগেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল এবং তাকে বোঝাতে চাইল।

'বেশ, ব্র্যাট?' হ্যাগেন বলল।

'আমি কয়েকটা জিনিশ পরীক্ষা করছিলাম,' চিবুক তুলে বলল ক্যাটরিন।

'আচ্ছা। যেমন...?'

'যেমন, লায়লা আসেন যখন খুন হল এবং অনি হেটল্যান্ড আর র‍্যাফতো নিখোঁজ হল তখন ইডার ভেটলেসেন মেডিসিন নিয়ে পড়ছিল।'

BanglaBook.org

'এটা কি এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত?' চিফ সুপারিনটেন্ডেন্ট জিজ্ঞেশ করল।'

'সম্পর্কযুক্ত,' ক্যাটরিন বলল। 'কারণ সে বার্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে।'

কে ওয়ান চুপ মেরে গেল।

'একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট?' হ্যারির দিকে তাকাল চিফ।

'কেন নয়?' হ্যারি বলল। 'পরে সে প্লাস্টিক সার্জারি নিয়ে পড়েছে, এবং সে বলে, সে মুখের আদল গড়তে পছন্দ করে।'

'সে যেসব জায়গায় শল্যবিদের সহকারী হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং পরে কাজ করেছে সেসব জায়গা আমি পরীক্ষা করে দেখেছি,' ক্যাটরিন বলল। 'যেসব মহিলাকে তুষারমানব খুন করেছে বলে আমরা বিশ্বাস করি তার সঙ্গে সেসবের মিল নেই। তবে একজন তরুণ চিকীৎসক হিসেবে তুমি প্রায়ই ভ্রমণে যেতে পারো। কনফারেন্সে, স্বল্প সময়ের সাময়িক নিয়োগ।'

'ধুত্তোরি, ক্রোন আমাদেরকে লোকটার সঙ্গে কথা বলতে দেবে না,' স্কেয়ার বলল।

'ও কথা ভুলে যাও,' হ্যারি বলল। 'আমরা ভেটলেসেনকে গ্রেপ্তার করব।'

'কী জন্য?' হ্যাগেন বলল। 'বার্গেনে পড়ার জন্য?'

'অপ্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে সেক্স করার চেষ্টার কারণে।'

'কিসের ভিত্তিতে?' চিফ সুপারিনটেন্ডেন্ট জিজ্ঞেশ করল।

'চাক্ষুস সাক্ষী আছে। লিওনের মালিক। এবং সে জায়াগায় ভেটলেসেনের যাওয়ার ছবি আছে।'

'এ কথা বলতে আমার ঘৃণা হচ্ছে,' এস্পেন লেস্সভিক বলল, 'তবে লিয়নের লোকটাকে আমি চিনি, এবং সে কখনোই সাক্ষ্য দেবে না। কেইসটা টিকবে না; ভেটলেসেনকে তোমার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে, বিনা প্রশ্নে।'

'আমি জানি,' হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল হ্যারি। গাড়ি চালিয়ে বাইগডয়ে পৌঁছাতে কতক্ষণ লাগবে সেটা ভাবছে। 'আর এটা অবিশ্বাস্য যে লোকজন সেই সময়ের মধ্যে বলার জন্য কী খুঁজে পেতে পারে।'

ডোরবেলটা আরেকবার চাপল হ্যারি। ও ভাবল, এটা গ্রীষ্মের ছুটির মতো যখন ও ছোট ছিল এবং সবাই চলে গিয়েছে, ও হচ্ছে ওপসাল-এ থেকে যাওয়া একমাত্র ছেলে। যখন ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অয়েস্টিনের অথবা অন্যদের কোনো একজনের বাসার বেল বাজাচ্ছে, কোনো এক অলৌকিক ঘটনার আশা নিয়ে যে কেউ একজন বাড়িতে আছে। ও বারবার বেল চেপেই যেত, যতক্ষণ না ও

BanglaBook.org

জানত যে কেবল একটাই মাত্র সম্ভাবনা বাকি আছে। ত্রেস্কো। ত্রেস্কো, যার সঙ্গে অয়েস্টিন আর ও কখনোই খেলতে চাইত না, কিন্তু যে ছেলেটা এখনো আশেপাশে ছায়ার মতো লেগেই আছে যে কখন ওরা ওদের মন পরিবর্তন করবে, ওকে শীতলতা থেকে ভেতরে নিয়ে আসবে, সাময়িকভাবে। হ্যারি আর ওয়েস্টিনকে তার বেছে নিতেই হবে কারণ ওরাও জনপ্রিয় নয়, কাজেই ও আন্দাজ করত যদি ও একটা ক্লাবে গ্রহণযোগ্য হয়, এটাই একমাত্র জায়গা যেখানে তার আশা আছে। আর এখন এটা হচ্ছে ওর সুযোগ কারণ কেবল ও-ই বাকি আছে এবং হ্যারি জানত যে, ত্রেস্কো সবসময়ই বাসায় থাকে। কারণ তার পরিবার কখনোই কোথাও যাওয়ার সামর্থ্য রাখে না এবং তার আর কোনো খেলার সাথী নেই।

ভেতরে স্লিপারের ঘসঘস আওয়াজ শুনতে পেল হ্যারি, একটা আওয়াজ তুলে দরজাটা খুলে গেল, মহিলার মুখটা উজ্জ্বল হল। হ্যারিকে দেখে ত্রেস্কোর মায়ের মুখ ঠিক যেমনটা উজ্জ্বল হয়ে উঠত। সে কখনোই ওকে ভেতরে ঢুকতে বলত না, কেবল ত্রেস্কোকে ডেকে দিত, তাকে আনার জন্য ভেতরে চলে যেত, ছেলেকে একটা বকা দিত, তার কুশ্রী ঢাকনাঅলা জ্যাকেটের ভেতর তাকে জোরসে নাড়া দিত এবং তাকে ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ির ওপর ঠেলে দিত, যেখানে দাঁড়িয়ে সে গোমড়ামুখে হ্যারির দিকে তাকাত। আর হ্যারি জানত, ত্রেস্কো জানে। এবং যখন ওরা দু'জন ছোট্ট দোকানের দিকে হেঁটে যেত তখন তার নিরব ঘৃণা অনুভব করত। তবে সেটাই চমৎকার। সময় কাটাতে এটা কাজে লাগত।

'আমার মনে হয়, ইডার এখানে নেই,' মিসেস ভেটলেসেন বলল। 'কিন্তু আপনি কি ভেতরে এসে অপেক্ষা করবেন না? ও বলেছে, ও ছোট্ট এক ড্রাইভে বেরোচ্ছে।'

মাথা ঝাঁকাল হ্যারি, ভেবে অবাক হচ্ছে যে ওর পেছনের রাস্তায় বাইগডয়ের সন্ধ্যার অন্ধকার ফুড়ে বেরোনো নীল আলো দেখতে পাচ্ছে কিনা এই মহিলা। ও বাজি ধরে বলতে পারে, স্কেয়ার আলোগুলো জ্বেলে রেখেছে, গবেট একটা।

'কখন বেরিয়েছেন উনি?'

'ঠিক পাঁচটার আগে।'

'কিন্তু সেটা তো কয়েক ঘণ্টা আগে,' হ্যারি বলল। 'উনি কি বলেছেন যে কোথায় যাচ্ছেন?'

মাথা ঝাঁকাল সে। 'আমাকে কখনোই কিছু বলে না। এ ব্যাপারে আপনি কী ভাবছেন? এমনকি নিজের মাকেও জানতে দিতে চায় না যে ও কী করছে।'

BanglaBook.org

মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে হ্যারি বলল, ও পরে আসবে। তারপর ও কাঁকড় বিছানো পথে নেমে এল, উইকেট গেটের দিকে এগোলো। ওরা ইডার ভেটলেসেনকে তার অফিসে অথবা হোটেল লিওনে খুঁজে পায়নি এবং কার্লিং ক্লাবটা বন্ধ আর অন্ধকার। হ্যারি উইকেট গেটটা বন্ধ করে গাড়ির কাছে এগিয়ে গেল। ইউনিফর্ম পরা অফিসার জানালার কাঁচ নামাল।

'নীল বাতি বন্ধ কর,' হ্যারি বলল, পেছনের সিটে বসে স্কেয়ারের দিকে ঘুরল। 'সে বলছে, ইডার বাসায় নেই, আর সে সম্ভবত সত্য কথাটাই বলেছে। তোমাকে অপেক্ষা করে দেখতে হবে যে ইডার ফিরে আসে কিনা। ডিউটি অফিসারকে ফোন করে বল একটা টিম তৈরি করতে। পুলিশ রেডিওতে কথা বল না, ওকে?'

শহরে ফেরার পথে টেলিনর সুইচবোর্ডে ফোন দিল হ্যারি। ওরা বলল, আজকের দিনের মতো টর্কিল্ডসেন চলে গেছে এবং ইডার ভেটলেসেনের মোবাইল ফোনের লোকেশন সংক্রান্ত অনুসন্ধানের তথ্য পরদিন সকালে আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে জানানো হবে। ফোন রেখে ও স্লিপনটের 'ভার্মিলিয়ন'-এর আওয়াজ চড়িয়ে দিল, কিন্তু মনে হল ওর মেজাজ ভালো নেই, গিল ইভানসের সিডি চালু করার জন্য ইজেক্ট বাটন চেপে বন্ধ করল। গ্লভ কমপার্টমেন্ট সিডিটা ও আবার আবিষ্কার করেছে। ও সিডি'র কভার অস্থিরভাবে নাড়ার সময় রেডিওতে এনআরকে ২৪-ঘণ্টা নিউজ-এ খবর পড়ছিল দ্রুত।

'ত্রিশ বছর বয়সী, বাইগডয়ের বাসিন্দা, একজন পুরুষ চিকীৎসককে খুঁজছে পুলিশ। তিনি তুষারমানব হত্যার সঙ্গে জড়িত আছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।'

'ফাক!' চীৎকার করল হ্যারি, উইন্ডস্ক্রিনে গিল ইভানসের সিডি ছুঁড়ে মারল, প্লাস্টিকের টুকরো ছড়িয়ে গেল গাড়ির ভেতর। সিডিটা গড়িয়ে ফুটওয়েলের ওপর পড়ল। ভীষণ হতাশায় অ্যাকসেলেরাটরে সজোরে পদাঘাত করল এবং বামের লেনে থাকা একটা ট্যাঙ্কার অতিক্রম করল। বিশ মিনিট। ওদের বিশ মিনিট লাগল। ওরা কেন পুলিশ হেডকোয়ার্টারকে কেবল একটা মাইক্রোফোন আর লাইভ এয়ারটাইম দিল না?

পুলিশ ক্যান্টিনটা বন্ধ এবং এই সন্ধ্যাবেলায় সেটা জনমানবশূন্য। কিন্তু হ্যারি এখানেই খুঁজে পেল তাকে, তাকে এবং একটা টেবিলে দুজনের জন্য রাখা স্যান্ডউইচকে। অন্য চেয়ারটায় বসল হ্যারি।

'কাউকে না বলার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ আমি এটা ফিনয়-এ হারিয়ে ফেলেছি,' মোলায়েম স্বরে বলল সে।

মাথা নাড়ল হ্যারি। 'কী করেছ তুমি?'

'আমি পরীক্ষা করেছি এবং তিনটার ফ্লাইট ধরেছি। আমার কেবল পালানো দরকার ছিল।' অধোমুখে সে তার চায়ের কাপের দিকে তাকাল। 'আই অ্যাম... সরি।'

'ঠিক আছে,' হ্যারি বলল, তার বাঁকানো পাতলা ঘাড়, উঁচু করে বাঁধা চুল এবং টেবিলের ওপর রাখা ছিমছাম হাতটা দেখল ও। মেয়েটাকে এখন ও অন্যভাবে দেখছে। 'যখন কোনো শক্ত বাদাম ভেঙে যায় তখন সেটা কট করেই ভাঙে।'

'কেন?'

'সম্ভবত এ কারণে যে তারা নিয়ন্ত্রণ হারানোর ওপর যথেষ্ট অনুশীলন করে না।'

মাথা নাড়ল ক্যাটরিন, পুলিশ স্পোর্টস টিমের লোগো লাগানো চায়ের কাপের দিকে এখনো তাকিয়ে আছে সে।

'তুমিও অস্বাভাবিক নিয়ন্ত্রিত, হ্যারি। কখনো কি এই নিয়ন্ত্রণ হারাওনি?'

চোখ তুলল সে, হ্যারি ভাবল, এটা নিশ্চয় মেয়েটার চোখের তারার উজ্জ্বল দীপ্তি যেটা তার চোখের সাদা অংশে এক ধরনের নীলচে আভা ছড়িয়েছে। অন্ধের মতো পকেটের ভেতর সিগারেট হাতড়াল ও। 'এ নিয়ে আমি প্রচুর অনুশীলন করেছি। প্রবল অভিজ্ঞতা হওয়া ছাড়া অন্যকিছুতে আমি কদাচিতই প্রশিক্ষণ নিয়েছি। নিয়ন্ত্রণ না হারানোর ওপর আমি ব্ল্যাকবেল্ট পেয়েছি।'

জবাবে সে দুর্বল এক হাসি দিল।

'অভিজ্ঞ বক্সারদের মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ পরিমাপ করে দেখেছে ওরা,' ও বলল। 'তুমি কি জানো যে বক্সিংয়ের সময় তারা বেশ কয়েকবার চেতনা হারিয়ে ফেলে? এখানে সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়, সেখানে সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়। কিন্তু তারপরও কোনো এক ভাবে তারা নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। যেনবা শরীরটা জানে যে এটা সাময়িক, শারীরই নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং চেতনা ফিরে আসতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় সেই নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখে।' একটা সিগারেটে টোকা দিল হ্যারি। 'কেবিনে আমিও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম। পার্থক্যটা হচ্ছে যে, এত বছর পর, আমার শরীর জানে নিয়ন্ত্রণ ফিরে আসবে।'

BanglaBook.org

'কিন্তু তুমি কী কর?' মুখের ওপরের এক গোছা চুল টোকা দিয়ে সরিয়ে জিজ্ঞেশ করল ক্যাটরিন, 'প্রথম আঘাতেই নক আউট না হওয়ার জন্য?'

'সেটাই করি যেটা বক্সাররা করে, ঘুষি খেয়ে আন্দোলিত হওয়া। প্রতিরোধ না করা। কাজের সময় যা ঘটে সেসবের কোনো কিছু যদি তোমার ওপর প্রভাব ফেলে, কেবল সেটা ঘটতে দাও। আর যা-ই হোক, দীর্ঘ মেয়াদে তুমি এটাকে আটকে রাখতে পারবে না। এটাকে অল্প অল্প করে গ্রহণ কর, বাঁধের মতো ছেড়ে দাও, দেয়ালে ফাটল ধরার আগেই ছেড়ে দাও।'

না জ্বালানো সিগারেটটা দু'ঠোঁটের মাঝে ঠুসে দিল ও।

'হ্যাঁ, জানি আমি। তুমি যখন ক্যাডেটে ছিলে তখন পুলিশ সাইকোলজিস্ট তোমাকে বলেছে এসব কথা। আমার পয়েন্টটা হচ্ছে: এমনকি যখন তুমি এটা বাস্তব জীবনে যুক্ত করছ তখনও তোমাকে অনুভব করতে হবে যে, এটা তোমার ওপর কী প্রভাব ফেলছে, এটা তোমাকে ধ্বংস করছে কিনা সেটা অনুভব করতে হবে।'

'ওকে,' ক্যাটরিন বলল। 'আর যদি তুমি বুঝতে পারো যে এটা তোমাকে ধ্বংস করছে তবে কী কর?'

'তাহলে তুমি অন্য কোনো কাজ ধর।'

দীর্ঘক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইল সে।

'আর তুমি কী করেছিলে, হ্যারি? তখন তুমি কী করেছিলে যখন তুমি অনুভব করেছিলে যে এটা তোমাকে ধ্বংস করছে?'

ফিল্টারে হাল্কা কামড় দিল হ্যারি, দাঁতের ওপর ফ্লিটারের নরম শুকনো আশের ঘষা অনুভব করছে। ভাবছে, সে ওর বোন বা মেয়ে হতে পারত, তারাও একই ধরনের কঠিন মানসিকতার মেয়ে। অনমনীয়, দৃঢ়, দেয়ালে বড় কোনো ফাটল হতে দিতে রাজি নয়।

'আমি অন্য কোনো কাজ খোঁজার কথা ভুলে গিয়েছিলাম,' ও বলল।

সে ঝলমলে এক হাসি দিল। 'তুমি জানো?' ফিসফিস করে বলল সে।

'কী?'

সে তার হাত বাড়িয়ে দিল, ওর মুখ থেকে সিগারেটটা নিয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে এল।

'আমার মনে হয়–'

সজোরে ক্যান্টিনের দরজা খুলে গেল। হোম খুলেছে দরজাটা।

'টিভি 2,' হোম বলল। 'চ্যানেলটা এখন খবর প্রচার করছে। র‍্যাফতো আর ভেটলেসেনের নাম বলেছে এবং ছবি দেখিয়েছে।'

BanglaBook.org

এবং এর সঙ্গে সঙ্গে বিশৃঙ্খলা চলে এল। যদিও রাত এগারোটা বাজে, আধা ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের প্রবেশ কক্ষে সাংবাদিক এবং ফটোগ্রাফারে ভরে গেল। তারা সবাই ক্রিপস-এর প্রধান, এস্পেন লেন্সভিক, অথবা হ্যাগেন, ক্রাইম স্কোয়াডের প্রধান, চীফ সুপারিনটেনডেন্ট, চীফ কন্সটেবল, অথবা মূলত যে কারও জন্য, অপেক্ষা করছে যিনি নিচে এসে কিছু একটা বলবেন। তারা নিজেদের মধ্যে মিন মিন করে আলাপ করছে যে, সাধারণ লোকদেরকে এমন গুরুতর, নাড়া দেওয়া এবং প্রচার বাড়ানোর মতো বিষয় জানানোর যে দায়িত্ব সেটা পুলিশকে মানতে হবে।

আর্টিয়ামের রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে নিচে জড়ো হওয়া সাংবাদিকদের দিকে তাকিয়ে আছে হ্যারি। বিরামহীন হাঙরের মতো তারা এক হয়েছে, একজনের সঙ্গে আরেকজন শলা-পরামর্শ করছে, একজন আরেকজনকে বোকা বানাচ্ছে, পরস্পরকে সাহায্য করছে, ধাপ্পা দিচ্ছে এবং মুখরোচক খবরের আভাস পাচ্ছে। কেউ কি কিছু শুনেছে? আজ রাতে কি প্রেস কনফারেন্স আছে নাকি? অথবা অন্ততপক্ষে তাৎক্ষণিক ব্রিফিং? ভেটলেসেন কি আজ রাতেই অলরেডি থাইল্যান্ডের পথে রওনা হয়ে গেছে? ডেডলাইনটা আবছা হয়ে আসছে, কিছু একটা ঘটবে।

হ্যারি পড়েছে যে, *ডেডলাইন* শব্দটা আমেরিকান সিভিল ওয়ারের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে উদ্ভব হয়েছে। কয়েদিদেরকে আটকে রাখার জন্য কোনো সরঞ্জামের ঘাটতি হলে তাদেরকে একসঙ্গে জড়ো করে তাদের চারপাশে মাটিতে একটা লাইন টেনে দেওয়া হতো। সেটাকে ডেডলাইন বলা হতো, এবং যে-ই সেই লাইন অতিক্রম করত তাকেই গুলি করা হতো। আর ঠিক অর্থে বললে তারা তেমনটা, নিচে প্রবেশমুখে থাকা খবর-যোদ্ধারা: যুদ্ধের কয়েদী যাদেরকে একটা ডেডলাইন দিয়ে বিরত রাখা হয়েছে।

অন্যদের সঙ্গে হ্যারি যখন মিটিং রুমের দিকে যাচ্ছিল তখন ওর ফোন বেজে উঠল। ম্যাথিয়াস ফোন করেছে।

'তোমাকে যে ভয়েস মেইলটা পাঠিয়েছিলাম সেটা কি শুনেছ?' সে জিজ্ঞেশ করল।

'সুযোগ পাইনি, এখানকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত,' হ্যারি বলল। 'এ নিয়ে কি আমরা পরে কথা বলতে পারি?'

'অবশ্যই,' ম্যাথিয়াস বলল। 'তবে এটা ইডার সংক্রান্ত। খবরে দেখলাম পুলিশ ওকে খুঁজছে।'

হ্যারি ফোনটা অন্য হাতে নিল। 'তাহলে এখনই বল আমাকে।'

'আজ সকালে ফোন দিয়েছিল। ও আমার কাছে কার্নাড্রাইঅক্সাইডের

BanglaBook.org

ব্যাপারে জানতে চাইছিল। ও ঔষুধ সম্পর্কে জানার জন্য আমাকে মাঝে মাঝে ফোন করে– ফার্মেসিগুলো ইডারকে সন্তুষ্ট করতে পারত না– কাজেই সে সময় আমি এ নিয়ে খুব বেশি ভাবিনি। আমি তোমাকে ফোন করলাম কারণ, কার্নাড্রাইঅক্সাইড হচ্ছে অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা ঔষুধ। শুধু ভাবলাম, তুমি এটা জানতে চাইবে।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়,' হ্যারি বলল, পকেট হাতড়ে হাতড়ে ও একটা আধা খাওয়া পেন্সিল আর একটা ট্রামের টিকিট বের করল। 'কার্না...?'

'কার্নাড্রাইঅক্সাইড। এটাতে কৌন শামুকের বিষ থাকে এবং ক্যানসার ও এইচআইভি রোগীদের ব্যথানাশক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মরফিনের চেয়ে এটা হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী। এই ঔষধ যদি সামান্য একটু বেশি ব্যবহার করা হয় তবে মাংসপেশী সঙ্গে সঙ্গে অসাড় হয়ে পরবে। শ্বাসপ্রশ্বাসতন্ত্র এবং হৃদপিণ্ড বন্ধ হবে আর তৎক্ষণাত তুমি মারা পরবে।'

নোট নিল হ্যারি। 'ওকে। আর কী বলেছে সে?'

'কিছুই না। ওকে মনে হচ্ছিল চাপের মধ্যে আছে। আমাকে থ্যাঙ্কস জানিয়ে ফোন কেটে দিল।'

'কোত্থেকে ফোন করেছিল সে সম্পর্কে কোনরকম ধারণা আছে?'

'না, তবে শব্দটা একটু অদ্ভুত ছিল। নিশ্চিতভাবেই সে তার কনসালটিং রুম থেকে ফোন করেনি। শব্দ শুনে মনে হচ্ছিল ও কোনো গীর্জায় অথবা গুহায় আছে– কী বলতে চাচ্ছি তুমি কি তা বুঝতে পারছ?'

'বুঝতে পারছি। থ্যাঙ্ক ইউ, ম্যাথিয়াস। আর কিছু জানার দরকার পড়লে তোমাকে ফোন করব আমরা।'

'এ শুধুই আমার আনন্দ–'

ও কল এন্ড বাটনে চাপ দেওয়ায় বাকি কথাটুকু শুনতে পেল না হ্যারি, লাইনটা কেটে গেল।

'কে ১-এর ভেতর, ছোট্ট তদন্ত দলটির সব সদস্যই কফিভর্তি কাপ নিয়ে বসেছে– কফি মেশিনে একটা খালি পাত্র ভরা হচ্ছে– চেয়ারে জ্যাকেট ঝুলছে। স্কেয়ার মাত্রই বাইগডয় থেকে ফিরল। ইডার ভেটলেসেনের মায়ের সঙ্গে ওর যে আলাপ হয়েছে সেটা নিয়ে রিপোর্ট করেছে। ভদ্রমহিলা আবারও বলেছেন, তিনি কিছুই জানেন না এবং পুরো বিষয়টা একটা বিশাল ভুল বোঝাবুঝি।

ইডারের সহকারীকে, বোর্গহিল্ড মোয়েন, ক্যাটরিন ফোন করেছিল, সেও একই কথা বলেছে।

BanglaBook.org

'যদি দরকার হয় তবে তাদেরকে আমরা আগামীকাল জিজ্ঞাশাবাদ করব,' হ্যারি বলল। 'এখন, আমার আশঙ্কা, আরও কঠিন সঙ্কট দেখা দিয়েছে।'

ম্যাথিয়াসের সঙ্গে কী কথা হয়েছে সেটা যখন হ্যারি সংক্ষেপে বলল, বাকি তিনজন তখন ওর দিকে তাকিয়ে শুনল। একটা ট্রামের টিকিটের পেছনটা পড়ল ও। কার্নাড্রাইঅক্সাইড।

'তুমি কি মনে কর, সে তাদেরকে খুন করেছে?' হোম জিজ্ঞেশ করল। 'প্যারালইজ করার ঔষধ দিয়ে?'

'এখানটাতেই ভাবতে হবে আমাদের,' কথার মাঝে কথা বলল স্কেয়ার। 'এ কারণেই তাকে মৃতদেহগুলো লুকাতে হতো। যাতেকরে ময়নাতদন্তের সময় ঔষধটা ধরা না পড়ে এবং তাকে খুঁজে বের করা না যায়।'

'একমাত্র যেটা আমরা জানি,' হ্যারি বলল, 'সেটা হচ্ছে ইডার ভেটলেসেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আর সে-ই যদি তুষারমানব হয়, সে হত্যার প্যান্টানটা ভেঙে ফেলছে।'

'প্রশ্ন হচ্ছে,' ক্যাটরিন বলল, 'সে এখন কার পেছনে লেগেছে। তার হাতে কেউ একজন শীঘ্রীই খুন হতে যাচ্ছে।'

ঘাড় ঘষল হ্যারি। 'তুমি কি ভেটলেসেনের ফোন কলের প্রিন্ট আউট দিয়েছ, ক্যাটরিন?'

'হ্যাঁ, আমাকে যেসব নাম আর নাম্বার দেওয়া হয়েছে সেসব নিয়ে বোর্গহিল্ডের সঙ্গে দু'বার কথাবার্তা হয়েছে, তার একটার সারসংক্ষেপ তুমি মাত্রই লান্ড-হেলগেসেনকে বললে। এছাড়া পপার পাবলিশিংয়ের অধীনে রেজিস্ট্রি করা একটা নাম্বার আছে।'

'আমাদের খুব বেশি কিছু করার নেই,' হ্যারি বলল। 'আমরা এখানে বসে থাকতে পারি, কফি খেতে পারি এবং বোকা মাথাটাকে চুলকাতে পারি। অথবা আমরা বাসায় চলে যেতে পারি এবং একই বুদ্ধু, কিন্তু ঠিক ততটা খালি নয়, মাথা নিয়ে আগামীকাল ফিরে আসতে পারি।'

অন্যরা কেবল ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

'আমি কৌতুক করছি না,' ও বলল। 'যার যার বাসায় যাও।'

গ্রানারলোক্কা'র সাবেক ওয়ার্কার্স ডিসিট্রিক্টে ক্যাটরিনকে নামিয়ে দিতে এসেছে হ্যারি। ক্যাটরিনের নির্দেশনামতো সেয়িলডাক্সগাটায় পুরোনো একটা চার তলা বাড়ির সামনে থামল ও।

BanglaBook.org

'কোন ফ্ল্যাট?' সামনে ঝুঁকে বলল ও।

'তৃতীয় তলা, ডান পাশ।'

ওপরে উঁকি দিল ও। সব জানালা কালো। কোনো পর্দা দেখতে পেল না। 'মনে হচ্ছে না যে তোমার স্বামী বাসায় আছে। অথবা সে হয়তো শুয়ে পড়েছে।'

'হয়তো,' সে বলল, কোনো নড়াচড়া না করেই। 'হ্যারি?'

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল ও।

'যখন আমি প্রশ্নটা করেছিলাম যে, এখনকার পর কে তুষারমানব, তুমি কি জানতে আমি কাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম?'

'হয়তোবা,' ও বলল।

'ফিনয়-এ আমরা যা পেয়েছি সেটা অনেক চেনাজানা একজনের এলোপাথারি হত্যা নয়। খুনের অনেক আগে সেই পরিকল্পনা করা হয়েছিল।'

'কী বোঝাতে চাচ্ছ?'

'বোঝাতে চাচ্ছি যে, র‍্যাফতো যদি খুনিকে অনুসরণ করেও থাকে তবে সেটাও ছিল পরিকল্পিত।'

'ক্যাটরিন...'

'দাঁড়াও। র‍্যাফতো ছিল বার্গেনের সেরা গোয়েন্দা। তুমি অসলোর সেরা গোয়েন্দা। খুনিটা অনুমান করতে পারে যে, তুমিই হচ্ছ সে যে এসব হত্যার তদন্ত করবে, হ্যারি। এ কারণেই তুমি চিঠিগুলো পেয়েছ। আমি তোমাকে সতর্ক থাকতে বলছি।'

'তুমি কি আমাকে আতঙ্কিত করতে চাচ্ছ?'

কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'যদি তুমি ভয় পেয়ে থাকো, তুমি কী জানো এর অর্থ কী?'

'না?'

গাড়ির দরজা খুলল ক্যাটরিন। 'এর অর্থ হচ্ছে, তোমার নতুন কোনো কাজ খুঁজে নেওয়া উচিত।'

হ্যারি ওর ফ্ল্যাটের দরজা খুলল, বুটজোড়া খুলল এবং সিটিং রুমে ঢোকার পথে থামল। রুমটা এখন পুরোপুরি অনাবৃত, আগাগোড়া ন্যাড়া দালানের মতো। আস্তরহীন লাল দেয়ালের সাদাটে কিছু একটার ওপর চাঁদের আলো পড়ছে। ভেতরে ঢুকল ও। এটা ক্রমিক সংখ্যা আট, চক দিয়ে লেখা। হাত বাড়িয়ে ও

BanglaBook.org

সংখ্যাটা স্পর্শ করল। এটা নিশ্চয় ছত্রাকনাশক লোকটা লিখেছে, কিন্তু এর অর্থ কী? সম্ভবত একটা কোড যেটা তাকে মনে করিয়ে দেবে যে, কোন তরল সেখানে ব্যবহার করতে হবে।

বাকি সারা রাত ভয়ঙ্কর সব স্বপ্ন হ্যারির সারা দেহকে কাঁপিয়ে তুলল, বিছানায় ও এক পাশ থেকে আরেক পাশ ফিরল। স্বপ্ন দেখল, ওর মুখে কিছু একটা জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং ওকে ফাঁকা কিছু একটার ভেতর দিয়ে বাতাস শুষে নিতে হচ্ছে যাতেকরে দমবন্ধ হয়ে মারা না পড়ে। স্বাদটা তেল, ধাতব পদার্থ এবং গান পাউডারের মতো। শেষে এর ভেতর আর কোনো বাতাস রইল না, কেবল একটা শূন্যতা। তারপর ও থু করে জিনিশটা বের করে দিল এবং আবিষ্কার করল যে এটা বন্দুকের নল নয়, বরং আট সংখ্যার ভেতর দিয়ে শ্বাস টানছিল। আট সংখ্যার নিচের বৃত্তটা বড়, ওপরের বৃত্তটা ছোট্ট। একটা মাথা। সিলভিয়া অটারসেনের মাথা। সে চীৎকার করার চেষ্টা করছে, ওকে বলার চেষ্টা করছে যে কী ঘটেছিল, কিন্তু পারছে না। তার ঠোঁট দুটো সেলাই করা।

যখন ও জেগে উঠল তখন ওর চোখ দুটো লেগে আছে, মাথা ব্যথা করছে এবং ঠোঁটের ওপর একটা পাতলা আস্তর যেটার স্বাদ চক আর পিত্তরসের মতো।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১৬
দিন ১০।
কার্লিং।

বাইগডয়ের সকালটা কনকনে ঠাণ্ডা। আস্তা জোহানসেন বরাবরের মতোই আটটায় কার্লিং ক্লাব খুলল। সত্তর ছুঁই ছুঁই এই বিধবা সপ্তাহে দু'বার এখানটা ঝাড়পোছ করে। ছোট্ট প্রাইভেট হলটা যেহেতু পুরুষরা ছাড়া আর কেউ ব্যবহার করে না এবং এতে কোনো শাওয়ারও নেই সেহেতু সপ্তাহে দু'বার ঝাড়পোছ প্রয়োজনের চেয়েও যথেষ্ট। বাতিটা জ্বালল সে। খাঁজে খাঁজে যুক্ত কাঠের দেয়ালে ঝুলছে ট্রফি, ডিপ্লোমা সনদ, ল্যাটিন প্রবাদখচিত লম্বা ও সরু পতাকা। আর আছে দাড়িওয়ালা লোকদের পুরোনো সাদা-কালো ফটোগ্রাফ, লোকগুলোর মুখ হাসি হাসি। আস্তা ভাবল, তাদের চেহারা হাস্যকর, উচ্চবিত্তদের জীবন নিয়ে তৈরি ইংলিশ টিভি সিরিজের শেয়াল-শিকারীদের মতো। কার্লিং হলের দরজা দিয়ে ঢুকল সে। ভেতরের শীতলতায় সে বুঝল, তারা থার্মোস্টাট বাড়াতে ভুলে গেছে, যেটা তারা সাধারণত করে বিদ্যুৎ বাঁচানোর জন্য। আস্তা জোহানসেন বাতির সুইচ চাপল। নিয়ন টিউব জ্বলে ওঠার জন্য মিটমিট করছে, তারা জ্বলতে চায় কিনা সে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য কুস্তি করছে বাতিগুলো। সে চশমা চোখে দিয়ে দেখল যে, ঠাণ্ডা করার যন্ত্রের থার্মোস্টাটটা আসলেই অনেক কমিয়ে রাখা। সেটাকে সে বাড়িয়ে দিল।

তুষারের ধূসর পিঠের ওপর আলো পড়ল। চশমার ভেতর দিয়ে সে হলের অপর প্রান্তে এক নজর কিছু একটাকে দেখতে পেল, সে চশমা খুলে ফেলল। ধীরে ধীরে জিনিশটা স্পষ্ট হল। একজন লোক? সে তুষার ভেঙে হেঁটে যেতে চাইল, কিন্তু ইতস্তত করল। আস্তা জোহানসেন আদৌ স্নায়বিক দুর্বল মহিলা নন কিন্তু তার ভয় হয় যে, একদিন বরফে পিছলে তার পা ভেঙে যাবে এবং তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বরফের ওপর থাকতে হবে যতক্ষণ না শেয়াল-শিকারীরা তাকে খুঁজে পায়। দেয়ালের ওপর হেলান দিয়ে রাখা ঝাঁটাগুলো থেকে একটা ঝাঁটা

BanglaBook.org

হাতে নিল, সেটাকে ছড়ির মতো করে ব্যবহার করল, ছোট ছোট পা ফেলে চলছে, বরফের ওপর দিয়ে টলমল করে হাঁটছে সে।

জীবনহীন লোকটা মাথাটা বৃত্তের ভেতর রেখে শুয়ে আছে । শক্ত হয়ে যাওয়া বিকৃত মুখটার ওপর নিয়ন টিউবের নীল-সাদা আলোকরশ্মি পড়ছে। লোকটার চেহারা বেশ পরিচিত পরিচিত লাগছে। সে কি কোনো তারকা? লোকটার চকচকে চোখ জোড়াকে মনে হচ্ছে আস্তার পেছনে কিছু একটা দেখছে। মৃতদেহটার আটকা পড়া ডান হাতে ধরা একটা খালি প্লাস্টিক সিরিঞ্জে লাল তরলের অবশিষ্টাংশ।

আস্তা জোহানসেন শান্তভাবে উপসংহারে পৌঁছাল যে, লোকটার জন্য তার করার আর কিছুই নেই। সে বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে সবচেয়ে কাছের টেলিফোনটা ধরার জন্য সচেষ্ট হল।

পুলিশকে ফোন করার পর এবং পুলিশ আসার পর সে বাসায় চলে গেল এবং তার সকালের কফি খেল।

যখন সে *আফটেনপোস্টেন* পত্রিকাটা হাতে নিল কেবল তখনই বুঝতে পারল যে, সে কার মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছিল।

হ্যারি গুটিসুটি মেরে বসে ইডার ভেটলেসেনের বুট জোড়া পরীক্ষা করছে।

'মৃত্যুর সময় সম্পর্কে আমাদের চিকীৎসক কী বলেছেন?' ওর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা জর্ন হোমকে জিজ্ঞেশ করল হ্যারি। টেডি বিয়ারের সাদা পশম দিয়ে লাইন টানা ডেনিমের একটা জ্যাকেট পরে আছে হোম। ওর সাপের চামড়ার তৈরি বুটজোড়া যখন ও বরফের ওপর সজোরে ঠুকল, তখন কোনো আওয়াজই হল না বলা চলে। আস্তা জোহানসেন ফোন করার পর বড়জোর ঘণ্টাখানেক পার হয়েছে, কিন্তু কার্লিং ক্লাবের বাইরে পুলিশের লাল কর্ডনের কাছে এরিমধ্যে রিপোর্টাররা এসে হাজির।

'ভদ্রলোক বলেছেন, এটা বলা কঠিন,' হোম বলল। 'সে কেবল অনুমান করতে পারে যে, বরফের ওপর পরে থাকা একটা শবদেহের তাপমাত্রা অনেক উষ্ণ একটা ঘরের ভেতর কত দ্রুত নেমে যেতে পারে।'

'কিন্তু সে অনুমান করছে?'

'গতকাল সন্ধ্যায় পাঁচটা থেকে সাতটার মধ্যে কোন এক সময়।'

'উম। তার সম্পর্কে টিভি'র খবর প্রচারের আগে। তালাটা দেখেছ তুমি, তাই না?'

BanglaBook.org

মাথা নাড়ল হোম। 'স্ট্যান্ডার্ড ইয়েল। ঝাড়পোছের কাজ করার মহিলা যখন এখানে এসেছিল তখন এটা আটকানো ছিল। তোমাকে বুট দেখতে দেখছি। ছাপগুলো আমি পরীক্ষা করেছি। আমি একদম নিশ্চিত যে এই ছাপগুলো সলিহোগডার ছাপের মতোই।'

হ্যারি জুতার তলির নকশাটা দেখল খুটিয়ে খুটিয়ে। 'সুতরাং তুমি মনে করছ, এটা আমাদের লোকটা, তাই না?'

'আমি তেমনটাই বিবেচনা করি, হ্যাঁ।'

মাথা নাড়ল হ্যারি। ও গভীর চিন্তায় মগ্ন। 'ইডার ভেটলেসেন কি বাঁ-হাতি ছিল কিনা, তুমি কি জানো?'

'সন্দেহ আছে। তুমি তো দেখতেই পাচ্ছো, সিরিঞ্জটা সে ডান হাতে ধরে আছে।'

মাথা নাড়ল হ্যারি। 'তা ধরে আছে। যাইহোক, পরীক্ষা করে দেখ।'

যেসব কেইস নিয়ে হ্যারি কাজ করে সেসব কেইসে একদিন উপসংহারে পৌছে, সমাধান করে, শেষ করে ও আসলে কখনোই সুখের অনুভূতি পায়নি। কেইসটা যতক্ষণ তদন্তাধীন থাকে এটা ওর লক্ষ্য, কিন্তু একবার যদি এটা অর্জিত হয়, ও কেবল জানে যে ও ওর ভ্রমণের শেষ-এ এসে পৌছায়নি। অথবা জানে যে, এটা সেই শেষ নয় যেটা ও কল্পনা করেছে। অথবা জানে যে, এটা স্থানান্তরিত হয়েছে, ও শূন্য বোধ করে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সফলতার আস্বাদ পায় না, অপরাধীকে ধরলে সবসময় প্রশ্ন বোঝাই করে আসে: তাতে কী?

সন্ধ্যা সাতটা, প্রত্যক্ষদর্শীকে জিজ্ঞাশাবাদ করা হয়েছে, ফরেনসিক আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে, একটা সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে এবং ক্রাইম স্কোয়াডের করিডোরে একটা পার্টি শুরু হওয়ার আমেজ। হ্যাগেন কেক আর বিয়ার অর্ডার করেছে। লেপ্সভিক আর হ্যারির টিমকে অভিনন্দন জানানোর জন্য সে কে ওয়ানে আমন্ত্রন জানিয়েছে।

চেয়ারে বসে হ্যারি ওর কোলের ওপর রাখা কোন একজনের দেওয়া বিশাল কেকটা দেখছে। হ্যাগেনের কথা, হাসি এবং করতালি শুনল ও। ওকে পেরিয়ে যাওয়ার সময় সহকর্মীদের কেউ একজন ওর পিঠ চাপড়ে দিল, তবে বেশিরভাগ সহকর্মীই শান্তভাবে ওকে পেরিয়ে গেল। ওর চারদিকে আলাপচারিতার গুঞ্জন।

'জারজটা দুর্ভাগা। সে যখন জেনেছে যে, আমরা তাকে চিনে ফেলেছি তখন ভরকে গেছে।'

BanglaBook.org

'আমাদেরকে প্রতারিত করেছে।'

'আমাদেরকে? তুমি কি বলতে চাচ্ছ যে লেপ্সভিক অনেক-?'

'আমরা যদি তাকে জীবিত ধরতাম আদালত তাকে উন্মাদ ঘোষণা করত এবং-'

'আমাদের খুশী হওয়া উচিত। যাই হোক, আমাদের কাছে কোনো নিশ্চিত প্রমাণ ছিল না, কেবল কিছু ইঙ্গিতবাহী বিষয় ছিল।'

ঘরের অন্য প্রান্ত থেকে এস্পেন লেপ্সভিকের কণ্ঠস্বরটা ফেটে পড়ল। 'ওকে, ভাইয়েরা, থামো! একটা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে এবং সেটা পাস হয়েছে- আমরা ফেনরিস বার-এ আটটার সময় ভরপুর বিয়ার পান করব। অ্যান্ড দ্যাটস অ্যান অর্ডার। ওকে?'

সবাই হৈ হৈ করে উঠল।

হ্যারি কেকটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াতেই কাঁধে হালকা একটা স্পর্শ অনুভব করল। হোমের হাতের স্পর্শ।

'আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। যেমনটা আমি বলেছিলাম- ভেটলেসেন ডানহাতি।'

একটা বিয়ারের মুখ খুলতেই কার্বন ডাইঅক্সাইড বুদবুদ তুলে বেরোলো, এরিমধ্যে আধামাতাল হয়ে পড়া স্কেয়ার হোমের কাঁধে হাত রাখল।

'তারা বলে যে, বাঁ-হাতিদের চেয়ে ডান-হাতিদের জীবনের প্রত্যাশা অনেক বেশি হয়। যদিও ভেটলেসেনের ক্ষেত্রে বিষয়টা খাটেনি, তাই না? হা হা হা!'

স্কেয়ার তার জ্ঞান অন্যদের সঙ্গে ভাগাভাগি করার জন্য চলে গেল। হ্যারিকে হোম জিজ্ঞেশ করল: 'তুমি কি চলে যাচ্ছো?'

'হাঁটতে যাচ্ছি। ফেনরিস-এ দেখা হতে পারে।'

হ্যাগেন যতক্ষণে ওর হাত ধরল ততক্ষণে ও দরজার কাছে প্রায় পৌঁছে গিয়েছিল।

'ভালো হয় যদি কেউ একেবারে চলে না যায়,' দ্রুত বলল সে। 'চীফ কনস্টেবল বলেছেন, তিনি নিচে এসে কিছু কথা বলবেন।'

হ্যাগেন ওর হাত এমনভাবে ছেড়ে দিল যেন তার হাত পুড়ে গেছে।

'টয়লেটে যাচ্ছি কেবল,' হ্যারি বলল।

চটজলদি হেসে মাথা নাড়ল হ্যাগেন।

হ্যারি ওর অফিসে ঢুকে জ্যাকেটটা নিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে নিচে নেমে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের বাইরে এল। গ্রোনল্যান্ডসলিয়েরেটের দিকে গেলও। বাতাসে কিছু তুষারকণা ভাসছে। একেবার্গ রিজ-এ আলো মিটমিট করছে। একটা

BanglaBook.org

সাইরেন দূরবর্তী তিমির শিসের মতো একটু বেজেই বন্ধ হয়ে গেল। হ্যারির স্থানীয় দোকানের বাইরে দুজন পাকিস্তানি কথা কাটাকাটি করছে, তাদের কমলার ওপর তুষার জমছে। গ্রোনল্যান্ডস স্কোয়ারে একজন মাতাল দুলে দুলে সমুদ্রের মাঝিদের গান গাইছে। হ্যারি অনুভব করতে পারছে, রাতের প্রাণিরা বাতাসের ঘ্রাণ শুঁকছে, বাইরে বেরোনোটা নিরাপদ হয়েছে কিনা সেটা ভেবে ও চমকে উঠল। খোদা, এই শহরকে ও কত ভালোবাসে।

'তুমি এখানে?'

এলি ভ্যালে বিস্মিত হয়ে তার ছেলে ট্রাইভের দিকে তাকাল। ছেলেটা রান্নাঘরের টেবিলে বসে একটা ম্যাগাজিন পড়ছে। পেছনে রেডিওটা বাজছে একঘেয়েভাবে।

ছেলেকে সে জিজ্ঞেশ করতে যাচ্ছিল যে, ও কেন ওর বাবার সঙ্গে লিভিংরুমে বসেনি। কিন্তু এটাও তার মনে হল যে, সমভাবে এটা হওয়াও ছেলেটার জন্য স্বাভাবিক যে, ও মায়ের সঙ্গে কথা বলতে চাইবে। এ ছাড়া এটা নয়। নিজের জন্য এক কাপ চা ঢালল সে। তারপর নীরবে বসে বসে ছেলেকে দেখল। ছেলেটা দেখতে খুবই সুন্দর হয়েছে। তার সবসময়ই বিশ্বাস ছিল যে, ছেলেটা দেখতে কুৎসিত হবে কিন্তু তার ধারণা ছিল ভুল।

রেডিও'র কণ্ঠস্বরটা বলল, নরওয়েজিয়ান সভাকক্ষে ঢুকতে নারীর অক্ষমতার জন্য পুরুষরা আর দায়ী নয়। নারীর কোটা পূরণের আইনি সীমা পরিপালনে কোম্পানিগুলোকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। কারণ, বেশিরভাগ নারীকেই মনে হচ্ছে, যে জায়গায় তাদের সমালোচনা হতে পারে, তারা পেশাগত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে পারে অথবা নিজেদের আড়াল করার জন্য কাউকে না পেতে পারে তেমন জায়গায় কাজ করতে তাদের ধারাবাহিক অনীহা আছে।

'ওরা বাচ্চাদের মতো যারা কিনা পেস্তার জন্য কান্নাকাটি করে, কিন্তু যখন সেটা অবশেষে পায় তখন সেটা থু মেরে ছুঁড়ে ফেলে,' কণ্ঠস্বরটা বলল। 'বিষয়টা দেখতে বেশ বিরক্তিকর। এটা সময়ের ব্যাপার, নারীরা কিছু দায়িত্ব নেয় এবং কিছু দৃঢ়তা দেখায়।'

হ্যাঁ, ভাবল এলি। এটা সময়ের ব্যাপার।

'আইসিএতে আজ কেউ একজন আমার কাছে এসেছিল,' ট্রাইভে বলল।

'ওহ্ তাই?' এলি বলল, তার গলা ধরে এল।

'আমাকে জিজ্ঞেশ করল যে, আমি তোমার ছেলে কিনা, তোমার এবং বাবার।'

'উহ-হাহ,' মৃদুভাবে বলল এলি, বেশ মৃদুভাবে, মাথা ঝিমঝিম করছে তার। 'আর তুমি কী বললে?'

'আমি কী বললাম?' ওর হাতে ধরা ম্যাগাজিন থেকে মুখ তুলল ট্রাইভে। 'আমি বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'আর যে জিজ্ঞেশ করল সে লোকটা কে?'

'কী ব্যাপার, মা?'

'কী বোঝাতে চাচ্ছ তুমি?'

'তুমি খুব ফ্যাকাশে হয়ে গেছ।'

'কিছু না, সোনা। লোকটা কে?'

ট্রাইভে তার ম্যাগাজিনে ফিরে গেল। 'আমি বলিনি যে সে একজন লোক, বলেছি কি?'

এলি উঠে দাঁড়িয়ে রেডিওটার আওয়াজ কমাল। রেডিওর মহিলাটা বিতর্কে অংশ নেওয়ার জন্য শিল্পমন্ত্রী এবং আর্ভে স্টপকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। সে একদৃষ্টে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল। এক জোড়া তুষারকণা লক্ষ্যহীন, মধ্যাকর্ষণ শক্তির মাধ্যমে প্রভাবিত না হয়ে এবং স্পষ্টতই তাদের নিজের ইচ্ছায় ইতস্ততভাবে পাক খাচ্ছে। তারা সেখানেই নামবে যেখানে সুযোগ মিলবে। এবং তারপরে তারা গলে যাবে এবং মিলিয়ে যাবে। এর মধ্যে কিছু প্রশান্তি আছে।

কাশল সে।

'কী হয়েছে?' ট্রাইভে বলল।

'কিছু না,' সে বলল, 'আমার মনে হয় ঠাণ্ডা লাগবে।'

উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটছে হ্যারি, নিজের কোনো ইচ্ছা ছাড়া, অসলোর রাস্তা দিয়ে। ও যখন হোটেল লিওনের বাইরে দাঁড়াল কেবল তখন বুঝতে পারল যে, সেটাই সেই জায়গা যেদিকে ও হাঁটছিল। পতিতারা এবং মাদক ব্যবসায়ীরা পাশের রাস্তায় ইতোমধ্যে তাদের অবস্থান নিয়ে নিয়েছে। এখন ব্যস্ত সময়। খদ্দেররা মাঝ রাতের আগে সেক্স আর মাদকের লেনদেন করতে পছন্দ করে।

হ্যারি রিসিপশনে ঢুকল এবং বোরে হ্যানসেনের আতঙ্কিত চেহারা দেখে বুঝল যে, লোকটা ওকে চিনতে পেরেছে।

BanglaBook.org

'একটা চুক্তি হয়েছিল আমাদের!' হোটেল মালিক তার ভ্রু থেকে ঘাম মুছে আর্তস্বরে বলল।

হ্যারি ভেবে অবাক হল যে, যেসব মানুষেরা অন্যের প্রয়োজনের ওপর বেঁচে থাকে তাদেরকে কেন মনে হয় যে তারা সবসময় ঘামের চকচকে চামড়া পরে আছে, তাদের বিবেকহীনতার ওপর আঠা দিয়ে লাগানো কাঠের মতো মিথ্যে লজ্জার পরত।

'ডাক্তারের রুমের চাবিটা দাও আমাকে,' হ্যারি বলল। ' আজ রাতে সে আসবে না।'

হোটেল রুমের দেয়ালের তিনটিতে সত্তর দশকীয় ওয়ালপেপার। ওয়ালপেপারগুলোয় বাদামি আর কমলা রঙের এক মাদকীয় নকশা করা। মূল বাথরুমের দেয়ালের রঙ কালো। বাথরুমের দেয়ালের যেখানে আস্তর খসে পড়েছে সেখানে ধূসর ফাটল আর ছোপ। ডাবল বিছানাটার মাঝখানটা অসমতল। সূচালো কার্পেটটা শক্ত। পানি আর স্খলিত বীর্য, হ্যারি অনুমান করল। বিছানার পায়ার কাছের চেয়ার থেকে সুতাবিহীন হাত-তোয়ালেটা সরিয়ে বসল ও। শহরের সম্ভাব্য উত্তেজনার গুড়ু গুড়ু আওয়াজ শুনল, বুঝতে পারল যে কুকুরগুলো ফিরে এসেছে। কুকুরগুলো খাবলে ধরার চেষ্টা করছে আর ঘেউ ঘেউ করছে, লোহার শেকলে টান মারছে, চীৎকার করছে: কেবল একটা ড্রিঙ্ক, কেবল একটা শট যাতেকরে আমরা তোমাদেরকে শান্তিতে ছেড়ে দিতে পারি এবং তোমাদের পায়ের কাছে শুতে পারি। হ্যারি হাসবার মেজাজে ছিল না, কিন্তু যাইহোক হাসল। প্রেতগুলোকে তাড়াতে হবে, এবং ব্যথা নিমজ্জিত হবে। ও একটা সিগারেট জ্বালল। ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে রাইস-পেপার ল্যাম্পের দিকে উঠল।

কেমন প্রেতদের সঙ্গে জাপটাজাপটি করেছে ইডার ভেটলেসেন? তাদেরকে কি এখানে নিয়ে এসেছে, নাকি এটা পূন্যস্থান, আশ্রয়? সম্ভবত সে কিছু উত্তর আবিষ্কার করেছে, কিন্তু সব উত্তর নয়। তাদের সবগুলো নয় কখনোই। উন্মত্ততা আর মন্দ কি দুটো ভিন্ন অস্তিত্ব নাকি যখন আমরা আর ধ্বংসের উদ্দেশ্যকে বুঝতে পারি না তখন আমরা একে কেবলই উন্মত্ততা বলি। আমরা এটা বুঝতে সক্ষম যে কোন একজনকে নিষ্পাপ নাগরিকদের শহরে অ্যাটম বোম ফেলতে হবে, কিন্তু এটা বুঝতে সক্ষম নই যে, অন্যদেরকে পতিতাদেরকে ধ্বংস করতে হবে যারা লন্ডনের বস্তিতে রোগ এবং নৈতিক বিকৃতি ছড়ায়। এজন্য আমরা আগেরটাকে বলি বাস্তবতা এবং পরেরটিকে বলি উন্মত্ততা।

BanglaBook.org

যীশু, তার কতটা পানীয়ের দরকার ছিল। বেদনা কমানোর জন্য, এই দিনের জন্য, এই রাতের জন্য কেবল একটা পানীয়।

দরজায় টোকা পড়ল।

'হ্যাঁ,' চীৎকার করল হ্যারি এবং নিজের রাগী কণ্ঠস্বরে নিজেই চমকাল।

দরজা খুলে গেল, একটা কালো চেহারা দেখা গেল। মেয়েটাকে চোখ তুলে দেখল হ্যারি। সুন্দর, শক্তপোক্ত মাথা আর ঘাড়ের নিচে একটা খাটো জ্যাকেট পরে আছে সে, এত খাটো যে তার আঁটোসাটো ট্রাউজারের ওপর দিয়ে স্ফীত মেদের ভাজ বোঝা যায়।

'ডক্টর?' ইংলিশে জিজ্ঞেশ করল সে। দ্বিতীয় বর্ণের ওপর দেওয়া জোরের কারণে শব্দটাকে ফরাসি উচ্চারণের মতো লাগল।

ও মাথা ঝাঁকাল। সে তাকাল ওর দিকে। তারপর দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল, চলে গেল মেয়েটা।

চেয়ার থেকে হ্যারি উঠে দাঁড়ানোর আগে সেকেন্ড দুয়েক পার হয়েছে, ও দরজার কাছে গেল। মেয়েটা করিডোরের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে।

'প্লিজ!' ইংলিশে চীৎকার করল হ্যারি। 'প্লিজ, ফিরে এসো।'

সে থামল, ওকে সতর্কভাবে মনোযোগ দিয়ে দেখল।

'দু'শ' ক্রোনার,' সে বলল। শেষ বর্ণে জোর দিয়ে বলল।

হ্যারি মাথা নাড়ল।

মেয়েটা বিছানায় বসে হ্যারির প্রশ্নগুলো শুনে হতবুদ্ধ হয়ে গেল। ডাক্তার সম্পর্কে, এই খারাপ লোক। একাধিক নারীর সঙ্গে বেশুমার পান এবং কামোৎসব সম্পর্কে। যেসব শিশুকে ডাক্তার এখানে আনতে চেয়েছিল সে সম্পর্কে। এবং প্রতিটা নতুন প্রশ্নে সে উপলব্ধি করতে না পেরে মাথা ঝাঁকিয়েছে। কথা শেষে, সে জানতে চাইল যে, ও পুলিশের লোক কিনা।

মাথা নাড়ল হ্যারি।

মেয়েটার ভ্রু কুঁচকে গেল। 'তুমি কেন এসব প্রশ্ন করছ! ডাক্তার কোথায়?'

'ডাক্তার মানুষ খুন করেছে,' হ্যারি বলল।

সে সন্দেহভরা চোখে ওকে দেখল। 'সত্য নয়,' দীর্ঘস্বরে বলল সে।

'কেন নয়?'

'কারণ ডাক্তার একজন চমৎকার মানুষ। লোকটা আমাদের সাহায্য করে।'

ডাক্তার তাদের কীভাবে সাহায্য করে সেটা জানতে চাইল হ্যারি। এবং এখন ও বসে বসে শুনছে যখন কালো মেয়েটা বলল যে, প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার এই ঘরে ডাক্তার তার ব্যাগ নিয়ে বসে ওদেরকে টয়লেটে পাঠাত; ইউরিন আর

BanglaBook.org

রক্তের স্যাম্পল নিত এবং যৌনরোগের পরীক্ষা করত। ওদের যদি কোনো সাধারণ যৌনরোগ হতো তবে সে বড়ি দিত, চিকীৎসা করত। আর যদি অন্য কোনো রোগ, প্লেগ হতো তবে হাসপাতালের ঠিকানা দিত। যদি ওদের অন্য কোনো সমস্যা হতো তবে তার বড়িও সে দিত। এর জন্য সে কখনোই অর্থ নেয়নি। কেবল যে একটা জিনিশ ওদের করতে হতো সেটা হচ্ছে এই প্রতিশ্রুতি করা যে, ওরা রাস্তায় ওদের সহকর্মী ছাড়া আর কাউকে এ কথা বলবে না। কোনো কোনো মেয়ে তাদের বাচ্চাদেরকে তখন নিয়ে আসত যখন বাচ্চারা অসুস্থ হতো, কিন্তু হোটেল মালিক তাদের আসা বন্ধ করে দিয়েছিল।

কথা শোনার জন্য হ্যারি একটা সিগারেট জ্বালল। এটা কি ভেটলেসেনের কামনা চরিতার্থ করার অভ্যাস? মন্দের বিপরীত দিক, প্রয়োজনীয় ভারসাম্য। অথবা কেবল মন্দ স্বভাবকে জোর দেওয়ার জন্য এটা করত, একে পরিত্রাণে স্থাপন করত? ড. মেনগেলেকে শিশুদের খুব অনুরক্ত বলা হতো।

মুখর ভেতর ওর জিহ্বাটা বড় হতে লাগল; যদি ও শীঘ্রীই একটা ড্রিঙ্ক না নেয় তবে জিহ্বাটা ওর দম বন্ধ করে ফেলবে।

মেয়েটা কথা বলা বন্ধ করেছে। সে দু'শ' ক্রোনের নোটটা আঙুলে নাড়ছে।

'ডাক্তার কি ফিরে আসবে?' অবশেষে সে জিজ্ঞেশ করল।

তার কথার জবাব দেওয়ার জন্য মুখ খুলল হ্যারি, কিন্তু জিহ্বা ভেতরেই রইল। ওর ফোন বেজে উঠল, ফোনটা ধরল ও।

'হোল বলছি।'

'হ্যারি? আমি ওডা পলসেন। আপনি কি আমার কথা মনে করতে পারছেন?'

মেয়েটার কথা মনে করতে পারল না ও; যাইহোক, তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে সে বেশ তরুণী।

'এনআরকে থেকে বলছি,' সে বলল। 'শেষবার আমি আপনাকে বসেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম।'

রিসার্চার তরুণীটি। লোভনীয় ফাঁদ।

'আমরা চাচ্ছিলাম, আপনি যদি আমাদের সঙ্গে আবার যোগ দিতেন, আগামীকাল। আমরা এই তুষারমানব বিজয় সম্পর্কে শুনতে পছন্দ করব। হ্যাঁ, আমরা জানি, সে মারা গেছে, কিন্তু তারপরও। এ ধরনের লোকদের মাথায় কী খেলা করে সে সম্পর্কে। যদি তাকে বলা হতে পারে যে–'

'না,' হ্যারি বলল।

'কী?'

BanglaBook.org

'আমি আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে চাই না।'

'এটা *বসে,*' কণ্ঠে খাঁটি বিভ্রান্তি নিয়ে বলল ওডা পলসেন। 'এনআরকে টিভিতে।'

'না।'

'কিন্তু শুনুন, হ্যারি, এটা কি আকর্ষণীয় হবে না যে–?'

হ্যারি কালো দেয়ালে মোবাইল ফোনটা ছুঁড়ে মারল। এক টুকরো পলেস্তারা খসে পড়ল।

দু'হাতের মাঝে মাথা রাখল হ্যারি, মাথাটাকেও চেপে ধরে রাখার চেষ্টা করছে যাতে মাথাটা ফেটে না যায়। ওকে কিছু একটা পান করতে হবে। যে কোনো কিছু। ও যখন আবার মুখ তুলে চাইল, ঘরে তখন ও একা।

সম্ভবত এটা এড়ানো যেত যদি ফেনরিস বার-এ অ্যালকোহল পরিবেশন না করা হতো। অ্যানেসথেসিয়া এবং সাধারণ ক্ষমা নিয়ে ভাঙা ভাঙা মাদকীয় স্বরে চীৎকার করা বারম্যানের পেছনের তাকে যদি জিম বিম ব্র্যান্ডের হুইস্কি না থাকত: 'হ্যারি! এখানে এসো, পুরোনো সময় স্মৃতিচারণ করি। সেসব বীভৎস ভূতদের নিয়ে যাদেরকে আমরা দূর করেছি, সেসব রাত নিয়ে যেসব রাতে আমরা ঘুমাতে পারতাম।'

অন্যদিকে, হয়তো এটা সম্ভব হতো না।

হ্যারি ওর সহকর্মীদের হাই-হ্যালো করলই না বলা চলে, আর ওরাও ওকে আমলে নিল না। ও যতক্ষণে ভীষণ উজ্জ্বল বারটায় ঢুকল, তারা ততক্ষণে নেশায় বুদ হয়ে গেছে। তারা একজন আরেকজনের কাঁধে ভর দিয়ে ঝুলে আছে, একজন আরেকজনের ওপর অ্যালকোহলের শ্বাস ছাড়ছে আর চীৎকার করছে, স্টিভ ওয়ান্ডারের সঙ্গে গান গাইছে যে কিনা দাবি করছে– তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কেবল এ কথা বলার জন্য যে, সে তোমাদেরকে ভালোবাসে। তারা গায়কের দিকে তাকিয়ে হৈ হৈ করে উঠল, সংক্ষেপে বললে, কাপজেতা ফুটবল টিমের মতো। আর স্টিভ ওয়ান্ডার যখন এই ঘোষণা দিয়ে শেষ করল যে তার ভালোবাসা অন্তরের অন্তস্থল থেকে আসে, তখন হ্যারির সামনে তার তৃতীয় পানীয়টা এল।

BanglaBook.org

প্রথম ড্রিঙ্কটাই সবকিছুকে অসাড় করে তুলল। ও নিঃশ্বাস নিতে আর গভীরভাবে ভাবতে অক্ষম হল যে, কার্নাড্রাইঅক্সাইড নেওয়ার অনুভূতি কেমন। দ্বিতীয় ড্রিঙ্কটা ওর পাকস্থলিকে প্রায় গুলিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু ওর শরীর প্রথম

ধাক্কাটা সামলে নিল। শরীরটা জানে যে, সে সেই জিনিশটা গ্রহণ করেছে যেই জিনিশ দীর্ঘদিন ধরে চাচ্ছিল। এবং এখন এটা সুস্বাস্থ্যের গুঞ্জন তুলে সাড়া দিচ্ছে। ওর ভেতর উত্তাপ ছড়িয়ে গেল। এটা আত্মার জন্য সঙ্গীত।

'তুমি ড্রিঙ্ক করছ?'

ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাটরিন।

'এটাই শেষ,' হ্যারি বলল, ওর জিহ্বা আর পুরু লাগছে না, বরং মসৃণ আর কোমল লাগছে। অ্যালকোহল ওর উচ্চারণকে উন্নত করেছে। এবং ও যে ড্রিঙ্ক করেছে সেটা লোকজন সামান্যই খেয়াল করছে, একটা নির্দীষ্ট সীমা পর্যন্ত। এ কারণেই ওর চাকরিটা আছে এখনো।

'এটাই শেষ নয়,' ক্যাটরিন বলল। 'এটা প্রথম।'

'সেটা ওসব এএ বিধির একটা।' তার দিকে তাকাল হ্যারি। গাঢ় নীল চোখ, পুরু নাসারন্ধ্রে, পরিপূর্ণ ঠোঁট। ঈশ্বর, মেয়েটাকে চমৎকার দেখাচ্ছে। 'তুমি কি অ্যালকোহলিক, ক্যাটরিন ব্র্যাট?'

'আমার একজন বাবা ছিলেন, যিনি অ্যালকোহলিক ছিলেন।'

'উম। এ কারণেই কি তুমি বার্গেনে তাদের সঙ্গে দেখা করনি?'

'তুমি কি এ কারণে লোকজনের কাছে যাওয়া এড়াও যে, তাদের অসুস্থতা আছে?'

'আমি জানি না। তোমার বাবার কারণে অথবা তেমন কোনো কারণে তোমার শৈশবটা অসুখী হতে পারে।'

'বাবা আমাকে অসুখী করতে পারেনি। আমি তেমনভাবেই জন্মেছি।'

'অসুখী?'

'হতে পারে। তোমার ঘটনা কী?'

'কাঁধ কুঁজো করল হ্যারি। 'বলার অপেক্ষা রাখে না।'

ক্যাটরিন নিজের পানীয়তে চুমুক দিল, একটা উজ্জ্বল সংখ্যা। ভোদকা উজ্জ্বল, জিন ধূসর নয়, ও বিশ্বাস করে।

'এবং কীসে তোমার অসুখী ভাব দূর হয়, হ্যারি?'

ও চিন্তা করবার সময় পাবার আগেই কথাটা এল। 'আমাকে ভালোবাসে এমন কাউকে ভালোবেসে।'

ক্যাটরিন হাসল। 'দুর্বল জিনিশ। তোমার জীবনের শুরুটা কি সুসামঞ্জস্য আর স্বভাব কি প্রাণবন্ত ছিল, পরে যেটা ধ্বংস হয়ে গেছে? নাকি তোমার পথ আগে থেকেই ঠিক করে রাখা?'

BanglaBook.org

হ্যারি একদৃষ্টে নিজের গ্লাসের সোনালি-বাদামি তরলের দিকে তাকিয়ে রইল। 'মাঝে মাঝে আমি অবাক হই। তবে প্রায়ই না। আমি অন্য বিষয়ে ভাবার চেষ্টা করি।'

'যেমন?'

'অন্য জিনিশ।'

'তুমি কি মাঝে মাঝে আমার কথা ভাবো?'

কেউ একজন তার ভেতর ঝাঁকুনি দিয়েছে, সে আরও কাছে এগিয়ে এল। জিম বিমের ঘ্রাণের সঙ্গে তার পারফিউমের ঘ্রাণ একাকার হয়ে গেল।

'কখনো না,' নিজের গ্লাস ধরে ও গ্লাসের পেছনে টোকা দিয়ে বলল। ও সামনে তাকিয়ে রইল, বোতলের পেছনের আয়নার ভেতর দেখতে পেল, ক্যাটরিন ব্র্যাট ও হ্যারি হোল পরস্পরের অনেক কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে আরও সামনে ঝুঁকে এল।

'হ্যারি, তুমি মিথ্যে বলছ।'

তার দিকে ঘুরল ও। তার চোখকে মনে হচ্ছে ধিকিধিকি করে জ্বলছে, হলুদ এবং ঝাপসা, এগিয়ে আসা গাড়ির ওপর পরা ফগলাইটসের মতো। তার নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়েছে, এবং নিঃশ্বাস ভারী হয়েছে। একটা ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে, যেনবা সে তার ভোদকায় লেবু নিয়েছে।

'আমাকে ঠিক ঠিক বল, বিস্তারিত, এখন তোমার কিসের অনুভূতি হচ্ছে, হ্যারি।' তার কণ্ঠস্বর ভারী আর কর্কশ 'সবকিছু। এবং এবার মিথ্যে বোলো না।'

এস্পেন লেপ্সভিক যে গুজবটার কথা, ক্যাটরিন ব্র্যাট ও তার স্বামীর অনুরাগ সম্পর্কে, বলেছিল সেটা মনে পড়ল ওর। ধুর ছাই, ওর মন সরছে না, এটা সবসময়ই ওর সেরিব্রাল কর্টেক্স থেকে অনেক দূরে এগিয়ে। ও শ্বাস টানল। 'ওকে, ক্যাটরিন। আমি সাধারণ চাহিদাযুক্ত একজন সাধারণ মানুষ।'

সে তার মাথা পেছনে হেলিয়ে দিল, বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়ার সময় কিছু প্রজাতির প্রাণি যেমনটা করে। ও নিজের গ্লাস তুলে ধরল। 'পান করবার মতো অনুভূতি হয় আমার।'

একজন পুরুষ সহকর্মী যখন টলমল পায়ে ক্যাটরিনের পেছনে গুতো খেল তখন সে হ্যারির দিকে ঢলে পড়ল। হ্যারি ওর মুক্ত হাত দিয়ে ক্যাটরিনের বাঁ পাশটা ধরে তার পতন ঠেকাল। তার চেহারা ব্যথায় কুচকে গেছে।

'সরি,' ও বলল। 'আঘাত পেয়েছ?'

BanglaBook.org

সে তার পাঁজর চেপে ধরল। 'এ কিছু না। সরি।'

হ্যারির দিকে পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়াল সে এবং তার সহকর্মীদের ভিড় ঠেলে পথ করে নিল। ও দেখল, বেশ কয়েকটা ছোকড়ার চোখ ক্যাটরিনকে অনুসরণ করছে। সে টয়লেটে গিয়ে ঢুকল। সারা ঘরটায় নজর বোলাল হ্যারি, চোখে চোখ পড়তেই লেপ্সভিক চোখ ঘুরিয়ে নিল। ও এখানে থাকতে পারে না। অন্য কোথাও ও আর জিম আড্ডা দিতে পারে। ও বিল পরিশোধ করে চলে যেতে উদ্যত হল। ওর গ্লাসে এখনো পানীয় রয়েছে। কিন্তু লেপ্সভিক এবং দু'জন সহকর্মী বার-এর অন্য প্রান্ত থেকে ওকে লক্ষ্য করছে। এটা কেবল কিছু আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন। হ্যারি ওর পা নড়াতে চাইল, কিন্তু পা দুটো মেঝেতে আঠার মতো লেগে গেছে। গ্লাসটা তুলল ও, ঠোঁটে সেটা ছুঁইয়ে তরলটা পেটে চালান করে দিল।

ওর তপ্ত ত্বকে রাতের শীতল হাওয়া চমৎকার অনুভূতি দিয়ে যাচ্ছে। এই শহরকে চুমু খেতে পারে ও।

বাসায় ফিরে হ্যারি সিঙ্কের ভেতর মাস্টারবেট করার চেষ্টা করল, কিন্তু তার বদলে বমি করল। ওপরের কাপবোর্ডের পেরেকে ঝোলানো ক্যালেন্ডারটা দেখল চোখ তুলে। বছরকয়েক আগে র‍্যাকেল এটা ওকে দিয়েছিল। এটাতে ওদের তিনজনেরই ছবি আছে। প্রতি মাসের জন্য একটা ছবি। নভেম্বর। র‍্যাকেল আর ওলেগ ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। ওর পেছনে শরতের হলুদ পত্ররাজি আর মলীন নীল আকাশ। র‍্যাকেলের পরা ছোট ছোট সাদা ফুলওয়ালা পোশাকের নীল রঙের মতো নীল আকাশ। প্রথমবারের মতো পোশাকটা পরেছে সে। এবং ও সিদ্ধান্ত নিল যে, আজ রাতে ও স্বপ্নে ওই আকাশের ভেতর নিজেকে দেখবে। তারপর ও ওয়ার্কটপের নিচের কাপবোর্ড খুলল, শূন্য কোকের বোতলগুলো ঠেলে সরাল, বোতলগুলো ঝনঝন শব্দ তুলল, এবং ঠিক পেছনে– এই তো এটা। জিম বিমের পুরো বোতল। হ্যারি কখনোই বাসায় অ্যালকোহলবিহীন থাকার ঝুঁকি নেয় না, এমনকি ওর সবচেয়ে বেশি আত্মসংযমের সময়ও না। কারণ ও জানে, একবার যদি ও বেঁকে যায় তবে সেটাকে ধরে রাখার জন্য ও কী কী করতে পারে। যেনবা অবশ্যম্ভাবীতাকে দেরী করানোর জন্য, লেবেলের ওপর আঙুল বোলালো ও। তারপর বোতলটা খুলল। কতটুকুতে চলবে? ভেটলেসেন যে সিরিঞ্জটা ব্যবহার করেছে সেটার বিষ ঢালার পরও সেটার ভেতর

BanglaBook.org

লাল ছোপ লেগে ছিল, যেটা দেখে বোঝা যায় সিরিঞ্জিটা ভরা ছিল। কচিনিয়েলের মতো লাল। আমার প্রিয়তমা, কচিনিয়েল।

শ্বাস টানল ও, বোতলটা তুলে ধরল। মুখের ওপর রাখল সেটা, নিজের শরীরের উত্তেজনা অনুভব করল, এখনো বোতলটা বিক্ষুব্ধ। আর তারপর ও পান করল। লোভীর মতো এবং বেপরোয়াভাবে, যেনবা এর হিসাব বুঝিয়ে দেবে। প্রতি ঢোকের মাঝে ওর গলা থেকে ফোঁপানির মতো শব্দ হচ্ছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১৭

দিন ১৪।

সুসংবাদ।

লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত করিডোরে নেমে এল গানার হ্যাগেন।

দিনটা সোমবার এবং তুষারমানবের কেইসটা মিটমাট হওয়ার পর চার দিন পেরিয়েছে। ওদের চারটা সুখকর দিন কাটার কথা এবং সেটা কেটেছেও, এটা সত্য, অভিনন্দনের পর অভিন্দন, কর্মকর্তারা হাসিখুশি, প্রেসে ইতিবাচক মন্তব্য। এমনকি বিদেশি পত্রিকাগুলো খোঁজ নিয়ে বলেছে যে, তারা পেছনের পুরো ঘটনাটা এবং তদন্তের শুরু থেকে শেষটা পেতে পারে কিনা। আর এখানেই সমস্যাটা শুরু হল: যে লোকটা হ্যাগেনকে সফলতার বিস্তারিত কাহিনি দিতে পারে সেই হাজির নেই। চার দিন পেরিয়ে গেছে এবং কেউই হ্যারি হোলের দেখাও পায়নি, কারও সঙ্গে ওর কথাও হয়নি। আর কারণটা পরিষ্কার। সহকর্মীরা ওকে ফেনরিস বার-এ পান করতে দেখেছে। বিষয়টা হ্যাগেন নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিল কিন্তু গুজবটা চীফ সুপারিনটেনডেন্টের কান পর্যন্ত পৌঁছেছে। এবং সেই সকালে হ্যাগেনকে চীফ-এর অফিসে ডাকা হয়েছে।

‘গানার, এটা আর করবে না।’

গানার হ্যাগেন বলেছে, অন্য কোনো ব্যাখ্যা থাকতে পারে। হ্যারি সবসময় তাদেরকে জানতে দেয় না, ও অফিসের বাইরে থেকে কাজ করেছে। যদিও তারা খুনীকে খুঁজে পেয়েছে তবুও তুষারমানব কেইসে অনেক তদন্তই বাকি আছে।

কিন্তু চীফ সুপারিনটেনডেন্ট তার মন স্থির করে রেখেছে। ‘গানার, আমরা পথের শেষ প্রান্তে এসে গেছি, হোল এমনটাই বলেছে।’

‘ও আমাদের সেরা গোয়েন্দা, টোরলিফ

‘এবং আমাদের অফিসের জন্য সবচেয়ে বাজে প্রতিনিধি। তুমি কি তোমার তরুণ অফিসারদের জন্য এমন একজন রোল মডেল চাও, গানার? লোকটা একটা মাদকাসক্ত। আমাদের সবাই জানে যে, ও ফেনরিস-এ ড্রিঙ্ক করছে, এবং ও তুষার মানবের মৃত্যুর পর থেকে অফিসে আসেনি। আমরা যদি এটা সহ্য

BanglaBook.org

করি তবে আমরা খুবই নিম্ন মান স্থাপন করছি এবং এর ক্ষতি বাস্তবিকই হবে অপূরণীয়।'

'তবে বরখাস্ত? আমরা কি--'

'আর কোনো সতর্কতা নয়। সিভিল সার্ভেন্টসের রেগুলেশন্স আর মাদক অপব্যাবহারের আইন যথেষ্ট পরিষ্কার।'

চীফ সুপারিনটেনডেন্টের দরজায় আরেকবার টোকা দেওয়ার সময় পিওবি'র মাথায় এই আলাপচারিতা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এখনো।

'ওকে দেখা গেছে,' হ্যাগেন বলল।

'কাকে?'

'হোল। লি আমাকে ফোন করে বলেছে, সে ওকে ওর অফিসে গিয়ে দরজা বন্ধ করতে দেখেছে।'

'ঠিক' আছে, উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল চীফ সুপারিনটেনডেন্ট। 'তাহলে চল ওর সঙ্গে সরাসরি কথা বলি।'

পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সপ্তম তলার রেড জোন ক্রাইম স্কোয়াড দিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে হেঁটে যাচ্ছে তারা। এবং অফিসের কর্মীরা, বাতাসে কিছু একটার গন্ধ পেয়েছে যেন তারা, তাদের রুমের দরজায় এসে দাঁড়াল, তারা রুমের বাইরে মাথা বের করে দু'জনকে পাশাপাশি কঠোর মুখে চুপচাপ হেঁটে যেতে দেখল।

দু'জন ৬১৬ লেখা দরজায় এসে পৌঁছাল, তারা থামল। হ্যাগেন গভীর শ্বাস টানল।

'টোরলিফ...' সে বলল, কিন্তু চীফ সুপারিনটেনডেন্ট ততক্ষণে হাতল ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে ফেলেছে।

দরজার মুখে দাঁড়িয়ে অবিশ্বাসে ওদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

'ও খোদা,' চীফ সুপারিনটেনডেন্ট বলল ফিসফিস করে।

হ্যারি হোল, টি শার্ট পরা, ওর চেয়ারে বসে আছে। ওর কনুইয়ের নিচে ইলাস্টিকের একটা ব্যান্ড বাঁধা, ওর মাথা সামনের দিকে নোয়ানো। ইলাস্টিক ব্যান্ডের নিচের চামড়ায় একটা সিরিঞ্জ ঝুলে আছে। সিরিঞ্জের ভেতরের তরলটা স্বচ্ছ। এমনকি দরজায় দাঁড়িয়েই তারা দুধ সাদা বাহুর যেখনটায় সুই ফোঁটানো হয়েছে সেখানটায় কয়েক ফোঁটা রক্ত দেখতে পেল।

'কী করছ তুমি, হ্যারি?' হিস হিস করে বলল চীফ সুপারিনটেনডেন্ট, হ্যাগেনকে তার সামনে ঠেলে দিয়ে সজোরে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে।

হ্যারির মাথাটা উঠল আবার। তাদেরকে ও যেন বহু মাইল দূর থেকে

BanglaBook.org

দেখল। হ্যাগেন খেয়াল করল যে হ্যারি একটা স্টপওয়াচ ধরে আছে। আচমকা হ্যারি সিরিঞ্জটা হেচকা টান দিয়ে বের করে ফেলল, বাকি তরলটার দিকে তাকাল, সিরিঞ্জটা এক পাশে ছুঁড়ে ফেলে এক টুকরো কাগজে নোট নিল।

'এ-এটা আসলে আমাদের সিদ্ধান্তে সহজতর করল, হোল,' চীফ সুপারিনটেনডেন্ট তোতলাতে তোতলাতে বলল। 'কারণ আমাদের কাছে একটা খারাপ খবর আছে।'

'*আমার* কাছে খারাপ খবর আছে, জেন্টালম্যান,' একটা ব্যাগ থেকে এক টুকরো কটন উল ছিঁড়ে বাহুর ওপর চেপে ধরে বলল হ্যারি। 'ইডার ভেটলেসেন সম্ভবত আত্মহত্যা করেনি। আর আমার মনে হয়, এর অর্থ কী সেটা আপনারা জানেন?'

গানার হ্যাগেন একটা আকস্মিক হাসির তাড়না অনুভব করল। পুরো বিষয়টা তার কাছে এত অবান্তর হয়ে উঠেছে যে তার মস্তিষ্ক কেবল আর কোনো সন্তোষজক প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবতে পারছে না। আর চীফ সুপারিনটেনডেন্টের মুখ দেখে হ্যাগেন বুঝতে পারছে যে, সেও জানে না কী করতে হবে।

হ্যারি ওর ঘড়ি দেখেল এবং উঠে দাঁড়াল। 'ঠিক এক ঘন্টার মধ্যে মিটিং রুমে আসুন, তারপর আপনারা জানতে পারবেন কেন,' ও বলল। 'আমার ঠিক এখন গোটা দুয়েক অন্য বিষয় সমাধান করা দরকার।'

হ্যারি ওর দু'জন বিস্মিত জেষ্ঠ্য অফিসারকে দ্রুত অতিক্রম করল ইন্সপেক্টর, দরজা খুলে লম্বা লম্বা বলিষ্ঠ পা ফেলে করিডোরের দিকে চলে গেল ও।

এক ঘণ্টা চার মিনিট পর চীফ সুপারিনটেনডেন্ট ও চীফ কনস্টেবলকে নিয়ে গানার হ্যাগেন চুপ হয়ে যাওয়া কে ওয়ান-এ ঢুকল। লেপ্সভিক আর হোলের তদন্ত দলের অফিসারে ভরা রুমটা। কেবল হ্যারি হোলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তারা রুমের পেছনে দাঁড়িয়েছে। প্রজেক্টর স্ক্রিনে ইডার ভেটলেসেনের ছবি, কার্লিং হলে তাকে যেভাবে পাওয়া গেছে সেই ছবিটা।

'আপনারা যেমনটা দেখছেন, সিরিঞ্জটা ছিল ভেটলেসেনের ডান হাতে,' হ্যারি হোল বলল। 'অস্বাভাবিক নয়, যেহেতু সে ডানহাতি। কিন্তু আমার কৌতূহল হচ্ছে তার বুটজোড়া নিয়ে। এখানে দেখেন।'

বুটজোড়ার আরেকটা ক্লোজ-আপ ছবি দেখা গেল।

'এই বুটজোড়াই আমাদের কাছে থাকা একমাত্র আসল ফরেনসিক প্রমাণ।

BanglaBook.org

তবে এটাই যথেষ্ট। কারণ সলিহোগডায় আমরা যে ছাপ পেয়েছিলাম তার সঙ্গে এই ছাপটার সাদৃশ্য রয়েছে। যাইহোক, ফিতাটার দিকে দেখেন।' একটা পয়েন্টার দিয়ে দেখালো হোল। 'গতকাল আমি আমার ফিতা পেছন থেকে সামনে এনে বেধেছি। যেনবা আমি বাঁহাতি। এর বিপরীতটা হতে পারে, বুটের সামনে দাঁড়িয়ে বাঁধা, যেনবা আমি অন্য কারও জুতার ফিতা বাঁধছি।'

রুমটার ভেতর একটা অস্বস্তির দোলা লাগল।

'আমি ডানহাতি।' এস্পেন লেপ্সভিক বলল। 'এবং আমি আমার ফিতা এভাবে বাঁধি।'

'বেশ, এটা কেবলই একটা অদ্ভুত বিষয় হতে পারে। যাই হোক, এটা একই ধরনের জিনিশ যে একটা নিশ্চিত...' হোলকে মনে হল শব্দটা বলার আগে সেটার স্বাদ নিচ্ছে, '...উদ্বেগ তৈরি করে। একটা উদ্বেগ যেটা তোমাকে অন্য প্রশ্ন জিজ্ঞেশ করতে বাধ্য করে। এগুলো কি আসলেই ভেটলেসেনের বুট? এই বুটগুলো সস্তা। গতকাল আমি ভেটলেসেনের মায়ের সঙ্গে দেখা করেছি। তার কাছ থেকে ভেটলেসেনের জুতার সংগ্রহ দেখার অনুমতি নিয়েছি। সেগুলো দামি, প্রতিটা জোড়া আলাদা। এবং, যেমনটা আমি মনে করি, সে আমাদের চেয়ে আলাদা কেউ না, সে মাঝেমাঝেই তার জুতার ফিতা না খুলে জুতা ছুঁড়ে ফেলত। এ কারণেই আমি বলতে পারি যে–' হোল পয়েন্টারটা ছবির ওপর জোরে জোরে টোকা দিল– 'আমি জানি, ইডার ভেটলেসেন তার জুতার ফিতা এভাবে বাঁধে না।'

হ্যাগেন চকিতে আড় চোখে চীফ সুপারিনটেনডেন্টের দিকে তাকাল। চীফের কপালে গভীর রেখা ফুটে উঠেছে।

'যে প্রশ্নটা দেখা দিয়েছে,' হোল বলল, 'সেটা হচ্ছে কেউ ভেটলেসেনের পায়ে বুটজোড়া পরিয়েছে কিনা। সলিহোগডায় যে বুটজোড়া পরা হয়েছিল সেগুলোই। অবশ্যই, এর উদ্দেশ্য হতে পারে ভেটলেসেনকে তুষারমানব হিসেবে দেখানো।'

'একটা জুতার ফিতা আর সস্তা বুট?' লেপ্সভিকের দলের একজন চীৎকার করল। 'একজন মনোবিকারগ্রস্ত যে কিনা শিশুদের যৌন সংসর্গ পেতে চেয়েছিল, যে জানত উভয় ভিকটিমই এই অসলোতে আছে এবং যাকে আমরা অপরাধস্থলে রাখতে পারি। হ্যারি তোমার যা আছে তা হল অনুমান।'

লম্বা পুলিশটা তার চাছা মাথাটা নোয়ালো। 'এটা সত্য, মোটামুটি এক সত্য। কিন্তু এখন আমি কঠিন সত্যে আসছি। আপাতদৃষ্টিতে, ইডার ভেটলেসেন একটা শিরায় নিপুণভাবে একটা সিরিঞ্জ দিয়ে কার্নাড্রাইঅক্সাইড

BanglaBook.org

ঢুকিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ময়নাতদন্ত অনুযায়ী, কার্নাড্রাইঅক্সাইডের উপস্থিতি এমন পরিমাণ ছিল যে তাকে অবশ্যই তার বাহুর বিশ মিলিমিটার ভেতর সেটা পুশ করতে হয়েছে। সিরিঞ্জের ভেতরের লেগে থাকা অবশিষ্টাংশ দেখে বোঝা যায় যে, এটা ভরা ছিল। কার্নাড্রাইঅক্সাইড, এখন আমরা যেমনটা জানি, অবশকরণ ঔষধ এবং এর সামান্য অংশও হৃদপিণ্ড আর শ্বাসপ্রশ্বাসযন্ত্রকে তৎক্ষণাত অকেজো করে মানুষকে মেরে ফেলতে পারে। প্যাথলজিস্টদের মতে, ইডার ভেটলেসেনকে যে পরিমাণ পুশ করা হয়েছে সে পরিমাণ কার্নাড্রাইঅক্সাইড যদি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শিরায় দেওয়া হয় তবে সর্বোচ্চ ত্রিশ সেকেন্ড লাগবে। সাধারণভাবে এর কোনো অর্থ দাঁড়ায় না।'

হোল এক টুকরো কাগজ নাড়ল। হ্যাগেন দেখতে পেল, কাগজটার ওপর ও পেন্সিল দিয়ে কিছু সংখ্যা লিখেছে।

'ভেটলেসেন যেমনটা ব্যবহার করেছে, একই ধরনের সিরিঞ্জ আর সুই দিয়ে আমি নিজে নিজেই কিছু পরীক্ষা করেছি। আমি এক ধরনের লবণ-পানির দ্রবণ, যেটা কার্নাড্রাইঅক্সাইডের মতো, যেটাতে সব দ্রবণের অন্তত পচানব্বই ভাগই ছিল পানি, ইনজেক্ট করেছি। এবং আমি সংখ্যাগুলো টুকে রেখেছি। যত জোরেই চাপি না কেন আমি, সরু সুইটা তুমি আট সেকেন্ডের কম সময়ে বিশ মিলিমিটার ভেতরে ঢোকাতে পারবে না। অতএব...' বাকিটা বলার আগে অপরিহার্য পরিসমাপ্তির জন্য অপেক্ষা করল ইন্সপেক্টর। 'সিরিঞ্জের দ্রবণের এক-তৃতীয়াংশ পুশ করার আগেই ভেটলেসেন অবশ হয়ে যাবে। সংক্ষেপে, সে পুরোটাই পুশ করতে পারবে না। অন্য কারও সহায়তা ছাড়া।'

ঢোক গিলল হ্যাগেন। সে যতটা ভেবেছিল, এ দিনটা তার চেয়েও বেশি খারাপ হতে যাচ্ছে।

মিটিং যখন শেষ হল, চীফ সুপারিনটেনডেন্টের কানে কানে চীফ কনস্টেবলকে কিছু একটা বলতে দেখল হ্যাগেন। চীফ সুপারিনটেনডেন্ট হ্যাগেনের দিকে ঝুঁকে এল।

'হোল আর তার টিমকে আমার অফিসে দেখা করতে বল এখন। এবং লেপ্সভিক আর তার দলবলকে মুখ বন্ধ রাখতে বল। এসব কথার একটা শব্দও যেন বাইরে না যায়। বুঝেছ?'

হ্যাগেন বুঝতে পেরেছে। পাঁচ মিনিট পর ওরা চীফ সুপারিনটেনডেন্টের বিশাল নীরস অফিসে বসল।

BanglaBook.org

ক্যাটরিন ব্র্যাট দরজা বন্ধ করল। সে-ই সবার শেষে বসল। হ্যারি হোল চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল, ওর পা সোজাসুজি চীফ সুপারিনটেনডেন্টের ডেস্কের সামনে রাখা।

'সংক্ষেপে কথা বলব,' চীফ সুপারিনটেনডেন্ট বলল, মুখের ওপর একটা হাত এমনভাবে বোলাল যেন সে যা দেখেছে সেটা মুছে ফেলতে চায়: একটা তদন্ত দল শুরুর জায়গায় ফিরে এসেছে। 'তোমার কাছে কি কোনো ভালো খবর আছে, হোল? তোমার রহস্যময় অনুপস্থিতির সময় আমরা প্রেসকে বলেছি যে, আমাদের অক্লান্ত কঠোর পরিশ্রমের ফলে তুষারমানব মারা গেছে। এই তিক্ত বিষয়টাকে মিষ্টি করার মতো কোনো খবর?'

'বেশ, আমরা ধারণা করতে পারি যে, ইডার ভেটলেসেন কিছু একটা জানত যেটা তার জানা উচিত না, এবং খুনিটা বুঝতে পেরেছে যে আমরা তার পেছনে লেগেছি আর সেজন্য ইডার ফাঁস করতে পারে এমন সম্ভাবনাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। যদি সেটা সঠিক হয়, এটা এখনো সত্য যে, আমাদের অক্লান্ত কঠোর পরিশ্রমের ফলে ইডার ভেটলেসেন মারা গেছে।'

মানসিক চাপে চীফ সুপারিনটেনডেন্টের গাল গোলাপি হয়ে গেল। 'ভালো খবর বলতে আমি এটা বোঝাইনি, হোল।'

'না, ভালো খবর হচ্ছে, আমাদের অনুসরণ করা হচ্ছে। সেটা যদি না হয়, তুষারমানব এটা দেখাতে চাইত না যে, ভেটলেসেনই সেই লোক যাকে আমরা খুঁজছি। সে চায় আমরা তদন্ত বাতিল করি, বিশ্বাস করি যে, আমরা কেইসটা সমাধা করেছি। সংক্ষেপে, সে চাপে আছে। আর সেটাই সেই সময় যখন তুষারমানবের মতো খুনি ভুল করতে শুরু করেছে। আরও বলতে গেলে, এর অর্থ সে আবার খুনোখুনি শুরু করতে চায় না।'

চীফ সুপারিনটেনডেন্ট দাঁত চুষল এবং চর্বিত চর্বনের পুনরাবৃত্তি করল। 'তো এটাই তুমি মনে কর, এটাই, হোল? নাকি এটা কেবলই তোমার আশা?'

'বেশ,' বলল হ্যারি হোল, ছেঁড়া জিনসের ফাঁক দিয়ে হাঁটু চুলকে বলল, 'আপনি হচ্ছেন একমাত্র লোক যিনি ভালো খবর জানতে চাচ্ছে, বস।'

আর্তনাদ করল হ্যাগেন। সে জানালার বাইরে তাকাল। মেঘ করেছে। তুষারপাতের পূর্বাভাস।

লিভিংরুমের ফ্লোরে বসে টিভি স্ক্রিনের দিকে মনোযোগী চোখে তাকিয়ে থাকা জোনাসের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল ফিলিপ বেকার। বির্তে নিখোঁজ হওয়ার পর থেকেই ছেলেটা প্রতি বিকেলে এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে। যেনবা এটা ভালো একটা পৃথিবীর একটা জানালা। একটা পৃথিবী যেখানে ও

BanglaBook.org

যদি কেবল ভালোভাবে খোঁজে তবে মাকে খুঁজে পাবে ।

'জোনাস।'

বাধ্য ছেলের মতো বাবার দিকে চোখ তুলে তাকাল জোনাদ কিন্তু কোনো আগ্রহ নেই। যখন ও ছুরিটা দেখতে পেল, তখন আতঙ্কে শক্ত হয়ে গেল।

'তুমি কি আমাকে কেটে ফেলবে?' ছেলেটা জিজ্ঞেশ করল।

ওর চেহারার ভঙ্গি আর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর এত মজার ছিল যে ফিলিপ বেকার হাসিতে ফেটে পড়ছিল প্রায়। কফি টেবিলের ওপরের বাতির আলো স্টিলের ওপর চিকচিক করছে। সে এই ছুরিটা স্টোরো মল-এর লোহার কারবারির কাছ থেকে কিনেছে। সে ইডার ভেটলেসেনকে ফোন করার ঠিক পরেই।

'কেবল সামান্য একটু, জোনাস। কেবল সামান্য একটু।'

তারপর সে ছুরি চালাল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১৮

দিন ১৫।

দৃশ্য।

দুটোর সময় ক্যামিলা লসিয়াস গাড়ি চালিয়ে জিম থেকে বাসায় যাচ্ছে। বরাবরের মতোই শহর ধরে গাড়ি চালিয়েছে সে, অসলো ওয়েস্ট-এ, এবং কলোসিয়াম পার্ক ফিটনেস সেন্টারে। এ কারণে নয় যে ভেইটাতে তাদের বাড়ির কাছের সেন্টারের চেয়ে এখানে ভিন্নতর সরঞ্জাম আছে, বরং এ কারণে যে কলোসিয়ামের লোকজন তাকে বেশি পছন্দ করে। তারা ওয়েস্ট এন্ড ধরনের। ভেইটাতে যাওয়াটা হচ্ছে এরিকের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের অংশ। পুরো বিষয়টাতে তাকে এটা ছাড় দিতে হয়। ওরা যে জায়গাটায় থাকে সেই জায়গার রাস্তায় উঠল তার গাড়ি। যেসব প্রতিবেশীদের সঙ্গে সে অভিবাদন বিনিময় করে, কিন্তু কখনোই আসলে কথা বলে না তাদের বাসার জানালায় বাতি জ্বলতে দেখল। তারা এরিকের লোক। সে ব্রেক চাপল। ভেইটার এই রাস্তায় শুধু যে ওদেরই ডাবল গ্যারেজ আছে তা নয়, তবে কেবল ওদের গ্যারেজেই ইলেকট্রিক দরজা আছে। এরিক এসব বিষয়ে একদম অবসেসড; ক্যামিলা এসবের পরোয়া করে না। রিমোট চাপল সে, দরজাটা উঠে গেল, ক্লাচ চেপে গ্যারেজের ভেতর সেধিয়ে দিল গাড়িটা। প্রত্যাশামতোই সেখানে এরিকের গাড়ি নেই, কাজে গেছে ও। প্যাসেঞ্জার সিটের ওপর সে ঝুঁকল, জিম-এর পোশাক এবং আইসিএ সুপারমার্কেট থেকে কেনা পণ্যে ভর্তি ব্যাগটা ধরল, গাড়ি থেকে নামার আগে রিয়ারভিউ মিররে রেওয়াজমাফিক তাকাল। সে দেখতে সুশ্রী, তার বন্ধুরা বলে। বয়স এখনো ত্রিশ হয়নি এবং একটা ডিটাচ্ড বাড়ি, সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ি এবং নাইসের বাইরে গ্রামীণ আবহ, তারা বলে। ইস্ট এন্ডে থাকতে কেমন লাগে এবং দেউলিয়া হবার পর তার বাবা-মা কেমন আছে তারা সেটা জানতে চায়। অদ্ভুত, লোকগুলোর মস্তিষ্ক কীভাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এ দুটো প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত।

ক্যামিলা আবার আয়নার দিকে তাকাল। তারা ঠিকই বলে। সে দেখতে

BanglaBook.org

সুশ্রী। তার মনে হল, সে অন্যকিছু দেখেছে, আয়নার কোণায় একটা নড়াচড়া। না, এটা কেবল দরজাটার আবার বন্ধ হয়ে যাওয়া। গাড়ি থেকে বেরিয়ে সে ঘরের চাবি হাতড়াতে হাতড়াতে বুঝল যে তার মোবাইল ফোনটা এখনো গাড়ির হ্যান্ডস-ফ্রি হোল্ডারে রয়ে গেছে।

ক্যামিলা ঘুরে দাঁড়িয়ে ছোট্ট একটা চীৎকার দিল।

লোকটা তার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। আতঙ্কিত সে মুখে একটা হাত রেখে এক কদম পিছিয়ে গেল। একটা হাসি দিয়ে সে ক্ষমা চাইতে যাচ্ছিল, এজন্য নয় যে ক্ষমা চাওয়ার মতো কিছু হয়েছে, কিন্তু এ কারণে যে লোকটাকে একদমই নির্বিষ দেখাচ্ছে। কিন্তু তারপর লোকটার হাতে ধরা বন্দুকটার ওপর তার দৃষ্টি পড়ল। বন্দুকটা তার দিকে তাক করা। প্রথম যে জিনিশটা তার মনে হল, সেটা হচ্ছে, বন্দুকটা দেখতে একটা খেলনার মতো।

'আমার নাম ফিলিপ বেকার,' লোকটা বলল। 'আমি ফোন দিয়েছিলাম। বাসায় কেউই নেই।'

'কী চান আপনি?' সে জিজ্ঞেশ করল, তার কণ্ঠস্বরের কাঁপুনি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করল। তার সহজাত প্রবৃত্তি বলছে, ভয় প্রকাশ করা যাবে না। 'এটা কিসের জন্য?'

লোকটা নির্বোধের মতো দ্রুত একটা হাসি দিল। 'খানকিপনার জন্য।'

নীরবে, হ্যাগেনকে দেখল হ্যারি। হ্যারির অফিসে চলা টিম মিটিংয়ে বাধা দিয়ে চীফ সুপারিনটেনডেন্টের আদেশ পুনরাবৃত্তি করে শুনিয়েছে হ্যাগেন। যে কোনো অবস্থাতেই ভেটলেসেনের খুনের 'তত্ত্ব' ফাঁস হওয়া চলবে না, এমনকি সঙ্গীর কাছেও না, বিবাহিত অথবা অন্য কোনো সঙ্গীর কাছেও না। দূর থেকে হ্যারির চোখে চোখ পড়ল হ্যাগেনের

'বেশ, এ কথাই বলতে চেয়েছিলাম আমি,' দ্রুত কথার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল সে।

'বলে যাও,' জর্ন হোমকে বলল হ্যারি। কার্লিং হল থেকে তাদের পাওয়া তথ্য-প্রমাণাদি নিয়ে কথা বলছিল হোম। অথবা, আরও সঠিকভাবে বললে, তথ্য-প্রমাণাদির ঘাটতির বিষয়ে।

'যখন এই সিদ্ধান্ত হল যে এটা একটা আত্মহত্যা তখন আমরা কেবলমাত্র শুরু করেছি। আমরা কোনো ফরেনসিক প্রমাণ খুঁজিনি, আর এখন অপরাধস্থল ব্যবহারে ব্যবহারে এলোমেলো হয়ে গেছে। আজ সকালে আমি একবার দেখেছি এবং আমার আশঙ্কা, খুব বেশি কিছু দেখার ছিল না।'

BanglaBook.org

'উম,' হ্যারি বলল। 'ক্যাটরিন?'

ক্যাটরিন তার নোটের দিকে তাকাল। 'হ্যাঁ, বেশ, তোমার তত্ত্ব হচ্ছে যে, ভেটলেসেন আর খুনী কার্লিং ক্লাবে দেখা করেছে এবং সেটা আগেই ঠিক করা ছিল। পরিষ্কার উপসংহার হচ্ছে, তাদের ফোনে যোগাযোগ হয়েছে। তুমি আমাকে ফোন কলের তালিকা পরীক্ষা করে দেখতে বলেছিলে।'

'হ্যাঁ,' হাই চাপতে চাপতে বলল হ্যারি।

সে পাতা ওল্টাতে লাগল। 'টেলিনরের কাছ থেকে ভেটলেসেনের ক্লিনিকের ফোন আর মোবাইলের কললিস্ট নিয়েছি। সেগুলো আমি বোর্গহিল্ডের বাসায় নিয়ে গিয়েছিলাম।'

'বাসায়?' স্কেয়ার জিজ্ঞেশ করল।

'অবশ্যই– মহিলা আর কোথাও যাওয়ার মতো চাকরি পায়নি। সে আমাকে বলেছে, গত দুদিনে রোগী ছাড়া ভেটলেসেনের কাছে আর কেউ আসেনি। এখানে ভিজিটরদের একটা তালিকা আছে।'

'যেমনটা ভেবেছিলাম, ভেটলেসেনের পেশাগত এবং সামাজিক যোগাযোগ সম্পর্কে বোর্গহিল্ডের ভালো ধারণা আছে। কললিস্টের সব লোককেই বাস্তবে চিহ্নিত করতে সে আমাকে সাহায্য করেছে। সেগুলোকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করেছি: পেশাগত যোগাযোগ আর সামাজিক যোগাযোগ। দুটোই ফোন নাম্বার, কলের সময় আর তারিখ, ইনকামিংই হোক আর আউটগোয়িংই হোক এবং কতক্ষণ কথা হয়েছে তা দেখিয়েছে।'

অন্য তিনজন তাদের মাথা একসাথে লাগিয়ে লিস্টটা যাচাই করল। ক্যাটরিনের হাত হ্যারির হাত স্পর্শ করল। ক্যাটরিনের মধ্যে কোনো বিব্রত ভাব লক্ষ্য করল না ও। ফেনরিস বার-এ সে যেসব পরামর্শ দিয়েছে, হ্যারি সেসব সম্ভবত স্বপ্নে দেখেছে। যদিও বিষয়টা হচ্ছে যে, হ্যারি যখন পান করছিল তখন স্বপ্ন দেখছিল না। সেটাই ছিল পান করার পুরো পয়েন্ট। তারপরও, পরের দিন ও একটা ধারণা নিয়ে জেগে উঠেছিল যেটা হুইস্কির বোতলের সিস্টেমেটিক শূন্যতা আর জেগে ওঠার নির্মম মূহুর্তের মাঝে কোন এক জায়গায় জন্ম নিয়েছে। কচিনিয়েল আর ভেটলেসেনের পূর্ণ সিরিঞ্জের ধারণা। আর সেটা সেই ধারণা যেটা তাকে সোজা থেরেসেস গেট-এর ভিনমনোপল-এ যাওয়া থেকে রক্ষা করেছে এবং তাকে কাজে ফিরে যাওয়ায় বাধ্য করেছে। একটা মাদক আরেকটা মাদকের জন্য।

'ওটা কার নাম্বার?' জিজ্ঞেশ করল হ্যারি।

BanglaBook.org

'কোনটা?' সামনে ঝুঁকে প্রশ্ন করল ক্যাটরিন।

সামাজিক যোগাযোগের তালিকায় একটা নাম্বার দেখাল হ্যারি।

'কোন বিশেষ কারণে ওই নাম্বার সম্পর্কে তুমি জানতে চাইছ?' কৌতূহলী চোখে ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেশ করল ক্যাটরিন।

'কারণ এটা সামাজিক যোগাযোগ, যে লোকটা তাকে ফোন করেছিল সেই লোকটাকে ইডার ফোন করেনি। আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে, খুনিই খুনের ব্যবস্থা করেছে, সুতরাং সে হচ্ছে তাদের একজন যে ফোন করেছে।'

তালিকার নামগুলোর ভেতর নাম্বারটা চেক করল ক্যাটরিন। 'সরি, কিন্তু লোকটা উভয় তালিকাতেই আছে, একজন রোগীও।'

'ওকে, কিন্তু আমাদেরকে কোথাও না কোথাও শুরু করতে হবে। এটা কে? নারী না পুরুষ?'

দাঁত বের করে সতর্কভাবে হাসল ক্যাটরিন। 'নিশ্চয়ই একজন পুরুষ।'

'কী বোঝাতে চাইছ তুমি?'

'পুরুষালি। পৌরুষোদ্দীপ্ত। আর্ভ স্টপ।'

'আর্ভ স্টপ?' চীৎকার করে বলল হোম। '*সেই* আর্ভ স্টপ?'

'আমাদের পরিদর্শন তালিকার শীর্ষে রাখো তাকে,' হ্যারি বলল।

ওদের তালিকা করা যখন শেষ হল তখন সেটাতে সাতটা কল তদন্ত করে দেখার জন্য স্থান পেল। সাতটার মধ্যে একটা বাদে বাকি নাম্বারগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে নামগুলো মিলিয়ে নিল। ইডার হত্যার দিন সকালে স্টোরো মল থেকে নামহীন একটা পে নাম্বার থেকে কল করা হয়েছে।

'আমরা একদম সঠিক সময়টা পেয়েছি,' হ্যারি বলল। 'সেখানে কি ফোনের কাছে সার্ভিলেন্স ক্যামেরা আছে?'

'আমার তা মনে হয় না,' স্কেয়ার বলল। 'তবে আমি জানি, প্রতিটা প্রবেশপথে একটা সার্ভিলেন্স ক্যামেরা আছে। সিকুউরিটি ফার্মগুলোর সঙ্গে আমি কথা বলে দেখতে পারি যে, তাদের কাছে রেকর্ডিং এসে পৌঁছেছে কিনা।'

'আধা ঘণ্টা আগের এবং পরের সব চেহারা মনিটর কর,' হ্যারি বলল।

'সেটা অনেক বড় কাজ,' স্কেয়ার বলল।

'অনুমান কর, কাকে জিজ্ঞেশ করতে হবে তোমার,' হ্যারি জিজ্ঞেশ করল।

'বিয়েটে লন,' হোম বলল।

'ঠিক। তাকে হ্যালো বল।'

মাথা নাড়ল হোম, এবং হ্যারি মন্দ বিবেকের একটা আকস্মিক অনুশোচনা অনুভব করল। স্কেয়ারের মোবাইলে লা'র 'দেয়ার শি গোজ' রিংটোন বেজে

BanglaBook.org

উঠল।

স্কেয়ারের কথা বলা দেখল ওরা। বিয়েটেকে কতদিন ফোন করা হয় না সে কথা ভাবছে হ্যারি। গ্রীষ্মে একবার দেখতে যাবার পর, বাচ্চা জন্ম দেওয়ার পর, ও আর মহিলাকে দেখতে যায়নি। ও জানে, দায়িত্ব পালনের সময় হ্যালভরসেন-এর খুন হওয়ার জন্য সে ওকে দোষ দেয় না। তবে এটা ওর জন্য একটু বেশিই: হ্যালভরসেন-এর বাচ্চাকে দেখে, যে বাচ্চাকে তরুণ অফিসারটি কখনোই দেখতে পায়নি, এবং এ কথা গভীরভাবে জেনে যে, বিয়েটের ধারণা ভুল। ও হ্যালভরসেনকে– ওর উচিত ছিল– বাঁচাতে পারত।

ফোন কাটল স্কেয়ার।

'ভিয়েতা'র একজন মহিলা নিখোঁজ হয়েছে বলে তার স্বামী জানিয়েছে। ক্যামিলা লুসিয়াস, ঊনত্রিশ বছর বয়স, বিবাহিতা, কোনো বাচ্চাকাচ্চা নেই। মাত্র ঘণ্টা দুয়েক আগে এ ঘটনা ঘটেছে, তবে এখানে উদ্বেগজনক কিছু বিষয় আছে। রান্নাঘরের ওয়ার্কটপের ওপর একটা শপিং ব্যাগ আছে, ফ্রিজে কিছুই রাখা হয়নি। মোবাইল ফোনটা গাড়ির মধ্যেই রয়ে গেছে, আর তার স্বামীর বক্তব্য অনুযায়ী সে কখনোই মোবাইল রেখে কোথাও যায় না। এবং স্বামীটিকে প্রতিবেশী এক মহিলা জানিয়েছে যে, সে তাদের বাসা আর গ্যারেজের আশেপাশে একজন লোককে ঘুরঘুর করতে দেখেছে যেনবা লোকটা কারও জন্য অপেক্ষা করছিল। স্বামীটা বলতে পারছে না যে, কিছু খোয়া গেছে কিনা, এমনকি কোনো প্রসাধনী অথবা স্যুটকেস। নাইস-এর বাইরে যাদের এ ধরনের বাড়ি আছে এবং অনেক বিষয়সম্পত্তি আছে তারা কোনো কিছু খোয়া গেছে বলে লক্ষ্য করেনি। আমি কী বুঝিয়েছি বুঝেছ?'

'উম,' হ্যারি বলল। 'মিসিং পারসন্স ইউনিট কী মনে করে?'

'মনে করে, সে ফিরে আসবে। তারা আমাদেরকে কেবল জানিয়ে রাখতে চায়।'

'ওকে,' হ্যারি বলল। 'তাহলে চল আড়ম্ভ করি।'

মিটিংয়ের বাকি সময়ে কেউই রিপোর্টটা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করল না। অবশ্য, হ্যারি অনুভব করতে পারল এটা বাতাসে আছে, দূরের সেই বজ্রের গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজের মতো যেটা কাছে আসতে পারে– কাছে আসতে পারে। কললিস্টের নামগুলো ভাগ করে দেওয়ার পর হ্যারির অফিস থেকে দলটা চলে গেল।

জানালার কাছে গিয়ে নিচে পার্কের দিকে তাকাল হ্যারি। সন্ধ্যাগুলো দ্রুত থেকে দ্রুত আসছে; দিনগুলো অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে এটা প্রায় ধরাছোঁয়ার

BanglaBook.org

মধ্যে। ইডার ভেটলেসেনের মাকে যে সময় বলেছিল, তার ছেলে সন্ধ্যাবেলায় আফ্রিকান পতিতাদেরকে বিনা পয়সায় চিকীৎসা দেয় সে সময় সম্পর্কে ভাবল ও। সে সময় প্রথমবারের মতো মহিলা তার মুখোশ ছাড়ল, মর্মপীড়ায় নয় বরং ক্রধোন্মত্ততায়– এবং চীৎকার করে বলল, এটা মিথ্যা, তার ছেলে নিগ্রো পতিতাদের দেখভাল করত না। সম্ভবত মিথ্যে বললেই বেশি ভালো হতো! একদিন আগে চীফ সুপারিনটেনডেন্টকে কী বলেছিল সেটা ভাবল হ্যারি– কিছু সময়ের জন্য রক্তারক্তি শেষ হয়েছে। ওর নিচে জমতে থাকা অন্ধকারে ও কেবল ওর জানালার নিচে এটা দেখতে পারে। সেখানে প্রায়ই কিন্ডারগার্টেনের ক্লাস নেওয়া হয়, বিশেষকরে যদি তুষার পড়ে, গত রাতে যেমনটা পড়েছে। অন্তত্পক্ষে সেটাই তা যা ও ভেবেছে, আজ সকালে কাজে যাওয়ার পথে যখন ও এটা দেখেছে। এটা একটা বড় ধূসর-সাদা তুষারমানব।

অসলোর সবচেয়ে ব্যয়বহুল ব্যক্তি মালিকাধীন এলাকার ২৩০-এ অবস্থিত আকের ব্রাইগের *লিবারেল*-এর সম্পাদকীয় অফিসের উপরে। এর টপ ফ্লোর থেকে অসলোর সামুদ্রিক খাড়ি, আকের্সহাস দুর্গ এবং নেসোডটানজেনের গ্রাম দেখা যায়। সেগুলো *লিবারেল*-এর মালিক ও সম্পাদক আর্ভ স্টপের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। অথবা কেবলই আর্ভ, দরজায় ঢুকবার মুখে, যেখানে হ্যারি কলিংবেল চেপেছিল, যেমনটা লেখা। সিঁড়ি আর ল্যান্ডিংটা ....ধরনের, ব্যয়সাশ্রয়ী স্টাইলে সাজানো হয়েছে। তবে ওক কাঠের দরজার দু'পাশেই হস্তাঙ্কিত জগ আছে। হ্যারি বিস্মিত হয়ে ভাবল, এগুলোর একটা নিয়ে যদি ও কেটে পড়ে তবে নিট লাভ কত হতে পারে।

ও একবার বেল বাজিয়েছে। অবশেষে এখন ভেতরে কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে। একটা কণ্ঠস্বর বেশ চড়া আর উত্তেজিত এবং অন্য কণ্ঠস্বরটা গম্ভীর আর শান্ত। দরজা খুলে গেলে একজন মহিলার হাসির ঝনঝন আওয়াজ ভেসে এল। মহিলাটা সাদা একটা ফার হ্যাট পরে আছে– সিনথেটিক, হ্যারি অনুমান করল– যেটার ভেতর থেকে দীর্ঘ সোনালি চুল বেরিয়ে আছে।

'আমি এটার প্রতীক্ষা করছি!' ঘুরে বলল মহিলাটা এবং কেবল তখন সে হ্যরির নজরে পড়ল।

'হ্যালো,' যতক্ষণ পর্যন্ত না পরিচয়পর্ব এটাকে উৎসাহে বদলে দিল, নিষ্কম্প কণ্ঠে বলল মহিলাটি। 'আচ্ছা, হাই!'

'হাই,' হ্যারি বলল।

'কেমন আছেন আপনি?' সে জিজ্ঞেশ করল, এবং হ্যারি দেখতে পেল যে সে তাদের সর্বশেষ আলাপচারিতাকে মাত্রই স্মরণ করতে পেরেছে। সেই

BanglaBook.org

আলাপচারিতা যেটা শেষ হয়েছিল হোটেল লিওনের কালো দেয়ালের ওপর ।

'তো আপনি আর ওডা পরস্পরকে চেনেন?' দু'বাহু আড়াআড়ি করে বুকের ওপর রেখে প্যাসেজের মাঝে দাঁড়িয়েছে আর্ভ স্টপ। সে খালি পায়ে এবং একটা টিশার্ট পড়ে আছে। টি শার্টে লুইজ ভুইটনের লোগো বোঝা যাচ্ছে সামান্য। লিনেনের সবুজ একটা ট্রাউজার পড়ে আছে যেটা অন্য যে কোনো পুরুষ পড়লে মেয়েলি মেয়েলি লাগবে। আর্ভ স্টপকে বলা যায় প্রায় হ্যারির মতোই লম্বা-চওড়া এবং তার চেহারাটা এমন যেটা পাওয়ার জন্য আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী একজন আকুল হয়ে থাকবে: দৃঢ় চিবুক, বালকসুলভ নীলাভ চোখ, চোখের কোণায় একটা হাসির রেখা এবং পুরু ধূসর চুল।

'পরস্পরকে আমরা শুধু সম্ভাষণই জানিয়েছি,' হ্যারি বলল। 'তাদের টক শোতে আমি গিয়েছিলাম একবার।'

'আমাকে যেতে হবে ভাই,' ওডা বলল, গোড়ালিতে ভর দিয়ে অনির্দীষ্টভাবে হাওয়ায় চুমু ছুঁড়ল। সিঁড়িতে তার দুদ্দাড় পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল, যেনবা এর ওপরে তার জীবন নির্ভর করছে।

'হ্যাঁ, এটাও সেই ব্লাডি টক শো বিষয়ক,' স্টপ বলল, হ্যারিকে ভেতরে ঢোকার ইঙ্গিত করে ওর হাত ধরল। 'আমার আশঙ্কা, আমার জাহিরি ভাব দুঃখজনক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এবার টক শোতে অংশ নেওয়ার আগে আমি এমনকি জিজ্ঞেশও করিনি বিষয়টা কী। ওডা এখানে তার গবেষণা করতে এসেছিল। আপনি তো টক শো করেছেন, কাজেই আপনি জানবেন যে তারা কীভাবে কাজ করে।'

'আমার বেলায় তারা কেবল ফোনই দিয়েছিল,' হ্যারি বলল, এখনো ত্বকের ওপর স্টপের হাতের তাপ অনুভব করছে।

'টেলিফোনে আপনাকে বেশ সিরিয়াস মনে হয়েছে, হোলে। একজন দুঃস্থ সাংবাদিক আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে?'

'সাহায্যটা হচ্ছে আপনার চিকীৎসক এবং কার্লিং বন্ধু, ইডার ভেটলেসেনের বিষয়ে।'

'আহা! ভেটলেসেন। অবশ্যই। আমরা ভেতরে যেতে পারি?'

হ্যারি বুট খুলল। স্টপকে অনুসরণ করে করিডোর ধরে লিভিংরুমে নামল। বাকি অ্যাপার্টমেন্টের চেয়ে লিভিংরুমটা দু'ধাপ নিচু। এক ঝলক দেখেই বোঝা যায় যে ইডার তার ওয়েটিংরুম বানানোর অনুপ্রেরণা কোত্থেকে পেয়েছে। জানালার বাইরে পবর্তঘেরা লম্বা ও সরু সামুদ্রিক খাঁড়ির ওপর চাঁদের আলো ঝলমল করছে।

BanglaBook.org

'আপনি একধরনের বায়বীয় তদন্ত চালাচ্ছেন, আমি বুঝেছি?' আসবাবপত্রের মধ্যে সবচেয়ে ছোটটির ভেতর, ময়লাপড়া একটা সিঙ্গল প্লাস্টিকের চেয়ারে, বসতে বসতে বলল স্টপ।

'মাফ করবেন?' সোফায় বসে বলল হ্যারি।

'আপনি শুরু করছেন সমাধান দিয়ে এবং কীভাবে এটা ঘটল সেটা খুঁজে দেখার জন্য পেছন থেকে কাজ করছেন।'

'বায়বীয় মানে কি এটাই?'

'ঈশ্বর জানেন, আমি শুধু ল্যাটিন শব্দ পছন্দ করি।'

'উম। আর আমাদের সমাধান সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন? আপনি কি এটা বিশ্বাস করেন?'

'আমি?' হাসল স্টপ। 'আমি কিছুই বিশ্বাস করি না। তবে সেটা অবশ্য আমার পেশা। যেইনা কিছু একটা কোনো এক প্রতিষ্ঠিত সত্যের মতো হতে শুরু করে, তখন সেটার বিরুদ্ধে ভিন্ন মত পোষণ করাই আমার কাজ। সেটাই হচ্ছে উদারতাবাদ।'

'আর এই ক্ষেত্রে?'

'উফ। ভেটলেসেনের কোনো যৌক্তিক উদ্দেশ্য ছিল বলে আমি দেখি না। অথবা এমন উন্মাদ যে মানসম্মত সংজ্ঞা উপেক্ষা করবে।'

'তো আপনি মনে করেন না যে ভেটলেসেন খুনী?'

'পৃথিবীটা যে গোল এর বিরুদ্ধে মত পোষণ করা আর পৃথিবী যে সমতল এর বিরুদ্ধে মত পোষণ করা এক জিনিশ নয়। আমার অনুমান, আপনাদের কাছে প্রমাণাদি আছে। কোনো অ্যালকোহলিক পানীয়? কফি?'

'হ্যাঁ, কফি, প্লিজ।'

'ঠাট্টা করলাম,' হাসল স্টপ। 'আমার এখানে কেবল পানি আর ওয়াইন আছে। না, মিথ্যা বললাম, অ্যাবেডিয়েনজেন ফার্মের আপেলের তৈরি কিছু মিষ্টি পানীয় সাইডার আছে। আর আপনি চান বা না চান সেটা আপনাকে চেখে দেখতেই হবে।'

স্টপ দ্রুত একটা কিচেনে ঢুকল আর হ্যারি উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

'এখানে পুরো একটা অ্যাপার্টমেন্টই আছে আপনার, স্টপ।'

'এটা আসলে তিনটা অ্যাপার্টমেন্ট,' কিচেন থেকে চীৎকার করে বলল স্টপ। 'এর একটা সম্পৃক্ত একজন সফল জাহাজমালিকের সঙ্গে যিনি ক্লান্তি থেকে মুক্তি

BanglaBook.org

পাওয়ার জন্য কমবেশি আপনি যেখানে বসে আছেন সেখানে ঝুলে ফাঁসি নিয়েছেন। দ্বিতীয়টা, যেখানে আমি আছি, এই অংশ ছিল একজন স্টক ব্রোকারের যিনি ইনসাইডার ট্রেডিংয়ের জন্য জেলে গেছেন। তিনি জেলে পরিত্রাণ পেয়েছেন, অ্যাপার্টমেন্টটা আমার কাছে বিক্রি করে সব টাকা ধর্মপ্রচারক প্রতিষ্ঠান ইনার মিশনকে দিয়ে দিয়েছেন। তবে সেটাও এক ধরনের ইনসাইডার ট্রেডিং, আমি কী বোঝাতে চাচ্ছি সেটা আপনি জানেন। এখনো, আমি শুনেছি লোকটা এখন অনেক বেশি সুখী, হবেই বা না কেন?'

দুটো গ্লাসে ফ্যাকাশে হলদে তরল নিয়ে লিভিংরুমে ঢুকল স্টপ। একটা গ্লাস হ্যারিকে দিল।

'তৃতীয় অ্যাপার্টমেন্টটার মালিক ছিলেন অস্টেন্সজো'র একজন পানির মিস্ত্রী যিনি আকের ব্রাইগে পোতাশ্রয়ের কাছে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এক ধরনের শ্রেণী-যাত্রা, আমার ধারণা। কৃপণভাবে চলে এবং সঞ্চয় করে– অথবা কালোবাজারে কাজ করে এবং বেশি বেশি চার্জ নিয়ে– দশ বছর ধরে, সে এটা কিনেছিল। কিন্তু এটার মূল্য এত বেশি যে সে একটা রিমুভাল ফার্ম দিতে পারেনি এবং কিছু বন্ধুর সঙ্গে সে সরে গেছে। তার চারশ' কিলো পর্যন্ত মাপার একটা নিরাপদ ওজনযন্ত্র ছিল। আমার ধারণা, সব কালোবাজারির অর্থের জন্য তার এটার প্রয়োজন ছিল। তারা চূড়ান্ত স্থানে পৌঁছাল এবং সেখানে কেবল আঠারো ধাপ বাকি থাকতে নারকীয় নিরাপদ যন্ত্র পিছলে পড়ে। পানির মিস্ত্রি সেটার নিচে আটকা পড়ে, তার পিঠ ভেঙে যায় এবং পঙ্গু হয়ে যায়। যে এলাকা থেকে সে এসেছিল, লেক অস্টেনসোভানের ভূদৃশ্যযুক্ত এলাকা, এখন সেই এলাকার একটা নার্সিং হোম-এ থাকে লোকটা।' স্টপ জানালার কাছে দাঁড়াল; তার গ্লাসে চুমুক দিল এবং সমুদ্রের খাড়ির দিকে তাকাল চিন্তিতভাবে। 'সত্যি, এটা কেবলই একট হ্রদ, তবে এটা এখনো একটা ভূদৃশ্য।'

'উম। ইডার ভেটলেসেনের সঙ্গে আপনার যোগসূত্রটা নিয়ে আমরা কৌতূহল অনুভব করছি।'

নাটকীয়ভাবে ঘুরল স্টপ, তার মুভমেন্টে বিশ বছর বয়সী তরুণের মতো ক্ষিপ্রতা। 'যোগসূত্র? ওটা একটা নেহায়েতই কঠিন শব্দ। সে ছিল আমার চিকীৎসক। এবং আমরা একসঙ্গে কার্ল খেলতাম। সেটাই, *আমরা* কার্ল খেলতাম। ইডার যা করত সেটাকে পাথর ঠেলা এবং বরফ পরিষ্কার করা বলাই শ্রেয়তর।' বাতিল করার ভঙ্গিতে সে হাত নাড়ল। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি, সে মৃত, কিন্তু ও খুব বাজে খেলত।'

BanglaBook.org

হ্যারি পানীয়তে চুমুক না দিয়েই গ্লাসটা টেবিলের ওপর রাখল। 'কী নিয়ে কথা বলতেন আপনারা?'

'বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমার শরীর নিয়ে।'

'আহ্-হাহ্?'

'ঈশ্বরের শপথ, সে ছিল আমার চিকীৎসক।'

'এবং আপনি আপনার শরীর একটু পাল্টাতে চেয়েছিলেন?'

আন্তরিকভাবে হাসল আর্ভ স্টপ। 'তার কোনো প্রয়োজন আমি কখনোই অনুভব করিনি। অবশ্যই আমি জানতাম যে, ইডার এসব হাস্যকর প্লাস্টিক সার্জারি অপারেশন, লাইপোসাকশন এবং অমন কিছু করে, তবে আমি মেরামতের চেয়ে প্রতিরক্ষাকেই বেশি পছন্দ করি। আমি খেলাধুলা করি, ইন্সপেক্টর। আপনি কি সাইডার পছন্দ করেন না?'

'অ্যালকোহল আছে এটাতে,' হ্যারি বলল।

'সত্যি?' গভীরভাবে নিজের গ্লাস দেখে বলল স্টপ। 'আমি তো সেটা কল্পনাও করতে পারি না।'

'তো আপনি শরীরের কোন অংশ নিয়ে আলোচনা করতেন?'

'কনুই। আমার টেনিস এলবো আছে এবং আমরা যখন কার্ল খেলি তখন ব্যথা হয়। ও ট্রেইনিংয়ের আগে পেইনকিলার ব্যবহার করতে বলেছিল, বেকুব। কারণ এটা প্রদাহকেও দমিয়ে রাখে। আর সেই কারণে আমি সব সময় আমার মাংসপেশী টানটান করি। বেশ, আমার মনে হয়, এখানে যেহেতু আমরা একজন মৃত চিকীৎসককে নিয়ে কথা বলছি, সেহেতু কোনো চিকীৎসা সতর্কতা জানানোর দরকার আমার নেই, তবে আপনার উচিত নয় ব্যথার জন্য ঔষধ খাওয়া। ব্যথা একটা ভালো জিনিশ; এটা ছাড়া আমরা কখনোই বেঁচে থাকবো না। ব্যথার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।'

'আমাদের উচিত?'

স্টপ একটা জানালার কাচের ওপর তার তর্জনী দিয়ে টোকা দিল। কাচটা এত পুরু যে শহরের একটি শব্দও রুমের ভেতরে ঢোকে না। 'আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেশ করেন, ফ্রেশ পানির দৃশ্যের মতো এটা একই নয়। নাকি এটা একই, হোল?'

'আমি কোনো দৃশ্য দেখিনি।'

'দেখেননি? আপনার দেখা উচিত ছিল। একটা দৃশ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা দেয়।'

BanglaBook.org

'বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণার কথা বললে, ভেটলেসেনের সাম্প্রতিক টেলিফোন কলের একটা তালিকা আমাদেরকে দিয়েছে টেলিনর। সে মারা যাওয়ার আগের দিন আপনারা কী নিয়ে কথা বলেছেন?'

পেছনে হেলান দিয়ে চুমুক দিয়ে সাইডার শেষ করতে করতে হ্যারির ওপর একটা কৌতূহলী চোখ স্থির করে রাখল স্টপ। তারপর সে একটা গভীর, পরিতৃপ্তির শ্বাস টানল। 'আমরা যেসব কথা বলেছি তা প্রায় ভুলেই গেছি, তবে আমার মনে হয়, কনুই নিয়ে কথা বলেছি।'

ট্রেস্কো একবার ব্যাখ্যা করে বলেছিল যে, যেই জোকার প্লেয়ার তার খেলার জন্য নিজের ধোঁকা দেবার ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে সে হারবেই। এটা সত্য যে, আমরা যখন মিথ্যে বলি তখন আমরা আমাদেরকে ভাসাভাসা আচরণ দিয়ে দূরে সরিয়ে নেই; অবশ্য, যতক্ষণ না তুমি শান্তভাবে এবং হিসাব করে এসব আচরণ একটা একটা করে না বোঝো, তবে ট্রেস্কোর মতে একজন ভালো ধাপ্পাবাজকে ধরবার কোনো সুযোগই তুমি পাবে না। হ্যারি ভাবছে, ট্রেস্কো ঠিকই বলেছে। আর কাজেই ও তার দোষী সাব্যস্তকরণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করছে না যে, মানুষের প্রকাশভঙ্গি তার কণ্ঠস্বর অথবা তার দেহভঙ্গি অনুযায়ী স্টপ মিথ্যে বলছে।

'ভেটলেসেন মারা যাওয়ার দিন চারটা থেকে আটটা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন?' জিজ্ঞেশ করল হ্যারি।

'হেই!' একটা ভ্রু তুলল স্টপ। 'হেই! এই কেইসে কি এমন কিছু আছে যা আমাকে অথবা আমার পাঠককে জানতে হবে?'

'কোথায় ছিলেন আপনি?'

'এর সুস্পষ্ট অর্থ হচ্ছে, আপনারা মোটের ওপর তুষারমানবকে ধরতে পারেননি। ঠিক কিনা?'

'আপনি যদি প্রশ্নগুলো আমাকে করতে দেন তবে আমি এর তারিফ করব, স্টপ।'

'ভালো, আমি ছিলাম...'

থামল আর্ভ। আর হঠাৎই তার চেহারা ছেলেমানুষী এক হাসিতে উদ্ভাসিত হল।

'না, একটু অপেক্ষা করুন। আপনি সুকৌশলে বোঝাতে চাচ্ছেন যে, ভেটলেসেনের মৃত্যুর সঙ্গে আমার কিছু একটা জড়িত থাকতে পারে। আমাকে যদি এ প্রশ্নের জবাব দিতে হয় তবে আমাকে প্রশ্নের ভিত্তিটা মেনে নিতে হবে।'

BanglaBook.org

'আমি সহজেই লিখে নিতে পারি যে, আপনি প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করেছেন, স্টপ।'

টোস্ট করার ঢঙে হাত ওঠাল স্টপ। 'চেনা এক পাল্টা অবস্থান, হোল। যেটা আমরা সংবাদপত্রের লোকেরা প্রতিদিন ব্যবহার করি। তারপর নাম। সংবাদপত্র। জনগণ। কিন্তু দয়া করে লিখে নিন যে আমি জবাব দিতে অস্বীকার করিনি, হোল। এই সময়ের জন্য আমি কেবল অমনটা করা থেকে বিরত থাকছি। অন্য অর্থে, আমি এ নিয়ে একটু ভাবছি।' সে জানালার কাছে ফিরে গেল, নিজে নিজে মাথা নাড়তে লাগল। 'আমি প্রত্যাখ্যান করছি না, আমি কেবল সিদ্ধান্ত নেইনি যে, জবাব দিতে হবে না কী করতে হবে। আর এই সময়ের মধ্যে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।

'আমার যথেষ্ট সময় আছে।'

ঘুরল স্টপ। 'এবং আমি বোঝাতে চাইনি যে সময়টা নষ্ট করুন, হোল, তবে অতীতে আমি ঘোষণা করেছি যে *লিবারেল*-এর একমাত্র পুঁজি এবং প্রকাশনার অর্থ হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত সততা। আশা করি আপনি এটা উপলব্ধি করবেন যে, একজন সাংবাদিক হিসেবে আমার এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগানোর বাধ্যবাধকতা আছে।'

'কাজে লাগানো?'

'নরক, আমি জানি এখানে একটা নিউজ স্কুপের ছোট্ট এক অ্যাটম বোমের ওপর বসে আছি। আমার ধারণা, কোনো পত্রিকাই এটা ধরতে পারেনি যে, ভেটলেসেনের মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু রহস্য আছে। যদি এখন আপনাকে আমার একটা জবাব দিতে হয় যেটা আমাকে নিয়ে সৃষ্ট সন্দেহ দূর করবে, তাহলে তো আমি এরিমধ্যে সুযোগ হাতছাড়া করব। আর তারপর আমি জবাব দেওয়ার আগে আমার জন্য সংশ্লিষ্ট তথ্য জানতে চাওয়া খুবই দেরি হয়ে যাবে। ঠিক বলেছি, হোল?'

বিষয়টা কোন দিকে মোড় নিচ্ছে হ্যারি তার একটা আভাস পেল। আর বুঝল যে স্টপকে ও যতটা ভেবেছিল, সে তারচেয়েও বেশি স্মার্ট বাস্টার্ড।

'আপনার তথ্য দরকার নয়,' হ্যারি বলল। 'আপনাকে আমার যেটা বলা দরকার সেটা হচ্ছে, পুলিশকে তার দায়িত্ব পালনে সচেতনভাবে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার জন্য আপনাকে হয়তো আইনের মুখোমুখি হতে হবে।'

'ভালোই বলেছেন।' হাসল স্টপ, এখন স্পষ্টতই অত্যুৎসাহী। 'কিন্তু একজন সাংবাদিক এবং একজন উদারতাবাদী হিসেবে আমার সেটা বিবেচনা

BanglaBook.org

করার নিয়ম আছে। ঘোষিত অ্যান্টি-ইস্টাবলিশমেন্ট ওয়াচডগ হিসেবে আমার উচিত এই ইস্যু নিয়ে ক্ষমতাসীন দলের আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ে শর্তহীনভাবে আমার কাজ করা।' সে শ্লেষ লুকানোর কোনো চেষ্টা না করেই বলল কথাগুলো।

'আর আপনার পূর্বশর্ত কী হবে?'

'পেছনের তথ্যের গোপনীয়তা, অবশ্যই।'

'আপনাকে আমি গোপনীয়তা দিতে পারি,' হ্যারি বলল। 'কারও কাছেই এই তথ্য প্রকাশে নিষেধাজ্ঞাসহ।'

'হুম, বেশ, ওটা আমাদেরকে কোথাও নিয়ে যাবে না। লজ্জাস্কর।' স্টপ তার লিনেনের ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢোকাল। 'তবে পুলিশ সঠিক ব্যক্তিকে চিনতে পেরেছে কিনা সেটা জিজ্ঞেশ করার মতো আমার এরিমধ্যে যথেষ্ট ভিত্তি আছে।'

'আপনাকে আমি সতর্ক করছি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। সেটা আপনি আমাকে ইতোমধ্যে করেছেন,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্টপ। 'অবশ্য কার সঙ্গে ডিল করছেন তার বিবেচনায়, হোল। শনিবার দিন প্লাজাতে আমরা সব পক্ষের প্রধানদের পাচ্ছি। ছয়শ' অতিথি *লিবারেল*-এর পঁচিশ বছর পূর্তি উদযাপন করতে যাচ্ছে। এটা সেই ম্যাগাজিনের জন্য মন্দ নয় যেই ম্যাগাজিন সবসময়ই আমাদের কথা বলার স্বাধীনতার দেয়ালগুলোকে ঠেলে, যেটা তার অস্তিত্বের মাধ্যমে প্রতিদিন আইনত দূষিত পানি পাড়ি দেয়। পঁচিশ বছর, হোল, এবং আদালতে আমরা একটা মামলাও হারিনি। এটা আমি আমার আইনজীবীকে, জোহান ক্রোনকে জানাবো। আমার বিশ্বাস, পুলিশ তাকে চেনে, হোল?'

বিষণ্নভাবে মাথা নাড়ল হ্যারি। স্টপ ইঙ্গিত করছে যে তার সাক্ষাৎ শেষ।

'আমি আমার সাধ্যমতো সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি,' হলের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল স্টপ। 'যদি আপনারা পুলিশরা আমাদেরকে সহযোগিতা করেন।'

'আপনি জানেন যে, এ ধরনের চুক্তিতে আসা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।'

'আমরা এরিমধ্যে কী চুক্তি করেছি সেটা সম্পর্কে আপনার ধারণা নেই, হোল,' দরজা খুলে হাসল স্টপ। 'আসলেই আপনার ধারণা নেই। শীঘ্রীই আপনার দেখা পাওয়ার আশা করছি।'

'এত তাড়াতাড়ি তোমার দেখা পাবো বলে আশা করিনি,' দরজা খুলে ধরে বলল হ্যারি।

BanglaBook.org

ওর ফ্ল্যাটের সর্বশেষ সিঁড়ির ওপর দুলকি চালে উঠল র‍্যাকেল।

'হ্যাঁ, তুমি আশা করেছিলে,' ওর বাহুর ভেতর গিয়ে বলল সে। তারপর ওকে ভেতরের দিকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে সে হিল দিয়ে লাথি মেরে দরজাটা বন্ধ করল, ওর মাথা দু'হাতে ধরে লোভীর মতো চুমু দিল।

'তোমাকে আমি ঘৃণা করি,' ওর বেল্ট ধরে টেনে বলল সে। 'তুমি জানো ঠিক এখন আমার জীবনে এর প্রয়োজন নেই।'

'তাহলে যাও,' র‍্যাকেলের কোটের বোতাম এবং ব্লাউজ খুলে বলল হ্যারি। তার জিপারটা ট্রাউজারের একপাশে। জিপার খুলে ট্রাউজারের ভেতর, তার মেরুদণ্ডের ঠিক নিচে, তার শীতল মোলায়েম সিল্কি প্যান্টির ওপর হাত ঢুকিয়ে দিল ও। হলের ভেতরটা শুনশান নীরব, কেবল ওদের শ্বাস-প্রশ্বাস আর ওকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়ার জন্য তার পা সরানোর সময় মেঝের ওপর তার হিলের একটা শব্দ হল।

একটু পরে বিছানায়, সিগারেট ভাগাভাগি করতে করতে, র‍্যাকেল ওকে মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে অভিযোগ করল।

'তারা কি কাজটা এভাবে করে না?' সে বলল। 'প্রথম ডোজটা বিনা পয়সায়। যতক্ষণ না তারা আসক্ত হচ্ছে।'

'আর তারপর তাদের অর্থ খরচ করতে হয়.' ছাদের দিকে একটা বড় আর একটা ছোট ধোয়ার রিং ছুঁড়ে বলল হ্যারি।

'অনেক,' র‍্যাকেল বলল।

'তুমি কেবল সেক্সের জন্য এখানে এসেছ,' হ্যারি বলল। 'তাই না? যাতেকরে কেবল আমি জানি।'

র‍্যাকেল ওর বুকে হাত বোলাল। 'তুমি অনেক শুকিয়েছ, হ্যারি।'

ও জবাব দিল না। ও অপেক্ষা করছে।

'ম্যাথিয়াসের সঙ্গে ভালো যাচ্ছে না,' সে বলল। 'সেটা হচ্ছে, ও ভালো করে। ও নিখুঁতভাবে করে। আমিই করি না।'

'সমস্যাটা কী?'

'যদি জানতাম। ম্যাথিয়াসের দিকে তাকিয়ে ভেবেছি, এই তোমার স্বপ্নের মানুষ। আর ভেবেছি, ও আমার আগুন জ্বেলে দিয়েছে, এবং আমি ওর আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করেছি, আমি ওকে প্রায় আঘাতই করি কারণ আমি কিছু আনন্দ চাই, বুঝতে পারছ তুমি? এটা খুব ভালো হবে, খুব ঠিক। কিন্তু আমি এটা করতে পারি না...'

BanglaBook.org

'উম। বিষয়টা কল্পনা করার ক্ষেত্রে আমার কিছু জটিলতা আছে, তবে তুমি যা বলছ সেটা শুনছি।'

সে ওর কানের লতি ধরে জোরে টান দিল। 'হ্যারি, বিষয়টা হচ্ছে, আমরা সবসময়ই একজন আরেকজনের জন্য ক্ষুধার্ত থাকি, আমাদের সম্পর্কের জন্য গুণগত ছাপ থাকার প্রয়োজন ছাড়াই।'

হ্যারি দেখল, ধোঁয়ার ছোট রিংটা বড় রিংটার সঙ্গে মিলে ইংরেজি আট সংখ্যার মতো হয়ে গেল। হ্যাঁ, এটাই, ও ভাবল।

'আমি অজুহাত খোঁজা শুরু করেছি,' সে বলল। 'যেমন ধর, এই কৌতূহলোদ্দীপক শারীরীক ত্রুটিকে, যেটা ম্যাথিয়াস ওর বাবার কাছ থেকে পেয়েছে, অজুহাত হিসেবে নেই।'

'কোনটা?'

'এটা বিশেষ কিছু না, তবে এটা নিয়ে ও একটু বিব্রত।'

'ওহ, বল আমাকে।'

'না, না, এটা একদমই গুরুত্বপূর্ণ নয়। আর শুরুতে আমার মনে হতো, ওর এই বিব্রত ভাবটা মিষ্টি। এখন এটাকে উদ্বেগজনক ভাবতে শুরু করেছি। যেনবা ম্যাথিয়াসের এই তুচ্ছ বিষয়কে আমি একটা ত্রুটি হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছি, একটা ইয়ের জন্য অজুহাত... ইয়ের জন্য...' চুপ মেরে গেল সে।

'এখানে আসার জন্য,' কথাটা শেষ করল হ্যারি।

ওকে তীব্রভাবে আলিঙ্গন করল সে। তারপর সে উঠে পড়ল।

'আমি ফিরছি না,' ঠোঁট উল্টিয়ে বলল সে।

র‍্যাকেল যখন হ্যারির ফ্ল্যাট থেকে বেরোলো তখন প্রায় মাঝরাত। নিরব আর চমৎকার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি স্ট্রিট ল্যাম্পের নিচের রাস্তার পিচকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। সে স্টেন্সবার্গাটার যেখানটায় গাড়ি পার্ক করেছে সেখানে গেল। ভেতরে ঢুকল সে এবং ইঞ্জিন চালু করার মুহূর্তে উইন্ডস্ক্রিন ওয়াইপারের নিচে হাতে লেখা একটা কাগজ দেখতে পেল। শব্দ করে দরজাটা খুলে কাগজটা হাতে নিয়ে বৃষ্টিতে প্রায় মুছে যাওয়া লেখাটা পড়ার চেষ্টা করল।

BanglaBook.org

আমরা মারা পড়তে যাচ্ছি, বেশ্যা।

র‍্যাকেল পিছু হটল। চারদিকে তাকাল। কিন্তু সে একা। রাস্তায় সে যা দেখতে পেল তা হচ্ছে পার্ক করা গাড়ি। সেগুলোতেও কি এমন কাগজের লেখা আছে? একটাও দেখতে পেল না সে। দৈব ঘটনা হবে হয়তো, তার গাড়ি কোথায় রাখা

সেটা কেউই জানে না। সে জানালার কাঁচ নামাল, লেখা কাগজটা দু'আঙুলের ফাঁকে ধরল এবং সেটাকে ফেলে দিল। ইঞ্জিন চালু করে রাস্তায় উঠল গাড়িটা।

উলেভালসভিয়েনের রাস্তা শেষ হওয়ার ঠিক আগমূহুর্তে হঠাৎই তার মনে হল, কেউ একজন পেছনের সিটে বসে তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সে তাকাল এবং একটা ছেলের মুখ দেখল। ওলেগের নয়, তবে আরেকটা ছেলের অচেনা মুখ। সে জোরে ব্রেক কষল এবং রাস্তার পিচে টায়ারের ঘষার শব্দ হল। তারপর একটা গাড়ির ভেঁপুর তীব্র শব্দ ভেসে এল। তিন বার। সে তার গাড়ির আয়নায় একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, তার বুক ধুকপুক করছে। এবং তার ঠিক পেছনের গাড়িতে আতঙ্কিত তরুণের মুখটা দেখল। ভয়ে কেঁপে উঠে সে গাড়ির গিয়ার চাপল।

এলি ভ্যালে ঘরগুলোর মাঝের পথে এমনভাবে দাঁড়িয়েছে যেন সে মেঝেতে শেকড় গেড়েছে। তার হাতে এখনো টেলিফোনের রিসিভার ধরা। সে কোনো বিষয় কল্পনা করছে না, একদমই না।

আন্দ্রেয়াস যখন তার নাম ধরে দু'বার ডাকল কেবল তখন সে সম্বিত ফিরে পেল।

'কে ফোন করেছে?' আন্দ্রেয়াস বলল।

'কেউই না,' সে বলল। 'রং নাম্বার।'

ওরা যখন বিছানায় গেল, আন্দ্রেয়াসকে কাছে টেনে নিতে চাইল তলি। কিন্তু পারল না সে। নিজেকে এটা করাতে পারল না। সে অসতী।

'আমরা মারা পড়তে যাচ্ছি,' ফোনের কণ্ঠস্বরটা বলেছে। 'আমরা মারা পড়তে যাচ্ছি, বেশ্যা।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১৯

দিন ১৬।

টিভি।

পরদিন সকালে তদন্ত দল সমবেত হয়ে ক্যাটরিন ব্র্যাটের করা তালিকার সাতটা নামের ছয়টা মিলিয়ে দেখল। আর কেবল একটা বাকি।

'আর্ভ স্টপ?' জর্ন হোম এবং ম্যাগনাস স্কেয়ার একসঙ্গে জিজ্ঞেশ করল।

ক্যাটরিন কিছু বলল না।

'ওকে,' হ্যারি বলল। 'ফোনে আমি ক্রোন-এর সঙ্গে কথা বলেছি। সে এটা একদম পরিষ্কার করে বলেছে যে, স্টপ অপরাধস্থলে না থাকার অজুহাত দেখাচ্ছে কিনা তার উত্তর দিতে চাচ্ছে না। অথবা অন্য কোনো প্রশ্নের উত্তর দেবে না। আমরা স্টপকে গ্রেপ্তার করতে পারি, কিন্তু সে ভালোভাবেই তার জবাব না দেওয়ার অধিকারের সীমার মধ্যেই আছে। কেবলমাত্র যেটা করে আমরা তাকে ধরতে পারি সেটা হচ্ছে, বিশ্বের কাছে ঘোষণা করা যে তুষারমানব এখনো বেঁচে আছে। এই ইস্যুতে পয়েন্টটা হচ্ছে, স্টপ সত্যই বলছে নাকি ভান করছে।'

'কিন্তু খুনি হিসেবে একজন এ-গ্রেড তারকা,' মুখ ভেংচে বলল স্কেয়ার। 'কেইবা শুনেছে সেটা?'

'ও. জে. সিম্পসন,' হ্যারি বলল। 'ফিল স্পেক্টর। মারভিন গে'র বাবা।'

'ফিল স্পেক্টর আবার কোন নচ্ছার?'

'তোমরা সবাই কী ভাবছ সেটা যদি আমাকে বল তবে ভালো হয়,' হ্যারি বলল। 'সোজাসাপ্টা, স্বতস্ফূর্তভাবে। স্টপের কি লুকানোর মতো কিছু আছে? হোম?'

জর্ন হোম তার কাটলেট আকৃতির জুলফি ঘষল। 'এটা সন্দেহজনক যে সে এ কথার উত্তর দিতে চাচ্ছে না– ইডার ভেটলেসেন মারা যাওয়ার সময় সে কোথায় ছিল।'

BanglaBook.org

'ব্র্যাট?'

'আমার ধারণা, সন্দেহের তালিকায় থাকাটাকে স্টপ কেবলই মজার বিষয় হিসেবে দেখছে। আর যেহেতু তার ম্যাগাজিনের বিষয়ও আছে, এটা কোনো অর্থ বহন করে না। মূলত, তার বিপরীত অর্থই বহন করে। এটা এর বাইরের ইমেজটা জোরদার করে। মতপ্রবাহের বিরুদ্ধে মহান শহীদ দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেমনটা সে দাঁড়িয়ে ছিল।'

'একমত,' হোম বলল। 'আমি আমার আগের মত বদালাচ্ছি। সে যদি অপরাধী হতো তবে সে এই ঝুঁকি নিত না। সে একটা স্কুপ নিউজের সন্ধানে আছে।'

'স্কেয়ার?' হ্যারি জিজ্ঞেশ করল।

'সে ধোঁকা দিচ্ছে। এটা শুধুই মিথ্যে কথা। আসলেই কি কেউ সংবাদপত্র এবং নৈতিকতার উপাদান সম্পর্কে বোঝে?'

অন্যরা কেউই জবাব দিল না।

'ওকে,' হ্যারি বলল। 'ধরে নিলাম, সংখ্যাগরিষ্ঠের মত সঠিক এবং স্টপ সত্য বলছে। তাহলে আমাদের উচিত তাকে যত দ্রুত সম্ভব বাদ দেওয়া এবং পরের কাজ চালিয়ে নেওয়া। আর কারও কথা কি আমরা ভাবতে পারি যে লোক ভেটলেসেনের মৃত্যুর সময় তার সঙ্গে থাকতে পারে?'

'সম্ভাবনা খুবই কম,' ক্যাটরিন বলল। '*লিবারেল*-এ আমার চেনা একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা করেছি আমি। সে বলেছে যে, কাজের বাইরে স্টপ ততটা মিশুক নয়। মোট কথা সে নিজেকে তার আকের ব্রাইগে'র অ্যাপার্টমেন্টেই বন্দি রাখে। নারীদের কথা আলাদা, এমনটাই জানা যায়।'

ক্যাটরিনের দিকে তাকাল হ্যারি। ওকে সে অতিআগ্রহী শিক্ষার্থীর কথা মনে করিয়ে দিল যে কিনা সবসময়ই লেকচারারের থেকে এক ধাপ এগিয়ে থাকে।

'একাধিক নারী?' স্কেয়ার জিজ্ঞেশ করল।

'আমার বন্ধুর কথা অনুযায়ী, মধুরপাত্রের পাশে ঘুরঘুর করার জন্য স্টপ কুখ্যাত। আমার বান্ধবীর দিকে স্টপ একবার হাত বাড়িয়েছিল। সে তাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। এরপর মেয়েটাকে বলেছে, সে স্টপের প্রত্যাশা অনুযায়ী সাংবাদিক হিসেবে প্রাণোচ্ছল না এবং তার উচিত নতুন কোনো চারণভূমিতে চড়ে বেরানোর চিন্তা করা।'

'দ্বীরূপী জারজ,' ঘৃণায় নাক ফোঁস ফোঁস করল স্কেয়ার।

'তুমি আর আমার বান্ধবী একই উপসংহারে পৌঁছেছ,' ক্যাটরিন বলল। 'তবে বিষয় হচ্ছে, মেয়েটা বাজে সাংবাদিক।'

BanglaBook.org

হোম আর হ্যারি হাসিতে ফেটে পড়ল।

'তোমার বান্ধবিকে জিজ্ঞেশ করে দেখ, সে কোনো প্রেমিকার নাম বলতে পারে কিনা,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল হ্যারি। 'আর তারপর ম্যাগাজিনের বাকিসব কর্মীদেরকে ডেকে একই বিষয়ে জিজ্ঞেশ কর। আমি স্টপকে এটা অনুভব করাতে চাই যে, আমরা তার ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছি। তো চল যাওয়া যাক।'

'আর তোমার বিষয়টা কী?' ক্যাটরিন বলল, সে নড়েনি একটুও।

'আমার?'

'স্টপ ধোঁকা দিচ্ছে কিনা– এ ব্যাপারে তুমি কী মনে কর তা আমাদেরকে বলনি।'

'বেশ,' হাসল হ্যারি, 'নিশ্চিতভাবেই সে পুরো সত্যটা বলছে না।'

অন্য তিনজন তাকাল ওর দিকে।

'সে বলেছে, ভেটলেসেনের সঙ্গে টেলিফোনে সর্বশেষ আলাপে তার কী কথা হয়েছে সেটা মনে করতে পারছে না।'

'এবং?'

'যদি তুমি দেখ যে, একদিন আগে তুমি এমন একজন লোকের সঙ্গে কথা বলেছ যে লোকটা ওয়ান্টেড সিরিয়াল কিলার, যে কিনা মাত্রই আত্মহত্যা করেছে, তোমার কি তখনই আলাপের কথাটা মনে পড়বে না, আলাপের বিস্তারিত ভাববে না, নিজেকে জিজ্ঞেশ করবে না যে, তোমার সেই আলাপের কোনো একটা কথা ধরা উচিত কিনা?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ক্যাটরিন।

'আরেকটা যে বিষয়ে আমি অবাক হচ্ছি,' হ্যারি বলল, 'সেটা হচ্ছে তুষারমানব কেন তাকে খোঁজার কথা বলার জন্য আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আর আমি যখন কাছাকাছি পৌঁছালাম, যেমনটা তার বুঝতে পারার কথা, কেন সে বেপরোয়া হয়ে উঠবে এবং এটা দেখানোর চেষ্টা করবে যে ভেটলেসেনই তুষারমানব?'

'সম্ভবত সবসময় সেই অভিপ্রায়ই ছিল,' ক্যাটরিন বলল। 'সম্ভবত তাদের ভেতরের অনিষ্পন্ন কোনো হিসাবের কারণে ভেটলেসেনের দিকে আঙুল তোলার কোনো উদ্দেশ্য ছিল তার। সে আসল জায়গা থেকে তোমাকে সেই পথে নিয়ে গেছে।'

'অথবা সম্ভবত সে ওভাবে তোমাকে পরাস্ত করতে চেয়েছে,' হোম তার বক্তব্য উপস্থাপন করল। 'তোমাকে দিয়ে ভুল করানোর জন্য। আর তারপর

Banglabook.org

নীরবে বিজয় উপভোগের জন্য।'

'কাম অন,' নাক ফোঁস ফোঁস করল স্কেয়ার। 'কথাগুলো তোমরা এমনভাবে বলছ যেনবা এটা তুষারমানব আর হ্যারি হোলের মাঝের ব্যক্তিগত কোনো বিষয়।'

অন্য তিনজন নিরবে গোয়েন্দাটার দিকে তাকাল।

ভ্রু কোচকাল স্কেয়ার। 'এটাই তো?'

কোট স্ট্যান্ড থেকে হ্যারি নিজের জ্যাকেটটা নিল। 'ক্যাটরিন, আমি চাই তুমি আবার বোর্গহিল্ডের সঙ্গে দেখা কর। বলবে যে, রোগীদের মেডিকেল রেকর্ড দেখার জন্য আমাদের কাছে ওয়ারেন্ট আছে। কোনো দায় যদি চাপে তবে আমি গ্রহণ করব। তারপর দেখবে আর্ভ স্টপ সম্পর্কে কী বের করতে পার। এ থেকে আমি পালাবার আগে আর কিছু?'

'ভেইটা'র এই মহিলা,' হোম বলল। 'ক্যামিলা লুসিয়াস। সে এখনো নিখোঁজ।'

'তুমি গিয়ে একটু দেখ, হোম।'

'তুমি কী করতে যাচ্ছো?' স্কেয়ার জিজ্ঞেশ করল।

চিকন এক হাসি দিল হ্যারি। 'পোকার খেলা শিখতে।'

ফ্রগনার প্লাস-এর ফ্ল্যাটের একমাত্র ব্লকের সপ্তম তলায় ট্রেস্কোর ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে হ্যারির ঠিক সেই একই অনুভূতি হল যেটা হতো ওর শৈশবে এবং প্রত্যেকেই অপসালে ছুটিতে চলে যাওয়ার পর। এটা ছিল সর্বশেষ অবলম্বন, সর্বশেষ মরিয়া কাজ, অন্যসব বাড়ির দরজার কলিংবেল বাজানো। ট্রেস্কো–অথবা আসবর্ন ট্রেস্কৌ, যেটা তার আসল নাম– দরজা খুলল এবং চাপা ক্রোধে হ্যারির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। কারণ সে জানে, ঠিক তখন যেমনটা জানত সে। সর্বশেষ অবলম্বন।

সামনের দরজা দিয়ে ঢুকলে সোজা একটা ত্রিশ বর্গমিটারের লিভিং স্পেস যেটাকে বলা যায়, নমনীয়ভাবে বিচার করলে, খোলা কিচেনসহ একটা লাউঞ্জ, এবং অনমনীয়ভাবে বিচার করলে, একটা শয়ন ও উপবেশন কক্ষ। দুর্গন্ধে দম বন্ধ হওয়ার জোগার হয়েছে। সেঁতসেঁতে পা আর বাসি হাওয়ায় বেড়ে ওঠা ব্যাকটেরিয়ার গন্ধ, এজন্য দেশীয় কিন্তু সঠিক নরওয়েজিয়ান শব্দ হচ্ছে ট্যাফিস, অথবা পদাঙ্গুলী-বায়ু। ট্রেস্কো তার বাবার কাছ থেকে ঘর্মাক্ত পায়ের

BanglaBook.org

উত্তরাধিকারী হয়েছে। ঠিক যেমনটা উত্তরাধিকারভাবে *ট্রেস্কো* উপনাম আর এক জোড়া কাঠের খড়ম পেয়েছে। সন্দেহজনক এই পাদুকা সে সবসময় এই বিশ্বাসে পড়ে থাকে যে গন্ধটাকে কাঠ শুষে নেয়।

ট্রেস্কো জুনিয়রের পায়ের দুর্গন্ধ সম্পর্কে একমাত্র ইতিবাচক দিক তুমি বলতে পারো যে, এই গন্ধ সিঙ্কে স্তূপ করা হাড়িপাতিল, উপচে পড়া ছাইদানি অথবা চেয়ারে শুকাতে দেওয়া ঘামেভেজা টি-শার্টের গন্ধকে আড়াল করে রেখেছে। হ্যারির মনে হয় যে, লাসভেগাসে বিশ্ব পোকার চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনাল পর্যন্ত ট্রেস্কোর পৌঁছার পেছনে তার পায়ের দুর্গন্ধ কাজ করেছে। এই দুর্গন্ধে তার প্রতিদ্বন্দী খেলোয়াড়েরা বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে।

'বহুদিন বাদে,' ট্রেস্কো বলল।

'হ্যাঁ। এটা চমৎকার যে, আমার জন্য তোমার কিছু সময় ছিল।'

ট্রেস্কো এমনভাবে হাসল যেনবা হ্যারি তাকে কোনো একটা কৌতুক বলেছে। আর হ্যারি, এই ঘরে প্রয়োজনের চেয়ে এক মুহূর্তও বেশি থাকার ইচ্ছে নেই, সোজা আসল কথায় আসল।

'তো পোকার কেন কেবলই এটা দেখার সামর্থ্য– কখন তোমার প্রতিপক্ষ মিথ্যে বলছে?'

সামাজিক ভব্যতা এড়িয়ে যাওয়ায় কিছু মনে করল না ট্রেস্কো।

'মানুষ মনে করে পোকার পরিসংখ্যান, অদ্ভুতুরে এবং সম্ভাবনার বিষয়। তবে তুমি যদি সর্ব্বোচ্চ পর্যায়ে খেল, যেখানে সব খেলোয়াড় হৃদয় থেকে অদ্ভুত বিষয় জানে, সুতরাং সেটা সেই জায়গা নয় যেখানে যুদ্ধটা অনুষ্ঠিত হয়। সেরা খেলোয়াড়কে যেটা বাকি খেলোয়াড়দের চেয়ে আলাদা করে সেটা হচ্ছে, অন্যদেরকে বুঝতে পারা। ভেগাসে যাওয়ার আগে আমি জানতাম, আমি সেরা খেলোয়াড়দেরর বিপক্ষে খেলতে যাচ্ছি। আর স্যাটেলাইট টিভিতে গ্যাম্বেলারস চ্যানেলে আমি সেরা সেরা খেলা দেখেছি। সেসব খেলা আমি রেকর্ড করেছি এবং প্রতিটি খেলোয়াড় যখন ধোঁকা দিয়েছে সেটা গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখেছি। স্লো মোশনে চালিয়েছি, তাদের মুখের সামান্য পরিবর্তনও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি, তারা কী বলেছে এবং কী করেছে, প্রতিটা কাজের পুনরাবৃত্তি। এবং দীর্ঘ সময় ধরে এটা নিয়ে কাজ করার পর সবসময়ই কিছু একটা, কিছু পুনঃপুনঃ ঘটা মুদ্রাদোষ পেয়েছি। একজন তার ডান নাক ঘষে; আরেকজন কার্ডের পেছনে টোকা দেয়। নরওয়ে ছাড়ার সময় আমি নিশ্চিত ছিলাম যে আমি জিততে যাচ্ছি। দুঃখজনকভাবে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, আমার চেহারায় আরও বেশি মুদ্রাদোষ প্রকাশিত হয়।'

BanglaBook.org

ট্রেস্কোর ভয়ানক হাসি একধরনের ফোঁপানির মতো শোনালো এবং সেই হাসিতে তার বেঢপ শরীর কেঁপে উঠল।

'তাহলে আমি যদি জিজ্ঞাশাবাদের জন্য একজন লোক নিয়ে আসি, তুমি বলতে পারবে যে, সে মিথ্যে বলছে নাকি বলছে না?'

মাথা ঝাঁকাল ট্রেস্কো। 'তত সোজা নয়। সবকিছুর আগে, আমার একটা রেকর্ডিং দরকার। দ্বিতীয়ত, আমাকে অবশ্যই কার্ডগুলো দেখতে হবে যাতেকরে আমি জানতে পারি যে সে ধোঁকা দিচ্ছে। তারপর আমি রিওয়াইন্ড এবং বিশ্লেষণ করতে পারি যে, সে ব্যতিক্রম কী করছে। এটা অনেকটা তোমাদের লাই ডিটেক্টরে সত্য-মিথ্যা পরিমাপের মতো, তাই নয় কি? পরীক্ষাটা করার আগে, তোমরা লোকটাকে অবশ্যম্ভাবী সত্য বলতে বল, যেমন তার নাম। আর তারপর পুরো মিথ্যে কিছু বলতে বল। আর তারপর তোমরা প্রিন্টআউট নিয়ে খতিয়ে দেখ যাতেকরে তোমরা রেফারেন্স পয়েন্ট পেতে পারো।'

'একটা অবশ্যম্ভাবী সত্য,' বিড়বিড় করল হ্যারি। 'এবং একটা অবশ্যম্ভাবী মিথ্যা। ফিল্ম ক্লিপে রেকর্ডিং।'

'তবে, ফোনে যেমনটা বলেছি, আমি কোনো কিছুর নিশ্চয়তা দিতে পারি না।'

* * *

হ্যারি হাউস অব পেইন-এ দেখতে পেল বিয়েটে লিওনকে। ভদ্রমহিলা যখন রবারিস ইউনিটে কাজ করত তখন বেশিরভাগ সময় এই রুমেই সময় কাটাত। হাউস অব পেইন হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজ দেখা ও এডিট করার সরঞ্জামে ভর্তি জানালাবিহীন একটা অফিস। এখানে ফুটেজের ইমেজ বড় করে এবং ছোট ছোট শট দিয়ে লোকজনকে অথবা টেলিফোন রেকর্ডিংয়ের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু এখন সে ক্রিমটেকনিস্কের হেড, ব্রায়ানসালেনে পোস্টিং, আর তাছাড়া মাতৃত্বকালীন ছুটিতে আছে।

BanglaBook.org

যন্ত্রগুলো গুঞ্জন তুলছে, এবং যন্ত্রের উত্তাপ তাঁর প্রায় স্বচ্ছ, বিবর্ণ কপোলকে গোলাপি করে তুলেছে।

'হাই,' ওর পেছনে লোহার দরজাটাকে বন্ধ হতে দিয়ে বলল হ্যারি।

ছোট্ট, চটপটে মহিলাটি উঠে দাড়াল এবং ওরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করল, দু'জনই একটু বিব্রত বোধ করছে।

'তুমি শুকিয়ে গেছ,' সে বলল।

কাঁধ নাচাল হ্যারি। 'কেমন... চলছে সবকিছু?'

'গ্রেগারের যখন ঘুমানোর দরকার হয় ঘুমায়, যেটা খাওয়ার সেটা খায় এবং কদাচিৎ কখনো কান্নাকাটি করে।' হাসল সে। 'এবং ওসবই এখন আমার জন্য সবকিছু।'

ও ভাবল, হ্যালভারসেন সম্পর্কে ওর কিছু বলা উচিত। এমন কিছু দেখানো উচিত যে, হ্যালভারসেনকে ও ভুলে যায়নি। কিন্তু সঠিক বাক্যটা মুখে এলো না। আর তার বদলে, মনে হল বিষয়টা বুঝে, মহিলাটি জিজ্ঞেশ করল হ্যারি কেমন আছে।

'ভালো,' চেয়ারে বসে বলল ও। 'খারাপ না। চরম খারাপ। তুমি কখন জিজ্ঞেশ করছ তার ওপর নির্ভর করে।'

'আজ কেমন আছো?' টিভি মনিটরের দিকে ঘুরল সে, একটা বাটন চাপল, স্ক্রিনে স্টোরো মল-এ লোকজন পেছনের দিকে দৌড়াতে শুরু করল।

'আমি মানসিক বৈকল্যগ্রস্ত,' হ্যারি বলল। 'আমার এমন অনুভূতি হয় যে, আমি এমন একজনের পিছু নিয়েছি যে কিনা আমাকে ব্যবহার করছে। মনে হয় যে, সবকিছুই গোলমেলে এবং সে আমাকে দিয়ে তা-ই করাচ্ছে যা সে করাতে চায়। তুমি কি এই অনুভূতিটাকে চেন?'

'হ্যাঁ,' বিয়েটে বলল। 'তাকে আমি বলি গ্রেগার।' সে রিউইন্ড করা বন্ধ করল। 'তুমি কি দেখতে চাও, আমি কী খুজে পেয়েছি?'

হ্যারি ওর চেয়ার আরও কাছে টানল। এটা কোনো রূপকথা নয় যে, বিয়েটে লন-এর বিশেষ ক্ষমতা আছে। এটা হচ্ছে তার ফুজিফরম জাইরাস, মস্তিষ্কের সেই অংশ যেই অংশ মানুষের চেহারাকে সংরক্ষণ করে এবং চিহ্নিত করে। তার ফুজিফরম জাইরাস এত বেশি উন্নত এবং সংবেদনশীল যে, সে হচ্ছে অপরাধীদের তথ্যের একটা চলমান ইনডেক্স ফাইল।

'কেইসটার সঙ্গে সম্পৃক্ত যেসব শট তুমি পেয়েছ, সেগুলো দেখেছি আমি,' সে বলল। 'স্বামী, বাচ্চা, প্রত্যক্ষদর্শী এবং আরও অনেকে। আমি অবশ্যই জানি, আমাদের পুরোনো বন্ধুরা দেখতে কেমন।'

সে ফ্রেম বাই ফ্রেম ইমেজগুলো সরাল। 'ওখানে।' ইমেজ থামিয়ে সে বলল।

ইমেজটা স্থির এবং স্ক্রিনে লাফিয়ে উঠল, একদল লোকের সামান্য ঝাপসা সাদা-কালো ছবি দেখা যাচ্ছে, আউট অব ফোকাস।

BanglaBook.org

'কোথায়?' হ্যারি বলল, বিয়েটে লিওনের সঙ্গে যখন ও ছবি পর্যবেক্ষণ করে তখন সাধারণত নিজেকে যতটা বুদ্ধিহীন মনে করে তেমন বুদ্ধিহীন লাগছে ওর নিজেকে।

'ওখানে। এই ছবিতে এ হচ্ছে একই লোক।' সে তার ফাইল থেকে একটা ছবি নিল।

'এ কি সেই লোক হতে পারে যে তোমাকে অনুসরণ করছে, হ্যারি?'

বিস্ময়ে ছবিটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল হ্যারি। তারপর ও ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল এবং নিজের ফোনটা নিল। দু'সেকেন্ড পর ক্যাটরিন ব্র্যাট জবাব দিল।

'কোট পড়ে নিচে গ্যারেজে আমার সঙ্গে দেখা কর,' হ্যারি বলল, 'আমরা একটা ড্রাইভে যাবো।'

বগস্টাভিয়েনের ট্রাফিক সিগন্যাল এড়ানোর জন্য উরানিয়েনবোর্গভিয়েন এবং মেজরস্টুভিয়েন ধরে ড্রাইভ করছে হ্যারি।

'সে কি সত্যিই নিশ্চিত যে, এ-ই সেই লোক?' ক্যাটরিন বলল। 'সিসিটিভির ক্যামেরার ছবির মান–'

'বিশ্বাস কর আমাকে,' হ্যারি বলল। 'বিয়েটে লিওন যদি বলে, এ হচ্ছে সেই লোক, তবে এ সেই লোকই। ডিরেক্টরি ইনকোয়ারিতে ফোন করে লোকটার বাসার নাম্বার নাও

'আমার মোবাইলে এই নাম্বার সেইভ করা আছে,' মোবাইল বের করে বলল ক্যাটরিন।

'সেইভ করা?' তার দিকে চকিতে তাকাল হ্যারি। 'তুমি যেসব শত্রুর মুখোমুখি হও তাদের সবার নাম কি সংরক্ষণ কর?'

'হু। তাদেরকে একটা গ্রুপে রাখি। আর তারপর কেইসটা যখন শেষ হয়ে যায় তখন গ্রুপটা মুছে ফেলি। এটা চেষ্টা করা উচিত তোমার। যখন তুমি ডিলিট বাটনে চাপ দেবে তার অনুভূতিটা হয় চমৎকার। সত্যিই... বাস্তব।'

হফ-এর হলুদ বাড়িটার অপর পাশে থামল হ্যারি।

সবগুলো জানালা অন্ধকার।

'ফিলিপ বেকার,' ক্যাটরিন বলল। 'অন্ধকার পছন্দ করে।'

'মনে রেখ, আমরা তার সঙ্গে কেবলই একটা আড্ডা দিতে যাচ্ছি। ভেটলেসেনকে ফোন করার জন্য তার পুরোপুরি বোধগম্য কারণ থাকতে

BanglaBook.org

পারে ।'

'স্টোরো মল-এর একটা পে-ফোন থেকে?'

ক্যাটরিনের দিকে তাকাল হ্যারি। তার ঘাড়ের পাতলা চামড়ার ভেতর নাড়ির স্পন্দন দেখা যাচ্ছে। ও নজর সরিয়ে নিয়ে বাড়িটার লিভিংরুমের জানালার দিকে তাকাল।

'কাম অন,' ও বলল। যে মূহুর্তে ও গাড়ির দরজার হাতল ধরল সে মূহুর্তে ওর ফোন বেজে উঠল। 'ইয়েস?'

অন্য প্রান্তের কণ্ঠস্বরটাকে উত্তেজিত শোনাল, কিন্তু তারপরও সংক্ষেপে রিপোর্ট করল, সংক্ষিপ্ত বাক্যে। কথার তোড়কে হ্যারি দু'বার উম, একবার বিস্মিত হয়ে *কী?* এবং একবার *কখন?* বলে বাধা দিল।

তারপর, অবশেষে, অপরপ্রান্ত চুপ হয়ে গেল।

'ইনসিডেন্ট রুমে ফোন দাও,' হ্যারি বলল। 'তাদেরকে কাছাকাছি থাকা দুটো পেট্রল কারকে হফসভিয়েনে পাঠাতে বল। কোনো সাইরেন বাজাবে না এবং তাদেরকে বল আবাসিক এলাকার দুই প্রান্তে থামতে... কী?... কারণ বাসার ভেতর একটা বাচ্চা ছেলে আছে আর আমরা যতটা ঘাবড়াবো বেকারকে তার চেয়ে বেশি ঘাবড়ে দিতে চাই না। ওকে?'

স্পষ্টতই এটা ওকে।

'হোম ফোন দিয়েছিল।' ক্যাটরিনের সামনে ঝুঁকল হ্যারি, গ্লাভ কমপার্টমেন্ট খুলে সেটার ভেতর হাতড়ে হাতড়ে এক জোড়া হাতকড়া বের করল। 'তার দলবল লুসিয়াজ-এর গ্যারেজের গাড়িতে বেশ কিছু আঙুলের ছাপ পেয়েছে। এই কেইসে আমাদের কাছে থাকা অন্য সব ছাপের সঙ্গে সেই ছাপ ওরা মিলিয়ে দেখেছে।'

ইগনিশন থেকে চাবির ছরা নিল, সামনে ঝুঁকে সিটের নিচে থেকে একটা ধাতব বাক্স বের করল। তালার মধ্যে একটা চাবি ঢোকালো, বাক্সটা খুলে শর্ট ব্যারেলের একটা কালো স্মিথ অ্যান্ড উইলসন তুলে নিল। 'গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনগুলোর একটার ছাপ ম্যাচ করেছে।'

ক্যাটরিন তার মুখটাকে একটা নীরব 'o'তে পরিণত করল এবং মাথাটা একবার নেড়ে সে পরীক্ষা করে দেখল যে এটা হলুদ বাড়িটাই কিনা।

'হু,' হ্যারি জবাব দিল। 'প্রফেসর ফিলিপ বেকার।'

ও দেখল ক্যাটরিন ব্র্যাটের চোখ প্রশস্ত হয়ে গেল। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর আগের মতোই শান্ত। 'শীঘ্রীই আমি ডিলিট বাটন চাপব– আমার এমন একটা অনুভূতি হচ্ছিল।'

BanglaBook.org

'হতে পারে,' হ্যারি বলল, রিভলবারের সিলিন্ডারটা টুসকি মেরে খুলল এবং সেটার প্রতিটা চেম্বারে বুলেট আছে কিনা সেটা দেখে নিল।

'এভাবে মহিলাকে অপহরণ করার পেছনে দু'জন লোক থাকতে পারে না।' সে তার মাথা এক পাশ থেকে আরেক পাশে দোলাতে থাকল যেনবা একটা বক্সিং প্রতিযোগিতার জন্য ওয়ার্ম-আপ করছে।

'একটা বোধগম্য ধারণা।'

'প্রথমবার যখন এখানে এসেছিলাম তখনই আমাদের জানা উচিত ছিল।'

মেয়েটাকে খেয়াল করল হ্যারি, ভেবে অবাক হল যে তার উত্তেজনাটাকে ও কেন ভাগাভাগি করে নিচ্ছে না এবং গ্রেপ্তারের সময় যে উন্মাতাল আনন্দ হওয়ার কথা সেটার কী হল। এটা কি এ কারণে যে ও জানে, শীঘ্রীই এই অনুভূতি দেরিতে পৌঁছার শূন্য অনুভূতি দিয়ে প্রতিস্থাপিত হবে, ধ্বংসাবশেষ ঘেটে দেখা একজন দমকলকর্মীর মতো হয়ে যাওয়ার অনুভূতি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে? হ্যাঁ, তবে এটা তা নয়। এটা অন্য কিছু, এখন ও এটা বুঝতে পারছে। ওর মনে একটা সন্দেহ খচখচ করছে। আঙুলের ছাপ আর স্টোরো মল-এর রেকর্ডিং আদালতে মামলায় অনেক দূর এগোবে, কিন্তু এটা হবে খুবই সহজ। এই খুনিটা তেমনটা নয়; সে এমনতর মামুলি ভুল করবে না। এটা সেই একই ব্যক্তি নয় যে সিলভিয়া অটারসেনের মাথাটাকে একটা তুষারমানবের ওপরে বসিয়ে দিয়েছিল, যে একজন পুলিশকে তার নিজের ফ্রিজারেই জমিয়ে দিয়েছিল, যে এ কথা লিখে হ্যারিকে চিঠি পাঠিয়েছে, *নিজেকে তোমার যা জিজ্ঞেশ করা উচিত সেটা হচ্ছে, 'কে তুষারমানব তৈরি করেছিল?'*

'কী করব আমরা?' জিজ্ঞেশ করল ক্যাটরিন। 'তাকে কি আমরাই গ্রেপ্তার করব?'

কথাটার ভঙ্গি থেকে হ্যারি বুঝতে পারল না যে এটা কি প্রশ্ন নাকি প্রশ্ন না।

'আপাতত আমরা অপেক্ষা করব,' হ্যারি বলল। 'যতক্ষণ না আমাদের ব্যাকআপ পুলিশ তাদের অবস্থান নেয়। তারপর আমরা কলিংবেল বাজাব।'

'আর সে যদি বাসায় না থাকে?'

'সে বাসায় আছে।'

'ও? তুমি কী করে–'

'লিভিংরুমের জানালার দিকে তাকাও। তোমার চোখ সজাগ রাখো।'

সে দেখল। আর যখন বিপুল বিস্তৃত জানালার পেছনের সাদা আলো বদলে গেল তখন হ্যারি দেখতে পেল যে, ক্যাটরিন বুঝেছে। একটা টিভি থেকে

BanglaBook.org

আসছে আলোটা।

ওরা নীরবে অপেক্ষা করল। কোনো শব্দই নেই সেখানে। একটা কাক একঘেয়েভাবে টানা কা কা করল। তারপর কাকটা আবার চুপ হয়ে গেল। হ্যারির ফোন বাজল।

তাদের ব্যাকআপ পুলিশ পজিশন নিয়েছে।

হ্যারি তাদেরকে দ্রুত নির্দেশনা দিল। যতক্ষণ না ও ডাকবে, ততক্ষণ ও কোনো ইউনিফরম দেখতে চায় না, কেবল যদি ওরা গুলি বা চীৎকারের আওয়াজ শোনে সেটা হবে ভিন্ন কথা।

'মোবাইলটা সাইলেন্ট করে রাখো,' হ্যারি ফোন কাটার পর বলল ক্যাটরিন।

ছোট্ট হাসি দিল ও, ক্যাটরিনের কথা মতো ফোন সাইলেন্ট করল এবং চোরা চোখে মেয়েটাকে দেখল একবার। ফ্রিজারের দরজাটা যখন খোলা হয়েছিল মেয়েটার তখনকার চেহারার কথা ভাবল। কিন্তু এখন তার চেহারায় কোনো ভয় বা দুঃশ্চিন্তার ছাপ নেই, কেবলই মনোযোগ। ফোনটা ও জ্যাকেটের পকেটে চালান করে দিয়ে রিভলভারের সঙ্গে সেটার ঘষা খাওয়ার শব্দ শুনল।

ওরা গাড়ি থেকে নামল, রাস্তা পার হয়ে দরজা খুলল। ভেজা নুড়ি লোভির মতো ওদের জুতা শুষছে। বিশাল জানালাটায় হ্যারি ওর নজর ধরে রেখেছে, ছায়া এবং সাদা দেয়ালের দিকে যে কোনো নড়াচড়া খেয়াল করছে।

তারপর ওরা ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। চকিতে হ্যারির দিকে তাকাল ক্যাটরিন, ও মাথা নাড়ল। সে কলিংবেল চাপল। ভেতর থেকে একটা গভীর, দ্বিধাগ্রস্ত শব্দ ভেসে এল।

ওরা অপেক্ষা করছে। কোনো পায়ের আওয়াজ নেই। সদর দরজার পাশের চারকোণা জানালার ঢেউ খেলানো কাচের ওপাশে কোনো ছায়া নেই।

সামনে এগিয়ে হ্যারি কাচের ওপর কান পাতল, ঘরে নজরদারির একটা সাধারণ এবং বিস্ময়কর রকমের কার্যকর উপায়। তবে ও কিছুই শুনতে পেল না, এমনকি টিভির শব্দও না। তিন কদম পেছাল ও, সামনের দরজার ওপর দিয়ে বেরোনো ছাদের প্রান্তভাগ আঁকড়ে ধরল, দু'হাতে বৃষ্টির পানি নেমে যাওয়ার নালী ধরে শরীর উঁচিয়ে ধরল। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে গোটা লিভিংরুমটা দেখল। মেঝের ওপর একটা দেহ বসে আছে, পা আড়াআড়ি করে রাখা, ওর দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে, ধূসর রঙা একটা কোট পড়ে আছে। এক জোড়া বড়সর হেডফোন কালো বলয়ের মতো তার মাথার খুলি ঘিরে আছে। হেডফোন থেকে বেরোনো একটা তার টিভির সঙ্গে যুক্ত।

BanglaBook.org

'সে কলিংবেলের আওয়াজ শুনতে পায়নি কারণ তার কানে হেডফোন,' মাটিতে নেমে ক্যাটরিনকে দরজার হাতল ধরে থাকতে দেখে বলল হ্যারি। ফ্রেমের চারপাশে লাগানো রাবার একটা শব্দ তুলে দরজাটাকে ছেড়ে দিল।

'মনে হচ্ছে আমাদের আসাকে স্বাগত জানিয়ে রাখা হয়েছে,' মৃদু স্বরে কথাটা বলে ভেতরে ঢুকল ক্যাটরিন।

অসতর্কতা ধরতে পেরে নিরবে গালি দিয়ে হ্যারি তার পেছন পেছন ভেতরে ঢুকল। ক্যাটরিন অলরেডি লিভিংরুমের দরজার কাছে চলে গেছে, এবং দরজা খুলেছে। হ্যারি যতক্ষণ না কাছাকাছি পৌঁছাল ততক্ষণ সে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। সে পিছিয়ে এল, একটা শিল্পকর্ম রাখার স্তম্ভের সঙ্গে ধাক্কা খেল, সেটার ওপরে একটা ফুলদানি বিপজ্জনকভাবে নড়লেও নিচে পড়ে গেল না।

ওদের দিকে এখনো পিঠ করে বসে থাকা লোকটার সঙ্গে ওদের দূরত্ব কমকরে ছয় মিটার।

টিভি'র পর্দায় একটা বাচ্চা হাসতে থাকা এক মহিলার তর্জনি ধরে হাঁটার চেষ্টা করছে। টিভিটার নিচে ডিভিডি প্লেয়ারের নীল বাতি দেখা গেল। হ্যারির এক মূহুর্তে পূর্বদৃষ্টের অভিজ্ঞতা হল, একটা অনুভূতি হল যে, একটা করুণ পরিণতি পুনরাবৃত্ত হতে যাচ্ছে। ঠিক এটার মতো: নীরব, পরিবারের সঙ্গে ঘরে বসে মুভি দেখার সুখী সময়, তখনকার সঙ্গে এখনকার বৈপরিত্যে, সেই করুণ পরিণতি যেটা ইতোমধ্যে ঘটে গেছে এবং কেবল একটা উপসংহার দরকার।

ক্যাটরিন দেখল জিনিসটা তবে হ্যারি এরিমধ্যে এটা দেখেছে।

শরীরটার পেছনে রাখা গানটাকে, আধা শেষ হওয়া পাজল আর একটা গেম বয়-এর মাঝে, একটা খেলনার মতো লাগছে। গ্লক ২১, আন্দাজ করল হ্যারি। ওর শরীর প্রস্তুত হতেই ও বমি বমি বোধ করল এবং রক্তস্রোতে আরও অ্যাড্রেনালিন প্রবাহিত হল।

ওদেরকে যে কোনো একটা বেছে নিতে হবে। হয় দরজায় দাঁড়িয়ে বেকারের নাম ধরে চেঁচাতে হবে এবং একজন সশস্ত্র মানুষের মুখোমুখি হওয়ার পরিণতির ঝুঁকি নিতে হবে। অথবা ওদেরকে দেখতে পাবার আগেই তাকে অস্ত্রহীন করতে হবে। ক্যাটরিনের কাঁধে একটা হাত রাখল হ্যারি এবং তাকে নিজের পেছনে ঠেলে দিল। ও অনুমান করার চেষ্টা করল যে, মাথা ঘুরিয়ে ওদেরকে দেখে বন্দুকটা তুলে নিতে এবং গুলি করতে বেকারের কত সময় লাগবে। চারটা দীর্ঘ কদমই যথেষ্ট হবে, এবং হ্যারির পেছনে কোনো আলো নেই যেটা ওর ছায়া তৈরি করবে এবং টিভি'র পর্দায় এত বেশি আলো যে ওর

BanglaBook.org

ছায়া সেখানে প্রতিফলিত হবে না।

একটা লম্বা শ্বাস টেনে তৈরি হল হ্যারি। নকশাদার কাঠের মেঝেতে যতটা হাল্কাভাবে সম্ভব পা ফেলল। পেছনে ক্যাটরিন প্রতিক্রিয়া দেখাল না। ও যখন দ্বিতীয় পা ফেলার মাঝামাঝি অবস্থায় তখন নিজের পেছনে একটা ভাংচুরের শব্দ পেল। এবং সহজাতভাবেই ও জানে, এটা ফুলদানি। ও দেখল মানবমূর্তিটা ঘুরল, ফিলিপ বেকারের যন্ত্রণাকাতর মুখ দেখল। হ্যারি জমে গেল এবং তারা দু'জন দু'জনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বেকারের পেছনের টিভি'র পর্দা কালো হয়ে গেল। বেকারের মুখ খুলে গেল যেনবা সে কিছু একটা বলবে। তার চোখের সাদা অংশ লালের নদী ধারণ করে আছে, তার গাল ফোলা, যেনবা সে কাঁদছিল।

'গান!'

চীৎকারটা দিল ক্যাটরিন এবং হ্যারি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওর চোখ তুলল এবং কালো পর্দায় ক্যাটরিনের প্রতিফলন দেখল। সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, পা ছড়িয়ে সামনের দিকে বাহু বাড়িয়ে আছে, তার হাত একটা রিভলভার চেপে ধরে আছে।

সময়কে মনে হল শ্লথ হয়েছে, পুরু আর আকারহীন ধাতবে পরিণত হয়েছে যেটাতে প্রকৃত সময়ে কাজ করে চলেছে কেবল ওর বোধ।

হ্যারির মতো একজন প্রশিক্ষিত পুলিশের উচিত ছিল সহজাতভাবে মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের গান বের করা। কিন্তু সেখানে অন্যকিছু আছে, কিছু একটা যেটা ওর সহজাত প্রবৃত্তির চেয়ে বেশি ধীরগতির, কিন্তু অনেক বেশি শক্তি নিয়ে কাজ করে। হ্যারি পরে ওর মত বদলাবে, কিন্তু আরেকটা পূর্বদৃষ্ট অভিজ্ঞতা হওয়ার কারণে প্রথমে ও ভাবল যেনবা এমনটা করেছে, পুলিশের গুলি খেয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়া একজন মৃত লোকের দৃষ্টি, কারণ ও জানে, ও পথের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে, জানে যে, আর কোনো ভূতকে আঁকড়ে ধরার শক্তি ওর নেই।

হ্যারি ডান দিকে সরে গেল, ক্যাটরিনের গুলির নিশানার মাঝবরাবর।

নিজের পেছনে ও একটা মসৃণ, মৃদু ক্লিকের আওয়াজ শুনল। রিভলভারের হ্যামার ছাড়ার শব্দ, ট্রিগারের ওপর আঙুলের চাপ কমানোর শব্দ।

মেঝের ওপরের পিস্তলের কাছে বেকার হাত চেপে আছে। তার আঙুলগুলো এবং আঙুলের মাঝের মাংস সাদা। যার অর্থ, বেকার তার দেহের ভর রেখেছে আঙুলের ওপর। অন্য হাতটা– তার ডান হাত– রিমোট কন্ট্রোল ধরে আছে।

BanglaBook.org

বেকার এখন যেভাবে বসে আছে তাতে যদি সে তার গানটা ডান হাত দিয়ে ধরতে যায় তবে সে দেহের ভারসাম্য হারাবে।

'নড়বে না,' উচ্চশব্দে বলল হ্যারি।

বেকারের একমাত্র নড়াচড়া হল দু'বার চোখ পিটপিট করা, যেনবা হ্যারি আর ক্যাটরিনের দৃষ্টি মুছে ফেলতে চাইছে। হ্যারি শান্তভাবে কিন্তু দক্ষতার সঙ্গে সামনে এগোলো। উবু হয়ে গানটা তুলল, যেটা বিস্ময়করভাবে হাল্কা। এত হাল্কা যে এটার ম্যাগাজিনে বুলেট থাকা অসম্ভব।

গানটা হ্যারি নিজের পকেটে গুঁজে রাখল, ওর নিজের রিভলভারের সঙ্গে, এবং গুঁটিসুটি হয়ে নিচে বসল। টিভি'র পর্দায় দেখতে পেল, ক্যাটরিন ওদের দিকে গান উঁচিয়ে আছে, সে নার্ভাসভাবে তার দেহের ভার এক পা থেকে আরেক পায়ে রাখছে। ও বেকারের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল, সে একটা ভীতু প্রাণির মতো পিছু হটল, এবং লোকটার হেডফোন সরিয়ে ফেলল।

'জোনাস কোথায়?' হ্যারি জিজ্ঞেশ করল।

বেকার হ্যারিকে এমনভাবে দেখল যেন সে পরিস্থিতিটা বুঝে উঠতে পারেনি, ভাষাটাও বোঝেনি।

'জোনাস?' পুনরাবৃত্তি করল হ্যারি। তারপর ও চীৎকার করল। 'জোনাস! জোনাস, তুমি কি এখানে আছো?'

'শ্‌শ্‌শ্‌' বেকার বলল। 'ও ঘুমাচ্ছে।' তার কণ্ঠস্বর স্বপ্নচারিতের মতো, যেনবা সে ঘুমের ওষুধ খেয়েছে।

বেকার হেডফোনটার দিকে ইঙ্গিত করল। 'ওকে জাগানো যাবে না।'

ঢোক গিলল হ্যারি। 'কোথায় ও?'

'কোথায়?' বেকার তার মাথা কাত করে হ্যারিকে দেখল, মনে হল কেবল তখন সে চিনতে পারল হ্যারিকে। 'অবশ্যই বিছানায়। সব ছেলেই তাদের নিজের বিছানায় ঘুমায়।' তার কণ্ঠস্বর চড়া হচ্ছে আবার নামছে, যেন সে একটা গান থেকে কথাগুলো উদ্বৃত করছে।

হ্যারি ওর অন্য পকেটে হাত ডুবিয়ে হাতকড়াটা বের করে আনল 'হাত তোলো,' ও বলল।

আবার চোখ পিটপিট করল বেকার।

'এটা তোমার নিজের নিরাপত্তার জন্য,' হ্যারি বলল।

এটা বহুব্যবহৃত এক বাক্য, পুলিশ কলেজে তারা হ্যারিকে যা শিখিয়েছে তার একটা, এবং প্রাথমিকভাবে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে সহজ করার জন্য বলা

BanglaBook.org

হয়। অবশ্য, হ্যারি যখন নিজেকে এ কথা বলতে শোনে, সেই সঙ্গে ও জানে কেন ও গুলির নিশানায় পা রেখেছে। এবং এটা ভূতের কারণে নয়।

বেকার দীনভাবে তার হাত হ্যারির দিকে তুলে ধরল, এবং তার সরু, লোমশ হাতের চারপাশে স্টিল আটকে গেল।

'যেখানে আছ সেখানেই থাক,' হ্যারি বলল। 'ক্যাটরিন তোমার ওপর নজর রাখবে।'

হ্যারি সোজা হয়ে দাঁড়াল এবং দরজার দিকে যেখানে ক্যাটরিন দাঁড়িয়ে আছে সেখানে গেল। সে তার গান নিচু করল, চোখে একটা কৌতূহলী দীপ্তী নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে হাসল ক্যাটরিন। ভেতরের কয়লা মনে হয় জ্বলছে ধিকি ধিকি।

'ঠিক আছো তুমি?' হ্যারি জিজ্ঞেশ করল নিচুস্বরে। 'ক্যাটরিন?'

'নিশ্চয়,' সে হাসল।

ইতস্তত করল হ্যারি। তারপর ও সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকল। জোনাসের রুম কোনটা সেটা স্মরণে আছে ওর, তবে অন্য রুমের দরজা খুলল প্রথমে। ভয়ঙ্কর মুহূর্তটাকে দেরি করানোর চেষ্টা করছে। যদিও বেকারের ঘরের বাতি নেভানো, ডাবল বেডটা কোথায় সেটা ও বুঝতে পারল। সিঙ্গেল লেপটা একপাশ থেকে ওল্টানো। যেনবা বেকার এরিমধ্য জেনে গেছে, বির্তে কখনোই ফিরবে না।

তারপর জোনাসের ঘরের সামনে এল হ্যারি। দরজা খোলার আগে ও মনকে চিন্তা আর কল্পনাশূন্য করল। অন্ধকারের মধ্যে নিচু স্বরে টুংটাং টুংটাং শব্দ বাজল। যদিও কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, তবে ও জানে, দরজার ধাক্কায় সৃষ্ট বায়ুপ্রবাহে পাতলা ধাতব পাইপে মৃদু হাওয়া দিয়েছে, কারণ ওলেগের ঘরের ছাদেও একই রকমের উইন্ড-চাইম ঝোলানো আছে। ভেতরে ঢুকে হ্যারি লেপের নিচে এক ঝলক কাউকে বা কোনো কিছুকে দেখতে পেল। ও নিঃশ্বাসের শব্দ শোনার জন্য কান খাড়া করল। তবে ও যা শুনতে পেল, একটা কণ্ঠস্বর অনবরত কাঁপছে, মিলিয়ে যেতে চাচ্ছে না। ও লেপের ওপরে হাত রাখল এবং এক মূহুর্তের জন্য আতঙ্কে অসাড় হয়ে গেল। এমনকি যদিও ঘরের ভেতর শারীরীকভাবে বিপজ্জনক কোনে কিছু হাজির নেই, ও জানে ও কিসের ভয় করছে। কারণ অন্য কেউ, ওর পুরোনো বস জার্নে মোলার, বিষয়টা ওর কাছে একবার স্পষ্ট করেছিল। ও নিজের মানবতাকেই ভয় পায়।

সাবধানে, সেখানে শোয়া শরীরটার ওপর থেকে লেপটা টেনে সরাল। জোনাস শুয়ে আছে। অন্ধকারে তাকে সত্যিই মনে হচ্ছে ঘুমাচ্ছে। ওর

BanglaBook.org

চোখজোড়া ছাড়া। চোখ দুটো খোলা এবং ছাদের দিকে তাকানো। তার বাহুতে একটা প্লাস্টার খেয়াল করল। তার ত্বক যখন উত্তপ্ত অনুভূত হল তখন ও চমকে উঠল। ওর কানে একটা গরম হাওয়া লাগল। এবং একটা নিদ্রাতুর কণ্ঠস্বরের বিড়বিড় আওয়াজ শুনল: 'মা?'

হ্যারি ওর নিজের প্রতিক্রিয়ার জন্য একেবারেই অপ্রস্তুত ছিল। সম্ভবত এর কারণ, ও ওলেগের কথা ভাবছিল। অথবা সম্ভবত এই কারণ, ও নিজের কথাই ভাবছিল– যখন ও বালক হিসেবে একবার জেগে উঠেছে, ভাবছে মা এখনো বেঁচে আছে, এবং ওপসাল-এ বাবা-মা'র রুম খুঁজে দেখছে এবং ডাবল বেডটার সিঙ্গেল লেপের একপাশটা সরানো দেখতে পেয়েছে।

হ্যারি নিজের চোখে আচমকা জলের চাপ আটকাতে পারল না, ওর সামনে জোনাসের মুখটা ঝাপসা হওয়ার আগ পর্যন্ত চোখে জল উপচে উঠল এবং ওর গাল বেয়ে জল গড়িয়ে তপ্ত রেখা তৈরি করে ওর মুখের কোণে এসে নামল। নিজের চোখের জলের লবণাক্ত স্বাদে সম্বিত ফিরে পেল হ্যারি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চতুর্থ অধ্যায়

২০

দিন ১৭।

রোদচশমা।

কাস্টডি ব্লকের ২৩ নম্বর সেলের তালাটা হ্যারি যখন খুলছে তখন সকাল সাতটা বাজে। কারাগারের বিছানায় আপদমস্তক পোশাক পড়ে বসে শূন্য চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে বেকার। ডিউটি রুম থেকে সঙ্গে করে আনা চেয়ারটা রাতের বেলায় আসা অতিথি এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টারে রিমান্ডে আনা কয়েদিদের জন্য বরাদ্দ পাঁচ বর্গমিটার জায়গার মাঝে রাখল হ্যারি। চেয়ারের দু'পাশে দু'পা রেখে বসে ও ক্যামেল সিগারেটের ভাঁজ পড়া প্যাকেটটা বেকারের দিকে বাড়িয়ে একটা সিগারেট অফার করল।

'এখানে ধূমপান করা আইনসিদ্ধ নয়, তাই না?' বেকার বলল।

'এখানে বসে বসে যদি আমি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের প্রতীক্ষা করতাম,' হ্যারি বলল, 'আমার মনে হয়, তাহলে আমি ধূমপান করার ঝুঁকিটা নিতাম।'

বেকার কেবলই স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

'কাম অন,' হ্যারি বলল। 'তুমি আড়ালে সিগারেটা খাওয়ার জায়গা খুঁজে পাবে না।'

অধ্যাপক নির্বোধভাবে হাসল এবং হ্যারির টুসকি মেড়ে ছুঁড়ে দেওয়া সিগারেটটা নিল।

'জোনাস ভালো আছে, পরিস্থিতির অনুকূলে,' লাইটার নিয়ে বলল হ্যারি। 'আমি বেভিকসেনস-এর সঙ্গে কথা বলেছি, তারা জোনাসকে তাদের সঙ্গে কয়েকদিন রাখতে রাজি হয়েছে। সামাজিক সেবা নিয়ে একটু তর্ক করতে হয়েছে, তবে তারা রাজি হয়েছে। আর সংবাদপত্রের কাছে তোমার গ্রেপ্তারের খবর এখনো বলিনি আমরা।'

'কেন বলনি?' বেকার বলল, লাইটারের আগুনের ওপর দিয়ে সতর্কতার সঙ্গে শ্বাস টানল।

BanglaBook.org

'সে কথায় আমি আসছি। তবে আমি নিশ্চিত, তুমি বুঝতে পারছ যে যদি তুমি সহযোগিতা না কর আমি খবরটা আটকে রাখতে পারবো না।'

'আহা, তুমি ভালো পুলিশ। আর গতকাল যে আমাকে প্রশ্ন করেছিল সে খারাপ পুলিশ, ঠিক?'

'ঠিক, বেকার, আমি ভালো পুলিশ। আর আমি তোমাকে অব দ্যা রেকর্ডে কিছু প্রশ্ন করব। যা-ই বলনা কেন তুমি সেটা তোমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে না বা ব্যবহার করা যাবে না। তুমি কি এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে আছো?'

কাঁধ ঝাঁকাল বেকার।

'এস্পেন লেস্পভিক, যে পুলিশটা গতকাল তোমার সাক্ষাৎকার নিয়েছে, মনে করে তুমি মিথ্যে বলছ,' হ্যারি বলল, ছাদের দিকে সিগারেটের নীলাভ ধোঁয়া ছুঁড়ল।

'কোন বিষয়ে?'

'যখন তুমি বলেছ, তুমি গ্যারাজে ক্যামিলা লুসিয়াসের সঙ্গে কেবল কথা বলে চলে এসেছ।'

'এটা সত্য কথা। সে কী মনে করে?'

'গত রাতে সে তোমাকে যা বলেছে। বলেছে যে, তুমি মহিলাটাকে অপহরণ করেছ, খুন করেছ এবং লুকিয়ে রেখেছ।'

'সেটা শুধুই পাগলামি!' বেকার ফুঁসে উঠল। 'আমরা ছজন কথা বলেছি, এ পর্যন্তই, এবং সেটাই সত্য!'

'তোমরা কী নিয়ে কথা বলেছ সেটা আমাদেরকে বলতে চাচ্ছ না কেন?'

'এটা ব্যক্তিগত বিষয়। তোমাদেরকে বলেছি আমি।'

'এবং তুমি স্বীকার করেছ যে, যেদিন ইডার ভেটলেসেনকে মৃত পাওয়া যায় সেদিন তাকে তুমি ফোন করেছ, কিন্তু সে কথাকেও তুমি ব্যক্তিগত বিষয় বলে উল্লেখ করেছ, ঠিক বলতে পেরেছি?'

বেকার চারদিকটা এমনভাবে খুঁজল যেন সে ভাবছে, এখানে কোথাও একটা ছাইদানি থাকা উচিত ছিল। 'শোনো, আমি বেআইনি কিছু করিনি, তবে আমার আইনজীবী হাজির হওয়া ছাড়া আমি আর কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে চাই না। আর আমার আইনজীবী আসতে আরও দেরি আছে।'

'গত রাতে তোমাকে আমরা একজন আইনজীবী দিতে চেয়েছিলাম যে তৎক্ষণাত আসতে পারত।'

'আমি একজন সৎ আইনজীবী চাই, তাদের একজন নয়...যে স্থানীয় সরকারের চাকুরে। এতে কি তুমি অনেক সময় পাচ্ছ না আমাকে বলার জন্য

BanglaBook.org

যে, কেন তোমরা মনে করছ, লুসিয়াসের এই স্ত্রীকে কিছু একটা করেছি আমি?'

তার ভাষাশৈলী শুনে হ্যারি হতচকিত হয়ে গেল। অথবা, ঠিক করে বললে, ক্যামিলার পরিচয় উল্লেখ করার ধরন। লুসিয়াসের এই স্ত্রী।

'যদি সে নিখোঁজই হয়ে থাকে, তোমাদের উচিত এরিক লুসিয়াসকে গ্রেপ্তার করা,' বলে যাচ্ছে বেকার। 'এটা কি সবসময় স্বামীটাই নয় যে এ কাজ করে থাকে?'

'হ্যাঁ, তাই,' হ্যারি বলল। 'কিন্তু লোকটার একটা অজুহাত আছে; তার স্ত্রী অদৃশ্য হওয়ার সময় সে কাজে ছিল। যে কারণে এখানে তুমি বসে আছো সেটা হচ্ছে, আমরা মনে করি, তুমি হচ্ছ তুষারমানব।'

বেকারের চোয়াল অর্ধেকটা ঝুলে গেল এবং চোখ মিটমিট করে তাকাল, গত রাতে হফসভিয়েনের লিভিংরুমে যেমনটা করেছিল। তার আঙুলের ফাঁক থেকে পাঁক খেয়ে বেরোনো ধোঁয়ার দিকে ইঙ্গিত করল হ্যারি। 'কিছুটা ধোঁয়া তোমার ভেতরে নিতে হবে যাতেকরে আমাদের অ্যালার্ম বাজাতে না হয়।'

'তুষারমানব?' বোকার মতো বলল বেকার। 'সে তো ভেটলেসেন, তাই না?'

'না,' হ্যারি বলল। 'আমরা জানি, সে নয়।'

কাশির মতো শব্দ তুলে হাসার আগে দু'বার চোখ মিটমিট করল বেকার। 'তো এ কারণেই তোমরা পত্রিকার কাছে কিছু ফাঁস করনি। তাদের এটা নিশ্চয় খুঁজে পাওয়া উচিত নয় যে, তোমরা একটা তালগোল পাকিয়েছ। আর এই সময়ের মধ্যে তোমরা সঠিক লোকটাকে খোঁজার জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠেছ। অথবা সম্ভাব্য সঠিক ব্যক্তি।'

'ঠিক,' নিজের সিগারেটে টান দিয়ে বলল হ্যারি। 'আর এই মুহূর্তে সে হচ্ছে তুমি।'

'এই মুহূর্তে? আমি ভেবেছিলাম তোমার ভূমিকা হচ্ছে আমাকে বোঝানো যে তুমি সব জানো, যাতে আমি অবিলম্বে স্বীকার করি।'

'কিন্তু আমি সব জানি না,' হ্যারি বলল।

বেকার একটা চোখ কোচকালো। 'এটা কি একটা কৌশল?'

কাঁধ ঝাঁকাল হ্যারি। 'এটা কেবলই সহজাত এক প্রবৃত্তি। আমাকে তোমার যুক্তি দিয়ে বিশ্বাস করানো দরকার যে, তুমি নিষ্পাপ। ছোট্ট সাক্ষাৎকারটা পুনরায় এই ধারণা তৈরি করেছে যে, তুমি এমন লোক যার অনেক কিছু লুকাবার আছে।'

BanglaBook.org

'আমার লুকানোর কিছুই নেই। আমি বোঝাতে চাচ্ছি, আমার লুকানোর কিছুই নেই। আর আমি যদি কোনো ভুলই না করে থাকি তবে তোমাকে কেন আমার কিছু বলা উচিত সেটা আমি বুঝছি না।'

'আমার কথা সতর্কভাবে শোনো, বেকার। আমি মনে করি না তুমিই তুষারমানব অথবা তুমি ক্যামিলা লুসিয়াসকে হত্যা করেছ। আর আমি মনে করি, তুমি বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন, চিন্তাশীল লোক। সেই ধরনের লোক যে এটা উপলব্ধি করতে পারে যে, যদি তুমি এখানে এবং এখন আমার কাছে তোমার ব্যক্তিগত বিষয়টা প্রকাশ কর তবে এটার চেয়ে তোমার কম ক্ষতি করবে যে, আগামীকাল পত্রিকায় এটা পড়া যে, নরওয়ের সবচেয়ে কুখ্যাত সন্দেহভাজন খুনি হিসেবে অধ্যাপক বেকার গ্রেপ্তার হয়েছেন। কারণ তুমি জানো যে এমনকি যদি তুমি খুনী নাও হও এবং আগামীকালের পর মুক্তি পাও, তোমার নাম চিরকাল এই শিরোনামের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। এবং তোমার ছেলেরও।'

হ্যারি খেয়াল করল বেকারের কণ্ঠমণি তার লোমশ গলায় কয়েকবার উঠল এবং নামল। দেখল, তার মস্তিষ্ক যৌক্তিক উপসংহারে পৌঁছাচ্ছে। সাধারণ উপসংহার। এবং তারপর যে কথাটা বলল, এমন নিদারুণ কষ্টকর স্বরে বেরোল যে হ্যারি প্রথমে ভেবেছিল সিগারেটে অনভ্যস্ততার কারণে এমন হচ্ছে।

'বির্তে, আমার স্ত্রী, একটা বেশ্যা।'

'অ্যা?' হ্যারি নিজের বিস্ময় লুকানোর চেষ্টা করল।

বেকার তার সিগারেট মেঝের ওপর ফেলে দিল, সামনে ঝুঁকে পেছনের পকেট থেকে একটা কালো নোটবুক বের করল। 'সে নিখোঁজ হওয়ার পরদিন এটা পেয়েছি আমি। এটা তার ডেস্কের ড্রয়ারে ছিল, এমনকি আড়াল করেও রাখা হয়নি। প্রথম নজরে এটাকে একদম নির্দোষ মনে হয়। তার নিয়মিত যাওয়ার কিছু স্থান আর টেলিফোন নাম্বার টোকা। এটা কেবল তখন ঘটল যখন আমি নাম্বারগুলো ডিরেক্টরি ইনকোয়ারিসে চেক করেছি, সেগুলোর অস্তিত্ব নেই। সেগুলো হচ্ছে কোড। তবে আমার আশঙ্কা, আমার স্ত্রী কোড লেখায় খুব সিদ্ধহস্ত নয়। সবগুলো কোড ভাঙতে আমার একদিনেরও কম সময় লেগেছে।'

BanglaBook.org

এরিক লুসিয়াস রিড অ্যান্ড ফ্লিটের মালিক এবং প্রতিষ্ঠানটা সে-ই চালায়। এটা একটা আসবাবপত্র স্থানান্তরের কোম্পানি। মানসম্মত দামের লোভনীয় মার্কেট, আগ্রাসী মার্কেটিং, সস্তা বিদেশী শ্রম এবং সেই চুক্তি যে চুক্তিতে গাড়িগুলো মাল বোঝাই করবার সঙ্গে সঙ্গেই, নির্দীষ্ট গন্তব্যে সেটা পৌঁছার আগেই, নগদ

পেমেন্ট দাবি করে তার চেয়ে একটু অন্যভাবে তার কোম্পানি যথার্থ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে কখনোই কোনো খদ্দেরের কাছে কোনো অর্থ খোয়ায়নি। কারণ, অন্য জিনিশের মাঝে ছোট্ট ছাপা কাগজটা বলছে যে, যে কোনো ক্ষয়ক্ষতি অথবা চুরির অভিযোগ দু'দিনের মধ্যে জানাতে হবে, বাস্তবে যেটার অর্থ ৯০ ভাগ যৌক্তিক অভিযোগই দেরিতে আসে এবং সেসব অভিযোগ বাতিল হয়ে যায়। বাকি ১০ ভাগ অভিযোগ সময়মতো এলেও সেগুলো নিষ্পত্তি করার জন্য এরিক লুসিয়াস এমন রুটিন তৈরি করে বা এত ধীর গতিতে কাজ করে যে, এমনকি যারা প্লাজমা টিভি হারায় বা স্থানান্তরের সময় যাদের পিয়ানো ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারাও শেষে হাল ছেড়ে দেয়।

রিড অ্যান্ড ফ্লিটের সাবেক মালিকের সঙ্গে এরিক লুসিয়াস কাজ শুরু করে তরুণ বয়সে। মালিকটা ছিল এরিকের বাবার এক বন্ধু, এবং তার বাবা সেখানে তাকে একটা কাজ জুটিয়ে দেয়।

'ছেলেটা এত চঞ্চল যে স্কুলে যেতে চায় না আর এত করিতকর্মা যে অসুদপায়ে জীবন যাপন করতে পারবে না,' এরিকের বাবা বলেছিল। 'ওকে কি তুমি নিতে পারো?'

এরিক তার আকর্ষণীয় ক্ষমতা, দক্ষতা এবং নির্মমতা দিয়ে নিজেকে দ্রুতই কমিশনভিত্তিক বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে বিশিষ্ট করে তুলল। সে তার মায়ের বাদামি চোখ এবং বাবার পুরু কোকড়ানো কালো চুল পেয়েছে। ওর শরীর অ্যাথলেটিক ধাঁচের। বিশেষকরে নারীরা অন্য স্থানান্তর ফার্মের কাছ থেকে দর সংগ্রহ করতে চাইত না, তারা স্পটেই স্বাক্ষর করত। সংখ্যা আর ছল-চাতুরিতে সে ছিল চটপটে ও দক্ষ। কদাচিত ক্ষেত্রে কোম্পানিকে বড় কাজের জন্য দর হাঁকতে বললে, সে দাম দেখাতো কম করে আর ক্ষতি অথবা নষ্ট হওয়ার জন্য অনেক চড়া দাম দেখাতো। পাঁচ বছর পর ফার্মটা বিপুল লাভ করে এবং এরিক ব্যবসার অনেক ক্ষেত্রে মালিকের ডান হাতে পরিণত হয়। যাইহোক, ঠিক বড়দিনের আগে তুলনামূলক একটা সহজ স্থানান্তরের কাজে– বসের অফিসের পাশে এরিকের নতুন অফিসের দ্বিতীয় তলায় একটা টেবিল নিয়ে যাওয়া– মালিক হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয় এবং মারা যায়। পরের কয়েকদিন সে যতটা পারে মালিকের বউকে স্বান্তনা দিয়েছে। এবং সে এ কাজ ভালোই পারত। যেটাকে এরিক 'কম লোভনীয় মার্কেটে উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন এবং লাভে না থাকা ছোট্ট ব্যবসা' হিসেবে দেখিয়েছিল, শেষকৃত্যের এক সপ্তাহ পর তারা সেটার জন্য প্রায় প্রতীকী অংকের অর্থ হাতবদলে রাজি হল। তবে, এরিক ঘোষণা করল, মহিলার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, তার স্বামীর জীবনের

BanglaBook.org

কাজকে কাউকে না কাউকে চালিয়ে নিতে হবে। যখন সে এ কথা বলল তখন তার বাদামি চোখে অশ্রু চিকচিক করল। মহিলাটা তার ওপর একটা কাঁপা কাঁপা হাত রেখে বলল, ব্যক্তিগতভাবে এরিকের উচিত তার কাছে গিয়ে তাকে অবহিত করা। এইভাবে রিড অ্যান্ড ফিটের মালিক বনে গেল লুসিয়াস। এরপর প্রথম যে কাজটা সে করল সেটা হচ্ছে– সব অভিযোগের চিঠি ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দিল। সে চুক্তিগুলো নতুন করে লিখল। অসলোর সম্পদশালী এলাকা ওয়েস্ট এন্ডের, যেখানকার বাসিন্দারা অনেক ঘনঘন বাসা বদলায় এবং অনেক বেশি মূল্য-সংবেদনশীল, সব বাড়িতে সার্কুলার পাঠাল।

ত্রিশ বছর বয়সে দুটো বিএমডব্লিউ, ক্যানেস-এর উত্তরে একটা গ্রীষ্মকালীন বাসা এবং ভিয়েতার কোনো এক জায়গায় পাঁচশ' বর্গমিটারের ডিটাচড বাড়ি কেনার জন্য এরিক লুসিয়াসের যথেষ্ট টাকা ছিল। সংক্ষেপে, সে ক্যামিলা স্যানডেনকে চালাতে পারে।

ক্যামিলা ওয়েস্ট এন্ডে এসেছে ব্রোমেনহোম-এর দেউলিয়া হওয়া এক পোশাকি অভিজাত পরিবার থেকে। একজন শ্রমিকের ছেলের পক্ষে ওয়েস্ট এন্ড তেমন বিপরীতধর্মী এক এলাকা, এখন যেমনটা সে ভিয়েতায় তার সেলারের উঁচু দেরাজে ফরাসি ওয়াইন গাদা করে রেখেছে। তবে ও যখন ক্যামিলাদের বিশাল বাসাটাতে ঢুকল এবং যেসব জিনিশ সরাতে হবে সেসব দেখল, তখন ও আবিষ্কার করল যে কী এখনো ওর নেই এবং সেই কারণে থাকতে হবে: শ্রেণি, স্টাইল, অতীত ঐতিহ্য এবং এমন এক সহজাত শ্রেষ্ঠত্ব যে নম্রতা এবং হাসি সেটাকে কেবল আরও জোরদারই করবে। আর এর সবই প্রতিভাত হয়েছে মেয়েটার মধ্যে, ক্যামিলা, যে কিনা বিশাল এক রোদচশমা চোখে দিয়ে ব্যালকনিতে বসে অসলোর সমুদ্রের খাঁড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। রোদচশমাটা, এরিক যতটা জানে, স্থানীয় পেট্রল স্টেশন থেকেই কেনা যেত। তবে মেয়েটার চোখে যে রোদচশমা আছে সেটা গুচ্চি, ডলস অ্যান্ড গাব্বানা অথবা অন্য যে ব্র্যান্ডের নামেই ডাকা হোক তার একটা হবে।

এখন সে অন্য ব্র্যান্ডগুলোর নাম জানে।

বিক্রির জন্য রাখা দুটো পেইন্টিং বাদে তাদের সব জিনিশ কম ফ্যাশেনবল ঠিকানার ছোট্ট এক বাড়িতে স্থানান্তর করল এরিক। সেসব জিনিশ থেকে সে যা যা চুরি করেছিল তার কোনটা সম্পর্কেই কখনোই খোয়া যাওয়ার রিপোর্ট পায়নি। এমনকি তখনও না যখন ক্যামিলা লুসিয়াস নীরব সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকা বহুতল ভবনের পাশে বিয়ের কনের সাজে ভিয়েতা চার্চের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। মেয়েটার বাবা-মা'র বিষাদমাখা মুখ দেখে মনে হচ্ছিল যে, তারা

BanglaBook.org

তাদের মেয়ের পছন্দকে অনুমোদন দেয়িনি। সম্ভবত এ কারণে যে তারা দেখেছেন যে, এরিক আর ক্যামিলা একজন আরেকজনের এমনভাবে পরিপূরক হচ্ছে: এরিকের রুচির ঘাটতি রয়েছে এবং ক্যামিলার ঘাটতি আছে টাকার।

ক্যামিলাকে রাজকুমারির মতো দেখত এরিক, এবং ক্যামিলাও তাকে সেভাবেই দেখতে দিয়েছে। এরিক তাকে তা-ই দিয়েছে যা যা সে চেয়েছে, শোবার ঘরে তাকে শান্তিতে রেখেছে, যখনই ক্যামিলা চেয়েছে এবং তার চেয়ে বেশি দাবিও করেনি। সময় সময় ক্যামিলা বিস্মিত হয়েছে যে, এরিক সত্যিই তাকে ভালোবাসে কিনা, এবং সে ধীরে ধীরে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, উদ্যোমি অসলো ইস্ট ছেলেটার প্রতি গভীর অনুরক্ত হয়ে পড়েছে।

এরিকের দিক থেকে সে ছিল অত্যন্ত সুখী। শুরু থেকেই সে জানত যে, ক্যামিলা রক্ত-গরম টাইপের মেয়ে নয়। বস্তুত, একারণেই এরিক যেসব মেয়েদের সঙ্গে মিশতে অভ্যস্ত তাদের তুলনায় তার চোখে ক্যামিলার স্থান অনেক উচ্চে। সে তার শারীরীক চাহিদা মেটাত ঘনিষ্ঠ কাস্টমারদের মাধ্যমে। এরিক এই উপসংহারে পৌঁছেছিল যে, স্থানান্তরের স্বভাবের মধ্যে কিছু একটা আছে যেটা লোকজনকে আবেগী করে, মর্মপীড়া দেয় এবং নতুন অভিজ্ঞতার দরজা খুলে দেয়। যে কোনো মূল্যে, সে একাকী নারীদের, তালাকপ্রাপ্ত মহিলা, অবিবাহিত পুরুষের সঙ্গে থাকা নারী এবং বিবাহিত নারীদের সঙ্গে ডাইনিং টেবিলের ওপর, সিঁড়ির মাঝে, প্লাস্টিক মোড়ানো মাদুরের ওপর এবং সদ্য ধোঁয়া কাঠের পাটাতনের ওপর টেইপ-মোড়া কার্ডবোর্ড বাক্সের মাঝে এবং শূন্য দেয়ালে ওঠা প্রতিধ্বনির মাঝে সেক্স করেছে। সেক্স করতে করতে সে ভেবেছে যে, ক্যামিলাকে পরের বার কী কিনে দেবে।

এ আয়োজনের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, স্বাভাবিকভাবেই এসব নারীদেরকে ও আর কখনোই দেখত না। নারীরা স্থানান্তরিত হবে এবং চোখের আড়ালে চলে যাবে। এবং তারা তা-ই করত। কেবল একজন ছাড়া।

বির্তে ওলসেন কালো চুলের মিষ্টি এক মেয়ে। তার শরীরটা *পেন্টহাউস* ম্যাগাজিনের যৌনাবেদনময়ীদের মতো। বয়সে সে ছিল এরিকের চেয়ে অনেক ছোট। আর উচ্চগ্রামের কণ্ঠস্বর এবং ভাষার কারণে মেয়েটাকে আরও বেশি কমবয়সী মনে হতো। সে ছিল দু'মাসের গর্ভবতী। এরিকের শহর ভিয়েতা থেকে সে তার হবু সন্তানের বাবার সঙ্গে হফসভিয়েনে যাচ্ছিল। যাকে সে বিয়ে করতে যাচ্ছে সেই লোকটা ওয়েস্ট এন্ড-এর। সেটা ছিল তেমন স্থানান্তর যেটাকে এরিক লুসিয়াস চিহ্নিত করতে পেরেছিল। এবং– স্ট্রাইপড রুমের মাঝে মসৃণ হেলান দেওয়া চেয়ারে বসে মেয়েটার সঙ্গে সঙ্গম করে এরিক

BanglaBook.org

বুঝল– ও যৌনতা ছাড়া থাকতে পারবে না।

সংক্ষেপে, নিজের সঙ্গে মেলে এমন মেয়ের সাক্ষাৎ পেয়েছে এরিক লুসিয়াস।

হ্যাঁ, বাস্তবিক, কারণ ও মেয়েটা সম্পর্কে ভেবেছিল একজন পুরুষ হিসেবে, যেটা ও বোঝেনি সেটা হচ্ছে মেয়েটা তার কাছ থেকে ভিন্ন কোনো কিছু চেয়েছিল: অন্য লোকের মগজ ভাজা ভাজা করতে। এবং যেভাবে তারা কেবল সেক্স করেছে। যে কোনো মূল্যে তারা খালি অ্যাপার্টমেন্টে মিলিত হতে শুরু করল, বাইরে যেতে লাগল, মাসে অন্তত একবার এবং স্পষ্টত সবসময়ই ধরা পড়ার ঝুঁকি ছিল। তারা ছিল দ্রুত, দক্ষ এবং তাদের আচার-প্রথা ছিল নির্দীষ্ট এবং বৈচিত্র্যহীন। তা সত্ত্বেও, এরিক লুসিয়াস এসব গোপন মিলনের জন্য বড়দিনের এক শিশুর মতো উদগ্রীব হয়ে থাকত– সেটা, অকপটতার সঙ্গে, এক সরল আনন্দ। যে আনন্দ এই নিশ্চয়তার মাধ্যমে কেবলই বাড়ে যে, সবকিছু একইরকম হবে, তাদের প্রত্যাশা পরিপূর্ণ হবে। তারা একদম একরমক জীবন যাপন করত। বাস্তবতা ছিল একইরকম এবং সেটাকে মনে হতো এরিকের জন্য ততটাই যথাযোগ্য যতটা ছিল বির্তের জন্য। এবং তারা কয়েকটা দীর্ঘ ছুটিতে মিলিত হতে থাকল। শুধুমাত্র বির্তের সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় তাদের মিলনে ছেদ ঘটেছে। সৌভাগ্যক্রমে সন্তানটা হয়েছে সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে। নিষ্পাপ এক যৌন রোগও হয়েছে, যেটার উৎস এরিক না চিহ্নিত করতে পেরেছে না সেই চেষ্টা সে করেছে। আর এখন দশ বছর পেরিয়ে গেছে, এবং এরিক লুসিয়াসের সামনে, তরশোভ-এর আধা খালি একটা ফ্ল্যাটের কার্ডবোর্ড বক্সের ওপর বসে, মাথা কামানো লম্বা একজন লোক ঘ্যাসঘ্যসে কণ্ঠে জিজ্ঞেশ করছে যে, সে বির্তে বেকারকে চিনত কিনা।

ঢোক গিলল এরিক লুসিয়াস।

লোকটা নিজেকে হ্যারি হোল বলে পরিচয় দিল, ক্রাইম স্কোয়াডের একজন ইন্সপেক্টর। তবে লোকটাকে যে কোনো এক ইন্সপেক্টরের চেয়ে তার মালামাল সরানোর লোকদের একজনের মতো দেখায়। ক্যামিলা নিখোঁজ হওয়ার পর মিসিং পার্সন্স ইউনিটের পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছে এরিক। অবশ্য, যখন এই পুলিশটা তার আইডি কার্ড দেখাল, এরিক প্রথমে ভেবেছিল যে, লোকটা ক্যামিলার খবর নিয়ে এসেছে। এবং– তার সামনে বসা অফিসারটি যেহেতু তাকে ফোন না করেই তাকে এখানে খুঁজে পেয়েছে– তার আশঙ্কা হল যে খবর খারাপ। সেই মোতাবেক, সে তার মালামাল সরানোর কর্মীদেরকে বাইরে পাঠিয়েছে এবং ইন্সপেক্টরকে বসতে বলেছে। যেটা এখন এরিকের সামনে

BanglaBook.org

হাজির হবে সেটার জন্য সে সিগারেট হাতে নিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করল।

'চেনেন?' বলল ইন্সপেক্টর।

'বির্তে বেকার?' পুনরাবৃত্তি করল এরিক লুসিয়াস, সে তার সিগারেট জ্বালতে চেষ্টা করল এবং দ্রুত চিন্তা করল। কোনোটাই করতে পারল না সে। যীশু, সে এমনকি ধীরেও চিন্তা করতে পারছে না।

'আপনি যে নিজেকে প্রস্তুত করছেন সেটার তারিফ করি,' নিজের সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে বলল ইন্সপেক্টর। 'সময় নিন।'

এরিক দেখল, ইন্সপেক্টর একটা ক্যামেল সিগারেট ধরাল এবং তার দিকে লাইটারটা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সামনের দিকে ঝুঁকল।

'থ্যাঙ্কস,' বিড়বিড় করে বলল এরিক। সে সিগারেটে এত জোরে টান দিল যে পটপট করে তামাক পোড়ার আওয়াজ হল। তার ফুসফুস ধোয়ায় ভরে গেল, যেনবা তার রক্তস্রোতে নিকোটিন পুশ করা হয়েছে, সব প্রতিবন্ধকতা পরিষ্কার করছে। সে সবসময়ই ভেবেছে, এটা আগে বা পরে ঘটবেই। ভেবেছে যে, পুলিশ কোনো না কোনোভাবে তার এবং বির্তের মধ্যে একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করবে এবং জিজ্ঞাশাবাদ করতে আসবে। তবে সে সময় এরিক কেবল এটা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল যে, ক্যামিলার কাছে এটা লুকাবে কী করে। এখন সবকিছুই ভিন্ন রকম। বস্তুত ঠিক এখন থেকে, কারণ এই মূহুর্তের আগ পর্যন্ত সে বুঝতে পারেনি যে পুলিশ এটা ভাবতে পারে যে, দুটো নিখোঁজের মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকতে পারে।

'বির্তের স্বামী, ফিলিপ বেকার, একটা নোট বই পেয়েছে যেটাতে বির্তে সহজে বোঝা যায় এমন কিছু কোড লিখে রেখেছে,' পুলিশটা বলল। 'সেখানে টেলিফোন নাম্বার, তারিখ এবং ছোটখাট ম্যাসেজ আছে। সেসব দেখে এমন সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, অন্য পুরুষদের সঙ্গে বির্তের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল।'

'পুরুষদের?' মুখ ফসকে বলল এরিক।

'যদি এটা কোনো স্বান্তনা হয়, বেকার মনে করে, আপনি তাদের একজন যার সঙ্গে বির্তে প্রায়ই সাক্ষাৎ করত। বহু বৈচিত্র্যময় ঠিকানায়, আমি সেটা বিশ্বাস করি,' হ্যারি যোগ করল।

এরিক, একটা নৌকায় ভেসে দিগন্তে জোয়ারের ঢেউ বাড়তে দেখছে, জবাব দিল না।

'সেখান থেকে বেকার আপনার ঠিকানা পেয়েছে। সে তার ছেলের খেলনা গান নিয়ে– দেখতে হুবহু গ্লক ২১-এর মতো– ভিয়েতায় গিয়ে আপনার বাসায়

BanglaBook.org

আসার জন্য অপেক্ষা করেছে। বেকার বলেছে, সে আপনার চোখে ভয় দেখতে চেয়েছে। আপনি কী জানেন সেটা আপনাকে ভয় দেখিয়ে বলাতে চেয়েছে, যাতেকরে সে আমাদেরকে আপনার নামটা জানাতে পারে। সে গ্যারেজের ভেতর গাড়িটা অনুসরণ করেছে, কিন্তু দেখা গেল আপনার স্ত্রী গাড়ি চালাচ্ছে।'

'এবং লোকটা... লোকটা...'

'আপনার স্ত্রীকে সব বলে দিয়েছে, হ্যাঁ।'

কার্ডবোর্ড বক্স থেকে উঠে হেঁটে হেঁটে জানালার কাছে গেল এরিক। ফ্ল্যাটটা থেকে তরশোভ পার্ক এবং সকালের অনুজ্জ্বল সূর্যোস্নাত অসলোকে দেখা যায়। দৃশ্য হিসেবে সে পুরোনো ভবনকে পছন্দ করে না। পুরোনো ভবনের অর্থ সিঁড়ি আর সিঁড়ি। দৃশ্য যত ভালো, সেখানে তত সিঁড়ি এবং অ্যাপার্টমেন্ট তত বিশিষ্ট, যেটার অর্থ গুরুতর, অনেক বেশি ব্যয়বহুল জিনিশ, মালপত্র নষ্ট হওয়ার জন্য উচ্চ খরচ এবং তার কর্মীদের বেশি দিন রোগে ভোগা। তবে এটাই হচ্ছে আসল উপায়। যখন তুমি কম রেট মেইনটেইন করে ঝুঁকি মোকাবিলা করতে পারবে তখন তুমি সবসময়ই মন্দতর কাজের জন্য প্রতিযোগিতাটা জিতবে। সময়ে সব ঝুঁকির জন্যই মূল্য পরিশোধ করতে হয়। এরিক একটা গভীর শ্বাস টানল এবং শুনতে পেল পুলিশটা কাঠের মেঝেতে পা টেনে টেনে হাঁটছে। এবং সে জানে। এই গোয়েন্দাটা কোনো বিলম্বের কৌশলে পরাস্ত হবে না। এটা মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সেই রিপোর্ট যেটাকে এরিক ময়লার ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলবে না। বির্তে ওলসেন, এখন বেকার, হতে যাচ্ছে তার প্রথম কাস্টমার যে তার অনেক ক্ষতি সাধন করবে

'তারপর সে আমাকে বলল, বির্তে বেকারের সঙ্গে তার দশ বছর ধরে অ্যাফেয়ার চলছিল, হ্যারি বলল। 'আর বলেছে যে, তারা যখন প্রথমবার দেখা করে এবং সেক্স করে, বির্তে তখন তার স্বামীর মাধ্যমে গর্ভবতী হয়ে থাকবে।'

'তুমি বালিকা নাকি বালক দ্বারা গর্ভবতী,' শুধরে দিল র‍্যাকেল, বালিশটা চাপড়ে নিচু করে নিল যাতেকরে হ্যারিকে সে ভালো করে দেখতে পায়। 'অথবা তার স্বামী দ্বারা

'উম,' হ্যারি বলল। নিজের বাহুর ওপর ভর দিয়ে উঠে র‍্যাকেলের ওপর দিয়ে শরীর বাড়িয়ে দিয়ে বেডসাইড টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা নিল। 'সময়ের আশি ভাগের বেশি নয়।'

'কী?'

BanglaBook.org

‘রেডিওতে তারা বলেছে যে, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার শিশুদের পনের থেকে বিশ ভাগেরই বাবা, তারা যাদেরকে বাবা মনে করে তাদের থেকে ভিন্ন কেউ।’ প্যাকেট ঝাঁকিয়ে একটা সিগারেট বের করল ও এবং অন্ধকারে নিচে ঝরে পড়া বিকেলের আলোয় ধরল সিগারেটটাকে ‘টানবে?’

কোনো কথা না বলে মাথা নাড়াল র‍্যাকেল। সে ধূমপান করে না, তবে এটা এমন কিছু যা তারা সবসময়ই সেক্স করার পর করে: একটা সিগারেট ভাগাভাগি করে। প্রথমবার র‍্যাকেল যখন ওর সিগারেটের স্বাদ নিতে চেয়েছিল, সে বলেছিল এটা এ কারণে যে, সে ওর মতো একইরকমভাবে অনুভব করতে চায়, ওর তত কাছে আসতে চায় যতটা সে পারে। সেসময় হ্যারি ওর দেখা সেসব মাদকসেবী মেয়েদের কথা ভেবেছিল যারা প্রথমবার একই বোকাটে কারণে সিগারেট খেতে চেয়েছিল এবং প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। তবে সে ওকে পীড়াপীড়ি করেছিল এবং পরিণতিতে এটা একটা আচারে পরিণত হয়েছে। তারা ধীরে ধীরে সেক্স করার পর, এটাকে দীর্ঘায়িত করে, সিগারেটটা হল তাদের যৌনতার বর্ধিত অংশ। অন্য সময়ে এটা এক যুদ্ধের পর আদিবাসীদের পাইপ টানার মতো।

‘তবে বির্তে যে সন্ধ্যায় নিখোঁজ হয়েছে সে সন্ধ্যা বেলা নিয়ে এরিকের একটা অজুহাত আছে,’ হ্যারি বলল। ‘ভিয়েতায় ছেলেদের এক পার্টিতে ছিল। পার্টিটা শুরু হয়েছে সন্ধ্যায় এবং চলেছে সারা রাত ধরে। অন্তত দশজন চাক্ষুস স্বাক্ষী, স্বীকারোক্তি অনুযায়ী পার্টির বেশিরভাগটাই নষ্ট হয়েছে, তবে কেউই সকাল ছয়টার আগে বাসায় যাওয়ার অনুমতি পায়নি।’

‘ভেটলেসেন যে তুষারমানব নয় এটা গোপন রাখা হয়েছে কেন?’

‘আশা করি, আসল তুষারমানব যতক্ষণ ভাবে যে, আমরা আসল খুনীকে পেয়েছি বলে ভাবি, ততক্ষণ সে শান্ত থাকবে এবং আর কোনো খুন করবে না। আর যদি সে মনে করে যে খুনির অনুসন্ধান শেষ হয়েছে তবে সে ততটা সতর্ক হবে না। এই সময়ের মধ্যে আমরা আমাদের সুবিধামতো আমাদের কাজ এগিয়ে নিতে পরিপূর্ণভাবে কাজ করতে পারব...

‘এ কথার মধ্যে কি আমি তোমাদের প্রকৃত চিন্তার বিপরীত মনোভাব খুঁজে পেলাম?’

‘হতে পারে,’ তাকে সিগারেট দিতে দিতে বলল হ্যারি।

‘তাহলে তোমরা সেটা পুরোপুরি বিশ্বাস করো না?’

‘আমি মনে করি, আমাদের উর্ধ্বতনদের অনেক কারণ রয়েছে বিষয়টা গোপন রাখার যে, ভেটলেসেন আমাদের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি নয়। চীফ

BanglaBook.org

সুপারিনটেনডেন্ট এবং হ্যাগেন সেই সময়ে প্রেস কনফারেন্স করেছে, যখন তারা কেইসটা নিষ্পত্তি করার জন্য নিজেদেরকে অভিনন্দিত করেছে...'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল র‍্যাকেল। 'এবং এখনো আমি প্রায়ই পুলিশ হেডকোয়ার্টারকে মিস করি।'

'উম।'

সিগারেটটা দেখল র‍্যাকেল। 'তুমি কি কখনো অবিশ্বস্ত হয়েছ, হ্যারি?'

'অবিশ্বস্ততাটা ব্যাখ্যা কর।'

'তোমার সঙ্গী ছাড়া আর কারও সঙ্গে সেক্স করা।'

'হ্যাঁ।'

'আমি বোঝাতে চাচ্ছি, যখন তুমি আমার সঙ্গে ছিলে।'

'তুমি জানো আমি পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য হতে পারি না।'

'ওকে, তাহলে পরিমিত।'

'না, কখনো না।'

'তো কী কারণে তুমি আমার সম্পর্কে ভাবলে? এখন এখানে এলে?'

'এটা কি কৌতুককর প্রশ্ন?'

'এটা আমি সিরায়সলি বলছি, হ্যারি।'

'জানি। আমি কেবল জানি না যে এটার জবাব দেব কিনা।'

'তাহলে তুমি সিগারেটের আর কোনো অংশ পাবে না।'

'উম। ঠিক আছে। আমি মনে করি, তুমি বিশ্বাস কর তুমি আমাকে চাও, কিন্তু তুমি ইচ্ছে করেই ম্যাথিয়াসকে তাকে চাও।'

কথাগুলো তাদের ওপর এমনভাবে ঝুলে রইল যেনবা সেগুলো অন্ধকারে মুদ্রিত হয়েছে।

'তুমি অনেক নিষ্ঠুর... নির্লিপ্ত,' ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল র‍্যাকেল, সিগারেটটা হ্যারির হাতে দিয়ে দু'হাত আড়াআড়ি করে রাখল সে।

'আমাদের সম্ভবত এটা নিয়ে কথা বলা উচিত নয়?' কাঁধ ঝাকাল হ্যারি।

'কিন্তু এটা নিয়ে আমার কথা বলতে হবে! তুমি দেখছ না? নইলে আমি পাগল হয়ে যাবো। মাই গড, আমি অলরেডি পাগল হয়ে গেছি, এখানে থেকে, এখন...' সে লেপটা তার চিবুক পর্যন্ত টানল।

হ্যারি ঘুরে তার ওপর চড়ে শুল। হ্যারি তাকে স্পর্শ করবার আগেই এরিমধ্যে সে চোখ বন্ধ করে ফেলেছে, মাথা পেছনে সরিয়ে নিয়েছে এবং তার ফাঁক হওয়া ঠোঁট থেকে শ্বাস-প্রশ্বাস বাড়ার শব্দ শুনল হ্যারি। এবং ও ভাবল: সে এটা করে কী করে? লজ্জা থেকে এক লহমায় যৌনতা পরিত্যাগ? সে কী করে এত... নির্লিপ্ত হতে পারে?

BanglaBook.org

'তুমি কি মনে কর...' তাকে চোখ খুলতে দেখে বিস্ময় নিয়ে এবং আদর করে হতাশ হয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে বলল ও, 'একটা খারাপ বিবেকে আমাদেরকে অসৎ করেছে? লজ্জার কারণে নয় বরং এই কারণেই আমরা অবিশ্বস্ত?'

সে দু'বার চোখ মিটমিট করল।

'সেটার মধ্যে কিছু আছে,' টেনেটেনে বলল সে। 'তবে এটাই সব নয়। এই সময়ে নয়।'

'এই সময়ে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাকে আমি একবার জিজ্ঞেশ করেছিলাম এবং সে সময় তুমি বলেছ–'

'মিথ্যে বলেছিলাম,' সে বলল। 'আগেও আমি অবিশ্বস্ত হয়েছি।'

'উম।'

'ওরা নীরবে শুয়ে রইল, দূরের পিলেস্ট্রেটেড-এর বিকেলের ব্যস্ত সময়ের শব্দ শুনছে। সে কাজ থেকে সোজা ওর কাছে এসেছে; র‍্যাকেল আর ওলেগের রুটিন ও জানে, এবং জানে তাকে শীঘ্রীই ফিরতে হবে।

'তুমি কি জানো আমি তোমার কী ঘৃণা করি?' ওর কানে একটা টোকা দিয়ে অবশেষে বলল সে। 'তুমি এত নিষ্ঠুর ধরনের গর্বিত এবং একগুঁয়ে মানুষ যে এমনকি তুমি জিজ্ঞেশও করতে পার না যদি অবিশ্বস্ততাটা তোমার সঙ্গে করে থাকি।'

'বেশ,' আধা-খাওয়া সিগারেটটা নিয়ে বলল হ্যারি। সে বিছানা থেকে লাফিয়ে নামলে তার উদোম শরীরটা দেখল আনন্দচিত্তে, 'আমি জানতে চাইব কেন?'

'বির্তের স্বামী ঠিক যে কারণে জানতে চেয়েছিল। মিথ্যেটা উদঘাটন করার জন্য। সত্যটাকে সামনে নিয়ে আসার জন্য।'

'তুমি কি মনে কর সত্যটা ফিলিপ বেকারকে কম অসুখী করবে?'

সে তার মাথার ওপর সোয়েটার টেনে নিল, একটা আঁটোসাটো মোটা উলে বোনা কালো সোয়েটার তার মোলায়েম ত্বকে চেপে বসল। এটা হ্যারির মধ্যে এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল যেনবা হ্যারি যদি কোনো কিছুকে ঈর্ষা করে, তাহলে এটা হচ্ছে সোয়েটার।

'তুমি কী জানো, মি. হোল? যার কাজ হচ্ছে নিরানন্দদায়ক সত্য উন্মোচন করা এমন লোকের পক্ষে তুমি নিশ্চিতভাবেই একটা মিথ্যেয় বাস করতে আনন্দ পাও।'

BanglaBook.org

'ওকে,' ছাইদানিতে সিগারেটটা ঠেসে ধরে হ্যারি বলল। 'তাহলে ঘটনাটা প্রকাশ কর।'

'মস্কোতে যখন আমি জডর-এর সঙ্গে ছিলাম তখন। দূতাবাসে আমি একজন নরওয়েজিয়ান সহ-দূতের সঙ্গে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। আমরা দ্রুতই প্রেমে পড়লাম।'

'আর?'

'সেও একটা রিলেশনশিপে ছিল। আমরা যখন আমাদের নিজের নিজের সঙ্গীদেরকে সঙ্গে সম্পর্ক চুকাতে প্রস্তুত তখন তার প্রেমিকা তাকে বলল যে সে অন্তঃসত্ত্বা। আর যেহেতু মোটের ওপর পুরুষের চলে যাওয়া প্রশ্নে আমার ভালো অভিজ্ঞতা আছে...' বুট জোড়া পড়ে সে তার ওপরের ঠোঁট চেপে ধরল। 'অবশ্যই আমি তেমন একজনকে পছন্দ করেছিলাম যে তার সম্পর্ক ত্যাগ করবে না। সে অসলোতে ফিরে যাওয়ার জন্য আবেদন করল, এবং আমরা পরস্পরকে আর দেখিনি। এবং জডর আর আমি বিয়ে করলাম।'

'আর তার পরই তুমি অন্তঃসত্ত্বা হলে?'

'হ্যাঁ।' সে তার কোটের বোতাম লাগিয়ে বিছানায় শোয়া হ্যারির দিকে তাকাল। 'সময়ে সময়ে আমি অবাক হই, তাকে ভোলার জন্য অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলাম কিনা। এবং ওলেগ কি অপ্রেমের ফসল নাকি প্রেমের দুর্বলতার ফসল। ওলেগকে কী মনে কর তুমি?'

'আমার কোনো ধারণা নেই,' হ্যারি বলল। 'আমি কেবল জানি, সে এক মহান ফসল।'

হ্যারির দিকে তাকিয়ে সে কৃতজ্ঞতাভরে হেসে ওর কপালে চুমু দেওয়ার জন্য সামনে ঝুঁকল। 'আমরা আর কখনোই পরস্পরকে দেখব না, হোল?'

'অবশ্যই না,' বিছানায় বসে বলল ও। দেয়ালের দিকে ও ততক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল যতক্ষণ না বাইরে র‍্যাকেলের ভারি দরজাটা লাগানোর শব্দ শুনল। তারপর ও রান্নাঘরে ঢুকল, ট্যাপ ছেড়ে ওপরের কাপবোর্ড থেকে একটা গ্লাস নিল। ও যখন পানি শীতল হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে তখন ওর নজর আটকাল ওলেগ আর আকাশী-নীল রঙা পোশাক পড়া র‍্যাকেলের ছবিযুক্ত ক্যালেন্ডারের ওপর। তারপর মেঝের ওপর নজর পড়ল। মেঝের ওপর ভেজা বুটের দুটো ছাপ। ছাপ দুটো নিশ্চয় র‍্যাকেলের বুটের।

কোট আর বুট পড়ে বাইরে বেরোনোর আগ মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়াল হ্যারি, ওয়ারড্রোবের ওপর থেকে অফিসের দেওয়া স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন রিভলবারটা নিয়ে কোটের পকেটে ঢোকাল।

BanglaBook.org

র‍্যাকেলের সঙ্গে সেক্সের রেশ এখনো ওর শরীরে একটা সুখ-কম্পন সৃষ্টি করছে, এক মৃদু উন্মাদনা। ও যখন রাস্তায় নামবার দরজার কাছে পৌঁছে গিয়েছে তখন একটা শব্দ, একটা মৃদু আওয়াজ, শুনল। ঘুরে দাঁড়িয়ে আঙিনাটার দিকে তাকাল। আঙিনাটা রাস্তার চেয়েও বেশ অন্ধকার। ও নিজের রাস্তায় যেতে চাচ্ছিল, এবং চলেই যেত। ছাপের কারণে চলে গেল না। মেঝের ওপরের বুটের ছাপ। তাই ও আঙিনায় গেল। ওর মাথার ওপরের জানালা গলে আসা হলুদ আলো প্রতিফলিত হচ্ছে সূর্যের আলো না পৌঁছানো তুষারের টুকরোর ওপর। এটা দাঁড়িয়ে আছে ভূগর্ভস্থ স্টোররুমের প্রবেশমুখের পাশে। একদিকে মাথা হেলানো একটা বাঁকা মানবমূর্তি, চোখে নুড়িপাথর এবং একটা পাথুরে দাঁত বের করে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। ইটের দেয়ালের মাঝে নীরব হাসি প্রতিধ্বনিত হয়ে মূর্ছা যাওয়ার মতো এক তীক্ষ্ণ শব্দে মিশে গেল। ভূগর্ভস্থ সিঁড়ির পাশে রাখা তুষার সরানোর বেলচা ধরে সেটাকে ভয়ানক উন্মত্ততায় দুলিয়ে ও নিজের হাসি চিনতে পারল। বেলচার তীক্ষ্ণ ধাতব প্রান্ত মাথার নিচে আঘাত হানল, শরীর থেকে সেটাকে উঠিয়ে ফেলল। দেয়ালের পাশে থাকা ভেজা তুষারে গিয়ে পড়ল মাথাটা। তার পরের দৃঢ় আঘাতে তুষারমানবের মস্তকহীন দেহটা দু'ভাগ হয়ে গেল এবং তৃতীয় আঘাতে তুষারমানবের বাকিটা আঙিনার মাঝের কালো রাস্তায় গিয়ে গড়াগড়ি খেল। সেখানে দাঁড়িয়ে শ্বাস টানার সময় পেছনে আরেকটা খুট করে শব্দ হতে শুনল হ্যারি। রিভলভারের ট্রিগার চাপবার মতো শব্দ। আলগোছে ও ঘুরে দাঁড়াল, বেলচা ফেলে দিয়ে কালো রিভলভারটা বের করল।

কাঠের বেড়ার কাছে, বুড়ো বার্চ গাছের নিচে, মুহাম্মাদ আর সালমা দাঁড়িয়ে আছে। তারা নীরবে তাদের বাচ্চাদের মতো ভীত ও বড় চোখের প্রতিবেশীর দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। তাদের হাতে শুকনো ডাল। ডালগুলোকে মনে হচ্ছে সেগুলো একটা তুষারমানবের সুন্দর হাত হতে পারত। সালমা আতঙ্কে ডাল ভেঙে ফেলেছে।

'আমাদের... তু-তুষারমানব,' মুহাম্মাদ তোতলাচ্ছে।

রিভলভারটা পকেটে ঢুকিয়ে হ্যারি চোখ বন্ধ করল। নিজেকে নিজেই গালি দিল, ঢোক গিলল এবং ওর মস্তিষ্ককে নির্দেশনা দিল, রিভলভারের বাট ছেড়ে দিল। তারপর আবার চোখ খুলল। সালমার বাদামি চোখের নিচে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

'আমি দুঃখিত,' ফিসফিস করে বলল ও। 'আমি তোমাদেরকে আরেকটা তুষারমানব বানাতে সাহায্য করব।'

BanglaBook.org

'আমি বাসায় যেতে চাই,' ভারি স্বরে ফিসফিস করে বলল সালমা।

মুহাম্মাদ তার ছোট বোনের হাত ধরে বাসায় নিয়ে চলল, হ্যারিকে এড়িয়ে পাশ কেটে গেল।

হ্যারি ওর হাতে রিভলভারের বাটের স্পর্শ অনুভব করল। টিক করে উঠল। ও ভাবল, ওটা রিভলভারের হ্যামার তোলার শব্দ। তবে ওর ধারণা ভুল, অবশ্যই; গুলি ছোঁড়ার এই পর্যায়টা শব্দহীন। তুমি যেটা শুনেছ সেটা হ্যামার ওঠার শব্দ, সেই গুলির শব্দ যে গুলি ছোঁড়া হয়নি, জীবিত থাকার শব্দ। ও অফিসের রিভলভারটা হাতে নিল আবার। এটাকে মাটির দিকে মুখ করে ট্রিগার চাপল। হ্যামারটা এখনো নড়ল না। কেবল যখন ও ট্রিগার এক-তৃতীয়াংশ পেছনে চাপল এবং ও ভাবছে যে, বন্দুকটা যে কোনো সময় গুলি করতে পারে, সেসময় হ্যামারটা উঠতে শুরু করল। ও ট্রিগারটা নামতে দিল। একটা ধাতব শব্দ তুলে হ্যামারটা তার অবস্থানে ফিরে গেল। এবং আবার ও শুনতে পেল শব্দটা। এবং বুঝল, যে কেউ ট্রিগারটা এত পেছনে চেপেছে যে হ্যামারটা গুলি ছোঁড়ার উদ্দেশেই তোলা হয়েছিল।

তৃতীয় তলার নিজের ফ্ল্যাটের জানালার দিকে তাকাল হ্যারি। অন্ধকার জানালা, ওর মনে একটা ভাবনা খেলে গেল: ও যখন সেখানে ছিল তখন ওদের অগোচরে কী হয়েছে সে সম্পর্কে ওর কোনো ধারণা নেই।

নিজের অফিসে হতোদ্যম হয়ে বসে এরিক লুসিয়াস একদৃষ্টে জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে এবং তন্ময় হয়ে ভাবছে। বির্তের বাদামি চোখের পেছনে কী কাজ করেছে সে সম্পর্কে সে কত কম জানত সেটা নিয়ে ভাবছে। সে সম্পর্কে ভাবছে যে, বির্তে নিখোঁজ হয়েছে এবং সম্ভবত মারা গেছে– এটার চেয়ে এই অনুভূতি কতটা খারাপ যে বির্তে অন্য পুরুষের সঙ্গে ছিল। এবং কামনা করছে, ক্যামিলা যেন এইভাবে মরার চেয়ে একজন খুনীর হাতে মরে। কিন্তু এরিক লুসিয়াস যে চিন্তাটা বেশি করছে সেটা হচ্ছে, সে নিশ্চয়ই ক্যামিলাকে ভালোবাসত। এবং এখনো বাসে। সে ক্যামিলার বাবা-মাকে ফোন করেছে, কিন্তু তারাও ক্যামিলার কোনো ফোন পায়নি। সম্ভবত সে তার অসলো ওয়েস্টের মেয়ে বন্ধুদের কোনো একজনের সঙ্গে আছে। সেসব বান্ধবীর কথা এরিক কেবল শুনে শুনে জেনেছে।

গ্রোরুদালেনের ওপর ধীরে ধীরে নেমে আসা বিকেলের দিকে তাকিয়ে আছে এরিক। আজ আর কিছু করবার নেই, তবে সে বাসায় যেতে চায় না, অনেক বড় এবং বেশ শূন্য বাসায়। এখন পর্যন্ত না। তার পেছনে কাপবোর্ডে এক ঝুড়ি নানান ধরনের স্পিরিট, মালামাল পরিবহনের সময় বিভিন্ন ড্রিঙ্কের কেবিনেট

BanglaBook.org

থেকে মেরে দেওয়া তথাকথিত ঘুষ প্রদানের তহবিল। কিন্তু কোনো মিক্সার নেই। সে তার কফি কাপে জিন ঢালল এবং ডেস্কের ওপর ফোনটা বেজে উঠবার আগে একটা চুমুক দিয়ে উঠতে পারল। ফোনের ওপর ভেসে ওঠা ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক কোডটা চিনতে পারল। অভিযোগের তালিকাভুক্ত নাম্বার নয়, কাজেই ফোনটা ধরল সে।

তার শ্বাসপ্রশ্বাস শুনেই, এমনকি সে একটা শব্দ বলবার আগেই, এরিক বুঝে ফেলল এ হচ্ছে তার বউ।

'কোথায় তুমি?' এরিক জিজ্ঞেশ করল।

'তোমার কী মনে হয়, কোথায়?' মনে হল, অনেক দূর থেকে আসছে ক্যামিলার কথা।

'আর কোত্থেকেইবা ফোন করেছ?'

'ক্যাসপার থেকে।'

সেটা হচ্ছে ওদের গ্রামের বাসা থেকে তিন কিলোমিটার দূরের একটা ক্যাফে।

'ক্যামিলা, পুলিশ তোমাকে খুঁজছে।'

'পুলিশ খুঁজছে?'

তার আওয়াজ এমন শোনাল যেন সে রৌদ্র-শয্যার ওপর তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আছে। ক্লান্ত, শুধু আগ্রহী হয়ে ওঠার ইঙ্গিত দিচ্ছে, ব্লোমেনহোমের ব্যালকনিতে সেই নম্র কিন্তু দূরবর্তী নির্লিপ্ততা যার জন্য এরিক অনেক বছর আগে তার প্রেমে পড়েছিল।

'আমি...' এরিক বলতে শুরু করল। কিন্তু থেমে গেল। ও কী বলতে পারে আসলে?

'আমার মনে হয়, আমাদের আইনজীবী তোমাকে ফোন করবার আগে আমারই ফোন করা উচিত,' ক্যামিলা বলল।

'*আমাদের* আইনজীবী?'

'আমাদের পরিবারের,' সে বলল। 'আমার মনে হয়, এ ধরনের বিষয়ের ক্ষেত্রে সে শ্রেষ্ঠদের একজন সে সোজাসুজি তালাকের বিষয়, সম্পত্তি এবং অর্থকড়ি নিয়ে কথা বলবে। আমরা বাড়িটা দাবি করব, আর আমরা এটা পাবোও, এমনকি যদিও আমি এ বিষয়টা একদমই গোপন করব না যে এটা আমি বিক্রি করে ফেলতে চাই।'

না বললেও চলে, এরিক ভাবল।

BanglaBook.org

'পাঁচ দিনের মধ্যে বাসায় আসব আমি। আমি মনে করি, ততদিনে তুমি চলে যাবে।'

'এতো শর্ট নোটিস,' এরিক বলল।

'তুমি এটা করতে পারো। আমি শুনেছি, রিড অ্যান্ড ফ্লিটের চেয়ে দ্রুত অথবা সস্তায় আর কেউই কাজ করতে পারে না।'

কথাগুলো ক্যামিলা এমন বিস্বাদের সঙ্গে উচ্চারণ করল যে এরিক কুচকে গেল। ইন্সপেক্টর হোলের সঙ্গে কথা বলার সময় যেমনভাবে কুচকে গিয়েছিল। সে এমন একটা কম্বল যেটা অনেক বেশি তাপমাত্রায় ধোঁয়া হয়েছে, সে ক্যামিলার পক্ষে অনেক ছোট্ট হয়ে গেছে, ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এবং একইরকম নিশ্চিতভাবে যেটা সে এখন জানে, এই মূহুর্তে, ক্যামিলাকে সে আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি ভালোবাসে, সে জানে যে সে ক্যামিলাকে অপরিবর্তনীয়ভাবে হারিয়ে ফেলেছে, জানে যে এর কোনো মীমাংসা নেই। আর ক্যামিলা যখন ফোন কেটে দিল তখন এরিক দেখতে পেল, ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরায় সূর্যাস্তে বসে ক্যামিলা একটা রোদচশমার ভেতর দিয়ে তির্যক চোখে তাকিয়ে আছে। রোদচশমাটা ক্যামিলা কিনেছিল বিশ ইউরো দিয়ে কিন্তু তার চোখে সেটাকে মনে হতো তিনশ' ক্রোনার মূল্যের গুচি অথবা ডলস অ্যান্ড গ্যাবানা অথবা... অন্য যেসব ব্র্যান্ডের নাম এরিক ভুলে গেছে সেগুলোর চেয়েও বেশি দামি।

হ্যারি গাড়ি চালিয়ে শহরের পশ্চিম পাশের হোলমেনকোলেন রিজের ওপর উঠল। স্পোর্টস সেন্টারে গাড়ি পার্ক করল, বিশাল জনমানবহীন গাড়ি পার্ক। হোলমেনকোলেনে হেঁটে হেঁটে উঠল। স্কি জাম্পের পাশে উপকূলের সীমানা ছাড়ানো উচ্চভূমিতে দাঁড়াল ও। সেখানে দু'জন অমৌসুমি পর্যটকের দেখা পেল। পর্যটকরা উঁকি দিয়ে স্কি জাম্পের নিচের জনশূন্য জায়গা, শীতে শুকিয়ে যাওয়া নিচের পুকুর এবং সমুদ্রের খাঁড়ির দিকে বিস্তৃত শহরটাকে দেখছে। একটা দৃশ্য পরিপেক্ষিত সম্পর্কে ধারণা দেয়। ওদের কাছে সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ নেই। তুষারমানবটা খুব কাছাকাছি এসেছিল, মনে হচ্ছিল যেনবা ওরা তুষারমানবটার কাছে পৌঁছে যাবে এবং গ্রেপ্তার করবে। কিন্তু তারপর সে আবার তাদের হাত থেকে ফসকে গেছে, একজন ধূর্ত পেশাদার বক্সারের মতো। ইন্সপেক্টর হোল নিজেকে বয়স্ক, ভারি এবং কদাকার বলে অনুভব করল। পর্যটকদের একজন ওর দিকে তাকাল ওর রিভলভারের ওজনে কোটটা ডান দিকে ঝুলে গেছে। আর মৃতদেহগুলো, মৃতদেহগুলো কোথায়? এমনকি কবর থেকে মৃতদেহ আবার ওঠানো হয়েছে। তুষারমানব কি অ্যাসিড ব্যবহার করছে?

BanglaBook.org

হ্যারি হাল ছেড়ে দেওয়ার সূত্রপাত বুঝতে পারল। না, ও হাল ছাড়বে না! এফবিআই কোর্সে তারা এমন কেইসও দেখেছে যেখানে খুনিকে ধরতে দশ বছরেরও বেশি সময় লেগেছে। সচারচর, এর ছোট্ট একটা এলোমেলো বিস্তৃতি থাকে, এমন মনে হয় যে কেইসটা সমাধান হয়েছে। অবশ্য, যে কারণে আসলে তারা এটাকে উদঘাটন করে সেটা হচ্ছে যে তারা কখনোই হাল ছাড়ে না। তারা পনের রাউন্ডই লড়ে এবং যদি প্রতিপক্ষ তখনও দাঁড়িয়ে থাকে তারা ফিরতি রাউন্ড লড়ার জন্য চীৎকার করে।

সন্ধ্যার অন্ধকার পাহাড়ের নিচের শহরের উপরের অংশকে ঢেকে দিল। ওর চারপাশের বাতি জলে উঠল ধীরে ধীরে।

ওরা খুঁজে দেখছে যে কোথাও কোনো আলো মেলে কিনা। এটা একটা গতানুগতিক কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াবিধিগত নিয়ম। যেখানেই ক্লু পাও সেখানেই শুরু কর। এই ক্ষেত্রে এর অর্থ– কম সম্ভাবনাময় লোককে দিয়ে শুরু করা, যার কথা তুমি ভাবতে পারো। সবচেয়ে খারাপ আর পাগলাটে ধারণা এল ওর মাথায়।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল হ্যারি, মোবাইল বের করে কল লিস্টটা পেছন থেকে দেখা শুরু করল। সেখানে খুব বেশি কল ছিল না, কাজেই তালিকাটা এখনো আছে, সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত আলাপ হয়েছে হোটেল লিওনে। ওকে লেখা বাটন চাপল।

বসে গবেষক ওডা পলসেন এমন আনন্দিতভাবে কৃত্রিম স্বরে জবাব দিল যেন সে সবগুলো ইনকামিং কলেই একটা চমৎকার নতুন সুযোগ দেখতে পেয়েছে। এবং এইবার, এক অর্থে, তরুণীটি ঠিকই ভেবেছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

২১

দিন ১৮।

অপেক্ষাগার।

এ হচ্ছে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কক্ষ। সম্ভবত এ কারণেই কিছু লোক এটাকে 'অপেক্ষাগার' বলে, যেনবা তুমি দাঁতের ডাক্তারের কাছে এসেছ। অথবা 'পার্শ্বকক্ষ', যেনবা দুটো স্টুডিও 1 সোফার মাঝের ভারি দরজাটা কোনো এক গুরুত্বপূর্ণ অথবা এমনকি পবিত্র কোথাও নিয়ে যায়। কিন্তু অসলোর মেরিয়েনলিস্ট জেলায় রাষ্ট্রীয় চ্যানেলের ভবনের জন্য তৈরি এনআরকে'র ফ্লোর প্ল্যানে, খুব সাধারণ এবং বিরক্তিকরভাবে এটাকে বলা হয়েছে লাউঞ্জ, স্টুডিও 1। তা সত্ত্বেও, এটা হচ্ছে ওডা পলসেনের জানা সবচেয়ে উত্তেজনাকর কক্ষ।

বসে'র বৈকালিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য বেশিরভাগ অতিথিই চলে এসেছে। সাধারণত যেসব অতিথি কম পরিচিত এবং যেসব অতিথি অল্প সময়ের জন্য টিভির পর্দায় হাজির হবেন তারা আগে এসেছেন। তারা এখন সোফাগুলোর একটাতে বসে আছে, মেইক আপ নেওয়া হয়ে গেছে। টেনশনে তাদের গাল লাল হয়ে আছে, তারা গল্প করছে, চা অথবা রেড ওয়াইনে চুমুক দিচ্ছে, তাদের চোখ অনিবার্যভাবে মনিটরটা দেখছে। দরজার ওপাশে স্টুডিওর পুরো দৃশ্য ভেসে উঠছে মনিটরে। সেখানে, দর্শক-শ্রোতারা এসে উপস্থিত হয়েছে। কীভাবে হাতে তালি দিতে হবে, হাসতে হবে এবং উল্লাস প্রকাশ করতে হবে সে সম্পর্কে টিভি ফ্লোর ম্যানেজার দর্শকদের নির্দেশনা দিচ্ছে। পর্দায় হোস্টের চেয়ার এবং চারজন অতিথির চেয়ারও দেখা যাচ্ছে। অতিথি, মূল বক্তৃতা এবং বিনোদনের অপেক্ষায় আছে শূন্য চেয়ারগুলো।

অতিথিরা লাইভ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আগের এসব তীব্র আর নার্ভাস সময় উপভোগ করে ওডা। প্রতি শুক্রবার, চল্লিশ মিনিটের জন্য, এটা পৃথিবীর কেন্দ্রের এত কাছের যে নরওয়েতে পৌছানো সম্ভব। দেশের ২০ থেকে ২৫ ভাগ মানুষ অনুষ্ঠানটা দেখে। একটা টক শো'র পক্ষে এটা উন্মাদনজনক এক পার্সেন্টেজ। এখানে কাজ করা এসব লোকেরা কেবল সেখানেই নেই *যেখানে*

BanglaBoi.org

এটা ঘটে, তারা *হচ্ছে* সেটা যেটা ঘটে। এটা হচ্ছে সেলিব্রেটিদের চুম্বকীয় উত্তরমেরু যেটা সবকিছুকে এবং সবাইকে আকৃষ্ট করে। আর যেহেতু সেলিব্রেটিরা আসক্তিজনক এক ড্রাগ এবং উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণে, নিম্নাভূমিমুখী দিক নির্দেশ করার একটা মাত্র কম্পাস আছে, সেহেতু সবাই নিজের নিজের কাজে দৃঢ়ভাবে লেগে আছে। ওডা'র মতো একজন ফ্রিল্যান্সারকে টিমের পরবর্তী মৌসুমে থাকার জন্য কাজ করতে হবে। গতকাল সন্ধ্যার শেষের দিকে, এডিটোরিয়াল মিটিংয়ের ঠিক আগমুহূর্তে, নিজের স্বার্থে একটা কল পেয়ে সে আজ এত সুখী। বসে এগেন নিজে ওডা'র দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছে, এটা একটা স্কুপ। ওডা'র স্কুপ।

আজকের সন্ধ্যার টপিক হচ্ছে পরিণতবয়স্কদের নিয়ে। এটা হচ্ছে টিপিক্যাল *বসে* থিম, বেশি ভারিক্কী না হয়েও মানানসই সিরিয়াস বিষয়। এমন এক বিষয় যেটা সম্পর্কে সব অতিথিই একটা প্রায়োত্তীর্ণ মতামত প্রকাশ করতে পারে। অতিথিদের মধ্যে একজন হচ্ছেন নারী মনস্তাত্ত্বিক যিনি এ বিষয়ে একটা অভিসন্দর্ভ লিখেছেন। তবে প্রধান অতিথি হচ্ছেন আর্ভ স্টপ যিনি পরের দিন *লিবারেল*-এর পঁচিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করবেন। ওডা যখন স্টপের ফ্ল্যাটে তার সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্কদের হাস্যরসাত্মক বিষয়ের দৃষ্টিকোণ নিয়ে প্রস্তুতি মিটিং করছিল তখন প্লেবয় লোকটা আপত্তি করেনি। ড্রেসিং গাউন পড়ে নিজের বাসভবনে আদি-অন্তহীন ব্যাচেলর পার্টিতে পাইপ টানতে থাকা বয়োবৃদ্ধ মার্কিন ম্যাগাজিন প্রকাশক হাগ হেফনার-এর সঙ্গে স্টপকে যখন ওডা তুলনা করল লোকটা তখন শুধুই হেসেছে। সে তার ওপর স্টপের নজর অনুভব করছিল। স্টপ তাকে কৌতূহলী চোখে সতর্কভাবে পরীক্ষা করছিল। ঠিক তখন ওডা জিজ্ঞেশ করছিল যে, সন্তান না থাকায়, রাজত্বের একজন উত্তরাধিকারী না থাকায় তিনি দুঃখিত কিনা।

'*আপনার* কি কোনো সন্তান আছে?' স্টপ জিজ্ঞেশ করেছিল।

এবং ওডা যখন নেতিবাচক জবাব দিল তখন স্টপকে, ওডা অবাক হয়েছিল, মনে হল হঠাৎই ওডা এবং তাদের আলোচনার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। ওডা সেই কারণে তাকে অনুষ্ঠানসংক্রান্ত সাধারণ কিছু তথ্য জানিয়ে বিষয়টাকে দ্রুত মিটিয়ে ফেলেছিল। পৌঁছাবার সময় এবং মেকআপের সময়, কোনো স্ট্রাইপের পোশাক না পড়া, যেহেতু এটা একটা সাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে অনুষ্ঠান সেহেতু বিষয় এবং অতিথি অল্প সময়ের নোটিসে বদলে যেতে পারে— এমন অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলল ওডা।

আর এখন আর্ভ স্টপ মেকআপ রুম থেকে সোজা এখানে লাউঞ্জে, স্টুডিও 1-এ এসেছেন। গাঢ় নীল চোখের স্টপের পুরু ধূসর চুল পরিপাটি করে রাখা।

BanglaBook.org

চুলগুলো রেবেলিয়াস স্টাইল করে রাখার জন্য যথেষ্ট দীর্ঘ। তিনি একটা ধূসর রঙা স্যুট পড়ে আছেন। সবাই জানে, স্যুটটার দাম অত্যন্ত চড়া, যদিও কেউই বলতে পারে না তারা কীভাবে সেটা জানল। বাদাম আর এক গ্লাস রেড ওয়াইন নিয়ে একটা সোফার ওপর বসে থাকা মনস্তাত্ত্বিককে অভিবাদন জানানোর জন্য স্টপ এরিমধ্যে একটা তামাটে হাত বারিয়ে ধরেছে।

'আমি জানতাম না, মনস্তাত্ত্বিকরা এত সুন্দর হতে পারেন,' মহিলাকে বলল স্টপ। 'আশা করি, আপনি যা বলবেন লোকজন সেটাও শুনতে পারবে।'

ওডা খেয়াল করল, দীপ্ত হাসি দেওয়ার আগে ইতস্তত করল মনস্তাত্ত্বিক। আর যদিও মহিলাটি স্পষ্ট করেই জানে যে, স্টপের কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে একটা রসিকতা, মহিলার চোখের বিচ্ছুরণ দেখে ওডা বুঝল যে, কথাটা তার অন্দর মহলে টোকা দিয়েছে।

'হাই, এভরিওয়ান, থ্যাঙ্ক ইউ অল ফর কামিং!' রুমের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে বলল বসে এগেন। সে বাঁ থেকে অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ শুরু করল, হাত মেলাল, চোখে চোখ রেখে কথা বলল। অতিথিদেরকে আজকের অনুষ্ঠানে পেয়ে সে যে কতটা খুশী হয়েছে সেটা জানান দিল। অতিথিদেরকে বলল যে, তারা অন্য অতিথির কথার মাঝে কথা বলতে বা মন্তব্য করতে পারবেন; এতে আলোচনাটা প্রাণবন্ত হবে।

গুবে, অনুষ্ঠান প্রযোজক, সংকেত দিল যে একটা সাইডরুমে গিয়ে মূল সাক্ষাৎকার এবং অনুষ্ঠানের সূচনা নিয়ে স্টপ এবং বসে'র একটা আলাপ সেরে নেওয়া উচিত। ওডা হাত ঘড়ি দেখল। লাইভ অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আর বাকি সাড়ে আটা মিনিট। সে এখন উদ্বিগ্ন আর বিস্মিত হওয়া শুরু করেছে। ভাবছে, রিসিপশনে ফোন করে জানবে কিনা যে লোকটা সেখানে অপেক্ষা করছে কিনা: প্রকৃত প্রধান অতিথি। গরম খবর। কিন্তু সে চোখ তুলতেই, সহকারীদের একজনের সঙ্গে তার সামনে এসে হাজির হল মানুষটা এবং একটা হৃদস্পন্দন মিস করার অনুভূতি হল ওডার। মানুষটা দেখতে একদমই সুশ্রী নয়, সম্ভবত ও এমনকি কুশ্রীই, তবে সে এটা স্বীকার করতে লজ্জিত নয় যে, সে একটা নিশ্চিত আকর্ষণ অনুভব করছে। এবং এই আকর্ষণে এমন কিছু আছে যে তাকে অতিথি হিসেবে পাওয়ার জন্য স্ক্যান্ডেনেভিয়ার সব টিভি চ্যানেল ঠিক এখন হাত বাড়িয়ে আছে। কারণ এ হচ্ছে সেই লোক যে তুষারমানবকে পাকরাও করেছে, নরওয়ের বহু বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্রাইম স্টোরি।

'আমি বলেছিলাম আমার দেরি হবে,' সে কোনো কথা বলতে পারার আগেই ভেতরে ঢুকল হ্যারি হোল।

ওডা বাতাসে হ্যারির ঘ্রাণ টানল। শেষবার হ্যারি যখন অনুষ্ঠানে এসেছিল

তখন সে দৃশ্যতই ড্রিঙ্ক করেছিল এবং পুরো জাতিকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। অন্তত পুরো জাতির ২০ ভাগ থেকে ২৫ ভাগকে।

'আপনি যে এখানে এসেছেন আমরা তাতেই খুশী,' উত্তেজনায় দ্রুত বলল সে। 'আপনি হবেন দ্বিতীয়। তারপর আপনি বাকি অনুষ্ঠানের জন্য বসবেন; অন্যরা তাদের আলোচনা করবে।'

'চমৎকার,' হ্যারি বলল।

'উনাকে মেকআপ করাতে নিয়ে যাও,' সহকারীকে বলল ওডা। 'মেইকআপে গুরি ব্যবহার করবে।'

শুধু গুরিই যথেষ্ট নয়, সে জানে কী করে ক্লান্ত মুখকে কিছু সাধারণ এবং কিছু কম সাধারণ কৌশলে টিভি'র দর্শকদের সামনে উপস্থাপনযোগ্য করা যায়।

তারা সবাই চলে গেল। গভীর শ্বাস টানল ওডা। সে ভালোবাসে, ভালোবাসে টানটান উত্তেজনার শেষ মিনিটটা, যখন সবকিছুকে মনে হয় বিশৃঙ্খল কিন্তু তারপরও সব যথাস্থানেই থাকে।

সাইডরুম থেকে ফিরে এল বসে আর স্টপ। বসেকে সে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাল। স্টুডিও'র দরজা বন্ধ হবার সময় দর্শকদের হাততালির শব্দ শুনতে পেল সে। মনিটরে সে দেখল বসে তার আসনে বসেছে এবং সে জানে যে ফ্লোর ম্যানেজার কাউন্টডাউন শুরু করেছে। তারপর সূচনা সংগীত শুরু হল, এবং তাদেরকে সরাসরি টিভিতে দেখা গেল।

ওডা বুঝতে পারল কিছু একটা বেঠিক। অনুষ্ঠানটা এ পর্যন্ত ঘড়ির কাঁটার মতোই চলেছে। আর্ভে স্টপ চমৎকার করেছে এবং বসে এতে বেশ আনন্দ পেয়েছে। আর্ভে স্টপ বলেছে সে অভিজাততন্ত্রী হিসেবে গণ্য হয়েছে কারণ সে অভিজাততন্ত্রী। এবং বলেছে যে, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত স্মরণ করা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে একটা বা দুটো সত্যিকারের ব্যর্থতা ভোগ করবে।

'একঝাঁক সফলতা কখনোই ভালো গল্প নয় বরং জমকালো পরাজয়ই হচ্ছে ভালো গল্প,' স্টপ বলেছে। 'যদিও রোয়াল্ড অ্যামুন্ডসেন দক্ষিণ মেরু জয় করেছেন, নরওয়ের বাইরের পৃথিবী মনে করে রবার্ট স্কটের কথা। ওয়াটার লু'র পরাজয়ের মতোকরে নেপোলিয়ানের আর কোনো বিজয়কেই স্মরণ করা হয় না। ১৩৮৯ সালে কসোভো পোল-এ তুর্কির বিরুদ্ধে যুদ্ধের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে সার্বিয়ার জাতীয় গর্ব, এমন একটা যুদ্ধ যে যুদ্ধে সার্বরা অত্যন্ত বাজেভাবে পরাস্ত হয়েছিল। এবং যীশুকে দেখুন! তিনি সেই মানুষের প্রতীক যিনি নিজেকে মৃত্যুর বিরুদ্ধে জয়ী হিসেবে দাবি করেছেন। তার হওয়া উচিত ছিল তেমন একজন মানুষ যিনি কবরের বাইরে দাঁড়িয়ে শূন্যে দু'হাত ছড়িয়ে

BanglaBoi.org

থাকবেন। তার পরিবর্তে, সময়ের সাথে সাথে ক্রিশ্চিয়ানরা জমকালো পরাজয়কেই বেছে নিয়েছে: যখন তিনি ক্রুশে ঝুলছেন এবং মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। কারণ এটা হচ্ছে পরাজয়ের গল্প যেটা সবসময়ই আমাদের বেশিরভাগকে নাড়া দেয়।'

'আর আপনি একজন যীশুর মতো হওয়ার কথা ভাবছেন?'

'না,' দর্শকরা হেসে উঠলে তাদের দিকে তাকিয়ে হেসে জবাব দিয়েছে স্টপ। 'আমি একজন ভীরু মানুষ। আমি সফলতার জন্য বিস্মৃত হতে যাচ্ছি।'

স্টপকে বস্তুত অপ্রত্যাশিত রকমের আনন্দিত দেখাল। এমনকি তার ভেতরের বিনয়ী অংশ আর তার কুখ্যাত ঔদ্ধত সত্ত্বেও। বসে তাকে জিজ্ঞেশ করেছিল যে, বহু বছর ধরে একজন একা মানুষ হিসেবে থাকায়, তার দিক থেকে সে কোনো নারীর জন্য লালায়িত ছিল কিনা। এবং স্টপ যখন হ্যাঁ সূচক জবাব দিল, ওডা জানত যে লোকটার দিকে বিয়ের প্রস্তাবের তোড় বয়ে যাবে। তার জবাব শুনে দর্শকরা দীর্ঘক্ষণ হর্ষধ্বনি করল। তারপর বসে নাটকীয়ভাবে ঘোষণা দিল: 'সব সময় শিকারের সন্ধানে থাকেন, অসলো পুলিশের নিঃসঙ্গ নেকড়ে, ইন্সপেক্টর হ্যারি হোল,' এবং ওডা'র মনে হলো ক্যামেরা যখন সেকেন্ডের জন্য স্টপের মুখের ওপর থামল তখন সে একটা বিস্ময়ের অনুভূতি ধরতে পারল।

একজন নিয়মিত নারী দর্শকের প্রশ্নের জবাবটা বসে স্পষ্টতই উপভোগ করেছে, কারণ হ্যারিকে প্রশ্ন করে বসে অনুষ্ঠানের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে চাচ্ছে– যেহেতু সে জানে যে হ্যারিও অবিবাহিত। বসে জিজ্ঞেশ করল যে হ্যারি কোনো নারীর জন্য লালায়িত কিনা? হ্যারি আত্মতৃপ্তভাবে হেসে মাথা ঝাঁকাল কিন্তু বসে বিষয়টাকে হারিয়ে যেতে দিল না এবং জিজ্ঞেশ করল যে হ্যারি বিশেষ কারও অপেক্ষায় আছে কিনা।

'না,' সংক্ষেপে এবং মিষ্টি করে জবাব দিল হ্যারি।

সাধারণত এ ধরনের প্রত্যাখানে বসে আবার চাপ সৃষ্টি করে, তবে সে জানে যে পার্টিটা তার নষ্ট করা ঠিক হবে না। তুষারমানব। কাজেই সে হ্যারিকে জিজ্ঞেশ করল যে সারা নরওয়ে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলছে সেটা নিয়ে ও কিছু বলুক, দেশের প্রথম প্রকৃত সিরিয়াল কিলার সম্পর্কে। ঘটনার পরম্পরাটা যখন গুছিয়ে নিচ্ছিল তখন হ্যারি তার চেয়ারে বসে মোচড়াচ্ছিল যেনবা চেয়ারটা তার দীর্ঘদেহের জন্য খুবই ছোট, বাক্য গোছাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় নিশ্চিত সাদৃশ্য থাকা কিছু ব্যক্তি নিখোঁজ হয়েছে। নিখোঁজ সব নারীরই, বিবাহিত, বাচ্চা আছে এবং তাদের মৃতদেহের কোনো খোঁজ নেই।

BanglaBook.org

বসে গুরুগম্ভীর হওয়ার ভান করল যেটা সবাইকে বোঝাল যে এখানে ফাজলামি চলবে না।

'এ বছর বির্তে বেকার তার হফ-এর বাসা থেকে নিখোঁজ হয়, এই অসলোয়, একই পরিস্থিতিতে,' হ্যারি বলল। 'আর তার পরপরই অসলোর বাইরে সলিহোগডায় সিলভিয়া অটারসেনকে মৃত পাওয়া যায়। সেটাই প্রথমবার যেবার আমরা একটা মৃতদেহ খুঁজে পাই। অথবা অন্তত মৃতদেহের একটা অংশ।'

'হ্যাঁ, কারণ আপনারা তাকে মৃত পেয়েছেন, তাই না?' বসে ফোড়ন কাটল। যারা জানে না তাদের জন্য সতর্কভাবে তথ্যটা জানালো। বসে এত পেশাদার যে ওডা আনন্দে তখুনি পাক খেল।

'আর তারপর আমরা বার্গেনের বাইরে একজন নিখোঁজ পুলিশ অফিসারের মৃতদেহ খুঁজে পেলাম।' হ্যারি বলতে থাকল। 'সে বারো বছর ধরে নিখোঁজ ছিল।'

'আয়রন র‍্যাফতো,' বসে বলল।

'গার্ট র‍্যাফতো,' শুধরে দিল হ্যারি। 'বাইগডয়ে কয়েকদিন আগে আমরা ইডার ভেটলেসেনের মৃতদেহ পেলাম। কেবল ওই কয়টা মৃতদেহই আছে আমাদের কাছে।'

'কোনটাকে এই কেইসের সবচেয়ে খারাপ দিক বলবেন?' বসে'র কণ্ঠস্বরে অধৈর্য্য টের পেল ওডা, সম্ভবত এ কারণে যে তার প্রত্যাশামতো হ্যারি না 'আসল' টোপটা গিলেছে না রক্তাক্ত হত্যার বিস্তৃত বর্ণনা দিচ্ছে।

'নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাগুলোর মধ্যে যে যোগসূত্র রয়েছে সেটা আমরা বুঝতে পারার আগে অনেক বছর পেরিয়ে গেছে।'

আরেকটা নীরস জবাব। ফ্লোর ম্যানেজার বসেকে ইঙ্গিতে বলল যে তাকে পরবর্তী বিষয়ে যাওয়ার পথ নিয়ে ভাবতে হবে।

বসে তার আঙুলের ডগাগুলো একসঙ্গে চেপে ধরল। 'আর এখন কেইসটা নিষ্পত্তি হয়ে গেছে এবং আপনি আবার তারকা বনে গেছেন, হ্যারি। অনুভূতিটা কেমন? আপনি কি ভক্তদের মেইল পান?' নিরস্ত্র হওয়া ছেলেমানুষী হাসি। তারা ফাজলামিবিহীন পর্ব পেরিয়ে এসেছে।

ইন্সপেক্টর ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে মনোযোগ দিয়ে নিজের ঠোঁট ভেজালো, যেনবা উত্তরটা ও যেভাবে দিয়েছে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'বেশ, এই শরতের আগে আমি একটা চিঠি পেয়েছি, তবে আমি নিশ্চিত, এ ব্যাপারে স্টপ আরও ভালো বলতে পারবেন।'

স্টপের ক্লোজ-আপ চেহারা দেখাচ্ছে মনিটরে, হ্যারির দিকে সে সামান্য কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে। দুটো দীর্ঘ, নীরব সেকেন্ড পেরোলো। ওডা তার

BanglaBook.org

নিচের ঠোঁট চিবুলো। হ্যারি কী বোঝাতে চেয়েছে? তারপর বসেকে দেখা গেল দৃশ্যপটে।

'হ্যাঁ, স্টপ ভক্তদের প্রচুর মেইল পান, নিশ্চয়। এবং প্রেমাসক্ত ভক্তবৃন্দ। আপনার কী অবস্থা, হোল? আপনারও কি প্রেমাসক্ত ভক্ত আছে? পুলিশদের কি তাদের নিজস্ব প্রেমাসক্ত ভক্ত আছে, যেমনটা স্টপের আছে?'

দর্শকরা সতর্কভাবে হাসল।

মাথা ঝাঁকাল হ্যারি হোল।

'কাম অন,' বসে বলল। 'একজন নারী পুলিশ সদস্য কখনো কখনো এসে নিশ্চয় বডি সার্চের ওপর বাড়তি প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা বলতে পারে।'

স্টুডিও এখন সত্যিকারভাবেই হাসল। আনন্দ নিয়ে। আমোদ পেয়ে দাঁত বের করে হাসল বসে।

হ্যারি হোলের মুখে এমনকি হাসির রেখাও দেখা গেল না; ওকে কেবল মনে হলো হাল ছেড়ে দিয়েছে। ও বের হয়ে যাবার দরজার দিকে তাকাল। কিছুক্ষণের জন্য, চরম উদ্বেগের মূহুর্তে ওডা কল্পনায় ওকে উঠে চলে যেতে দেখল। সেটার বদলে ও চেয়ারে বসে স্টপের দিকে ঘুরল।

'আপনি কী করেন, স্টপ? ট্রন্ডহেইমে লেকচার শেষে যখন একজন নারী আপনার কাছে আসে, সে বলে যে তার মাত্র একটা স্তন তবে আপনার সঙ্গে সেক্স করতে চায়। আপনি কি তাকে আপনার হোটেল রুমে একটু বাড়তি-পাঠ-এর জন্য নিমন্ত্রণ করবেন?'

দর্শকরা পিনপতন নীরব হয়ে গেল, এবং এমনকি বসেকেও হতবুদ্ধ দেখাচ্ছে।

কেবল আর্ভ স্টপকে মনে হল সে প্রশ্নটাকে মজার বলে ভাবছে। 'না, আমার মনে হয় না আমি সেটা করব। এ কারণে নয় যে, কেবল একটা স্তন দিয়ে সেক্স আনন্দদায়ক হবে না, বরং এ কারণে যে, ট্রন্ডহেইমের হোটেলের বিছানাগুলো খুবই সরু।'

দর্শকরা যদিও বিষয়টা বিশ্বাস করল না তবে তারা অনেকটা এই স্বস্তিতে হাসল যে আলাপটা আর বেশি বিব্রতকর হয়নি। মনস্তাত্ত্বিককে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল।

তারা প্রাপ্তবয়স্কদের হাস্যরসাত্মক বিষয় নিয়ে কথা বলছে, এবং ওডা খেয়াল করল যে বসে আলাপটাকে হ্যারি হোলের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। সে নিশ্চয় ঠিক করেছে যে আনপ্রেডিক্টেবল পুলিশ আজ ফর্মে নেই। আর এ কারণে আর্ভ স্টপকে, যে আজ নিশ্চিতভাবেই ফর্মে আছে, বেশি বেশি টিভিতে দেখাতে হবে।

BanglaBoi.org

'আপনি কীভাবে খেলেন, স্টপ?' একটা সরল ভঙ্গিতে জিজ্ঞেশ করল বসে যেটার আড়ালে লুকিয়ে আছে অসরলতা। ওডা আমোদিত হল– প্রশ্নটা লিখে নিল সে।

তবে স্টপ জবাব দেওয়ার আগেই হ্যারি হোল সামনে ঝুঁকে উচ্চশব্দে পরিষ্কার স্বরে তাকে প্রশ্ন করল। 'আপনি কি তুষারমানব তৈরি করেন?'

আর ঠিক তখনই ওডা জানতে পারল যে কিছু একটা বেঠিক। হোলের চরম কর্তৃত্বপূর্ণ, রাগী কণ্ঠস্বর আর আগ্রাসী দেহভাষা; স্টপ বিস্ময়ে একটা ভ্রু কপালে তুললে তার চেহারাকে মনে হল কুচকে গেছে এবং উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। বসে থামল। ওডা জানে না কী হচ্ছে, তবে চার সেকেন্ড পর্যন্ত গুনল, সরাসরি সম্প্রচারে এই সময়টুকুকেই মনে হচ্ছে অনন্তকাল। তারপর সে বুঝল যে, বসে জানে ও কাজটা করছে। বসে যদিও প্যানেলে একটা ভালো আবহ তৈরির জন্য এটাকে তার কর্তব্য হিসেবে দেখে, সে অবশ্যই জানে যে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, যেটা তার সর্ব্বোচ্চ কর্তব্য, আমোদ তৈরি করা। এবং যেসব লোক রাগী, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, চীৎকার করে, মনোবৈকল্যে ভোগে অথবা কোনোভাবে লাইভ অনুষ্ঠানে বিপুল দর্শকের সামনে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করে তাদের চেয়ে ভালো আমোদ আর নেই। সুতরাং, বসে কেবলই লাগাম ছুটতে দিল এবং শুধুই স্টপের দিকে তাকিয়ে রইল।

'অবশ্যই আমি তুষারমানব তৈরি করি,' চার সেকেন্ড পেরিয়ে যাওয়ার পর বলল স্টপ। 'আমি আমার সুইমিংপুলের পাশের বেদিতে সেগুলো বানাই। প্রত্যেকটাকে রাজকীয় পরিবারের সদস্যের মতোকরে তৈরি করি। এভাবে– যখন বসন্তকাল আসে– আমি অসময়োপযোগী উপাদান গলে পাওয়া এবং মিলিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা করতে পারি।'

সেই সন্ধ্যায় প্রথমবারের মতো স্টপের কথায় না কেউ হাসল না কেউ করতালি দিল। ওডা ভাবল, স্টপের জানা থাকা উচিত যে, মৌলিকভাবে রাজতন্ত্রবিরোধী মন্তব্য কখনোই কাজ করে না।

অকুতোভয় বসে পপস্টারকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে নীরবতাকে ভাঙল। পপস্টার মেয়েটা তার সাম্প্রতিক পারফর্মেন্স নিয়ে কথা বলবে। আগামী সোমবার বের হতে যাওয়া তার একটি গান গেয়ে আজকের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হবে।

'কী জঘন্য ব্যাপার ওটা?' ওডা'র পেছনে এসে বসে প্রডিউসার গুবে, জিজ্ঞেশ করল।

'সম্ভবত ও মোটের ওপর সংযত নয়,' ওডা বলল।

'মাই গড, সে একটা বদমাশ পুলিশ!'

BanglaBook.org

সে সময় ওডা'র মনে পড়ল হ্যারি হচ্ছে তার। তার স্কুপ। 'কিন্তু, যীশু, ও ভালোটা দিতে পারে।'

প্রডিউসার জবাব দিল না।

পপ স্টার মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে কথা বলল, সমস্যাগুলোকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বলে ব্যাখ্যা করল। ওডা তার হাতঘড়ি দেখল। চল্লিশ সেকেন্ড। শুক্রবার রাতের জন্য এটা অনেক বেশি রাশভারী। তেতাল্লিশ। ছেচল্লিশের পর বাধা দিল বসে।

'আপনার ব্যাপারটা কী, আর্ভ?' বসে সাধারণত অনুষ্ঠানের শেষের দিকে প্রধান অতিথির প্রথম নামটা ব্যাবহার করে। 'কখনো কি পাগলামি বা গুরুতর বংশগত অসুস্থতার অভিজ্ঞতা হয়েছে?'

স্টপ হাসল। 'না, বসে, আমার হয়নি। যতক্ষণ না আপনি পূর্ণ স্বাধীনতাকে একটা ব্যগ্রতা বলে বিবেচনা করছেন। বস্তুত, এটা পারিবারিক দুর্বলতা।'

বসে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে, এখন সে গানটা গাইতে বলার আগে সব অতিথিদের সঙ্গে আলাপটা শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ করবে। জীবনের রস সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক তার সর্বশেষ কথা বলছে। আর তারপর:

'আর তুষারমানব যেহেতু আমাদের সঙ্গে নেই, আমার মনে হয়, খেলবার জন্য আপনার কয়েকদিন সময় আছে, হ্যারি?'

'না,' হ্যারি বলল। ও নিজের চেয়ারে এতটা হেলান দিয়ে বসেছে যে ওর দীর্ঘ পা প্রায় পপ স্টারের কাছাকাছি চলে গেছে। 'তুষারমানব ধরা পড়েনি।'

ভ্রু কোচকাল বসে, হাসল এবং ওর বাকি কথা বলবার জন্য অপেক্ষা করল, অনুষ্ঠানের অন্তিম কৌতুকের জন্য অপেক্ষা করছে। স্রষ্টার কাছে ওডা আশা করছে, এটা ওর শুরুর প্রতিশ্রুতির চেয়ে ভালো হবে।

'আমি কখনোই বলিনি, ইডার ভেটলেসেনই তুষারমানব,' হ্যারি বলল। 'বরং বিপরীতটাই। সবকিছুই ইঙ্গিত দেয় যে তুষারমানব এখনো বড় অংশ জুড়েই আছে।'

বসে ছোট্ট করে মুখ টিপে হাসল। এটা তেমন হাসি যেটা সে ব্যবহার করে একজন অতিথির মজা করার নিষ্ফল চেষ্টাকে হাল্কা করার জন্য।

'আমার বউয়ের সুখনিদ্রার খাতিরে আমি আশা করি, আপনি কৌতুক করছেন,' দুষ্টমিভরে বলল বসে।

'না,' হ্যারি বলল। 'আমি কৌতুক করছি না।'

ওডা হাতঘড়ি দেখল। সে জানে ফ্লোর ম্যানেজার এখন ক্যামেরার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, নার্ভাসভাবে নিজের অবস্থান বারবার বদলাচ্ছে। বসেকে এটা দেখানোর জন্য সে তার গলার আড়াআড়ি একটা আঙুল চালাল যে, তারা শেষ

BanglaBook.org

করতে যাচ্ছে এবং বসেকে গানটা শুরু করতে হবে যাতেকরে তারা ক্রেডিট লাইনগুলো দেখিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করবার আগে গানের প্রথম স্তবকটা প্রচার করতে পারে। তবে বসে হচ্ছে সেরা। লোকটা জানে যে, বিশ্বের সব একক সঙ্গীতের চেয়ে এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই সে উঠে থাকা বাটনটাকে উপেক্ষা করল এবং যারা কোনো সন্দেহে থাকতে পারে যে এটা কী তাদেরকে দেখানোর জন্য চেয়ার থেকে সামনে ঝুঁকে এলো। স্কুপটা। চাঞ্চল্যকর ঘোষণাটা। তার এখানে, তাদের অনুষ্ঠানে। তার কণ্ঠের কম্পন অনেকটাই খাঁটি।

'এখানে এবং এখন কি আপনি আমাদের বলছেন যে, পুলিশ মিথ্যে বলছে, হোল? বলছেন যে, তুষারমানব বাইরেই আছে এবং আরও প্রাণ নিতে পারে।'

'না,' হ্যারি বলল। 'আমরা মিথ্যে বলিনি। নতুন তথ্য বিস্তারিত প্রকাশ হবে।'

বসে তার চেয়ারে মোচড় খেল। ওডা ভাবল, ক্যামেরা ১-এর জন্য টেকনিক্যাল ডিরেক্টরের চীৎকার শুনতে পেল সে। তারপর সেটাতে বসের চেহারা ভেসে উঠল, চোখ জোড়া সোজা তাদের দিকে ধরা।

'আর আমি অনুমান করছি সেসব বিস্তারিত তথ্য আজ রাতের খবরে আমরা বিস্তারিতভাবে জানতে পারব। *বসে* ফিরে আসবে আগামী শুক্রবার। অনুষ্ঠান দেখবার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।'

ব্যান্ড শিল্পী যখন গানটা গাইতে শুরু করল তখন ওডা চোখ বন্ধ করল।

'যীশু,' সে তার পেছনে প্রডিউসারের শন শন শব্দ শুনল। এবং তারপর, 'যীশু ব্লাডি ক্রাইস্ট।' ওডা শুধু হুঙ্কার অনুভব করছে। আনন্দের হুঙ্কার। এখানে, সে ভাবল। এখানে উত্তর মেরুতে। *যেখানে* ঘটে আমরা সেটা নই। আমরা *হচ্ছি*– যেটা ঘটে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

২২

দিন ১৮।

সদৃশ।

শ্রোডার্স-এর দরজা পেরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গানার হ্যাগেন, রুমটাতে নজর বোলাচ্ছে। বাসা থেকে সে রওনা হয়েছে ঠিক ত্রিশ মিনিট আগে। *বসে*তে ক্রেডিট লাইন ভেসে ওঠার পর তিন তিনটা ফোনালাপ হয়েছে তার। হ্যারিকে সে তার ফ্ল্যাটে কানস্টানার্স হাস-এ অথবা তার অফিসে পায়নি। জর্ন হোম তাকে পরামর্শ দিয়েছে যে সে হ্যারির এলাকার শ্রোয়েডার্সে গিয়ে দেখতে পারে। কানস্টানার্স হাস-এর তরুণ, সুন্দর এবং প্রায়-বিখ্যাত খরিদ্দারদের তুলনায় শ্রোয়েডার্সের বিয়ারপানকারীরা কিছুটা এলোমেলো হলেও আকর্ষণীয়। একেবারে পেছনে, এক কোণায়, জানালার কাছে, একটা টেবিলে একা বসে আছে হ্যারি। একটা বড় গ্লাস নিয়ে।

টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল হ্যাগেন।

'তোমাকে ফোন করার চেষ্টা করেছি, হ্যারি। তুমি কি তোমার মোবাইল বন্ধ করে রেখেছ?'

মুখ তুলল ইন্সপেক্টর, অশ্রুসজল চোখ। 'বহু ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়েছে। বদমাশ সাংবাদিকদের দল হঠাৎই আমার পেছনে লেগেছে।'

'এনআরকেতে তারা বলেছে, অনুষ্ঠান শেষে *বসে* ক্রু আর অতিথিরা সাধারণত কানস্টানার্স-এ যায়।'

'মিডিয়া বাইরে দাঁড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। কাজেই আমি রেহাই পেয়েছি। আপনি কী চান, বস?'

একটা চেয়ারে ধপ করে বসে হ্যাগেন দেখল, হ্যারি গ্লাসটা তুলে ঠোঁটের কাছে ধরল এবং সোনালি-বাদামি তরল ওর মুখ দিয়ে নিচে নেমে গেল।

'আমি চীফ সুপারের সঙ্গে কথা বলছিলাম,' হ্যাগেন বলল 'এটা গুরুতর, হ্যারি। এ কথা ফাঁস হওয়া যে, তুষারমানব এখনো মুক্ত, তুমি তোমার শৃঙ্খলার সরাসরি ব্যতয় ঘটিয়েছে।'

BanglaBook.org

‘সেটা ঠিক,’ আরেকবার চুমুক দিয়ে বলল হ্যারি।

‘ঠিক? এটাই তোমার বলার ছিল? তবে কোন যুক্তিতে, হ্যারি, কেন?’

‘জনগণের জানবার অধিকার আছে,’ হ্যারি বলল। ‘আমাদের গণতন্ত্র উন্মুক্ততার ওপর নির্মিত, বস।’

হ্যাগেন টেবিলের ওপর সজোরে ঘুষি বসাল। আশপাশের টেবিল থেকে লোকজন সোৎসাহে তাকাল। হাতভর্তি গ্লাস নিয়ে তাদেরকে পেরিয়ে যাওয়ার সময়ে ওয়েটার মেয়েটি চকিতে ভর্ৎসনার চোখে তাকাল।

‘আমার সঙ্গে অবিবেচকের মতো আচরণ কোরো না, হ্যারি। আমরা জনগণের মুখোমুখি হয়েছি এবং বলেছি যে কেইসটার মীমাংসা হয়েছে। তুমি পুলিশ ফোর্সকে খুবই খারাপ পরিস্থিতিতে ফেলেছ, সেটা সম্পর্কে তোমার হুশ আছে?’

‘আমার কাজ হচ্ছে ভিলেনদের ধরা,’ হ্যারি বলল। ‘ভালো পরিস্থিতিতে হাজির হওয়া আমার কাজ নয়।’

‘এটা একই জিনিশের দুটো দিক, হ্যারি! জনগণ আমাদেরকে কীভাবে দেখে তার ওপর আমাদের কাজের অবস্থা নির্ভর করে। গণমাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ!’

মাথা ঝাঁকাল হ্যারি। ‘একটা কেইসেরও সমাধানের কাজে গণমাধ্যম কখনোই আমাকে বিঘ্নিত অথবা সাহায্য করেনি। গণমাধ্যম কেবলমাত্র সেসব ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যারা লাইমলাইটে আসতে চায়। যে জনগণকে আপনার অবহিত করতে হবে, তারা কেবল বাস্তব ফল নিয়ে উৎসাহী যেটা তাদেরকে দেবে একটা ভালো গণমাধ্যম। অথবা একটা খারাপ গণমাধ্যমকে প্রতিরোধ করবে। আমি তুষারমানবটাকে ধরতে চাই, পূর্ণ যতি।’

‘তুমি তোমার সহকর্মীদের জন্য এক বিপদ,’ হ্যাগেন বলল। ‘সেটা কি তুমি জানো?’

হ্যারিকে মনে হল কথাটা ও বোঝার চেষ্টা করছে, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, গ্লাসের তরল গলায় ঢেলে দিয়ে ওয়েটার মেয়েটাকে ইঙ্গিত করে বোঝাল, ওর আরেক গ্লাস পানীয় দরকার।

‘আমি মাত্রই চীফ সুপারিনটেনডেন্ট আর চীফ কনস্টেবলের সঙ্গে কথা বলেছি,’ নিজেকে শক্ত করে ধরে বলল হ্যাগেন। ‘আমাকে বলা হয়েছে, তোমাকে তাৎক্ষণিকভাবে ধরে তোমার মুখ বন্ধ করতে। এই মুহূর্তের পর থেকে। বুঝেছ?’

‘চমৎকার, বস।’

BanglaBook.org

বিস্ময়ে চোখ পিট পিট করল হ্যাগেন, কিন্তু হ্যারির চেহারায় কিছুই প্রকাশ পেল না।

'এই মুহূর্ত থেকে, আমি খুব তৎপর হতে যাচ্ছি, সবসময়,' পিওবি বলল। 'আমি নিয়মিত রিপোর্ট চাই। আমি জানি যে, তুমি সেটা করবে না। কাজেই আমি ক্যাটরিন ব্র্যাটের সঙ্গে কথা বলেছি এবং কাজটা তাকেই দিয়েছি। কোনো আপত্তি?'

'কোনোটা নিয়েই আপত্তি নেই, বস।'

হ্যাগেন ভাবছে যে, হ্যারিকে যতটা দেখাচ্ছে ও নিশ্চয় তার চেয়ে বেশি মাতাল হয়ে পড়েছে।

'ব্র্যাট আমাকে বলল, তুমি তাকে ইডার ভেটলেসেনের অ্যাসিসটেন্টের কাছে গিয়ে আর্ভে স্টপের ফাইল দেখতে বলেছ। পাবলিক প্রসিকিউটর বাদ দিয়েই। তোমরা দু'জন কী বদমাইশি শুরু করেছ? তোমরা কি জানো, স্টপ যদি জানতে পারত তবে আমাদের কী হাল প্রকাশ পাবে?'

একটা পর্যবেক্ষক প্রাণির মতো উঠে গেল হ্যারির মাথা। 'সে যদি *জানতে পারত* বলতে কী বোঝাতে চাচ্ছেন?'

'সৌভাগ্যক্রমে সেখানে স্টপের ওপর কোনো ফাইল ছিল না। ভেটলেসেনের এই সেক্রেটারি বলেছে, তারা কখনোই কোনো ফাইল রাখে না।'

'ওহ? এবং কেন রাখে না?'

'আমি জানব কী করে, হ্যারি। আমি শুধু স্বস্তি পেয়েছি। এখন আমরা আর কোনো সমস্যা চাই না। আর্ভে স্টপ, মাই গড! যেমন আছে তেমনই থাকতে দাও। ব্র্যাট এখন থেকে তোমার প্রতি পদক্ষেপ অনুসরণ করবে যাতেকরে সে আমাকে রিপোর্ট করতে পারে।

'উম,' ওর জন্য আরেক গ্লাস পানীয় রাখতে থাকা ওয়েটার মেয়েটার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল হ্যারি। 'সে কি এরিমধ্যে অবহিত হয়নি?'

'কী বোঝাতে চাচ্ছ?'

'যখন সে শুরু করেছে আপনি তাকে বলেন আমি হব তার...' হ্যারি মাঝপথে থামল।

'তার কী?' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল হ্যাগেন।

মাথা ঝাঁকাল হ্যারি।

'কী হয়েছে? কোনো সমস্যা?'

BanglaBook.org

'কিছু না,' হ্যারি বলল। বড় এক ঢোকে আধা গ্লাস পানীয় পেটে চালান করে দিয়ে টেবিলটার ওপর একশ' ক্রোন রাখল। 'সন্ধ্যাটা শুভ হোক, বস।'

হ্যারি যতক্ষণ না রেস্টুরেন্টটা থেকে বেরিয়ে গেল ততক্ষণ টেবিলে বসে রইল হ্যাগেন। কেবল হ্যারি চলে যাওয়ার পর সে খেয়াল করল, আধাখালি গ্লাসে কোনো কার্বনডাইঅক্সাইডের বুদবুদ নেই। সে চোরা চোখে তার আশপাশ দেখে সতর্কভাবে গ্লাসে ঠোঁট ছোঁয়াল। তিতকুটে স্বাদ। নন-অ্যালকোহলিক সাইডার।

নীরব রাস্তা ধরে বাসার দিকে হাঁটছে হ্যারি। রাতের বেলায় পুরোনো নিচু ভবনের জানালাগুলোকে বিড়ালের চোখের মতো লাগছে। জিনিশগুলোর কতদূর কী হল সেটা জানার জন্য ও ট্রেস্কোর সঙ্গে কথা বলার তাগিদ অনুভব করল। কিন্ত ট্রেস্কোকে তার মতোকরে রাতের আধারে থাকতে দেবে বলে মনস্থির করল সোফিস গেটের কোণাটা পেরোলো। জনমানবশূন্য। ও ওর বাসার দিকে যখন মোড় নিয়েছে তখন একটা নড়াচড়া এবং একটা ছোট্ট ঝলকানি দেখল। এক জোড়া কাঁচের আলোর প্রতিফলন। কেউ একজন গাড়ি পার্কিংয়ের রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, একটা গাড়ির দরজা খোলার প্রাণান্ত চেষ্টা করছে। হ্যারি জানে, কোন ধরনের গাড়ি সাধারণত এই রাস্তার প্রান্তে পার্ক করা হয়। এবং এই গাড়িটা, একটা নীল ভলভো সি৭০ মডেলের গাড়ি, সেসব গাড়িগুলোর কোনোটা নয়।

এত অন্ধকার যে চেহারটা পরিষ্কার দেখতে পেল না হ্যারি। তবে লোকটা যেভাবে তার মাথা তুলে রেখেছে তাতে ও বুঝতে পারছে যে, লোকটা ওর ওপর নজর রাখছে। সাংবাদিক নাকি? গাড়িটা পেরিয়ে গেল হ্যারি। আরেকটা গাড়ির উইং মিররে, ও এক নজর দেখতে পেল যে গাড়িগুলোর মাঝ থেকে একটা ছায়া গোপনে ওর পেছন থেকে এগিয়ে আসছে। কোনো দেরি না করে হ্যারি কোটের ভেতর হাত ঢোকাল। পদধ্বনি এগিয়ে আসার শব্দ শুনল। এবং ওর ক্রোধ বাড়ছে। ও তিন পর্যন্ত গুনল, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। লোকটা ওর পেছনের রাস্তায় জমে গেল।

'তুমি কি আমারই পেছনে লেগেছ?' হ্যারি গর্জন করল, গান উঠিয়ে সামনে এগিয়ে গেল ও। লোকটার কলার ধরে কাত করে টান মেরে ফেলে দিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, একটা গাড়ির বনেটের ওপর দু'জনই ঝাঁপিয়ে পড়ল।

BanglaBook.org

লোকটার গলার ওপর বাহু চেপে ধরল হ্যারি এবং তার চশমার একটা লেন্সের ভেতর পিস্তলের নল সজোরে ঠেলে দিল।

'আমাকেই চাও তুমি?' হিস হিস করে বলল হ্যারি।

গাড়ির অ্যালার্মের সঙ্গে লোকটার জবাব মিলিয়ে গেল। সারা রাস্তায় শব্দটা বাজছে। লোকটা নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল, কিন্তু হ্যারি তাকে শক্ত করে চেপে ধরেছে এবং লোকটা হাল ছেড়ে দিল। ধপ করে একটা মৃদু শব্দে তুলে বনেটের ওপর তার মাথাটা পড়ে গেল। রাস্তার বাতির আলো লোকটার মুখে এসে পড়ল। তারপর হ্যারি ছেড়ে দিল। লোকটা উঠে বসে কাশতে লাগল।

'কাম অন,' অবিশ্রান্ত আর্তনাদের ভেতর দিয়ে চীৎকার করল হ্যারি, লোকটার হাতের নিচটা ধরে রাস্তার ওপর টেনে আনল। সামনের দরজাটা খুলে লোকটাকে ভেতরে ঢোকাল ও।

'কী ঘোড়ার ডিম করছ তুমি এখানে?' হ্যারি বলল। 'আর তুমি জানলেইবা কীকরে যে আমি কোথায় থাকি?'

'আমাকে তুমি যে নাম্বারটা দিয়েছিলে সেটাতে আমি সারা সন্ধ্যা তোমাকে ফোনে চেষ্টা করেছি। শেষে ডিরেক্টরি ইনকোয়ারিকে ফোন করে তোমার ঠিকানা পেয়েছি।'

লোকটাকে ভালো করে দেখল হ্যারি। ও যেন লোকটার ভূত দেখতে পেল। এমনকি রিমান্ড সেলেও প্রফেসর ফিলিপ বেকারের অনেকটাই অবশিষ্ট ছিল।

'আমাকে ফোন বন্ধ রাখতে হয়েছে,' হ্যারি বলল।

বেকারের আগে আগে হেঁটে হ্যারি ওর ফ্ল্যাটে গেল, দরজা খুলল, বুট খুলল, রান্নাঘরে গিয়ে কেটলির সুইচ চালু করল।

'আজ সন্ধ্যায় তোমাকে আমি *বসেতে* দেখেছি,' বেকার বলল। সে রান্নাঘরে এসেছে, এখনো কোট আর জুতা পড়ে আছে। তার চেহারা বিবর্ণ, প্রাণহীন। 'তুমি সাহসী। কাজেই আমি ভাবলাম আমারও সাহসী হওয়া উচিত। সেজন্য আমি তোমার কাছে ঋণী।'

'আমার কাছে ঋণী?'

'যখন আর কেউই আমাকে বিশ্বাস করেনি তখন তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছ। তুমি আমাকে মানুষের সামনে অবমানিত হওয়া থেকে বাঁচিয়েছ।'

'উম।' প্রফেসরের জন্য একটা চেয়ার তুলল হ্যারি। বেকার মাথা ঝাঁকাল।

'আমি এক মিনিটের ভেতর থেমে যাব, তবে আমি তোমাকে কিছু একটা বলব যেটা অবশ্যই আর কেউই জানবে না। আমি নিশ্চিত নই যে, এটা এই কেইসে কোনো কাজে আসবে কিনা, তবে এটা জোনাসকে নিয়ে।'

BanglaBook.org

'আহ-হাহ্?'

'যে রাতে আমি ক্যামিলা লুসিয়াসের সঙ্গে দেখা করেছিলাম সে রাতে জোনাসের কিছু রক্ত নিয়েছিলাম।'

জোনাসের বাহুতে প্লাস্টারের কথা মনে পড়ল হ্যারির।

'সঙ্গে মুখের লালা। সেগুলোকে ইনস্টিটিউট অব ফরেনসিক মেডিসিনের পিতৃত্ব বিভাগে ডিএনএ টেস্টের জন্য পাঠিয়েছিলাম।'

'আহ-হাহ্? আমার মনে হয়, তোমাকে একজন আইনজীবীর মাধ্যমে যেতে হয়েছে।'

'তোমরা আগে করিয়েছ। এখন যে কেউই এই টেস্ট করতে পারে। প্রতি লোকের জন্য দুই হাজার আট শ' ক্রোনার। যদি তুমি তাড়াতাড়ি ফল চাও তবে একটু বেশি খরচ করতে হবে। যেটা আমি করেছি। এবং জবাবটা আজ এসেছে। জোনাস...' বেকার থেমে একটা শ্বাস টানল। 'জোনাস আমার ছেলে নয়।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল হ্যারি।

বেকার তার গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে দুলে উঠল, যেনবা একটা দৌড় শুরু করতে যাচ্ছে।

'তাদেরকে আমি ডেটা ব্যাংকে রাখা সব ডেটার সঙ্গে জোনাসের ডেটা মিলিয়ে দেখতে বলেছি।'

'নির্ভুল? তো জোনাস ব্যাংকে ছিল?'

'হ্যাঁ।'

হ্যারি মুখ চুলকে ভাবল। সে যেটা বুঝিয়েছে সেটা ওর কাছে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে।

'অন্য অর্থে, অন্য কেউ এরিমধ্যে জোনাসের ডিএনএ প্রোফাইলের একটা নমুনা পাঠিয়েছে,' বেকার বলল। 'আমাকে জানানো হয়েছে যে, আগের নমুনাটা সাত বছর বয়সী ছেলের।'

'এবং তারা নিশ্চিত এটা জোনাসের?'

'না, এটার নাম অপ্রকাশিত। তবে তাদের কাছে সেই ক্লাইন্টের নাম আছে যারা এই টেস্টটা করাতে দিয়েছিল।'

'আর সেটা হচ্ছে?'

'একটা মেডিকেল সেন্টার যেটার আর অস্তিত্ব নেই।' বেকার এটার নাম বলবার আগেই হ্যারি তার উত্তরটা জানে। 'ম্যারিয়েনলিস্ট ক্লিনিক।'

BanglaBook.org

'ইডার ভেটলেসেন,' হ্যারি এমনভাবে মাথা কাত করে বলল যেনবা ও একটা ছবি খুটিয়ে দেখছে যে সেটা সোজা করে ঝোলানো হয়েছে কিনা।

'ঠিক,' হাত তালি দিয়ে দুর্বলভাবে হাসল বেকার ।'এই হচ্ছে কথা। আমি যা বলতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে... আমার কোনো ছেলে নেই।'

'আই অ্যাম সরি।'

'আসলে দীর্ঘদিন ধরেই আমার এই অনুভূতিটা ছিল।'

'উম। এখানে এসে আমাকে বলার এত তাড়া ছিল কেন?'

'আমি জানি না,' বেকার বলল।

হ্যারি অপেক্ষা করল।

'আমাকে... আমাকে আজ রাতে কিছু একটা করতে হতো। এরকম কিছু। যদি না করতাম, আমি জানি না আমি কী করতাম। আমি...' বলবার আগে ইতস্তত করল প্রফেসর। 'আমি এখন একা। আমার জীবনের আর কোনো মানে নেই। যদি রিভলভারটা সত্যিকারের হতো...'

'না,' হ্যারি বলল। 'এটা নিয়ে একদম ভেবোও না। তুমি যত এই চিন্তাকে প্রশ্রয় দেবে আত্মহত্যা প্রলুব্ধ করবে। আর তুমি একটা জিনিশ ভুলে যাচ্ছো। এমনকি যদিও তোমার কাছে তোমার জীবনের কোনো মানে না-ও থাকে, তোমার জীবন অন্যের কাছে অর্থপূর্ণ। যেমন, জোনাসের জন্য।'

'জোনাস?' তিক্ত হাসি দিয়ে বেকার নাক ফোঁস ফোঁস করল। 'কোকিল? "চিন্তাটাকে প্রশ্রয় দিয়ো না"– এটা কি তোমাকে পুলিশ কলেজে শিখিয়েছে?'

'না,' হ্যারি বলল।

ওরা দু'জন দু'জনার দিকে তাকাল।

'যাইহোক,' বেকার বলল। 'এখন তুমি জানো।'

'থ্যাঙ্ক ইউ,' হ্যারি বলল।

বেকার চলে যাবার পরও হ্যারি বসে রইল, ছবিটা সোজা ঝুলে আছে কিনা সেটা ভাবার চেষ্টা করল, পানি যে গরম হয়ে গেছে সেটা খেয়াল করছে না, কেটলির সুইচ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে গেল এবং অন বাটনের নিচের ছোট্ট লাল চোখটা ধীরে ধীরে মিয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

২৩
দিন ১৯।
মোজাইক।

ফ্রগনারে বহুতল ভবনের সপ্তম তলার করিডোরে যখন ঢুকল হ্যারি, তখন সূর্যোদয়কে ঢেকে রেখেছে পুরু তুলার মতো মেঘ। ট্রেস্কো তার ঘরের দরজা সামান্য খোলা রেখেছে। হ্যারি যখন ভেতরে ঢুকল তখন ট্রেস্কো কফি টেবিলের ওপর পা রেখে বসে আছে, তার পাছাটা সোফার ওপর এবং বাঁ হাতে রিমোট কন্ট্রোল। পর্দার ওপর যে চিত্র ভেসে উঠছে সেটা ডিজিটাল মোজাইকের মতো হয়ে গেছে।

'তাহলে বিয়ার চেয়ো না?' ট্রেস্কো তার আধাশূণ্য বোতল তুলে ধরে পুনরাবৃত্তি করল। 'আজ শনিবার।'

হ্যারির মনে হল, বাতাসে ব্যাকটেরিয়ার গ্যাস উপলব্ধি করতে পারছে। দুটো অ্যাশট্রেই সিগারেটের ফিল্টারে ভর্তি।

'না ধন্যবাদ,' বসে বলল হ্যারি। 'ভালো?'

'ভালো, এ নিয়ে আমি মাত্র এক রাত কাজ করেছি,' ডিভিডি প্লেয়ারটা বন্ধ করে ট্রেস্কো বলল। 'এ কাজে সাধারণত আমার দু'দিন লাগে।'

'এই ব্যাটা পোকার খেলোয়াড় নয়,' হ্যারি বলল।

'অত নিশ্চিত হোয়ো না,' ট্রেস্কো বলল এবং বোতলে চুমুক দিল। 'সে বেশিরভাগ তাস খেলোয়াড়দের চেয়ে অনেক ভালো ধোঁকা দেয়। এই জায়গায় তুমি এটা ভেবে তাকে প্রশ্ন করেছ যে, সে মিথ্যে উত্তর দেবে, তাই না।'

ট্রেস্কো প্লে বাটন চাপল এবং হ্যারি টিভি স্টুডিওতে নিজেকে দেখতে পেল। ও একটা পিনস্ট্রাইপের স্যুট জ্যাকেট পড়ে আছে, সুইডিশ ব্র্যান্ডের, সামান্য একটু আঁটোসাটো। র‍্যাকেলের উপহার দেওয়া একটা কালো টি-শার্ট। ডিজেল জিনস আর ড. মার্টেনস বুট। ও বিস্ময়কর এক অস্বস্তিকর অবস্থানে বসে আছে, যেনবা চেয়ারের পেছনে পেরেক আছে। টিভি স্পিকারে প্রশ্নটা ফাঁপা আওয়াজ তুলল। 'আপনি কি তাকে আপনার হোটেল রুমে একটু বাড়তি-পাঠ-এর জন্য নিমন্ত্রণ করবেন?'

BanglaBook.org

'না, আমার মনে হয় না আমি সেটা করব,' স্টপ জবাব দিল, ট্রেস্কো পজ বাটন চাপতেই চিত্রটা থেমে গেল।

'আর এখানে তুমি জানো, সে মিথ্যে বলছে?' ট্রেস্কো বলল।

'হু,' হ্যারি উত্তর দিল। 'সে র‍্যাকেলের এক বান্ধবীর সঙ্গে সেক্স করেছে। নারীরা সাধারণত বড়াই করতে পছন্দ করে না। তুমি কী দেখতে পাও?'

'এটাকে যদি আমি কম্পিউটারে চালাই তবে চোখজোড়াকে বড় করতে পারব, কিন্তু সেটা করার দরকার নেই আমার। তুমি চোখের মণি বড় হতে দেখতে পারবে।' পর্দার ওপর ট্রেস্কো তার একটা তর্জনী নির্দেশ করল। 'এটা হচ্ছে মানসিক চাপের ধ্রুপদী চিহ্ন। আর নাসারন্ধ্রের দিকে দেখ। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, নাসারন্ধ্র দুটো সামান্য একটু ফুলে উঠেছে? আমরা যখন চাপে থাকি এবং মস্তিষ্কের আরও অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়ে তখন এমনটা করি। তবে এর অর্থ এই নয় যে, সে মিথ্যে বলছে; অনেক লোক এমনকি সত্য বলার সময়ও চাপে ভোগে। অথবা যখন মিথ্যে বলে তখন চাপে ভোগে না। তুমি উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারো, তার হাত অনড়।'

হ্যারি খেয়াল করল যে ট্রেস্কোর কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে গেছে; কর্কশ শব্দ মিলিয়ে গেছে এবং কণ্ঠস্বর মোলায়েম হয়ে গেছে, প্রায় আনন্দিত কণ্ঠস্বর। পর্দার দিকে তাকাল হ্যারি, স্টপের কোলের ওপর রাখা হাত দুটোর দিকে, ডান হাতের ওপর বাঁ হাত রাখা।

'আমার আশঙ্কা, সেখানে কোনো অপরিবর্তনীয় চিহ্ন নেই,' ট্রেস্কো বলে যাচ্ছে। 'সব পোকার খেলোয়াড়ই আলাদা আলাদা, কাজেই তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে পার্থক্যটা ধরা। একজন লোকের মিথ্যে বলার সময় এবং সত্য বলার সময় কী পার্থক্য থাকে সেটা খুঁজে বের কর। এটা ত্রিভুজ বানানোর মতো, তোমার দুটো নির্দিষ্ট বিন্দু প্রয়োজন।'

'একটা মিথ্যা আর একটা সৎ উত্তর। সোজা ইঙ্গিত।'

'*ইঙ্গিতটা* সঠিক। যদি আমরা ধরে নেই, সে যখন তার ম্যাগাজিন প্রতিষ্ঠার কথা এবং রাজনীতিবিদদের কেন ঘৃণা করে সেটা বলছিল তখন সে সত্য বলছিল, তবে আমরা দ্বিতীয় বিন্দুটা পেয়েছি।' ট্রেস্কো ভিডিও ক্লিপটা রিউইন্ড করল। 'দেখ।'

হ্যারি দেখল। তবে যেখানে দেখার কথা সেখানটা দেখলই না। মাথা ঝাঁকাল ও।

'হাত দুটো,' ট্রেস্কো বলল। 'তার হাতের দিকে তাকাও।'

BanglaBook.org

চেয়ারের হাতলের ওপর রাখা স্টপের তামাটে হাতজোড়া দেখল হ্যারি।

'হাত দুটো নড়ছে না,' হ্যারি বলল।

'হ্যাঁ, তবে সে হাত দুটো আড়াল করছে না,' ট্রেস্কো বলল। 'খারাপ কার্ড পাওয়া খারাপ পোকার খেলোয়াড়ের একটা ধ্রুপদী লক্ষণ হচ্ছে, কার্ডগুলো তারা তাদের হাতের পেছনে লুকানোর চেষ্টা করে। আর যখন তারা ধোঁকা দেয়, তারা তাদের মনোভাব আড়াল করার জন্য মুখের ওপর স্পষ্টতই একটা চিন্তামগ্ন হাত রাখে। তাদেরকে আমরা বলি গোপনকারী লোক। অন্যেরা চেয়ারে সোজা হয়ে বসে অথবা চেয়ারে হেলান দিয়ে তারা আসলে যা নিজেকে তার চেয়েও বড় হিসেবে দেখিয়ে ধোঁকাটাকে ফুলিয়ে-ফাপিয়ে বড় করে। তারা ধোঁকাবাজ। স্টপ হচ্ছে গোপনকারী লোক।'

হ্যারি সামনে ঝুঁকে এল। 'তুমি কি...?'

'হ্যাঁ, আমি করেছি,' ট্রেস্কো বলল। 'এবং এটা সবসময়ই ঘটেছে। সে যখন মিথ্যে বলে তখন চেয়ারের হাতল থেকে হাত সরিয়ে ডান হাতটা আড়াল করে– আমি ধারণা করছি, সে ডান হাতি।'

'তাকে যখন আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে, সে তুষারমানব তৈরি করে কিনা তখন সে কী করেছে?' হ্যারি তার অধৈর্য্য লুকানোর কোনো চেষ্টা করল না।

'সে মিথ্যে বলেছে,' ট্রেস্কো বলল

'কোন ব্যাপারটায়? তুষারমানব তৈরি করার ব্যাপারটায় নাকি সেগুলো তার ছাদের ওপর বানানোর ব্যাপারটায়?'

ট্রেস্কো সামান্য একটু ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করল যেটার অর্থ হাসি হবে বলেই বুঝে নিল হ্যারি।

'এটা নির্ভুল বিজ্ঞান নয়,' ট্রেস্কো বলল 'যেমনটা বলেছি আমি, সে বাজে কার্ড প্লেয়ার নয়। তোমার প্রশ্ন জিজ্ঞেশ করার পর প্রথম সেকেন্ডে তার হাত চেয়ারের হাতলের ওপরই ছিল, যেনবা সে সত্য কথাটা বলার কথা বিবেচনা করছে। একই সময়ে তার নাসারন্ধ্র ফুলে উঠেছে, যেন সে চাপের মুখে পড়েছে। কিন্তু তারপর সে তার মন পরিবর্তন করল, ডান হাত লুকিয়ে একটা মিথ্যা বলল।'

'ঠিক কথা,' হ্যারি বলল। 'আর এর অর্থ, লুকানোর কিছু একটা আছে তার, তাই না?'

ট্রেস্কো তার দু'ঠোঁট একসঙ্গে চেপে দেখালো যে এটা কৌশলী একটা বিষয়। 'এটার অর্থ এও হতে পারে যে, সে বলার জন্য একটা মিথ্যে বেছে

BanglaBook.org

নিচ্ছে এটা জেনে যে, সেটা আবিষ্কৃত হবে। এই বিষয়টা লুকাতে চেয়েছে যে, সে সহজেই সত্যটা বলতে পারতো।'

'কী বোঝাতে চাচ্ছ?'

'যখন অ্যাডভানটেজ পাওয়া কার্ড প্লেয়াররা ভাল তাস পায়, কখনো কখনো, ভাগুটা দুম করে ওঠানোর চেষ্টা করার পরিবর্তে, তারা প্রথমবার অনেক চড়া ডাক দেয় এবং তারা সামান্য ইঙ্গিত দিয়ে বোঝাতে চায় যে, তারা ধোঁকা দিচ্ছে। অনভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে এটা বিশ্বাস করায় যে, তারা একটা ধোঁকা ধরতে পেরেছে এবং এই কৌশল তাদেরকে ডাকে অংশগ্রহণ করায়। এটা মূলত সেই ধরনের ইঙ্গিত মনে হচ্ছে। একটা ধোঁকাপূর্ণ ধোঁকা।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল হ্যারি। 'তুমি বোঝাতে চাচ্ছ যে, সে আমাকে এটা বিশ্বাস করাতে চায় যে, তার লুকানোর কিছু আছে?'

ট্রেস্কো বিয়ারের শূন্য বোতলটা দেখল, ফ্রিজের দিকে তাকাল, তার বিশাল দেহটাকে সোফা থেকে ওঠানোর সামান্য চেষ্টা করল এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'যেমনটা বলেছি, এটা কোনো নির্ভুল বিজ্ঞান নয়,' সে বলল। 'তুমি কি কিছু মনে করবে...'

হ্যারি উঠে দাঁড়িয়ে ফ্রিজের কাছে গেল। মনে মনে গালাগাল দিচ্ছে। যখন ও বসেতে ওডাকে ফোন করল, তখন ও জানত যে স্টপকে ও অব্যাহতভাবে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারবে, অনুষ্ঠানের ধরনটা এমনই ছিল। এবং জানত যে, ক্যামেরাম্যান জবাব রেকর্ড করবে, ক্লোজ-আপ অথবা তথাকথিত মিডিয়াম শটসহ, সেটা হচ্ছে, শরীরের ওপরের অংশ। ট্রেস্কোর অ্যানালিসিসের জন্য সব কিছুই ছিল পারফেক্ট। আর ওরা এখন পর্যন্ত ব্যর্থ। এটা ছিল আমার শেষ রশ্মি, দেখার শেষ জায়গা যে, কোনো আলো আছে কিনা। বাকিটা অন্ধকার। সম্ভবত সৌভাগ্য, দৈবযোগ এবং ভুল-এর জন্য দশ বছর হাতড়ে হাতড়ে খোঁজো আর প্রার্থনা কর।

ফ্রিজের ভেতর পরিচ্ছন্ন তাকে রিংগনেস বিয়ারের দিকে তাকিয়ে রইল হ্যারি, বসা কাম শোওয়ার ঘরের বিশৃঙ্খল রাজত্বের বিবেচনায় হাস্যোদ্রেককর এক বৈপরিত্য। বোতলগুলো এত শীতল যে ওর হাত জ্বালা করল। ফ্রিজের দরজা শূন্যে দুলতে দুলতে বন্ধ হতে যাচ্ছে।

'কেবল একটি যে জায়গায় নিশ্চিতভাবে আমি বলতে পারি যে, স্টপ মিথ্যে বলছে,' সোফা থেকে বলল ট্রেস্কো, 'সেটা হচ্ছে তখন, যখন সে জবাব দিল যে তার পরিবারে কোনো পাগলামি বা উত্তরাধিকার সূত্রে আসা অসুস্থতা নেই।'

BanglaBook.org

হ্যারি কোনোরকমে পা দিয়ে ফ্রিজের দরজা আটকাল। ফাঁকা জায়গা দিয়ে আলোটা অন্ধকারে প্রতিফলিত হচ্ছে, পর্দাহীন জানালা।

'আবার বল,' ও বলল।

ট্রেস্কো আবার বলল।

পঁচিশ সেকেন্ড পর হ্যারি সিঁড়ির অর্ধেকটা চলে এসেছে এবং ট্রেস্কো হ্যারির ছুঁড়ে দেওয়া বিয়ারের অর্ধেকটা শেষ করেছে।

'হ্যাঁ, আর একটা বিষয় আছে, হ্যারি,' ট্রেস্কো বিড়বিড় করে নিজেকেই বলল। 'বসে তোমাকে জিজ্ঞেশ করেছে যে, বিশেষ কারও জন্য তুমি উদগ্রীব হয়ে আছো কিনা, আর তুমি বলেছ– না।' সে ঢেকুর তুলল। 'তাসের সাহায্য নিয়ো না, হ্যারি।'

হ্যারি ওর গাড়ি থেকে ফোন দিল।

ও নিজের পরিচয় দিতে পারার আগেই একটা জবাব পেল। 'হাই, হ্যারি।'

ম্যাথিয়াস লান্ড হেগেসেন ওর নাম্বার চিনতে পেরেছে অথবা কল লিস্টে ওর নাম্বার আছে– এই ভাবনাটা হ্যারিকে কাঁপিয়ে দিল। ফোনের পেছনে র‍্যাকেল আর ওলেগের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও। ছুটির দিন। পরিবার।

'ম্যারিয়েনলিস্ট ক্লিনিক সম্পর্কে আমার একটা প্রশ্ন আছে, সেখানে কি এখনো কোনো রোগীর রেকর্ড আছে?'

'আমার সন্দেহ আছে,' ম্যাথিয়াস বলল। 'আমার মনে হয় নিয়মানুযায়ী কেউ যদি সে কাজের দায়িত্ব গ্রহণ না করে, তবে এ ধরনের জিনিশ ধ্বংস করে ফেলার কথা। তবে যদি এটা জরুরি হয় তবে আমি অবশ্যই চেক করে দেখব।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

ভিন্ডারেন ট্রামস্টপ পার হল হ্যারি। এক ভৌতিক দৃশ্যের ঝাপটা দেখল। একটা গাড়ি অনুসরণ করছে, একটা গাড়ি দুর্ঘটনা, একজন মৃত সহকর্মী, একটা গুজব যে, হ্যারি গাড়ি চালাচ্ছিল এবং ও মদ খেয়েছিল কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। সে অনেক বছর আগের কথা। ব্রিজের নিচে পানি। চামড়ার নিচে ক্ষত। আত্মার ওপর দাগ।

মিনিট পনের পর ফোন দিল ম্যাথিয়াস।

'আমি গ্রেগার্সেন-এর সঙ্গে কথা বলেছি– উনি ম্যারিয়েনলিস্টের বস। আমার আশঙ্কা, সবকিছু মুছে ফেলা হয়েছে অথবা নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। তবে আমার মনে হয় কিছু লোক, ইডারসহ, সঙ্গেকরে রোগীদের ডেটা নিয়ে গেছে।'

'আর তুমি?'

Banglabook.org

'আমি জানতাম, আমি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করব না, কাজেই আমি কিছুই নেইনি।'

'তুমি কি ইডারের কোনো একজন রোগীর নাম মনে করতে পারো, তুমি কি ভাবো?'

'হয়তবা কিছু রোগীর নাম পারব। খুব বেশি না। এ অনেক আগের বিষয়, হ্যারি।'

'আমি জানি। যাই হোক ধন্যবাদ।'

ফোন কেটে দিল হ্যারি এবং রিক্সহসপিটালেটের চিহ্ন অনুসরণ করল। ওর সামনের বিল্ডিংগুলো নিচু পবর্তশীর্ষকে ঢেকে ফেলেছে।

* * *

চল্লিশের মাঝামাঝি বয়সী গের্ডা নেলভিক ভদ্র আর সুন্দরী। এই শনিবারে রিক্সহসপিটালেটের ইনস্টিটিউট অব ফরেনসিক মেডিসিনের পিতৃত্ব বিভাগের প্যাটর্নেটি ডিপার্টমেন্টের একমাত্র ব্যক্তি। রিসিপশনে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল হ্যারি। এ নিয়ে খুব বেশি বলার নেই যে, এটা হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে সমাজের নিকৃষ্টতম অপরাধীদের খোঁজা হয়। ঘরোয়া ধাঁচে সজ্জিত উজ্জ্বল ঘরটা এ কথারই সাক্ষ্য যে, এর কর্মীদের প্রায় সবাই নারী।

হ্যারি এর আগেও এখানে এসেছে এবং ডিএনএ টেস্টের রুটিনটা ও জানে। রোববার বাদে সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে ল্যাবরেটরির জানালার পেছনে, সাদা ল্যাব কোট, ক্যাপ এবং ডিসপোজেবল গ্লাভস পরিহিত মহিলাদের দেখতে পেত। যন্ত্রপাতির ওপর ঝুঁকে রহস্যময় প্রক্রিয়া নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকে। যে প্রক্রিয়াকে তারা বলে হেয়ার-প্রেপ, ব্লাড-প্রেপ এবং সম্প্রসারিত কাজ, যে কাজ শেষ পর্যন্ত একটা সংক্ষিপ্ত রিপোর্টে পরিণত হবে। পনের ধরনের মার্কারে সংখ্যাবাচক মান নির্ধারণ করা থাকবে সে রিপোর্টে।

তাকভর্তি একটা রুম পার হল ওরা দু'জন। তাকগুলোতে বাদামি রঙা ইনভেলাপে দেশের বিভিন্ন পুলিশ স্টেশনের নাম লিখে রাখা। হ্যারি জানে সেগুলোতে পোশাক, চুলের গোছা, ফার্নিচারের পর্দা, রক্ত এবং অন্যান্য জৈব উপাদান নিয়ে লেখা রয়েছে যেটা অ্যানালিসিস করার জন্য দাখিল করা হয়েছে। সবগুলোর সংখ্যাগত কোড বের করা হবে, যে কোড রহস্যময় মালার ওপর একটা নির্বাচিত বিন্দু প্রকাশ করবে, যেটা হচ্ছে ডিএনএ। এই কোড নিরানব্বই দশমিক নয় ভাগেরও বেশি নিশ্চয়তায় ডিএনএ'র সত্ত্বাধিকারীকে চিহ্নিত করে।

গের্ডা নেলভিক-এর অফিস যতটা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি বড় নয়। তার অফিসে রিং ফাইলের তাক এবং একটা ডেস্ক আছে। ডেস্কে কম্পিউটার,

BanglaBook.org

কাগজের স্তূপ এবং হাস্যরত দুটো ছেলের বড় একটা ছবি, প্রত্যেকেই একজন পর্বতারোহীর সঙ্গে। 'আপনার ছেলে?' চেয়ারে বসে জিজ্ঞেশ করল হ্যারি।

'আমি তা-ই মনে করি,' সে হাসল।

'কী?'

'আমাদের প্রতিষ্ঠানের ভেতরের চলা এক রসিকতা। আপনি কারও টেস্ট করতে দেওয়ার বিষয়ে কিছু একটা বলেছেন?'

'হ্যাঁ। একটা নির্দীষ্ট প্রতিষ্ঠান যত ডিএনএ টেস্ট করতে দিয়েছে তার সবগুলোর ব্যাপারে জানতে উদগ্রীব আমি। বারো বছর পেছন থেকে শুরু করে। আর সেগুলো করা হয়েছিলইবা কার জন্য।'

'আচ্ছা। কোন প্রতিষ্ঠান?'

'ম্যারিয়েনলিস্ট ক্লিনিক।'

'ম্যারিয়েনলিস্ট ক্লিনিক? আপনি নিশ্চিত?'

'কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'পিতৃত্বের ক্ষেত্রে সাধারণত আদালত অথবা আইনজীবী অনুরোধ দাখিল করে। অথবা সরাসরি ব্যক্তি নিজে।'

'এগুলো পিতৃত্ব সম্পৃক্ত নয় বরং উত্তরাধিকার সূত্রে আসা শারীরিক বিপদের কারণে সম্ভাব্য পারিবারিক যোগসূত্র জানার জন্য টেস্ট করা হয়েছে।'

'আহা,' গের্ডা বলল। 'তাহলে সেগুলো আমরা ডেটাবেইজে পেয়েছি।'

'সেটা কি এমন কিছু যা আপনারা স্পটেই চেক করতে পারেন?'

'এটা নির্ভর করে আপনি অপেক্ষা করার জন্য...' গের্ডা তার হাতঘড়ি দেখল, 'ত্রিশ সেকেন্ড সময় পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না।'

মাথা নাড়ল হ্যারি।

গের্ডা কিবোর্ডে হাত চালানোর সময় নিজেকে নিজে নির্দেশনা দিল। 'এম-এ-আর-আই-ই-এন-এল-ওয়াই-এস-টি সি-এল-আই-এন-আই-সি।'

সে তার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে যন্ত্রটাকে কাজ করতে দিল।

'শরতের আবহাওয়াটা ভয়ংকর, তাই না,' সে বলল।

'হ্যাঁ, তাই,' হ্যারি জবাব দিল, বহু মাইল দূরে, হার্ডডিস্কের দ্রুতগতির ঘূর্ণনের শব্দ শুনছে। যেনবা ও যে উত্তরগুলো আশা করছে তার একটাকে এই হার্ডডিস্ক উন্মোচন করতে পারবে

'অন্ধকার আপনাকে ভোগাবে,' সে বলল। 'আশা করি শীঘ্রীই তুষার পরবে। তারপর অন্তত এটা উজ্জ্বল হবে।'

BanglaBook.org

'উম,' হ্যারি বলল।

দ্রুত গতির ঘূর্ণন থামল।

'এই যে এবার,' স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে বলল সে।

গভীর একটা শ্বাস টানল হ্যারি।

'হ্যাঁ, এখানে ম্যারিয়েনলিস্ট ক্লিনিকের একজন ক্লায়েন্ট ছিল। তবে বেশি সময়ের জন্য না।'

হ্যারি পিছিয়ে চিন্তা করার চেষ্টা করল। ইডার ভেটলেসেন সেখানে শেষ করেছে কবে?'

গের্ডা তার ভ্রু কোচকাল। 'তবে তার আগে অনেকগুলো ছিল; আমি দেখতে পাচ্ছি।'

সে ইতস্তত করল। তার কথা বলার জন্য অপেক্ষা করছে হ্যারি। এবং তারপর সে বলল: 'আমি বলব, একটা মেডিকেল সেন্টারের জন্য অস্বাভাবিক রকমের বেশিসংখ্যক।'

হ্যারির একটা অনুভূতি হল। এই পথটাই তাদের ধরা উচিত, এটা তাদেরকে গোলক ধাঁধাঁয় নিয়ে যাবে। অথবা আরও সঠিকভাবে বললে: গোলক ধাঁধাঁর ভেতরে। অন্ধকারের হৃদয়ের মধ্যে।

'এসব টেস্টের ভেতর কোনো নাম বা ব্যক্তিগত তথ্য পেয়েছেন?'

মাথা ঝাঁকাল গের্ডা। 'সাধারণত আমরা সেটা পাই, তবে এক্ষেত্রে স্পষ্টতই কেন্দ্র তাদের নাম-পরিচয় গোপন রাখতে চেয়েছে।

ফাক! হ্যারি চোখ বন্ধ করে গভীরভাবে ভাবল।

'তবে আপনাদের কাছে এখনো টেস্টের ফলগুলো আছে? আমি বোঝাতে চাচ্ছি, কোনো ব্যক্তি বাবা নাকি বাবা নয় সে সংক্রান্ত ফল।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' গের্ডা বলল।

'এবং সে ফলগুলো আপনাকে কী বলে?'

'আমি আপনাকে তাৎক্ষণিক জবাব দিতে পারব না। প্রত্যেকটা রেজাল্ট আমাকে দেখতে হবে আর তাতে অনেক সময় লাগবে।'

'ওকে। কিন্তু আপনারা যেসব টেস্ট করেন সেসবের ডিএনএ প্রোফাইল কি সংরক্ষণ করেন?'

'হ্যাঁ।'

'আর টেস্টটা ক্রিমিনাল কেইসের মতোই সমন্বিত?'

'আরও বেশি সমন্বিত। পিতৃত্ব নিয়ে সন্দেহ দূর করতে আমাদের আরও নির্দেশকের দরকার হয়, কারণ অর্ধেক জিন আসে মায়ের কাছ থেকে।'

BanglaBook.org

'তো তুমি যা বলছ সেটা হচ্ছে, আমি একজন নির্দীষ্ট ব্যক্তির শ্লেষ্মা সংগ্রহ করতে পারি, এটা এখানে পাঠাতে পারি এবং তোমরা এটা চেক করে দেখতে পারো যে, ম্যারিয়েনলিস্ট ক্লিনিক থেকে পাওয়া টেস্টগুলোর কোনোটার সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে কিনা?'

'জবাব হচ্ছে, হ্যাঁ,' গের্ডা কণ্ঠস্বরের এমন এক ওঠানামার ভেতর দিয়ে কথা বলল যাতে বোঝা গেল যে সে এর একটা ব্যাখ্যা শুনতে চাইছে।

'ভালো,' হ্যারি বলল। 'আমার সহকর্মীরা তোমাকে কয়েকজন লোকের কিছু শ্লেষ্মা পাঠাবে যারা সাম্প্রতিক বছরে নিখোঁজ হওয়া মহিলাদের স্বামী এবং সন্তান। পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, তাদের ডিএনএ টেস্ট আগেও দেওয়া হয়েছে কিনা। এ কাজটা যে কর্তৃপক্ষ কতৃক সর্বাধিক অগ্রাধিকার পাওয়া সেটা আমি নিশ্চিত করব।'

গের্ডার চোখে মনে হল একটা বাতি জ্বলে উঠল। 'এখন আমি জানি, তোমাকে কোথায় দেখেছি! *বসেতে*। এটা কি সেই...?'

যদিও সেখানে তারা কেবল দু'জনই ছিল, সে তার কণ্ঠস্বর নিচু করল যেনবা দানবটাকে তারা যে নাম দিয়েছে সেটা একটা গালি, একটা অশ্লীল শব্দ, একটা মন্ত্র যেটা উচ্চশব্দে বলতে হয় না।

ক্যাটরিনকে ফোন করে সেইন্ট হ্যানশগেন-এর জাভা ক্যাফেতে দেখা করতে বলল হ্যারি। পুরোনো এক ফ্ল্যাট ভবনের সামনে পার্ক করল ও। প্রবেশদ্বারে একটা হুমকি দিয়ে বলা হয়েছে যে, পার্ক করা গাড়ি ক্রেন দিয়ে টেনে নেওয়া হবে, যদিও প্রবেশদ্বারটা বড়জোর একটা ঘাস ছাটা যন্ত্রের সমান চওড়া হবে। শনিবারের শপিংয়ে ব্যস্ত লোকজনের চলাচলে পূর্ণ উলেভালসভিয়েন। সেইন্ট হ্যানশগেন থেকে ভার ফ্রেল্সার্স সমাধিস্থানে যাওয়ার পথে একটা শেষকৃত্যের যাত্রায় বয়ে যাওয়া বরফশীতল এক উত্তুরে হাওয়া কাপড় হ্যাটগুলো নড়িয়ে দিল।

হ্যারি দুধবিহীন একটা কড়া ডাবল এস্প্রেসো কফি আর সামান্য দুধযুক্ত একটা কোর্তাদো কফির জন্য ক্রোন জমা দিল। দুটো কাপই কাগজের। কাপ দুটো নিয়ে ফুটপাথের চেয়ারগুলোর একটাতে বসল ও। রাস্তার অন্যপাশের পুকুরে একাকী একটা সাদা রাজহাঁস শান্তভাবে ঘুরে ঘুরে সাঁতার কাটছে। হাঁসটার ঘাড় প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো বাঁকানো। হাঁসটা দেখে হ্যারি শেয়াল ধরবার ফাঁদের নাম মনে করল। বাতাসে পানির ওপরে মৃদু ঢেউ উঠল।

BanglaBook.org

'কোর্তাদো কি এখনো গরম আছে?'

ওর সামনে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছে ক্যাটরিন।

তাকে কাগজের কাপটা দিল হ্যারি। দু'জনে হেঁটে হেঁটে ওর গাড়ির দিকে গেল।

'ভালো যে তুমি শনিবার সকালে কাজ করতে পারো,' ও বলল।

'ভালো যে তুমি শনিবার সকালে কাজ করতে পারো,' সে বলল।

'আমি একা মানুষ,' ও বলল। 'আমার মতো লোকদের কাছে শনিবারের সকালের কোনো দাম নেই। অন্যদিকে, তোমার একটা জীবন থাকা উচিত।'

ওরা যখন গাড়ির কাছে এল তখন একজন বয়স্ক লোক ওদের গাড়ির দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল।

'আমি একটা ক্রেনযুক্ত ট্রাককে আসতে বলেছি,' লোকটা বলল।

'হ্যাঁ, আমি শুনেছি সেগুলো জনপ্রিয়,' গাড়ির দরজা খুলে বলল হ্যারি। 'একমাত্র সমস্যা হচ্ছে সেগুলোকে পার্ক করার জন্য জায়গা খোঁজা।'

ওরা গাড়ির ভেতরে ঢুকল। বলিরেখাযুক্ত একটা আঙুলের গাঁট কাঁচের ওপর টকটক শব্দ করল। হ্যারি জানালাটা নামাল।

'ট্রাক আসছে,' বৃদ্ধ লোকটা বলল। 'তোমাকে এখানে থাকতে হবে এবং অপেক্ষা করতে হবে।'

'আমাকে থাকতে হবে?' হ্যারি ওর আইডিটা দেখিয়ে বলল।

লোকটা কার্ডটা উপেক্ষা করে তার ঘড়ি দেখল ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে।

'আপনার জায়গাটা একটা প্রবেশদ্বার হওয়ার পক্ষে খুবই সরু,' হ্যারি বলল। আমি ট্রাফিক বিভাগ থেকে একজন লোক পাঠাচ্ছি। আমার আশঙ্কা, এতে বেশ বড় অঙ্কের জরিমানাও হবে।'

'কী?'

'আমরা পুলিশ।'

বৃদ্ধ লোকটা আইডি কার্ডটা টেনে নিল, সন্দেহের চোখে হ্যারির দিকে তাকাল, কার্ডের দিকে তাকাল এবং আবার হ্যারির দিকে তাকাল।

'এবার ঠিক আছে, তোমরা যেতে পারো,' তিক্ত এক মুখভঙ্গিতে বিড়বিড় করে বলে কার্ডটা হ্যারিকে ফেরত দিল লোকটা।

'ঠিক নেই,' হ্যারি বলল। 'আমি এখন ট্রাফিক বিভাগকে পাঠাচ্ছি।'

বৃদ্ধ লোকটা তার চোখে প্রচণ্ড রোষ নিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

হ্যারি ইগনিশনে চাবিটা ঘোরাল, ইঞ্জিনটাকে আওয়াজ করতে দিল, তারপর বৃদ্ধ লোকটার দিকে আবার তাকাল। 'আর আপনাকে এখানে থাকতে হবে।'

BanglaBook.org

ওরা গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় রিয়ারভিউ মিররে লোকটার হা-মুখ চেহারা দেখতে পেল।

ক্যাটরিন হাসল। 'তুমি *খারাপ লোক*! সে একজন বয়স্ক মানুষ।'

হ্যারি তার দিকে তেরছা চোখে তাকাল। তার মুখের অভিব্যক্তি অদ্ভুত, যেন হাসতে গিয়ে সে ব্যথা পাচ্ছে। আপাতবিরোধী হলেও সত্য যে, ফেনরিস বার-এর উপাখ্যান মেয়েটাকে ওর সঙ্গে অনেক বেশি সহজ করে তুলেছে। সম্ভবত আকর্ষণীয় নারীদের একটা জিনিশ আছে, একটা প্রত্যাখান তাদের সম্মান দাবি করে, তাদেরকে বেশি বিশ্বাস করার জন্য তোমাকে প্রস্তুত করে।

হ্যারি হাসল। হ্যারি ভেবে অবাক হল যে, মেয়েটা যদি জানতে পারে যে, আজ সকালে ও উত্থিত লিঙ্গ আর একটা স্বপ্নের টুকরো টুকরো স্মৃতি নিয়ে ঘুম থেকে উঠেছে তবে সে কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে। যে স্বপ্নে ক্যাটরিনের সঙ্গে ও সেক্স করেছে। ফেনরিস বার-এর টয়লেটের সিঙ্কের ওপর বসে সে দু'পা ফাঁক করে রেখেছে আর হ্যারি তার সঙ্গে সেক্স করেছে। শিশ্ন দিয়ে তাকে এত জোরে জোরে ধাক্কা দিয়েছে যে পাইপ ফেটে গেছে, টয়লেটের কমোডে পানি উপচে পড়েছে। নিয়ন বাতিগুলো বোঁ বোঁ শব্দ করেছে এবং টিম টিম করে জ্বলেছে। যখনই ও সজোরে লিঙ্গ *ঠেলে* যোনির ভেতর ঢুকাচ্ছিল তখনই ওর অন্ডকোষে শীতল চীনামাটির স্পর্শ লাগছিল। যখন তার নিতম্ব, পিঠ আর উরু সিঙ্কের ট্যাপ, হ্যান্ড ড্রাইয়ার্স আর সাবানদানির সঙ্গে প্রবল জোরে আঘাত লাগছিল তখন তার পেছনের আয়না এত জোরে কাঁপছিল যে আয়নায় ওর শরীর ঝাঁপসা হয়ে যাচ্ছিল। স্বপ্নে যখন ওরা সঙ্গম শেষ করল তখন ও দেখতে পেল যে, আয়নায় ওর নয় অন্য কোনো পুরুষের মুখ।

'কী নিয়ে ভাবছ তুমি?' সে জিজ্ঞেশ করল।

'পুনরুৎপাদন,' হ্যারি বলল।

'ওহ?'

হ্যারি তাকে একটা প্যাকেট দিল। সে প্যাকেটটা খুলল। একদম ওপরে এক টুকরো কাগজে লেখা শিরোনাম– *ডিএনএ শ্লেষা যন্ত্রের নির্দেশনা।*

'কোনো না কোনোভাবে এর সবকিছুই পিতৃত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত,' হ্যারি বলল। 'আমি এখনো জানি না কীভাবে অথবা কেন।'

'আর আমরা যাচ্ছি...?' কটনবাডের ছোট্ট একটা প্যাকেট তুলে প্রশ্ন করল ক্যাটরিন।

'সলিহোগডা,' হ্যারি বল। 'যমজ দু'বোনের শ্লেষা আনতে যাচ্ছি।'

BanglaBook.org

ফার্মের চারপাশের মাঠে তুষার গলছে। ভেজা এবং ধূসর। গ্রামাঞ্চলে এখনো তুষার রয়ে গেছে।

দরজায় দাঁড়িয়ে রলফ অটারসেন ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাল এবং কফি অফার করল। ওরা বাইরের পোশাক খুলল। হ্যারি তাদেরকে বলল যে ও কী চায়। রলফ অটারসেন জানতে চাইল না কেন, শুধু মাথা নাড়ল।

যমজ দু'বোন লিভিংরুমে বসে বুনছে।

'কী বানাচ্ছ?' ক্যাটরিন জিজ্ঞেশ করল।

'স্কার্ফ,' একসঙ্গে জবাব দিল দু'জন। 'আন্টি শেখাচ্ছে আমাদেরকে।'

তারা অ্যানে পেডারসেনের দিকে ঘুরল, একটা রকিং চেয়ারে বসে মহিলাটা বুনছে এবং ক্যাটরিনের দিকে তাকিয়ে 'তোমাকে দেখে আবার ভালো লাগল' ধরনের একটা হাসি দিল।

'আমি শুধু ওদের একটু থুথু আর মিউকাস নিতে চাই,' স্পষ্টভাবে বলল ক্যাটরিন, একটা কটন বাড তুলে দেখাল। 'হা কর।'

যমজ দু'জন ফিকফিক করে হেসে স্কার্ফ বোনা থামাল।

রলফ অটারসেনকে অনুসরণ করে হ্যারি রান্নাঘরে গেল, সেখানে বড় একটা কেটলি গরম হয়ে আছে, গরম কফির ঘ্রাণ আসছে।

'তো আপনারা ভুল ছিলেন,' রলফ বলল। 'ডাক্তারটার বিষয়ে।'

'হতে পারে,' হ্যারি বলল। 'অথবা হতে পারে সব সত্ত্বেও এই কেইসে তার কিছু করার ছিল। আমি কি গোলাঘরটা আরেকবার দেখতে পারি?'

রলফ অটারসেন একটা অঙ্গভঙ্গি করে হ্যারিকে সাহায্য করার আমন্ত্রণ জানাল।

'তবে অ্যানে সেখানটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেছে,' সে বলল। 'সেখানে দেখার খুব বেশি কিছু নেই

গোলাঘরটা আসলেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মেঝের ওপর ছড়ানো মুরগির রক্ত, পুরু আর কালো এবং হোম-এর স্যাম্পল নেওয়ার কথা মনে করল হ্যারি। কিন্তু এখন মেঝেটা ঘষেমেজে পরিষ্কার করা হয়েছে। মেঝের যেখানটায় কাঠের ভেতর রক্ত চুয়ে ঢুকেছে সেখানটা গোলাপি হয়ে আছে। মুরগি কাটার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে তাকাল হ্যারি। কল্পনা করার চেষ্টা করল যে, সেখানে সিলভিয়া দাঁড়িয়ে আছে এবং তুষারমানব ভেতরে ঢোকার সময় সে মুরগী জবাই করছে। সে কী অবাক হয়েছিল? দুটো মুরগি জবাই করেছিল সে। না, তিনটা। ও কেন ভাবছে দুটো মুরগি? দুটো যোগ একটা। যোগ আরেকটা কেন? চোখ বন্ধ করল ও।

BanglaBook.org

জবাই করার টেবিলের ওপর দুটো মুরগি শোয়ানো ছিল, সেই দুটোর রক্ত কাঠের গুঁড়ার ওপর পড়েছে। সেভাবেই মুরগি জবাই করা উচিত। কিন্তু তৃতীয়টা একটু দূরে পড়ে ছিল এবং মেঝেতে পড়ে ছিল। অপেশাদার। এবং তৃতীয় মুরগির গলাটা যে জায়গায় কাটা হয়েছে সে জায়গায় রক্ত জমে গেছে। ঠিক সিলভিয়ার গলার মতন। বিষয়টাকে হোম কীভাবে ব্যাখ্যা করেছিল সে কথা মনে করল ও। এবং জানে যে, চিন্তাটা নতুন নয়, চিন্তাটা অন্য সব আধা-চিন্তিত, আধা-চর্বিত, আধা-স্বপ্নিল ধারণার সঙ্গে পড়ে আছে। তৃতীয় মুরগিটা একইভাবে মারা হয়েছে, একটা কাটবার বৈদ্যুতিক ফাঁস দিয়ে।

মেঝের যেখানটায় রক্ত শুষে নিয়েছে সেখানে গিয়ে উবু হয়ে বসল ও।

তুষারমানবই যদি শেষ মুরগিটা মারবে তবে কেন সে হাতকুড়াল ব্যবহার না করে ফাঁস ব্যবহার করল? সাধারণ ব্যাপার। কারণ কুড়ালটা বনের গভীরের কোথাও হারিয়ে গিয়েছিল। কাজেই এটা নিশ্চয় খুনের ঘটনার পর ঘটেছে। তুষারমানব পুরো রাস্তাটা ফিরে এখানে এসেছে এবং একটা মুরগি মেরে রেখেছে। কিন্তু কেন? এক ধরনের ডাকিনি ধর্মীয় আচার? আকস্মিক একটা প্রেরণা? জঘন্য, হত্যার এই যন্ত্রটা পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে, খুনের ধরনটাকে অনুসরণ কর।

একটা কারণ আছে

কেন?

'কেন?' ক্যাটরিন জিজ্ঞেশ করল।

তার ভেতরে আসার শব্দ পায়নি হ্যারি। সে গোলাঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখের ওপর নিঃসঙ্গ বাতিটির আলো পড়ছে, এবং সে কটন বাডের দুটো প্লাস্টিক ব্যাগ ধরে আছে। তাকে আবার ওভাবে দাঁড়াতে দেখে কেঁপে উঠল হ্যারি, ওর দিকে হাত তাক করে দরজায় দাঁড়ানো। ঠিক বেকারের বাসায় দাঁড়ানোর মতো। তবে সেখানে ভিন্ন কিছু ছিল, অন্য উপলব্ধিও ছিল।

'যেমনটা বলেছি আমি,' হ্যারি বিড়বিড় করল, গোলাপি অংশটা মনোযোগ দিয়ে দেখছে ও, 'আমার মনে হয়, এটা পারিবারিক সম্পর্ক সংক্রান্ত বিষয়। কোনো বিষয় লুকানো সংক্রান্ত।'

'কে?' সে জিজ্ঞেশ করল এবং ওর দিকে এগিয়ে গেল। তার বুটের হিল কাঠের মেঝেতে টক টক আওয়াজ তুলল। 'কাকে তোমার সন্দেহ হয়?'

ওর পাশে উবু হয়ে বসল সে। শীতল বাতাসে তার উষ্ণ ত্বক থেকে বেরোনো পুরুষালি সুগন্ধীর ঝলক বয়ে গেল ওর পাশ দিয়ে

BanglaBook.org

'আমার কাছে কোনো আলামত নেই।'

'এটা কোনো সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া নয়; এটা একটা ধারণা যেটা তুমি পোষণ কর। তুমি একটা তত্ত্ব পেয়েছ,' সাধারণভাবে বলল ক্যাটরিন। ডান হাতের তর্জনী কাঠের গুঁড়ার ওপর বোলাল সে।

হ্যারি ইতস্তত করল। 'এটা এমনকি তত্ত্বও নয়।'

'কাম অন, বলে ফেল।'

হ্যারি গভীরএকটা শ্বাস টানল। 'আর্ভ স্টপ।'

'তার আবার কী?'

'আর্ভ স্টপের কথা অনুযায়ী, সে ইডার ভেটলেসেনের কাছে গিয়েছিল তার টেনিস এলবো'র সমস্যার জন্য চিকীৎসা সংক্রান্ত সাহায্যের জন্য। কিন্তু, বোর্গহিল্ডের কথা অনুযায়ী, স্টপের জন্য ভেটলেসেন কোনো রেকর্ড সংরক্ষণ করেনি। আমি নিজের কাছে জানতে চাচ্ছি, কেন সেটা রাখা হয়নি।'

কাঁধ ঝাঁকাল ক্যাটরিন। 'এটা সম্ভবত কনুইয়ের চেয়ে বেশি কিছু। হয়তো স্টপ ভীত ছিল যে, সে যে সৌন্দর্য্য চিকীৎসা করিয়েছে সেটার প্রমাণাদি রয়ে যাবে।'

'যেসব রোগী সেটা নিয়ে ভীত, ইডার ভেটলেসেন যদি তাদের সবার রেকর্ড না রাখতে রাজি হয়, তাহলে তার ফাইলে একটা নামও থাকত না। কাজেই আমি মনে করছি, অন্যকিছু আছে। এমন কিছু যেটা আসলে কাছ থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায় না।'

'যেমন?'

'*বসেতে* স্টপ মিথ্যে বলছিল। সে বলেছে তার পরিবারে কোনো পাগলামি বা উত্তরাধিকার সূত্রে আসা কোনো অসুস্থতা নেই।'

'এবং তার আছে?'

'চল ধরে নেই তার আছে, একটা তত্ত্ব হিসেবে।'

'যে তত্ত্ব এমনকি একটা তত্ত্বও নয়?'

মাথা নাড়ল হ্যারি। 'ফার'স সিনড্রোম বিষয়ে ইডার ভেটলেসেন নরওয়ের সবচেয়ে গোপনীয় দক্ষ চিকীৎসক। এমনকি বোর্গহিল্ডও, ইডারের নিজের সহকারী, এ সম্পর্কে জানে না। কাজেই এই দুনিয়ার ওপর থেকে সিলভিয়া অটারসেন আর বির্তে বেকার তার কাছে পৌঁছাল কীভাবে?'

'কীভাবে?'

BanglaBook.org

'চল ধরে নেই, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া অসুস্থতার ওপর নয় বরং ভেটলেসেনের স্পেশালিটি বিচক্ষণভাবে কাজ করার স্বাধীনতার ওপর। সব সত্ত্বেও, সে নিজে থেকেই বলেছিল, সেই বিচক্ষণতাই হচ্ছে তা যেটার ওপর তার ব্যবসা দাঁড়িয়ে আছে। আর এ কারণে একজন রোগী এবং বন্ধু তার কাছে গেছে এবং বলেছে তার ফার'স সিনড্রোম আছে। তার এই রোগের যে ডায়াগনসিস করা হয়েছে অন্য কোথাও থেকে, একজন প্রকৃত স্পেশালিস্টর মাধ্যমে করা হয়েছে সেই ডায়াগনসিস। কিন্তু সেই বিশেষজ্ঞের ভেটলেসেনের মতো বিচক্ষণভাবে স্বাধীনভাবে কাজ করার দক্ষতা নেই, এবং এটা হচ্ছে এমন কিছু যেটাকে গোপন রাখতে হবে। রোগী এই গোপনীয়তার ওপর জোর দিয়েছে, হয়তো এর জন্য বাড়তি খরচ করেছে। কারণ এই লোক আসলেই খরচ করতে পারে।'

'আর্ভ স্টপ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু সে অলরেডি অন্য কাউকে দিয়ে ডায়াগনসিস করিয়েছে এবং সেটা ফাঁস হয়ে যেতে পারে।'

'এটা সেটা নয় যেটা সম্পর্কে শুরুতে স্টপ ভীত ছিল। সে ভীত ছিল যে, এটা প্রকাশ হয়ে যেতে পারে যে, সে সেখানে তার সন্তানকে নিয়ে গিয়েছিল। যে সন্তানকে সে পরীক্ষা করিয়ে দেখতে চেয়েছে যে, তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অসুখ আছে কিনা। এবং সে অসুখের চিকীৎসা সর্ব্বোচ্চ বিশ্বস্ততার সঙ্গে করতে হবে। কারণ কেউই জানে না, সেসব বাচ্চারা তার সন্তান। বস্তুত এখানে কিছু লোক আছে যারা এসব বাচ্চাদেরকে নিজেদের বাচ্চা বলে মনে করে। যেমনটা ফিলিপ বেকার মনে করত যে, সে জোনাসের বাবা। এবং...' হ্যারি খামারবাড়ির দিকে ইঙ্গিত করল।

'রলফ অটারসেন?' ক্যাটরিন নিঃশ্বাস না ফেলে ফিসফিস করল। 'যমজ দুই মেয়ে? তুমি কি মনে কর...?' সে প্লাস্টিকের ব্যাগগুলো তুলে ধরল। 'এগুলোর মধ্যে আর্ভ স্টপের জিন আছে?'

'সম্ভবত।'

ওর দিকে তাকাল ক্যাটরিন। 'নিখোঁজ মহিলারা... অন্য বাচ্চারা...'

'যদি ডিএনএ টেস্টে দেখা যায় যে, স্টপ জোনাস এবং যমজ দু'মেয়ের বাবা, তবে আমরা সোমবার অন্য নিখোঁজ নারীদের বাচ্চাদের ডিএনএ টেস্ট করাব।'

BanglaBook.org

'তুমি বোঝাতে চাচ্ছ যে... নরওয়েজুড়ে যেখানে যেখানে যাচ্ছে সেখানে সেখানে আর্ভে স্টপ সেক্স করে বেড়াচ্ছে? নানান ধরনের মহিলাদেরকে গর্ভবতী করেছে এবং তারপর তারা বাচ্চা জন্ম দেওয়ার অনেক বছর পর তাদেরকে হত্যা করেছে?'

কাঁধ ঘোরাল হ্যারি।

'কেন?' সে জিজ্ঞেশ করল।

'যদি আমি ঠিক বলে থাকি, আমরা অবশ্যই পাগলামি নিয়ে কথা বলছি এবং এটা নির্ভেজাল অনুমান। পাগলামির পেছনে স্পষ্ট কোনো চমৎকার যুক্তি নেই। তুমি কি বেরহস সিল সম্পর্কে শুনেছ?'

মাথা ঝাঁকাল ক্যাটরিন।

'এই প্রজাতির বাবা সিল শীতল আর যুক্তিশীল,' হ্যারি বলল। 'নারী সিল বাচ্চা জন্ম দেওয়ার পর, প্রথম জটিল সময়টা যদি বাচ্চাটা পার করতে পারে তবে বাবাটা মা সিলকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। কারণ পুরুষটা জানে, মেয়ে সিলটা পুনরায় তার বীজ ধারণ করবে না। এবং পুরুষটা চায় না অন্য কারও বাচ্চা তার নিজের বাচ্চার প্রতিযোগী হোক।'

ক্যাটরিনকে মনে হল বিষয়টা ধরতে তার সমস্যা হচ্ছে।

'এটা পাগলামি, হ্যাঁ,' সে বলল। 'কিন্তু আমি জানি না এরচেয়ে আরও বেশি পাগলামি কী: সিলের মতোকরে চিন্তা করা অথবা এমন চিন্তা করা যে, কেউ একজন সিলের মতো করে চিন্তা করছে।'

'যেমনটা বলেছি আমি...' হ্যারি উঠে দাঁড়াল, ওর হাঁটুতে মট করে একটা শব্দ হল, 'এটা এমনকি তত্ত্বও নয়।'

'তুমি মিথ্যে বলছ,' ওর দিকে মুখ তুলে বলল সে। 'তুমি অলরেডি নিশ্চিত যে, আর্ভে স্টপই বাবা।'

হ্যারি একটা বাঁকা হাসি দিল।

'তুমি আমার মতোই বাতিকগ্রস্ত।' সে বলল।

হ্যারি তার অনুসন্ধানি দৃষ্টিকে বশে আনল। 'চল যাই। ফরেনসিক ইনস্টিটিউট তোমার কটন বাডের জন্য অপেক্ষা করছে।'

'শনিবারে?' ক্যাটরিন কাঠের গুঁড়ির ওপর তার আঙুল বোলাল, কাঠের গুঁড়ার ওপর আঁকা হিজিবিজি রেখা সমান করে দিল। 'তাদের কি জীবন নেই?' ইনস্টিটিউটে প্লাস্টিকের ব্যাগগুলো দিয়ে তাদের কাছ থেকে ওরা প্রতিশ্রুতি আদায় করল যে, ওরা আজকের সন্ধ্যায় বা পরদিন সকালে ফিরে আসবে। সেইলডাক্সগাটায় ক্যাটরিনকে বাসায় নামিয়ে দিল হ্যারি।

BanglaBook.org

'জানালার ওপাশে কোনো বাতি জ্বলছে না,' হ্যারি বলল। 'একা আছো?'

'আমার মতো দেখতে ভালো মেয়ে?' দরজার হাতল ধরে সে হাসল। 'কখনোই একা নই।'

'উম। তুমি কেন চাওনি যে, বার্গেন পুলিশ স্টেশনে তোমার সহকর্মীদেরকে আমি বলি যে তুমি সেখানে ছিলে?'

'কী?'

'ভেবেছিলে, তুমি রাজধানীতে একটা বড় খুনের মামলায় কাজ করছে শুনে তারা আনন্দিত হতো?'

সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে দরজা খুলল। 'বার্গেনসিয়ানরা অসলোকে রাজধানী মনে করে না। শুভ রাত্রী।'

'শুভ রাত্রী।'

সানেরগাটার দিকে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে হ্যারি।

* * *

ও নিশ্চিত নয়, তবে ও মনে করে ক্যাটরিনকে ও শক্ত হয়ে যেতে দেখেছে। কিন্তু তুমি কী নিয়ে নিশ্চিত হতে পারো? এমনকি ক্লিক করে ওঠা একটা শব্দ নিয়েও না, যেটাকে তুমি বন্দুকের ঘোড়া দাবানোর শব্দ বলে মনে করলে। কিন্তু পরে দেখা গেল, নিছক আতঙ্কে একটা মেয়ে শুকনো লাঠি ভাঙছে। যদিও ও আর ভান করতে পারে না, ভান করতে পারে না যে, ও জানে না। সেই সন্ধ্যায় ক্যাটরিন তার রিভলভার ফিলিপ বেকারের পিঠে তাক করেছিল। আর হ্যারি যখন তার গুলির নিশানা বরাবর পা রাখল তখন ও শব্দটা শুনেছিল; যে শব্দটাকে ও ভেবেছিল যে, ও উঠোনে সালমার ডাল ভাঙার সময় শুনেছে। এটা একটা রিভলভারের হ্যামার ছাড়ার সূক্ষ্ম শব্দ। যার অর্থ হ্যামারটা আধো হয়েছে, অর্থ হচ্ছে যে, ক্যাটরিন ট্রিগারটার দুই-তৃতীয়াংশই চেপেছে এবং বন্দুক থেকে যে কোনো মূহুর্তে গুলি বেরোতে পারত। সে বেকারকে গুলি করার সংকল্প করেছিল।

BanglaBook.org

না, ও ভান করতে পারে না। কারণ গোলাঘরে ঢুকবার দরজায় তার মুখের ওপর আলো পড়েছিল। এবং ও তাকে চিনতে পেরেছে। এবং, ক্যাটরিনকে যেমনটা বলেছে ও, এসবই পারিবারিক সম্পর্কের বিষয়।

জুলিয়ে ক্রিস্টেয়েকে ভালোবাসে পিওবি মুলার-নিলসেন। এত বেশি ভালোবাসেন যে, তিনি পুরো সত্যটা তার স্ত্রীর কাছে বলার সাহস করেননি কখনোই। অবশ্য, তিনি যখন সন্দেহ করলেন যে ওমর শরীফের সঙ্গে তার স্ত্রীর

বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক আছে, তখন তিনি বউয়ের পাশে বসে জুলিয়ে ক্রিস্টিয়েকে দু'চোখ দিয়ে গোগ্রাসে গিলতে ততটা অপরাধে ভুগতেন না। কেবল কাবাবের হাড্ডি হচ্ছে, তার জুলিয়ে এই মূহুর্তে কথিত শরীফের সঙ্গে আবেগীয় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে আছে। লিভিংরুমের টেবিলের ওপর ফোনটা যখন বাজল এবং তিনি ফোনটা ধরলেন, তার স্ত্রী পজ বাটনে চাপ দিয়ে তাদের প্রিয় ডিভিডি *ডক্টর জিভাগো*র চমৎকার কিন্তু অসহ্য মূহুর্তের দৃশ্য স্থির করে রাখল।

'আচ্ছা, শুভ সন্ধ্যা, হোল,' ইন্সপেক্টর হোল তার পরিচয় জানানোর পর বললেন মুলার-নিলসেন। 'হ্যাঁ, আমি কল্পনা করতে পারি যে, তুমি আপাতত নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য যথেষ্ট বিষয় পেয়েছ।'

'আপনার কি এক মিনিট সময় হবে,' অন্যপ্রান্তের ভাঙা ভাঙা কর্কশ কিন্তু নরম কণ্ঠস্বর বলল।

জুলিয়ের শিহরিত লাল ঠোঁট এবং উত্তোলিত রহস্যময় চোখের দিকে তাকাল মুলার-নিলসেন। 'আমাদের যতটা প্রয়োজন ততটা সময় আমরা নেব, হোল।'

'আমি যখন আপনার অফিসে গিয়েছিলাম তখন আপনি আমাকে গার্ট র‍্যাফতোর একটা ছবি দেখিয়েছিলেন। ছবিটার কিছু একটা বিষয় আমি ধরতে পেরেছিলাম।'

'ওহ তাই নাকি?'

'এবং তারপর আপনি তার মেয়ের সম্পর্কে কিছু একটা বলেছিলেন। আপনি বলেছিলেন, অবশ্যই মেয়েটা অবশেষে বেশ বিস্ময়করভাবেই আবিষ্কার করবে। এটা হচ্ছে এই "অবশ্যই" বুঝতে পারা। যেনবা এটা তেমন তথ্য যেটা আমি এরিমধ্যে জানি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু মেয়েটা অবশেষে বেশ বিস্ময়করভাবেই আবিষ্কার করেছে, তাই না।' মুলার-নিলসেন বললেন।

'এটাকে আপনি কীভাবে দেখছেন তার ওপর নির্ভর করে,' হ্যারি বলল।

BanglaBook.org

২৪
দিন ১৯।
টুউম্বা।

প্লাজা হোটেলের সোনজা হেনিয়ে রুমের ভেতর ঝাড়বাতির নিচে প্রত্যাশিত একটা গুঞ্জন। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আর্ভ স্টপ অতিথিদের সম্ভাষণ জানাচ্ছে। হাসতে হাসতে তার চোয়াল ব্যথা হয়ে গেছে, এবং হ্যান্ডশেক করে করে তার টেনিস এলবোতে ব্যথার অনুভূতি ফিরে এসেছে। টেকনিক্যাল বিষয়গুলো দেখভালের জন্য ইভেন্টস এজেন্সির দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন তরুণী স্টপের পাশে এসে দাঁড়াল এবং হেসে বোঝাল যে, অতিথিরা এখন টেবিলের চার পাশে বসেছেন। মেয়েটার হালকা কালো স্যুট এবং প্রায় দেখাই যায় না এমন মাইক্রোফোনযুক্ত একটা হেডসেট দেখে তাকে স্টপের মনে হল *মিশন ইম্পসিবল*-এর একজন নারী এজেন্ট।

'আমরা ভেতরে যাচ্ছি,' বন্ধুসুলভ, কিছুটা কোমল নাড়াচাড়ায় স্টপের বো টাই ঠিক করে দিয়ে সে বলল।

মেয়েটা একটা বিয়ের আংটি পরে আছে। স্টপের সামনে দিয়ে নিতম্ব আন্দোলিত করে সে রুমের দিকে হেঁটে গেল। তার নিতম্বজোড়া কি বাচ্চা জন্ম দিয়েছে? তার সুগঠিত নিম্নাংশে কালো ট্রাউজার আটোসাঁটো হয়ে আছে, এবং আর্ভ স্টপ তার আকের ব্রাইগে অ্যাপার্টমেন্টের বিছানায় ট্রাউজারবিহীন এই নিম্নাংশকে কল্পনা করল। কিন্তু মেয়েটাকে অনেক বেশি পেশাদার মনে হচ্ছে। এটা অনেক বেশি ঝঞ্ঝাটের বিষয় হবে। অনেক বেশি ঝক্কির প্ররোচনাকর্ম। দরজার পাশের বড় আয়নায় মেয়েটার চোখে চোখ রাখল স্টপ, ও জানে যে, মেয়েটার কাছে ধরা পড়ে গেছে এবং একটা দুঃখসূচক চাহনি দিল। মেয়েটা হাসল, সেসময় তার গালে সামান্য অপেশাদারী আভা খেলে গেল। মিশন ইম্পসিবল? পুরোপুরি নয়। তবে আজ রাতে নয়।

স্টপ ভেতরে ঢুকতেই আটটা টেবিলের সবাই ওর সম্মানে উঠে দাঁড়ালো। তার ডিনার পার্টনার হচ্ছে তারই পত্রিকার সাবএডিটর। একটা নিষ্প্রভ

BanglaBook.org

প্রয়োজনীয় বাছাই। মহিলা বিবাহিতা, বাচ্চাকাচ্চা আছে এবং তার চেহারাটা হচ্ছে প্রতিদিন বারো থেকে চৌদ্দ ঘণ্টা কাজ করা এক মানুষের বিধ্বস্ত চেহারা। হতভাগ্য বাচ্চারা। এবং স্টপকে হতভাগ্য করেছে সেদিন যেদিন মহিলাটি আবিষ্কার করল যে জীবন *লিবারেল*-এর চেয়ে বেশি মূল্যবান। স্টপ যখন রুম জুড়ে নজর বোলাল টেবিলের লোকগুলো তখন মাথা নেড়ে প্রতিক্রিয়া দেখাল। ঝারবাতির নিচে চুমকি, অলঙ্কার এবং হাসি হাসি চোখগুলো দ্যুতি ছড়াচ্ছে। এবং পোশাকগুলো। স্ট্র্যাপহীন, হাতাকাটা, পিঠখোলা, খোলামেলা।

তারপর মিউজিক বেজে উঠল। *অলসো স্প্রাশ জরথুস্ত্র*'র উচ্চ স্বর লাউড স্পিকার থেকে প্রবল শব্দে নির্গত হল। ইভেন্ট এজেন্সির সঙ্গে মিটিংয়ের সময় স্টপ বলেছিল যে, এটা ঠিক আসল উপস্থাপনা নয়, এটা আড়ম্বরপূর্ণ এবং তাকে মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে ভাবিয়েছে। আর বলেছিল, সেটাই আইডিয়া।

বড় মঞ্চের ওপর, ধোঁয়া আর আলোয় পূর্ণ, একজন পুরুষ টিভি তারকা এলো যে অনুষ্ঠানের পরিচালনার জন্য দাবি করেছে– এবং তাকে দেওয়াও হয়েছে– ছয় অঙ্কের টাকা

'লেইডিজ অ্যান্ড জেন্টালম্যান!' টিভি তারকা তারহীন একটা বিশাল মাইক্রোফোনে বলে উঠল, যেটা দেখে স্টপের একটা বিশাল উত্থিত শিশ্নের কথা মনে হল। 'ওয়েলকাম!' তারকার বিখ্যাত ঠোঁট কালো লিঙ্গটা ছুঁই ছুঁই করছে। 'আপনাদেরকে একটা বিশেষ সন্ধ্যা উপহার দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সেই সন্ধ্যায় আপনাদেরকে স্বাগতম"'

আর্ভ স্টপ ইতোমধ্যে সন্ধ্যাটা অতিক্রান্ত হওয়ার অপেক্ষায় আছে।

* * *

হ্যারি ওর অফিসের বইয়ের তাকের ওপর রাখা মৃত পুলিশদের ছবির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। ও ভাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু ওর মন ছটফট করছে, থিতু হয়ে দাঁড়াবার জায়গার অক্ষম খোঁজ, একটা সামগ্রিক চিত্র। ওর সবসময় অনুভূতি হয়েছে যে, নিজেদের ভেতরে কেউ একজন আছে; কেউ একজন জানে যে, ও সবসময় কী করবে। তবে এমন অনুভূতি হয়নি যে, এটা এরকমটা হবে। এটা খুবই অকল্পনীয়রকমের সহজ। এবং একই সাথে অত্যন্ত অচিন্তনীয়ভাবে জটিলও।

নাট মুলার-নিলসেন ওকে বলেছিল যে, ক্যাটরিন বার্গেন হেডকোয়ার্টারের ক্রাইম স্কোয়াডের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল গোয়েন্দাদের একজন হিসেবে

বিবেচিত, সে একজন উঠতি তারকা। কখনোই কোনো সমস্যা হয়নি। হ্যাঁ, সেক্সুয়াল অফেন্স ইউনিটে বদলির জন্য মেয়েটার আবেদনের পেছনে একটা ঘটনা অবশ্য আছে। মুলতবি রাখা এক মামলার প্রত্যক্ষদর্শী ফোন করে অভিযোগ করেছে, ক্যাটরিন ব্র্যাট এখনো নতুন নতুন প্রশ্ন নিয়ে তার দুয়ারে হাজির হচ্ছে। লোকটা যদিও ক্যাটরিনকে বলেছে যে, পুলিশের কাছে এ নিয়ে ইতোমধ্যে একটা স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে তবুও সে থামছে না। প্রকাশ পেল যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে না জানিয়েই ক্যাটরিন মাসখানেক ধরে স্বাধীনভাবে এই মামলার তদন্ত করছে। সে যেহেতু এটা তারা অবসর সময়ে করছে, সাধারণভাবে বিষয়টা নিয়ে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তবে এই মামলাটা সেই ধরনের মামলা নয় যেটাকে ক্যাটরিন খুঁচিয়ে বের করুক বলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ চায়। তাকে এ নিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হল, এবং এর প্রতিক্রিয়ায় মামলাটার মূল তদন্তের কয়েকটি ত্রুটি দেখিয়ে দিল। কিন্তু এজন্য তাকে কেউ সহানুভূতি জানায়নি আর এই হতাশা থেকে সে বদলির আবেদন করেছে।

'এই মামলাটা ক্যাটরিনের জন্য নিশ্চয় একটা অবসেশন ছিল,' শেষে বলেছিল মুলার-নিলসেন। 'যতদূর আমার মনে পড়ে, সে সময় তার হাজবেন্ড তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল।'

হ্যারি উঠল, করিডোর ধরে হেঁটে ক্যাটরিরেনর অফিসকক্ষের দরজার কাছে গেল। দরজাটা, অফিসের বিধিমোতাবেক, তালা মারা। ও করিডোর ধরে হেঁটে ফটোকপির রুমে গেল। রাইটিং পেপারের প্যাকেটের পাশের একেবারে নিচের তাক থেকে গিলোটিনটা তুলল, ব্লেডযুক্ত একটা বিশাল, ভারি লোহার পাট। ওর যতদূর মনে পড়ে, বিশাল যন্ত্রটা ও ব্যাবহার করেনি। কিন্তু এখন এটাকে ও দু'হাতে করে করিডোরের ভেতর টেনে আনল এবং ক্যাটরিন ব্র্যাটের দরজায় ফিরে গেল।

পেপার কাটারটা মাথার ওপর তুলে নিশানা ঠিক করল, তারপর প্রবলভাবে নিচের দিকে হাত নামাল।

গিলোটিনটা হাতলে আঘাত হেনেছে, তালাটা ফ্রেমে গিয়ে টোকা খেল, তালাটা সশব্দে দু'ভাগ হয়ে গেছে।

চাপা আর্তনাদ তুলে যন্ত্রটা মাটিতে আছড়ে পড়ার ঠিক আগ মুহূর্তে হ্যারি কোনরকমে পা তুলল। দরজা থেকে কাঠের টুকরো ছিটকে বেরোল। প্রথম লাথিতেই খুলে গেল দরজাটা। ও গিলোটিনটা তুলে নিয়ে ভেতরে ঢুকল।

ক্যাটরিন ব্র্যাটের রুমটা হুবহু ওর সেই অফিসের মতো যেটা ও একসময় পুলিশ অফিসার জ্যাক হভারসেন-এর সঙ্গে ভাগাভাগি করত। ফিটফাট,

BanglaBook.org

আসবাবপত্রহীন, কোনো ছবি অথবা কোনো ব্যক্তিগত বিষয়সম্পদ নেই। ডেস্কের ওপরে একটা সাধারণ তালা যেটা আর সব ড্রয়ারের তালা হিসেবে কাজ করছে। গিলোটিনের দুটো আঘাতে ওপরের ড্রয়ার আর তালাটা ভেঙে গেল। হ্যারি তন্ন তন্ন করে খুঁজল, কাগজগুলো একপাশে ঠেলে সরাল, প্লাস্টিকের ফোল্ডারগুলো ওলটপালট করল, পাঞ্চ মেশিন এবং অন্যান্য অফিস সরঞ্জাম হাতড়ে হাতড়ে সরাল। যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা ছুরি খুঁজে পেল ততক্ষণ পর্যন্ত খুঁজল। ছুরির খাপটা খুলে ফেলল ও। ছুরির ডগাটা খাঁজকাটা। সুস্পষ্টভাবেই এটা স্কাউট-ছুরি না। যে কাগজের স্তূপের ওপর এটা পড়ে ছিল সে কাগজের স্তূপের ভেতর ছুরিটা চেপে ধরল হ্যারি। কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই ছুরিটা কাগজের তাড়ার ভেতর ঢুকে গেল।

ড্রয়ারে ভেতরের নিচে ক্যাটরিনের রিভলভারের জন্য দুটো না খোলা বুলেটের বাক্স। একমাত্র ব্যক্তিগত যে জিনিশ হ্যারি খুঁজে পেল তা হচ্ছে দুটো আংটি। একটা আংটিতে রত্ন বসানো। ডেস্ক ল্যাম্পের আলোয় রত্নটা বেশ চকচক করে উঠল। এটাকে ও দেখেছে এর আগে। চোখ বন্ধ করে হ্যারি ভাবার চেষ্টা করল কোথায় দেখেছে। একটা বড়, জমকালো আংটি। চারদিকটা মোড়ানো। লাস ভেগাস স্টাইল। ক্যাটরিন কখনোই এ ধরনের আংটি পরবে না। আর তারপর ওর মনে পড়ল এটাকে কোথায় দেখেছে। নিজের নাড়িস্পন্দন টের পেল ও: প্রবল, কিন্তু অবিচল নাড়িস্পন্দন। এটাকে ও একটা বেডরুমে দেখেছে। বেকারের বেডরুমে।

সোনজা হেনিয়ে রুমে ডিনার শেষ হয়ে গেছে এবং টেবিল পরিষ্কার হয়ে গেছে। পেছনের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আর্ভ স্টপ মঞ্চের দিকে তাকিয়ে আছে। সেখানে এতক্ষণ অতিথিরা গাদাগাদি করে একসঙ্গে তৃতীয় আনন্দে ব্যান্ডের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। এটা একটা বিপুল শব্দ। এটা একটা খরুচে শব্দ। এটা অতি আত্মম্মন্যতা বোধে ভোগার শব্দ। আর্ভ স্টপের সন্দেহ ছিল, কিন্তু শেষটায় ইভেন্টস এজেন্সি তাকে বুঝিয়েছে যে, অভিজ্ঞতায় বিনিয়োগ করা হচ্ছে কর্মীদের তাদের কর্মক্ষেত্রের জন্য আনুগত্য, গর্ব এবং কর্মোদ্দীপনা কেনার একটা উপায়। এবং কিছুটা আন্তর্জাতিক সাফল্য কিনে ম্যাগাজিনের নিজস্ব সফলতাকে ও বিশিষ্ট হিসেব চিহ্নিত করছে এবং *লিবারেল* ব্র্যান্ডটাকে প্রতিষ্ঠা করছে। এমন এক ব্র্যান্ড বানাবে যেটাতে বিজ্ঞাপনদাতারা সহযোগিতা করতে চাইবে।

BanglaBook.org

আশির দশকের আন্তর্জাতিক হিট একটা গান সর্ব্বোচ্চ স্বরে গাইবার সময় ভোকালিস্ট একটা আঙুল দিয়ে তার ইয়ারপিস চেপে ধরেছে।

'মর্টেন হার্কেট-এর মতোকরে কেউই বাম নোট এত সুন্দরভাবে হিট করতে পারে না,' স্টপের পাশের একটা কণ্ঠস্বর বলল।

ও ঘুরল। এবং একই সঙ্গে ও জানে যে, মেয়েটাকে এর আগেও দেখেছে, কারণ ও কখনোই সুন্দরীদের ভোলে না। যেটা ও বেশি বেশি ভুলতে শুরু করেছে সেটা হচ্ছে– কে, কোথায় এবং কখন। মেয়েটা হালকা-পাতলা এবং লম্বা করে চেরা একটা হালকা কালো পোশাক পরে আছে। পোশাকটা ওকে কারও কথা মনে করিয়ে দিল। বির্তের কথা। বির্তের এমন একটা পোশাক ছিল।

'এটা জঘন্য,' ও বলল।

'উচ্চারণের জন্য এটা একটা কঠিন সুর,' গায়কের ওপর থেকে চোখ না সরিয়েই বলল মেয়েটা।

'এর গান জঘন্য বিষয় যে, আমি আপনার নাম মনে করতে পারছি না। আমি কেবল জানি যে, আমরা এর আগে সাক্ষাৎ করেছি।'

'আমরা সাক্ষাৎ করিনি,' সে বলল। 'আপনি আমাকে শুধু চট করে পরীক্ষা করে দেখছেন।' সে তার মুখের ওপর থেকে কালো চুল সরাল। সে অনমনীয়, ধ্রুপদী-ধাঁচের আকর্ষণীয়। কেট মস-ধাঁচের। বির্তে ছিল পামেলা অ্যান্ডারসন-ধাঁচের।

'যেটাকে আমি মনে করি, নিশ্চিতভাবেই ক্ষমার যোগ্য,' জেগে ওঠার একটা অনুভূতি নিয়ে ও বলল। ওর শরীরে রক্ত তরঙ্গের মতো ধাবিত হওয়া শুরু করেছে, মস্তিষ্কে শ্যাম্পেন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শ্যাম্পেন ওর মস্তিষ্ককে তন্দ্রাচ্ছন্ন করার বদলে রিল্যাক্স করছে।

'কে আপনি?'

'আমি ক্যাটরিন ব্র্যাট,' সে বলল।

'ওহ তাই। আপনি কি আমাদের বিজ্ঞাপনদাতাদের কেউ, ক্যাটরিন? ব্যাংকের কেউ? ইজারাদার? ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফার?'

প্রতিটা প্রশ্নেই ক্যাটরিন একটা হাসি দিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

'আমি একজন অনাহূত আগন্তুক,' সে বলল। 'আপনার নারী সাংবাদিকদের একজন আমার বন্ধু। সে আমাকে বলেছে, আমি শুধু একটা পোশাক পড়েই চলে আসতে পারি। আমাকে বের করে দেওয়ার কথা মনে হচ্ছে?'

BanglaBook.org

সে তার শ্যাম্পেনের গ্লাস ঠোঁটে তুলে ধরল। স্টপ সচারচর যেমনটা পছন্দ করে এই মেয়ের ঠোঁটজোড়া তেমন পরিপুষ্ট নয়, তারপরও ঠোঁট দুটো গাঢ় লাল এবং ভেজা ভেজা। সে এখনো মঞ্চের দিকেই চেয়ে আছে যাতেকরে স্টপ ওর সুবিধামতো চেহারাকাঠামো মেপে নিতে পারে। তার পুরো চেহারা কাঠামো। শূন্য পিঠ, তার স্তনের নিখুঁত বাঁক। কোনো সিলিকনের প্রয়োজন নেই, হতেপারে একটা ভালো ব্রা। কিন্তু ও দুটো কি একটা বাচ্চাকে স্তনপান করাতে পারবে?

'আমি বিকল্পটা বিবেচনা করছি,' ও বলল। 'আপনি কি কোনো যুক্তিতর্ক সামনে আনতে পছন্দ করবেন?'

'এটা কি একটা হুমকি?'

'সম্ভবত।'

'সন্ধ্যায় আবির্ভূত হবে আপনার এমন তারকা অতিথিদের ধরবার জন্য বাইরে পাপারাজ্জিদের অপেক্ষা করতে দেখলাম। তাদেরকে যদি আমি আমার সাংবাদিক বন্ধুর কথা বলি তাহলে কী হবে? এ কথা বলি যে, মেয়েটার দিকে হাত বাড়ানোর পর সে যখন আপনাকে প্রত্যাখান করেছিল তখন তাকে বোঝানো হয়েছিল যে *লিবা*রেল-এ তার ভবিষ্যৎ মন্দ?'

মন থেকেই সশব্দে হেসে উঠল আর্ভে স্টপ। ও দেখল যে, ওরা ইতোমধ্যে অন্য অতিথিদের কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ক্যাটরিনের দিকে ঝুঁকে গেল। ও খেয়াল করল যে, মেয়েটার পারফিউমের সুগন্ধী ওর ব্যবহারকরা ইয়েমু দে কোলন থেকে আলাদা নয়।

'প্রথমত, আমি বদনামের ভয়ে ভীত নই, গসিপ পত্রিকার সহকর্মীদের মধ্যে একদমই না। দ্বিতীয়ত, আপনার বন্ধু একজন অকেজো সাংবাদিক, এবং তৃতীয়ত সে মিথ্যে বলেছে। আমি তার সঙ্গে তিন বার সেক্স করেছি। আর আপনি পাপারাজ্জিদেরকে *সেটা* বলতে পারেন। আপনি কি বিবাহিতা?'

'হ্যাঁ,' অচেনা মেয়েটি বলল। মঞ্চের দিকে ঘুরে সে তার শরীরের ভার একটু ওপরে তুলে ধরল যাতেকরে তার পোশাকের ছেঁড়া অংশটা থেকে নগ্ন পা দেখা যায়। আর্ভে স্টপের মুখ শুকিয়ে গেল, শ্যাম্পেনে একটা চুমুক দিল ও। মঞ্চের সামনে পায়ের আঙুলে ভর দেওয়া নারীর দঙ্গল দেখল। নাক দিয়ে দম টানল। যেখানে ও দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে ও যোনির ঘ্রাণ নিতে পারে।

'আপনার কি কোনো বাচ্চা আছে, ক্যাটরিন?'

'আপনি কি চান আমার বাচ্চা থাক?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'কারণ জীবন সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে নারীরা তাদেরকে প্রকৃতির অনুবর্তী করতে শেখে, এবং সেটা অন্য নারীদের তুলনায় তাদের ভেতর জীবন সম্পর্কে আরও বেশি গভীর অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টি করে। এবং পুরুষ।'

'বাজে কথা।'

'না, এটা আপনাকে সম্ভাব্য বাবা খোঁজার জন্য কম মরিয়া নারী করে তোলে। আপনি শুধু খেলাটা উপভোগ করতে চান।'

'ওকে,' সে হাসল। 'তাহলে আমার বাচ্চা আছে। কী খেলা আপনি খেলতে পছন্দ করবেন?'

'দাঁড়ান,' স্টপ হাতঘড়ি দেখে বলল। 'আমরা অনেক দ্রুত এগোচ্ছি।'

'কী খেলা আপনি খেলতে পছন্দ করবেন?'

'সবগুলোই।'

'চমৎকার।'

গায়ক চোখ বন্ধ করল, দু'হাত দিয়ে মাইক্রোফোন ধরে গানের চরমে চলে গেল।

'এটা একটা একঘেয়ে পার্টি, আমি বাসায় যাচ্ছি।' স্টপ শূন্য গ্লাসটা ওর পাশ দিয়ে যেতে থাকা ট্রে'র ওপর রাখল। 'আমি আকের ব্রাইগে থাকি। *লিবারেল*-এর মতোই একই প্রবেশপথ, টপ ফ্লোর। টপ বেল।'

সে চিকন একটা হাসি দিল। 'এটা কোথায় তা আমি জানি। আপনি কতটুকু সুবিধা চান?'

'আমাকে বিশ মিনিট সময় দিন। আর একটা প্রতিশ্রুতি দিন যে, আপনি এ জায়গা ছেড়ে যাবার আগে কারও সঙ্গে কথা বলবেন না। এমনকি আপনার মেয়েবন্ধুর সঙ্গেও না। এটা কি মানা যাবে, ক্যাটরিন ব্র্যাট?'

মেয়েটার দিকে তাকাল ও, আশা করছে সঠিক নামটা বলতে পেরেছে।

'আমার ওপর ভরসা রাখেন,' সে বলল, এবং স্টপ খেয়াল করল তার চোখে এক অদ্ভুত দ্যুতি, আকাশে বনের আগুনের দ্যুতির মতো। 'এ নিয়ে আমি ঠিক আপনার মতোই উদগ্রীব যে, এটা আমাদের ভেতরই সীমাবদ্ধ থাকবে।' সে তার গ্লাস তুলল। 'আর কথা প্রসঙ্গে বলছি, আপনি তার সঙ্গে তিনবার নয়, চারবার সেক্স করেছেন।'

বেরিয়ে যাবার আগে স্টপ শেষ চাহনিটা উপভোগ করল। ওরে পেছনে ঝাড়বাতির নিচে গায়কটার চড়া কণ্ঠ এখনো কাঁপছে, গায়কের কণ্ঠস্বর প্রায় শোনাই যাচ্ছে না।

BanglaBook.org

সজোরে একটা দরজা বন্ধ হল এবং সেয়িলডাক্সগাটায় উচ্চশব্দের অত্যুৎসাহী কতগুলো কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে রাস্তায় নেমে এল। গ্রুনারলোকার বারগুলোর একটার পার্টি থেকে ফিরছে চার তরুণ। তারা রাস্তার প্রান্তে পার্ক করে রাখা গাড়িটা পার হল, গাড়ির ভেতর থাকা লোকটাকে খেয়াল করল না। তারপর তারা মোড়টা ঘুরল, রাস্তাটা আবার শান্ত হয়ে গেল। উইভস্ক্রিনের দিকে সামনে ঝুঁকে ক্যাটরিন ব্র্যাটের ফ্ল্যাটের জানালার দিকে তাকাল হ্যারি।

ও হ্যাগেনকে ফোন করতে পারত, অ্যালার্ম বাজাতে পারত, স্কেয়ারকে এবং একটা পেট্রল কার সঙ্গে নিতে পারত। তবে ও ভুলও হতে পারে। এবং ওকে প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে, অনেক কিছু হারাবার আছে, ওর এবং ক্যাটরিন দুজনের জন্যই।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে ও দরজার কাছে এবং অচিহ্নিত তৃতীয় তলার কলিং বেলের কাছে গেল। অপেক্ষা করল। আরও একবার বেল বাজাল। তারপর ও গাড়ির কাছে ফিরে এল, গাড়ির বুট থেকে ক্রোবার বের করল। দরজার কাছে ফিরে গিয়ে দ্বিতীয় তলার বেল বাজাল। একটা লোক ঘুম জড়ানো কণ্ঠে জবাব দিল। ঘরের ভেতর টিভি'র শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সেকেন্ড পনের পর লোকটা নিচে এসে দরজা খুলল। হ্যারি তাকে পুলিশের আইডি কার্ড দেখাল।

'আমি তো কোনো গৃহবিবাদ শুনিনি,' লোকটা বলল। 'কে ডেকেছে আপনাকে?'

'আমি নিজেই রাস্তা খুঁজে নেব,' হ্যারি বলল। 'আপনার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।'

তৃতীয় তলার দরজায়ও কোনো নামফলক নেই। দরজায় টোকা দিল হ্যারি, শীতল কাঠের ওপর কান পেতে শুনল। তারপর ও ক্রোবারের ডগাটা দরজা আর ফ্রেমের মাঝের লকের ঠিক ওপরে ঢোকাল। গ্রুনারলোকার ফ্ল্যাটগুলো বানানো হয়েছে রিভার আকেরসেলভা ঘেঁষে থাকা কারখানার শ্রমিকদের জন্য, আর সে কারণে এসব ঘর সস্তা জিনিশপত্র দিয়ে বানানো হয়েছে। হ্যারি দ্বিতীয় চেষ্টাতেই সহজেই দরজা খুলে ফেলল।

আলো জ্বালবার আগে করিডোরের অন্ধকারের ভেতর কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে ও শোনার চেষ্টা করছে, ওর সামনের জুতার র‍্যাক দেখল। ছয়জোড়া জুতা। সেগুলোর কোনোটাই একজন পুরুষের পায়ে লাগার মতো বড় নয়। একজোড়া জুতা তুলল ও, আজ যে জোড়া ক্যাটরিন পরেছিল। এর তলাটা এখনো ভেজা।

BanglaBook.org

লিভিংরমে ঢুকল ও। ঘরের বাতি না জ্বেলে টর্চ জ্বালল যাতেকরে ক্যাটরিন রাস্তা থেকেই দেখতে না পায় যে তার ঘরে লোক ঢুকেছে।

কাঠের মাঝে বড় বড় পেরেকে ঠোকা জীর্ণ পাইনের মেঝে, একটা সাদা সোফা, নিচু বইয়ের তাক এবং অনন্য একটা লিন সিস্টেমস লাউডস্পিকারের ওপর নড়াচড়া করছে টর্চের আলো। দেয়ালের বর্ধিতাংশে একটা ফিটফাট চাপা বিছানাসহ শোবার জায়গা এবং একটা স্টোভ আর ফ্রিজসহ রান্নাঘর। অনাড়ম্বর, সাদামাটা আর পরিচ্ছন্ন একটা ছাপ। ওর দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে থাকা একটা মুখের ওপর আলো পড়ল। এবং তারপর আরেকটা। এবং আরও একটা। খাঁজ কেটে রঙ করা কালো কাঠের মুখোশ।

হাতঘড়ি দেখল ও। এগারোটা। টর্চের আলো আবার নড়ে উঠল।

ঘরের একমাত্র টেবিলের ওপরের দেয়ালে পিন দিয়ে আটকানো পত্রিকার কাটিং। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত কাটিংয়ে ভরা। কাটিংয়গুলোর কাছাকাছি গেল ও। সেগুলোতে চোখ বোলাল, বুঝতে পারল, ওর নাড়ী গিজার কাউন্টারের মতো টিক টিক করছে।

সবই মার্ডার কেইস।

অনেক মার্ডার কেইস, দশ কি বারোটা, কয়েকটা এত পুরোনো যে পত্রিকা হলদে হয়ে গেছে। তবে মার্ডার কেইসগুলো হ্যারি পরিষ্কার মনে করতে পারল। ও মনে করতে পারল কারণ কেইসগুলোর একটা মিল আছে: ও সেগুলোর তদন্ত করেছে।

টেবিলের ওপর, কম্পিউটার এবং একটা প্রিন্টারের পাশে, এক পাঁজা ফোল্ডারের স্তূপ। মামলার প্রতিবেদন। ও একটা প্রতিবেদন খুলল। ওর মামলার কোনো রিপোর্ট সেখানে নেই, তবে উলরিকেন মাউন্টেনে লায়লা আসেনের খুনের রিপোর্ট রয়েছে। তৃতীয় ফোল্ডারটি বার্গেনে পুলিশ ভায়োলেন্সের কেইস সংক্রান্ত, গার্ট র‍্যাফতোর বিরুদ্ধে অভিযোগ সংক্রান্ত। হ্যারি ফোল্ডারটার কাগজগুলো ওল্টালো। মুলার-নিলসেনের অফিসে গার্ট র‍্যাফতোর যে ছবিটা দেখেছিল ঠিক একইরকম ছবি এখানে আছে। এখন ছবিটার দিকে তাকিয়ে ও ভাবল, এটা অবশ্যম্ভাবী।

প্রিন্টারের পাশে কাগজের স্তূপ। ওপরের কাগজটায় কিছু একটা আঁকা হয়েছে। অপেশাদার হাতের দ্রুত আঁচড়ে আঁকা একটা পেন্সিল স্কেচ, তবে মূল বিষয়টা যথেষ্ট পরিষ্কার। একটা তুষারমানব। মুখটা দীর্ঘ, যেনবা মুখটা গলে পড়ছে; কয়লার মতো কালো চোখ দুটো মরাটে এবং দীর্ঘ পাতলা গাজরটা নিচের দিকে নামানো। হ্যারি কাগজগুলো ঘাটল। একাধিক ড্রয়িং রয়েছে।

সবগুলোই তুষারমানব, বেশিরভাগই কেবল মুখ আঁকা। মুখোশ, হ্যারি ভাবল। ডেথ মাস্কস। মুখগুলোর একটায় ঠোঁট আছে, পাশে মানুষের মতো ছোট্ট ছোট্ট হাত এবং নিচে পাখির পা। অন্য একটায় আছে শূকরের নাক এবং একটা টপ-হ্যাট।

রুমের অন্য কোণাগুলো খোঁজা শুরু করল হ্যারি। আর নিজেকে ঠিক সেই কথাটা বলল যে কথাটা ফিনয়-এ ক্যাটরিনকে বলেছিল: মনকে প্রত্যাশা শূন্য কর এবং দেখ, খুঁজ না। ও সব কাপবোর্ড আর ড্রয়ার হাতড়ে দেখল। রান্নাঘরের সরঞ্জাম এবং ধোয়ামোছার টুকিটাকি জিনিশ, কাপড়চোপড়, উত্তেজক শ্যাম্পু এবং বাথরুমের বিচিত্র ক্রিম তন্ন তন্ন করে খুঁজল। বাথরুমের বাতাসে ক্যাটরিনের পারফিউমের তীব্র ঘ্রাণ। বাথারুমের শাওয়ারের জায়গাটা ভেজা এবং সিঙ্কের ওপর মাস্কারা মাখানো কটন বাড। ও বেরিয়ে এল আবার। ও জানে না কী খুঁজছে, কেবল জানে যে এটা এখানে নেই। ও সোজা হল এবং চারদিকে তাকাল।

ভুল।

এটা এখানেই আছে। ও কেবল এটা খুঁজে পায়নি এখনো।

ও তাকের বইগুলো দেখল, পানির পাত্রের ঢাকনা খুলল, মেঝেতে কোনো আলগা কাঠ আছে কিনা দেখল, দেয়ালটা পরীক্ষা করল এবং ঘরের মাদুর ওল্টাল। তারপর ওর খোঁজা শেষ হল। ও সব জায়গায় খুঁজেছে। কোনো সাফল্য ছাড়া; তবে যে কোনো সন্ধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হচ্ছে: তুমি যেটা খোঁজ *না* সেটা ঠিক তার মতো গুরুত্বপূর্ণ যেটা তুমি খোঁজ। এবং ও এখন জানে যে কী খুঁজে পায়নি। হাতঘড়ি দেখল হ্যারি। তারপর ও গোছানো শুরু করল।

কেবল যখন ও ড্রয়িংগুলো গুছিয়ে রাখছিল তখন ওর মনে হল যে, ও প্রিন্টারটা চেক করেনি। ট্রেটা টেনে বের করল। ওপরের কাগজটা হলদেটে এবং সাধারণ প্রিন্টার পেপারের চেয়ে পুরু। কাগজটা তুলল ও। কাগজটার একটা নির্দীষ্ট ঘ্রাণ আছে, যেনবা এটা মশলা দিয়ে মাখানো হয়েছে অথবা পোড়ানো হয়েছে। ও ডেস্ক ল্যাম্পটা জ্বালাল এবং পৃষ্ঠাটা আলোর ওপর ধরে চিহ্নটা খুঁজল। এবং এটা পেয়ে গেল। ডান দিকের কোণায়, মসৃণ কাগজের আঁশের মাঝে এক ধরনের জলছাপ, বাল্বের আলোর ওপর ধরলে এটা দেখা যায়। ওর গলার রক্তনালী মনে হল প্রসারিত হল, হঠাৎই রক্ত শশব্যস্ত হয়ে উঠেছে, ওর মস্তিষ্ক আরও অক্সিজেনের জন্য চীৎকার করছে।

BanglaBook.org

কম্পিউটার চালু করল হ্যারি। ঘড়ি দেখল আবার এবং কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম আর প্রোগ্রাম চালু হতে নেওয়া অনন্ত সময়ের শব্দ শুনল। সোজা সার্চ ফাংশনে গিয়ে ও একটা শব্দ টাইপ করল। সার্চ বাটনে মাউস ক্লিক করল। একটা অ্যানিমেটেড কুকুর, দুই অর্থেই, হাজির হল। প্রতীক্ষার সময়কে সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টায় কুকুরটা ওপর-নিচে লাফাচ্ছে এবং নিঃশব্দভাবে ঘেউ ঘেউ করছে। ডকুমেন্টগুলো স্ক্যান করার সময় যে টেক্সট ভেসে উঠছে তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে হ্যারি। কম্পিউটারের নির্দেশনা বক্সের দিকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল, সেখানে লেখা *আপনার অনুসন্ধানের সঙ্গে কোনো আইটেম ম্যাচ করেনি*। ও সার্চ ওয়ার্ডের বানান পরীক্ষা করল। Toowoomba। চোখ বন্ধ করল। যন্ত্রের গভীর ঘড় ঘড় আওয়াজ শুনল, একটা অনুরক্ত বিড়ালের মতো। তারপর থামল এটা। চোখ খুলল হ্যারি। *আপনার অনুসন্ধানের সঙ্গে আইটেম ম্যাচ করেছে*।

ও ওয়ার্ড ফাইলের আইকনের ওপর কার্সর রাখল। একটা হলুদ আয়াতাকার বক্স আসল। *ডেট মডিফাইড ৯ সেপ্টেম্বর*। ও যখন ডাবল ক্লিক করল তখন আঙুল কেঁপে উঠল। সেটার ভেতর সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডের ভেতর লেখা দেখা গেল। কোনো সন্দেহ নেই। শব্দগুলো অবিকল তুষারমানবের কাছ থেকে আসা চিঠির মতো।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

২৫

দিন ২০।

ডেডলাইন।

আর্ভ স্টপ যে বিছানায় শুয়ে আছে সেটা ওসাকার মিসুকু কারখানায় সেলাই এবং ক্রেতা নির্দেশিকা অনুযায়ী ওজন পরিমাপ করা হয়েছে। বিছানাটা বানিয়ে জাহাজে করে ইন্ডিয়ার চেন্নাইয়ের এক ট্যানারিতে পাঠানো হয়েছে কারণ, তামিলনাড়ু রাজ্যের আইন অনুযায়ী এ ধরনে চামড়া সরাসরি রপ্তানির অনুমোদন নেই। এই বিছানা অর্ডার দেওয়া থেকে শুরু করে জিনিশ বুঝে নেওয়া পর্যন্ত সময় লেগেছে ছয় মাস, তবে এই প্রতীক্ষার মূল্য আছে। জাপানি বাঈজি এক গেইশার মতো বিছানাটা স্টপের শরীরে নিখুঁতভাবে খাপ খেয়েছে, যেখানে প্রয়োজন সেখানে ধারণ করে এবং প্রত্যেক স্তরে অথবা দিকে কল্পনাসাধ্য সামঞ্জস্য রাখার সুযোগ দেয়।

ছাদে ঝোলানো ফ্যানের সেগুন কাঠের পাখাগুলোকে ধীরে ধীরে ঘুরতে দেখছে ও।

ওর কাছে আসার জন্য সে এখন লিফটে আছে। ইন্টারকমে ও বলেছে যে, তার জন্য ও বেডরুমে অপেক্ষা করছে, এবং দরজাটা সামান্য খোলা রেখেছে। ওর অ্যালকোহল-উষ্ণ শরীরে বক্সার শর্টসের শীতল সিল্ক জড়িয়ে আছে। অ্যাপার্টমেন্টের প্রতি রুমে লুকানো ছোট্ট কম্প্যাক্ট স্পিকারে বসে অডিও সিস্টেম থেকে ক্যাফে দেল মার সিডি'র মিউজিক ভেসে আসছে।

লিভিংরুমের নকশাকাটা কাঠের পাটাতনের ওপর তার হিলের টক টক শব্দ শুনল ও। ধীর কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপ। কেবল হিলের শব্দেই ওর শিশ্ন শক্ত হয়ে গেল। শুধু যদি সে জানত যে তার প্রতীক্ষায় কী...

ওর হাত বিছানার নিচটা হাতড়ে বেরাচ্ছে; আঙুলগুলো সেটা খুঁজে পেল যেটা তারা হাতড়ে বেরাচ্ছে।

আর তারপর সে দরজায় এল, সামুদ্রিক খাঁড়ির ওপর চাঁদের আলো পড়া ছায়ামূর্তি, আধা-হাসি দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। সে তার দীর্ঘ কালো

BanglaBook.org

চামড়ার কোটের বেল্টটা খুলল এবং কোটটা নিচে পড়ে যেতে দিল। ওর দম বন্ধ হয়ে এল, কিন্তু সে এখনো তার কোটের নিচের পোশাক পরে আছে। সে বিছানার ওপর উঠে ওকে রবারের তৈরি কিছু একটা দিল। এটা একটা মুখোশ। একটা গোলাপি জন্তুর মুখোশ।

'পর এটা,' কর্তৃত্বসুলভ নিস্পৃহ স্বরে বলল সে।

'বেশ, বেশ,' ও বলল। 'শূকরের মুখ।'

'যা বলেছি তা কর।' তার চোখে আবারও সেই অদ্ভুত হলুদ দ্যুতি।

'*হ্যাঁ পরছি, মিসেস।*'

মুখোশটা পরল আর্ভ স্টপ। ওর পুরো চেহারা ঢেকে গেল। মুখোশে রান্নাঘরে ব্যবহার করবার গ্লাভসের ঘ্রাণ। মুখোশের ছোট্ট ছিদ্র দিয়ে ক্যাটরিনকে দেখতে পাচ্ছে।

'আর আমি চাই তোমাকে–' স্টপ বলতে শুরু করল এবং নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, মুখোশবন্দী আর অচেনা। বাঁ চোখে তীব্র ব্যথা অনুভব করবার আগ পর্যন্ত ও এতটুকুই বলতে পারল।

'তুমি তোমার মুখ বন্ধ রাখ!' চীৎকার করল সে।

ধীরে ধীরে ওর চেতনায় এটা পৌঁছাল যে, ওকে সে আঘাত করেছে। ও জানে ওর উচিত হবে না, এটা তার নাটুকে অভিনয়কে নষ্ট করে ফেলবে, কিন্তু ও নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। এটা অনেক বেশি কৌতুককর। একটা শূকরের মুখোশ! শূকরের কান, নাক আর দাঁতযুক্ত রাবারের তৈরি স্যাঁতসেঁতে একটা গোলাপি বস্তু। ও একটা অট্টহাসি দিয়ে ফেলল। প্রবল জোরে পরের আঘাতটা পরল ওর পাকস্থলীর ওপর। ও আর্তনাদ করে বিছানার ওপর পিঠ রেখে পড়ে গেল। যতক্ষণ না সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল ততক্ষণ স্টপ বুঝতে পারেনি যে, ও নিঃশ্বাস নিচ্ছে না। স্টপ যখন পিঠের পেছনে ওর হাতে তার আকস্মিক মোচড় অনুভব করল তখন ও আঁটোসাটো মুখোশের ভেতর মরিয়া হয়ে নিঃশ্বাস টানতে চেষ্টা করছে। তারপর, অবশেষে, ওর মস্তিষ্কে অক্সিজেন পৌঁছাল এবং একইসঙ্গে ব্যথাটাও অনুভূত হল। এবং ভয়। বদমাশ গাভী, সে কী মনে করে সে কী করছে?! ও হাত নেড়ে মুক্ত হতে এবং মেয়েটাকে ধরতে চাইল, কিন্তু হাত নাড়াতে পারল না; হাত দুটো ওর পিঠের পেছনে শক্ত করে ধরা। ও ঝাঁকি খেল এবং ওর কব্জির ভেতর কিছু একটা দ্রুত চেপে বসল। হাতকড়া? বিকৃতমস্তিষ্ক কুত্তী।

ওকে বসাল সে।

'এটা কী তা কি দেখতে পাচ্ছ?' তার ফিসফিস আওয়াজ শুনল ও।

BanglaBook.org

কিন্তু এই মুখোশটা একদিকে নড়ে গেছে, ও কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

'আমার দেখার দরকার নেই,' ও বলল। 'আমি ঘ্রাণ নিতে পারি যে এটা তোমার যোনি।'

ওর কপালের একপাশে ঘুষি পড়ল। এটা একটা সিডি খোলার মতো শব্দ, এবং যখন ও শব্দটা আবার শুনতে পেল তখনো ও বিছানায় সোজা হয়ে বসে আছে ও অনুভব করতে পারছে যে ওর গালের মাঝ দিয়ে কিছু একটা মুখোশের ভেতর ঢুকছে।

'কী জঘন্য জিনিশ দিয়ে তুমি আমাকে আঘাত করছ?' চীৎকার করল ও। 'আমার রক্ত ঝরছে, তুমি উন্মাদ মেয়ে!'

'এটা।'

নাক আর মুখে শক্ত একটা চাপ অনুভব করল আর্ভে স্টপ।

'ঘ্রাণ নাও,' সে বলল। 'ঘ্রাণটা কি ভালো না? এটা স্টিল আর গান অয়েল। স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন। এর ঘ্রাণ আর কোনো কিছুর ঘ্রাণের মতোই নয়, তাই না? এমনকি পাউডার আর বারুদের ঘ্রাণও ভালো। যদি তুমি কখনো এটার ঘ্রাণ পেয়ে থাকো।'

শুধুই সহিংস এক খেলা, নিজেকে নিজেই বলল আর্ভে স্টপ। একটা নাটুকে অভিনয়। কিন্তু অন্যকিছু আছে, তার কণ্ঠে কিছু একটা আছে, পুরো অবস্থা সম্পর্কে কিছু একটা। কিছু একটা যেটা এতক্ষণ যা কিছু ঘটেছে সেসবকে নতুনভাবে উদ্ভাসিত করল। এবং বুড়ো জীবনে প্রথমবারের মতো– এত আগের অনুভূতি যে ওকে ওর শৈশবের কথা মনে করতে হল, অনুভূতিটা এত আগের যে শুরুতে এটাকে ও ঠিক ধরতে পারল না– আর্ভে স্টপ খেয়াল করল: ও ভীত।

* * *

'নিশ্চিত মেয়েটাকে আমাদের রাগানো ঠিক হবে না?' জর্ন হোম কেঁপে উঠল, চামড়ার জ্যাকেটটা আরো আঁটোসাটো করে শরীরের সঙ্গে টেনে ধরল সে। 'অ্যামাজনটা যখন আনা হল তখন এটা বিশাল হিটারের জন্য খ্যাত ছিল।'

হ্যারি মাথা ঝাঁকিয়ে হাতঘড়ি দেখল। দেড়টা বাজে। ক্যাটরিনের ফ্ল্যাটের বাইরে জর্ন হোমের গাড়িতে ওরা এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বসে আছে। রাতটা নীলচে-ধূসর, রাস্তা জনমানবশূন্য।

'গাড়িটার আসল রঙ ক্যালিফোর্নিয়া হোয়াইট,' বলে যাচ্ছে জর্ন হোম। 'ভলভো কালার নাম্বার ৪২। আগের মালিক এটাকে কালো রঙ করেছে।

BanglaBook.org

এটাকে একজন প্রবীনের জন্য উপযুক্ত করেছে এবং এখনো তেমনই আছে। বছরে মাত্র ৩৬৫ ক্রোনার রোড ট্যাক্স। প্রতিদিন এক ক্রোন...'

হ্যারি সতর্ক করার দৃষ্টিতে তাকালে কথা বলা থামাল জর্ন হোম। কথা বলার পরিবর্তে ও ডেভিড রাউলিং এবং জিলিয়ান ওয়েলশের গানের আওয়াজ বাড়াল। নতুন গানের মধ্যে একমাত্র এটাকেই হোম সহ্য করতে পারে। এই গানটা সে একটা সিডি থেকে ক্যাসেটে রেকর্ড করেছে, কেবল এই কারণে রেকর্ড করেনি যে গাড়িতে নতুন লাগনো ক্যাসেট প্লেয়ারে গানটা বাজাবে। সঙ্গীতপ্রেমীদের ছোট্ট তবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গোষ্ঠীর একজন চরম সমর্থক হিসেবে সে সিডি থেকে ক্যাসেটে এই গান রেকর্ড করেছে। যেই সমর্থকরা মনে করে, সিডিতে ক্যাসেটের অনন্যসাধারণ উষ্ণ শব্দের ছোঁয়া পাওয়া যায় না।

জর্ন হোম জানে, সে বেশি কথা বলছে কারণ সে নার্ভাস। কিছু অনুসন্ধান থেকে ক্যাটরিনকে বাদ দিতে হবে– এর বেশি আর কিছু হোমকে বলেনি হ্যারি। আর সে যদি বিস্তারিত ঘটনা না জানে তবে পরবর্তি কয়েক সপ্তাহের জন্য তার প্রতিদিনের একঘেয়ে কাজের গতি কমে যাবে– এ কারণে সে নার্ভাস। এবং শান্ত হয়ে, হেলান দিয়ে শুয়ে বুদ্ধিমান জর্ন হোম আর কোনো সমস্যা পাকানোর চেষ্টা করল না। যদিও এর অর্থ এটা নয় যে, সে এই অবস্থাটাকে পছন্দ করছে। হাতঘড়ি দেখল হোম।

'সে কোনো পুরুষের কাছে গেছে

প্রতিক্রিয়া দেখাল হ্যারি। 'তোমার এমন ভাবনার কারণ কী?'

'আফটার অল মেয়েটা বিবাহিতা নয়। তুমি কি তাই বলনি? একাকী মেয়েরা আজকালকার আমাদের ছেলেদের মতোই।'

'আর সেটা দিয়ে তুমি বোঝাচ্ছো?'

'চার ধাপ। বাইরে বেরোনো, পুরুষদের দলকে পর্যবেক্ষণ, দুর্বলতম শিকারকে নির্বাচন, আক্রমণ।'

'উম, তোমার চার ধাপ দরকার?'

'প্রথম তিনটা,' আয়না ঠিক করে লালচে চুল পরিপাটি করতে করতে বলল জর্ন হোম। 'এই শহরে মেয়েরা শুধু কামোত্তেজনাই জাগায়, সেক্স আর করে না।' জর্ন হোম হেয়ার অয়েল লাগানোর কথা ভাবল তবে এটাকেও সংস্কারবাদী কাজ বলে সিদ্ধান্তে পৌঁছাল। অন্যদিকে, সম্ভবত সেটা হচ্ছে কেবল তা যেটা প্রয়োজন। নিখুঁতভাবে কর।

'ফাক,' চীৎকারে ফেটে পড়ল হ্যারি। 'ফাক, ফাক, ফাক।'

'অ্যাঁ?'

BanglaBook.org

'ভেজা শাওয়ার কেবিনেট। পারফিউম। মাসকারা। তুমি *ঠিকই* বলেছ।' ইন্সপেক্টর ওর মোবাইল বের করল, ক্ষ্যাপার মতো নাম্বার চাপল এবং প্রায় তখনি একটা জবাব পেল।

'গের্ডা নেলভিক? আমি হ্যারি হোল। তুমি কি এখনো টেস্ট করছ? ...ওকে। প্রাথমিক ফলাফলে কোনো কিছু পেলে?'

হ্যারিকে দুটো উম আর তিনটা *ঠিক* বলতে দেখল জর্ন হোম।

'থ্যাঙ্ক ইউ,' হ্যারি বলল। 'আর আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে অন্য অফিসারদের কেউ আজ সন্ধ্যায় ফোন করে তোমাকে একই কথা জিজ্ঞেশ করেছে কিনা... কী? ...আচ্ছা। হ্যাঁ, টেস্টগুলো করা শেষ হওয়া মাত্রই আমাকে ফোন দেবে।'

লাইন কাটল হ্যারি। 'তুমি এখন ইঞ্জিনটা চালু করতে পারো।' ও বলল।

ইগনিশনে চাবি ঘোরাল জর্ন হোম। 'কোনদিকে?'

'আমরা প্লাজা হোটেলে যাচ্ছি। ক্যাটরিন ব্র্যাট আজ সন্ধ্যায় ইনস্টিটিউটে ফোন করে পিতৃত্বের টেস্ট সংক্রান্ত তথ্য জানতে চেয়েছে।'

'আজ সন্ধ্যায়?' জর্ন হোম তার পা নিচে নামিয়ে স্কোয়াস প্লাস-এর দিকে মোড় নিল।

'তারা প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পিতৃত্বের পঁচানব্বই ভাগ সম্ভাবনা বের করার চেষ্টা করেছে। তারপর তারা নিরানব্বই দশমিক নয় ভাগ নিশ্চিত হওয়ার জন্য পরীক্ষা করবে।'

'আর?'

'পচানব্বই ভাগ পরীক্ষার ফল হচ্ছে, অটারসেনের যমজ মেয়ে আর জোনাস বেকারের বাবা হচ্ছে আর্ভ স্টপ।'

'হায় খোদা।'

'আর আমার মনে হয়, শনিবার সন্ধ্যায় ক্যাটরিন তোমার ধারণামূলক বক্তব্য অনুসরণ করছে। আর শিকারটা হচ্ছে আর্ভ স্টপ।'

গ্রুনারলোকা'র রাস্তা ধরে রিকন্ডিশন্ড পুরোনো ইঞ্জিনটা গর্জন তুলতেই ইনসিডেন্ট রুমে ফোন করে হ্যারি সাহায্য চাইল। আর তারা আকেরসেলভা এ অ্যান্ড ই পার হতেই এবং স্টোরগাটার ট্রামলাইনের ওপর দিয়ে যেতে যেতেই হিটারটা বাস্তবিকই ওদের ওপর লাল গরম ধোঁয়া ছাড়তে শুরু করল।

ওডিন নাকেন, *ভের্দেন্স গ্যাং*-এর রিপোর্টার, প্লাজা হোটেলের বাইরের ফুটপাতে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। সাধারণভাবে জগৎ-সংসার ও লোকজনকে

BanglaBook.org

এবং নির্দীষ্টকরে তার চাকরিকে শাপশাপান্ত করছে সে। যতদূর সে বিচার-বিবেচনা করতে পারে, *লিবারেল*-এর অনুষ্ঠানের শেষ অতিথিও চলে যাচ্ছে। এবং সর্বশেষজন, রীতি অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয়, সেইজন যিনি পরের দিনের শিরোনাম বানাতে পারেন। কিন্তু সময়সীমা ঘনিয়ে আসছে; পাঁচ মিনিটের মধ্যেই যেতে হবে তাকে। যেতে হবে কয়েক শ' মিটার দূরের আকের্সগাটার অফিসে এবং লিখতে হবে। লিখতে হবে সম্পাদককে যে, সে এখন বড় হয়েছে, একটা পার্টির বাইরে কিশোরদের মতো দাঁড়িয়ে থেকে থেকে এবং জানালার কাঁচে নাক *ঠেসে* ধরে ভেতরে তাকিয়ে এটা আশা করে করে হাঁপিয়ে উঠেছে যে, কেউ একজন ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বলবে, কে কার সঙ্গে নাচল, কে কার জন্য ড্রিঙ্ক কিনল, কে কার সঙ্গে আলিঙ্গন করল। ওডিন লিখবে যে, সে তার নোটিশ দিয়ে দিচ্ছে।

কিছু গুজব শোনা যাচ্ছে যেগুলো সত্য হলে অনেক বেশি চমৎকার হবে, কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই তারা সেসব কথা ছাপতে পারে না। একটা বাধ্যবাধকতা আছে, এবং কিছু অলিখিত নিয়মও রয়েছে। যেসব নিয়ম সাংবাদিকরা, অন্তত তার প্রজন্মের সাংবাদিকরা, মেনে চলে। তবে খবর সত্য কিনা কে জানে।

ওডিন নাকেন সম্ভাবনা বিচার করল। সেখানে এখনো কেবলমাত্র রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারের একটা টিম আছে। অথবা যার নিজের পত্রিকায় গালগল্প লেখার জন্য তার মতোই একই সময়সীমা বাঁধা আছে। একটা ভলভো অ্যামাজন তাদের দিকে প্রচণ্ড গতিতে এসে তীক্ষ্ণ শব্দে ব্রেক চেপে থামল।

প্যাসেঞ্জার সিট থেকে একজন লোক লাফিয়ে নামল। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে চিনতে পারল ওডিন নাকেন। সে ফটোগ্রাফারকে ইশারা করল। দরজার দিকে ছুটতে থাকা পুলিশ অফিসারের পেছন পেছন দৌড়ে গেল ওরা।

'হ্যারি হোল,' নাকেন যখন পুলিশ অফিসারের নাগাল পেল তখন সে হাপাচ্ছে। 'পুলিশ এখানে কী করছে?'

লালচোখা পুলিশটা ঘুরল তার দিকে। 'পার্টিতে যাচ্ছি, নাকেন। কোথায় হচ্ছে পার্টিটা?'

দ্বিতীয় তলার সোনজা হেনিয়ে রুমে। তবে আমার হিসাবে পার্টি এখন শেষ, আমার ধারণা।'

'উম। আর্ভে স্টপের কিছু কি দেখেছ?'

'স্টপ আগেভাগেই বাসায় চলে গিয়েছে। তার কাছে কী চাও তুমি?'

'না। সে কি একা ছিল নাকি?'

BanglaBook.org

'সবার কাছে অপরিচিত মনে হয়েছে।'

ইন্সপেক্টরটা খট করে থেমে তার দিকে ঘুরল। 'কী বোঝাতে চাচ্ছ?'

মাথা কাত করল ওডিন নাকেন। ঘটনাটা কী সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই, তবে তার কোনো সন্দেহই নেই যে এর মধ্যে কিছু একটা ব্যাপার আছে।

'চারদিকে একটা গুজব ছড়িয়েছে যে, স্টপ একজন চমৎকার যৌনাবেদনময়ী মেয়ের সঙ্গে আলাপ করছিল। আমাকে বিছানায় নিয়ে চলো ধরনের চোখ। দুঃখের বিষয়, আমরা কিছুই ছাপতে পারি না।'

'তো?' ক্রুদ্ধ স্বরে বলল ইন্সপেক্টর।

'স্টপ চলে যাবার বিশ মিনিট পর একটা মেয়ে পার্টি ছেড়ে চলে গেছে। সে একটা ট্যাক্সিতে গেছে।'

হোল যে পথে এসেছিল দ্রুতই সেই পথে ফিরে হাঁটা দিল। ওর পেছন পেছন হাঁটছে ওডিন।

'আর মেয়েটাকে তুমি অনুসরণ করনি, নাকেন?'

ওডিন নাকেন শ্লেষটাকে উপেক্ষা করল। এই শে-ষ হাঁসের পিঠের পানির ফোঁটা। এখন।

'মেয়েটা সেলেব্রিটি নয়, হোল। একজন তারকা একজন অখ্যাত মেয়েকে বিছানায় নিয়ে যাচ্ছে সেটা কোনো খবর নয়, যদি আমি এটাকে তেমন করে রাখতে পারি। অবশ্যই, যতক্ষণ না মেয়েটা কথা বলতে চায়। আর এই মেয়েটা অনেক আগেই চলে গেছে।'

'মেয়েটা দেখতে কেমন?'

'স্লিম, কালো। দেখতে ভালো।'

'পোশাক?'

'চামড়ার কালো লম্বা কোট।'

'থ্যাঙ্কস।' অ্যামাজনে লাফিয়ে উঠল হোল।

'হেই,' নাকেন চীৎকার করল। 'এর বদলে আমি কী পাবো?'

'একটা সুখনিদ্রা,' হ্যারি বলল। 'একটা জ্ঞান যে, তুমি আমাদের শহরকে একটা নিরাপদজনক স্থানে পরিণত করার জন্য সাহায্য করেছ।'

হিংস্রভাবে মুখ ভেংচে ওডিন নাকেন দেখল পুরোনো বন্য পুরুষ শূকরের মতো র‍্যালি স্ট্রাইপের গাড়িটা ঠাঁটা শব্দে হেসে চেলে গেল। এটা হচ্ছে এ থেকে বেরিয়ে আসার সময়। তার নোটিসে হাত লাগানোর সময়। এটা বেড়ে ওঠার সময়।

BanglaBook.org

'ডেডলাইন,' ফটোগ্রাফারটা বলল। 'আমাদেরকে যেতে হবে এবং এই গু-গোবর লিখতে হবে।'

হতোদ্যমের দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ওডিন নাকেন।

মুখোশের অন্ধকারে একদৃষ্টে তাকিয়ে আর্ভ স্টপ অবাক হয়ে ভাবছে, মেয়েটা কী করছে। হাতকড়া ধরে স্টপকে টেনে সে বাথরুমে এনেছে। ওর পাঁজরে রিভলভার চেপে ধরেছে এবং ওকে বাথটাবের ভেতর ঢুকতে হুকুম করেছে। মেয়েটা কোথায়? স্টপ দম আটকে নিজের হৃদস্পন্দন শুনল এবং একটা বৈদ্যুতিক গুঞ্জনের পট পট আওয়াজ শুনল। বাথরুমের নিওন টিউবের কোনো একটা কি সেটার জায়গা থেকে বেরিয়ে পড়েছে নাকি? ওর কপালের এক পাশের রক্ত গড়িয়ে মুখের কাছে নেমে এসেছে; ও জিহ্বার ডগা দিয়ে মিষ্টি ধাতবের কটু স্বাদ নিতে পারছে।

'বির্তে বেকার যে রাতে নিখোঁজ হয়েছিল সে রাতে তুমি কোথায় ছিলে?' সিঙ্কের ওপর থেকে মেয়েটার কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'এখানে আমার ফ্ল্যাটে,' জবাব দিল স্টপ, ভাবার চেষ্টা করছে। সে বলেছিল, সে পুলিশ থেকে এসেছে আর তারপর ও মনে করতে পারল যে, মেয়েটাকে এর আগে কোথায় দেখেছে: কার্লিং হল-এ।

'একা?'

'হ্যাঁ।'

'আর সিলভিয়া অটারসেন যে রাতে খুন হল?'

'এই জায়গাতেই।'

'কারও সঙ্গে কোনো কথা ছাড়াই সারা সন্ধ্যা একা একা?'

'হ্যাঁ।'

'তো তোমার কোনো অজুহাত নেই?'

'তোমাকে আমি বলছি, আমি এখানে ছিলাম।'

'ভালো।'

ভালো? আর্ভ স্টপ ভাবল। এটা কেন ভালো যে, ওর কোনো অজুহাত নেই? এটাই কি চাচ্ছে মেয়েটা? ওর ভেতর থেকে একটা স্বীকারোক্তি বের করতে চাচ্ছে? আর মেয়েটা কাছে এগোতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক গুঞ্জনটা আরও চড়া হচ্ছে কেন?

'শোও,' সে বলল।

BanglaBook.org

যেমনটা বলা হল তেমনভাবেই ও শুয়ে পড়ল। বাথটাবের শীতল এনামেল ওর পিঠ আর উরুর চামড়ায় হুল ফোটাল। মুখোশের ভেতর ওর নিঃশ্বাস ঘন হয়ে আসছে, মুখোশ ভিজে উঠেছে, নিঃশ্বাস নেওয়া আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। তারপর কণ্ঠস্বরটা শোনা গেল আবার, এখন একেবারে কাছে।

'কীভাবে মরতে চাও তুমি?'

মরতে? সে পাগল হয়েছে। বিকৃতমস্তিষ্ক। পুরোপুরি ক্রধোন্মত্ত পাগল। অথবা সে ছিল? নিজেকে ও মাথা পরিষ্কার রাখতে বলল; সে ওকে শুধুই ভয় দেখাতে চাচ্ছে। এর পেছনে কি হ্যারি হোলের হাত থাকতে পারে? ও একজন মদোন্মত্ত পুলিশকে অবমূল্যায়ন করেছে বলে কি এমন করা হচ্ছে? তবে ওর সারা শরীর এখন কাঁপছে, এত বেশি কাঁপছে যে, ও এনামেলের ওপর ওর ট্যাগ হিউয়ার ঘড়ির ঠোকাঠুকির শব্দ শুনতে পাচ্ছে, যেনবা ওর শরীর সেটা গ্রহণ করেছে যেটা মস্তিষ্ক গ্রহণ করেনি। বাথটাবের তলার সঙ্গে মাথার পেছনভাগটা ঘষল ও, শূকরের মুখোশটাকে সোজা করার চেষ্টা করল যাতেকরে ছোট্ট ফুটো দিয়ে দেখতে পায়। ও মারা পড়তে যাচ্ছে।

এ কারণে সে ওকে বাথটাবে রেখেছে। যাতেকরে খুব বেশি ঝঞ্ঝাট না হয়, যাতে সব নিশানা সহজেই সরিয়ে ফেলা যায়। জঘন্য! তুমি আর্ভে স্টপ আর সে পুলিশের লোক। তারা কিছুই জানে না।

'ওকে,' সে বলল। 'মাথা তোলো।'

মুখোশটা। অবশেষে। সে যেমনটা বলল তেমনটাই করল ও, নিজের কপাল আর পিঠে তার হাতের স্পর্শ অনুভব করল। কিন্তু মুখোশটাকে সে শিথিল করল না। ওর ঘাড়ে পাতলা আর শক্ত কিছু একটা আটকালো। কী জঘন্য জিনিশ? একটা ফাঁস!

'না...' ও বলতে শুরু করল, কিন্তু ওর শ্বাসনালীর ওপরে ফাঁসটা চেপে বসতেই কণ্ঠস্বর থেমে গেল। হাতকড়াটা ঝনঝন করে উঠল এবং বাথটাবের তলার ওপর ঘষা খেল।

'তাদের সবাইকে খুন করেছ তুমি,' সে বলল এবং ফাঁসটা আরেকটু দৃঢ় হল। 'তুমিই তুষারমানব, আর্ভে স্টপ।'

এবার। এটা সে উচ্চস্বরে বলল। মস্তিষ্কে রক্তের ঘাটতির কারণে এরিমধ্যে ওর মাথা ঘোরাচ্ছে। ও উন্মত্তভাবে মাথা ঝাঁকাল।

'হ্যাঁ, তুমি তুষার মানব,' সে বলল, এবং সে এমন জোরে ঝাঁকি মারল যে ওর মনে হল মাথাটা ধর থেকে আলাদা হয়ে গেছে। 'তোমাকে কেবল নিযুক্ত করা হয়েছে।'

BanglaBook.org

আচমকাই অন্ধকার নেমে এল। ও একটা পা ওঠাল এবং পাটাকে আবার পড়ে যেতে দিল, ওর পায়ের গোড়ালি বাথটাবের ওপর নির্জীবভাবে আছাড় খেল। চারদিকে একটা ফাঁপা আওয়াজ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হল।

'তুমি কি এই আকস্মিক অনুভূতিটাকে চেন, স্টপ? এটা হচ্ছে মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত অক্সিজেন না পাওয়ার অনুভূতি। একদম চমৎকার, তাই না? আমার সাবেক স্বামীকে যখন শ্বাসরোধ করতাম তখন সে ঝাঁকি খেত।'

ও চীৎকার করার চেষ্টা করল, ওর শরীরে যতটুকু বাতাস আছে সেটাকে ফাঁসের লৌহ হাতলের মাঝ দিয় বের করার চেষ্টা করল, কিন্তু এটা অসম্ভব। যীশু, সে কি এমনকি একটা স্বীকারোক্তিও চায় না? তারপর ও এটা অনুভব করল। ওর মস্তিষ্কে সামান্য একটু ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দ, শ্যাম্পেনের বুদবুদের মতো হিসহিস শব্দ। মৃত কি এভাবে ঘটে? এত সহজ। ও এটাকে এত সহজ হতে দিতে চায় না।

'তোমাকে আমি লিভিংরুমে ঝোলাবো,' কানের কাছে ও কণ্ঠস্বরটা শুনতে পেল। ওর মাথার ওপর সে একটা হাত দিয়ে মোলায়েমভাবে চাপড় মারছে। 'সমুদ্রের খাড়ির দিকে মুখ করিয়ে। যাতেকরে তুমি একটা দৃশ্য দেখতে পাও।'

তারপর ওর মনে হল একটা ক্ষীণ মৃদু শব্দ এল। বাঁকা রেখাটা যখন সমান হয়ে যায় এবং আর হৃদস্পন্দন হয় না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

২৬

দিন ২০।

নীরবতা।

আর্ভ স্টপের দরজার কলিংবেলটা আবার চাপল হ্যারি।

আকের ব্রাইগে'র গাড়িমুক্ত স্কোয়ারের মাঝখানে পার্ক করা কালো অ্যামাজনের দিকে উঁকি মেরে খালের ব্রিজের ওপর দিয়ে একটা পেঁচা হাঁটছে। পেঁচাটার মুখে কোনো শিকার নেই।

'আমার মনে হয়, ভেতরে যদি স্টপের কাছে কোনো মেয়ে মানুষ থাকে তবে সে দরজা খুলবে না,' তিন মিটার উঁচু কাঁচের দরজার দিকে তাকিয়ে বলল জর্ন হোম।

হ্যারি অন্য কলিং বেলটা বাজাল।

'ওগুলো শুধুই অফিস,' জর্ন হোম বলল। 'স্টপ ওপরতলায় একা থাকে। একথা আমি পড়েছি।'

চারপাশে তাকাল হ্যারি।

'না,' হোম বলল। হ্যারি কী করার কথা ভাবছে সেটা সে বুঝতে পেরেছে। 'ক্রো বার দিয়ে কাজ হবে না। আর স্টিল গ্লাসটা ভাঙা যাবে না। আমাদের ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না কেয়ারটে–...'

হ্যারি গাড়ির দিকে যাচ্ছে। এবং এখনও হোম ইন্সপেক্টরের চিন্তাকে বুঝতে পারল না। ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারল না যতক্ষণ পর্যন্ত না হ্যারি ড্রাইভিং সিটে বসল এবং জর্ন-এর মনে পড়ল যে চাবিটা এখনো ইগনিশনেই রয়েছে

'না, হ্যারি! না! চালিয়ো না...'

ইঞ্জিনের গর্জনে বাকি কথাটুকু ভেসে গেল। তার কথা মনোযোগ পাবার আগেই বৃষ্টিভেজা পিচ্ছিল পথে চাকা ঘুরল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে জর্ন হোম হাত নাড়তে লাগল। কিন্তু স্টিয়ারিংয়ের পেছনে ইন্সপেক্টরের চোখে চোখ পড়লে সে পথটা ছেড়ে দিল। অ্যামাজনের বাম্পারটা একটা চাপা শব্দে দরজায় আঘাত করল। দরজার কাঁচ সাদা ক্রিস্টালে পরিণত হয়ে মাটিতে পরবার আগে

BanglaBook.org

শব্দহীনভাবে এক সেকেন্ড স্থির হয়ে রইল। এবং জর্ন হোম ধ্বংসের মাত্রা পরিমাপ করতে পারার আগেই হ্যারি গাড়ি থেকে নেমে লম্বা লম্বা পা ফেলে কাঁচহীন প্রবেশ পথ দিয়ে ভেতরে ঢুকল।

গালাগাল দিতে দিতে জর্ন হোম ওর পেছন পেছন মরিয়া হয়ে দৌড়াল। দু'মিটার লম্বা পাম গাছওয়ালা একটা পাত্র ধরে হ্যারি সেটাকে টেনে লিফটের কাছে নিয়ে গেল। লিফটের বোতাম চাপল। অ্যালুমিনিয়ামের চকচকে দরজাটা খুলে যেতেই ও গাছের পাত্রটা দরজার মাঝে রেখে একটা সাদা দরজার ওপরে সবুজ রঙে এক্সিট সাইনের দিকে আঙুল তুলে ইঙ্গিত করল।

'তুমি যদি জরুরি বহির্গমনের সিঁড়ি ধরে যাও আর আমি মূল সিঁড়ি দিয়ে যাই তবে আমরা পালানোর সব পথই কভার করতে পারব। সপ্তম তলায় দেখা হবে, হোম।'

লোহার সরু সিঁড়ি ভেঙে তৃতীয় তলায় পৌঁছার আগেই ঘেমেনেয়ে একাকার হয়ে গেল জর্ন হোম। না ওর শরীর, না ওর মাথা এর জন্য প্রস্তুত ছিল। যীশুর শপথ, ও একজন ফরেনসিক অফিসার! ওর ঝোলাটা নাটক পুনর্নির্মাণ করার জন্য, সেগুলোকে নির্মাণ করার জন্য নয়।

এক মুহূর্তের জন্য থামল সে। কিন্তু সে কেবল নিজের পদক্ষেপ এবং নিজের হাঁপানোর প্রতিধ্বনি শুনতে পেল। যদি কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে তবে সে কী করবে? হ্যারি তাকে সেইলডাক্সগাটা থেকে রিভলভারটা সঙ্গে করে আনতে বলেছে, তবে সে কথা দিয়ে কি হ্যারি বুঝিয়েছে যে, তাকে এটা ব্যবহার করতে হবে? জর্ন রেলিং ধরে আবার দৌড়ানো শুরু করল। এই পরিস্থিতিতে হ্যাঙ্ক উইলিয়াম কী করত? মদের ভেতর তার মাথা সমাহিত করত। সিড ভিসিয়াস? একটা আঙুল দেখাত এবং লাথি মারত। আর এলভিস? এলভিস। এলভিস প্রিসলি। ঠিক। জর্ন হোম তার রিভলভার আকড়ে ধরল।

সিঁড়ি শেষ হল। দরজা খুলল সে এবং সেখানে, করিডোরের শেষে, একটা বাদামি দরজার পাশে হ্যারি দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ও এক হাতে রিভলভার ধরে আছে আর অন্য হাতটা নিজের মুখের ওপর ধরে আছে। জর্নকে দেখেই ঠোঁটের ওপর তর্জনী চেপে দরজার দিকে ইঙ্গিত করল হ্যারি। দরজাটা সামান্য খোলা।

'আমরা একেকটা রুম ধরে ধরে খুঁজব,' জর্ন পাশে এসে দাঁড়ালে ফিসফিস করে বলল হ্যারি। 'তুমি বাঁ দিকে যাও, আমি ডানে যাচ্ছি। একই ছন্দে, পিঠে পিঠ। আর দম নিতে ভুলো না।'

BanglaBook.org

'দাঁড়াও!' ফিসফিস করে বলল জর্ন। 'সেখানে ক্যাটরিন থাকলে কী হবে?'

তাকে ভালো করে দেখল হ্যারি, অপেক্ষা করল ও।

'আমি বলতে চাচ্ছি...' জর্ন হোম কী বলতে চেয়েছে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করছে। 'এই খারাপ পরিস্থিতিতে আমার কি একজন সহকর্মীকে... গুলি করা উচিত?'

'*খারাপ* পরিস্থিতিতে,' হ্যারি বলল, 'একজন সহকর্মী *তোমাকে* গুলি করবে। প্রস্তুত?'

স্ক্রেইয়া'র তরুণ ফরেনসিক অফিসার মাথা নাড়ল এবং নিজে নিজেই শপথ করল যে, যদি এটা ভালোয় ভালোয় পার হয় তবে সে জঘন্য তেল মাথায় নেবে।

হ্যারি নীরবে পা দিয়ে দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। বাতাসের ঝাপটা অনুভব করল ও। আবদ্ধ বাতাস। ডানদিকের প্রথম দরজার কাছে গেল ও। রিভলভার তাক করে বাঁ হাত দিয়ে দরজার হাতল ধরল। এটা স্টাডি রুম। খালি। ডেস্কের ওপর নরওয়ের বিশাল একটা ম্যাপ ঝোলানো। ম্যাপের ওপর একটা পিন ফোটানো।

হল রুমে ফিরে গেল হ্যারি। সেখানে হোম ওর জন্য অপেক্ষা করছে। হোম-এর দিকে ইশারা করে তার রিভলভার সবসময় তাক করে রাখতে বলল হ্যারি।

তারা ধীরে ধীরে ঘুরে ঘুরে অ্যাপার্টমেন্টটা দেখল।

রান্নাঘর, লাইব্রেরি, ফিটনেস রুম, কাঁচঘেরা উদ্যান, অতিথি কক্ষ সবগুলোই শূন্য।

হ্যারি অনুভব করল তাপমাত্রা নেমে গেছে। তারা লিভিংরুমে আসতেই ও দেখল কেন তাপমাত্রা কমেছে। সুইমিং পুলে যাবার পথের টানা দরজাটা হা করে খোলা; দরজার সাদা পর্দা বাতাসে কাঁপছে। রুমের অপর পাশ কয়েকটা সরু পথ, প্রতিটা পথ একেকটা দরজার দিকে গেছে। দরজাটাকে ডানে নেওয়ার জন্য হোমকে ইঙ্গিত করল হ্যারি, আর ও অবস্থান নিল অন্য দরজার সামনে।

দম টানল হ্যারি, কুণ্ডলি পাকিয়ে নিশানা ঠিক করে দরজা খুলল।

অন্ধকারের ভেতর ও বিছানাটা খুঁজে পেল, সাদা লিনেন আর কিছু একটা খুঁজে পেল যেটা একটা শরীর হতে পারে। দরজার ভেতর বাঁ হাত দিয়ে হাতড়ে একটা সুইচ খুঁজল।

'হ্যারি!'

BanglaBook.org

হোম-এর কণ্ঠ।

'এখানে, হ্যারি!'

হোম-এর কণ্ঠ উত্তেজিত, কিন্তু হ্যারি বধির হয়ে গেল এবং ওর সামনে থাকা অন্ধকারের দিকে মনোযোগী হল। ওর হাত সুইচটা খুঁজে পেল এবং পর মুহূর্তেই মাথার ওপরের আলোয় ঘরটা ভেসে গেল। হ্যারি কাপবোর্ড চেক করল, তারপর ঘর থেকে বেরোলো। বাইরে অন্য পাশের দরজায় দাঁড়িয়ে হোম গান উঁচিয়ে রুমের দিকে তাক করে আছে।

'লোকটা নড়ছে না,' হোম বলল ফিসফিস করে। 'মারা গেছে। লোকটা...'

'তাহলে আমাকে এত জলদি ডাকার কোনো প্রয়োজন নেই তোমার,' হ্যারি বলল, বাথটাবের দিকে হেঁটে গেল। নগ্ন লোকটার ওপর ঝুঁকে বসে শূকরের মুখোশটা খুলে নিল। একটা পাতলা লাল রেখা তার ঘাড় বেয়ে চলে গেছে, তার চেহারা বিবর্ণ আর ফোলা এবং তার চোখের পাতার নিচ থেকে চোখজোড়া ফুলে আছে। আর্ভ স্টপকে কোনমতে চেনা গেল।

'আমি ক্রাইম সিন-এর লোকদের ফোন দিচ্ছি,' হোম বলল।

'দাঁড়াও,' স্টপের মুখের সামনে একটা হাত ওঠাল হ্যারি। তারপর ও সম্পাদকের কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল।

'কী করছ?'

আরও জোরে ঝাঁকি দিল হ্যারি।

হ্যারির কাঁধে একটা হাত রাখল জর্ন। 'কিন্তু হ্যারি, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না...?'

হোম পশ্চাদাপসারণ করল। চোখ খুলেছে স্টপ। আর এখন সে দম টানছে– একজন ডুবরি যেমনভাবে জলের ওপরে উঠে যেমনটা করে– গভীরভাবে, বেদনাদায়কভাবে দম টানছে। তার গলার ভেতর একটা ঝনঝনানি আওয়াজ।

'মেয়েটা কোথায়?' হ্যারি বলল।

স্টপ চোখ মেলে দেখতে পারছে না, তার মুখ থেকে হাঁপানির মতো শ্বাস বেরোলো।

'এখানে থাকো, হোম।'

মাথা নাড়ল হোম, সে তার সহকর্মীকে বাথরুম থেকে বেরিয়ে যেতে দেখল।

আর্ভ স্টপের ছাদের বারান্দার প্রান্তে দাঁড়াল হ্যারি। পঁচিশ মিটার নিচে খালের

BanglaBook.org

কালো পানি চিকচিক করছে। চাঁদের আলোয় ও পানিতে রণ পা'র ওপর ক্যাটরিনের মূর্তি এবং জনমানুষশূন্য ব্রিজটা দেখতে পাচ্ছে। এবং সেখানে... পানির ওপর উজ্জ্বল কিছু একটা ডুবছে-ভাসছে, মরা মাছের পেটের মতো। একটা কালো চামড়ার কোটের পেছনটা। মেয়েটা ঝাঁপ দিয়েছে। সাত তলার ওপর থেকে।

বারান্দার প্রান্তে ঝুলন্ত ফুলদানির মাঝে পা রাখল হ্যারি। ওর মস্তিষ্কের ভেতর একটা অতীত দৃশ্য খেলে গেল। অস্টমার্কা বন, এবং ওয়েস্টেইন। পাহাড় থেকে হকজার্ন লেকে ঝাঁপ দিয়েছিল ওয়েস্টেইন। হ্যারি আর ট্রেস্কো তাকে তীরে টেনে তুলেছিল। রিক্সহসপিটালেটের বিছানায় শোয়া ওয়েস্টেইনের ঘাড়ের চারদিকে ব্যান্ডেজ বাঁধা। সেই ঘটনা থেকে হ্যারি যা শিখেছে তা হচ্ছে, অনেক উঁচু থেকে তোমার ঝাঁপ নয়, লাফ দেওয়া উচিত। এবং তোমার বাহু রাখবে শরীরের সঙ্গে যাতেকরে তোমার কাঁধের হাড় ভেঙে না যায়। তবে সবকিছুর ওপরে যেটা করতে হবে, নিচে তাকানোর আগে তোমার মন ঠিক করতে হবে, এবং আতঙ্ক তোমার কাণ্ড জ্ঞানকে গ্রাস করবার আগেই লাফ দিতে হবে। আর এ কারণেই যতক্ষণে হ্যারির জ্যাকেট বারান্দার মেঝেতে মৃদু শব্দে আছড়ে পড়ল ততক্ষণে ও বাতাসে ভেসে বাতাসের গর্জন শুনছে। কালো পানি ওর দিকে কালো পিচের মতো ধেয়ে আসছে।

গোড়ালি জোড়াকে একসঙ্গে লাগিয়ে রেখেছে ও। পরের মুহূর্তেই মনে হল, বাতাস ওর কাছে পরাস্ত হয়েছে আর বিশাল একটা হাত ওর পোশাক ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছে, এবং সব শব্দ মিলিয়ে গেছে। তারপর এল অবশ করা শীতলতা। পানিতে লাথি মেরে ওপরে ভেসে উঠল হ্যারি। ও নিজের অবস্থান খুঁজে পেল, কোটটাকে দেখতে পেল এবং সাঁতার শুরু করল। এরিমধ্যে পায়ের অনুভূতি হারাতে শুরু করেছে এবং হ্যারি জানে যে, এই তাপমাত্রায় ওর শরীর কাজ করা বন্ধ করবার আগে ও মাত্র কয়েক মিনিট সময়ই পাবে। তবে এটাও ও জানে যে, ক্যাটরিনের কণ্ঠস্বরের রিফ্লেক্স যদি কাজ করে এবং পানির সংস্পর্শে এসে এটা নিজে নিজে বন্ধ হয়ে যায়, তাহলেই মেয়েটা বাঁচতে পারে, সেটা করলে বিপাক প্রক্রিয়াকে থামিয়ে দেবে, শরীরের কোষ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অচেতন করে ফেলবে এবং বেঁচে থাকার গুরুত্বপূর্ণ কাজ ন্যূনতম অক্সিজেন গ্রহণের কাজটাকে চালু রাখবে।

হ্যারি দ্রুত শরীর বাঁকিয়ে ঝুঁকে পানির ভেতর দিয়ে সাঁতরে চকচকে চামড়ার দিকে এগিয়ে গেল।

BanglaBook.org

তারপর ও সেখানে পৌঁছাল এবং তাকে আকড়ে ধরল।

ওর প্রথম অচেতন চিন্তাটা হল যে, সে এরিমধ্যে স্বর্গলোকে চলে গেছে, প্রেত-প্রেতনি তাকে খেয়ে ফেলেছে। এ কারণে কেবল তার কোটটা সেখানে আছে।

গালি দিল হ্যারি, পানির ভেতর পাক খেল এবং ওপরে ছাদের বারান্দার দিকে তাকাল। ছাদের ঢালের নিচ পর্যন্ত দেখল। ধাতব পাইপ এবং ঢালু ছাদ অপর পাশের বিল্ডিংয়ের দিকে, অন্য বিল্ডিংয়ের দিকে চলে গেছে। আকের ব্রাইগে'র অট্টালিকাগুলোর গোলক ধাঁধার ভেতর দিয়ে ছাদের বারান্দা এবং অগ্নিনির্গমন পথের ছড়াছড়ি। ক্যাটরিন যে ওকে হিসাবের মধ্যেই রেখেছিল সেটা বুঝতে পেরে পানির ভেতর লাথি ঝাড়ল হ্যারি। ওর পায়ে আর কোনো অনুভূতি নেই। প্রাচীনতম কেতাবী কৌশলের ফাদে পড়েছে ও। এবং পাগলামির এক মুহূর্তে ও পানিতে ডুবে মৃত্যুর কথা ভাবল; এটাই বরং অনেক বেশি আনন্দদায়ক হবে।

সকাল ৪টা বাজে। হ্যারির সামনের বিছানায় একটা ড্রেসিং গাউন পরে বসে আছে কম্পমান আর্ভে স্টপ। লোকটার চেহারা থেকে তামাটে রং শুষে নেওয়া হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, এর মধ্যে সে বুড়োটে হয়ে গেছে। তবে তার চোখের মণি স্বাভাবিক আকার ফিরে পেয়েছে।

হ্যারি গরম পানি দিয়ে গোসল সেরে একটা চেয়ারে বসেছে। হোম-এর কাছ থেকে নিয়ে একটা সোয়েটার পরেছে। স্টপ-এর কাছ থেকে ট্র্যাকস্যুট বটম ধার করে নিয়ে পরেছে। লিভিং রুমে বসে ওরা শুনতে পাচ্ছে, জর্ন হেমি মোবাইল ফোনেই ক্যাটরিন ব্র্যাটকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। হ্যারি তাকে বলেছে, ইনসিডেন্ট রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা সাধারণ সতর্কবার্তা দিয়ে রাখতে; গার্ডেমোয়েন এয়ারপোর্টের পুলিশকে জানিয়ে রাখতে বলেছে যে, মেয়েটা সকালের কোনো ফ্লাইটে পালানোর চেষ্টা করে কিনা সেটা নজর রাখতে; এবং স্পেশাল ফোর্সেস ইউনিট ডেলটাকে মেয়েটার ফ্ল্যাটে ঝটিকা আক্রমণ করতে বলেছে, যদিও হ্যারি একদম নিশ্চিত যে তারা সেখানে তাকে খুঁজে পাবে না।

'তো আপনি মনে করেন, এটা নিছকই একটা যৌনক্রীড়া ছিল না বরং ক্যাটরিন আপনাকে খুন করতে চেয়েছে?' জিজ্ঞেশ করল হ্যারি।

BanglaBook.org

'মনে করি? দাঁত ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললো স্টপ। 'সে আমাকে গলা টিপে মারতে চেয়েছিল!'

'উম। আর সে আপনাকে জিজ্ঞেশ করেছে, খুনগুলো হওয়ার সময় আপনার কোনো অজুহাত ছিল কি না?'

'তৃতীয়বারের মতো, হ্যাঁ!' আর্তনাদ করল স্টপ।

'তো সে মনে করে, আপনি হচ্ছেন তুষারমানব?'

'খোদা জানে, সে কী মনে করে। মহিলা অবশ্যম্ভাবীভাবে উন্মাদ।'

'হতে পারে,' হ্যারি বলল। 'তবে এতে তো তার একটা পয়েন্ট পাওয়া ঠেকে থাকে না।'

'আর সে পয়েন্টটা কোন ধরনের হতে পারে?' হাতঘড়ি দেখল স্টপ।

হ্যারি জানে, ক্রোন এখানে আসছে। এখানে আসার পরপরই আইনজীবীটা তার মক্কেলের মুখ বন্ধ করে দেবে।

ও মন স্থির করে ফেলল, সামনে ঝুঁকে এল। 'আমরা জানি, আপনি জোনাস বেকার এবং সিলভিয়া অটারসেন-এর যমজ দুই মেয়ের বাবা।'

স্টপ-এর মাথা বিদ্যুৎ গতিতে উঠে গেল। হ্যারিকে একটা ঝুঁকি নিতে হবে।

'ইডার ভেটলেসেন ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি এটা জানতেন। আপনি হচ্ছেন সেই লোক যিনি তাকে সুইজারল্যান্ডে পাঠিয়েছিলেন এবং ফার'স সিনড্রোম কোর্স-এ অংশ নিতে পাঠিয়েছিলেন। সেই কোর্সে ভর্তির জন্য তাকে অর্থও দিয়েছিলেন, আপনি সেই লোক নন কি। রোগটা আপনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন।'

আর্ভ স্টপ-এর চোখের মণি প্রসারিত হচ্ছে দেখে হ্যারি বুঝতে পারল যে লক্ষ্য থেকে ও বেশি দূরে নেই।

'এটা আমার অনুমান, ভেটলেসেন আপনাকে বলেছে, আমরা তার উপর চাপ প্রয়োগ করছি,' তার পেছনে লেগেই রইল হ্যারি। 'আপনি সম্ভবত ভয় পেয়েছিলেন যে, সে ভেঙ্গে পরবে। অথবা সে সম্ভবত পরিস্থিতির ফায়দা তুলছে? যেমন, অর্থকড়ি।'

সম্পাদকটি হ্যারির দিকে অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে মাথা ঝাকাল।

'তা সত্ত্বেও, স্টপ, আপনাকে অবশ্যম্ভাবিভাবে অনেক কিছুই হারাতে হবে যদি পিতৃত্ববিষয়ক সত্যটা বেরিয়ে আসে। যারা বিষয়টা প্রকাশ করে দিতে পারে তাদেরকে, বাচ্চাদের মায়েদেরকে এবং ইডার ভেটলেসেনকে, হত্যা করার জন্য আপনাকে একটা মোটিভ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। সেটা কি সঠিক না?'

BanglaBook.org

'আমি...' স্টপ-এর দৃষ্টি চারদিকে ঘোরা শুরু করল।

'আপনি?'

'আমার... আর কিছু বলার নেই।' স্টপ সামনের দিকে ঝুঁকে এল এবং তার হাতের ওপর মাথা নামিয়ে রাখল। 'ক্রোন-এর সঙ্গে কথা বলুন।'

'চমৎকার,' হ্যারি বলল। ওর হাতে বেশি সময় নেই। যদিও ওর একটা শেষ তাস আছে। ভালো একটা তাস। 'তাদেরকে আমি বলবো, আপনি সেটা বলেছেন।'

অপেক্ষা করল হ্যারি। স্টপ এখনো সামনে ঝুঁকে আছে, নিশ্চল। তারপর অবশেষে সে মাথা তুলল।

'কোন *তারা?*'

'অবশ্যই সংবাদমাধ্যমকে,' হাল্কা ঢঙে বলল হ্যারি। 'এটা বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, তারা আমাদেরকে একটু জেরা করবে, আপনি কি তা মনে করেন না? এটাকে আপনারা বলেন স্কুপ নিউজ, বলেন না?'

স্টপ-এর চোখের পেছনে কিছু একটা খেলে গেল।

'আপনি কী বলতে চান?' সে জিজ্ঞেশ করল, তবে এমন এক স্বরভঙ্গিতে বলল কথাটা যাতে বোঝা যায়, সে অলরেডি জবাবটা জানে।

'একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি মনে করে, সে বাসায় আনার জন্য তরুণীদের প্রলুব্ধ করে, আদতে ঘটনাটা মূলত এর বিপরীত,' স্টপ-এর পেছনে দেয়ালে ঝোলানো একটা পেইন্টিং দেখতে দেখতে বলল হ্যারি। ছবিটাতে নগ্ন এক নারী একটা দড়ির ওপর ভারসাম্য রক্ষা করছে। 'সে একটা শূকরের মুখোশ পরতে প্ররোচিত হয়েছে এই বিশ্বাসে যে, এটা একটা যৌনক্রীড়া এবং পুলিশ তাকে এইভাবে পেয়েছে, নগ্ন এবং গোসলখানায় ক্রন্দনরত।'

'তাদেরকে আপনি একথা বলতে পারেন না!' উচ্চস্বরে বলল স্টপ। 'সেটা... সেটা ক্লায়েন্টের গোপনীয়তা রক্ষার নীতিবিরুদ্ধ, তাই না।'

'বেশ,' হ্যারি বলল. 'আপনি আপনার চারপাশে যে ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছেন, এ ঘটনা সেটাকে চূর্ণ করে দিতে পারে, স্টপ। অবশ্য, নীরব থাকার কোনো বাধ্যবাধকতা একে চূর্ণ করবে না। বরং এর বিপরীতটাই বেশি করবে।'

'বিপরীতটা?' স্টপ প্রায় চীৎকার করে বলল। তার দাঁতের ঠকঠকানি এখন বন্ধ হয়ে গেছে, গালের রং ফিরে এসেছে।

হ্যারি কাশল। 'আমার একমাত্র পুঁজি এবং উৎপাদনের অর্থ হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত সততা।' হ্যারি ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করল যতক্ষণ না ও দেখল যে,

BanglaBook.org

স্টপ তার নিজের কথাগুলোরই স্বাদ নিচ্ছে। 'এবং একজন পুলিশ হিসেবে সেটার অর্থ, অন্যান্য জিনিশের মধ্যে, জনসাধারণকে একটা সীমা পর্যন্ত অবগত রাখা। যেটা তদন্তকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেই করা সম্ভব। এই কেইসে, এটা সম্ভব।'

'আপনি তা করতে পারেন না।' স্টপ বলল।

'আমি পারি, এবং আমি করবো।'

'সেটা... সেটা আমাকে ধ্বংস করবে।'

'লিবারেল যেভাবে প্রতি সপ্তাহে ফ্রন্ট পেইজে কাউকে না কাউকে কমবেশি ধ্বংস করে?'

অ্যাকুরিয়ামের মাছের মতো স্টপ মুখ খুলল এবং বন্ধ করল।

'তবে অবশ্যই, ব্যক্তিগত এমনকি ব্যক্তিগত সৎ মানুষের জন্যও সমঝোতার পথ আছে,' হ্যারি বলল।

ওকে ভালোভাবে দেখল স্টপ।

'আশা করি, আপনি উপলব্ধি করবেন যে,' ঠোঁট চেটে নিয়ে বলল হ্যারি যেনবা কথাগুলো ও গুছিয়ে নিচ্ছে, 'একজন পুলিশ হিসেবে আমার দায়িত্ব হচ্ছে এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগানো।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল স্টপ।

'বির্তে বেকারকে দিয়ে শুরু করা যাক,' হ্যারি বলল। 'মহিলার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল কীভাবে?'

'আমার মনে হয়, আমাদের সেখানেই থামা উচিত,' একটা কণ্ঠস্বর বলল।

ওরা দরজার দিকে ঘুরে তাকালো। উপস্থিতি দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, জোহান ক্রোন গোসল, শেইভ এবং শার্ট ইস্ত্রি করার সময় পেয়েছে।

'ওকে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল হ্যারি। 'হোম!'

ক্রোন-এর পেছনটায় প্রবেশ পথের সামনে জর্ন হোম-এর রোদেপোড়া মুখটা দেখা গেল।

'*ভের্দেন্স গ্যাং*-এর ওডিন নাকেনকে ফোন করো,' আর্ভ স্টপ-এর দিকে তাকিয়ে বলল হ্যারি। 'আমি যদি আপনার পোশাকটা আর একটু পরে ফেরত দেই তাহলে কি চলবে?'

'দাঁড়ান,' স্টপ বলল।

আর্ভ স্টপ দু'হাত তুলতেই ঘরটা নীরব হয়ে গেল। হাতের পিছনটা সে কপালের সঙ্গে ঘষলো যেনবা রক্ত সঞ্চালন চালু করছে।

'জোহান,' দীর্ঘ স্বরে বলল সে, 'তোমাকে যেতে হবে। এটা আমি আমার নিজের মতোকরে ম্যানেজ করতে পারব।'

BanglaBook.org

'আর্ভ,' আইনজীবী বলল, 'আমার মনে হয় না আপনার উচিত–'

'বাসায় যাও এবং ঘুমাও, জোহান। তোমাকে পরে ফোন করবো আমি।'

'আপনার আইনজীবী হিসেবে আমাকে–'

'আমার আইনজীবী হিসেবে তোমাকে তোমার মুখ বন্ধ রাখতে হবে এবং মানে মানে বিদায় হও, জোহান। বোঝা গেল?'

জোহান ক্রোন টান টান হয়ে দাঁড়াল, তার ক্ষতবিক্ষত আইনি মর্যাদার অবশিষ্টাংশকে যুদ্ধোদ্যমে প্রস্তুত করল, তারপর স্টপ-এর চেহারাভঙ্গি দেখে মত পাল্টাল। দ্রুত মাথা নেড়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে চলে গেল।

'কোথায় ছিলাম আমরা?' স্টপ জিজ্ঞেশ করল।

'শুরুতে,' হ্যারি বলল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

২৭

দিন ২০।

শুরু।

এক শীতের দিনে অসলোর সেন্ট্রাম অডিটোরিয়ামে একটা ইভেন্ট এজেন্সির জন্য লেকচার দেওয়ার সময় প্রথম বির্তে বেকারকে দেখে আর্ভ স্টপ। সেটা ছিল উদ্বুদ্ধকরণমূলক সেমিনার। সেখানে কোম্পানিগুলো তাদের পরিশ্রান্ত কর্মীদেরকে পাঠিয়েছিল একটা তথাকথিত 'বাড়তি-প্রাপ্তি'র জন্য। লেকচারের উদ্দেশ্য ছিল কর্মটদেরকে আরও কঠোর পরিশ্রমী করে তোলা। আর্ভ স্টপের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, এ ধরনের সেমিনারে বেশিরভাগ লেকচারারই হচ্ছে ব্যবসায়ী যারা তেমন কোনো মৌলিক আইডিয়া ছাড়াই একটু সাফল্যের স্বাদ পেয়েছে, ছোটখাট খেলার বড়সর চ্যাম্পিয়নশিপের সোনার মেডেলধারী, অথবা সেসব পর্বতারোহী যারা পাহারে ওঠাকে কেরিয়ার বানিয়ে নিয়েছে এবং ভাদের অভিজ্ঞতা অন্যদেরকে বলার জন্য পাহার থেকে নেমে এসেছে। এস লোকের ভেতর যে জিনিশটা কমন সেটা হচ্ছে, তারা দাবি করে যে তাদের সাফল্য তাদের অনেক স্পেশাল ইচ্ছাশক্তি ও মনোবলের ফল। তারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এই অনুপ্রেরণাই কর্মটদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে।

আর্ভ স্টপ হচ্ছে অনুষ্ঠানের শেষ লেকচারার– নিজের উপস্থিতির জন্যই সে সবসময়ই এটাকে শর্ত হিসেবে যুক্ত করে। যাতেকরে ও অন্য লেকচারারদেরকে লোভী আত্মপ্রেমী হিসেবে সমালোচনা করতে পারে, উল্লিখিত তিন শ্রেণিতে তাদেরকে বিভক্ত করতে পারে এবং নিজেকে প্রথমোক্ত শ্রেণিতে রাখতে পারে– তেমন কোনো মৌলিক ব্যবসায়ীক আইডিয়া ছাড়া সফলতা পাওয়া মানুষ। এই উদ্দীপনামূলক সেমিনারে যে টাকা খরচ করা হয়েছে তা বিফলে গেছে; রুমের বেশিরভাগ লোকই কখনোই এর চেয়ে বেশি অগ্রসর হবে না কারণ যারা প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে তাদের নিদারুণ যন্ত্রণা শনাক্ত করার মতো অস্বাভাবিক উদ্যোম না থাকায় তারা যথেষ্ট ভাগ্যবান। স্টপ নিজেও ভাগ্যবান। যে একটা

শর্ত ও বলেছিল সেটার কারণ হচ্ছে তার বাবার স্নেহের ঘাটতি। সেজন্য ও অন্যদের কাছ থেকে ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা পেতে চাইত এবং এ কারণে ওর একজন অভিনেতা অথবা মিউজিশিয়ান হওয়া উচিত ছিল, কেবল সেসব হওয়ার জন্য ওর কোনো মেধা নেই।

লেকচারারের এই পয়েন্টে দর্শক-শ্রোতার বিস্ময় হাসিতে পরিণত হল। এবং সহানুভূতি। আর স্টপ জানে, এটা শ্রদ্ধার চূড়ায় গিয়ে উঠবে। এ কারণে ও এখানে দাঁড়িয়েছে এবং দীপ্তি ছড়াচ্ছে। দীপ্তি ছড়াচ্ছে কারণ ও এবং বাকি সবাই জানে যে, ও যা কিছুই বলুকনা কেন ও একজন সফল মানুষ এবং তুমি সফলতার সঙ্গে দ্বিমত করতে পারো না, এমনকি তোমার নিজের সফলতার সঙ্গেও না। ও জোর দিয়ে বলল যে, সফলতার ক্ষেত্রে ভাগ্য হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। নিজের মেধাকে ও ছোট করে দেখাল এবং জোর দিয়ে বলল যে, নরওয়ের ব্যবসা খাতে সাধারণ অযোগ্যতা ও আলস্য নিশ্চিত করে যে, এমনকি মাঝারিমানের লোকও সফল হতে পারে।

লেকচার শেষে কর্মীরা দাঁড়িয়ে ওকে উচ্ছ্বসিত সংবর্ধনা দিল।

এবং ও প্রথম সাঁরিতে বসা কালো-চুলো সুন্দরীর দিকে তাকিয়ে হাসি দিল যে মেয়েটা হচ্ছে বির্তে। এখানে আসার পরপরই মেয়েটাকে খেয়াল করেছে ও। পাতলা পা আর বড় স্তনের মিশেলের শরীর সম্পর্কে ও সচেতন যে, সেগুলো প্রায়ই সিলিকন ইমপ্লান্ট করা থাকে। তবে স্টপ নারীদের কসমেটিক সার্জারির বিপক্ষে নয়। নখ রাঙানো, সিলিকনঃ মূলগতভাবে, পার্থক্য কী? ওর কানে হর্ষধ্বনি ভেসে আসছে। ও মঞ্চ থেকে নেমে প্রথম সাঁড়ি ধরে যেতে যেতে দর্শকদের সঙ্গে হাত মেলাল। এটা একটা আত্মতুষ্টিতে ভোগা প্রদর্শনমূলক কাজ, একজন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট এমনটা করতে পারেন। ও যদি কাউকে অসন্তুষ্ট করতে পারে তবে ও সুখী হয়। কালো-চুলো মেয়েটার সামনে দাঁড়াল যে কিনা অনুপ্রাণিত লাল গালে আরক্ত হয়ে উঠেছে। মেয়েটার দিকে যখন ও হাত বাড়িয়ে দিল তখন সে রাজকীয় ঢঙে সৌজন্য দেখাল। তার হাতে নিজের ভিজিটিং কার্ডটা চেপে ধরার সময় কার্ডের তীক্ষ্ণ কোণা ওর হাতে কাঁটা দিল। মেয়েটা একটা বিয়ের আংটি অনুসন্ধান করছে।

BanglaBook.org

আংটিটা দ্যুতিহীন। এবং মেয়েটার ডান হাত সরু আর ফ্যাকাশে, কিন্তু হাতটা ওকে বিস্ময়কররকম দৃঢ়ভাবে ধরেছে।

'সিলভিয়া অটারসেন,' বোকাটে এক হাসি দিয়ে বলল সে। 'আমি আপনার এতটাই গুণমুগ্ধ যে আমি শুধু হাত মেলাতে চাই।'

তপ্ত গ্রীষ্মের এক দিন অসলোয় তার দোকান টেস্ট অব আফ্রিকায় এভাবেই সিলভিয়া অটারসেনের সঙ্গে ওর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। মেয়েটার চাহনি গড়পরতা ধরনের। যদিও বিবাহিতা।

আর্ভ স্টপ আফ্রিকান মুখোশগুলো দেখল। এবং পরিস্থিতি এরিমধ্যে যতটা বিব্রতকর হয়ে পড়েছে তার চেয়ে বেশি বিব্রতকর না হওয়ার জন্য ও অন্য প্রসঙ্গে কথা বলল। এমন নয় যে, এটা ওর জন্য বিব্রতকর, তবে ও খেয়াল করেছে যে, সিলিভিয়া অটারসেন যখন হাত ঝাঁকাচ্ছিল ওর পাশের মেয়েটা তখন শক্ত হয়ে গিয়েছিল। ওর পাশে দাঁড়ানো মেয়েটার নাম মারিতা। না, নামটা মারিতে। ওকে এখানে এই দোকানে আনার জন্য সে জোরাজুরি করেছিল। জেব্রার চামড়ার কিছু কুশন দেখানোর জন্য যেটাকে মারিতা– নাকি মারিতে?– মনে করে, স্টপের বিছানায় থাকা দরকার। যে বিছাটানা ওরা খুব বেশি সময় আগে ছেড়ে আসেনি। এবং বিছানটা এখন দীর্ঘ সোনালি চুলের গোছায় মেখে গেছে, যেটা, ও মনে মনে কথাটা টুকে নিল, সরিয়ে ফেলতে হবে।

'আমাদের কাছে জেব্রার কুশন নেই,' সিলভিয়া অটারসেন বলল। 'তবে এটা কেমন লাগে?'

সে জানালার পাশের একটা তাকের কাছে হেঁটে গেল; তার শরীরের ভাঁজের ওপর দিনের আলো পড়ছে, যেটা, ওর মনে হল, একদম খারাপ না। অবশ্য, তার গতানুগতিক বাদামি চুল এলোমেলো আর নিষ্প্রাণ।

'এটা কী?' সেই মেয়েটা জিজ্ঞেশ করল যার নামটা ম দিয়ে শুরু।

'কৃত্রিম হরিণের চামড়া।'

'কৃত্রিম?' কাঁধের ওপর দিয়ে সোনালি চুল ছুঁড়ে দিয়ে ফোঁস ফোঁস করল ম। 'আপনি আরও জেব্রা আনার আগ পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব।'

'জেব্রার চামড়াও কৃত্রিম,' সিলভিয়া বলল। চাঁদটা মোটেও পনির দিয়ে তৈরি নয়– যখন কোনো বাচ্চাকে এটা বোঝানোর জন্য কেউ যেমনভাবে হাসো ঠিক তেমনভাবে হাসল সিলভিয়া।

'আচ্ছা,' লাল ঠোঁটে তিক্ত হাসি দিয়ে বলল ম। আর্ভের হাতের ভেতর তার হাত গুঁজে দিল। 'আমাদেরকে কুশন দেখানোর জন্য ধন্যবাদ।'

ম'র বাইরে যাওয়ার আইডিয়াটা এবং জনসম্মখে ঘুরে বেড়ানোকে ও পছন্দ করল না। এবং ওর বাহুতে এখন সে যেভাবে হাত রেখেছে সেটাও পছন্দ

BanglaBook.org

করছে না। ওরা যখন বাইরে গেল তখন সে ওর বিস্বাদ খেয়াল করে থাকতে পারে। যে কোনো মূল্যে তাকে যেতে হবে। হাতঘড়ি দেখল ও।

'উউহ,' ও বলল। 'আমার একটা মিটিং আছে।'

'লাঞ্চ হবে না?' বিস্মিত হওয়ার ঢঙে বলল, সে কতটা আহত হয়েছে সেটা পুরোপুরি গোপন করল।

'হতে পারে, তোমাকে ফোন করব আমি,' ও বলল।

সে ওকে ফোন করল। সেন্ট্রাম স্টেজে ও দাঁড়ানোর পর মাত্র ত্রিশ মিনিট অতিক্রান্ত হয়েছে। নোংরা তুষার ঠেলে রাস্তার পাশে জড়ো করতে থাকা একটা তুষার সরানোর ট্রাকের পেছনে রাখা একটা ট্যাক্সিতে এখন ও বসে আছে।

'আমি ঠিক আপনার সামনে বসে ছিলাম,' সে বলল। 'লেকচারের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।'

'আশা করি আমার বক্তৃতা ততটা সোজা ছিল না,' পিচের রাস্তার ওপর লোহার ঘষার আওয়াজ ছাপিয়ে ও মহোল্লাসে চীৎকার করল।

সে চাপা হাসি দিল।

'সন্ধ্যায় কোনো প্ল্যান আছে?' ও জিজ্ঞেশ করল।

'বেশ,' সে বলল, 'কেউ সেটা বদলাতে পারে না...' চমৎকার কণ্ঠস্বর। চমৎকার কথা।

বাকি বিকেলজুড়ে তার কথা ভাবল ও। কল্পনায় হলরুমের পথের চেস্ট অব ড্রয়ারের ওপর তার সঙ্গে সেক্স করল। বার্লিন থেকে ও গেরহার্ড রিখটারের যে পেইন্টিংটা কিনেছে সেটার সঙ্গে তার মাথা জোরে জোরে ধাক্কা খাচ্ছে। আর ভাবল যে সবসময় এটাই সবচেয়ে সেরা অংশ: অপেক্ষা।

আটটায় সে নিচ তলায় কলিংবেল চাপল। ও হল-এ ছিল। লিফটের যান্ত্রিক আওয়াজের প্রতিধ্বনি শুনল, একটা অস্ত্র লোড হওয়ার মতো। একটা গুঞ্জন ধ্বনি উঠল। ওর শিশ্নে রক্ত লাফাচ্ছে।

আর তারপর সে এসে দাঁড়াল। ওর মনে হল ওকে কেউ একজন চড় মেরেছে।

'আপনি কে?' ও বলল।

'স্টাইন,' সে বলল এবং হাসি হাসি মাংসল মুখে বিস্ময়ের হালকা প্রকাশভঙ্গি ছড়িয়ে পড়ল। 'আমি ফোন করেছিলাম...'

BanglaBook.org

মেয়েটাকে ও আপদমস্তক মেপে দেখল। এক মুহূর্তের জন্য ও অমনোযোগীভাবে সম্ভাবনাটা ভাবল। প্রায়ই ও সাধারণ আর একেবারেই অনাকর্ষণীয় মেয়েদের সঙ্গে সেক্স করে। অবশ্য, ও অনুভব করতে পারছে যে, ওর উত্থিত শিশ্ন নিস্তেজ হয়ে আসছে। আইডিয়াটা বাতিল করল।

'আই অ্যাম সরি, আমি আপনাকে সময় দিতে পারছি না,' ও বলল। 'আমাকে মাত্রই মিটিংয়ে ডাকা হয়েছে।'

'মিটিং?' সে বলল, সে যে কতটা আহত হয়েছে সেটা লুকাতে পারল না একদমই।

'একটা জরুরি মিটিং। আমি হয়তো আপনাকে ফোন করব।'

ও হলরুমের পথে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে লিফটের দরজা খুলে যেতে এবং বন্ধ হতে শুনল। তারপর ও হাসতে শুরু করল। ততক্ষণ পর্যন্ত হাসল যতক্ষণ না বুঝতে পারল যে, ও সম্ভবত কখনোই কালো-চুলো সুন্দরীকে আর প্রথম সাঁরিতে দেখতে পাবে না।

এক ঘণ্টা বাদেই তাকে আবার দেখল ও। বার অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট নামক রেস্টুরেন্টে এক একা লাঞ্চ করার পর, ক্যামিকাজে থেকে ও একটা স্যুট কিনল যেটা ও তখুনি পরল। টেস্ট অব আফ্রিকার সামনে দিয়ে দু'বার হেঁটে গেল। উত্তপ্ত গরম সূর্যের বাইরে একটা ছাউনির ভেতর দোকানটা। তৃতীয়বারের সময় ও ভেতরে ঢুকল।

'এরিমধ্যে ফিরে এলেন?' হাসল সিলভিয়া অটারসেন।

ঠিক এক ঘণ্টা আগে শীতল অন্ধকার দোকানে যেমন একা ছিল, এখনও সে তেমন একা।

'আমি কুশনগুলো পছন্দ করেছি,' ও বলল।

'হ্যাঁ,' ওগুলো অভিজাত,' সে বলল, হরিণের কৃত্রিম চামড়ায় টোকা দিল।

'তোমার কি আর কিছু আছে যা আমাকে দেখাতে পারো?' ও জিজ্ঞেশ করল।

সে তার কোমড়ে একটা হাত রাখল। মাথা কাত করল। সে জানে, ও ভাবল। সে ঘ্রাণ পায়।

'তুমি কী দেখতে চাও তার ওপর নির্ভর করে,' সে বলল।

ও যখন জবাব দিল তখন নিজেই নিজের কণ্ঠের কাঁপুনি শুনল। 'আমি তোমার যোনি দেখতে পছন্দ করব।'

BanglaBook.org

সে ওকে পেছনের রুমটাতে সেক্স করতে দিল। এমনকি দোকানটার দরজা আটকানো নিয়ে মাথাও ঘামালো না।

আর্ভ স্টপ প্রায় তক্ষুণি এল। কখনো কখনো সাধারণ, একেবারেই অনাকর্ষণীয় মেয়ে ওকে অনেক বেশি কামোদ্দীপ্ত করে তোলে।

'মঙ্গল আর বুধবার দোকানে আমার হাজবেন্ড থাকে,' ও চলে যাবার সময় বলল সে। 'বৃহস্পতিবার?'

'হতে পারে,' ও বলল এবং দেখল যে, ওর ক্যামিকাজের স্যুট অলরেডি দাগে ভরে গেছে।

* * *

বির্তে যখন ফোন দিল তখন আকের ব্রাইগেতে অফিসের বিল্ডিংয়ের মাঝে তুষার চঞ্চলভাবে পাক খাচ্ছে।

সে বলল, সে ধরে নিচ্ছে তাকে ও ভিজিটিং কার্ড দিয়েছে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য।

কখনো কখনো আর্ভ স্টপ নিজেকে নিজেই জিজ্ঞেশ করেছে যে, কেন ও এসব নারী, এসব উত্তেজনা, এসব যৌন সম্পর্ক যা আসলে আত্মসমর্পণের আনুষ্ঠানিক আচারের চেয়ে বেশি কিছু নয়, পেতে চায়। ও কি ওর জীবনে যথেষ্ট বিজয় পায়নি? এটা কি বুড়িয়ে যাবার ভয়? ও কি বিশ্বাস করে যে এসব নারীদের যোনির ভেতর শিশ্ন ঢুকিয়ে ও তাদের যৌবনের কিছুটা চুরি করছে? এবং এত তাড়াহুড়ো কেন, উন্মত্ত কামাবেগ? সম্ভবত ও যে রোগ বহন করছে সেটার অবশ্যম্ভাবিতা থেকে এটা আসে। এই ভাবনা থেকে যে, ও সেই পুরুষ থাকবে না যেমনটা ও এখনো আছে। ওর কাছে জবাব নেই, আর জবাব দিয়ে ও করবেই বা কী? একই রাতে ও বির্তের আর্তনাদ শুনল, একজন পুরুষের মতো গভীর আর্তনাদ, বার্লিন থেকে ও গেরহার্ড রিখটারের যে পেইন্টিংটা কিনেছে সেটার সঙ্গে তার মাথা জোরে জোরে ধাক্কা খেল।

কেউ একজন টেস্ট অব আফ্রিকায় ঢুকছে– সামনের দরজার কলিংবেলটা তীব্রভাবে বেজে ওদেরকে এই সতর্কবার্তা দিতেই আর্ভ স্টপ ওর রোগদুষ্ট বীর্য স্খলন করল। ও নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল, কিন্তু সিলভিয়া অটারসেন

BanglaBook.org

দেঁতো হাসি দিয়ে ওর নিতম্ব জোরে চেপে ধরল। ও নিজেকে ছাড়িয়ে ট্রাউজার টেনে পরল। সিলভিয়া কাউন্টারের ওপর থেকে পিছলে নিচে নামল। সে তার সামার স্কার্ট ঠিকঠাক করে কাস্টমার সার্ভিস প্রান্তে চলে গেল। আর্ভে স্টপ চটজলদি রুমের দিকে পিঠ ফিরিয়ে গহনাপাতির তাক দেখতে দেখতে ওর পোশাকের বোতাম লাগাল। ওর পেছনে একটা পুরুষ কণ্ঠকে দেরি হওয়ার জন্য ক্ষমা চাইতে শুনল; পার্কিংয়ের জায়গা খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন ছিল লোকটার জন্য। আর সিলভিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, লোকটার জানা উচিত যে, গ্রীষ্মের ছুটি এখন শেষ হয়ে গেছে। সে তার বোনের সঙ্গে দেখা করছে এবং সে এরিমধ্যে দেরি করে ফেলেছে, এবং লোকটার উচিত কাস্টমারকে দেখা।

আর্ভে স্টপ ওর পেছনে লোকটার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। 'আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

ও মাথা ঘুরিয়ে একজন লোকের কঙ্কাল দেখল। তার গোল চশমার পেছনে বড় বড় চোখ, একটা ফ্লানেল শার্ট এবং একটা ঘাড় দেখল যেটা ওকে একটা সারসের কথা মনে করিয়ে দিল।

নিজের কাঁধের ওপর দিয়ে ও লোকটার দিকে তাকাল, সিলভিয়াকে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখল। সিলভিয়ার উন্মুক্ত হাঁটুর পেছনে একটা ভেজা রেখা বয়ে যাচ্ছে। আর ওর মনে হল, সে জানত যে, এই কাকতাড়ুয়া, মনে হয় তার স্বামী, এখন আসবে। সে *চেয়েছিল* লোকটা ওদেরকে সেক্স করতে দেখুক।

'আমি ঠিক আছি, থ্যাঙ্ক ইউ। যে জন্য এসেছিলাম সেটা আমি পেয়ে গেছি,' দরজার দিকে যেতে যেতে বলল ও।

আর্ভে স্টপ সবসময়ই ভাবে, ওকে যদি বলা হয় যে, ও কাউকে গর্ভবতী করেছে তবে ও কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে। ও কি গর্ভপাতের ওপর জোর দেবে নাকি এটার ওপর জোর দেবে যে বাচ্চাটার জন্ম নেওয়া উচিত। কেবল একটা যে বিষয় ও পুরোপুরি নিশ্চিত সেটা হচ্ছে, ও একটার ওপর অথবা অন্যটার ওপর জোর দেবে; অন্যদের ওপর সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দেওয়া ওর স্বভাব নয়।

বির্তে বেকার ওকে বলেছিল যে ওদের কনডম ব্যবহার করার দরকার নেই কারণ সে কখনোই মা হতে পারবে না। যখন তিন মাস এবং ছয় বার সঙ্গম করার পর, সে ওকে তূরীয় আনন্দে বলল যে, সব সত্ত্বেও সে মা হতে পারবে, তখন ও জানত যে, বির্তে এই বাচ্চাটা রাখবে। ও আতঙ্কিত হয়ে উঠল এবং বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়ার ওপর জোর দিল।

BanglaBook.org

'আমার সবচেয়ে ভালো যোগাযোগ রয়েছে,' ও বলল। 'সুইজারল্যান্ডে। কেউই কোনোদিন জানবে না।'

'এটা আমার মা হওয়ার একটা সুযোগ, আর্ভ। চিকীৎসকরা বলেছে, এটা একটা অলৌকিক বিষয় যেটার পুনরাবৃত্তি আর কখনো নাও ঘটতে পারে।'

'তাহলে আমি না তোমাকে না তোমার হতে পারে কোনো বাচ্চাকে আবার দেখতে চাই। শুনতে পাচ্ছো?'

'বাচ্চাটার একজন বাবা দরকার, আর্ভ। এবং একটা নিরাপদ বাড়ি।'

'এবং এর কোনোটাই তুমি এখানে পাবে না। আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া একটা ভয়ানক রোগের বাহক। বুঝতে পারছ?'

বির্তে বেকার বুঝতে পেরেছিল। আর সে সাধারণ কিন্তু চতুর। যেহেতু তার বাবা মদ্যাসক্ত আর মা দুর্বল চিত্তের মানুষ, সেহেতু সে ছোটবেলা থেকেই নিজেই নিজের সমস্যা সমাধান করে। সে সেটাই করল যেটা তাকে করতে হতো। সে তার বাচ্চাকে একজন বাবা আর একটা নিরাপদ বাড়ি খুঁজে দিল।

কায়মনে যে সুন্দরী নারীর পাণি প্রার্থনা করেছে, এবং এখনো এ বিষয়ে কোনো সুবিধাই করে উঠতে পারেনি, সেই নারীই যখন হঠাৎই আত্মসমর্পণ করল এবং তার হৃদয় ওর নিকট সমর্পণ করল তখন সে কারণে বেকার সেটা বিশ্বাস করতে পারল না। আর যেহেতু ও এটা বিশ্বাস করেনি, তার মনে সন্দেহের বীজ এরিমধ্যে বোনা হয়ে গিয়েছিল। যে মুহূর্তে সে ঘোষণা করল যে, বেকার তাকে গর্ভবতী করেছে– নিজেকে সে বেকারের কাছে সমর্পণের মাত্র এক সপ্তাহ পর– সন্দেহের বীজগুলো তখনো বেশ ভালোভাবে বেকারদের মনে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

বির্তে যখন আর্ভকে এ কথা বলার জন্য ফোন করল যে, জোনাসের জন্ম হয়েছে এবং ছেলেটা ওর চেহারা পেয়েছে, আর্ভ তখন কানে রিসিভার লাগিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে শূন্যে তাকিয়ে রইল। তারপর ও তাকে একটা ছবি পাঠাতে বলল। ছবিটা এল ডাকে এবং দু'সপ্তাহ পর সে বসে ছিল, যেমনটা আয়োজন করা হয়েছে, বির্তে একটা কফি বার-এ জোনাসকে নিজের কোলে নিয়ে এবং তার হাতে একটা বিয়ের আংটি। আর্ভ অন্য পাশের টেবিলে বসে পত্রিকা পড়ার ভান করছিল।

সেই রাতে ও পাতার পর পাতা ওল্টালো, রোগটা নিয়ে বিরামহীনভাবে গভীর চিন্তা করল।

একে মোকাবিলা করতে হবে বিচক্ষণতার সঙ্গে, একজন চিকীৎসক যে মুখ বন্ধ রাখবে বলে ও বিশ্বাস করতে পারে। সংক্ষেপে, এটা হবে কার্লিং ক্লাবের

BanglaBook.org

একজন দুর্বলচিত্ত, বশংবদ অক্ষম বেকুব সার্জন: ইডার ভেটলেসেন।

ও ইডার ভেটলেসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করল, যে কিনা কাজ করত মেরিয়েনলিস্টে। অক্ষম বেকুবটা এ কাজে হ্যাঁ বলল, টাকাকে হ্যাঁ বলল এবং স্টপের খরচে জেনেভায় যেতে রাজি হল। যেখানে ইউরোপের প্রধান প্রধান ফার'স সিনড্রোম এক্সপার্টরা প্রতিবছর এক হয়ে একটা কোর্সের আয়োজন করে। সেখানে তারা তাদের গবেষণার লেটেস্ট অনুৎসাহজনক আবিষ্কার উপস্থাপন করত।

জোনাসের প্রথম পরীক্ষায় খারাপ কোনো কিছু পাওয়া যায়নি, তবুও ভেটলেসেন বলেছিল যে সাধারণত বয়োসন্ধিতে উপসর্গ প্রকাশ পায়– আর্ভ স্টপ তার চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত উপসর্গমুক্ত ছিল– স্টপ জোর দিয়ে বলল যে ছেলেটাকে বছরে একবার পরীক্ষা করাতে হবে।

দোকানটা এবং আর্ভ স্টপের জীবন থেকে বেরিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় সিলভিয়া অটারসেনের পা বেয়ে ওর বীর্য গড়িয়ে পড়তে দেখার পর দু'বছর পার হয়েছে। ও একেবারেই সাধারণভাবে তার সঙ্গে আর যোগাযোগ করেনি, সেও ওর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। এখনকার আগ পর্যন্ত। যখন সে ফোন করল তখন ও তৎক্ষণাত বলল যে, ও একটা জরুরি মিটিংয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে সংক্ষেপে বার্তাটা জানাল। চারটি বাক্যে ওকে সে বলল যে, ওর বীর্য অবশ্যম্ভাবীভাবে পুরোটাই বেরিয়ে যায়নি, তার এখন যমজ মেয়ে আছে, তার স্বামীর ধারণা মেয়ে দুটো তার এবং টেস্ট অব আফ্রিকাকে চালু রাখার জন্য তাদের এমন একজন দয়ালু বিনিয়োগকারী প্রয়োজন যে সব দিতে প্রস্তুত।

'আমার মনে হয় আমি সেই দোকানে যথেষ্ট প্রবিষ্ট করিয়েছি,' আর্ভ স্টপ বলল। ও খারাপ খবরে প্রায়ই বুদ্ধিমত্তা দিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখায়।

'আমি অন্য ভাবে টাকা কামাতে পারতাম, *সে অন্য* টুর-এ গিয়ে। আমার-বাচ্চাদের-বাবা-একজন-তারকা ইত্যাদি, ইত্যাদি গল্প তারা পছন্দ করত, করত না।'

'দুর্বল ধোঁকা,' ও বলল। 'সেটা করলে তোমাকে অনেক বেশি হারাতে হতো।'

'ঘটনা বদলে গেছে,' সে বলল। 'আমি রলফকে ত্যাগ করতে যাচ্ছি, যদি আমি তাকে দোকানের বাইরে বের করার জন্য তাকে কেনার জন্য যথেষ্ট অর্থ জোগাড় করতে পারি। দোকানটার সমস্যা হচ্ছে, এর অবস্থান। তাহলে আমি

BanglaBook.org

এই শর্ত দেব যে, *সে অগ হর* যেন এটার একটা ছবি ছাপে যাতেকরে দোকানটা ভালো প্রচার পায়। তুমি কি জানো কতজন মানুষ খবরের কাগজটা পড়ে?

আর্ভ স্টপ জানে। প্রাপ্ত বয়স্ক নরওয়েজিয়ানদের প্রতি ছয়জনের একজন। ও কখনোই চমৎকার জেল্লাদার স্ক্যান্ডালে আপত্তি করেনি, কিন্তু লথারিও'র মতো নীতিবিবর্জিত একজন ওর তারকা মর্যাদাকে নিষ্পাপ এক বিবাহিতা নারীর সঙ্গে জড়িয়ে এমন কাপুরুষোচিতভাবে ধ্বংস করবে? আর্ভ স্টপের উচ্চতর আর নিঃশঙ্ক পাবলিক ইমেজ আঘাত প্রাপ্ত হবে, এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে *লিবারেল*-এর নৈতিক ক্ষোভ প্রকাশ ভণ্ডামি বলে প্রতীয়মান হবে। আর মেয়েটা এমনকি আকর্ষণীয়াও নয়। এটা ভালো না। একদমই না।

'কী পরিমাণ অর্থের কথা তুমি বলছ?' ও বলল।

চুক্তিতে পৌছার পর ও ইডার ভেটলেসেনের সঙ্গে মেরিয়েনলিস্ট ক্লিনিকে দেখা করল এবং বোঝাল যে, ওর আরও দু'জন নতুন রোগী আছে। ওরা সেই একই জিনিশ করার আয়োজন করল যেমনটা করেছিল জোনাসকে নিয়ে। প্রথমে যমজ দু'জনের ডিএনএ টেস্ট করল। পিতৃত্ব নিশ্চিত করার জন্য ইনস্টিটিউট অব ফরেনসিক মেডিসিনে ডিএনএ পাঠাল এবং তারপর অনুল্লেখ্য রোগ নিয়ে পরীক্ষা শরু করল।

ফোন রাখবার পর উঁচু চামড়ার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল আর্ভ স্টপ। বাইগডয়ের গাছের মাথায় এবং স্নারয়া উপদ্বীপের উপর রোদ খেলা করছে। ও জানে যে, ওর গভীর বিষাদ অনুভব করা উচিত। কিন্তু ও বিষণ্ন নয়। ও উত্তেজনা বোধ করছে। হ্যাঁ, অনেকটা সুখী।

এখন এই সুখের সময়ে ওর মনে প্রথমেই দূরতম যে স্মৃতি মনে পড়ল সেটা হল– ইডার ভেটলেসেন যখন ওকে এ কথা বলার জন্য ফোন করল যে, পত্রিকাগুলো অভিযোগ করছে যে সলিহোগডায় শিরশ্ছেদ করা মহিলা হচ্ছে সিলভিয়া অটারসেন।

'প্রথমে জোনাস বেকারের মা নিখোঁজ হল,' ভেটলেসেন বলল। 'তারপর তারা যমজ দুটোর মাকে খুন হওয়া অবস্থায় খুঁজে পেল। সম্ভাবনার হিসাব নিয়ে আমার কোনো তাড়াহুড়ো নেই, তবে আমাদের পুলিশের কাছে যাওয়া উচিত, আর্ভ। তারা যোগসূত্র খুঁজে পাওয়ার বিষয়ে উদগ্রীব।'

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইডার লোভনীয় ক্যারিয়ার গড়ে তুলেছে, একজন জমকালো তারকা হয়ে উঠছে। কিন্তু তারপরও আর্ভ স্টপের চোখে সে– অথবা

BanglaBook.org

সম্ভবত একটা পরিণতি হিসেবে– একটা অক্ষম বেকুব।

'না, আমরা পুলিশের কাছে যাচ্ছি না,' আর্ভ বলল।

'ওহ? তাহলে আমাকে এর কারণটা বলতে হবে তোমায়।'

'চমৎকার। আমরা কী পরিমাণ অর্থের কথা বলছি?'

'ঈশ্বর, আর্ভ, আমি তোমাকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করছি না। আমি কেবল পারি না–'

'কত?'

'থামো। তোমার কি কোনো অজুহাত আছে নাকি নেই?'

'আমার কোনো অজুহাত নেই, তবে আমার ভয়ানক পরিমাণ অর্থ আছে। আমাকে বল কতটা শূন্য এবং আমি তা নিয়ে ভাবব।'

'আর্ভ তোমার যদি লুকানোরই কিছু না থাকে–'

'অবশ্যই আমার লুকানোর কিছু আছে, ভোদাই কোথাকার! তুমি কি মনে কর আমি একজন বউ-ভাগানো লোক এবং সন্দেহভাজন খুনী হিসেবে লোকজনের সামনে হাজির হতে চাই? আমরা দেখা করে এ নিয়ে কথা বলব।'

'আর আপনারা দেখা করেছিলেন?' হ্যারি হোল জিজ্ঞেশ করল।

মাথা ঝাঁকাল আর্ভ স্টপ। শোবার ঘরের জানালা দিয়ে সে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস দেখল, কিন্তু সমুদ্রের খাঁড়িটা এখনো কালো।

'ও মারা যাওয়ার আগে এ নিয়ে আর এগোতে পারিনি।'

'আমি প্রথমবার যখন এখানে এসেছিলাম তখন কেন আপনি আমাকে এসবের কিছুই বলেননি?'

'এটা কি অবশ্যম্ভাবী নয়? আমি এমন কিছু জানি না যেটা পুলিশের কোনো কাজে লাগতে পারে, তাহলে কেন আমি অনধিকার চর্চা করব? ভুলে যাবেন না, আমাকে একটা ব্র্যান্ড রক্ষা করতে হয়, আর সেটা হচ্ছে আমার নাম। মূলত এই লেবেলটিই *লিবারেল*-এর একমাত্র পুঁজি।'

'আমি যেমনটা মনে করতে পারি, আপনি বলেছিলেন, একমাত্র পুঁজি হচ্ছে– আপনার ব্যক্তিগত সততা।'

নিরানন্দভাবে কাঁধ ঝাঁকাল স্টপ। 'সেটাই *লিবারেল*-এর কাটতি। লোকজন যদি এটা অনুভব করে যে তাদেরকে সত্যটা দেওয়া হচ্ছে, তারা সন্তুষ্ট হয়।'

'উম।' চকিতে হাতঘড়িটা দেখল হ্যারি। 'আর আপনি কি মনে করেন, আমি এখন সন্তুষ্ট?'

আর্ভ স্টপ জবাব দিল না।

BanglaBook.org

২৮

দিন ২০।

রোগ।

জর্ন হোম গাড়ি চালিয়ে হ্যারিকে আকের ব্রাইগে থেকে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে নিয়ে গেল। ইন্সপেক্টর তার পোশাক পরেছে, এবং ও সিট থেকে উঠতেই কৃত্রিম চামড়া প্যাচ প্যাচ শব্দ করে উঠল।

‘বিশ মিনিট আগে মেয়েটার ফ্ল্যাটে ঝটিকা অভিযান চালিয়েছে ডেল্টা,’ জর্ন বলল। ‘সেখানে সে ছিল না। তারা সেখানের দরজায় তিনজন রক্ষী রেখে এসেছে।’

‘সে ফিরবে না,’ হ্যারি বলল।

সপ্তম তলায় নিজের অফিসে হ্যারি ওর কোট স্ট্যান্ডে ঝোলানো পুলিশ ইউনিফর্মটা নিয়ে পরল; জ্যাক হ্যালভারসেন-এর শেষকৃত্যের পর থেকে ও ইউনিফর্মটা পরেনি। আয়নায় নিজেকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখল। জ্যাকেটটা পরল।

গানার হ্যাগেনকে সতর্ক করা হয়েছিল এবং সে শর্ট নোটিশে অফিসে এসেছে। সে তার ডেস্কের পেছনে বসে হ্যারির কথার সার সংক্ষেপ শুনছে। এটা এত নাটকীয় যে, সে ইন্সপেক্টরের ভাঁজ পড়া ইউনিফর্ম দেখে বিরক্ত হতে ভুলে গেল।

‘তুষারমানব হচ্ছে ক্যাটরিন ব্র্যাট,’ ধীরে ধীরে পুনরাবৃত্তি করল হ্যাগেন, যেনবা কথাটা উচ্চস্বরে বলায় এটা আরও বোধগম্য হল।

মাথা নাড়ল হ্যারি।

‘আর তুমি কি স্টপকে বিশ্বাস কর?’

‘হ্যাঁ,’ হ্যারি বলল।

‘কেউ কি তার গল্পকে সত্য বলে মানতে পারে?’

‘তারা সবাই মৃত। বির্তে, সিলভিয়া, ইডার ভেটলেসেন। সে তুষারমানব

BanglaBook.org

হতে পারে। সেটাই হচ্ছে তা যেটা ক্যাটরিন খুঁজে পেতে চেয়েছে।'

'ক্যাটরিন? কিন্তু তুমি বলছ সে তুষারমানব। সে কেন...?'

'আমি বলছি যে, স্টপ তুষারমানব হতে পারে কিনা সে সেটা খুঁজে দেখতে চেয়েছে। সে একজনকে বলির পাঠা বানাতে চেয়েছে। স্টপ বলেছে, ও যখন বলেছে যে খুনের সময়টাতে ওর অন্যস্থানে থাকার কোনো অজুহাত নেই তখন মেয়েটা বলেছে "ভালো" এবং ওকে বলেছে, স্টপ কেবল তুষারমানবকে নিয়োগ দিয়েছে। তারপর সে লোকটাকে গলা টিপে ধরেছে। যতক্ষণ না সে সামনের দরজায় গাড়ির আঘাতের শব্দ শুনেছে, আমরা এসেছি বুঝতে পেরে সে পালিয়েছে। পরিকল্পনাটা সম্ভবত এমন ছিল যে, আমরা স্টপকে তার অ্যাপার্টমেন্টে মৃত আবিষ্কার করব এবং এটাকে মনে হবে লোকটা নিজে নিজে ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করেছে। এবং আমরা এই বিশ্বাসে কাজে ঢিলা দেই যে আমরা অপরাধীকে খুঁজে পেয়েছি। ঠিক যেভাবে সে ইডার ভেটলেসেনকে হত্যা করেছে। আর সে যখন ফিলিপ বেকারকে গ্রেপ্তারের সময় গুলি করার চেষ্টা করেছে।'

'কী? সে চেষ্টা করেছে...?'

'সে তার রিভলভারের ট্রিগার অন করে বেকারের দিকে তাক করেছিল। আমি ফায়ারিং লাইনে দাঁড়ানোর সময় তার হ্যামার ছাড়ার শব্দ শুনেছি।'

গানার হ্যাগেন চোখ বন্ধ করে আঙুলের ডগা দিয়ে কপাল ঘষল। 'তোমার কথা শুনলাম। তবে এই মুহূর্তের জন্য এসব কেবলই অনুমান, হ্যারি।'

'আর তাহলে চিঠিটা,' হ্যারি বলল।

'চিঠি?'

'তুষারমানবের কাছ থেকে আসা। আমি তার বাসায় কম্পিউটারে ডকুমেন্টটা পেয়েছি, তুষারমানব সম্পর্কে আমাদের কেউই কিছু জানার আগের তারিখযুক্ত ডকুমেন্ট। এবং প্রিন্টারের কাগজ।'

'যীশু!' ডেস্কের ওপর সশব্দে কনুই রেখে দু'হাতের মাঝে মুখ রাখল হ্যাগেন। 'আমরা মেয়েটাকে এখানে নিয়োগ দিয়েছি! তুমি কি জানো এর মানে কী দাঁড়ায়, হ্যারি?'

'বেশ, একটা বিশাল স্ক্যান্ডাল। সারা পুলিশ ফোর্সে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি। উচ্চস্তরের কর্মকর্তাদের দিকে আঙুল উঠবে।'

হ্যাগেনের আঙুলের ফাঁকে ফাটল তৈরি হল, হ্যারির দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'পরিপূর্ণভাবে বলবার জন্য থ্যাঙ্কস।'

BanglaBook.org

'মাই প্লেজার।'

'আমি চীফ সুপারিনটেনডেন্ট এবং চীফ কনস্টেবলকে ডাকব। আমি চাই, এই সময়ের মধ্যে তুমি আর জর্ন হোম বিষয়টা তোমাদের হ্যাটের নিচেই আড়াল করে রাখবে। আর্ভ স্টপের ব্যাপারটা কী? সে কি বেকুবের মতো ফাঁস করবে কিছু?'

'সেটা অসম্ভ, বস।' আত্মতৃপ্তভাবে হাসল হ্যারি। 'তার ফুরিয়ে গেছে।'

'কী ফুরিয়ে গেছে?'

'সততা।'

দশটা বাজে হ্যারি নিজের অফিসের জানালা দিয়ে গ্রোনল্যান্ডের ছাদগুলোর ওপর পড়া বিবর্ণ সূর্যের টুকরো টুকরো আলো দেখছে। স্টপের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ক্যাটরিন ব্র্যাট উধাও হয়ে যাওয়ার পর ছয় ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, খোঁজাখুজি করেও এখন পর্যন্ত কোনো ফল মেলেনি। অবশ্যই সে এখনো অসলোতেই থাকতে পারে, তবে সে যদি কৌশলগতভাবে সরে যাওয়ার জন্য তৈরি থাকে তবে পাহাড়ে এবং দূরে চলে যেতে পারে। হ্যারির কোনো সন্দেহই নেই যে, ব্র্যাট প্রস্তুতি নিয়েই রেখেছিল।

ঠিক এখন যেমন ওর কোনো সন্দেহ নেই যে, ক্যাটরিনই তুষারমানব।

সবকিছুর আগে, এখন প্রমাণ আছে: চিঠিটা এবং হত্যার চেষ্টা। আর ওর সব সহজাত প্রবৃত্তি নিশ্চিত: খুব কাছ থেকে ওকে অনুসরণ করা হচ্ছে– এই অনুভূতি। এই অনুভূতি যে, কেউ একজন তার জীবনে অনুপ্রবেশ করেছে। দেয়ালে পত্রিকার কাটিং, রিপোর্ট। ওর সম্পর্কে ক্যাটরিনকে এত ভালোভাবে জানতে হয়েছে যে, সে তার পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে, ওকে তার খেলায় ব্যবহার করতে পারে। আর এখন সে ওর রক্তপ্রবাহের একটা ভাইরাস, ওর মাথার ভেতরের এক গোয়েন্দা।

কোনো একজনের ভেতরে ঢোকার শব্দ শুনল ও, তবে ঘুরে দেখল না কে।

'আমরা তার মোবাইল ফোনের খোঁজ পেয়েছি,' স্কেয়ারের কণ্ঠস্বর বাঁজল। 'সে সুইডেনে।'

'আহ-হাহ্?'

'টেলিনর অপারেশন্স সেন্টার বলেছে, সিগন্যালটা দক্ষিণের দিকে এগোচ্ছে। অবস্থান আর গতিটা কোপেনহেগেন ট্রেইনের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

ট্রেইনটা অসলো সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে পাঁচটা সাতে ছেড়ে গেছে। আমি হেলসিনবর্গ-এ পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি; গ্রেপ্তারের জন্য তাদের একটা আনুষ্ঠানিক আবেদন দরকার। ট্রেনটা আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছাবে। কী করব আমরা?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল হ্যারি, যেনবা নিজেকে লক্ষ্য করেই মাথা নাড়ছে। ডানার ওপর ভর দিয়ে চলা একটা গাংচিল হঠাৎই দিক পরিবর্তন করে পার্কের গাছগুলোর দিকে নেমে এল। সম্ভবত চিলটা কিছু একটা লক্ষ্য করেছে। অথবা কেবলই মন পরিবর্তন করেছে। মানুষেরা যেমনটা করে। অসলো স্টেশন সকাল সাতটায়।

'হ্যারি? সে ডেনমার্কে যেতে পারে যতক্ষণ না আমরা–'

'হ্যাগেনকে হেলসিংবর্গ-এ কথা বলতে বল,' চেয়ার ঘুরিয়ে দ্রুত কোট স্ট্যান্ড থেকে নিজের কোটটা ধরে বলল হ্যারি।

বিস্ময়বিহ্বলভাবে স্কেয়ার দেখল ইন্সপেক্টরটা এক অভীষ্ট নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে করিডোর ধরে চলে গেল।

পুলিশ হেড কোয়ার্টারের স্টোরের ভেতর অফিসার অরো বিস্ময় না লুকিয়ে মাথা কামানো ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে পুনরাবৃত্তি করল: 'সিএস? গ্যাস, ওটাই?'

'দুটো ক্যানেস্তারা,' হ্যারি বলল। 'এবং রিভলভারের জন্য একটা বারুদের বক্স।'

অফিসারটা অভিশম্পাত করতে করতে খুড়িয়ে খুড়িয়ে স্টোরের দিকে গেল। এই হোল ছোকড়াটা পুরোপুরি একটা পাগলা, সকলেই জানে সেটা, কিন্তু টিয়ার গ্যাস? স্টেশনে যদি অন্য কেউ থাকত, সে অনুমান করত যে এটা নেওয়া হচ্ছে বন্ধুদের সঙ্গে স্ট্যাগ নাইট পার্টির জন্য। কিন্তু সে যা শুনেছে, হোল-এর কোনো বন্ধু নেই, অন্ততপক্ষে পুলিশ বাহিনীতে নেই।

অরো ফিরে আসতেই কাশল ইন্সপেক্টর। 'ক্রাইম স্কোয়াডের ক্যাটরিন ব্র্যাট কি এখানে কোনো অস্ত্র নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল?'

'বার্গেন পুলিশ স্টেশনের মেয়েটা? রুল বুকে কেবলমাত্র একটা প্রয়োজনীয় শর্ত আছে।'

'আর রুল বুকটা কী বলে?'

'পুরোনো পুলিশ স্টেশন ছেড়ে যাবার সময় সব অস্ত্র ও অব্যবহৃত বারুদ

BanglaBook.org

জমা দাও এবং নতুন স্টেশনে একটা নুতন রিভলভার ও দুই বক্স বুলেটের অনুরোধ জানাও।'

'তো সে একটা রিভলভার ছাড়া আর কোনো ভারি আগ্নেয়াস্ত্র নেয়নি?'

অরো মাথা ঝাঁকাল, বিভ্রান্তিকরভাবে।

'থ্যাঙ্ক ইউ,' হোল বলল। গোলাবারুদের বক্সটা সবুজ সিলিন্ডার আকৃতির ক্যানেস্তারার পাশের কালো ব্যাগের ভেতর রাখল। করসো এবং স্টোঘটন ১৯২৮ সালে মরিচের গুঁড়ার টিয়ার গ্যাসযুক্ত ক্যানেস্তারা উদ্ভাবন করেছিল।

জবাব দিল না অফিসার, ততক্ষণ পর্যন্ত না যতক্ষণ না সে গোলাবারুদ নেওয়ার কাগজে হোলের স্বাক্ষর গ্রহণ করল। তারপর সে বিড়বিড় করল, 'রোববারটা শান্তিময় হোক।'

উলেভান হসপিটালের ওয়েটিং রুমে কালো ব্যাগটা পাশে রেখে বসে আছে হ্যারি। সেখানে অ্যালকোহল, বৃদ্ধ লোক এবং ধীর ধীরে এগিয়ে আসা মৃত্যুর গন্ধ। একজন মহিলা রোগী ওর বিপরীত দিকের একটা আসনে বসল। ওর দিকে একদৃষ্টে মহিলাটা এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেনবা সে এমন কাউকে খোঁজার চেষ্টা করছে যে লোক সেখানে নেই: এমন এক লোক যাকে সে চিনত, একজন প্রেমিক যে কখনোই মূর্ত হয়নি, একজন পুত্র যাকে সে মনে করছে চিনতে পেরেছে।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল হ্যারি, চকিতে হাতঘড়িটা দেখল এবং কল্পনা করল হেলসিংবর্গ-এ ট্রেনে পুলিশ তল্লাশির ঝড় বইয়ে দিচ্ছে। স্টেশনমাস্টার ট্রেন ড্রাইভারকে স্টেশনের এক কিলোমিটার আগে ট্রেন থামানোর নির্দেশনা দিয়েছে। পথের দু'ধারেই সশস্ত্র পুলিশ ছড়িয়ে আছে, তারা কুকুর সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যাত্রীদের কামরায়, কম্পার্টমেন্টে, টয়লেটে কার্যকর অনুসন্ধান। সশস্ত্র পুলিশ দেখেই আতঙ্কিত যাত্রীরা প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে, স্ক্যানডিনেভিয়ান স্বপ্নদ্বীপে এখনো এক অস্বাভাবিক দৃশ্য। ভয়ে কাঁপতে থাকা নারীরা অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে আইডি দেখাতে অনুরোধ করছে। পুলিশের কুঁজো ধরা কাঁধ, নার্ভাসনেস, তবে পূর্বাভাসও আছে। তাদের অধৈর্য্য, সন্দেহ, বিরক্তি, এবং তাদের চরম হতাশা এবং তারা যা খুঁজছে সেটা না পাওয়ার নৈরাশ্য। এবং, অবশেষে, যদি তারা ভাগ্যবান হয় আর দক্ষ হয়, সিগন্যালের যে সূত্রটা বেইজ স্টেশন ধরেছে সেটাকে যখন পাবে তখন উচচশব্দে গালি দিয়ে উঠবে:

টয়লেটের একটা ডাস্টবিনে ক্যাটরিনের মোবাইল ফোন।

ওর সামনে একটা হাস্যোজ্জ্বল মুখ উদয় হল। 'আপনি এখন ওনাকে দেখতে পারেন।'

হ্যারি খড়মের আওয়াজ এবং সাদা ট্রাউজারের ভেতর চওড়া, হৃষ্টপুষ্ট পাছাকে অনুসরণ করল। মহিলাটা দরজা ঠেলে খুলল। 'তবে বেশিক্ষণ থাকবেন না। ওনার বিশ্রাম দরকার।'

একটা প্রাইভেট রুমের বিছানায় শুয়ে আছে স্টালে অনে। তার গোলগাল, লাল শিরার মুখ এত দুর্বল আর মলীন যে সেটা প্রায় বালিশের ওয়াড়ের সঙ্গে মিশে গেছে। পাতলা চুল, একটা বাচ্চার মতো, পড়ে আছে ষাট বছর বয়সী নাদুশনুদুশ কপালে। শুধু ব্যতিক্রম হচ্ছে সেই তীক্ষ্ণ চোখ, হাসিখুশী চোখ। নইলে হ্যারি বিশ্বাস করত যে, ও ক্রাইম স্কোয়াডের আবাসিক সাইকোলজিস্ট ও ওর ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উপদেষ্টার শবদেহ দেখছে।

'কী হাল হয়েছে, হ্যারি.' স্টালে অনে বলল। 'তোমাকে কঙ্কালের মতো লাগছে। তুমি সুস্থ নও?'

হ্যারি হাসতে যাচ্ছিল। অনে মুখ বিকৃত করে উঠে বসল।

'এর আগে তোমাকে দেখতে না আসার জন্য দুঃখিত,' হ্যারি বলল। বিছানার কাছে একটা চেয়ার টেনে এনে বসল। 'এটা শুধু এ কারণে যে হাসপাতালটা... এটা... আমি জানি না।'

'হাসপাতালটা তোমাকে তোমার মায়ের কথা মনে করিয়ে দেয়, যখন তুমি বালক ছিলে। ঠিক আছে।'

মাথা নাড়ল হ্যারি, তার হাতের দিকে দৃষ্টি নামাল। 'ওরা কি তোমার চিকীৎসা ঠিকমতো করছে?'

'হ্যারি, এ কথা তুমি তখন জিজ্ঞেশ কর যখন কারাগারে স্বজনকে দেখতে আসো, হাসপাতালে নয়।'

আবার মাথা নাড়ল হ্যারি।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল স্টালে অনে। 'হ্যারি, আমি জানি, তুমি আমায় নিয়ে উদ্বিগ্ন। তবে তোমাকে আমি ভালোমতো চিনি, কাজেই আমি জানি, এটা কোনো সৌজন্য সাক্ষাৎ নয়। বিষয়টা বলে ফেল।'

'সেটা পরেও বলা যাবে। ওরা বলেছে তুমি সুস্থ নও।'

'সুস্থ থাকা একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। আর, আপেক্ষিকভাবে বলছি, আমি অত্যন্ত সুস্থ আছি। আমাকে তোমার গতকাল দেখা উচিত ছিল। যে কথা দিয়ে

BanglaBook.org

আমি বোঝাতে চাচ্ছি, আমাকে তোমার গতকাল *না* দেখা উচিত ছিল।'

হ্যারি ওর হাতের দিকে তাকিয়ে হাসল।

'এটা কি তুষারমানব বিষয়ে?' অনে জিজ্ঞেশ করল।

মাথা নাড়ল হ্যারি।

'দীর্ঘ সময় শেষে,' অনে বলল। 'এখানে মৃত্যুতে আমি ক্লান্ত। বলে ফেল।'

দম টানল হ্যারি। তারপর এই কেইসে যা যা ঘটেছে তার একটা বৃত্তান্ত দিল। প্রয়োজনীয়তাকে না এড়িয়ে অনাকর্ষণীয়, অপ্রাসঙ্গিক তথ্যকে বিস্তৃতভাবে বিন্যস্ত করার চেষ্টা করেছে। অনে কেবল কয়েকবার অনিবার্য কয়েকটা প্রশ্ন করে ওকে থামাল, তাছাড়া মনোযোগ দিয়ে নীরবে সবকিছু শুনল। তার চেহারায় দৃশ্যত-অভিভূত হওয়ার অভিব্যক্তি। আর হ্যারি যখন বলা শেষ করল তখন অসুস্থ বৃদ্ধ চঞ্চল হয়ে উঠল; তার গালে রঙের আভা এবং সে বিছানায় সোজা হয়ে বসল।

'ইন্টারেস্টিং,' সে বলল। 'কিন্তু তুমি তো অলরেডি জানোই কে অপরাধী, তাহলে আমার কাছে এসেছ কেন?'

'এই মেয়েটা উন্মাদ, তাই নয়কি?'

'এই ধরনের অপরাধ যারা করে তারা ব্যতিক্রমহীনভাবে উন্মাদ। যদিও অপরাধের বিবেচনায় অবশ্যম্ভাবী নয়।'

'তা সত্ত্বেও, মেয়েটার একটা কি দুটো বিষয় আমি বুঝি না, কাজেই এ ক্ষেত্রে তুমি আমার চেয়ে ভালো সাইকলজিস্ট।'

'সে যখন বার্গেনে দু'জন নারী আর গার্ট র‍্যাফতোকে খুন করেছিল তখন তার বয়স ছিল মাত্র উনিশ। এ ধরনের একজন উন্মত্ত মহিলা কীভাবে পুলিশ কলেজে সাইকলজিক্যাল টেস্টের ভেতর দিয়ে গেল এবং এত বছর ধরে একটা চাকরি করে গেল, কেউই কিছু জানল না?'

'ভালো প্রশ্ন। সম্ভবত সে একটা ককটেল কেইস।'

'ককটেল কেইস?'

'এমন একজন যার মধ্যে একটু একটু করে সবকিছুই আছে। কণ্ঠস্বর শোনার জন্য যথেষ্ট স্কিজোফ্রেনিক, কিন্তু তার চারপাশের মানুষদের কাছ থেকে এই অসুস্থতা আড়াল করতে সক্ষম। প্রবল প্যারানয়ার মিশেলে অবসেসিভ কম্পালসিভ পার্সনালিটি ডিজঅর্ডার। যেটা সে যে অবস্থায় আছে সে সম্পর্কে ডিলুশন তৈরি করে এবং যেটাকে সে এড়িয়ে চলে। কিন্তু বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যেটা সাধারণভাবে সে স্বল্পভাষী হিসেবে প্রত্যক্ষ হয়। পাশবিক ক্রোধ, যেটা

BanglaBook.org

প্রকাশ পায় খুন করার সময়, যে খুনকে তুমি বর্ডারলাইন পার্সনালিটি হিসেবে শনাক্ত করেছে, যদিও এটা এমন এক রোগ যেটা এর ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।'

'উম। অন্য অর্থে, তোমার কাছে কোনো ক্লু নেই?'

অনে হাসল। হাসিটা কাশিতে পরিণত হল।

'আই অ্যাম সরি, হ্যারি,' সে গোঁ গোঁ করল। 'বেশিরভাগ কেইসই এরকম। সাইকলজিতে আমরা কিছু সংখ্যক খোঁয়াড় বানাই কারণ আমাদের গবাদিপশুগুলো একসঙ্গে থাকতে চায় না। তারা নির্লজ্জ, অকৃতজ্ঞ, নির্বোধ প্রাণির চেয়ে কম কিছু নয়। তাদের জন্য আমরা যত গবেষণা করেছি সেটা ভাবো?'

'আরও বিষয় আছে। আমরা যখন অপ্রত্যাশিতভাবে গার্ট র‍্যাফতোর মৃতদেহ আবিষ্কার করলাম তখন সে আসলেই ভয় পেয়েছিল। আমি বোঝাতে চাচ্ছি, সে অভিনয় করছিল না। আমি তার শক্‌টা দেখেছি; তার চোখে লাইট মেরে ধরে রাখার পরও তার চোখের তারা বড় বড় হয়েছিল এবং কালো হয়ে ছিল।'

'আহা। এটা ইন্টারেস্টিং।' অনে আরেকটু উঁচু হয়ে বসল। 'তুমি কেন তার মুখে টর্চের আলো ফেলেছিলে? তাহলে কি তুমি তখন কোনো সন্দেহ করেছিলে?'

জবাব দিল না হ্যারি।

'তোমার ধারণা ঠিক হতে পারে,' অনে বলল। 'সে খুনগুলো চেপে রাখতে পারে; তার মানে এটা নয় যে, সেটা অগতানুগতিক। তুমি আমাকে বলেছ, মূলত সে তদন্তে তোমাকে প্রচুর সাহায্য করেছে, কোনো সাবোটাজ করেনি। এর অর্থ এটা হতে পারে যে, নিজের সম্বন্ধে তার সন্দেহ আছে এবং সত্যটাকে উন্মোচন করার নির্ভেজাল আকাঙ্ক্ষা আছে। নকটাম্বুলিজম, অর্থাৎ, ঘুমের ঘোরে হাঁটা সম্পর্কে কতটা জানো তুমি?'

'আমি জানি যে ঘুমের ঘোরে মানুষ হাঁটতে পারে। ঘুমের ভেতর কথা বলে। খায়, পোষাক পরে এবং এমনকি বাইরে চলে যায়, ঘুমের ভেতর গাড়ি চালায়।'

'ঠিক। অর্কেস্ট্রা পরিচালক হ্যারি রসেনথাল ঘুমের ভেতর সঙ্গীত পরিচালনা করেছে এবং পুরো সিম্ফনির ইনস্ট্রুমেন্ট অংশটা গেয়েছে। আর অন্তত পাঁচটি মার্ডার কেইসে খুনিকে আদালত অব্যহতি দিয়েছিল কারণ, আদালত মনে করেছিল খুনি পুরুষটা বা মহিলাটা প্যারাসোমনিয়াক, যেটা হচ্ছে, স্লিপ

BanglaBook.org

ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত ব্যক্তি। কানাডায় একজন লোক ছিল যে, কয়েক বছর আগে, ঘুম থেকে উঠে বিশ কিলোমিটারেরও বেশি পথ গাড়ি চালিয়ে তার শাশুড়ির বাসার সামনে পার্ক করে। লোকটা তার শাশুড়িকে খুন করে, শাশুড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক খুবই চমৎকার ছিল। শ্বশুড়কেও প্রায় গলাটিপে মেরেই ফেলেছিল। তারপর সে গাড়ি চালিয়ে বাসায় ফিরে আবার বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তাকে খালাস দেওয়া হয়েছিল।'

'তুমি বোঝাতে চাচ্ছ, সে তার ঘুমের ঘোরে খুন করতে পারে? সে প্যারাসোমনিয়াকদের একজন?'

'এটা একটা বিতর্কিত ডায়াগনসিস। তবে এমন ব্যক্তিদের কথা কল্পনা কর যে নিয়মিত শীত-নিদ্রার মতো অবস্থায় চলে যায় এবং পরবর্তীতে স্পষ্ট করে স্মরণ করতে পারে না যে তারা কী করেছে। এমন কেউ একজন যার ঘটনাসমূহের একটা ঝাপসা আর টুকরো টুকরো চিত্র আছে, একটা স্বপ্নের মতো।'

'উম।'

'আর মনে হচ্ছে যে, এই মেয়ে তদন্ত কাজ করার সময় বুঝতে শুরু করেছে যে সে কী করেছে।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল হ্যারি। 'এবং বুঝতে পারল যে, সটকে পড়ার জন্য তার একজন বলির পাঠা চাই।'

'এটা ধারণাসাপেক্ষ,' স্টালে অনে ভেংচি কাটল। 'অবশ্য, বিষয়টা যখন মানুষের মন সংক্রান্ত, বেশিরভাগ জিনিশই ধারণাসাপেক্ষ। সমস্যা হচ্ছে মনের যে ব্যধি নিয়ে কথা বলছি সেটা আমরা দেখতে পারি না; লক্ষণের ভিত্তিতে আমাদেরকে অনুমান করতে হয়।'

'ছত্রাকের মতো।'

'কী?'

'কী এই মেয়ের মতো ব্যক্তিদের মানসিক অসুস্থ করে তোলে?'

আর্তনাদ করল অনে। 'যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তার সব কিছু! এবং কিছুই না। প্রকৃতি এবং প্রকৃতি।'

'একজন সহিংস, মদ্যাসক্ত বাবা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেটার দায় নব্বইভাগ। এর সঙ্গে মানসিক রোগের ইতিহাসযুক্ত একজন মা, শৈশবে একটা বা দুটো দুঃখজনক অভিজ্ঞতা যোগ হলে তার দায় হবে একশ' ভাগ।'

BanglaBook.org

'এটা কি এমন মনে হয় যে, সে যদি তার সহিংস, মদ্যাসক্ত বাবার চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয় তবে সে তার বাবাকে আঘাত করার চেষ্টা করবে? তাকে হত্যা করবে?'

'কোনটাই অসম্ভব নয়। আমি মনে করতে পারি একজন কা–' কথার মাঝে থেমে গেল স্টালে অনে। তারপর সামনে ঝুঁকে চোখে এক বুনো উল্লাস ফুটিয়ে ফিসফিস করে বলল। 'তুমি কি তা-ই বলছ যেটা আমি ভাবছি, তুমি বলছ?'

হ্যারি হোল হাতের নখের দিকে তাকাল। 'আমাকে বার্গেন পুলিশ স্টেশনের একজন লোকের ছবি দেওয়া হয়েছিল। ছবি দেখে আমার মনে হয়েছে, লোকটাকে অদ্ভুত রকমের চেনা চেনা লাগছিল, যেনবা তার সঙ্গে আগে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। কেবল এখনই বুঝতে পারলাম কেন। এটা হচ্ছে পারিবারিক মিল। বিয়ে করার আগে ক্যাটরিন ব্র্যাটের নামের সঙ্গে র‍্যাফতো ছিল। গার্ট র‍্যাফতো তার বাবা।'

এয়ারপোর্ট এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্দশে যেতে যেতে স্কেয়ারের ফোন পেল হ্যারি। সে ভুল বলেছিল। তারা টয়লেটে ব্র্যাটের মোবাইল পায়নি; একটা কোচের লাগেজ র‍্যাকে পাওয়া গেছে মোবাইলটা।

আশি মিনিট পর ও পুরো ধূসরে ঢেকে গেল। ক্যাপ্টেন ঘোষণা করল নিচে, বার্গেনে, নিচু স্তরে মেঘ রয়েছে এবং বৃষ্টি হচ্ছে। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, হ্যারি ভাবল। ওরা এখন কেবল যন্ত্রের ওপর উড়ছে।

আন্দ্রেয়াস, এলি এবং ট্রাইভে ভালে লেখা নামফলক ঝোলানো দরজার কলিংবেলটা মিসিং পারসন্স ইউনিটের থমাস হেলে চাপার এক সেকেন্ডের ভেতরই দরজাটা খুলে গেল।

'খোদাকে ধন্যবাদ, আপনি খুব দ্রুতই চলে এসেছেন।' হেলে'র সামনে দাঁড়ানো লোকটা তার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল। 'অন্যরা সবাই কোথায়?'

'কেবল আমিই এসেছি। আপনি কি এখনো আপনার স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি?'

লোকটা, হেলে যাকে হেডকোয়ার্টারে ফোন করা আন্দ্রেয়াস ভ্যালে বলে অনুমান করছে, বিস্মিতভাবে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। 'সে চলে গেছে, আমি বলেছি আপনাদেরকে।'

BanglaBook.org

'আমরা জানি, তবে তারা সাধারণত ফিরে আসে।'

'*তারা* কারা?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল থমাস হেলে। 'আমি কি ভেতরে আসতে পারি, মি. ভ্যালে? এই বৃষ্টি...'

'ওহ, সরি! প্লিজ...' পঞ্চাশ বছর বয়সী লোকটা এক পাশে সরে গেল, এবং তার পেছনের আধোঅন্ধকারে বছর বিশেকের কালো চুলো একটা ছেলেকে দেখল হেলে। আজ যেসব লোক ফোন করছে তাদের কাছে যাওয়ার মতো সামান্য কর্মীই আছে ওদের; আজ রোববার এবং যারা ডিউটিতে আছে তারা ক্যাটরিন ব্র্যাটের খোঁজে বেরিয়েছে। মেয়েটা ওদেরই একজন। সবাই হুশ হুশ করছে, তবে চারদিকে ছড়ানো গুজবে মনে হয় তুষারমানব কেইসে মেয়েটা জড়িত থাকতে পারে।

'আপনি কীভাবে আবিষ্কার করলেন যে সে নিখোঁজ?' নোট নেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে জিজ্ঞেশ করল হেলে।

'আমি আর ট্রাইভে আজ নর্ডমার্কায় একটা ক্যাম্পিং ট্রিপ থেকে ফেরার ঠিক পর। আমরা দু'দিনের জন্য বাইরে ছিলাম। কোনো মোবাইল ফোন নয়, এবং, যেমনটা ফোনে বলেছি, দরজাটা তালাখোলা ছিল। এটাতে সবসময়ই তালা লাগানো থাকত, এমনকি ও যখন বাসায় থাকে তখনও। আমার বউ খুবই উদ্বিগ্ন এক মহিলা। আর ওর কোনো কোটই স্পর্শও করা হয়নি। ওর জুতাও না। কেবল ওর স্লিপার জোড়া। এই আবহাওয়ায়...'

'সে চেনে এমন সবাইকে কি ফোন করেছিলেন? প্রতিবেশীদের?'

'অবশ্যই। কারও সঙ্গেই ওর যোগাযোগ হয়নি।'

নোট নিল থমাস হেলে। একটা অনুভূতি এরিমধ্যে এর চেনা চেনা উপস্থিতি জানান দিল; শনাক্তকরণের অনুভূতি।

'আপনি বলেছেন, আপনার স্ত্রী একজন উদ্বিগ্ন মহিলা,' সে বলল। 'তাহলে উনি কাকে দরজা খুলে দিতে পারেন? আর কাকেইবা উনি ভেতরে ঢুকতে দেবেন?'

বাবা-ছেলেকে দৃষ্টি বিনিময় করতে দেখল সে।

'খুব বেশি লোক নয়,' দৃঢ় প্রত্যয়ে বলল বাবাটা। 'সে নিশ্চয় ওর চেনা কেউ হবে'

'অথবা এমন কেউ যাকে উনি হুমকি মনে করেন না, হতে পারে,' হেলে বলল। 'একজন শিশু বা নারীর মতো।'

মাথা নাড়ল আন্দ্রেয়াস ভ্যালে।

BanglaBook.org

'অথবা এমন কেউ আপাতগ্রাহ্য কারণে আসতে পারে। উদাহরণস্বরূপ মিটার দেখবার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের কেউ।'

স্বামীটা ইতস্তত করল। 'হয়তো।'

'আপনি কি বাসার আশেপাশে অস্বাভাবিক কিছু দেখেছেন?'

'অস্বাভাবিক? কী বোঝাতে চাচ্ছেন?'

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল হেলে। দু'হাত দিয়ে নিজেকে আঁকড়ে ধরল। 'কিছু একটা যেটা... তুষারমানবের মতো?'

ছেলের দিকে তাকাল আন্দ্রেয়াস ভ্যালে, ছেলেটা জোরের সাথে মাথা নাড়ল, ভয়ে জমে আছে ছেলেটা।

'শুধু এ জন্য যে, আমরা যাতেকরে আমাদের অনুসন্ধান থেকে এটা বাদ দিতে পারি,' আলাপের ঢঙে বলল হেলে।

ছেলেটা কিছু একটা বলল। নিচু স্বরে বিড়বিড় করে।

'কী?' হেলে জিজ্ঞেশ করল।

'ও বলছে, এখন আর কোনো তুষার নেই।'

'না, অবশ্যই না।' জ্যাকেটের পকেটে নোটপ্যাড ঠুসে রাখল হেলে। 'আমি পেট্রল কারের রেডিওতে কথা বলব। যদি আজ সন্ধ্যার মধ্যে উনি না ফেরেন তবে আমরা আমাদের অনুসন্ধান জোরদার করব। নিরান্নবই ভাগ ক্ষেত্রে তাকে ততক্ষণে নিজের বাসাতেই পাওয়া যাবে। তো, এই আমার কার্ড...'

হেলে তার বাহুর ওপরে আন্দ্রেয়াস ভ্যালের হাতের স্পর্শ অনুভব করল।

ভ্যালেকে অনুসরণ করে থমাস হেলে হল-এর প্রান্তের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে ভূগর্ভস্থ কক্ষে ঢুকল। সে একটা রুমের দরজা খুলল, সাবান আর শুকাতে দেওয়া পোশাকের ঘ্রাণ ভেসে এল। এক কোণায় পুরোনো আমলের একটা ইলেক্ট্রোলাক্স ওয়াশিং মেশিনের পাশে একটা পুরোনো ঢঙের কাপড় কোচকানো। ইটের মেঝেটা মাঝখানের একটা নালার দিকে ঢালু। মেঝেটা ভেজা এবং দেয়ালে পানির ছিটা, যেনবা সেখানে পরে থাকা সবুজ হোস পাইপ দিয়ে মেঝেটায় কিছুক্ষণ আগেই পানি দেওয়া হয়েছে। তবে শুরুতে থমাস হেলের মনোযোগ কাড়ল যেটা, সেটা এসব নয়। এটা হচ্ছে তারের ওপর ঝোলানো পোশাক, ক্লিপ দিয়ে পোশাকের উভয় কাঁধই আটকানো অথবা ঠিকভাবে বললে: পোশকটার যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেটুকু আটকানো। এটার বুকের নিচ থেকে কাটা। প্রান্তটা বাঁকা আর পুড়ে কালো হয়ে আছে, সুতা কোচকানো।

BanglaBook.org

২৯

দিন ২০।

কাঁদানে গ্যাস।

আকাশ ফুড়ে বার্গেনে বৃষ্টি হচ্ছে। নীলাভ বিকেলের কিছুটা আধারে শহরটা স্নাত হচ্ছে। হ্যারির ট্যাক্সি যখন নৌকা ভাড়া দেওয়ার ফার্মের কাছে এসে দাঁড়াল, তখন পুডেজর্ড ব্রিজের গোড়ার ঘাটের পাশে হ্যারির রিজার্ভ করা নৌকাটা প্রস্তুতি ছিল।

সাতাশ ফুটি নৌকাটা বহুল ব্যবহৃত ফিনশিয় প্রমোদতরী।

'আমি মাছ ধরতে যাচ্ছি,' নটিক্যাল চার্ট দেখিয়ে বলল হ্যারি। 'আমি যদি এখানে যাই তব কোনো পানিতে নিমজ্জিত শিলা অথবা এমন কিছু কি আছে যেটা আমার জানা উচিত?'

'ফিনয় দ্বীপ?' নৌকা ভাড়া দেওয়ার লোকটা বলল। 'মাছ ধরার একটা বড়শির সঙ্গে একটা রড আর একটা চরকা নিন, তবে সেখানে মাছ ধরা বেকার।'

সেটা আমি 'শীঘ্রীই আবিষ্কর করব, তাই না। আপনি এটা চালু করেন কীভাবে?'

আধো অন্ধকারে ভটভট শব্দ তুলে নৌকাটা ধীরে ধীরে নর্ডনেস মূলভূমি পার হওয়ার সময় হ্যারি পার্কের পাতাশূন্য গাছের মাঝে মূর্তিঅঙ্কিত খুঁটি দেখতে পেল। বৃষ্টির নিচে সমুদ্রটা টান টান হয়ে শুয়ে আছে। সমুদ্রের উপরিভাগে বৃষ্টি আছড়ে পড়ছে এবং ফেনা তুলছে। হ্যারি লিভারটাকে হুইলের পাশে জোরে ঠেলে দিল, নৌকার সামনের অংশ উঁচু হয়ে গেল– ভারসাম্য রাখার জন্য ওকে এক কদম পিছিয়ে যেতে হল– আর নৌকাটার গতি বেড়ে গেল।

মিনিট পনের পর লিভারটাকে পেছনে টানল হ্যারি, একটা জাহাজ ঘাটের দিকে মোড় নিল, ফিনয় থেকে অনেক দূরে, রাফতোর কেবিন থেকে আড়ালে। নৌকার নোঙর ফেলল ও, বর্শির ছিপটা বের করে বৃষ্টির শব্দ শুনল। মাছ ধরা

BanglaBook.org

নিয়ে ভাবছে না ও। চরকাটা ভারি, নিচে হুকটা আটকে আছে। ছিপটা হেঁচকা টান দেওয়ার সময় সেটাতে যে সমুদ্র শৈবাল লেগেছিল হ্যারি সেগুলো পরিষ্কার করল। হুকটা ছাড়িয়ে সেটা পরিষ্কার করল। তারপর ও আবার চরকাটা পানিতে ফেলার চেষ্টা করল, কিন্তু তারে কিছু একটা আটকে গেছে। ছিপের প্রান্তের বিশ সেন্টিমিটার নিচে ঝুলে আছে চরকাটা, এর নিচেও যাচ্ছে না উপরেও উঠছে না। ঘড়ি দেখল হ্যারি। কেউ যদি নৌকার ইঞ্জিনের শব্দে সতর্ক হয়ে থাকে তবে তারা এতক্ষণে শান্ত হয়ে গেছে। অন্ধকার হওয়ার আগেই ওকে এ কাজ করতে হবে। সিটের ওপর ছিপটা রাখল, ব্যাগ খুলল, রিভলভার বের করল, বুলেটের বাক্স খুলে চেম্বার আলগা করে রাখল। পকেটে থার্মোফ্লাস্কের মতো দেখতে সিএস ক্যানেস্তারা ঢুকিয়ে তীরে নামল।

জনমানবহীন দ্বীপের শীর্ষে পৌঁছাতে এবং অন্য পাশের কেবিনের এলাকায় নামতে ওর পাঁচ মিনিট সময় লাগল। ওর সামনে র‍্যাফতোর কেবিন, অন্ধকার এবং অনামন্ত্রিত। বিশ মিটার দূরের একটা পাথরের ওপর উঠে দাঁড়াল,হ্যারি যেখান থেকে সব দরজা আর জানালা পুরোপুরি দেখা যায়। ওর পুরোনো সবুজ মিলিটারি জ্যাকেটের কাঁধ বেয়ে বৃষ্টি গড়িয়ে পরছে। একটা সিএস ক্যানেস্তারা বের করে সেইফটি পিন খুলে ফেলল। পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে স্প্রিংভর্তি ভাল্ব সরে যাবে এবং গ্যাস বেরিয়ে আসবে। হাত বাড়িয়ে ধরে রাখা ক্যানেস্তারা নিয়ে ও কেবিনের দিকে দৌড়ে গেল, জানালার দিকে এটা সজোরে ছুঁড়ে মারল। জানালার কাঁচ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল, ক্ষীণ একটা ঝনঝন শব্দ হল। পাথরের কাছে ফিরে এল হ্যারি, রিভলভার তুলল। বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে ক্যানেস্তারার হিসহিস শব্দ শুনল, জানালার ভেতরটাকে ধূসর হয়ে যেতে দেখল।

ব্র্যাট যদি ভেতরে থাকে তবে সে কয়েক সেকেন্ডের বেশি সময় সেখানে টিকতে পারবে না।

নিশানা ঠিক করল ও। দৃষ্টিগোচর হওয়া কেবিনের ওপরে নজর রাখল।

দু'মিনিট পরও কিছুই ঘটল না।

আরও দু'মিনিট অপেক্ষা করল হ্যারি।

তারপর ও দ্বিতীয় ক্যানেস্তারাটা প্রস্তুত করে বন্দুক তুলে ধরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল, দরজা খোলার চেষ্টা করল। লক করা। যদিও পলকা। চার কদম পিছিয়ে তারপর দৌড় দিল।

কব্জাসহ দরজা খুলে গেল, ও ধোঁয়াভর্তি ঘরে ঝাঁপ দিল, প্রথমে ডান কাঁধ মেঝেয় আছড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসে ওর চোখ জ্বালা করে উঠল। নিঃশ্বাস

BanglaBook.org

বন্ধ করে অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে ভূগর্ভস্থ কক্ষে যাওয়ার মেঝের ওপরের দরজার দিকে এগোলো। দরজাটা তুলে দ্বিতীয় ক্যানেস্তারার সেইফটি পিন খুলে সেটাকে ছেড়ে দিল। তারপর আবার দৌড় দিল ও। পানিভর্তি একটা জলাশয় দেখে হাঁটু অব্দি সেটাতে নামল। ওর নাক-চোখ দিয়ে পানি গড়াচ্ছে। দু'চোখ খোলা রেখে পানির ভেতর মাথা ডুবিয়ে দিল, পানির যতটা গভীরে সম্ভব ততটা গভীরে মাথা ডোবাল, যতক্ষণ পর্যন্ত না ওর নাক পাথরের সঙ্গে ঘষা খেল। দু'বার মুখ ডোবাল। ওর নাক আর তালু এখনো নরকের মতো জ্বলছে, তবে চোখ দুটো পরিষ্কার হয়ে গেছে। কুড়ে ঘরের দিকে আবার রিভলভার তাক করল। অপেক্ষা করল। এবং অপেক্ষা করল।

'বেরোও! বেরোও, বদমাশ কুত্তী!'

কিন্তু কেউই বেরিয়ে এল না।

মিনিট পনের পর জানালার কাঁচের ছিদ্র থেকে ধোঁয়া বেরোনো বন্ধ হল। হ্যারি কেবিনের কাছে গিয়ে লাথি মেরে দরজা খুলল। কাশল এবং ভেতরে শেষবারের মতো তাকাল। ধোয়াশার ভেতর নিষ্ফলা ধোঁয়া পাক খাচ্ছে। যন্ত্রপাতির ওপর ধোঁয়া উড়ছে। ফাক, ফাক, ফাক!

নৌকার কাছে ফিরে আসতে আসতে চারদিক এত অন্ধকার হয়ে গেছে যে ও জানে, এখন দেখার সমস্যায় পড়তে যাচ্ছে। ও নোঙর তুলে নৌকার ওপর গেল, স্টার্টার লিভার চেপে ধরল। ওর মনে একটা চিন্তা খেলে গেল: ও প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টার ভেতর ঘুমায়নি, সকাল থেকে খায়নি কিছুই, ভিজে জুবজুবে হয়ে গেছে এবং ফালতু শহর বার্গেনে উড়ে এসে ঘোড়ার আন্ডা পেয়েছে। যদি এই ইঞ্জিনটা প্রথম চেষ্টাতেই চালু না হয় তবে ও ৩৮-মিল লিড দিয়ে নৌকাটা ঝাঁঝরা করে দেবে এবং সাঁতরে তীরে চলে যাবে। একটা গর্জন তুলে ইঞ্জিনটা চালু হল। হ্যারি প্রায় ভেবেই ফেলেছিল, এটা একটা লজ্জাকর বিষয়। ক্যাটরিনকে যখন দেখল তখন ও লিভারটা সামনে ঠেলতে যাচ্ছিল।

সে ঠিক ওর সামনে ডেক-এর নিচের সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কুছপরোয়া নেই ভাব নিয়ে দরজার ফ্রেমের ওপরে হেলান দিয়ে আছে। কালো পোশাকের ওপর একটা ধূসর সোয়েটার পরেছে।

'হ্যান্ডস আপ,' সে হুকুম করল।

কথাটা এত ছেলেমানুষীর মতো শোনাল যে কথাটাকে প্রায় কৌতুকের মতো মনে হল। ওর দিকে তাক করা কালো রিভলভারটা নয়। হুমকিটাও নয়। 'আমি যেমনটা বলেছি তেমনটা যদি না কর তবে আমি তোমার পাকস্থলিতে গুলি

BanglaBook.org

করব, হ্যারি। যেটা তোমার পিঠের স্নায়ুকে ছাতু বানিয়ে দেবে এবং তোমাকে পঙ্গু করে ফেলবে। তারপর মাথায় একটা গুলি করব। তবে পাকস্থলী দিয়েই শুরু করা যাক...'

রিভলভারের নল নামানো।

হ্যারি হুইল আর লিভার ছেড়ে দিয়ে হাত তুলে ধরল।

'পিছু হট, ইফ ইউ উড বি সো কাইন্ড,' সে বলল।

সে সিঁড়ির ওপর এল আর কেবল এখন হ্যারি তার চোখে দ্যুতিটা দেখতে পেল, ঠিক যে দ্যুতিটা ও দেখেছিল বেকারকে গ্রেপ্তার করার সময়, ফেনরিস বার-এ একই দ্যুতি দেখেছিল। তবে তার শিহরিত চোখের মণি থেকে স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। হ্যারি যতক্ষণ না ওর পায়ে সিটের আঘাত অনুভব করল ততক্ষণ পর্যন্ত পিছু হটল।

'বস,' মটরের সুইচ বন্ধ করে বলল ক্যাটরিন। হ্যারি ধপ করে বসল, বড়শির ওপর বসল। প্লাস্টিকের সিটের ওপরের পানি ওর ট্রাউজার ভিজিয়ে দিল।

'আমাকে খুঁজে পেলে কীভাবে?' সে জিজ্ঞেশ করল।

হ্যারি কাঁধ নাচাল।

'কাম অন,' গান তুলে ধরে বলল সে। 'আমার কৌতূহল মেটাও, হ্যারি।'

'বেশ,' তার বিবর্ণ, টানটান চেহারার ভাব বোঝার চেষ্টা করে জবাব দিল হ্যারি। তবে এটা অজানা এলাকা; এই নারীর চেহারা ওর চেনা ক্যাটরিন ব্র্যাটের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। ভাবল ও জানত।

'সবারই আচরণের একটা প্যাটার্ন আছে,' ও নিজেকে কথা বলতে শুনল। 'একটা গেইম প্ল্যান।'

'তাই নাকি। আর আমারটা কী?'

'একদিকে ইঙ্গিত করা আর অন্যদিকে দৌড়ানো।'

'ওহ?'

হ্যারি ওর জ্যাকেটের পকেটে রিভলভারের ওজন অনুভব করল। ও পিঠ তুলে সিটের ওপর ডান হাত রেখে বড়শিটা নড়াল।

'তুমি একটা চিঠি লিখে তুষারমানব নামে আমার কাছে পাঠিয়েছ, আর সপ্তাহ কয়েক পর পুলিশ হেডকোয়ার্টারে এসেছ। প্রথম যে জিনিশটা তুমি করেছ সেটা হচ্ছে আমাকে বলেছ, হ্যাগেন বলেছে আমার উচিত তোমার দেখভাল করা। ও কথা হ্যাগেন কখনোই বলেনি।'

BanglaBook.org

'এ পর্যন্ত সবই ঠিক বলেছ। আর কিছু?'

'তুমি তোমার কোটটা স্টপের অ্যাপার্টমেন্টের সামনের খালে ছুঁড়ে ফেলেছ আর বিপরীত দিকের ছাদের ওপর দিয়ে পালিয়েছ। সুতরাং, প্যাটার্নটা হচ্ছে যে তুমি যখন পূর্বমুখী একটা ট্রেনে তোমার মোবাইল রেখেছ, তুমি পশ্চিমে পালিয়েছ।'

'সাবাস। আর আমি পালালাম কীভাবে?'

'প্লেনে নয় অবশ্যই। তুমি জানতে যে গার্ডেমোয়েন নজরদারিতে থাকবে। আমার অনুমান হচ্ছে, বাস টার্মিনালের দিকে যাবার সময় অসলো সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে ট্রেনটা ছেড়ে যাবার আগ মুহূর্তে তুমি মোবাইলটা রেখেছ, এবং পশ্চিমমুখী একটা আগেভাগের বাস ধরেছ। আমি অনুমান করব, তুমি তোমার ভ্রমণকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছ। বাস পাল্টিয়েছ বারবার।'

'নটোডেন এক্সপ্রেস,' ক্যাটরিন বলল। 'সেখান থেকে বার্গেন বাস। ভস-এ নেমে পোশাক কিনেছি। ইত্রে আর্না'র বাসে উঠেছি। সেখান থেকে বার্গেনের লোকাল বাসে। আমাকে এখানে নিয়ে আসার জন্য যাচারিয়াসে একজন জেলেকে অর্থ দিয়েছি। অনুমানকর্ম মন্দ না, হ্যারি।'

'এটা তত কঠিন নয়। আমরা অনেকটাই একরকম, তুমি আর আমি।'

ক্যাটরিন তার মাথা কাত করল। 'যদি তুমি এতই নিশ্চিত তবে একা এসেছ কেন?'

'আমি একা নই। মুলার-নিলসেন আর তার লোকজন এখন বোট-এ আসছে।'

ক্যাটরিন হাসল। হ্যারি ওর জ্যাকেটের পকেটের কাছে হাত নিয়ে গেল।

'আমি মানছি আমরা একরকম, হ্যারি। তবে যখন মিথ্যে বলতে হয়, তখন আমি তোমার চেয়ে ভালো মিথ্যে বলি।'

ঢোক গিলল হ্যারি। ওর হাত শীতল। আঙুলও শীতল হচ্ছে। 'হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত যে, মিথ্যে বলা তোমার জন্য সহজতর,' হ্যারি বলল। 'খুনের মতোই।'

'ওহ? তোমাকে মনে হচ্ছে যেনবা তুমি আমাকে এখন খুন করতে পারো। তোমার হাত বিপজ্জনকভাবে তোমার জ্যাকেটের পকেটের কাছাকাছি চলে গেছে। উঠে দাঁড়াও আর তোমার জ্যাকেটটা খুলে ফেল। ধীরে ধীরে। এবং এটা এখানে ছুঁড়ে মারো।'

হ্যারি নিঃশব্দে গালাগাল দিল তবে সে যেমনটা বলেছে তেমনটাই করল। ক্যাটরিনের সামনে ডেকের ওপর ওর কোটটা ঝপ করে পড়ল। হ্যারির ওপরে

BanglaBook.org

থেকে চোখ না সরিয়ে সে কোটটা ধরে পানিতে ফেলে দিল।

'যাইহোক এখন তুমি তোমার জন্য নতুন একটা কিনে নেবে,' সে বলল।

'উম,' হ্যারি বলল। 'তুমি বোঝাতে চাচ্ছ, এমন একটা কিনতে হবে যেটা আমার চেহারার মাঝে গোঁজা গাজরের সঙ্গে মানানসই হবে?'

দু'বার চোখ পিটপিট করল ক্যাটরিন। হ্যারি তার চোখে বিভ্রান্তি খেলে যেতে দেখল।

'শোনো, ক্যাটরিন। আমি এখানে এসেছি তোমাকে সাহায্য করার জন্য। তোমার সাহায্যের দরকার। তুমি অসুস্থ, ক্যাটরিন। এই অসুস্থতার কারণে তুমি তাদেরকে খুন করেছ।'

ক্যাটরিন ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল। সে মাটির দিকে বন্দুক তাক করল।

'আমি দু'ঘণ্টা ধরে বোট হাউসে বসে তোমার জন্য অপেক্ষা করেছি, হ্যারি। কারণ আমি জানতাম, তুমি আসবে। তোমাকে আমি খেয়াল করেছি, হ্যারি। তুমি সবসময়ই সেটা খুঁজে পাও যেটা তুমি খোঁজ। এ কারণে তোমাকে আমি বেছে নিয়েছি।'

'আমাকে বেছে নিয়েছ?'

'তোমাকে বেছে নিয়েছি। আমার জন্য তুষারমানব খোঁজার জন্য। এ কারণে তোমাকে আমি চিঠিটা পাঠিয়েছি।'

'তুমি নিজে কেন তুষারমানবকে খুঁজতে পারলে না? তোমাকে একেবারেই বেশি দূরে যেতে হতো না।'

সে মাথা ঝাঁকাল। 'আমি চেষ্টা করেছি, হ্যারি। আমি বহু বছর ধরে চেষ্টা করেছি। আমি জানতাম এ কাজটা আমি নিজে নিজে করতে পারব না। তুষারমানকে খুঁজতে তোমাকে লাগবে। তুমি হচ্ছ একমাত্র লোক যে একজন সিরিয়াল কিলারকে ধরতে সফল হয়েছে। আমার হ্যারি হোলকে প্রয়োজন ছিল।' সে একটা বিষণ্ন হাসি দিল। 'একটা শেষ প্রশ্ন, হ্যারি। তুমি কীভাবে বুঝলে যে আমি তোমাকে ধোঁকা দিয়েছি?'

হ্যারি বিস্মিতভাবে ভাবছে এর শেষ হবে কীভাবে। কপালে একটা বুলেট? গলা কাটার বৈদ্যুতিক ফাঁস? সমুদ্রের ভেতর নিয়ে গিয়ে তারপর ডুবিয়ে মারবে? ঢোক গিলল ও। ওর ভীত হওয়া উচিত। এত ভীত যে ও চিন্তা করতে পারবে না, এত ভীত যে, ও ডেকের ওপর পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে এবং তার কাছে প্রাণ ভিক্ষা করে কাকুতি-মিনতি করবে। ও কেন ভীত না? এটা অহঙ্কার হতে পারে না; অহঙ্কারকে ও হুইস্কির সঙ্গে গিলেছে এবং বেশ কয়েকবার এটা ওয়াক

BanglaBook.org

থু করে ফেলে দিয়েছে। এটা নিশ্চয় ওর যৌক্তিক মস্তিষ্কের কাজ হবে, যেটা জানে যে ভীত হলে লাভ হবে না; এর বদলে, ভয় তার জীবনকে আরও ছোটই করবে। ও উপসংহার টানল, যাই হোক, এটা ঘটেছে ওর ক্লান্তির কারণে। একটা প্রগাঢ়, চতুর্দিক ঘিরে ফেলা চরম শ্রান্তি যেটা ওকে অনুভূত করাচ্ছে– যেনবা ও কেবল চেয়েছে এটা চুকেবুকে যাক।

'মনের গভীরে আমি সবসময়ই জানতাম, এসবই অনেক আগে শুরু হয়েছে,' হ্যারি বলল, ও খেয়াল করল যে, ও আর শীতলতা অনুভব করছে না। 'এটা পরিকল্পিত এবং এর পেছনের ব্যক্তিটি আমার মাথার ভেতর ঢোকার ব্যবস্থা করেছে। খুব বেশি লোক নেই যে বাছাই করা যায়, ক্যাটরিন। আর যখন আমি তোমার ফ্ল্যাটে পত্রিকার কাটিং দেখলাম, আমি জানতাম, এ হচ্ছে তুমি।'

ক্যাটরিনকে চোখ পিট পিট করতে দেখল, হ্যারি যেটার ধরন বুঝতে পারল না। চিন্তার এ ধারায় চালিত হয়ে ও স্পষ্টতই দেখছে, এই যুক্তিতে পরিচালিত হওয়ায় সন্দেহের একটা কাঁটা অনুভব করল ও। অথবা আগে থেকেই ছিল? সন্দেহটা কি সবসময়ই ছিল না? গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিটা এখন আরও তীব্র হয়েছে; ডেকের ওপর বৃষ্টির পানি আছড়ে পড়ছে। ও দেখল, তার মুখ খোলা এবং তার আঙুল ট্রিগারের ওপর কোচকানো। ও পাশের বড়শিটা আঁকড়ে ধরে গান-এর ব্যারেলের দিকে স্থির চোখে চেয়ে রইল। এটা এইভাবে শেষ হবে, পশ্চিম উপকূলে একটা বোট-এর ওপর; কোনো সাক্ষীসাবুদ ছাড়া, কোনো প্রমাণাদি ছাড়া। ওর মনে একটা ছবি উদয় হল। ওলেগের। একা।

হ্যারি বড়শিটা নিজের সামনে, ক্যাটরিনের দিকে ছুঁড়ে মারল। এটা সর্বশেষ মরিয়া অগ্রসর হওয়া, ভাগ্যলিপিকে ঘোরানোর জন্য, নিয়তি বদলানোর জন্য, এক হৃদয়বিদারক প্রচেষ্টা। বরশির মোলায়েম প্রান্ত ক্যাটরিনের গালে আঘাত করল, জোরে নয়, সে এটা প্রায় অনুভবই করতে পারেনি, আর আঘাতটা না তাকে ব্যথা দিল না সে ভারসাম্য হারাল। অতীতের ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে হ্যারি মনে করতে পারে না যে, যা কিছু ঘটেছিল তা অভিপ্রায় অনুযায়ী হয়েছিল, আধো আধো চিন্তার মাধ্যমে অথবা নিছকই নির্ভেজাল ভাগ্য: চরকার দ্রুতগতিতে নড়াচড়ায় বিশ মিটার দীর্ঘ বিস্তৃত রেখা ক্যাটরিনের মাথার চারদিকে এমনভাবে পেঁচিয়ে গেল যে চরকা ঘুরতে থাকল এবং তার খোলা মুখের ওপরের পাটির দাঁতে আঘাত করল। আর হ্যারি যখন বড়শিতে জোরে টান দিল তখন হুকের প্রান্তটা সেটাই করল যেটা করার জন্য এটাকে তৈরি করা হয়েছে: হুকটা মাংস খুঁজে পেল। এটা ক্যাটরিন ব্র্যাটের মুখের ডানদিকে গেঁথে গেল। আর

BanglaBook.org

হ্যারির হতাশজনক টান এত ভয়ঙ্কর ছিল যে, পরিণতিতে, ক্যাটরিন ব্র্যাটের মাথা তীব্র মোচড়ে পেছনে মচকে গেল এবং ডান দিকে এত জোরে ঘুরে গেল যে এক মুহূর্তের জন্য ওর মনে হল, ও মেয়েটার মাথা তার শরীর থেকে খুলে ফেলেছে। ক্ষণিক পরেই তার শরীরটা মাথার দিকে ঘুরে গেল, প্রথমে ডানদিকে, তারপর সে হ্যারির দিকে ঘুরে গেল। সে যখন ওর সামনে ডেকের ওপর পড়ে গেল তখনও তার শরীরটা ঘুরছে।

হ্যারি তার ওপর ধপ করে পড়ল, প্রথমে হাঁটু জোড়া। হাঁটু জোড়া মেয়েটার কণ্ঠাস্থির এক প্রান্তে আঘাত হানল, এবং ও জানে, ও মেয়েটার বাহু এমনভাবে ধরেছে যে, সে আর হাত নাড়াতে পারবে না।

অসাড় হাত থেকে মোচড় মেরে রিভলভারটা নিয়ে তার প্রসারিত একটা চোখের ভেতর পিস্তলের নলটা ঠেলে দিল। অস্ত্রটাকে হালকা মনে হচ্ছে। ও দেখতে পাচ্ছে যে, তার নরম চোখের তারায় লোহা চেপে আছে তবে সে চোখের পাতা ফেলছে না। ঠিক তার উল্টোটা হচ্ছে। সে দাঁত বের করে হাসছে। একটা প্রশস্ত হাসি। তার মুখের চিড়ে যাওয়া পাশ দিয়ে রক্তমাখা দাঁত বের করে হাসছে। বৃষ্টির ধারা তার দাঁতের রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৩০

দিন ২০।

বলির পাঁঠা।

দলবল নিয়ে নাট মুলার পুডেজর্ড ব্রিজের নিচে জাহাজ ঘাটে এল। কেবিন ক্রুজারে এল হ্যারি। মুলার, দু'জন পুলিশ অফিসার এবং দায়িত্বরত মনোচিকীৎসক ডেকের নিচে হ্যারির সঙ্গে যোগ দিল। সেখানে ক্যাটরিন ব্র্যাটকে হাতকড়া পড়িয়ে বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। তাকে অ্যান্টিসাইকোটিক ট্রাংকুয়িলিজার দিয়ে একটা অপেক্ষমান গাড়িতে ওঠানো হলো।

বিষয়টা সতর্কতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে রাজি হওয়ায় হ্যারিকে ধন্যবাদ জানাল মুলার-নিলসেন।

'আসুন আমরাই চেষ্টা করি আর বিষয়টা নিজেদের মধ্যেই রাখি,' বৃষ্টিঝরা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল হ্যারি। 'এটা যদি জনসাধারণের গোচরে আসে তবে অসলো এর নিয়ন্ত্রণ নিতে চাইবে।'

'অবশ্যই,' মাথা নাড়ল মুলারা-নিলসেন।

'জের্সতি রডসময়েন,' একটা কণ্ঠস্বর শুনে ওরা ঘুরে দাঁড়াল। 'মনোচিকীৎসক।'

হ্যারির দিকে তাকিয়ে থাকা মহিলার বয়স চল্লিশের কোঠায়। হালকা, এলোমেলো চুলের মহিলা বড় উজ্জ্বল লাল রঙা ডাউন জ্যাকেট পরে আছে। তার হাতে একটা সিগারেট ধরা। বৃষ্টি যে তাকে এবং তার সিগারেট ভিজিয়ে দিচ্ছে সে দিকে মন নেই তার।

'এটা কি নাটকীয়?' মহিলাটা জিজ্ঞেশ করল।

'না,' হ্যারি বলল, কোমরবন্ধনীর নিচে ত্বকের ওপর ক্যাটরিনের রিভলভারের চাপ অনুভব করল। 'সে বিনা প্রতিরোধে আত্মসমর্পণ করেছে।'

'সে কী বলেছে?'

BanglaBook.org

'কিছু না।'

'কিছুই না?'

'একটা শব্দও না। আপনার ডায়গনসিস কী?'

'স্পষ্টতই মনোবৈকল্য,' কোনো দ্বিধা ছাড়াই বলল রডসমোয়েন। 'যেটা কোনভাবেই ইঙ্গিত দেয় না যে, সে পাগল। এটা কেবল নিয়ন্ত্রণের অসাধ্য বিষয়কে বশ করার মানসিক পথ। ব্যথা অনেক প্রবল হলে মস্তিষ্ক যেমন অস্পষ্ট হয়ে যায়, অনেকটাই তেমন। সঙ্গত কারণে আমি অনুমান করব যে, সে দীর্ঘ সময় ধরে প্রবল চাপে ছিল। সেটা কি সঠিক হতে পারে?'

মাথা নাড়ল হ্যারি। 'সে কি আবার কথা বলতে সক্ষম হবে?'

'হ্যাঁ,' ভেজা, নিভে যাওয়া সিগারেটের দিকে অননুমোদনের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল জের্সতি রডসমোয়েন। 'তবে আমি জানি না কখন। ঠিক এখন তার বিশ্রামের প্রয়োজন।'

'বিশ্রাম?' ফোঁস ফোঁস করল মুলার-নিলসেন। 'সে একটা সিরিয়াল কিলার।'

'এবং আমি একজন মনোচিকীৎসক,' রডসমোয়েন বলল। সিগারেট ফেলে দিয়ে বৃষ্টিতে আরও নোংরা দেখানো ছোট্ট লাল হোন্ডাটার দিকে এগিয়ে গেল।

'তুমি কী করতে যাচ্ছ?' মুলার-নিলসেন জিজ্ঞেশ করল।

'বাসায় ফেরার শেষ প্লেনটা ধরব,' হ্যারি বলল।

'কোনো বোকামি নয়। তোমাকে একটা কঙ্কালের মতো লাগছে। রিকা ট্রাভেল হোটেলের সঙ্গে পুলিশ স্টেশন কথা বলে রেখেছে। তোমাকে আমরা গাড়িতে সেখানে নামিয়ে দিয়ে আসতে পারি, শুকনো কিছু পোশাক পাঠাতে পারি। তাদের একটা রেস্টুরেন্টও আছে।'

হোটেলে নাম লেখানোর পর হ্যারি ঠাসাঠাসি একটা সিঙ্গেল রুমের বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়াল। মুলার-নিলসেন যে কথা বলেছিল সেটা ভাবল। কঙ্কালের মতো দেখানোর কথাটা ভাবছে। আর মৃত্যুর কত কাছে চলে গিয়েছিল সে কথা ভাবল। নাকি মারাই গেছে? গোসল সেরে শূন্য রেস্টুরেন্টে খেয়েদেয়ে ঘরে ফিরে ঘুমানোর চেষ্টা করল। ঘুমাতে পারল না। টিভি ছাড়ল। এনআরকে2 ছাড়া বাকি সব চ্যানেলে বস্তাপঁচা অনুষ্ঠান চলছে। এনআরকে2তে *মেমেন্তো* চলছে। এর আগেও ফিল্মটা দেখেছে ও। গল্পটা বলা হয়েছে একজন লোকের ব্রেইন ড্যামেজ এবং একটা গোল্ডফিশের স্বল্পকালীন স্মৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে। একজন মহিলা খুন হয়। খুনির নামটা নায়ক একটা পোলারয়ড

BanglaBook.org

ক্যামেরার ওপর লিখে রাখে, কারণ নায়ক জানে নামটা সে ভুলে যাবে। প্রশ্নটা হচ্ছে সে যে নামটা লিখে রেখেছে সেটাতে সে বিশ্বাস করবে কিনা। হ্যারি লাথি মেরে লেপ সরিয়ে দিল। টিভি'র নিচের ড্রিঙ্কভর্তি ছোট্ট ফ্রিজের দরজাটা বাদামি এবং এটাতে কোনো লক নেই।

ওর উচিত ছিল বাসায় ফেরার প্লেন ধরা।

রুমের কোনো এক জায়গায় যখন ওর মোবাইল বাজল তখন ও বিছানা থেকে নামল। রেডিয়েটরের পাশের চেয়ারের ওপর ঝোলানো ভেজা ট্রাউজারটার পকেটে হাত ঢোকাল। র‍্যাকেল ফোন করেছে। ও কোথায় আছে সেটা জানতে চাইল সে। র‍্যাকেল বলল, ওদের কিছু কথা বলতে হবে। তবে ওর ফ্ল্যাটে নয়, কোনো পাবলিক প্লেসে।

চোখ বন্ধ করে বিছানায় শুল হ্যারি।

'আমাকে এ কথা বলার জন্য যে, আমরা আর দেখাসাক্ষাৎ চালিয়ে যেতে পারব না?' ও জিজ্ঞেশ করল।

'তোমাকে এ কথা বলার জন্য যে, আমরা আর দেখাসাক্ষাৎ চালিয়ে যেতে পারব না,' সে বলল। 'আমি এটা নিতে পারছি না।'

'তুমি যদি ফোনেই এ কথা বলে দাও তবে সেটাই যথেষ্ট, র‍্যাকেল।'

'না, যথেষ্ট নয়। এটা যথেষ্ট কষ্ট দেবে না।'

হ্যারি যন্ত্রণায় কাতর আর্তনাদ করল। সে ঠিকই বলেছে।

ওরা আগামীকাল সকাল এগারোটায় বাইগডয়ের ফ্রাম মিউজিয়ামে দেখা করতে রাজি হল। জায়গাটায় পর্যটকদের ভীড় লেগেই থাকে, সেখানে তুমি জার্মান আর জাপানিদের ভীড়ে হারিয়ে যেতে পারবে। ওকে সে জিজ্ঞেশ করল, ও বার্গেনে কী করছে। তাকে ও সব বলল এবং বলল যে, কথাগুলো তার ভেতরই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে যতক্ষণ না দু'-একদিন বাদে পত্রিকায় সে এ নিয়ে কিছু পড়ে।

কথা শেষে ওরা ফোন রেখে দিল। হ্যারি শুয়ে একদৃষ্টে ছোট্ট ফ্রিজটার দিকে তাকিয়ে আছে। উল্টো-কালানুক্রমিকভাবে *মেমেন্টো* চলছে। ও প্রায় খুন হয়েই গিয়েছিল, ওর জীবনের ভালোবাসা ওকে আর দেখতে চায় না এবং ওর অভিজ্ঞতার সবচেয়ে বাজে কেইসটার একটা উপসংহার টানল ও। নাকি ও উপসংহার টেনেছে? মুলার-নিলসেন ওকে যখন জিজ্ঞেশ করেছিল যে, ও একাই কেন ব্র্যাটকে ধরতে চেয়েছে তখন জবাব দেয়নি, তবে এখন ও জানে। এটা হচ্ছে সন্দেহ। অথবা আশা। এই মরিয়া আশা যে, বিষয়গুলো যে আকার ধারণ

BanglaBook.org

করছে তা সত্ত্বেও এটা সেই পথ নয়। আর যেটা এখনো সেখানে রয়েছে। তবে এখন আশাটার অবসান হতে হবে, ভেসে যেতে হবে। কাম অন, ওর তিনটা ভালো কারণ রয়েছে, এবং ওর পাকস্থলীর গহ্বরে একদল কুকুরের সবগুলোই ভূতগ্রস্তের মতো চীৎকার করছে। তো ছোট্ট ফ্রিজটা যেকোনোভাবেই শুধু খুলছ না কেন?

হ্যারি উঠে দাঁড়াল, বাথরুমে ঢুকল, কল ছেড়ে পানি খেল, মুখে পানির ঝাপটা নিল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আয়না দেখল ও। একটা কঙ্কালের মতো। কঙ্কালটা পান করবে না কেন? সশব্দে, ও মুখের দিকে জবাবটা ছুঁড়ে দিল: 'কারণ তাহলে এটা যথেষ্ট আঘাত দেবে না।'

গানার হ্যাগেন ক্লান্ত। অন্তর থেকেই ক্লান্ত। চারদিকে তাকাল সে। এখন প্রায় মধ্যরাত এবং সে অসলোর সেন্ট্রাল বিল্ডিংয়ের একটার ওপরের তলার কনফারেন্স রুমে বসে আছে। এখানকার সবকিছুই চকচকে বাদামি: জাহাজের পাটাতনের মতো মেঝে, স্পটলাইটের আলোয় আলোকিত ছাদ, দেয়ালে ঝোলানো ভবনটার মালিক সাবেক ক্লাব চেয়ারম্যানের প্রতিকৃতি, দশ বর্গ মিটারের মেহেগনি কাঠের টেবিল এবং টেবিলটার চারপাশে বসা বারোজন লোকের সবার সামনে রাখা চামড়ার ব্লটিং প্যাড। চীফ সুপারিনটেনডেন্ট ঘণ্টা খানেক আগে ফোন করে হ্যাগেনকে এই ঠিকানায় আসতে বলেছে। এই রুমের কিছু লোককে যেমন চীফ কনস্টেবল– সে চেনে, অন্যদেরকে সে পত্রিকার ছবিতে দেখেছে তবে তাদের বেশিরভাগই কে সেটা সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই। ওদেরকে ঘটনার আপ টু ডেট জানাল চীফ সুপারিনটেনডেন্ট। তুষারমানব হচ্ছে বার্গেনের একজন নারী পুলিশ যে কিনা গ্রীনল্যান্ডের ক্রাইম স্কোয়াডে তার পদে থেকে কিছুক্ষণের জন্য কাজ করছে। সে তাদের চোখে পট্টি বেঁধে দিয়েছিল, আর এখন যে সে ধরা পড়েছে, তারা শীঘ্রীই জনসম্মখে স্ক্যান্ডালটা প্রকাশ করবে।

সে যখন বলা শেষ করল, নীরবতাটা সিগারের ধোঁয়ার মতো পুরু হয়ে উঠল।

টেবিলের শেষ প্রান্তে যেখানে সাদা চুলো এক লোক তার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে, তার চেহারা ছায়ায় ঢাকা, সেখান থেকে ধোঁয়াটা ওপরে উঠছে। প্রথমবারের মতো সে আওয়াজ করল। কেবল ছোট্ট এক দীর্ঘশ্বাস।

BanglaBook.org

এবং গানার হ্যাগেন বুঝতে পারল যে সবাই, যারা এতক্ষণ কথা বলেছে, এই লোকটার দিকে ঘুরল।

'জঘন্য বিরক্তিকর, টরলেয়িফ,' আচমকা উচ্চকণ্ঠে বলল সাদা চুলো লোকটা। তার কণ্ঠসস্বর মেয়েলি। 'ভয়ানক ক্ষতিকর। সিস্টেমের মধ্যে আত্মবিশ্বাস: আমরা সবার শীর্ষে। আর তার অর্থ...' লোকটা সিগারে টান দেওয়ার সময় মনে হল সারা রুমটা দম বন্ধ করে আছে, 'কিছু লোক বরখাস্ত হবে। প্রশ্ন হচ্ছে কারা বরখাস্ত হবে।'

চীফ কনস্টেবল গলা পরিষ্কার করল। 'আপনার কোনো পরামর্শ আছে?'

'এখন পর্যন্ত না,' সাদা চুলো বলল। 'তবে আমি তোমাকে বিশ্বাস করি এবং টরলেয়িফের আছে। বলে ফেল।'

'আমাদের দৃষ্টিতে, নিয়োগের ক্ষেত্রে এবং ফলোআপ প্রক্রিয়ায় সুনির্দীষ্ট ভুল হয়েছে। মানবিক ভুল এবং সিস্টেমিক ত্রুটি নয়। সুতরাং এটা সরাসরি ব্যবস্থাপনাগত সমস্যা নয়। সেই কারণে আমরা প্রস্তাব করছি যে আমরা দায়িত্ব আর অপরাধের মাঝে পার্থক্য তৈরি করি। ম্যানেজমেন্ট দায়িত্ব নেয়, বিনয় আর–'

'মৌলিক বিষয় বাদ দাও,' সাদা চুলো বলল। 'বলির পাঠা কে?'

চীফ সুপারিনটেনডেন্ট তার কলার ঠিক করল। গানার হ্যাগেন দেখতে পাচ্ছে যে সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

'ইন্সপেক্টর হ্যারি হোল,' চীফ সুপারিনটেনডেন্ট বলল।

সাদা চুলো লোকটা তার নতুন সিগার জ্বালানোর সময় আবার নীরবতা নেমে এল। লাইটার ঘষছে আর ঘষছে। তারপর ছায়ার ভেতর থেকে ধোঁয়া টানার আওয়াজ হল এবং আবার ধোঁয়া উঠল।

'আইডিয়া মন্দ না,' উচ্চ কণ্ঠস্বরটা বলল। 'হোল ভিন্ন আর কাউকে কি আমি উচ্চস্তর থেকে তোমাদের বলির পাঠা হিসেবে খুঁজতে বলতে পারি। বলি দানের ভেড়া হিসেবে একজন ইন্সপেক্টর যথেষ্ট হৃষ্টপুষ্ট নয়। সত্যিই, আমি তোমাকে তোমার বিষয়ে বিবেচনা করার কথা বলতে পারতাম, টরলেয়িফ। তবে হোল প্রোফাইলসমৃদ্ধ এক অফিসার; সে সেই টক শোতে ছিল। গোয়েন্দা হিসেবে ভাল সুনামওয়ালা জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। হ্যাঁ, সেটা ন্যায্য বিচার হিসেবে গণ্য হবে। তবে সে কি সহযোগিতা করবে?'

'সেটা আমাদের ওপর ছেড়ে দিন,' চীফ সুপারিনটেনডেন্ট বলল। 'অ্যা, গানার?'

BanglaBook.org

বড় একটা ঢোক গিলল গানার হ্যাগেন। তার মন– সবকিছু থেকে– তার বউয়ের দিকে ঘুরে গেল। তার বউয়ের সেই স্যাক্রিফাইসের দিকে, তার স্বামীর ক্যারিয়ারের স্বার্থে যে স্যাক্রিফাইস সে করেছে। ওরা বিয়ে করবার পর স্পেশাল ফোর্সেস, এবং পরে পুলিশ ফোর্স ওকে যেখানে যেখানে পাঠিয়েছে মহিলাটা তখন তার পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে ওর সঙ্গে সেখানে সেখানেই গেছে। সে বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতি মেয়ে, সব ক্ষেত্রেই সমান পারদর্শী, কিছু ক্ষেত্রে স্বামীর চেয়েও সেরা। ওর ক্যারিয়ার আর নৈতিক বিষয় উভয়ই চলেছে বউয়ের মতানুযায়ী। আর মহিলা সবসময়ই সদপরামর্শ দিয়েছে। তা সত্ত্বেও, ও সম্ভবত প্রত্যাশিত সেই ক্যারিয়ার অর্জন করতে পারেনি যেটা ওরা দু'জনে আশা করেছিল। তবে এখন বিষয়টাকে আশাব্যঞ্জক মনে হচ্ছে। এটা সম্ভবপর যে ক্রাইম স্কোয়াডের প্রধান হিসেবে ওর যাত্রা সম্মুখগামী ও উর্ধ্বগামী থাকবে। এটা কেবল একটা ভুল পদক্ষেপ না-ফেলার প্রশ্ন। সেটা তত জটিল হওয়া জরুরি নয়।

'অ্যা, গানার?' চীফ সুপারিনটেনডেন্ট পুনরাবৃত্তি করল।

এটা এ কারণে যে সে বেশ ক্লান্ত। অন্তর থেকেই ক্লান্ত। এটা তোমার জন্য, সে ভাবল। এটা হচ্ছে সেটা যা তুমি করেছ, প্রিয়তমা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৩১

দিন ২১।

দক্ষিণ মেরু।

মিউজিয়ামের কাঠের জাহাজ *ফ্রাম*-এর অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে আছে হ্যারি আর র‍্যাকেল। একদল জাপানি পর্যটককে হেসে হেসে মাথা নুইয়ে নুইয়ে দড়ি আর মাস্তুলের ছবি তুলতে দেখছে ওরা। ১৮৯৩ সালে ফ্রিডজফ নানসেন-এর উত্তর মেরুতে প্রথম অভিযাত্রী হওয়ার ব্যর্থ অভিযানে এবং ১৯১১ সালে দক্ষিণ মেরুতে রোয়াল্ড আমুন্ডসেন যখন স্কটকে টপকে দক্ষিণ মেরুতে গিয়েছিল তখনও এই সাধারণ নৌযানটি ব্যবহৃত হয়েছিল– পর্যটকরা গাইডের ব্যাখ্যায় কান দিচ্ছে না।

'তোমার টেবিলে আমার ঘড়িটা ফেলে এসেছিলাম,' র‍্যাকেল বলল।

'সেটা পুরোনো এক কৌশল,' হ্যারি বলল। 'এর অর্থ ঘড়িটা নেওয়ার জন্য তোমাকে আবার ফিরে আসতে হবে।'

রেলিংয়ের ওপর রাখা হ্যারির হাতের ওপর হাত রেখে মাথা ঝাঁকাল সে। 'ম্যাথিয়াস আমার জন্মদিনে দিয়েছিল ঘড়িটা।'

যে দিনটা আমি ভুলে গেছি, হ্যারি ভাবল।

'আমরা ঘুরতে বেরোচ্ছি, আর ও আমাকে জিজ্ঞেশ করবে, যদি ঘড়িটা আমি হাতে না দেই। আর তুমি তো জানো আমি কেমন মিথ্যে বলি। তুমি কি পারবে...?'

'চারটার আগেই দিয়ে যাব,' ও বলল।

'থ্যাঙ্কস। আমি কাজে থাকব। তবে দরজার সঙ্গের দেয়ালের বার্ড বক্স-এ রেখে যেও। সেটা...'

তার আর বেশি বলার প্রয়োজন নেই। সেটা হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে সে বিছানায় যাওয়ার পর সবসময়ই ঘরের চাবি রাখত, যখন হ্যারি সেখানে থাকত। হ্যারি রেলিংয়ের ওপর চাপড় মারল। 'আর্ভ স্টপের মতে, রোয়াল্ড আমুন্ডসেনের

BanglaBook.org

সমস্যা হচ্ছে, সে জিতেছে। আর্ভ মনে করে, সেরা সব গল্পই হচ্ছে পরাজিতদের গল্প।'

র‍্যাকেল জবাব দিল না।

'আমরা ধরে নিচ্ছি, এটা এক ধরনের সান্ত্বনা,' হ্যারি বলল। 'যেতে পারি আমরা?'

বাইরে তুষারপাত হচ্ছে।

'তো এটা এখন শেষ?' সে বলল। 'পরবর্তী সময় পর্যন্ত?'

তার দিকে ও চকিতে এক নজর তাকিয়ে নিশ্চিত হতে চাইল যে, সে তাদের ব্যাপারে নয়, তুষারমানবকে নিয়ে কথা বলছে।

'মৃতদেহগুলো কোথায় সেটা আমরা জানি না,' ও বলল। 'এয়ারপোর্টে যাওয়ার আগে আমি আজ সকালে মেয়েটার সঙ্গে তার কারাকক্ষে গিয়েছিলাম, তবে সে কিছুই বলবে না। কেবল শূন্যে তাকিয়ে থাকে যেনবা সেখানে কেউ একজন আছে।'

'কাউকে কি বলেছ যে, তুমি একা বার্গেনে যাচ্ছ?' হঠাৎই জিজ্ঞেশ করল সে।

মাথা ঝাঁকাল হ্যারি।

'বলনি কেন?'

'বেশ,' হ্যারি বলল, 'আমি ভুল হতে পারি। তাহলে আমি নিজের মান বাঁচিয়ে নীরবে ফিরে আসতে পারব।'

'সে কারণে নয়,' সে বলল।

তার দিকে আবার চকিতে তাকাল হ্যারি। ওর চেয়ে র‍্যাকেলকে অনেক বেশি হতাশ দেখাচ্ছে।

'সত্যিকরে বললে, আমার কোনো ধারণা নেই,' ও বলল। 'আমার মনে হয়, আমি আশা করছি, মোটের ওপর এটা ক্যাটরিন নয়।'

'কারণ সে তোমাকে পছন্দ করে? কারণ এটা তুমিও হতে পারতে?'

হ্যারি এমনকি মনেও করতে পারে না যে তাকে বলছে, তারা একইরকম।

'মেয়েটাকে এত একা আর ভীত দেখায়,' ওর চোখে তুষারকণা হুল ফোটালে হ্যারি বলল। 'এমন একজনের মতো যে কিনা গোধূলি বেলায় হারিয়ে গেছে।'

ফাক, ফাক, ফাক! ও চোখ পিটপিট করল এবং কান্না অনুভব করল, দৃঢ় মুষ্টির মতো, কান্নাকে ভেতরে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। ও কি ভেঙে পড়ছে?

BanglaBook.org

র‍্যাকেল ওর ঘাড়ে উষ্ণ হাত বোলাতেই ও থেমে গেল।

'তুমি তুষারমানবের নও, হ্যারি। তুমি অন্যরকম।'

'তাই কি?' তার হাত সরিয়ে মৃদু হাসি দিল ও।

'তুমি নিষ্পাপ মানুষকে খুন কর না, হ্যারি।'

র‍্যাকেলের লিফট দেওয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে হ্যারি বাস ধরল। জানালার ওপাশে ঝরে পড়া তুষারকণা আর সমুদ্রের খাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে ও। ভাবছে, শেষ মুহূর্তে র‍্যাকেল কীভাবে *নিষ্পাপ* শব্দটি ঢুকিয়ে দিল।

সোফিস গেট-এর নিজের বাসার দরজা খুলবার সময় হ্যারির মনে পড়ল, ওর ইনস্ট্যান্ট কফি ফুরিয়ে গেছে। পঞ্চাশ মিটারের মতো হেঁটে পাশের দোকান নিয়াজিতে গেল।

'দিনের এসময়ে তোমাকে দেখা অস্বাভাবিক,' টাকা নিয়ে বলল আলী।

'ছুটির দিন,' হ্যারি বলল।

'কী আবহাওয়া, অ্যা? ওরা বলেছে আগামী চব্বিশ ঘণ্টায় আধা মিটার তুষার জমবে।'

হ্যারি কফির জারটা অস্থিরভাবে নাড়ল। 'সালমা আর মুহাম্মাদকে আমি একদিন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, শুনেছি আমি।'

'আই অ্যাম সরি। আমি একটু চাপের মধ্যে ছিলাম আরকি।'

'ও ঠিক আছে। আমি কেবল ভয় পাচ্ছিলাম যে তুমি আবার মদ্যপান শুরু করেছ।'

হ্যারি মাথা ঝাঁকিয়ে দুর্বল এক হাসি দিল। পাকিস্তানিটার সরাসরি কথা বলার ধরনটা ও পছন্দ করে।

'ভালো,' পাওনা টাকা গুণে বলল আলী। 'ঘরের জিনিশপত্র পুনর্বিন্যাস কেমন চলছে?'

'জিনিশপত্র পুনর্বিন্যাস?' হ্যারি ওর পাওনা টাকা নিল। 'তুমি কি মোল্ডম্যানের কথা বোঝাতে চাচ্ছ?'

'মোল্ডম্যান?'

'হ্যাঁ, যে লোকটা সেলারের ছত্রাক পরীক্ষা করে দেখছে। তার নাম বোধ হয় স্টোরমান অথবা তেমন কিছু একটা।'

BanglaBook.org

'*সেলারে ছত্রাক?*' হ্যারির দিকে আতঙ্কিত হয়ে তাকাল আলী

'তুমি জানো না?' হ্যারি বলল। 'তুমি বাসিন্দাদের কমিটির চেয়ারম্যান। আমি ভেবেছিলাম, সে তোমার সঙ্গে কথা বলেছে।'

আলী ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। 'সে সম্ভবত জর্ন-এর সঙ্গে কথা বলেছে।'

'জর্ন কে?'

'জর্ন অ্যাজবর্নসেন যে লোকটা নিচের তলায় তের বছর ধরে আছে,' হ্যারির দিকে তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল আলী। 'আর ঠিক তত বছর ধরেই সে কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান।'

'ওহ, ঠিক, জর্ন,' হ্যারি বলল, নামটা মনে মনে টুকে নেওয়ার ভান করল।

'সেটা আমি পরীক্ষা করে দেখব,' আলী বলল।

ওপর তলায় নিজের ফ্ল্যাটে, হ্যারি ওর বুট খুলে সোজা বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। বার্গেনের হোটেলে ওর কোনো ঘুমই হয়নি প্রায়। যখন ওর ঘুম ভাঙল তখন মুখ শুকিয়ে গেছে আর পাকস্থলী ব্যথা করছে। পানি খাওয়ার জন্য উঠল ও, হল-এ ঢুকে আচমকা থমকে দাঁড়াল।

ও যখন ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল তখন খেয়াল করেনি, কিন্তু দেয়ালের জায়গায় আবার দেয়াল ফিরে এসেছে।

ও এক ঘর থেকে আরেক ঘরে হাঁটল। যাদু। কাজটা এত নিখুঁতভাবে করা হয়েছে যে ও কসম করে বলতে পারে যে দেয়ালগুলো স্পর্শ করা হয়নি। কোনো পুরোনো লোহার ছিদ্র দেখা যাচ্ছে না, কোনো বাঁকা রেখা নেই। ও বসার ঘরের দেয়ালটা ধরে নিশ্চিত হতে চাইল যে এটা কোনো হ্যালুসিনেশন নয়।

বসার ঘরের টেবিলে, উইং চেয়ারের সামনে, একটা হলুদ কাগজ রাখা। হাতে লেখা একটা বার্তা। চিঠিটা পরিচ্ছন্ন এবং অদ্ভুতরকমের আকর্ষণীয়।

BanglaBook.org

ছত্রাক চলে গেছে। তুমি আর কখনোই আমাকে দেখবে না। স্টোরমান। দেয়ালের বোর্ডের একটা পিএস সরাতে হয়েছে কারণ আমার হাত কেটে যাওয়ায় সেটার ওপর রক্ত লেগেছিল। রক্ত যখন অমসৃণ কাঠে লেগে যায় তখন তা ধুয়ে ফেলা অসম্ভব হয়। বিকল্প হতে পারত দেয়ালটাকে লাল রঙ করা।

হ্যারি উইং চেয়ারে বসে মসৃণ দেয়ালটা খুটিয়ে খুটিয়ে দেখল।

ও যখন রান্নাঘরে ঢুকল কেবল তখন আবিষ্কার করল যে, অলৌকিক ঘটনা সম্পূর্ণ হয়নি। র‍্যাকেল আর ওলেগের ছবির ক্যালেন্ডারটা নেই। আকাশী-নীল পোশাকটা। ও জোরে গালাগাল করে উঠল। উত্তেজিত হয়ে ময়লার ঝুড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজল। এমনকি উঠোনের আবর্জনা রাখবার প্লাস্টিকের কনটেইনারও খুঁজল। তারপর উপসংহারে পৌছাল যে ছত্রাকের সঙ্গে সঙ্গে ওর জীবনের সবচেয়ে সুখকর সময়ও সমূলে উৎপাটিত হয়েছে।

মনোচিকীৎসক জের্সতি রডসময়েনের জন্য এটা একেবারেই আলাদা একটা দিন। আর সেটা এ কারণে নয় যে, বার্গেনের আকাশে সূর্যের দুর্লভ দেখা মিলেছে। সে যে করিডোর দিয়ে তটব্যস্ত হয়ে স্যান্ডভিকেনে অবস্থিত হকেল্যান্ড হসপিটালের সাইকিয়েট্রিক ডিপার্টমেন্টে যাচ্ছে, সূর্যটা এই মুহূর্তে জানালার ভেতর দিয়ে সেই করিডোরে কিরণ ছড়াচ্ছে। ডিপার্টমেন্টটার নাম এতবার বদলানো হয়েছে যে খুব কম বার্গেনিয়ানসই জানে যে এর বর্তমান নাম স্যান্ডভিকেন হসপিটাল। অবশ্য, একটা বন্ধ ওয়ার্ড হচ্ছে, পুনরায় নোটিস না দেওয়া পর্যন্ত, একটা বন্ধ ওয়ার্ড। বার্গেন এমন কোনো একজনের জন্য অপেক্ষা করছে যে দাবি করবে যে পারিভাষিক শব্দটি ভুল অথবা যেভাবেই হোক কলঙ্কজনক।

ডিপার্টমেন্টে তার স্মরণকালের সবচেয়ে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে রোগীর সঙ্গে আসন্ন সেশন নিয়ে সে আতঙ্কিত আবার উদগ্রীবও। ক্রিপস-এর এস্পেন লেন্সভিক আর বার্গেন পুলিশের নাট মুলার-নিলসেনের সঙ্গে তারা নৈতিক সীমারেখা আর কার্যপ্রণালি নিয়ে একটা সমঝোতায় পৌছেছে। রোগীটা ভয়ানক মনোরোগে আক্রান্ত আর সে কারণে পুলিশি সাক্ষাৎ নাও দিতে পারে। জের্সতি একজন মনোচিকীৎসক এবং রোগীর সঙ্গে কথা বলার জন্য অধিকারপ্রাপ্ত, তবে তাকে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সঙ্গে রোগীর স্বার্থ দেখতে হবে। এমনভাবে কথা বলা যাবে না যে কথায় পুলিশি জিজ্ঞাশাবাদসংশ্লিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য থাকে। আর চূড়ান্ত বিচারে ক্লায়েন্টের গোপনীয়তার বিষয়ও রয়েছে। জের্সতি রডসময়েনকে নিজে নিজে যাচাই করতে হবে যে, আলাপচারিতা থেকে পাওয়া কোনো তথ্য অর্থবহ হতে পারে কিনা যেটা পুলিশের জন্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে, তাহলে সেটাকে তার আবার গ্রহণ করতে হবে। আর এই তথ্য যেহেতু ভয়ানক মনোরোগে আক্রান্ত এক ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া সেহেতু আদালতে এর কোনো কার্যকারিতা থাকবে না। সংক্ষেপে, তারা একটা আইনি আর নৈতিক মাইনফিল্ডে যাচ্ছে যেখানে এমনকি সামান্য বিচ্যুতিও স্পষ্টতই গুরুতর হতে

BanglaBook.org

পারে, যেহেতু সে যা-ই করবে তার সবকিছুই বিচারব্যবস্থা আর গণমাধ্যম পরীক্ষা করে দেখবে।

কনসালটিং রুমের বাইরে একজন তত্ত্বধায়ক আর একটা পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। জের্সতি তার সাদা মেডিকেল কোটের ওপর পিন দিয়ে লাগানো আইডি কার্ডটা দেখাল। অফিসার দরজাটা খুলে দিল।

সমঝোতাটা হচ্ছে, রুমের মধ্যে কী হচ্ছে তার ওপর তত্ত্বাবধায়ক লোকটা নজর রাখবে আর প্রয়োজন পড়লে অ্যালার্ম বাজবে।

জের্সতি রডসময়েন চেয়ারে বসে রোগীকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখল। এটা কল্পনা করাও কঠিন যে, মেয়েটা বিপজ্জনক, মুখের ওপর ঝুলে থাকা চুলের এই ছোট্ট মেয়ে। তার মুখের যে জায়গাটা চিড়ে গেছে সেখানে কালো সেলাই। আর মেয়েটার প্রশস্ত চোখ দুটোকে মনে হয় দুর্বোধ্য কোনো আতঙ্ক নিয়ে কোনো কিছুর দিকে তাকিয়ে আছে যেটা জের্সতি রডসময়েন দেখতে পাচ্ছে না। একদম বিপরীত। কোন কাজ করবার পক্ষে মেয়েটাকে এতই অসমর্থ লাগছে যে তোমার এরকম একটা অনুভূতি হবে যে, তুমি যদি তার ওপর নিঃশ্বাস ফেল তবে সে উড়ে যাবে। বাস্তবতা হচ্ছে যে, এই মেয়েই ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করেছে, যেটা একেবারেই অচিন্তনীয়। তবে এটা সবসময়ই অচিন্তনীয়।

'হ্যালো,' মনোচিকীৎসক বলল। 'আমি জের্সতি।'

কোনো জবাব নেই।

'তোমার কী মনে হয়, তোমার সমস্যা কী?' সে জিজ্ঞেশ করল। মনোরোগীর সঙ্গে আলাপের যে সহায়িকা নির্দেশিকা আছে, হুবহু সেটা থেকে প্রশ্নটা করল। বিকল্প প্রশ্ন হচ্ছে: *তুমি কী মনে কর, তোমাকে আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি?*

এখনো কোনো জবাব নেই।

'এই ঘরে তুমি পুরোপুরি নিরাপদ। কেউই তোমার ক্ষতি করবে না। আমি তোমাকে আঘাত করব না। তুমি একদম নিরাপদ।'

সহায়িকা বই অনুযায়ী, এই নির্ভেজাল কথা মনোরোগীকে আশ্বস্ত করে, কারণ মনোবৈকল্য হচ্ছে প্রাথমিকভাবে সীমাহীন ভয়। বিমান উড্ডয়নের আগে নিরাপদ কর্মপরিকল্পানার ভেতর দিয়ে চলা বিমানবালার প্রস্তুতির মতো অনুভব করল জের্সতি রডসময়েন। যান্ত্রিক, রুটিনমাফিক। এমনকি শুকনোতম মরুভূমির ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময়ও তুমি লাইফ জ্যাকেটের ব্যবহার দেখাও। কারণ তুমি যা শুনতে চাও সেই কথাই ঘোষণা দেওয়া হয়: তুমি ভয়

BanglaBook.org

পেতে পারো, তবে আমরা তোমার দেখভাল করব।

এটা তার বাস্তবতা উপলব্ধি করার সময়।

'তুমি কি জানো আজ কী বার?'

নীরবতা।

'ঐ দেয়ালের দিকে তাকাও। আমাকে বলতে পারবে, এখন কটা বাজে?'

উত্তর হিসেবে সে একটা উদ্বিগ্ন দৃষ্টি পেল।

জের্সতি রডসময়েন অপেক্ষা করল। এবং অপেক্ষা করল। ঘড়ির মিনিটের কাঁটা টিক টিক করে ঘুরছে।

এটা হতাশজক।

'এখন যাচ্ছি আমি,' জের্সতি বলল। 'কেউ একজন এসে তোমাকে নিয়ে যাবে। তুমি একদম নিরাপদ।'

সে দরজার কাছে গেল।

'হ্যারির সঙ্গে কথা আছে আমার।' মেয়েটার কণ্ঠস্বর গভীর, অনেকটা পুরুষালী।

থেমে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল জের্সতি। 'হ্যারি কে?'

'হ্যারি হোল। জরুরি।'

জের্সতি চোখে চোখ রাখার চেষ্টা করল, কিন্তু মেয়েটা এখনো তার নিজস্ব দূরের পৃথিবীতে তাকিয়ে আছে।

'আমার মনে হয়, আমাকে তোমার বলতে হবে যে হ্যারি হোল কে, ক্যাটরিন।'

'অসলোর ক্রাইম স্কোয়াড ইন্সপেক্টর। আর তোমাকে যদি আমার নাম বলতেই হয়, তবে আমার ডাক নামটা ব্যবহার করবে, জের্সতি।'

'ব্র্যাট?'

'র‍্যাফতো।'

'ও আচ্ছা। তবে হ্যারি হোলকে তুমি কী বলতে চাও সেটা কি আমাকে বলতে পারো না, যাতে এটা আমি দিতে পারি–'

'তোমরা বুঝছ না। ওরা সবাই মারা পড়তে যাচ্ছে।'

জের্সতি ধীরে ধীরে চেয়ারে ফিরে গেল। 'আমি বুঝছি। আর তুমি কেন মনে করছ তারা মারা পড়তে যাচ্ছে, ক্যাটরিন?'

এবং অবশেষে চোখে চোখ পড়ল। আর জের্সতি রডসময়েন যা দেখতে পেল সেটা দেখে তার হলিডে কেবিনে মনোপলি খেলার লাল কার্ডগুলোর

BanglaBook.org

একটার কথা মনে হল: তোমার বাড়ি আর হোটেল সব পুড়ে গেছ।

'তোমারা কেউই কিছুই বুঝছ না,' নীচু, পুরুষালি কণ্ঠস্বরে জবাব দিল। 'আমি তুষারমানব নই।'

দুটোর সময় হোলমেনকোলভিয়েনে র‍্যাকেলের কাঠের বাড়ির নিচের ফুটপাতের কিনারে এসে দাঁড়াল হ্যারি। তুষার পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। ও ভাবল, রাস্তায় টায়ারের ছাপ রেখে গোপনতা ফাঁস করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ওর বুটের নিচের তুষার মৃদুভাবে প্রলম্বিত শব্দে প্যাচ প্যাচ আওয়াজ তুলছে। রোদচশমার মতো কালো জানালায় সূর্যের আলো চিকচিক করছে।

ও সামনের দরজার সিঁড়িতে উঠল, বার্ড বক্সের ঢাকনা খুলে র‍্যাকেলের ঘড়িটা ভেতরে রেখে আবার ঢাকনা লাগিয়ে দিল। চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই ওর পেছনের দরজাটা আকস্মিকভাবে সজোরে খুলে গেল।

'হ্যারি!'

হ্যারি ঘুরে দাঁড়াল, ঢোক গিলে একটা হাসি দিল। ওর সামনে একজন নগ্ন পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে তবে তার কোমড়ে তোয়ালে পেঁচানো।

'ম্যাথিয়াস,' ও হতভম্ব হয়ে, তার বুকের দিকে তাকিয়ে বলল। 'তুমি আমাকে ঘাবড়ে দিয়েছ। ভেবেছিলাম তুমি দিনের এ সময়ে কাজে আছো।'

'সরি,' ম্যাথিয়াস হাসল, দ্রুত বুকের ওপর হাত আড়াআড়ি করে রাখল সে। 'গত রাতে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করেছি। আজ ছুটির দিন। আমি গোসলে যাওয়ার সময় দরজায় একটু শব্দ শুনতে পেলাম। আমি ধারণা করেছিলাম ওলেগ; বুঝলে কিনা, ওর চাবি একটু আওয়াজ তোলে।'

আওয়াজ তোলে, তন্ময় হয়ে ভাবল হ্যারি। এর নিশ্চিত অর্থ, ও যে চাবিটা ব্যবহার করত সেটা ওলেগ ব্যবহার করে। আর এর মানে, ম্যাথিয়াস ব্যবহার করে ওলেগেরটা। নারীর মন।

'তোমাকে সাহায্য করতে পারি, হ্যারি?' হ্যারি খেয়াল করল, তার হাত দুটো অস্বাভাবিকরকম উঁচুতে বুকের ওপর আড়াআড়ি করে রাখা, যেনবা সে কিছু একটা লুকানোর চেষ্টা করছে।

'না,' হ্যারি ক্যাজুয়াল ঢঙে বলল। 'আমি এখান দিয়েই গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম, ওলেগের জন্য কিছু একটা পিশে ছিল।'

'দরজা নক্ করনি কেন?'

ঢোক গিলল হ্যারি। 'হঠাৎ বুঝতে পারলাম, ও এখনো স্কুল থেকে ফেরেনি।'

BanglaBook.org

'ও? সেটা তুমি জানলে কীভাবে?'

ম্যাথিয়াসের দিকে মাথা নাড়ল হ্যারি, যেনবা যথাযথ একটা প্রশ্নের জন্য সম্মানসূচক অনুমোদন জানাল ও। ম্যাথিয়াসের বন্ধুসুলভ চেহারায় কোনো সন্দেহর ছাপ নেই, কেবল তার ধরতে না পারা কোনো কিছু বোঝার নিখুঁত আকাঙ্ক্ষা।

'তুষার,' হ্যারি বলল।

'তুষার?'

'হ্যাঁ। দু'ঘণ্টা আগে তুষার পড়া বন্ধ হয়েছে, আর সিঁড়ির ওপর কোনো পায়ের ছাপ নেই।'

'বিস্ময়কর, হ্যারি,' উচ্ছ্বসিতভাবে বলল ম্যাথিয়াস। 'এখন যেটাকে আমি বলি তোমার প্রাত্যহিক জীবনে অবরোহী যুক্তি প্রয়োগ। তুমি একজন সাচ্চা গোয়েন্দা, সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

হ্যারির হাসি প্রাণহনী। ম্যাথিয়াসের আড়াআড়ি বাহু একটু নিচে নেমে গেছে। এখন হ্যারি দেখতে পেল ম্যাথিয়াসের শারীরীক *ক্রটি* বলতে র‍্যাকেল নিশ্চিত এটাই বুঝিয়েছিল। যেখানে তুমি দুটো স্তন দেখার প্রত্যাশা কর সেখানে ত্বক, সাদা আর মসৃণ।

'এটা বংশগত,' ম্যাথিয়াস বলল, সে স্পষ্টতই হ্যারির চোখ অনুসরণ করছে। 'আমার বাবারও কোনো স্তন ছিল না। এটা বিরল তবে একদম অক্ষতিকর। আর এ দিয়ে আমরা পুরুষরা করবই বা কী?'

'না, সত্যিই,' হ্যারি বলল, ওর কান গরম হয়ে গেছে।

'ওলেগকে দেওয়ার কিছু একটা কি তুমি আমার কাছে দেবে?'

হ্যারির দৃষ্টি সহজাতভাবে বার্ড বক্সের ওপর গিয়ে পড়ল, তারপর সরে গেলে।

'আমি অন্য সময়ে এটা দিয়ে যাবো,' হ্যারি বলল। ও এমনভাবে ভেংচি কাটল যে, ও আশা করল বিশ্বাস করাতে পেরেছে। 'তোমাকে গোসল করতে হবে।'

'ওকে।'

'দেখা হবে।'

গাড়িতে ফিরে হ্যারি প্রথম যে কাজটা করল সেটা হচ্ছে হুইলের ওপর দু'হাত সজোরে আঘাত করে জোরে গালি দিল। হাতেনাতে ধরা পড়া বারো বছর বয়সী ছিচকে চোরের মতো আচরণ করেছে ও। ম্যাথিয়াসের মুখের ওপর মিথ্যে বলেছে। মিথ্যে বলেছে এবং অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করেছে এবং বরবাদ

BanglaBook.org

হয়েছে।

ইঞ্জিন চালু করে গাড়িটাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটা কাঁপুনি দিয়ে ক্লাচ ছাড়ল। এখন এ নিয়ে ভাবার শক্তি ওর নেই। অন্য কিছুতে মন দিতে হবে। কিন্তু সেটা ও পারছে না। ওর মন এত বিশৃঙ্খলভাবে বিক্ষপ্ত হয়ে পড়েছে যেন মনে হচ্ছে, ও অসলো শহরের মাঝে ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ও নৈতিক বিচ্যুতি নিয়ে ভাবল, ফ্ল্যাট নিয়ে ভাবল, লাল স্তন বৃন্ত যেটা দেখতে উন্মুক্ত ত্বকের ওপর রক্তের রেখার মতো তার কথা ভাবল। অমসৃণ কাঠের ওপরের রক্তের কথা। আর কিছু কারণে মোল্ডম্যান-এর কথা ওর মাথার ভেতর ঢুকল: 'বিকল্প হতে পারত দেয়ালটাকে লাল রঙ করা।'

মোল্ড ম্যান রক্তাক্ত হয়েছে। হ্যারি ওর চোখ আধবোজা করে ক্ষতটাকে কল্পনা করল। ক্ষতটা নিশ্চয় এত গভীর হবে যেটা থেকে এত রক্ত ঝরছে যে... যে বিকল্প হতে পারত দেয়ালটাকে লাল রঙ করা।

হ্যারি ব্রেকে চাপ দিল। একটা ভোঁ শব্দ শুনল, আয়নায় তাকিয়ে দেখল একটা হাই এইস-এর চাকা সদ্য পড়া তুষারের ওপর দিয়ে রাস্তার খোঁজ পেতে চাইছে। তুষার ভেদ করে রাস্তাতে চাকা বসতেই ওকে অতিক্রম করে গেল গাড়িটা।

হ্যারি লাথি মেরে গাড়ির দরজা খুলে বেরে হল। ও দেখল, হোলমেনকলভিয়েনের নিচের স্টেডিয়ামের পাশে চলে এসেছে। গভীর এক শ্বাস টেনে নিজের চিন্তার টাওয়ারটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলল, টাওয়ারকে টুকরো টুকরো করল এটা দেখার জন্য যে ও সেটাকে আবার গড়তে পারে কিনা। দ্রুত এটার পুনর্নির্মাণ করল, এক বিন্দুও জোর না খাটিয়ে। কারণ তারা নিজেরাই নিজেদের শূন্যস্থান খুঁজে নিচ্ছিল। ওর হৃদস্পন্দন চড় চড় করে বাড়ছে। যদি এটা বিশ্বাসযোগ্য ধারণা তৈরি করে, সবকিছুই উল্টে গেছে। আর এর সবটাই লাগসই, এটা লাগসই যে তুষারমানব পরিকল্পনা করেছে– কীভাবে হ্যারির মধ্যে অনুপ্রবেশ করবে এবং কেবল রাস্তায় নেমে পড়েছে এবং নিজেকে স্বচ্ছন্দ করেছে। আর লাশগুলো– সেটা ব্যাখ্যা করবে যে মৃতদেহগুলোর কী ঘটেছিল। শিউরে উঠে হ্যারি একটা সিগারেট জ্বালল। ও এক ঝলকে যা দেখেছে সেটা পুনর্গঠনের চেষ্টা করল। মুরগির পালকের কালো প্রান্ত।

হ্যারি ঐশী প্রেরণা, দিব্য দৃষ্টি অথবা টেলিপ্যাথিতে বিশ্বাস করে না। তবে ও ভাগ্যে বিশ্বাস করে। সেই ভাগ্যে নয়, যে ভাগ্য নিয়ে তুমি জন্মেছ, তবে সেই সুশৃঙ্খল ভাগ্যে যেটা তুমি কঠোর শ্রম দিয়ে অর্জন কর। যে ভাগ্য হচ্ছে এমন চমৎকার-বুননের জালে নিজেকে ঘোরানো যেখানে কিছু ক্ষেত্রে সুযোগ তোমার

BanglaBook.org

হাতের মুঠোয় আসবে। তবে এটা সে ধরনের ভাগ্য নয়। এটা কেবলই আকস্মিক এক সৌভাগ্য। গতানুগতিক এক সৌভাগ্য। যদি অবশ্য ও সঠিক হয়। হ্যারি নিচে তাকিয়ে আবিষ্কার করল, ও তুষারের মধ্যদিয়ে হেঁটে চলেছে। মূলত– একদমই আক্ষরিকভাবে– ওর পা মাটিতে ছিল।

ও গাড়িতে ফিরে গেল। মোবাইল ফোন হাতে নিয়ে জর্ন হোম-এর নাম্বারে ডায়াল করল।

'হ্যাঁ, হ্যারি?' নিদ্রাতুর, প্রায় চেনাই যায় না এমন নাকি একটা কণ্ঠস্বর বলল।

'বেশ পান করেছ মনে হচ্ছে,' হ্যারি বলল, ওর সন্দেহ সজাগ।

'তাই যদি করতাম,' নাক টেনে সশব্দে শ্বাস নিল হোম। 'ঠাণ্ডায় মরছি। দুটো লেপের নিচে থেকে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছি। সারা শরীরে ব্যথা–'

'শোনো,' কথার মাঝে বাধা দিল হ্যারি। 'তুমি কি মনে করতে পারো যখন আমি তোমাকে বলেছিলাম, গোলাঘরে সিলভিয়া যে মুরগিগুলো কেটেছে সেগুলো কতক্ষণ আগে জবাই করা হয়েছে সেটা জানার জন্য মুরগির শরীরের তাপমাত্রা নিতে বলেছিলাম?'

'হ্যাঁ?'

'এবং পরে তুমি বলেছিলে যে একটির তাপমাত্রা অন্য দুটোর চেয়ে বেশি ছিল।'

নাক টেনে সশব্দে শ্বাস নিল জর্ন হোম। 'হ্যাঁ। স্কেয়ার বলেছিল, এটার জ্বর হয়েছিল। যে তত্ত্ব একদম যুক্তিসঙ্গত।'

'আমি মনে করি, এটা বেশি উষ্ণ ছিল কারণ এটাকে মারা হয়েছিল সিলভিয়াকে খুন করার পর, অন্য অর্থে, অন্তত এক ঘণ্টা পর।'

'ওহ? কে মেরেছিল।?'

'তুষারমানব।'

হ্যারি একটা লম্বা আর উচ্চশব্দের নাক টানার শব্দ শুনল যেনবা হোম জবাব দেওয়ার আগে নাক টানাটা পেছন দিকে ঘুরে এল। 'তুমি বোঝাতে চাচ্ছ, সিলভিয়ার কুড়াল নিয়ে ক্যাটরিন ফিরে এসেছে এবং–'

'না, কুড়াল বনের ভেতর। যখন এটা আমি দেখেছিলাম আমার প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত ছিল, তবে অবশ্য যখন আমরা সেখানে মরা মুরগিগুলো দেখছিলাম আমি কখনোই এই বৈদ্যুতিক ফাঁস-এর কথা শুনিনি।'

'এবং তুমি কী দেখেছিলে?'

BanglaBook.org

'কালো প্রান্তযুক্ত কাটা একটা পালক। বুঝতে পারছ না, আমার মনে হয় তুষারমানব বৈদ্যুতিক ফাঁস ব্যবহার করেছিল।'

'ঠিক,' হোম বলল। 'তবে সে কেন মেঝের ওপর একটা মুরগী মারবে?'

'সারা দেয়ালটাকে লাল রঙে রাঙাতে।'

'অ্যা?'

'আমি একটা আইডিয়া পেয়েছি,' হ্যারি বলল।

'শিট,' জর্ন হোম বিড় বিড় করে বলল। 'আমার মনে হচ্ছে, এই আইডিয়ার অর্থ আমাকে বিছানা ছাড়তে হবে।'

'বেশ...' হ্যারি শুরু করল।

তুষারময় আবহাওয়া একটু বিরতি নিয়েছিল। তিনটার দিকে আবার তুষার পড়া শুরু হল। অস্টল্যান্ডের ওপর পুরু মোলায়েম তুষার জমেছে। B16'র ওপর বিছানো গলন্ত তুষারের ধূসর চকচকে কোট উড়ে বেইরাম থেকে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

রাস্তার সর্বোচ্চ প্রান্তে, সোলিহোগডায়, হ্যারি আর হোম গাড়ি থামিয়ে বনের রাস্তার পথ ধরে পিছলে পিছলে নামল।

পাঁচ মিনিট পর রলফ অটারসেন ওদের সামনে দরজার মুখে দাঁড়াল। তার পেছনে, বসবার ঘরে, সোফায় বসা অ্যানে পেডারসেনকে দেখতে পেল হ্যারি।

'আমরা শুধু গোলা ঘরের মেঝেটা আরেকবার দেখতে চাই,' হ্যারি বলল।

রলফ অটারসেন তার চশমাটা নাকের ওপর ঠেলে দিল। বুকে বসে যাওয়া কাশিতে খক খক করে কাশল জর্ন হোম।

'নিজেরাই গিয়ে দেখুন,' অটারসেন বলল।

হোম আর হ্যারি যখন গোলা ঘরের দিকে যাচ্ছিল তখন হোম অনুভব করতে পারল যে, রোগা পটকা লোকটা এখনো দরজায় দাঁড়িয়ে ওদের দিকে দেখছে।

মুরগি কাটার টেবিলটা ঠিক একই জায়গায় রয়েছে, কিন্তু সেখানে কোনো মুরগির চিহ্ন নেই, মৃত অথবা জীবিত। একটা কোদাল দেয়ালে হেলান দিয়ে খাড়া করা। তুষার সরানোর নয়, মাটি কাটার কোদাল। যন্ত্রপাতি রাখা বোর্ডের দিকে এগোলো হ্যারি। হাতকুড়ালের মাপের রেখাটা হ্যারিকে অপরাধস্থল থেকে মৃতদেহ সরিয়ে নেওয়ার পর চক দিয়ে আঁকা রেখার কথা মনে করিয়ে দিল।

'আমার বিশ্বাস, মেঝের ওপর রক্ত ছিটানোর জন্য তুষারমানব এখানে এসে তৃতীয় মুরগিটা জবাই করেছে। তুষারমানব মেঝের পাটাতন সরাতে পারে না, আর বিকল্পটা হচ্ছে পাটাতনকে লালে লাল করা।'

BanglaBook.org

'গাড়িতে যদিও তুমি সেটা বলেছিলে কিন্তু আমি এখনো কথাটা ধরতে পারিনি।'

'যদি তুমি লাল দাগ লুকাতে চাও তবে হয় সেটাকে সরিয়ে ফেলতে পারো নয়তো সবকিছুকে লাল রঙে রঞ্জিত করতে পারো। আমার মনে হয়, তুষারমানব কিছু একটা লুকানোর চেষ্টা করেছে। একটা যোগসূত্র।'

'কোনধরনের যোগসূত্র?'

'লাল কিছু একটা যেটা উঠিয়ে ফেলা অসম্ভব কারণ, অমসৃণ কাঠ রক্ত শুষে নিয়েছে।'

'রক্ত? ক্যাটরিন রক্ত লুকানোর জন্য আরও রক্ত ব্যবহারের চেষ্টা করেছে–এটাই তোমার আইডিয়া?'

হ্যারি একটা ঝাড়ু নিয়ে মুরগি জবাই করার টেবিলের চারপাশের কাঠের গুঁড়ো সরাল। ও গুটিসুটি মেরে বসল, বেল্টের নিচে ক্যাটরিনের রিভলভারের চাপ অনুভব করল। মেঝেটা দেখল খুটিয়ে খুটিয়ে। সেখানে এখনো একটা গোলাপি আভা।

'এখানকার তোলা যেসব ছবি তোমার কাছে আছে সেসব কি এনেছ?' হ্যারি জিজ্ঞেশ করল। 'যে জায়গাটায় বেশি রক্ত ছিল সে জায়গাটা পরীক্ষা কর। এটা মুরগি জবাই করার টেবিল থেকে কিছুটা দূরে, এ জায়গার আশেপাশে।'

হোম তার ব্যাগ থেকে ছবিগুলো বের করল।

'আমরা জানি যে ওপরের ওটা মুরগির রক্ত,' হ্যারি বলল। 'তবে ভাবো যে, এখানে প্রথম যে রক্ত ছড়িয়ে পড়েছে সেটাকে শুষে নেওয়ার জন্য কাঠ যথেষ্ট সময় পেয়েছে, সুতরাং বেশ খানিক পর এর ওপর নতুন রক্ত ছিটানো হলেও পুরোনো রক্তের সঙ্গে মিশে যায়নি। আমি যেটা বিস্মিত হয়ে ভাবছি, তুমি এখনো প্রথম রক্তের নমুনা পাবে কিনা, অন্য অর্থে সেই রক্ত যেটা কাঠ শুষে নিয়েছে?'

হতাশায় চোখ পিট পিট করল জর্ন হোম। 'আমি এর কী ঘোড়ার ডিম জবাব দেব?'

'বেশ, ' হ্যারি বলল, 'একমাত্র যে জবাব আমি গ্রহণ করব সেটা হচ্ছে–হ্যাঁ।'

হোম প্রলম্বিত কাশি দিয়ে জবাব দিল।

হ্যারি ধীরেসুস্থে ফার্ম হাউসের দিকে গেল। দরজায় টোকা দিল, রলফ অটারসেন বেরিয়ে এল।

BanglaBook.org

'আমার সহকর্মী কিছুক্ষণের জন্য এখানে থাকবে,' হ্যারি বলল। 'সে যদি উষ্ণ হওয়ার জন্য হুট করে মাঝেমাঝে এখানে আসে আপনি কি কিছু মনে করবেন?'

'বেশ,' অনীহার সঙ্গে বলল অটারসেন। 'আপনারা এখন কী খুঁড়ছেন?'

'আপনাকে আমি একই প্রশ্ন করতে যাচ্ছি,' হ্যারি বলল। 'ওখানে দেখলাম কোদালের ওপর মাটির ছোপ।'

'ওহ, ওটা। বেড়ার খুঁটি লাগানোর জন্য ঘোঁড়াঘুঁড়ি করেছি।'

গভীর আর অন্ধকার বনের দিকে বিস্তৃত তুষারাবৃত জায়গাটা চষে ফেলল হ্যারি। ও যেটা ভেবে অবাক হচ্ছে সেটা হচ্ছে, অটারসেন বেড়া দিতে চেয়েছে। নাকি বেড়া ওঠাতে চেয়েছে। কারণ ও এটা দেখেছেঃ রলফ অটারসেনের চোখে ভয়।

হ্যারি বসার ঘরের দিকে গেল। 'তুমি একজন অতিথি পেয়েছ...' মোবাইলে কথা বলার সময় ও বাধা পেল।

স্কেয়ার বলেছে কথাটা।

'আমরা আরেকজনকে পেয়েছি,' সে বলল।

হ্যারি বনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, গাল আর কপালের ওপর বড় একটা তুষারকণার গলে যাওয়া অনুভব করছে।

'আরেকজন কী?' জবাবে ও বিড়বিড় করল, যদিও ও স্কেয়ারের কণ্ঠে উত্তরটা এরিমধ্যে শুনেছে।

'আরেকজন তুষারমানব।'

BanglaBook.org

মনোচিকীৎসক জের্সতি রডসময়েন পিওবি নাট মুলার-নিলসেনকে ফোন করল। মুলার এবং ক্রিপস-এর এস্পেন লেপ্সভিক তখন পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

'ক্যাটরিন ব্র্যাট কথা বলেছে,' জের্সতি বলল। 'আর আমার মনে হয়, আপনাদের হাসপাতালে এসে শোনা উচিত, তার কী বলার আছে।'

৩২

দিন ২১।

ট্যাঙ্ক।

বনের ভেতর চলে যাওয়া তুষারের ওপরের পদচিহ্ন অনুসরণ করছে স্কেয়ার, হ্যারির আগে আগে হাঁটছে সে। বিকেল হওয়ার আগেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসায় বোঝা যায়, শীতকাল আসছে। ওদের ওপরে ট্রাইভান কমিউনিকেশনস টাওয়ারটা চমকাচ্ছে, এবং ওদের নিচে মিটমিট করছে অসলো। হ্যারি সোজা সোলিহোগডা থেকে গাড়ি চালিয়ে এসেছে এবং বিশাল শূন্য কার পার্কে গাড়ি পার্ক করেছে। যে কার পার্কে স্কুলত্যাগীরা প্রতি বসন্তে প্রথামোতাবেক প্রাপ্তবয়স্কদের অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য লেমিংয়ের মতো জড়ো হয়: আগুনের চারপাশে তিড়িং-বিড়িং করে লাফায়, অ্যালকোহলে বুঁদ হয়ে যায়, এবং বন্য উদ্দামতায় যৌনতায় ডুবে যায়। হ্যারির স্কুল ছাড়ার উৎসব উদযাপনে প্রমারস ট্রাক অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ওর সঙ্গী ছিল কেবল দু'জন, গায়ক ব্রুস স্প্রিংস্টিনের গান আর 'স্বাধীনতা দিবস' যেগুলো নর্ডস্ট্রান্ড সৈকতে জার্মান বাঙ্কারের ওপর থেকে ওর ঘেটো ব্লাস্টার ক্যাসেট প্লেয়ার থেকে তীক্ষ্ণ চীৎকারে বেজেছে।

'ব্যায়াম করতে থাকা একজন পথচারী মৃহদেহটা খুঁজে পেয়েছে,' স্কেয়ার বলল।

'এবং বিবেচনা করেছে, পুলিশকে রিপোর্ট করতে হবে যে বনে একজন তুষারমানব আছে?'

'তার সঙ্গে একটা কুকুর ছিল। এটা... বেশ... তুমি নিজেই দেখ বিষয়টা।'

ওরা খোলা প্রান্তরে উঠল। স্কেয়ার আর হ্যারিকে দেখে একজন তরুণ উঠে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে এগোলো।

'থমাস হেলে, মিসিং পারসন্স ইউনিট,' তরুণ বলল। 'আপনি এখানে এসেছেন বলে আমরা আনন্দিত, হোল।'

তরুণ অফিসারের দিকে হ্যারি বিস্মিত হয়ে তাকাল, তবে দেখল যে, কথাটা

BanglaBook.org

তরুণ আসলেই মন থেকে বলেছে।

পাহাড়ের ওপর হ্যারি ওর সামনে ক্রাইম সিন ইউনিটনকে কাজ করতে দেখল। স্কেয়ার মাথা নুইয়ে লাল পুলিশ কর্ডন পার হল, আর হ্যারি সেটা পার হল ডিঙিয়ে। একটা চিহ্নিত পথে ওরা হাঁটল যাতেকরে যেসব তথ্য-প্রমাণ এখনো নষ্ট হয়নি সেগুলো যেন ধ্বংস না হয়। হ্যারি আর স্কেয়ারের উপস্থিতিতে ক্রাইম সিনের অফিসাররা সতর্ক হয়ে গেল এবং নীরবে একপাশে সরে গিয়ে নবাগতদের পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। যেনবা তারা এর জন্য অপেক্ষা করছিলঃ প্রদর্শনীর একটা সুযোগ। প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করার জন্য।

'ওহ, শিট,' এক পা পিছিয়ে এসে বলল স্কেয়ার।

হ্যারি অনুভব করল ওর মাথা শীতল হয়ে পড়েছে, যেনবা ওর মস্তিষ্ক থেকে সব রক্ত নেমে গেছে, অসাড় করে গেছে, অনুভূতিশূন্য মাথা।

এটা বিস্তৃত নয়, কারণ প্রথম দর্শনে নগ্ন মহিলাটাকে দেখে মনে হয় না যে নৃশংসভাবে তার অঙ্গহানি করা হয়েছে। সিলভিয়া অটারসেন বা গার্ট র‍্যাফতোর মতো নয়। ওকে যেটা আতঙ্কিত করল সেটা হচ্ছে ঠাণ্ডা মাথায় করা আয়োজন। দুটো বড় তুষারের বলের ওপর বসানো শরীরটা। তুষারের বল দুটো গড়িয়ে নিয়ে একটা গাছের গুঁড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে। একটা বল আরেকটা বলের ওপর বাসানো। অসম্পূর্ণ তুষারমানবের মতো। মৃতদেহটা গাছের ওপর হেলান দিয়ে রাখা তবে কোনো এক পাশে দেহটা হেলে পড়বে না কারণ একটা স্টিলের তার মহিলার মাথার ওপর দিয়ে পুরু একটা ডালের সঙ্গে আটকানো। তারটার প্রান্ত তার ঘাড়ে একটা দৃঢ় ফাঁস তৈরি করেছে, এমনভাবে বাঁকানো যে এটা না তার কাঁধ না তার ঘাড় স্পর্শ করছে, ফাঁস লাগানো লম্বা একটা দড়ি এমনভাবে জমে আছে যেন এটা ভিকটিমের ওপর নিখুঁতভাবে পড়েছে। তার হাত পিঠমোড়া করে বাঁধা। মহিলার চোখ আর মুখ বন্ধ, মুখে একটা শান্তিময় ভাব ফুটে উঠেছে; সে ঘুমিয়েও থাকতে পারে।

এটা বিশ্বাস করা অনেকটাই সম্ভব যে, দেহটা প্রেমময়ভাবে বসানো হয়েছে। যতক্ষণ না নগ্ন, বিবর্ণ ত্বকে সেলাইটা চোখে পড়ে। প্রায় দেখাই যায় না এমন সুতার সেলাইয়ের নিচে ত্বকের দুই প্রান্ত যেখানে কালো রক্তের সূক্ষ্ম ধারা সংযুক্ত হয়েছে সেটা দ্বারা আলাদা হয়েছে। সেলাইয়ের একটা জোড়া তার মাথাহীন শরীরের ওপর দিয়ে ঠিক স্তনের নিচে নেমে গেছে। অন্যটা আছে তার ঘাড়ের চারপাশে। অনবদ্য দক্ষতা, হ্যারি তন্ময় হয়ে ভাবল। সেলাইয়ের একটা ছিদ্রও দৃশ্যমান নয়, একটা লাইনও বাঁকা হয়নি।

BanglaBook.org

'বিমূর্ত শিল্পকলার মতো দেখতে,' স্কেয়ার বলল। 'একে কী বলে?'

'ইনস্টলেশন আর্ট,' তার পেছন থেকে বলল একটা কণ্ঠস্বর।

হ্যারি মাথা এক দিকে কাত করল। ওরা ঠিকই বলেছে। তবে এটার মধ্যে কিছু একটা আছে যেটা নিখুঁত শল্যচিকীৎসার ধারণার পরিপন্থী।

'মহিলাকে লোকটা ফালি ফালি করে কুপিয়েছে,' ও এমন এক কণ্ঠে বলল যেটা শুনে মনে হল কেউ একজন ওর গলা চেপে ধরেছে। 'এবং তাকে পুনরায় সাজিয়েছে।'

'লোকটা?' স্কেয়ার জিজ্ঞেশ করল।

'হতে পারে মৃতদেহ পরিবহন সহজ করার জন্য,' হেলে বলল। 'আমার মনে হয়, আমি জানি মহিলাটা কে। গতকাল তার হাজবেন্ড রিপোর্ট করেছিল যে, সে নিখোঁজ হয়েছে। হাজবেন্ডটা এখানে আসছে।'

'তুমি কেন এই মহিলাকে সেই নিখোঁজ মহিলা বলে মনে করছ?'

'তার হাজবেন্ড পোড়া দাগযুক্ত একটা পোশাক খুঁজে পেয়েছে।' মৃতদেহের দিকে আঙুল তুলে দেখাল হেলে। 'যেখানে সেলাইটা এলোমেলো।'

হ্যারি দম নেওয়ায় মন দিল। এখন ও খুঁতটা দেখতে পেল। এটা অসম্পূর্ণ তুষারমানব। আর গিট্টু এবং পেঁচানো তারের কোণা আঁকাবাকা। সেটাকে এলোমেলো, খামখেয়ালী, সাময়িকভাবে নির্মিত মনে হচ্ছে। যেনবা এটা একটা নকল রূপ, একটা মহড়া। একটা অসম্পূর্ণ কাজের প্রথম খসড়া। আর তুষারমানব কেন মহিলাটার হাত পিঠমোড়া করে বেঁধেছে? সে এখানে অনেক আগেই নিশ্চয় মারা গিয়ে থাকবে। সেটা কি নকল রূপের অংশ? ও গলা পরিষ্কার করল।

'এই হত্যাকান্ড সম্পর্কে আমাকে আগে বলা হয়নি কেন?'

'আমি আমার বসকে জানিয়েছি, তিনি বিষয়টা চীফ সুপারিনটেনডেন্টকে জানিয়েছেন,' হেলে বলল। 'পুনরায় নোটিস না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের সবাইকে এ ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। আমার অনুমান, এ নিয়ে কিছু করার...' সে চটজলদি ক্রাইম সিন অফিসারদেরকে একবার দেখে নিল, 'ছিল এই অজ্ঞাতনামা পলাতককে নিয়ে।'

'ক্যাটরিন ব্র্যাট?' স্কেয়ার আভাস দিল।

'নামটা আমি শুনিনি,' ওদের পেছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর বলল।

ওরা ঘুরে দাঁড়াল। ট্রেঞ্চ-কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে, পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে চীফ সুপারিনটেনডেন্ট। তার শীতল, নীল চোখ মৃতদেহটাকে

BanglaBook.org

পরীক্ষা করছে। 'এটা শরতের শিল্প প্রদর্শনী হওয়া উচিত ছিল।'

তরুণ অফিসাররা চোখ বড় বড় করে চীফ সুপারিনটেনডেন্টের দিকে তাকিয়ে আছে। চীফ না নড়েই হ্যারির দিকে ঘুরল।

'তোমার কর্ণকুহরে কয়েকটা কথা দিতে চাই, ইন্সপেক্টর।'

ওরা পুলিশ কর্ডনের ওপর দিয়ে হাঁটছে।

'জঘন্য একটা জট পাকিয়ে গেছে,' চীফ সুপারিনটেনডেন্ট বলল। সে হ্যারির দিকে মুখ করে আছে কিন্তু তার চোখ ঘুরে বেরাচ্ছে নিচের আলোর গালিচার ওপর। 'আমরা একটা সভা করেছি। এ কারণে আমাকে তোমার সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলতে হবে।'

'কারা সভা করেছে?'

'সেটা কোনো বিষয় না, হ্যারি। অত্যন্ত জটিল বিষয় হচ্ছে, আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'আহ-হাহ?'

চীফ সুপারিনটেনডেন্ট তার পা তুষারের ওপর রাখল। হ্যারি এক মুহূর্তের জন্য চমকাল যে ওর বলা উচিত কিনা যে, চীফ একটা অপরাধস্থলকে নোংরা করছে।

'আমি আজ রাতে তোমার সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ করার কথা ভাবছিলাম, হ্যারি। নীরবতম, শান্ততম পরিবেশে। তবে নতুন এই মৃতদেহ আবিষ্কারের পর বিষয়টা জরুরি হয়ে পড়েছে। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে গণমাধ্যম এ নিয়ে দৌড়ঝাঁপ শুরু করবে। আর যে সময়টার প্রত্যাশা আমরা করেছিলাম সে সময়টা যেহেতু আমাদের নেই, তুষারমানবের নাম আমাদেরকে সরাসরি বলতে হবে। আর ব্যাখ্যা করতে হবে, ক্যাটরিন ব্র্যাট কীভাবে আমাদের অগোচরে এই পদে আসতে পারল এবং কাজ করতে পারল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই দায়-দায়িত্ব নিতে হবে। ম্যানেজমেন্ট আছেই এজন্য, বলার অপেক্ষা রাখে না।'

'ব্যাপারটা আসলে কী, বস?'

'অসলো পুলিশের বিশ্বাসযোগ্যতা। নালিশটা কতটা গুরুতর সেটা বিবেচনার বিষয়, হ্যারি। উচ্চপর্যায়ে এটা শুরু হয়েছে, সামগ্রিকভাবে বিষয়টা পুরো পুলিশ ফোর্সকে অনেক বেশি নোংরা করেছে। নিচের স্তরের কোনো একজন গুরুতর ভুল করতে পারে এবং ক্ষমা পেতে পারে। কিন্তু আমরা যদি জনগণের আস্থা হারাই যে, পুলিশ সামান্যতম যোগ্যতা নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে, আমাদের সামান্যই নিয়ন্ত্রণ আছে, তাহলে আমরা ব্যর্থ। আমার অনুমান, তুমি বুঝতে পারছ যে দন্ডটা কী, হ্যারি।'

BanglaBook.org

'সময়টা জরুরি, বস।'

শহরের ওপর ইতস্ত ঘুরতে থাকা দৃষ্টি ফেরাল চীফ সুপারিনটেনডেন্ট, ইন্সপেক্টরের ওপর দৃষ্টি রাখল। 'তুমি কি জানো ক্যামিকাজের মানে কী?'

হ্যারি এক পা থেকে আরেক পায়ে শরীরের ভর রাখল। 'জাপানি হওয়া, মগজধোলাই করা এবং আপনার বিমান মার্কিন বিমানবাহী জাহাজে আঘাত করা?'

'আমিও তেমনটাই ভাবতাম। কিন্তু গানার হ্যাগেন বলে, জাপানিরা কখনোই এই শব্দ ব্যবহার করেনি; কোড ভাঙার দায়িত্বে থাকা আমেরিকান লোকগুলো এই শব্দের ভুল অর্থ করেছে। ক্যামিকাজে হচ্ছে একটা টাইফুনের নাম। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গোলিয়ানদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে এই টাইফুন জাপানিদের রক্ষা করেছিল। আক্ষরিকভাবে এর অর্থ "স্বর্গীয় বাতাস"। একদম ছবির মতো পরিষ্কার, তাই না?'

জবাব দিল না হ্যারি।

'আমাদের এখন তেমন এক বাতাস দরকার,' চীফ সুপারিনটেনডেন্ট বলল।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল হ্যারি। ও বুঝতে পেরেছে। 'আপানারা চান, ক্যাটরিন ব্র্যাটের নিয়োগের জন্য কাউকে দায় নিতে হবে? তাকে কর্মচুত্য না করার জন্য? সংক্ষেপে, সকল জঘন্য তালগোল অবস্থার জন্য?'

'কাউকে এভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে বলতে ভালো লাগে না। বিশেষকরে যখন কথিত উৎসর্গের অর্থ নিজের গা বাঁচানো। তাহলে তোমাকে স্মরণ করতে হবে যে, এ সবই ব্যক্তির চেয়ে বড় কোনো বিষয় সংক্রান্ত।' চীফ সুপারিনটেনডেন্টের দৃষ্টি আবার শহরের দিকে ঘুরে গেল। 'উইন্ডেন্ট টিবি, হ্যারি। কঠোর শ্রম, বিশ্বস্ততা, মাঝে মাঝে অর্থহীন আত্ম-অস্বীকৃতি।'

হ্যারি নিজের মুখে একটা হাত বোলাল। প্রতারণা। পেছন থেকে ছুরি মারা। কাপুরুষতা। ও নিজের ক্রোধ গিলে ফেলবার চেষ্টা করল। নিজেকে বলল, চীফ সুপারিনটেনডেন্ট ঠিকই বলেছে। কাউকে না কাউকে আত্মত্যাগ করতে হবে এবং দোষটাকে যতটা সম্ভব পুলিশের স্তরের নিম্ন পর্যায়ে রাখতে হবে। যথেষ্ট ন্যায্য। বস্তুত ওর উচিত ছিল আগেই কর্মচ্যুত করা।

টান টান হয়ে দাঁড়াল হ্যারি। এমন অদ্ভুতভাবে দাঁড়াল যেন এটা নির্ভার হওয়ার অনুভূতির মতো মনে হলো। দীর্ঘ সময় ধরে ও বুঝতে পারছিল, বিষয়টা ওর জন্য এভাবেই শেষ হবে, এত দীর্ঘ সময় ধরে বুঝেছে যে, ও এটাকে মেনে নিতে মনস্থির করল। মৃত পুলিশ সমাজের ওর যেসব কর্মী যেভাবে বিদায়

BanglaBook.org

নিয়েছেঃ কোনো বিউগেলের বাজনা এবং সম্মানজনক ব্যাজ ছাড়া। আত্মসম্মানবোধ আর ওদেরকে যারা চেনে তাদের সম্মান ছাড়া আর কিছুই পায়নি। খুব কম লোকই জানত যে এই বিদায় কিসের জন্য। উইয়ের ঢিবি।

'আমি বুঝেছি,' হ্যারি বলল। 'এবং আমি রাজি আছি। আপনারা আমাকে বলবেন, কীভাবে আপনারা এটা ঘটাতে পছন্দ করবেন। যাইহোক, আমি এখনো বিশ্বাস করি, যতক্ষণ না আমরা আরেকটু জানছি, কয়েক ঘণ্টার জন্য সংবাদ সম্মেলন স্থগিত রাখব।'

চীফ সুপারিনটেনডেন্ট মাথা ঝাঁকাল। 'তুমি বোঝনি, হ্যারি।'

'এই কেইসে নতুন উপাদান থাকতে পারে।'

'তুমিই সে লোক নও যে দায়টা মাথায় নেবে।'

'আমরা পরীক্ষা করে দেখছি–' হ্যারি বিরতি দিল। 'আপনি কী বললেন, বস?'

'সেটাই আসল সিদ্ধান্ত ছিল, কিন্তু গানার হ্যাগেন সিদ্ধান্তটা প্রত্যাখ্যান করেছে। সেই কারণে সে এই দায় গ্রহণ করবে। সে এখন তার অফিসে পদত্যাগপত্র লিখছে। আমি কেবল তোমাকে জানাতে চেয়েছি যাতেকরে তুমি জানো যে, কখন সংবাদ সম্মেলন হবে।'

'হ্যাগেন?' বলল হ্যারি।

'একজন ভালো যোদ্ধা,' হ্যারির কাঁধ চাপড়ে বলল চীফ সুপারিনটেনডেন্ট। 'আমি এখন যাচ্ছি। গ্রেট হল-এ আটটায় সংবাদ সম্মেলন হবে, ওকে?'

দূরে চীফ সুপারিনটেনডেন্টের পিঠ মিলিয়ে যেতে দেখল হ্যারি। জ্যাকেটের পকেটে মোবাইলের ভাইব্রেশন অনুভব করল। জবাব দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ডিসপ্লেটা ভালো করে পড়ল।

'*লাভ মি টেন্ডার*,' ইংলিশে বলল জর্ন হোম। 'আমি ইনস্টিটিউটে আছি।'

'কী পেয়েছ তুমি?'

'মেঝের ওপর মানুষের রক্ত। এখানকার গবেষণাগারের মেয়েটা বলছে, ডিএনএ'র উৎসের জন্য দুর্ভাগ্যবশত রক্ত ঢের অত্যাধিক মূল্যায়িত। সুতরাং সে সন্দেহ করছে, আমরা ডিএনএ প্রোফাইলের জন্য কোনো সেল ম্যাটেরিয়াল পাবো কিনা। তবে সে রক্তের নমুনা পরীক্ষা করেছে আর ভাবো দেখি কী পেয়েছি আমরা।'

স্পষ্টতই হ্যারির *কে হতে চায় কোটিপতি?* খেলার কোনোই ইচ্ছা নেই– এটা বোঝার আগে জর্ন হোম থামল এবং বলতে থাকল।

BanglaBook.org

'এক ধরনের রক্ত আছে যেটা বেশিরভাগ মানুষকে বাতিলের খাতায় রাখে, বিষয়টাকে এভাবে দেখা যাক। একশ' জনের মধ্যে দু'জনের এটা আছে, আর সকল সংরক্ষণের মধ্যে মাত্র একশ' তেইশ জন অপরাধীর এই ধরনের রক্ত আছে। যদি ক্যাটরিন ব্র্যাটের রক্ত এই ধরনের হয় তবে এটা একটা চমৎকার নির্দেশক যে অটারসেনের গোলাঘরে তার রক্ত পড়েছে।'

'ইনসিডেন্ট রুমের মাধ্যমে পরীক্ষা কর। তাদের কাছে হেডকোয়ার্টারের সব অফিসারের রক্তের গ্রুপের তালিকা আছে।'

'তাদের কাছে আছে? জীজ্, তাহলে এক্ষুণি সেগুলো পরীক্ষা করে দেখছি।'

'যদি তার রক্তের গ্রুপ বি নেগেটিভ না হয় তবে হতাশ হোয়ো না।'

হ্যারি তার সহকর্মীর বাক্‌হীন বিস্ময় টের পেল এবং অপেক্ষা করল।

'ও ঈশ্বর, তুমি জানলে কীকরে যে এটা বি নেগেটিভ?'

'তুমি কত তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে অ্যানাটমি বিভাগে দেখা করতে পারবে?'

ছয়টা বাজে। স্যান্ডভিকেন হসপিটালের যেসব কর্মীর ডিউটি শেষ তারা কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে। তবে জের্সতি রডসময়েনের অফিসের বাতি জ্বলছে এখনো। মনোচিকীৎসক দেখল যে নাট মুলার-নিলসেন আর এস্পেন লেক্সভিক তাদের নোটবুক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। নিজের নোটবুকের দিকে তাকিয়ে সে শুরু করল।

'ক্যাটরিন র‍্যাফতো আমাকে বলেছে, সবকিছুর উর্ধ্বে সে তার বাবাকে ভালোবাসতো।' সে নোট বই থেকে উঁকি মেরে দুই পুলিশের দিকে চোখ তুলে দেখল। 'তার বাবা যখন পত্রিকায় একজন সহিংস মানুষ হিসেবে জায়গা পেত তখন সে ছিল নিছকই এক বালিকা। ক্যাটরিন খুবই মর্মাহত, আতঙ্কিত আর অত্যন্ত বিভ্রান্ত ছিল। পত্রিকায় যা লেখা হতো তার কারণে তাকে স্কুলে তিরষ্কার করা হতো। অল্প সময় পরে তার বাবা-মা আলাদা হয়ে যায়। ক্যাটরিনের বয়স যখন উনিশ, তখন তার বাবা ঠিক সে সময়ই নিখোঁজ হয় যে সময় বার্গেনে একজন মহিলা খুন হয় এবং আরেকজন মহিলা নিখোঁজ হয়। তদন্তটা বাতিল করা হয়, তবে পুলিশের ভেতরে ও বাইরে ভাষ্য হয় যে, তার বাবাই দুই মহিলাকে খুন করেছে এবং এ অভিযোগ থেকে বাঁচতে পারবে না ভেবে সে নিজেও আত্মহত্যা করেছে। ক্যাটরিন তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নেয় যে, সে পুলিশে যোগ দেবে, খুনের রহস্য উদঘাটন করবে এবং তার বাবার এই ঘটনার প্রতিশোধ নেবে।'

মুখ তুলে তাকাল জের্সতি রডসময়েন। দুই পুলিশের একজনও নোট নিচ্ছে

BanglaBook.org

না; তারা শুধু ডাক্তারকে দেখছে।

'কাজেই ল ডিগ্রি নেওয়ার পর সে পুলিশ কলেজে আবেদন করল,' রডসময়েন বলে যাচ্ছে। 'এবং প্রশিক্ষণ শেষে বার্গেনের ক্রাইম স্কোয়াডে নিয়োগ পেল। সেখানে সে অবসর সময়ে তার বাবার কেইস নিয়ে কাজ করত। যতক্ষণ পর্যন্ত না বিষয়টা ধরা পড়ল এবং এটাকে থামিয়ে দেওয়া হল। আর ক্যাটরিন সেক্সুয়াল অফেন্স ইউনিটে বদলির আবেদন করল। সেটা কি ঠিক?'

'হ্যাঁ,' মুলার-নিলসেন বলল।

'দেখা গেছে যে, সে তার বাবার তদন্তের ধারেকাছেও যায়নি, সুতরাং তার বদলে সে সম্পৃক্ত কেইসগুলো পরীক্ষা করতে শুরু করে। সে যখন নিখোঁজ ব্যক্তিদের ন্যাশনাল রিপোর্ট ঘাটাঘাটি করল তখন কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় আবিষ্কার করল। যেমন, তার বাবা নিখোঁজ হওয়ার পরের বছরগুলোতে যেসব নারী নিখোঁজ হয়েছে তাদের সঙ্গে অনি হেটল্যান্ডের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার বেশ কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে।' নোটবুকের পাতা ওল্টাল জের্সতি রডসময়েন। 'যাইহোক, বাবার মৃতের রহস্য উৎঘাটনে অগ্রহসর হওয়ার জন্য ক্যাটরিনের সাহায্য দরকার, আর সে জানত বার্গেনে সেই সাহায্য পাবে না। সেই মোতাবেক, সে সিদ্ধান্ত নেয় এই কেইসে সিরিয়াল কিলারদের নিয়ে কাজ করা অভিজ্ঞ কাউকে সম্পৃক্ত করবে। যদিও এটাকে হতে হবে কাউকে না জানিয়ে যে সে, র‍্যাফতোর মেয়ে, এর পেছনে আছে।'

ক্রিপস অফিসার, এস্পেন লেপ্সভিক, ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল, জের্সতি কথা বলা চালিয়ে গেল।

'গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করার পর তার পছন্দ হল অসলোর ক্রাইম স্কোয়াডের ইনসপেক্টর হ্যারি হোলকে। তার কাছে সে একটা চিঠি লেখে। চিঠিতে রহস্যময় কল্পিত নাম তুষারমানব-এর নামে স্বাক্ষর করে। এমনটা সে করেছে হোলের কৌতূহল জাগানোর জন্য। তাছাড়া বেশ কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার সঙ্গে তুষারমানবের সম্পৃক্ততার কথা জানা গেছে। উলরিকেন মাউন্ট হত্যাকান্ডের ঘটনায় ক্যাটরিনের বাবার নোটেও একজন তুষারমানবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অসলো ক্রাইম স্কোয়াড একজন গোয়েন্দা নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল। নারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে সে বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়। সে আবেদন করলে তাকে ইন্টারভিউতে ডাকা হয়। সে বলেছে, এমনকি সে ইন্টারভিউ বোর্ডের চেয়ারে বসার আগেই নিয়োগকর্তারা তাকে চাকরিটা অফার করে।'

BanglaBook.org

রডসময়েন থামল। কিন্তু পুলিশ দু'জন যেহেতু কিছু বলল না সেহেতু সে কথা বলা চালিয়ে গেল। 'প্রথম দিন থেকেই ক্যাটরিন এটা নিশ্চিত করল যে, সে হ্যারি হোলের সংস্পর্শে আসবে এবং তাকে তদন্তে যুক্ত করবে। এসবের মাধ্যমে সে ততদিনে হোল এবং মামালা সম্বন্ধে জেনে ফেলেছে। হোলকে নিজের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা এবং বার্গেনের উদ্দেশ্যে এবং তার বাবার নিখোঁজের তদন্তের দিকে ধাবিত করা তার জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। আর, হোলের সাহায্যে, সে তার বাবাকে পেয়েছেও। ফিনয়-এর এক ফ্রিজারে।'

জের্সতি তার চশমা খুলল।

'এটা বোঝার জন্য আপনাদের খুব বেশি কল্পনা করার দরকার নেই যে, এ ধরনের অভিজ্ঞতা এক মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার ভিত্তি তৈরি করে। চাপটা আরও বেশি খারাপ হয় যখন সে তিনবার ভাবে যে, খুনীকে চেনা গেছে। প্রথমে ইডার ভেটলেসেন, তারপর একজন...' চোখ একটু দূরে রেখে সে তার নোট ঘাটল, 'ফিলিপ বেকার। আর সর্বশেষে আর্ভে স্টপ। প্রত্যেকবারই শুধু আবিষ্কার করল যে, এ হচ্ছে ভুল ব্যক্তি। সে নিজেই স্টপের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করেছে, তবে যখন বুঝতে পারল যে, সে যাকে খুঁজছে স্টপ সেই ব্যক্তি নয় তখন হাল ছেড়ে দিল। সে যখন বুঝতে পারল যে, তার সহকর্মীরা স্টপের বাসায় ঢুকেছে তখন সে পালিয়েছে। সে বলছে, সে তার মিশন পুরো না হওয়া পর্যন্ত থামতে চায়নি। আর তার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমি মনে করি, আমরা নিরাপদে বলতে পারি যে, সে মনোবৈকল্যে আক্রান্ত। সে ফিনয়-এ ফিরে গেল। সে জানত, হোল তাকে সেখানে খুঁজে বের করবে। আর, বস্তুত, তার ধারণাই ঠিক হয়েছে। হোল যখন সেখানে হাজির হল, সে হোলকে অস্ত্র ফেলতে বলেছে তার কথা শোনার জন্য, তদন্তে পরবর্তীতে কী করতে হবে তার নির্দেশনা দেওয়ার জন্য।'

'অস্ত্রহীন করে?' মুলার নিলসেন বলল। 'আমরা ভেবেছি, সে কোনো বাড়াবাড়ি না করে আত্মসমর্পণ করেছে।'

'সে বলেছে, হ্যারি হোল তাকে বড়শি দিয়ে আটকাবার সময় তার মুখে আঘাত লেগেছে,' জের্সতি রডসময়েন বলল।

'আমাদের কি একজন মনোবিকারগ্রস্তের কথা বিশ্বাস করা উচিত?' লেন্সভিক জিজ্ঞেশ করল।

'সে আর মনোবিকারগ্রস্ত নয়,' জোর দিয়ে বলল রডসময়েন। 'তাকে আরও কয়েকদিন আমাদের পর্যবেক্ষণে রাখা উচিত, তবে এর পর তাকে ফিরিয়ে

BanglaBook.org

নেওয়ার জন্য আপনাদের প্রস্তুত হওয়া উচিত। যদি আপনারা এখনো তাকে একজন সন্দেহভাজন মনে করেন, এই তো।'

সর্বশেষ মন্তব্যটা ততক্ষণ হাওয়ায় ঝুলে থাকল যতক্ষণ না এস্পেন লেপ্সভিক টেবিলের ওপর ঝুঁকে এলো।

'এর অর্থ কি এই যে, আপনি মনে করেন, ক্যাটরিন ব্র্যাট সত্য বলছে?'

'এটা আমার বিশেষায়িত কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, আর আমি কোনো মন্তব্য করতে পারি না,' রডসময়েন তার নোটবুক বন্ধ করে বলল।

'আর আমরা যদি আপনাকে একজন নন-স্পেশালিস্ট হিসেবে জিজ্ঞেশ করি?'

রডসময়েনের ঠোঁটে ছোট্ট হাসি খেলে গেল। 'আমার মনে হয়, আপনাদের সেই বিশ্বাসটাই করে যাওয়া উচিত যেটা আপনারা এরই মধ্যে বিশ্বাস করেছেন, ইন্সপেক্টর।'

ইনস্টিটিউট অব ফরেনসিক মেডিসিন থেকে হেঁটে এর পাশের অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্টে এসেছে জর্ন হোম। হ্যারি যখন ট্রাইভ্যান থেকে গাড়ি চালিয়ে আসল তখন হোম গ্যারেজে অপেক্ষা করছিল। হোম-এর পাশে কানে দুলপরিহিত সবুজ পোশাকে আচ্ছাদিত টেকনিশিয়ান দাঁড়িয়ে আছে। শেষবার যখন হ্যারি এখানে এসেছিল তখন এই টেকনিশয়ানটা একটা মৃতদেহ গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

'লান্ড-হেলগেসেন আজ এখানে নেই,' হ্যারিকে বলল হোম।

'তাহলে সম্ভবত তুমি আমাদেরকে চারদিকটা দেখাতে পারবে,' টেকনিশিয়ানকে বলল হ্যারি।

'দেখানোর জন্য আমাদের অনুমতি নেই—' সবুজে আচ্ছাদিত লোকটা শুরু করল, তবে হ্যারি তার কথায় বাধা দিল।

'তোমার নাম কী?'

'কাই রবল।'

'ওকে, রবল,' হ্যারি ওর পুলিশ আইডি দেখিয়ে বলল। 'আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম।'

রবল কাঁধ ঝাঁকিয়ে দরজার তালা খুলে দিল। 'আপনারা ভাগ্যবান যে, ভেতরে কাউকে খুঁজে পেয়েছেন। পাঁচটার পর এটা সবসময়ই খালি থাকে।'

BanglaBook.org

'আমার ধারণা ছিল, তোমরা প্রচুর ওভার টাইম কর,' হ্যারি বলল।

মাথা ঝাঁকাল রবল। 'সেলারে সব মৃতদেহ নিয়ে কাজ হয় না। এখানে আমরা দিনের আলোয় কাজ করতে পছন্দ করি।' সে হাসল, যদিও তাকে আনন্দিত দেখাচ্ছে না। 'আপনারা কী দেখতে চান?'

'একদম সাম্প্রতিক মৃতদেহগুলো,' হ্যারি বলল।

টেকনিশিয়ান তালা খুলে দুটো দরজা পেরিয়ে ওদেরকে টাইলস করা একটা রুমে নিয়ে গেল। রুমের ভেতর আটটা ডুবিয়ে রাখা ট্যাঙ্ক। প্রতিটা ট্যাঙ্ক ধাতব ঢাকনা দিয়ে ঢাকা।

'মৃতদেহগুলো এগুলোর নিচে,' রবল বলল। 'প্রতি ট্যাঙ্কে চারটা করে মৃতদেহ। ট্যাঙ্ক অ্যালকোহল দিয়ে ভর্তি।'

'নির্জল,' হোম বলল।

প্রশ্নের উদ্দেশ্যটা টেকনিশিয়ান ভুল বুঝেছে কিনা সেটা বলা অসম্ভব, তবে সে জবাব দিল: 'চল্লিশ পার্সেন্ট, কোনো মিশ্রণ নেই।'

'তাহলে বত্রিশটা মৃতদেহ,' হ্যারি বলল। 'এগুলোই সব?'

'চল্লিশটার মতো মৃতদেহ আছে আমাদের, তবে এগুলো একদম নতুন। এগুলোকে সাধারণত ব্যবহার করার আগে বছরখানেক এখানেই শুইয়ে রাখা হয়।'

'এখানে এগুলো আনা হয় কী করে?'

'শেষকৃত্যের স্থান থেকে গাড়িতে করে আনা হয়। কিছু আমরা নিজেরাই সংগ্রহ করি।'

'আর সেগুলো তোমরা গ্যারেজ দিয়েই আনো?'

'হ্যাঁ।'

'আর তারপর কী ঘটে?'

'কী ঘটে? বেশ, আমরা সেগুলোকে সংরক্ষণ করি, উরুর একেবারে উপরে একটা ছিদ্র করে একটা ফিক্সাটিভ ইনজেক্ট করি। সেগুলোকে সেভাবেই রাখা হয়। তারপর আমরা একটা ধাতব ট্যাগ আর পেপারওয়ার্কের নাম্বারটা লাগিয়ে দেই।'

'কোন পেপারওয়ার্ক?'

'মৃতদেহের সঙ্গে যে পেপারওয়ার্ক আসে। এটা অফিসে পূরণ করা হয়। আমরা লাশের পায়ের বুড়ো আঙুলে একটা, হাতের আঙুলে একটা আর কানে একটা ট্যাগ লাগিয়ে দেই। আমরা মৃতদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তালিকা রাখার

BanglaBook.org

চেষ্টা করি, এমনকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আলাদা করার সময়ও তালিকা রাখা হয়, যাতেকরে মৃতদেহ পোড়ানোর সময় হলে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যেন যতটা সম্ভব এক করা যায়।'

'তোমরা কি পেপারওয়ার্ক অনুযায়ী সব মৃতদেহ নিয়মিত পরীক্ষা কর?'

'পরীক্ষা?' মাথা চুলকালো সে। 'যদি আমাদেরকে মৃতদেহগুলো কেবল এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিতে হয়। অসলোর এখানে বেশিরভাগ মৃতদেহ উইলের মাধ্যমে দিয়ে দেওয়া হয়, কাজেই ট্রমসো, ট্রন্ডহেইম আর বার্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তাদের পর্যাপ্ত মৃতদেহ থাকে না তখন আমরা মৃতদেহ সরবরাহ করি।'

'কাজেই এটা ধারণা করা যায়, এখানে এমন কেউ শুয়ে আছে যার এখানে থাকার কথা নয়, তাই না?'

'ও না। এখানে ইনস্টিটিউটে সবাই তাদের দেহ উইলের মাধ্যমে দান করেছে।'

'সেটাতেই অবাক হচ্ছি আমি,' একটা ট্যাঙ্কের পাশে উবু হয়ে বসে বলল হ্যারি।

'কী?'

'এখন শোনো, রবল। আমি তোমাকে একটা হাইপোথেটিক্যাল প্রশ্ন করতে যাচ্ছি। আর আমি চাই, তুমি জবাব দেওয়ার আগে সতর্কভাবে জবাব দেবে। ওকে?'

দ্রুত মাথা নাড়ল টেকনিশিয়ান।

উঠে দাঁড়াল হ্যারি। 'এটা কি ধারণা করা যায় যে, এই রুমে প্রবেশাধিকার আছে এমন কেউ রাতের বেলায় গ্যারেজ দিয়ে মৃতদেহ আনতে পারে, মনগড়া নাম্বার ট্যাগ করে এসব ট্যাঙ্কের কোনোটায় রাখতে পারে এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চাশায় ধরে নেয় যে, এটা কখনোই আবিষ্কার হবে না?'

কাই রবল ইতস্তত করল। আরেকটু বেশি মাথা চুলকালো। কানের দুলের সারির নিচে একটা আঙুল বোলালো।

হ্যারি এক পা থেকে আরেক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। হোম-এর মুখ অর্ধেকটা হা হয়ে গেল।

'এক অর্থে,' রবল বলল। 'এমনটা ঘটার ক্ষেত্রে কোনো কিছুতে বাধা নেই।'

'এমনটা ঘটার ক্ষেত্রে কোনো কিছুতে বাধা নেই?'

মাথা ঝাঁকাল রবল, দ্রুত হাসল। 'না, একদমই না। এটা পুরোদমে সম্ভব।'

BanglaBook.org

'এক্ষেত্রে আমি এখন এসব মৃতদেহ দেখতে চাইব।'

লম্বা পুলিশটার দিকে তাকাল রবল। 'এখানে? এখন?'

'তুমি বাঁ দিকের পেছন থেকে শুরু করতে পারো।'

'আমার মনে হয়, অনুমতির জন্য আমার কাউকে ফোন করা দরকার।'

'তুমি যদি হত্যার তদন্তে আমাদের দেরি করিয়ে দিতে চাও, তাহলে কর।'

'হত্যা?' রবল একটা চোখ পাকিয়ে ওপরে তুলল।

'তুষারমানবের কথা শুনেছ?'

দু'বার চোখ পিটপিট করল রবল। তারপর সে ঘুরল, ছাদের মোটরযুক্ত কপিকল থেকে ঝুলে থাকা চেইনের কাছে গেল। সশব্দে চেইন টেনে নামিয়ে হুক দুটো ট্যাঙ্কের ধাতব ঢাকনায় লাগিয়ে দিল। রিমোট কন্ট্রোল ধরে বোতাম চাপল। কপিকলটা গুঞ্জন তুলে চেইনটাকে গুটাতে শুরু করল। ট্যাঙ্কের ওপর থেকে ঢাকনাটা ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করেছে। হ্যারি আর হোম একদৃষ্টে ঢাকনা ওঠানো দেখছে। ঢাকনার নিচে অনুভূমিক দুটো ধাতব পাত, একটার নিচে আরেকটা, একটা উলম্ব পাত দিয়ে আলাদা করা। মাঝখানের পার্টিশনের প্রত্যেক পাশেই একটা নগ্ন সাদা মৃতদেহ শোয়ানো। সেগুলোকে বিবর্ণ পুতুলের মতো দেখাচ্ছে, চতুর্ভুজাকার ট্যাঙ্কের কারণে মৃতদেহের পুতুল ভাবটা আরও বেশি প্রবল মনে হচ্ছে। মৃতদেহের উরুতে কালো সেলাইয়ের দাগ। মৃতদেহগুলো যখন কোমড় সমান উঁচুতে উঠল তখন টেকনিশিয়ান রিমোটের স্টপ বাটন চাপল। আসন্ন নীরবতায় তারা সাদা টাইলসকরা রুমের ভেতর ঝরে পড়া অ্যালকোহলের গভীর প্রবাহের প্রতিধ্বনি শুনতে পেল।

'বেশ?' বলল রবল।

'না,' হ্যারি বলল। 'পরেরটা।'

টেকনিশিয়ান তার প্রক্রিয়াটার পুনরাবৃত্তি করল। পাশের ট্যাঙ্ক থেকে চারটা নতুন মৃতদেহ ওঠানো হল।

মাথা ঝাঁকাল হ্যারি।

তৃতীয় দফায় মৃতদেহ ওঠানো হলে হ্যারি সঙ্কুচিত হল। রবল, হ্যারির এই প্রতিক্রিয়াকে যে ভুল করে ভয় বলে ভাবল, তৃপ্তির হাসি হাসল।

'ওটা কী?' মাথাবিহীন নারীর দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেশ করল হ্যারি।

'সম্ভবত অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরত আসা কোনো একটা মৃতদেহ,' রবল বলল। 'আমাদের মৃতদেহগুলোর সাধারণত পুরো শরীরই থাকে।'

হ্যারি উবু হয়ে মৃতদেহটা স্পর্শ করল। ঠাণ্ডায় আর অ্যালকোহলের প্রভাবে

BanglaBook.org

দেহটা অস্বাভাবিক শক্ত। কাটা অংশটায় ও একটা আঙুল বোলাল। কাটা স্থানটা মসৃণ আর মাংস বিবর্ণ।

'আমরা বাইরের দিকটায় একটা শল্য-ছুরি ব্যবহার করি আর তারপর একটা সূক্ষ্ম করাত ব্যবহার করি,' টেকনিশিয়ান ব্যাখ্যা করল।

'উম।' মৃতদেহের এ মাথা থেকে ও মাথা ঝুঁকে নারী দেহটার ডান বাহু আঁকড়ে ধরল। মৃতদেহটা টেনে তুলে ওর মুখোমুখী করল।

'কী করছেন আপনি?' আতঙ্কে চীৎকার করল রবল।

'পিঠে কি কিছু দেখতে পাচ্ছো?' মৃতদেহের অপরপাশে দাঁড়িয়ে থাকা হোমকে জিজ্ঞেশ করল হ্যারি।

মাথা নাড়ল হোম। 'একটা ট্যাটু। পতাকার মতো দেখতে।'

'কোন পতাকা?'

'ধরতে পারছি না। সবুজ, হলুদ আর লাল। মাঝখানে একটা পেন্টাগ্রাম আঁকা।'

'ইথিওপিয়া,' মৃতদেহটা ছেড়ে দিয়ে বলল হ্যারি। মৃতদেহটা আগের অবস্থানে ফিরে গেল। 'এই মহিলা তার মৃতদেহ দান করেনি, তবে তাকে দান করা হয়েছে, আমি যদি বিষয়টা এভাবে দেখি। এটা সিলভিয়া অটারসেন।'

চোখ পিটপিট করেই যাচ্ছে কাই রবল, যেনবা সে যদি যথেষ্ট সময় ধরে চোখ পিটপিট করে তবে কিছু একটা দূর হবে।

রবল-এর কাঁধে হাত রাখল হ্যারি। 'মৃতদেহের পেপারওয়ার্ক নিয়ে যারা কাজ করে তাদের কোনো একজনকে ধর আর তাদের সবার তল্লাশি নাও। এক্ষুণি। আমাকে আমার পথে যেতে হবে।'

'হচ্ছেটা কী?' হোম জিজ্ঞেশ করল। 'এসব আমি সত্যিই মাথায় ঢোকাতে পারছি না।'

'চেষ্টা কর,' হ্যারি বলল। 'তুমি যা কিছু জানো বলে ভাবো তার সব ভুলে যাও এবং চেষ্টা কর।'

'ঠিক, তবে হচ্ছেটা কী?'

'এর দুটো উত্তর আছে,' হ্যারি বলল। 'একটা হচ্ছে যে আমরা তুষারমানবের খুব কাছাকাছি চলে আসছি।'

'আর অন্যটা?'

'আমি জানি না।'

BanglaBook.org

পঞ্চম অধ্যায়

৩৩

বুধবার, ৫ নভেম্বর ১৯৮০।

তুষারমানব।

এটা সেই দিন, যে দিন তুষারপাত হয়েছে। সকাল এগারোটার দিকে বর্ণহীন আকাশ থেকে ঝুরঝুর করে বেশ তুষার পড়া শুরু হল। মাঠ, বাগান এবং ভিনগ্রহ থেকে আসা এক রণতরীর মতো রোমেরিকের উঠোন তুষারে তুষারে ছেয়ে গেল।

কলোভিয়েন-এর একটা বাড়ির সামনে তার মায়ের টয়োটা করোলায় একা বসে আছে ম্যাথিয়াস। বাড়িটার ভেতর মা কী করছে সে সম্পর্কে ওর কোনো ধারণা নেই। মা বলেছে, খুব বেশি সময় লাগবে না। কিন্তু এরিমধ্যে অনেক সময় লেগেছে। সে চাবিটা ইগনিশনে রেখে গেছে। গাড়ির রেডিওতে 'আন্ডার স্নো' গানটা বাজছে। মেয়েদের নতুন একটা গায়কদল ডলিয়ে গেয়েছে গানটা। ও গাড়ির দরজাটা লাথি মেরে খুলে বেরিয়ে গেল। তুষারের কারণে বাড়িটার ওপর প্রায় অস্বাভাবিক নীরবতা নেমে এসেছে। ও উবু হয়ে বসে হাতভর্তি চটচটে সাদা তুষার তুলল এবং সেটাকে তুষারবলে পরিণত করল।

আজ স্কুলের খেলার মাঠে ওর দিকে ওরা তুষারবল ছুঁড়ে মেরেছে এবং ওকে বলেছে 'ম্যাথিয়াস, দুধের বোঁটা নাই,' ওর তথাকথিত ক্লাস সেভেন এ'র সহপাঠীরা। ও সেকেন্ডারি স্কুলকে ঘৃণা করে, তের বছরের কিশোরে পরিণত হওয়াকে ঘৃণা করে। প্রথম ব্যায়াম শিক্ষার পর শুরু হয়েছে বিষয়টা। তখন বন্ধুরা দেখেছে যে, ওর কোনো স্তনবৃন্ত নেই। চিকীৎসকের মত অনুসারে, এটা বংশগত হতে পারে, এবং ওর কয়েক ধরনের অসুস্থতার পরীক্ষা করা হয়েছে। ওকে আর ওর বাবাকে মা বলেছে যে, মায়ের বাবারও, যিনি মা'র শৈশবে মারা যান, স্তনবৃন্ত ছিল না। তবে ম্যাথিয়াস ওর নানীর ছবির অ্যালবাম দেখতে দেখতে একটা ছবি আবিষ্কার করেছে। ছবিতে ওর নানা ঘাস কাটা মৌসুমের সময় বেল্টওয়ালা ট্রাউজার পড়ে উদোম বুকে আছে। আর তখন নানার

Banglabook.org

নিশ্চিতভাবেই স্তনবৃন্ত ছিল।

ম্যাথিয়াস দু'হাতের মাঝে তুষারবলটাকে জোরে চেপে ধরল। কোনও একজনের দিকে তুষারবলটা ও ছুঁড়ে মারতে চাইল। জোরে। এত জোরে যে সেটা একটা ব্যথা দেবে। তবে সেখানে কেউই ছিল না, যার দিকে এটা ছোঁড়া যায়। তুষারবল ছুঁড়ে মারবার মতো কাউকে ও তৈরি করতে পারে। ও গ্যারেজের পাশে তুষারের মধ্য দলাপাকানো তুষার-বলটা রাখল। এটাকে গড়াতে শুরু করল। তুষারফলক একটার সঙ্গে আরেকটা আটকে গেল। বাড়ির সামনের জায়গাটা একবার প্রদীক্ষণ করার পর তুষারবলটা প্রায় ওর পাকস্থলীর সমান হয়ে গেছে। তুষার-বল ঘোরানোর সময় উঠোনে বাদামি ঘাসের পথরেখা তৈরি হলো। তুষার-বলকে ও ঘোরাতে থাকল। যখন এটাকে আর ধাক্কা দিতে পারল না, তখন ও নতুন আরেকটা বানানো শুরু করল। এটাও বড় হয়েছে। পরেরটাকে ও কেবল আগেরটার ওপর ওঠালো। তুষারমানবটা বাড়িটার একটা জানালার পাশে দাঁড়াল। ঘরের ভেতর থেকে শব্দ বেরোচ্ছে। ও আপেল গাছের দুটো ডাল ভেঙে তুষারমানবের দু'পাশে গেঁথে দিল। সামনের সিঁড়ি থেকে কয়েকটা নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে পরিষ্কার করে তুষারমানবের চোখ বানালো আর কয়েকটা নুড়ি পাথর দিয়ে তুষারমানবের মুখে হাসির রেখা তৈরি করল। তারপর ও তুষারমানবের মাথার পাশে উরু রেখে সেটার কাঁধে চেপে বসে জানালার ভেতরটা দেখল।

আলোকিত ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে উদোম বুকের একটা লোক চোখ বন্ধ করে তার পাছা সামনে-পেছনে ঠেলছে, যেন লোকটা নাচছে। লোকটার সামনের বিছানা থেকে একজোড়া পা ওপরের দিকে ছড়িয়ে দেওয়া। ম্যাথিয়াস দেখতে পাচ্ছে না, তবে ও জানে যে, এ হচ্ছে সারা। জানা যে, পা ছড়িয়ে থাকা মহিলাটা তার মা। জানে যে, ওরা সঙ্গম করছে।

ম্যাথিয়াস তুষারের মাথাটায় ওর উরু চেপে ধরল, উরুসন্ধিতে শীতলতা অনুভব করল। ও নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, মনে হচ্ছে ওর গলায় একটা স্টিলের তার আঁটো হয়ে বসে যাচ্ছে।

ওর মায়ের ওপর লোকটার কোমড় মুহুমুহু ধাক্কা দিচ্ছে। ম্যাথিয়াস রুমের ভেতরের লোকটার বুকের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ওর উরুসন্ধি থেকে শীতল নিসাড়তা পাকস্থলী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল এবং ওর মাথা অব্দি পৌঁছানো পর্যন্ত শীতল নিঃসাড়তা ওপরে উঠতেই লাগল। মা'র ভেতর লোকটা তার শিশ্ন প্রবল জোরে ঠেলছে। পর্নো ম্যাগাজিনের লোকেরা যেমনটা করে। শীঘ্রীই

BanglaBook.org

লোকটা ওর মায়ের যোনির ভেতর বীর্যস্খলন করবে। আর লোকটার কোনো স্তনবৃন্ত নেই।

হঠাৎ থেমে গেল লোকটা। তার চোখজোড়া এখন খোলা। ম্যাথিয়াসের দিকে তাকিয়ে আছে চোখজোড়া।

ম্যাথিয়াস পা আলগা করে তুষারমানবের পেছনে গড়িয়ে পড়ল। কুঞ্চিত হয়ে তুষারমানবের পেছনে ঠিক একটা ইঁদুরের মতো বসে রইল, অপেক্ষা করছে ও। ওর মনে ঘটনাগুলো অবিরল ধারায় বয়ে যাচ্ছে। ম্যাথিয়াস চালাক-চতুর, বুদ্ধিমান– ওকে সবসময়ই এ কথা বলা হয়। অদ্ভুত, তবে চমৎকার মানসিকতার শিক্ষকটা বলেন এ কথা। সুতরাং ওর সব চিন্তা এখন এক জায়গায় জড়ো হচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরে খেলা জিগসো'র টুকরোর মতো। তবে যে ছবিটা ভেসে উঠল সেটা এখনো অচিন্তনীয়, অসহনীয়। এটা সঠিক হতে পারে না। এটাকে সঠিক হতে হবে।

ম্যাথিয়াস নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসহীন হাঁপানোর শব্দ শুনল।

এটা সঠিক। ও মাত্রই জানল এটা। সবকিছু লাগসইভাবে লেগেছে। বাবার প্রতি ওর মায়ের শীতলতা। বাবা-মায়ের সেসব আলাপ, যেসব আলাপকে ও শুনতে পাচ্ছে না বলে মনে করত বাবা-মা; মা'র থাকবার জন্য ওর বাবার মরিয়া হুমকি আর আবেদন, বাবার স্বার্থে নয় কেবল ম্যাথিয়াসের স্বার্থে, ও খোদা, তাদের দু'জনার একটা বাচ্চা আছে, আছে নাকি?! আর ওর মায়ের তিক্ত হাসি। ছবির অ্যালবামে নানা, আর মায়ের মিথ্যে কথা। অবশ্যই, ম্যাথিয়াস এ কথা বিশ্বাস করেনি– ওরই ক্লাসের ছেলে স্টিয়ান যখন বলেছিল যে, দুধের বোটাহীন ম্যাথিয়াসের মায়ের একজন প্রেমিক আছে, লোকটা মালভূমিতে থাকে। ছেলেটা বলেছে, তার খালা এ কথা তাকে বলেছে। ও এ কথা বিশ্বাস করেনি কারণ, স্টিয়ান ঠিক অন্যদের মতোই হাঁদারাম এবং কিছুই বোঝে না। এমনকি দু'দিন পর যখন স্টিয়ান তার বিড়ালকে স্কুলের পতাকাদন্ডে ফাঁসিতে ঝুলতে দেখল, তখনও হাঁদারামটা বোঝেনি কিছু।

বাবা জানে না। ম্যাথিয়াস ওর সারা দেহ দিয়ে অনুভব করতে পারে যে, বাবা ভাবে, ম্যাথিয়াস হচ্ছে... ম্যাথিয়াস হচ্ছে তার সন্তান। আর তার অবশ্য কখনো জানা উচিত না যে ও তার সন্তান নয়। কখনোইনা। জানলে বাবা মারা যাবে। তারচেয়ে বরং ম্যাথিয়াস নিজেকেই মেরে ফেলবে। হ্যাঁ, ঠিক সেটাই ও চায়। ও মরতে চায়, চলে যেতে চায়; ওর মা আর স্কুল আর স্টিয়ান আর... সবকিছু থেকেই দূরে চলে যেতে চায়। ও উঠে দাঁড়িয়ে তুষারমানবকে লাথি মেরে দৌড়ে গাড়িতে উঠল।

BanglaBook.org

নিজের সঙ্গে সঙ্গে ও মাকেও নেবে। সেও মরবে।

যতক্ষণে ওর মা বেরিয়ে এলো এবং ও দরজা খুলে দিল ততক্ষণে সে বাড়িটার ভেতর যাওয়ার পর প্রায় চল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে।

'কোনো গোলমাল হয়েছে?' জিজ্ঞেশ করল সারা।

'হ্যাঁ,' ম্যাথিয়াস পেছনের সিটে সরে বসে বলল যাতেকরে মা ওকে আয়নায় দেখতে পায়। 'লোকটাকে দেখেছি আমি।'

'কী বলতে চাচ্ছ?' ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে চাবিটা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেশ করল সারা।

'তুষারমানব...'

'আর তুষারমানবটা দেখতে কেমন ছিল?' গর্জন তুলে ইঞ্জিনটা চালু হল। সে ক্লাচটা ছেড়ে দেওয়ায় গাড়িটা এমনভাবে ঝাঁকি দিল যে ও গাড়ির যে জ্যাকটা ধরে আছে সেটা প্রায় পড়েই যাচ্ছিল।

'আব্বু অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য,' সারা বলল। 'আমাদেরকে যেতে হবে।'

সে রেডিওটা চালু করল। কেবল একজন সংবাদপাঠক বিরক্তিকর একঘেয়েভাবে মার্কিন নির্বাচন আর রিগ্যানকে নিয়ে কথা বলে চলেছে। তারপরও সে আওয়াজটা চড়িয়ে দিল। ওরা পাহাড়ের চূড়ার ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিচে মূল সড়ক আর নদীর দিকে এল। ওদের সামনের মাঠে তুষারের ভেতর দিয়ে শক্ত শক্ত হলুদ খড় মাথা বের করে আছে।

'আমরা মারা পড়তে যাচ্ছি,' ম্যাথিয়াস বলল।

'কী বললে তুমি?'

'আমরা মারা পড়তে যাচ্ছি।'

সে রেডিওর আওয়াজ কমাল। ও নিজেকে শক্ত করল। সামনের দিকে সিটের মাঝে ঝুঁকে গিয়ে হাত তুলল ও।

'আমরা মারা পড়তে যাচ্ছি,' ফিসফিস করে বলল ও।

তারপর ও আঘাত করল।

কড়কড় শব্দে মায়ের মাথায় জ্যাকটা আঘাত হানল। এবং ওর মাকে মনে হল না যে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল, কেবল তার সিটে সে কিছুটা শক্ত হয়ে গেল, কাজেই ও আবার আঘাত করল। এবং আবার। তার পা ক্লাচ প্যাডেল থেকে সরে যেতেই গাড়িটা লাফ দিল, তবে এখনো মায়ের কাছ থেকে কোনো আওয়াজ এলো না। সম্ভবত তার মগজের কথা বলবার অংশ ভেঙে গুড়ো হয়ে গেছে, ম্যাথিয়াস ভাবল। চতুর্থবার আঘাত করার সময় ও অনুভব করতে পারল,

BanglaBook.org

তার মাথা নমনীয় হয়ে পড়েছে, মনে হচ্ছে মাথাটা নরম হয়ে গেছে। গাড়িটা সামনে গড়িয়ে গেল এবং গতি বেড়ে গেল, তবে ও জানে, তার আর কোনো চেতনা নেই। ওর মায়ের টয়োটা করোলা মূল সড়ক পার হল এবং সড়কের অন্য দিকে মাঠের ওপর দিয়ে চলতে থাকল। তুষার গাড়ির গতি কমিয়ে দিল তবে গাড়িটাকে থামিয়ে দেবার জন্য তা যথেষ্ট নয়। তারপর গাড়িটা পানিতে আছড়ে পড়ে বিস্তৃত কালো নদীতে মসৃণ গতিতে ক্রমাগত ভেসে চলল। জলস্রোতে পড়ে ঘুরবার আগে গাড়িটা এক মুহূর্তের জন্য কাত হয়ে থেমে গেল। ওরা স্রোতের দিকে ধীরে ধীরে ভেসে যাওয়ার সময় দরজা, গাড়ির বডির ফাঁকফোকড়, হ্যান্ডেল আর পাশের জানালার ভেতর দিয়ে পানি ঢুকতে থাকল। ম্যাথিয়াস জানালা দিয়ে তাকাল, মূল সড়কের একটা গাড়ির দিকে হাত নাড়ল, তবে মনে হলো না যে, গাড়ির আরোহীরা ওকে দেখেছে। টয়োটার ভেতর পানি বাড়ছে। এবং হঠাৎই ও শুনতে পেল, ওর মা বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল। মাকে দেখল ও, তার মাথার পেছনের রক্তস্নাত চুলের নিচে গভীর ক্ষতটা দেখল। সে সেফটি বেল্টের নিচে নড়ছে। পানি এখন দ্রুত বাড়ছে; এরিমধ্যে পানি ম্যাথিয়াসের হাঁটু পর্যন্ত চলে এসেছে। ও অনুভব করল, ওর আতঙ্ক বাড়ছে। ও মরতে চায় না। এখন না, এভাবে না। ও গাড়ির জানালায় জ্যাক দিয়ে সজোরে আঘাত করল। কাঁচ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলে, গাড়ির ভেতর পানি ঢুকে পড়ল। ও লাফ দিয়ে সিটের ওপর উঠল। পানি ঢুকবার স্রোত আর জানালার ওপরের মাঝের ফাঁক গলে বেরিয়ে এল ও। জানালার ফ্রেমে ওর একটা বুট অপ্রত্যাশিতভাবে আটকে গেল; ও পা মোচড় দিল এবং অনুভব করল বুটটা ভেসে যাচ্ছে। তারপর ম্যাথিয়াস মুক্ত হয়ে সাঁতরে তীরের দিকে এগোলো। ও দেখল, একটা গাড়ি মূল সড়কে থেমেছে এবং দু'জন লোক গাড়ি থেকে বের হয়ে তুষার ভেঙে নদীর দিকে ছুটে আসছে।

ম্যাথিয়াস ভালো সাঁতারু। সে অনেক কিছুতেই ভালো। তাহলে বন্ধুরা কেন ওকে পছন্দ করে না? ও নদীর তীরে পৌঁছুতেই একজন লোক পানি ভেঙে অতিকষ্টে এগিয়ে এসে ওকে তীরে টেনে তুলল। ম্যাথিয়াস তুষারের ওপর বসল ধপ করে। এ কারণে নয় যে, ও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না বরং এ কারণে যে, সহজাতভাবে ও জানে, করার জন্য এটাই হচ্ছে সবচেয়ে চমৎকার বিষয়। ও চোখ বন্ধ করল এবং কানের কাছে একটা উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বরকে জিজ্ঞেশ করতে শুনল যে, গাড়িতে আর কেউ আছে কিনা। যদি কেউ থাকে তারা এখনো তাকে বাঁচাতে পারবে। ম্যাথিয়াস ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল। কণ্ঠস্বরটা জিজ্ঞেশ করল যে, ও নিশ্চিত কিনা।

BanglaBook.org

পুলিশ পরে দুর্ঘটনাটাকে পিচ্ছিল রাস্তার কারণে ঘটেছে বলে বিবেচনা করবে। পানিতে ডুবে যাওয়া মহিলার মাথার আঘতকে রাস্তা থেকে গাড়ি ছিটকে গিয়ে পানিতে আঘাত পাওয়ার কারণে ঘটেছে বলে বিবেচনা করবে। গাড়িটা মূলত সামান্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তবে চূড়ান্ত পর্যায়ে এটাই একমাত্র আপাতাদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা। যখন ঘটনাস্থলে প্রথম হাজির হওয়া লোক দু'জন ছেলেটাকে কয়েকবার জিজ্ঞেশ করেছে যে, গাড়িতে আর কেউ আছে কিনা তখন ছেলেটা যে উত্তর দিয়েছে এবং দীর্ঘস্বরে ছেলেটা বলেছেঃ 'না, কেবল আমি। আমি একা।' – এই ঘটনার ক্ষেত্রে শুধুই প্রচন্ড এক মানসিক অভিঘাতকে একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হিসেবে দাঁড় করানো হবে।

* * *

'না, কেবল আমি,' ছয় বছর পর পুনরাবৃত্তি করল ম্যাথিয়াস। 'আমি একা।'

'থ্যাঙ্কস,' ওর সামনে দাঁড়ানো ছেলেটা বলল। যে ক্যান্টিন টেবিলটায় তখন পর্যন্ত ম্যাথিয়াস ছাড়া আর কেউ ছিল না, সেই টেবিলটায় তার ট্রে রাখল ছেলেটা। ক্যান্টিনের বাইরে, বার্গেনে মেডিসিনের স্টুডেন্টদের স্বাগত জানাচ্ছে বৃষ্টি, ছন্দোময় বৃষ্টিটা বসন্ত পর্যন্ত থাকবে।

'তুমিও মেডিসিনের ছাত্র?' ছেলেটা জিজ্ঞেশ করল। ছেলেটাকে ছুরি দিয়ে ওয়ায়েনার স্কিনিটযেল ব্র্যান্ডের ফাস্ট ফুড কাটতে দেখল ম্যাথিয়াস।

ও মাথা নাড়ল।

'তোমার উচ্চারণ অস্টল্যান্ডের মতো,' ছেলেটা বলল। 'অসলোতে সুযোগ পাওনি?'

'অসলোতে যেতে চাইনি,' ম্যাথিয়াস বলল।

'কেন চাওনি?'

'সেখানে কাউকে চিনি না।'

'তাহলে এখানে কাকে চেন তুমি?'

'কাউকে না।'

'আমিও এখানকার কাউকেই চিনি না। তোমার নাম কী?'

'ম্যাথিয়াস। লান্ড-হেলগেসেন। আর তুমি?'

'ইডার ভেটলেসেন। তুমি কি উলরিকেন মাউন্টেনে চড়েছ?'

'না।'

BanglaBook.org

কিন্তু ম্যাথিয়াস উলরিকেনের চূড়ায় উঠেছে। আর ফ্লয়েন এবং স্যান্ডভিক্সজেলেটের চূড়ায় উঠেছে। ও ফিস্কেটরগেটের, টরগ্যালমেনিনজেন-এর চাপা সরু গলিতে গলিতে গেছে। টরগ্যালমেনিনজেন হচ্ছে মেইন স্কোয়ার। অ্যাকুরিয়ামে পেঙ্গুইন আর সীল দেখেছে। ওয়েসেলস্টুয়েন-এ উদ্দামভাবে বিয়ার খেয়েছে। গ্যারেজ-এ অতিমূল্যায়িত একটি নতুন ব্যান্ডের গান শুনেছে। ব্র্যান স্টেডিয়ামে এসকে ব্র্যানকে একটা ফুটবল ম্যাচ হারতে দেখেছে। ম্যাথিয়াস সেসবই করার সময় পেয়েছে, যেসব তোমার করা উচিত ছাত্রবন্ধুদের সঙ্গে। একা।

ও আবারও ইডার ভেটলেসেনের সঙ্গে এসব জায়গায় ঘুরেছে এবং ভান করেছে যে, এবারই প্রথম এসেছে।

ম্যাথিয়াস শীঘ্রীই আবিষ্কার করল, ইডার হচ্ছে এক সামাজিক সাকারফিশ। এবং এই সাকারফিশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেকে সব কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে আবিষ্কার করল ম্যাথিয়াস।

'তুমি মেডিসিন বেছে নিলে কেন?' প্রথাগত বার্গেনসিয়ান নামের একজন ছাত্রের এক ফ্ল্যাটে প্রি-বল ওয়ার্ম-আপের সময় ম্যাথিয়াসকে জিজ্ঞেশ করল ইডার। সেটা ছিল মেডিকেল স্টুডেন্টদের বার্ষিক শরৎকালীন বল-এর সন্ধ্যা। কালো পোশাক পরা দু'জন মেয়েকে নিমন্ত্রণ করেছিল ইডার। ওরা দু'জন কী বলছে সেটা শোনার জন্য মেয়ে দুটো সামনে ঝুঁকে আছে।

'জগৎটাকে ভালো জায়গা বানানোর জন্য,' কুসুমগরম হানসা বিয়ারে চুমুক দিয়ে বলল ম্যাথিয়াস। 'তুমি কেন বেছে নিলে?'

'অর্থ রোজগারের জন্য, সোজা হিসাব,' ইডার বলল, মেয়েদের দিকে চোখ পিটপিট করে তাকাল সে।

মেয়েদের একজন ম্যাথিয়াসের পাশে বসল।

'তোমার রক্তদাতার ব্যাজ আছে,' মেয়েটা বলল। 'তোমার রক্তের গ্রুপ কী?'

'বি নেগেটিভ। তাহলে কী করবে তুমি?'

'সে নিয়ে কথা না বলি। বি নেগেটিভ? সেটা কি অত্যন্ত দুর্লভ গ্রুপের রক্ত নয়?'

'হ্যাঁ। তুমি জানলে কী করে?'

'আমি নার্স হিসেবে প্রশিক্ষণ নিচ্ছি।'

'ঠিক,' ম্যাথিয়াস বলল। 'কোন ইয়ার?'

'থার্ড ইয়ার।'

BanglaBook.org

'তুমি কি ভেবে দেখেছ, তুমি কী করতে যাচ্ছ বিশেষ–?'

'সে নিয়ে কথা না বলি,' মেয়েটা বলল এবং একটা উষ্ণ ছোট্ট হাত ওর উরুর ওপর রাখল।

পাঁচ ঘণ্টা বাদে মেয়েটা বিছানায় ওর নিচে নগ্ন হয়ে শুয়ে একই বাক্যের পুনরাবৃত্তি করল।

'সেটা আমার সঙ্গে এর আগে কখনোই ঘটেনি,' ও বলল।

ওর দিকে তাকিয়ে সে হাসল, ওর গালে টোকা মারল। 'সুতরাং আমার কোনো ত্রুটি নেই তাহলে?'

'কী?' ও তোতলাতে তোতলাতে বলল। 'না।'

সে হাসল। 'আমার মনে হয়, তুমি মিষ্টি। তুমি চমৎকার এবং চিন্তাশীল। বাই দ্যা ওয়ে, এখানে কী হয়েছে?'

ওর বুকে চিমটি কাটল সে।

ম্যাথিয়াস অনুভব করল, অন্ধকারময় কিছু একটা নেমে এলো। কদর্য এবং অন্ধকারময় এবং চমৎকার কিছু একটা।

'এভাবেই আমার জন্ম হয়েছে,' ও বলল।

'এটা কি কোনো রোগ?'

'রেনৌড'স ফেনোমেনন আর স্কেলেরোডের্মার সঙ্গে সঙ্গে এটা হয়।'

'কী?'

'একটা বংশগত রোগ যা শরীরের কানেকটিভ টিস্যুকে পুরু করে তোলে।'

'এটা কি বিপজ্জনক?' ওর বুকে সে সতর্কভাবে আঙুল দিয়ে টোকা দিল।

ম্যাথিয়াস হাসল এবং লিঙ্গোত্থানের প্রাথমিক পর্যায়টা অনুভব করল। 'রেনৌড'স ফেনোমেনন-এর অর্থ হচ্ছে, কেবল তোমার পায়ের বুড়ো আঙুল আর হাতের আঙুল শীতল আর সাদা হয়ে যায়। স্কেলেরোডের্মা আরও খারাপ...'

'ও?'

'পুরু কানেকটিভ টিস্যু ত্বককে আঁটোসাটো করে তোলে। সবকিছু মসৃণ হয় এবং বলিরেখা অদৃশ্য হয়ে যায়।'

'সেটা কি ভালো নয়?'

মেয়েটার হাত যে দক্ষিণ দিকটা হাতড়াচ্ছে সে বিষয়ে ও সচেতন। 'আঁটোসাটো ত্বক মুখের অভিব্যক্তি আড়াল করতে শুরু করে, কম অভিব্যক্তিই

BanglaBook.org

অবশিষ্ট থাকে তোমার। এটা হচ্ছে তোমার মুখকে মুখোশের মতো শক্ত করার মতো।'

উষ্ণ ছোট্ট হাতটা ওর শিশ্নের ওপর চেপে বসল।

'তোমার হাত এবং, এক সময়, তোমার বাহু বেঁকে যায় এবং তুমি হাত দুটোকে সোজা করতে পারো না। শেষে তুমি সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো, নড়াচড়া করতে একেবারেই অক্ষম, যেনবা তুমি তোমার নিজের ত্বক দিয়েই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গেছ।'

সে দম আটকে ফিসফিস করল: 'একটা নৃশংস মৃত্যুর মতো শোনাচ্ছে।'

'সবচেয়ে ভালো পরামর্শ হচ্ছে, ব্যথাটা তোমাকে পাগল করে তোলার আগেই আত্মহত্যা করা। তুমি কি বিছানার এক প্রান্তে এসে শোবে? আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেক্স করতে চাই।'

'এ কারণে তুমি মেডিসিন পড়ছ, তাই না।' সে বলল। 'আরও বেশি কিছু খুঁজে পাওয়ার জন্য। এ নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য একটা পথ খুঁজে পাওয়ার জন্য।'

'আমি যা চাই,' বিছানা থেকে উঠে বিছানার প্রান্তে দাঁড়িয়ে বলল ও, শূন্যে ওর উত্থিত শিশ্ন লাফাচ্ছে, '...মরার সময় কোনটা, সেটা খুঁজে দেখতে।'

সদ্য পাশ করা ড. ম্যাথিয়াস লান্ড-হেলগেসেন বার্গেন'স হকেল্যান্ড হসপিটালের নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টের জনপ্রিয় একজন মানুষ। সহকর্মী এবং রোগী সবাইই ওকে দক্ষ আর চিন্তাশীল বলে। আর ভালো শ্রোতা হিসেবেও কম নয় ও। কথা শোনা হচ্ছে অনেক বড় সাহায্য, যেহেতু ও প্রায়ই বিভিন্ন রকমের উপসর্গের রোগী পায়, সাধারণত বংশগত রোগের এবং প্রায়ই আরোগ্য হওয়ার খুব বেশি আশা থাকে না, কেবল কিছু স্বস্তি। আর যখন দুর্লভ ক্ষেত্রে তারা রোগীদেরকে দেখত যে স্কেলেরোডের্মায় মারাত্মকভাবে ভুগছে তবে তারা সবসময়ই রোগীদেরকে বন্ধুবৎসল তরুণ চিকীৎসকের কাছে রেফার করত, যে তরুণকে ইমিউনলজিতে বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিবেচনা করা শুরু হয়েছে। লায়লা আসেন আর তার স্বামী যখন তাদের মেয়েকে নিয়ে ম্যাথিয়াসের কাছে এল তখন সবে শরৎ কাল শুরু হয়েছে। মেয়েটার অস্থিসন্ধি শক্ত হয়ে গেছে এবং মেয়েটা ব্যথা পাচ্ছে; ম্যাথিয়াসের প্রথম ভাবনা ছিল যে, এটা বেখতেরেভ'স ডিজিজ হতে পারে। লায়লা আসেন আর তার স্বামী দু'জনই নিশ্চিত করল যে, তাদের পরিবারে বাতজ্বরের অসুখ ছিল, কাজেই ম্যাথিয়াস তাদের আর তার মেয়ের

BanglaBook.org

রক্তের নমুনা সংগ্রহ করল।

রক্ত পরীক্ষার ফল যখন এলো ম্যাথিয়াস তখন নিজের ডেস্কে বসে ছিল। রেজাল্টটা তিন বার পড়ল ও। আর একই কদর্য এবং অন্ধকারময় এবং চমৎকার অনুভূতি আবার ওর দেহে তরঙ্গের মতো বয়ে গেল। টেস্টটা নেগেটিভ। চিকীৎসার দুটো দৃষ্টিকোণ থেকেই, বেখতেরেভ'স ডিজিজকে ব্যথার কারণ হিসেবে বাতিল করতে পারে, আর অনেক বেশি জনপ্রিয় দৃষ্টিকোণ থেকে, মি. আসেন মেয়েটার বাবা হিসেবে বাতিল হয়ে যেতে পারে। আর ম্যাথিয়াস জানে, লোকটা জানে না। তবে মহিলাটা জানে; লায়লা আসেন জানে। ও যখন তিনজনেরই রক্তের নমুনা নেওয়ার কথা বলেছিল তখন মহিলাটার মুখ কেঁপে উঠতে দেখেছে। লায়লা কি এখনো অন্য পুরুষদের সঙ্গে সেক্স করছে? সেই পুরুষটা দেখতে কেমন? সেই পুরুষটা কি বড় উঠোনযুক্ত বিচ্ছিন্ন এক বাড়িতে থাকে? সেই পুরুষের গোপন কোনো ত্রুটি রয়েছে? আর কীভাবে এবং কখন বাচ্চা মেয়েটা সন্ধান পাবে যে, সে তার সারাজীবনে এই মিথ্যুক বেশ্যার মাধ্যমে প্রতারিত হয়েছে, সে যা নয় তাকে সেটাই বলে বেশ্যাটা বিশ্বাস করিয়েছে?

ম্যাথিয়াস নিচে তাকিয়ে বুঝল ও পানির গ্লাসটা ফেলে দিয়েছে। একটা বড় ভেজা দাগ ওর উরুসন্ধি জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে, এবং অনুভব করল শীতলতাটা ওর পাকস্থলী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে এবং ওর মাথার দিকে উঠছে।

ও লায়লা আসেনকে ফোন করে রেজাল্টটা জানাল। মেডিকেল রেজাল্ট। ওকে লায়লা ধন্যবাদ জানাল, স্বস্তি প্রকাশ করল, ওরা কথা শেষে ফোন রেখে দিল। ম্যাথিয়াস ফোনটার দিকে দীর্ঘ সময় ধরে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ঈশ্বর, মহিলাটাকে ও কতটা ঘৃণা করে। সেই রাতে ও পড়াশোনা শেষে ওর বেডরুম কাম কিচেন রুমের যে সরু তোশক ছিল সেখানে নির্ঘুম শুয়ে রইল। পড়বার চেষ্টা করল, কিন্তু ওর চোখের সামনে অক্ষরগুলো নাচতে শুরু করল। হস্তমৈথুন করার চেষ্টা করল। ওর মাস্টারবেশনের রীতি অনুযায়ী এতে ও যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং এরপর ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু হস্তমৈথুনে মন দিতে পারল না। ও পায়ের বুড়ো আঙুলে, যে আঙুলটা আবার পুরোপুরি সাদা হয়ে গিয়েছিল, একটা সুই ফোঁটাল। কেবল এটা দেখার জন্য সুই ফোঁটাল যে, ওর কোনো অনুভূতি আছে কিনা! শেষে ও লেপের নিচে কুন্ডলী পাঁকিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত কাঁদল যতক্ষণ না রাতের আকাশকে ভোরের আলো ধূসর রঙে রাঙিয়ে তুলল।

BanglaBook.org

জেনারেল নিউরোলজিক্যাল অনেক চিকীৎসার দায়িত্বও ছিল ম্যাথিয়াসের। এই রোগীদের একজন ছিল বার্গেন পুলিশ স্টেশনের একজন অফিসার। পরীক্ষা-

নিরীক্ষার পর মধ্যবয়সী পুলিশ উঠে দাঁড়িয়ে পোশাক পরল। শরীরের গন্ধ আর মদের ঘ্রাণযুক্ত নিঃশ্বাসের মিশেল গন্ধটা অসাড় করে তোলার মতো।

'কী অবস্থা?' পুলিশটা গর্জন করল যেনবা ম্যাথিয়াস তার অধীনস্তদের কেউ।

'স্নায়ুরোগের প্রথম ধাপ,' জবাব দিল ম্যাথিয়াস। 'আপনার পায়ের নিচের স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। সেখানে অনুভূতি কম।'

'তুমি কি মনে কর যে, এ কারণেই আমি এক পাঁড় মাতলের মতো হাঁটতে শুরু করেছি?'

'আপনি কি পাঁড়া মাতাল, র‍্যাফতো?'

পুলিশটা তার শার্টের বোতাম লাগানো থামিয়ে আকস্মিকভাবে এক ঝটকায় মুখ তুলল, থার্মোমিটারে চড়চড় করে পারদ ওপরে ওঠার মতো।

'তুমি কী বললে হে ছোকড়া, তুমি কি নাক দিয়ে দুধ গলে পড়া বাচ্চা?'

'সাধারণত মাত্রাতিরিক্ত অ্যালকোহলের কারণে পলিনিউরোপ্যাথি হয়। আপনি যদি মদ্যপান চালিয়ে যান তবে আপনার মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। করসাকফ-এর কথা শুনেছেন, র‍্যাফতো? শোনেননি? আশা করি কখনো যেন না শোনেন, কারণ আপনি যদি তার নাম শোনেন তবে সাধারণত সেটা শোনা হয় তার নামের নামে থাকা অত্যন্ত অপ্রীতিকর এক সিনড্রোমে কেউ আক্রান্ত হলে। যখন আপনি আয়না দেখেন এবং নিজেকে জিজ্ঞেশ করেন যে, আপনি পাঁড় মাতাল কিনা, জানি না কী উত্তর আপনি দেন, তবে আমি পরামর্শ দেব পরেরবার আপনি বাড়তি একটা প্রশ্ন করবেন: আমি কি এখন মরেতে চাই নাকি আরও কিছু সময় চাই?'

চিকীৎসকের পোশাকের ভেতরের তরুণকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখল গার্ট র‍্যাফতো। তারপর সে মনে মনে গালি দিল, হেঁটে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরাম করে দরজা বন্ধ করল।

চার সপ্তাহ পর র‍্যাফতো ফোন করল। ম্যাথিয়াস তাকে তার বাসায় দেখতে যেতে পারবে কিনা সেটা জিজ্ঞেশ করল।

'আগামী কাল আসব,' ম্যাথিয়াস বলল।

'পারব না। জরুরি।'

'তাহলে আপনিই এঅ্যান্ডই'তে চলে আসুন।'

'আমার কথা শোনো, লান্ড-হেলগেসেন। আমি তিন দিন ধরে বিছানায় আছি, নড়াচড়া করতে পারছি না। তুমিই একমাত্র ব্যক্তি যে আমাকে সোজাসুজি জিজ্ঞেশ করেছে, আমি পাঁড় মাতাল কিনা। হ্যাঁ, আমি পাঁড় মাতাল। এবং না,

BanglaBook.org

আমি মরতে চাই না। এখন পর্যন্ত না।'

গার্ট র‍্যাফতোর ফ্ল্যাট আবর্জনা, শূন্য বিয়ারের বোতল আর তার তীব্র কটু গন্ধে ভরে গেছে। তবে না খাওয়া খাবারের গন্ধ নয়, কারণ ঘরটাতে কোনো খাবার নেই।

'এটা একটা বি১ ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট,' আলোর দিকে সিরিঞ্জটা ধরে বলল ম্যাথিয়াস। 'এটা দিলে তুমি পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারবে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ,' গার্ট র‍্যাফতো বলল। পাঁচ মিনিট পর সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ফ্ল্যাট জুড়ে হাঁটাহাঁটি করল ম্যাথিয়াস। ডেস্কের ওপর রাখা একটা ছবিতে র‍্যাফতোর কাঁধে কালো চুলের একটা মেয়ে। ডেস্কের উপরের দেয়ালে যেসব ছবি ঝোলানো সেসব নিশ্চয় খুনের ছবি হবে। অনেক ছবি। সেগুলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ম্যাথিয়াস। গোটা দুয়েক ছবি নামিয়ে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখল। বাপ্‌সরে, কত এলোমেলো ছিল তারা, খুনিরা। বিশেষকরে মৃতদেহের ওপর তীক্ষ্ণ আর ভোতা যন্ত্রের আঘাতে সৃষ্ট ক্ষতে তাদের অদক্ষতা প্রকাশ পায়। ও ড্রয়ার খুলে আরও ছবি খুঁজল। ড্রয়ারে রিপোর্ট, নোট আর কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র পেল: আংটি, মেয়েদের ঘড়ি, গলার হার। এবং পত্রিকার কাটিং। পত্রিকাগুলো পড়ল ও। রিপোর্টে গার্ট র‍্যাফতোর নাম। খুনিদের বোকামি এবং খুনিদেরকে কীভাবে ধরেছে তা নিয়ে সে প্রেস কনফারেন্সে যা বলেছে রিপোর্টে তা উদ্ধৃতিসহকারে ছাপা হয়েছে। কারণ এটা স্পষ্ট যে, সে তাদেরকে ধরেছে, প্রতিটা খুনিকে।

ছয় ঘণ্টা পর, গার্ট র‍্যাফতো যখন ঘুম থেকে জেগে উঠল, ম্যাথিয়াস তখনও সেখানে আছে। ও কোলের ওপর দুটো খুনের রিপোর্ট নিয়ে বিছানার পাশে বসে রয়েছে।

'আমাকে বল যে,' ম্যাথিয়াস বলল। 'যদি তুমি ধরা পড়তে না চাও তাহলে তুমি কীভাবে খুন করবে?'

'আমার রাস্তা এড়িয়ে চল,' র‍্যাফতো বলল, কিছু একটা পান করার জন্য চারদিকে তাকাল। 'গোয়েন্দাটা যদি ভালো হয়, আর যাই হোক তোমার কোনো আশা নেই।'

'আর তারপরও আমি যদি একজন ভালো গোয়েন্দার রাস্তায় থেকেই খুন করতে চাই?'

'তাহলে আমি খুন করার আগে গোয়েন্দাটাকে বিভ্রান্ত করব,' গার্ট র‍্যাফতো বলল। 'আর তারপর, খুনের পর, আমি গোয়েন্দাটাকেও খুন করব।'

'অদ্ভুত,' ম্যাথিয়াস বলল। 'আমি ঠিক এমনটাই চিন্তা করেছি।'

BanglaBook.org

এর পরের সপ্তাহগুলোতে ম্যাথিয়াস বেশ কয়েকবার গার্ট র‍্যাফতোকে তার বাসায় দেখতে গেল। র‍্যাফতো দ্রুতই আরোগ্য হলো। ওরা প্রায়ই দীর্ঘ সময় ধরে অসুস্থতা, লাইফস্টাইল আর মৃত্যু নিয়ে কথা বলত। আর পৃথিবীতে গার্ট র‍্যাফতো কেবল দুটো জিনিশ ভালোবাসেঃ তার মেয়ে ক্যাটরিনকে যে কিনা অচিন্ত্যনীয়ভাবে তার ভালোবাসা ফিরিয়ে দিয়েছে, এবং ফিনয়-এর ছোট্ট কেবিনটাকে যেটা হচ্ছে একমাত্র জায়গা যেখানে সে নিশ্চিত শান্তি খুঁজে পায়। ওরা অবশ্য বেশিরভাগ সময়ই গার্ট র‍্যাফতোর সমাধান করা হত্যা মামলা নিয়ে কথা বলেছে। তার বিজয় সম্পর্কে। এবং ম্যাথিয়াস তাকে উৎসাহ দিয়েছে, তাকে বলেছে, অ্যালকোহলের বিরুদ্ধে তার লড়াই জয়ী হবে, সে যেহেতু মদের বোতল ছেড়ে দিয়েছে সে কারণে সে নতুন বিজয় উদযাপন করতে পারে।

আর বার্গেনে শরতের শেষভাগটা আরও ছোট দিন এবং আরও দীর্ঘ বৃষ্টি নিয়ে এলো। ম্যাথিয়াস ওর পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলেছে।

এক সকালে লায়লা আসেনের বাসায় ও ফোন দিল।

ও নিজের নাম বলল এবং যখন এই দেখা করার কারণটা ব্যাখ্যা করল তখন সে নীরবে শুনল। লায়লার মেয়ের রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে নতুন জিনিশ পাওয়া গেছে এবং ও এখন জানে যে, বাস্তিয়ান আসেন বাচ্চাটার প্রকৃত বাবা নয়। ওকে আসল বাবার রক্তের নমুনা দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রয়োজনের অর্থ হবে, মেয়েটা আর বাস্তিয়ান সম্পর্কটা জেনে যাবে। লায়লা কি এতে সম্মতি দেবে?

ম্যাথিয়াস অপেক্ষা করল, বিষয়টাকে গভীরে যেতে দিল।

তারপর ও বলল, সে যদি মনে করে বিষয়টা গোপন রাখা জরুরি, তাহলে ও সাহায্য করতে চায়, তবে বিষয়টা হতে হবে 'অব দ্যা রেকর্ডে'।

'অব দ্যা রেকর্ড?' বেদনাহত মানুষের মতো উদাসীনভাবে বলল লায়লা।

'একজন চিকীৎসক হিসেবে রোগীর সরল বিশ্বাসে দেওয়া ভাষ্য রক্ষার প্রশ্নে আমি নৈতিক নিয়ম মানতে বাধ্য, এক্ষেত্রে, আপনার মেয়ের বিষয়টা। তবে আমি উপসর্গগুলো নিয়ে গবেষণা করছি, আর সেই কারণেই আমি বিশেষভাবে আপনার মেয়ের কেইসটা দেখতে আগ্রহী। যদি, সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে, আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন আজ বিকেলে...'

'হ্যাঁ,' কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল সে। 'হ্যাঁ, প্লিজ।'

'গুড। দিনের শেষ কেবল কারটায় চড়ে উলরেকিনের চূড়ায় চলে আসবেন। সেখানে আমাদেরকে কেউই বিরক্ত করবে না। আমরা আমরা সেখান থেকে

BanglaBook.org

হেঁটে হেঁটে ফিরে আসতে পারব। আশা করি, আমি যে ঝুঁকি নিচ্ছি সেটা আপনি বুঝবেন, আর দয়া করে এই সাক্ষাতের কথা কারও কাছেই বলবেন না।'

'অবশ্যই না! আমাকে বিশ্বাস করুন।'

সে ফোনটা রেখে দেওয়ার পরও কানে রিসিভার ধরে আছে ও। ধূসর প্লাস্টিকের কাছে ঠোঁট নিয়ে ফিস ফিস করে বলল: 'আর তোকে কেউ বিশ্বাস করবেইবা কেন, খুদে বেশ্যা?'

কেবল যখন তুষারের ওপর শোয়া লায়লার গলায় ছোট্ট শল্য-ছুরিটা ধরা হলো, তখন লায়লা আসেন স্বীকার করল, তার এক বন্ধুকে সে বলেছে যে, ওর সঙ্গে দেখা হবে। এর কারণ, মূলত ওদের একটা ডিনারে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। তবে সে কেবল ম্যাথিয়াসের নামের প্রথম অংশটাই বলেছে, তারা কেন দেখা করছে সেটা বলেনি।

'তাকে এতটুকুইবা বললি কেন?'

'ঠাট্টা করার জন্য,' আর্তনাদ করল লায়লা। 'সে খুব কৌতূহলী।'

ও পাতলা স্টিলটা তার ত্বকের ওপর জোরে চাপ দিল এবং লায়লা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তার বন্ধুর নাম আর ঠিকানা বলল। তারপর সে আর কিছুই বলেনি।

যখন, দু'দিন পর, লায়লা আসেনের খুন এবং অনি হেটল্যান্ডের নিখোঁজ এবং গার্ট র‍্যাফতো সম্পর্কে পত্রিকায় পড়ছে ম্যাথিয়াস, তখন ওর মিশ্র অনুভূতি হলো। সবকিছুর আগে, লায়লা আসেনের খুনে ও অখুশী হলো। ও যেমনটা পরিকল্পনা করেছিল, তেমনভাবে হয়নি খুনটা; ভয় আর আতঙ্কের প্রবল উত্তেজনায় ও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল। সে কারণে খুব বেশি তালগোল পাকিয়ে গেছে, অনেক বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হয়েছে, এত বেশি যে র‍্যাফতোর ফ্ল্যাটের ছবিগুলোর কথা মনে পড়ে গিয়েছিল ওর। আর প্রতিশোধ নেওয়ার আনন্দ উপভোগের, এটা বিচার করার সময় ছিল খুবই কম।

অনি হেটল্যান্ডের খুন আরও বেশি খারাপ হলো, বিপর্যয়ের কাছাকাছি। মহিলার দরজার কলিংবেল চাপতে গিয়ে ও দু'বার সাহস হারিয়ে ফেলেছিল, এবং সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। তৃতীয়বারে বুঝতে পারল, ও অনেক দেরি করে ফেলেছে। কেউ একজন অলরেডি অনি'র দরজার কলিংবেল চাপছে। গার্ট র‍্যাফতো। সেখান থেকে র‍্যাফতো চলে যাবার পর ও কলিংবেল চেপে নিজেকে র‍্যাফতোর সহকারী হিসেবে পরিচয় দিয়ে ভেতরে ঢুকল। তবে অনি বলেছিল, সে র‍্যাফতোকে যা বলেছে তা ওকে বলবে না। সে ওয়াদা করেছে, বিষয়টা

তাদের দু'জনের মধ্যে কঠোরভাবে গোপন থাকবে। কেবল যখন তার হাতে ও ছোট্ট শল্য-ছুরি দিয়ে পোচ দিল, তখন সে কথা বলল।

সে যা বলল তা থেকে ম্যাথিয়াস বুঝল যে, র‍্যাফতো খুনের রহস্যটা নিজের আয়ত্তে রেখে সামাধান করতে চায়। পুলিশটা তার সুনাম পুনর্নির্মাণ করতে চায়, বেকুব কোথাকার।

অবশ্য, অনি হেটল্যান্ডের খুনে কোনো ঝামেলা হয়নি। খুব সামান্য আওয়াজ, খুবই সামান্য রক্তপাত। আর গোছলখানার ভেতর তার মৃতদেহ খুবই দক্ষতা এবং দ্রুততার সঙ্গে কেটে কেটে টুকরো করা হয়েছে। মৃতদেহের সব অংশ প্লাস্টিকে ঢুকিয়ে রুকস্যাক ব্যাগ এবং একটা সাধারণ ব্যাগে ভরল। ব্যাগগুলো ও সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছিল। র‍্যাফতোর চিকীৎসার সময় ম্যাথিয়াসকে সে বলেছিল, মার্ডার কেইসের বেলায় পুলিশ প্রথম যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে আশপাশের এলাকায় কোনো গাড়ি এবং রেজিস্টার্ড ট্যাক্সি ছিল কিনা সেটা খুঁজে দেখে। কাজেই ও পুরোটা পথ হেঁটে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরল।

গার্ট র‍্যাফতোর নির্দেশনা অনুযায়ী নিখুঁত খুনের শেষ যে অংশটা বাকি আছে: গোয়েন্দাটাকেই খুন কর।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, তিন খুনের মধ্যে এই খুনটাই ছিল সেরা। আশ্চর্যের কারণ, র‍্যাফতোর জন্য ম্যাথিয়াসের কোনো অনুভূতিই ছিল না, লায়লা আসেনের বেলায় যে ঘৃণা অনুভব করেছে তার কিছুই ছিল না এই খুনে। একটা খুন কীভাবে সম্পন্ন করা উচিত সে সম্পর্কে ওর যে ধারণা ছিল, মনে মনে ও যে নান্দনিক ছবি এঁকেছিল, এই খুনটা প্রথমবারে মতো ওকে সেই ধারণার কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল। সর্বোপরি খুনটায় ও তেমন নৃশংসতা আর মর্মঘাতি ছিল যেমনটা ও প্রত্যাশা করেছিল। জনমানুষশূন্য দ্বীপের চারদিকে র‍্যাফতোর সেই ভয়ার্ত চীৎকার ও এখনো শুনতে পায়। আর সবকিছুর ওপরে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে: র‍্যাফতোকে খুন করে ফেরার পথে ও আবিষ্কার করল যে, ওর পায়ের আঙুল আর সাদা এবং অনুভূতিহীন নেই। বিষয়টা এমন ছিল যেনবা ওর হাত-পা ক্রমান্বয়ে শীতল হওয়ার প্রক্রিয়াটা এক মুহূর্তের জন্য থেমে গেছে, যেনবা ও গলে যাচ্ছে।

চার বছর পর, ম্যাথিয়াস আরও চারজন নারীকে খুন করার পর, এবং ও দেখতে পেত যে সব খুনই ওর মায়ের খুনকে পুনর্নির্মাণের চেষ্টা, ও উপসংহারে পৌঁছাল যে ও পাগল।

BanglaBook.org

অথবা, আরও ঠিকভাবে বললে, সিদ্ধান্তে পৌঁছাল যে ও মারাত্মক পার্সনালিটি ডিজঅর্ডারে ভুগছে। ও যত বিশেষজ্ঞের রচনা পড়েছে তাতে নিশ্চিতকরে এটাকেই ইঙ্গিত করে। খুনের আচার-অনুষ্ঠান করার প্রকৃতি, বছরের প্রথম তুষার পড়ার দিন হত্যা করা, একটা তুষারমানব তৈরি করা। আর ওর স্যাডিজমও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

তবে এই জ্ঞান ওকে এসব হত্যা চালিয়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে পারেনি। কারণ সময় সংক্ষিপ্ত; ক্রমান্বয়ে তীব্র থেকে তীব্র আকারে বাড়ার লক্ষণ নিয়ে রেনৌড'স ফেনামেনান ইতোমধ্যে ওর ভেতর হাজির হয়েছে। এবং ওর এও মনে হলো, ও স্কেলেরোডার্মার প্রথম উপসর্গ ধরতে পারবে: মুখের এক ধরনের কাঠিন্য যা অবশেষে ওর নাককে খাড়া করে তুলবে এবং মুখকে মাছের মুখের মতো কুঞ্চিত করবে, যেটার সবচেয়ে নিকৃষ্টতর কষ্ট শেষ পর্যন্ত এক বোঝার নামান্তর।

ইমিউনলজি এবং ব্রেইনের ওয়াটার চ্যানেল নিয়ে কাজ চালিয়ে নেবার জন্য ও অসলোতে চলে এলো। কারণ গস্টাড-এর অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে এ সংক্রান্ত গবেষণাকেন্দ্র। গবেষণার পাশাপাশি ও মেরিয়েনলিস্ট ক্লিনিকে কাজ করতো। ক্লিনিকে ইডার কাজ করত, সে-ই ওকে ক্লিনিকে নেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করেছিল। ম্যাথিয়াস যেহেতু কোনোভাবেই রাতে ঘুমাতে পারতো না, সেহেতু ও এঅ্যান্ডই'তে রাতের শিফটে কাজ করত।

শিকার খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন ছিল না। প্রাথমিকভাবে রোগীর রক্তের নমুনা দিয়েই শিকার খুঁজে নেওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রেই রক্ত পরীক্ষা করে পিতৃত্ব বের করা হয়। আর তার ওপর ইনস্টিটিউট অব ফরেনসিক মেডিসিনের প্যাটার্নেটি ইউনিটের ডিএনএ টেস্ট তো রয়েছেই। ইডার, যার যোগ্যতা কিনা একেবারেই সীমিত, এমনকি একজন সাধারণ চিকীৎসাজীবীর জন্যও লুকিয়ে লুকিয়ে সবধরনের বংশগত রোগ ও উপসর্গ সম্পর্কে ওর পরামর্শ নিত। আর, রোগী যদি হতো তরুণ, ম্যাথিয়াসের পরামর্শ হতো ব্যতিক্রমহীনভাবে একইরকম।

'প্রথম কনসালটেশনে বাবা-মা দু'জনকেই ডাকো, দু'জনেরই মুখের লালা নাও। বল যে, এটা কেবলই ব্যাকটেরিয়াল পরীক্ষা করার জন্য এবং সেই নমুনা প্যাটার্নেটি ইউনিটে পাঠিয়ে দাও যাতেকরে আমরা অন্তত জানতে পারি যে, আমরা একদম সঠিক গোড়া থেকেই কাজ করছি।'

আর ইডার, বেকুব, ও যেমনটা বলত তেমনটাই করত। যার অর্থ হচ্ছে, সন্তানসহ যেসব মহিলা একটা ফলস পতাকার নিচে আছে তাদের নিয়ে শীঘ্রীই ম্যাথিয়াসের বলতে গেলে একটা ফাইলই হয়ে গেল। আর সব থেকে ভালো

BanglaBook.org

বিষয় হচ্ছে, এসব মহিলার সঙ্গে ওর কোনো যোগসূত্রই নেই, যেহেতু মুখের লালা টেস্ট করা হয় ইডারের নামে।

তাদেরকে লোভ দেখিয়ে ফাঁদে ফেলার কৌশল সেই একইরকম– যেমনটা লায়লা আসেনের ক্ষেত্রে সফল হয়েছিল। একটা টেলিফোন কল এবং যে কারও অজানা এক গোপন স্থানে দেখা করার আয়োজন। কেবল একবার এমন ঘটল যে, টার্গেট করা মহিলাটা ফোনে কান্নায় ভেঙে পড়ল এবং স্বামীর কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলল। আর সেই ঘটনাটা শেষ হয়েছিল পরিবারের ভাঙনের মধ্যদিয়ে, যাইহোক সে কারণে সেই মহিলা নিজেকে কেবল পরিত্যাক্ত হিসেবেই আবিষ্কার করল।

দীর্ঘ সময় ধরে ম্যাথিয়াস ভেবে দেখেছে, বর্ধিত দক্ষতার সাথে মৃতদেহগুলোকে ও কীভাবে সরিয়ে ফেলতে পারে। যে কোনো মূল্যে, এটা পরিষ্কার যে অনি হেটেল্যান্ডের বেলায় ও যে পদ্ধতি ব্যাবহার করেছিল সেটা দীর্ঘ মেয়াদে টিকবে না। ও ওর বসা কাম শোয়ার ঘরের বাথরুমে হাইড্রোলিক এসিড দিয়ে মৃতদেহকে টুকরো টুকরো করেছে। কাজটা ঝুঁকিপূর্ণ, শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া, শরীরের জন্য ক্ষতিকর, আর এতে সময় লাগে প্রায় তিন সপ্তাহ। ও যখন এ সমস্যা সমাধানের সুযোগ পেল তখন খুশী হলো। অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্টের মৃতদেহ সংরক্ষণের ট্যাঙ্ক। এটা ততটাই চমৎকার যতটা সহজসাধ্য। ঠিক কেটে ফেলবার ফাঁস-এর মতো।

একটা অ্যানাটমি জার্নালে ও কেটে ফেলবার ফাঁস সম্পর্কে পড়েছিল। জার্নালে একজন ফরাসি অ্যানাটমিস্ট পশুচিকীৎসা সংশ্লিষ্ট এই যন্ত্র সেসব মৃতদেহে ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন যেসব মৃতদেহ পঁচতে শুরু করেছে। কারণ এ ধরনের ফাঁস নমনীয়ভাবে কাটে, যেমন নির্ভুল দক্ষতায় হাড় কাটে, তেমন নির্ভুল দক্ষতায় টিস্যু পোড়ায়। এটা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের মতো কোনো বিপদ না ঘটিয়েই একাধিক মৃতদেহে ব্যবহার করা যায়। ম্যাথিয়াস স্পষ্টতই বুঝতে পেরেছিল যে এই ফাঁস দিয়ে ওর শিকারকে কাটলে সেই মৃতদেহ পরিবহন করা একদম সহজ হয়ে যাবে। ফলে ও এই যন্ত্রের উৎপাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করল, রৌয়েন-এ উড়ে গেল। উত্তর ফ্রান্সের চুনকাম করা এক গোশালায় কুয়াশাচ্ছন্ন এক সকালে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে যন্ত্রটা ওকে দেখানো হলো। ফাঁসটার মসৃণ হাতলের আকার– এবং আনুমানিক আকার– একটা কলার মতো। হাতলটায় ধাতব ঢাল সংযুক্ত যাতে

BanglaBook.org

ব্যাবহারকারীর হাত পুড়ে না যায়। তারটা বড়শির সুতার মতো পুরু, এর দুই প্রান্তই লাগানো আছে কলার মতো দেখতে একটা হাতলের সঙ্গে। হাতলের একটা বাটন চাপলে তারটা টাইট হয় অথবা ঢিলা হয়। একটা অন-অফ সুইচও আছে। সুইচ চাপলে ব্যাটারি চালিত উত্তপ্ত যন্ত্রকে চালু করে এবং সেকেন্ডের মধ্যে ফাঁস-কলের মতো দেখতে তারকে গাঢ় সাদা করে তোলে। ম্যাথিয়াস অনুপ্রাণিত হলো, মৃতদেহ কেটে কেটে টুকরো করার ঝামেলার তুলনায় এই যন্ত্র অনেক বেশি উপকারী। যখন ও দামটা শুনল তখন প্রায় হেসেই ফেলেছিল। বিমান ভাড়ার চেয়েও ফাঁস-এর দাম কম পড়ল। ব্যাটারিসহ।

সুইডিশ গবেষণার প্রকাশনায় উপসংহার টানা হয়েছে যে, ১৫ থেকে ২০ ভাগ শিশু যেসব লোককে নিজেদের বাবা বলে মনে করে তার প্রকৃত বাবা আসলে সেসব লোকদের থেকে ভিন্ন কেউ। এই তথ্য ম্যাথিয়াসের নিজের অভিজ্ঞতাকেই প্রতিফলিত করেছে। ও একা নয়। আর ত্রুটিযুক্ত জিন-বৈশিষ্ট্যের অধিকারীর সঙ্গে মায়ের বেশ্যাপনার কারণে কেবল ও একাই নিষ্ঠুর, অকাল মৃত্যু বরণ করবে না। তবে এই কাজে ও একা হবে: পরিষ্কার করার কাজ, রোগের বিরুদ্ধে লড়াই, ক্রুসেড। ওর সন্দেহ আছে যে, কেউ ওকে ধন্যবাদ বা সম্মান জানাবে কিনা। অবশ্য এটা ও জানত: তারা সবাই ওকে স্মরণ করবে, ওর মৃত্যুর অনেক অনেক পরেও। কারণ অবশেষে ও সেটা খুঁজে পেয়েছে যেটা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পরম্পরায় ওর খ্যাতি তৈরি করবে, মাস্টারপিস, ওর তরবারির চূড়ান্ত ঝঙ্কার।

এটা কাজ শুরু করার সুযোগ।

লোকটাকে ও টিভিতে দেখেছে। পুলিশটা। হ্যারি হোল। অস্ট্রেলিয়ায় একজন সিরিয়াল কিলার ধরবার জন্য তার সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে। আর ম্যাথিয়াসের মনে পড়ে গেল গার্ট র‍্যাফতোর পরামর্শ: 'আমাকে রাস্তায় নয়।' অবশ্য এটাও স্মরণ করল, শিকারীর জীবন নেওয়ার তৃপ্তি, শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি। ক্ষমতার অনুভূতি। পুলিশ অফিসারকে খুন করার পর থেকে কোনোটাকেই তুলনা করা যায়নি। আর নিজের মধ্যে র‍্যাফতোর কিছু একটা নিয়ে হাজির হয়েছে এই নায়কোচিত বিখ্যাত হোল। একইরকম অভব্যতা এবং ক্রোধ।

তা সত্ত্বেও, ও হয়তো হ্যারি হোল-এর কথা ভুলেই যেত যদি না পরের দিন ক্যান্টিনে ম্যারিয়েনলিস্ট ক্লিনিকের একজন গাইনোকলজিস্ট বলত যে, সে এ কথা শুনেছে, বাইরের সব লোকের কাছে, টিভি'র বলিষ্ঠ গোয়েন্দাটা মদ্যাসক্ত আর উন্মত্ত। গ্যাব্রিয়েলা, একজন শিশুবিশেষজ্ঞ, আরও বলল যে হোল-এর গার্লফ্রেন্ডের ছেলেকে সে রোগী হিসেবে দেখেছে। ওলেগ, চমৎকার এক ছেলে।

BanglaBook.org

'ছেলেটাও তাহলে মদ্যাসক্ত হবে,' গাইনোকলজিস্ট বলল। 'জানো তো, এসবই বদমাশ জীন।'

'হোল তার বাবা নয়,' প্রতিবাদ করল গ্যাব্রিয়েলা। 'তবে মজার বিষয় হচ্ছে, যে লোকটার নাম তার বাবা হিসেবে নিবন্ধিত, মস্কোর কোনো অধ্যাপক বা অন্য কিছু, সেও মদ্যাসক্ত।'

'হেই, আমি এ কথা শুনতে পাইনি!' হাসির রোল ছাপিয়ে চীৎকার করল ইডার ভেটলেসেন। 'ক্লায়েন্টের গোপনীয়তার কথা ভুলে যেও না, বন্ধুরা!'

লাঞ্চ চলতে লাগল, কিন্তু গ্যাব্রিয়েলা যে কথা বলেছে সেটা ভুলতে পারছে না ম্যাথিয়াস। অথবা, বরং, যেভাবে সে কথাটা বলেছে: 'যে লোকটা বাবা হিসেবে নিবন্ধিত।'

লাঞ্চের পর পরিস্থিতি বুঝে শিশু বিশেষজ্ঞ মহিলাটাকে তার অফিস পর্যন্ত অনুসরণ করল ম্যাথিয়াস, তার পেছন পেছন অফিসে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ও।

'তোমাকে কি কিছু জিজ্ঞেশ করতে পারি, গ্যাব্রিয়েলা?'

'ওহ, হ্যালো,' সে বলল, এক পূর্বাভাসে তার গাল রক্তিম হয়ে গেল। ম্যাথিয়াস জানে, সে ওকে পছন্দ করে। ওর অনুমান, সে ওকে সুদর্শন, বন্ধুসুলভ, মজার এবং ভালো এক শ্রোতা মনে করে। এমনকি সে ইঙ্গিতে-আভাসে বেশ কয়েকটি উপলক্ষে ওকে বাইরে যাওয়ার কথাও বলেছে, কিন্তু ও প্রত্যাখ্যান করেছে।

'তুমি হয়তো জানো, আমার গবেষণা কাজের জন্য কিছু ক্লিনিকের রক্তের নমুনা ব্যাবহারের অনুমতি রয়েছে আমার,' ও বলল। 'আর মূলত তুমি যে ছেলেটার কথা বলছিলে তার রক্তের স্যাম্পল সম্পর্কে আমি কৌতুহলোদ্দীপক কিছু একটা পেয়েছি। হোল-এর গার্লফ্রেন্ডের ছেলের।'

'আমার জানামতে, ওদের সম্পর্কটা এখন অতীত হয়ে গেছে।'

'তুমি বললে না? রক্তের নমুনায় কিছু একটা আছে, কাজেই আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে, পরিবারটার মধ্যে কোনো...'

ম্যাথিয়াস ভাবল, ও চেহারায় নিশ্চিত হতাশা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে। আসলে যেটা হয়েছে, সে যা বলেছে তাতে ও হতাশার চেয়ে অনেক দূরে ছিল।

'থ্যাঙ্ক ইউ,' ও বলল, উঠে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল। ও অনুভব করতে পারছে ওর হৃদপিণ্ড ব্যাকুলভাবে স্পন্দিত হচ্ছে, জীবনদায়ী রক্ত, কোনো শক্তি ক্ষয় না করেই ওর পা জোড়া ওকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ওর আনন্দ ওকে

BanglaBook.org

কাটবার ফাঁসযন্ত্রের মতো উষ্ণ আর উজ্জ্বল করে তুলেছে। কারণ ও জানে এটা শুরু। শেষ-এর শুরু।

অগাস্টের এক রৌদ্রতপ্ত দিনে হোলমেনকোলেন রেসিডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন একটা গ্রীষ্মকালীন পার্টি উদযাপন করছে। অ্যাসোসিয়েশনের প্যাভেলিয়নের সামনের ঘাসেঢাকা খোলা জায়গায় বড়রা ছাতার নিচে ক্যাম্পিং চেয়ারে বসে বসে হোয়াইট ওয়াইন পান করছে। আর বাচ্চারা টেবিলের মাঝ দিয়ে দৌড়াচ্ছে অথবা নুড়ি বিছানো মাঠে ফুটবল খেলছে। মহিলা বিশাল এক চশমা পরে আছে। তার মুখ যদিও চশমায় ঢেকে আছে, তার নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট থেকে যে ছবিটা ও ডাউনলোড করেছিল সেটা দেখে তাকে চিনতে পারল ম্যাথিয়াস। সে দাঁড়িয়ে ছিল। তার কাছে গিয়ে ও সতর্ক হাসি হেসে জিজ্ঞেশ করল যে, তার পাশে ও দাঁড়াতে পারে কিনা। ও তাকে চেনার ভান করল। ও জানে, এসব জিনিশ এখন কীভাবে করতে হয়। ও আর আগের সেই দুধের বোটাহীন ম্যাথিয়াস নয়।

সে চশমা নামিয়ে ওকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে দেখল। ওর মনে হল, ছবিটা মোটের ওপর মিথ্যে বলেছে। সে অনেক বেশি সুন্দরী। এত সুন্দরী যে এক মুহূর্তের জন্য ওর মনে হলো, প্ল্যান এ'তে একটা দুর্বলতা আছে: ঘটবার আগেই পরিণামটা জানা সম্ভব ছিল না যে সে ওর প্রেমে পড়বে; র‍্যাকেলের মতো একজন নারীর– সিঙ্গেল মাদার অথবা সিঙ্গেল মাদার নয়– বিকল্প আছে। সত্য বটে, প্ল্যান বি'র ছিল এ'র মতো একই ফল, তবে সন্তুষ্ট করার ধারেকাছেও হবে না।

'সামাজিকভাবে ভীরু,' একটা প্লাস্টিকের বড় পানপাত্র তুলে ধরে অভিবাদনের বিব্রত ভঙ্গি করে বলল ও। 'কাছেই থাকা আমার অন্তরঙ্গ এক বন্ধু আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, তাকে দেখা যাচ্ছে না। আর বাকি সবাইকেই মনে হচ্ছে, তারা একজন আরেকজনকে চেনে। ও আসবার পরক্ষণেই কেটে পড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।'

সে হাসল। তার হাসিটাকে ও পছন্দ করল। আর ও জানে যে, সঙ্কটপূর্ণ প্রথম তিন সেকেন্ড ওর অনুকূলেই এসেছে।

'ওখানকার নুড়ি পাথর বিছানো মাঠে মাত্রই একটা ছেলেকে চমৎকার এক গোল করতে দেখলাম,' ম্যাথিয়াস বলল। 'আমি বাজি ধরতে পারি যে, আপনি তার সঙ্গে সম্পৃক্ত।'

BanglaBook.org

'ওহ? ও নিশ্চয় ওলেগ হবে, আমার ছেলে।'

র‍্যাকেল তার অনুভূতি সফলভাবে লুকাতে পারল, তবে অগণিত রোগীর সঙ্গে কথা বলে ম্যাথিয়াস এটা জেনেছে– কোনো নারীই তার সন্তানের প্রশংসার বিরোধিতা করতে পারে না।

'চমৎকার পার্টি,' ও বলল। 'চমৎকার প্রতিবেশী।'

'আপনি অন্য লোকের প্রতিবেশীদের সঙ্গে পার্টি করতে পছন্দ করেন?'

'আমার মনে হয়, আমার মাত্রাতিরিক্ত একা একা সময় কাটানো নিয়ে আমার বন্ধুরা উদ্বিগ্ন,' ও বলল। 'কাজেই ওরা আমাকে উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করে। যেমন, তাদের সফল প্রতিবেশীদের সঙ্গে।' প্লাস্টিকের গ্লাসে একটা চুমুক দিল ও। 'এবং খুব মিষ্টি হাউস ওয়াইনের সঙ্গে। আপনার নাম কী?'

'র‍্যাকেল। ফক।'

'হ্যালো, র‍্যাকেল। ম্যাথিয়াস।'

তার সঙ্গে ও হাত মেলালো। ছোট্ট, আর উষ্ণ হাত।

'আপনি পান করবার জন্য কিছু পাননি,' ও বলল। 'আমাকে বলুন। হাউস সুইট?'

ফিরে এসে তাকে গ্লাসটা দিয়ে ও পেজার বের করে উদ্বেগের ঢঙে দেখল।

'আপনি কি জানেন, র‍্যাকেল? আমি এখানে থাকতে এবং আপনাকে আরও ভালোভাবে জানতে পছন্দ করব, কিন্তু এঅ্যান্ডই'র লোকবল কম এবং একজন অতিরিক্ত দ্রুততর মানুষ দরকার। কাজেই আমি আমার সুপারম্যান পোশাক পরব এবং শহরের দিকে নিজের পথে বেরোবো।'

'গ্লানিময়,' সে বলল।

'আপনি তাই মনে করেন? এটা শুধুই কয়েক ঘণ্টার জন্য। আপনি কি এখানে দীর্ঘক্ষণ থাকবেন?'

'আমি জানি না। ওলেগের ওপর নির্ভর করছে।'

'ঠিক। তাহলে আমাদের দেখা হবে। যাইহোক, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াটা ছিল চমৎকার।'

আবার তার হাতে হাত মেলাল ও। তারপর চলে গেল এটা জেনে যে, প্রথম দফায় ও জিতেছে।

ও গাড়ি চালিয়ে টরশভ-এ গেল এবং মস্তিষ্কের ওয়াটার চ্যানেল সম্পর্কে একটা আর্টিকেল পড়ল। ও যখন আটটায় আবার ফিরে এল, র‍্যাকেল তখন বড় একটা সাদা হ্যাট পরে একটা ছাতার নিচে বসে ছিল। ও তার পাশে বসতেই

BanglaBook.org

সে হাসল।

'কোনো প্রাণ বাঁচালেন?' সে জিজ্ঞেশ করল।

'বেশিরভাগই কাটাছেঁড়ার রোগী,' ম্যাথিয়াস বলল। 'একটা অ্যাপেনডিসাইটিস। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল একটা ছেলে যে তার নাকে একটা লেমনেড বোতলের আঘাত পেয়েছে। আমি তার মাকে বললাম, কোকের ঘ্রাণ শুকবার জন্য তার ছেলের বয়স বেশ কম। দুঃখের কথা হচ্ছে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে লোকজনের খুব বেশি রসবোধ থাকে না...'

সে হাসল। সেই সুমধুর সুরেলা হাসি ওকে প্রায় এটা ভাবতে বাধ্য করল যে, সবটাই সত্য।

ম্যাথিয়াস এরিমধ্যে ওর ত্বকের বিভিন্ন অংশের পুরু হওয়া খেয়াল করেছে। তবে ২০০৪-এর শরতে ও প্রথম লক্ষণটা খেয়াল করল। রোগটা পরবর্তী ধাপে প্রবেশ করেছে। যে ধাপটাকে ও চায় না যে ওর অংশ হোক। ওর চেহারার টানটান ভাব। ওর পরিকল্পনা ছিল: এ বছর শিকার হবে এলি ভ্যালে, তারপর বেশ্যা দুটো, বির্তে বেকার আর সিলভিয়া অটারসেন, তার পরের বছর। এটা দেখা ইন্টারেস্টিং হবে যে, শেষ দুই নারীর সঙ্গে লম্পট আর্ভে স্টপের কোনো যোগসূত্র পুলিশ আবিষ্কার করে কিনা। তবে, যেমনটা ছিল, ওর পরিকল্পনা সামনে ঠেলে দিতে হবে। নিজের কাছে ও সবসময়ই প্রতিজ্ঞা করেছে যে, ও এটা যেদিন বন্ধ করবে সেদিন ব্যথা আসবে, ও অপেক্ষা করবে না। আর এখন তারা এখানে। ও তিনজনকেই খুন করার সিদ্ধান্ত নিল। সঙ্গে গ্র্যান্ড ফিনালে: র‍্যাকেল আর পুলিশটা।

এখন পর্যন্ত ও আড়ালে থেকে কাজ করেছে, আর এখন ওর জীবনের কর্ম প্রদর্শনের সময়। সেটা করার জন্য ওকে স্পষ্ট ক্লু রাখতে হবে, ওদেরকে যোগসূত্র দেখাতে হবে, ওদেরকে বড় চিত্র দিতে হবে।

ও শুরু করল বির্তেকে দিয়ে। বির্তের স্বামী সপ্তাহে বার্গেনে চলে যাবার পর ওরা দু'জন তার বাসায় জোনাসের অসুখ নিয়ে কথা বলতে সম্মত হলো। নির্ধারিত সময়ে মাথিয়াস তার বাসায় গেল। বারান্দায় থাকতে বির্তে ওর কোট নিল। কোট নিয়ে আলমারিতে রাখার জন্য সে ঘুরে দাঁড়াল। সেই অবস্থায় তাকে খুন করাটা ছিল ওর জন্য দুর্লভ সুযোগ। তবে একটা পেরেকে একটা গোলাপি স্কার্ফ ঝুলতে দেখল। ও সহজাতভাবে স্কার্ফটা হাতে নিল। তার

BanglaBook.org

পেছনে গিয়ে ঘাড় পেচিয়ে ধরবার আগে স্কার্ফটাকে ও দু'বার আঘাত করল। ছোটখাটো মহিলাটাকে উঁচু করে আয়নার সামনে তুলে ধরল যাতেকরে সে নিজের চোখ দেখতে পায়। চোখ দুটো ঠিকরে বেরোচ্ছে, সে একটা মাছের মতো যেটাকে গভীর পানি থেকে জাল দিয়ে ধরা হয়েছে।

তাকে গাড়ির ভেতর সেঁধিয়ে আগের রাতে তৈরি করা বাগানের তুষারমানবের কাছে গেল ম্যাথিয়াস। সেটার বুকের ভেতর মোবাইল ফোনটা ঢুকিয়ে দিয়ে গর্ত বুজিয়ে দিয়ে সেটার ঘাড়ে স্কার্ফ বেঁধে দিল। অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্টের গ্যারেজে পৌঁছে বির্তের শরীরে ফিক্সাটিভ ইনজেক্ট করে, ধাতব ট্যাগ লাগিয়ে, তাকে ট্যাঙ্কের একটা খালি বাক্সে রাখতে রাখতে মধ্যরাত পেরিয়ে গেল।

তারপর সিলভিয়ার পালা। তাকে ও ফোন করল। চিরচেনা ঢঙে তাকে প্ররোচিত করল। আগেরবার ও যে জায়গাটা খুনের কাজে ব্যাবহার করেছে সেই হোলমেনকোলেন স্কি জাম্পের পেছনের বনে দেখা করার পরিকল্পনা করল ওরা। কিন্তু এবার সে জায়গার আশেপাশে লোকজন ছিল। ও কোনো ঝুঁকি নেবে না। তাকে ও ব্যাখ্যা করে বোঝাল ইডার ভেটলেসেন, ওর মতো নয়, ঠিক ফার'স সিনড্রোমে বিশেষজ্ঞ নয়, এবং ওদের আবার সাক্ষাৎ করা দরকার। পরদিন সন্ধ্যায় সে যখন বাসায় একা থাকবে তখন ফোন করতে বলল সিলভিয়া।

পরদিন সন্ধ্যায় ও গাড়ি চালিয়ে তার বাসায় গেল। তাকে গোলাঘরে দেখে সেখানেই খুন করতে মনস্থির করল ম্যাথিয়াস।

কিন্তু খুনটা প্রায় ফসকেই গেছিল।

উন্মত্ত মহিলাটা ওকে কুড়াল দিয়ে আঘাত করল, ওর এক পাশে আঘাত করল। ওর জ্যাকেট আর শার্ট ছিঁড়ে গেল এবং একটা ধমনী কেটে গেল। ফলে মেঝের ওপর ওর রক্ত ঝরে পড়ল। বি নেগেটিভ রক্ত। একশ' জনের মধ্যে দু'জনের আছে এই রক্ত। কাজেই বনের ভেতর তাকে খুন করে মাথাটা তুষারমানবের ওপর বসিয়ে ও ফিরে এলো। নিজের রক্ত আড়াল করার জন্য একটা মুরগি জবাই করে মেঝের ওপর সেটার রক্ত ছিটিয়ে দিল।

এটা ছিল মানসিক চাপের চব্বিশ ঘণ্টা, তবে অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে যে, সে রাতে ও কোনো ব্যথা অনুভব করেনি। পরের দিনগুলোতে ও কেইসটা পত্রিকাগুলোয় পড়েছে, সম্পূর্ণরূপে বিজয়। তুষারমানব। তারা এই নাম দিয়েছে ওকে। যে

BanglaBook.org

নাম স্মরণীয় হবে। ও কখনোই ভাবতে পারেনি যে, একটা পত্রিকায় ছাপা কয়েকটি কথা ক্ষমতা আর প্রভাবের এমন অনুভূতি তৈরি করতে পারে। এত বছর ধরে গোপনে খুন করার জন্য ওর প্রায় মনস্তাপ হলো। আর এটা এত সহজ! ও এতদিন ভেবে আসছে যে, গার্ট র‍্যাফতো যা বলেছে সেটা সত্য– একজন ভালো গোয়েন্দা সবসময়ই খুনিকে খুঁজে পায়। তবে হ্যারি হোল-এর সঙ্গে ওর সাক্ষাৎ হয়েছে। পুলিশটার অবসন্ন চেহারায় হতাশা দেখেছে ও। সেটা এমন একজনের চেহারা যে কিছুই উপলব্ধি করতে পারে না।

কিন্তু তারপর, ম্যাথিয়াস যখন ওর চূড়ান্ত অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে, এটা বজ্রপাতের মতো এলো। ইডার ভেটলেসেন। সে ফোন করে বলল, হোল তার সঙ্গে দেখা করে খুনের যোগসূত্র হিসেবে আর্ভ স্টপের বিষয়ে প্রশ্ন করেছে। হচ্ছেটা কী– তা ভেবে ইডার হতবুদ্ধ হয়ে পড়েছিল; মোটের পর, অসম্ভব অসম্ভাব যে, মহিলাদেরকে বেছে নেওয়াটা শুধুই খামখেয়ালী। আর, সে এবং স্টপ-এর কথা বাদ দিলে ম্যাথিয়াস হচ্ছে একমাত্র ব্যক্তি যে পিতৃত্ব বিষয়ে জানে। কারণ ম্যাথিয়াস তাকে বরাবরই রোগ নির্ণয়ের কাজে সাহায্য করে।

অবশ্যই ইডারের নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল। তবে সৌভাগ্যক্রমে ম্যাথিয়াস তাকে শান্ত করতে সক্ষম হলো। ইডারকে ও বলল, কাউকে কোনো কথা না বলতে এবং ওর সঙ্গে নিরাপদে কোনো স্থানে দেখা করতে যেখানে কেউই ওদেরকে দেখতে পাবে না।

এ কথা বলার সময় ও হেসেই ফেলেছিল প্রায়; ম্যাথিয়াস এ কথা বাস্তবে নিজের শিকার মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যাবহার করে। ও ভাবল, এটা নিশ্চয় টেনশনের কারণে হয়েছে।

ইডার কার্লিং ক্লাবের নাম প্রস্তাব করল। ফোন রেখে ম্যাথিয়াস ওর অপশনগুলো ভেবে দেখল।

এটা ওকে নাড়া দিল যে, ও বিষয়টাকে এমন করে দেখাতে পারে যেনবা ইডারই তুষারমানব। আর একইসঙ্গে নিজের জন্য একটু অবসর পেতে পারে।

পরের এক ঘণ্টা ও ব্যয় করল ইডারের আত্মহত্যার গল্প ফেঁদে। আর ও যদিও নানাভাবে নিজের বন্ধুর প্রশংসা করল এটা ছিল একটা অদ্ভুতভাবে উদ্দীপনাময়, বস্তুত প্রেরণাদায়ী, প্রক্রিয়া। বড় প্রজেক্টটার পরিকল্পনা যেমন ছিল। শেষ তুষারমানব। র‍্যাকেলকে তুষারমানবের ঘাড়ের ওপর বসতে হবে– অনেক বছর আগে তুষার পড়ার প্রথম দিনে ও যেভাবে বসেছিল– তার উরুজুড়ে শীতলতা অনুভব করতে হবে এবং জানালার ভেতর দিয়ে দেখবে, প্রতারণা দেখবে, যে লোকটা তার খুনি সে লোকটাকে দেখবে: হ্যারি হোলকে। চোখ বন্ধ করল ও। র‍্যাকেলের মাথার ওপর ফাঁসটাকে কল্পনা করল। ফাঁসটা উজ্জ্বল এবং উত্তপ্ত। কৃত্রিম আলোকবলয়ের মতো।

BanglaBook.org

৩৪

দিন ২১।

সাইরেন।

অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্টের গ্যারেজে রাখা গাড়িতে উঠল হ্যারি। দরজা বন্ধ করে চোখ বুজল। স্বচ্ছভাবে চিন্তা করার চেষ্টা করল। প্রথম কাজ হচ্ছে, ম্যাথিয়াস কোথায় আছে সেটা খুঁজে বের করা।

ও মোবাইল ফোন থেকে ম্যাথিয়াসের নামটা মুছে ফেলেছে। ডিরেক্টরি ইনকোয়ারিতে ফোন করে তার নাম্বার আর ঠিকানা নিল। ও ১৮৮১তে চাপ দিল, অপেক্ষা করার সময় খেয়াল করল ওর নিঃশ্বাস দ্রুততর হচ্ছে আর উত্তেজিত হচ্ছে। হ্যারি শান্ত হওয়ার চেষ্টা করল।

'হাই, হ্যারি।' ম্যাথিয়াসের কণ্ঠস্বর নিচু, তবে বরাবরের মতো অত্যন্ত বিস্মিত শোনালো।

'তোমাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত,' হ্যারি বলল।

'মোটেই না, হ্যারি।'

'আহ, ওকে। এখন কোথায় তুমি?'

'আমি বাসায়। র‍্যাকেল আর ওলেগকে দেখবার জন্য আমি আমার পথে নামছি।'

'ভালো। আমি ভাবছিলাম, তুমি আমার হয়ে ওলেগকে কিছু একটা পৌছে দিতে পারবে কিনা।'

একটা বিরতি নামল। হ্যারি চোয়ালে চোয়াল চাপল দৃঢ়ভাবে, দাঁতে দাঁতে ঘষা খেল।

'অবশ্যই,' ম্যাথিয়াস বলল। 'কিন্তু ওলেগ তো এখন বাসায়, কাজেই তুমিই পারো–'

'র‍্যাকেল,' বাধা দিল হ্যারি। 'আমরা... আজ আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই না। আমি কি এক মুহূর্তের জন্য তোমার কাছে আসতে পারি?'

BanglaBook.org

আরেকটা বিরতি। হ্যারি কানের সঙ্গে রিসিভার চেপে গভীরভাবে শুনছে, যেনবা ওর বিপরীত প্রান্তের মানুষটা কী ভাবছে সেটা বোঝার চেষ্টা করছে। তবে ও কেবল নিঃশ্বাস আর ক্ষীণ ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক শুনতে পেল, জাপানি বাদ্যযন্ত্র অথবা তেমন কিছু একটার ক্ষীণ আওয়াজ। ম্যাথিয়াসকে একটা অনাড়ম্বর, ছোটখাটো ফ্ল্যাটে কল্পনা করল। বড় না হতে পারে, তবে ফিটফাট, যেটা হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী, দৈবের ওপর ন্যাস্ত নেই কিছু। আর এখন সে একটা হাল্কা নীল রঙা শার্ট আর ক্ষতের ওপর একটা নতুন ব্যান্ডেজ পরে আছে। কারণ, সে যখন হ্যারির সামনে সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিল, না থাকা স্তনবৃন্ত লুকানোর জন্য সে হাত অত উঁচুতে ধরে রাখেনি। কুড়ালের আঘাতের ক্ষত লুকানোর জন্য রেখেছিল।

'অবশ্যই,' ম্যাথিয়াস বলল।

তার কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক শোনাল কিনা সেটা নিশ্চিত হতে পারল না হ্যারি। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা বন্ধ হলো।

'থ্যাঙ্ক ইউ,' হ্যারি বলল। 'আমি দ্রুতই আসছি, তবে তুমি প্রতিশ্রুতি দাও যে তুমি অপেক্ষা করবে।'

'প্রতিশ্রুতি দিলাম,' ম্যাথিয়াস বলল। 'কিন্তু হ্যারি...'

'বল?' গভীর শ্বাস টানল হ্যারি।

'তুমি কি আমার ঠিকানা জানো?'

'র‍্যাকেল বলেছে আমাকে।'

মনে মনে গালি দিল হ্যারি। ও এ কথা বলল না কেন যে, ডিরেক্টরি এনকোয়ারিজ থেকে ঠিকানা পেয়েছে? এ কথায় সন্দেহজনক কিছু ছিল না।

'র‍্যাকেল বলেছে?' ম্যাথিয়াস জিজ্ঞেশ করল।

'হ্যাঁ।'

'ওকে,' ম্যাথিয়াস বলল। 'ভেতরে চলে এসো। দরজা খোলা।'

লাইন কেটে ফোনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল হ্যারি। ও বিপদের এই আশঙ্কা হওয়ার কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা খুঁজে পেল না যে, সময় খুব কম এবং এই ভাবনা যে, অন্ধকার নামার আগেই ওকে ওর জীবন বাঁচাতে হবে। এই আশঙ্কা যে এটা কাজে আসেনি, এ ধরনের ভয়, রাত নামার সাথে সাথে যে আতঙ্ক আসে, যখন তুমি তোমার দাদীর খামার দেখতে পাও না।

ও আরেকটা নাম্বার চাপল।

'হ্যাঁ,' হ্যাগেন জবাব দিল। কণ্ঠস্বরটা নীরস, প্রাণহীন। পদত্যাগপত্র-লেখা

BanglaBook.org

কণ্ঠস্বর, হ্যারি অনুমান করল।

'পেপারওয়ার্ক রাখেন,' হ্যারি বলল। 'আপনাকে চীফ কনস্টেবলকে ফোন করতে হবে। আমার একটা আগ্নেয়াস্ত্র অথোরাইজেশন দরকার। আসেনগাটা ১২, টরশোভ-এ একজন সন্দেহভাজন খুনিকে গ্রেপ্তারের জন্য।'

'হ্যারি–'

'শুনুন। সিলভিয়া অটারসেনের মাথা ছাড়া দেহটা আছে অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্টের এক ট্যাঙ্কে। ক্যাটরিন তুষারমানব নয়। বুঝতে পারছেন?'

নীরবতা।

'না,' স্বীকার করল হ্যাগেন।

'তুষারমানব হচ্ছে ডিপার্টমেন্টের একজন লেকচারার। ম্যাথিয়াস লান্ড-হেলগেসেন।'

'লান্ড-হেলগেসেন? বেশ, আমার নরকে জায়গা হবে। তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছ ওই–?'

'হ্যাঁ, সেই চিকীৎসক যে আমাদের মনোযোগকে ইডার ভেটলেসেনের ওপর নিবদ্ধ করতে বেশ সহায়তা করেছে।'

হ্যাগেনের কণ্ঠে প্রাণ ফিরে এলো। 'চীফ জিজ্ঞেশ করবে যে, লোকটার সশস্ত্র থাকার আশঙ্কা আছে কিনা।'

'বেশ,' হ্যারি বলল, 'আমরা যতদূর জানি, সে যাদেরকে খুন করেছে তাদের কারও ওপরই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যাবহার করেনি।'

হ্যাগেন শ্লেষোক্তিটা ধরতে পরবার আগে কয়েক সেকেন্ড পেরিয়ে গেল। 'চীফকে আমি এখনই ফোন করব,' সে বলল।

লাইন কেটে দিল হ্যারি। এক হাত দিয়ে ইগনিশনে চাবি ঢোকাতে ঢোকাতে অন্য হাতে ম্যাগনাস স্কেয়ারকে ফোন করল। স্কেয়ার আর ইঞ্জিনটা সাড়া দিল এক সঙ্গে।

'এখনো ট্রাইভানে?' ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে চীৎকার করল হ্যারি।

'হ্যাঁ।'

'সবকিছু ফেলে গাড়িতে ওঠ। আসেনগাটা/ ডেগিটস গেটে দেখা কর আমার সঙ্গে। এটা একটা আবক্ষ মূর্তি।'

'সব নরক এক হয়েছে, তাই না?'

'হু,' হ্যারি বলল। ক্লাচটা ছাড়তেই কংক্রিটের ওপর গাড়ির চাকা ঘষা খেল।

জোনাসের কথা ভাবল ও। কোনো এক কারণে ও জোনাসের কথা ভাবল।

BanglaBook.org

ইনসিডেন্ট রুমের কাছে হ্যারি যে ছয়টি পেট্রল কার চেয়েছিল তার একটি এরিমধ্যে আসেনগাটা ক্রসিংয়ে চলে এসেছে। হ্যারি স্টোরো থেকে ভগটস গেটে এসেছে। ও গাড়ি চালিয়ে ফুটপাত পর্যন্ত উঠে গেল, গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে পুলিশদের কাছে গেল। তারা জানালা নামিয়ে হ্যারিকে ওয়াকিটকি দিল যেটার জন্য ও অনুরোধ জানিয়ে রেখেছিল।

'ঘোরানো বন্ধ কর,' পাক খেতে থাকা সাইরেনের নীল বাতির দিকে ইঙ্গিত করে নির্দেশ দিল হ্যারি। ওয়াকিটকির কথা বলবার বাটন চেপে ও পেট্রল কারগুলোকে বলল, জায়গায় পৌঁছবার বেশ আগেই যেন তারা সাইরেন বন্ধ করে দেয়।

চার মিনিট পর ছয়টা পেট্রল কার ক্রসিংটায় দাঁড়িয়ে রইল। পুলিশ অফিসাররা, তাদের মধ্যে স্কেয়ার এবং ক্রাইম স্কোয়াডের ওলা লি, হ্যারির গাড়ি ঘিরে জমায়েত হয়েছে। গাড়ির ওপর বসে কোলের ওপর একটা স্ট্রিট ম্যাপ রেখে হ্যারি নির্দেশনা দিচ্ছে।

'লি, তুমি তিনটা গাড়ি নিয়ে সম্ভাব্য যে কোনো পালাবার পথে থাকবে। এখানে, এখানে আর এখানে।'

ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়ে মাথা নাড়ল লি।

স্কেয়ারের দিকে ফিরল হ্যারি। 'কেয়ারটেকার?'

ফোন উঁচু করে ধরল স্কেয়ার। 'তার সঙ্গে এখন কথা বলছি। সে চাবি নিয়ে সদর দরজায় আসছে।'

'ওকে, তুমি ছয়জনকে নিয়ে ঢুকবার মুখে, পেছনের দরজায় আর যদি সম্ভব হয় ছাদের ওপর অবস্থান নাও। আর তুমি সবার শেষে আসো, ওকে? ডেল্টা কার কি এসে পৌঁছেছে?'

'এই যে।' অফিসারদের দু'জন, বাইরে থেকে দেখতে হুবহু অন্য অফিসারদের মতো, ইঙ্গিত দিল যে তারা ডেল্টার জন্য নির্ধারিত গাড়ি চালাচ্ছে, নির্দীষ্টকরে এ ধরনের অপারেশনের জন্য প্রশিক্ষিত স্পেশাল ফোর্সেস ইউনিট।

'ওকে, আমি চাই তোমরা এখন মূল প্রবেশদ্বারের সামনে অবস্থান নেবে। তোমরা সবাই সশস্ত্র?'

মাথা নাড়াল অফিসাররা। তাদের কেউ কেউ নিত্যদিনের অস্ত্র রিভলভার নিয়ে প্রস্তুত। এটা সরকারি রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়, চীফ কনস্টেবল একবার এমনটাই ব্যাখ্যা করেছিল।

'কেয়ারটেকারটা বলছে, লান্ড-হেলগেসেন তিন তলায় থাকে,' জ্যাকেটের পকেটে মোবাইল ঢুকিয়ে বলল স্কেয়ার। 'প্রতিটা ফ্লোরে কেবল একটাই ফ্ল্যাট।

BanglaBook.org

ছাদ দিয়ে বেরোনোর কোনো পথ নেই। পেছনের সিঁড়িতে যেতে হলে তাকে চার তলায় যেতে হবে। সেখানে চিলেকোঠাটা তালা মারা।'

'গুড,' হ্যারি বলল। 'পেছনের সিঁড়িতে দু'জনকে পাঠাও, তাদেরকে বল চিলেকোঠায় অপেক্ষা করতে।'

'ওকে।'

প্রথম যে গাড়িটা এসেছিল সেটার দু'জন ইউনিফর্ম পরা পুলিশকে নিজের সঙ্গে নিল হ্যারি। একজন প্রবীণ আর একজন তরুণ অফিসার। ভারিক্কি চালে চলা এই দুই অফিসারই আগে স্কেয়ারের সঙ্গে কাজ করেছে। আসেনগাটা ১২তে যাওয়ার বদলে ওরা রাস্তা পার হয়ে বিপরীত দিকের ব্লকে গেল।

তৃতীয় তলার স্টিগসন পরিবারের তরুণ দুই ছেলেই তখন চোখ বড় বড় করে ইউনিফর্ম পরিহিত দুই লোকের দিকে তাকিয়ে রইল, যখন তাদের বাবা হ্যারির এই ব্যাখ্যা শুনছিল যে, কিছু সময়ের জন্য ফ্ল্যাটটা পুলিশদের কেন দরকার। হ্যারি বসার ঘরে ঢুকে জানালার কাছ থেকে সোফাটাকে ঠেলে সরাল, রাস্তার অপর পাশের ফ্ল্যাটের দিকে তাকাল।

'লিভিংরুমের বাতি জ্বালানো,' ও বলল।

'কেউ একজন সেখানে বসে আছে,' ওর পেছনে অবস্থান নেওয়া প্রবীণ অফিসার বলল।

'আমি শুনেছি, তোমার বয়স পঞ্চাশ হওয়ার পর তোমার দৃষ্টিশক্তি ত্রিশ শতাংশই নষ্ট হয়ে গেছে,' হ্যারি বলল।

'আমি অন্ধ নই। ওখানকার বড় চেয়ারে তুমি লোকটার মাথার ওপরটা আর একটা হাত দেখতে পাবে।'

তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল হ্যারি। শিট, ওর কি চশমা দরকার? বেশ, বুড়োটা যদি মনে করে যে, সে কাউকে দেখেছে, তাহলে ওকে অবশ্যই চশমা নিতে হবে।

'তুমি এখানে থাকো, এবং সে যদি নড়াচড়া করে তবে আমাকে রেডিওতে জানাবে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' প্রবীণ অফিসার হাসল।

হ্যারি ভারিক্কি চালে চলা তরুণ অফিসারকে সঙ্গে নিল।

'ভেতরে কে বসে আছে?' সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নামার শব্দ ছাপিয়ে উচ্চস্বরে বলল তরুণ অফিসার।

'তুষারমানবের কথা শুনেছ।'

BanglaBook.org

'ওহ, বদমাশ একটা।'

'তা ঠিক।'

ওরা দ্রুত গতিতে রাস্তা পেরিয়ে অপর পাশের ব্লকে ঢুকল। কেয়ারটেকার, স্কেয়ার এবং ইউনিফর্মপরিহিত পাঁচ জন পুলিশ অফিসার সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

'আমার কাছে ফ্ল্যাটের চাবি নেই,' কেয়ারটেকার বলল। 'কেবল দরজার চাবি আছে।'

'চমৎকার,' হ্যারি বলল। 'সবাই যার যার অস্ত্র রেডি করেছ? যতটা সম্ভব কম শোরগোল করব, ওকে? ডেল্টা, তোমরা আমার সঙ্গে থাকো...'

ক্যাটরিনের স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটা নিয়ে হ্যারি কেয়ারটেকারকে ইশারা করল, সে তালার ভেতর চাবি ঢোকাল।

হ্যারি আর দু'জন ডেল্টা অফিসার, দু'জনই এমপি5 অস্ত্রে সজ্জিত, নিঃশব্দে লম্বা লম্বা পা ফেলে সিঁড়ি বেয়ে উঠল, একবারে তিন ধাপ করে।

তৃতীয় তলায় একটা অচিহ্নিত নীল দরজার বাইরে দাঁড়াল ওরা। একজন অফিসার দরজায় কান পাতল, হ্যারির দিকে তাকিয়ে সে মাথা ঝাঁকাল। হ্যারি ওয়াকিটকির আওয়াজ একেবারে কমিয়ে দিয়ে সেটা মুখের কাছে নিল।

'আলফা...' হ্যারি ডাক নামটা রাখেনি এবং প্রথম নামটা স্মরণ করতে পারল না, 'জানালার পাশে সোফার কাছে বসা অফিসার। টার্গেটটা কি নড়েছে? ওভার।'

বাটনটা ছেড়ে দিল, সামান্য একটু আওয়াজ হলো। তারপর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো:

'সে এখনো চেয়ারেই বসে আছে।'

'রজার। আমরা ভেতরে ঢুকছি। ওভার অ্যান্ড আউট।'

একজন অফিসার মাথা নাড়ল এবং একটা ক্রোবার বের করল, অন্য অফিসারটা পিছু হটে অবস্থান নিল।

হ্যারি আগেও এই কৌশল ব্যাবহার করতে দেখেছে; একজন দরজা চাপ দিয়ে খোলে যাতেকরে অন্যজন তীব্র গতিতে ভেতরে ঢুকতে পারে, এ কারণে নয় যে তারা দরজা ভেঙে খুলেছে, বরং এ কারণে যে এটা বিশাল আওয়াজের প্রভাব, শক্তি আর গতি টার্গেটকে অবশ করে দেয়। এবং প্রতি দশটি কেইসের নয়টিতেই টার্গেটটা চেয়ারে, সোফায় বা বিছানায় নিশ্চল হয়ে থাকে।

কিন্তু হ্যারি ওদেরকে বিরত করার জন্য একটা হাত তুলল। ও দরজার হাতল ধরল। দরজার হাতল চেপে ধাক্কা দিল।

BanglaBook.org

ম্যাথিয়াস মিথ্যে বলেনি; দরজা খোলা।

শব্দ ছাড়াই দরজাটা খুলে গেল। হ্যারি নিজের বুকের দিকে ইঙ্গিত করে বলল যে ও আগে ঢুকবে।

ও যেমনটা ভেবেছিল, ফ্ল্যাটটা তেমন ছোটখাটো নয়।

রুমটা এই অর্থে ছোটখাটো যে এখানে কিছুই নেই: হল-এ কোনো জুতা নেই, কোনো আসবাবপত্র নেই, কোনো ছবি নেই। কেবল নতুন ওয়ালপেপারের অথবা একটু রঙের অপেক্ষায় থাকা শূন্য দেয়াল। এটাকে দেখে মনে হয়, যেনবা এটা বহুদিন ধরে পরিত্যাক্ত পড়ে আছে।

লিভিংরুমের দরজাটা সামান্য খোলা। দরজার ফাঁক দিয়ে হ্যারি চেয়ারের হাতল আর তার ওপর একটা হাত দেখতে পাচ্ছে। হাতঘড়ি পড়া ছোট্ট একটা হাত। দম বন্ধ করে ও লম্বা লম্বা পা ফেলে দু'কদম এগোলো, দু'হাতে রিভলভার ধরে পা দিয়ে আলতো করে দরজাটা ঠেলে খুলল।

ও বুঝতে পারল অন্য দু'জন– যারা ওর দৃষ্টির প্রান্তে সরে গেল– শক্ত হয়ে গেছে।

এবং কোনোমতে শোনা যায় এমন ফিসফিস কণ্ঠস্বর শুনল। 'যীশু খ্রীষ্ট...'

আর্মচেয়ারটার ওপর একটা বড় উজ্জ্বল ঝাড়বাতি ঝুলছে এবং সেখানে বসে থাকা ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা মানুষের ওপর আলো পড়ছে। ঘাড়টায় শ্বাসরোধ করার কালশিটে দাগ, মুখটা বিবর্ণ এবং সুন্দর, চুল কালো আর পোশাকটা ছোট্ট ছোট্ট সাদা ফুলের আকাশী নীল রঙের। ওর রান্নাঘরের ক্যালেন্ডারের ছবির মতো ঠিক একইরকম পোশাক। হ্যারি অনুভব করল, ওর বুকের ভেতর হৃদপিণ্ডটা বিষ্ফোরিত হলো এবং বাকি দেহটা পাথরে পরিণত হলো। ও নড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু তার চকচকে স্থির চোখ থেকে নিজেকে সরাতে পারল না। অভিযোগভরা চকচকে স্থির চোখ। যে চোখ ওকে অভিযোগ করছে ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্য; ও এর কিছুই জানে না, তবে ওর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল, এটা ঘটতে না দেওয়া উচিত ছিল ওর, তাকে বাঁচানো উচিত ছিল।

ওর মা মৃত্যু শয্যায় যেমন সাদা হয়ে গিয়েছিল, সে তেমন সাদা।

'বাকি ফ্ল্যাটটা খুঁজে দেখ,' রিভলভার নামিয়ে ভারি কণ্ঠে বলল হ্যারি।

মৃতদেহের দিকে টলমল পায়ে এগিয়ে গেল ও। তার কব্জি ধরল। কব্জিটা বরফ-শীতল আর প্রাণহীন, মার্বেলের মতো। তারপরও ও টিকটিক একটা আওয়াজ পেল, দুর্বল এক স্পন্দন, এবং এক অবাস্তব মুহূর্তের জন্য ও ভাবল, তাকে কেবল মৃতের মতোকরে সাজানো হয়েছে। তারপর ও চোখ নামিয়ে

BanglaBook.org

দেখল যেটা টিকটিক করছে সেটা হচ্ছে র‍্যাকেলের হাতঘড়ি।

'এখানে আর কেউই নেই,' ওর পেছন থেকে অফিসারদের একজন বলল। তারপর কাশি দিল কেউ একজন। 'মহিলাটা কে সেটা কি তুমি জানো?'

'হ্যাঁ,' ঘড়ির ওপর একটা আঙুল বুলিয়ে বলল ও। ঠিক সেই ঘড়ি যেটা মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ও নিজের হাতে রেখে এসেছিল। যেই ঘড়িটা ও বার্ড বক্স-এ রেখে এসেছিল কারণ র‍্যাকেলকে তার বয়ফ্রেন্ড আজ সন্ধ্যায় বাইরে নিয়ে যাবে। একটা পার্টিতে। এটা উদযাপনের জন্য যে, এখন থেকে তারা দু'জনে মিলে একজন হবে।

হ্যারি আবার তার চোখের দিকে তাকাল, তার অভিযোগভরা চোখ।

হ্যাঁ, ও ভাবল। সব বিচারেই হ্যারি অপরাধী।

ফ্ল্যাটে ঢুকে হ্যারির পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে স্কেয়ার, ওর কাঁধের ওপর দিয়ে চেয়ারের ওপর মৃত মহিলার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। স্কেয়ারের পাশে দু'জন ডেল্টা অফিসার দাঁড়িয়ে আছে।

'শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে?' সে জিজ্ঞেশ করল।

হ্যারি না জবাব দিল, না নড়ল। আকাশী-নীল পোশাকটা কাঁধের এক পাশ থেকে সরে গেছে।

'ডিসেম্বরে গ্রীষ্মের পোশাক পরা অস্বাভাবিক,' স্কেয়ার বলল, আলাপটা চালিয়ে নেওয়ার জন্য বলল কথাটা।

'সে সচারচর পরে,' হ্যারি এমনভাবে বলল যেন কথাটা অনেক অনেক দূর থেকে ভেসে এলো।

'কে পরে?' জিজ্ঞেশ করল স্কেয়ার।

'র‍্যাকেল।'

পুলিশটা ভীতবিহ্বল হয়ে পড়ল। হ্যারির সাবেক গার্লফ্রেন্ড যখন পুলিশে কাজ করত মেয়েটাকে তখন দেখেছে স্কেয়ার। 'এ... এ... কি র‍্যাকেল? কিন্তু...'

'এটা র‍্যাকেলের পোশাক,' হ্যারি বলল। 'এবং তার ঘড়ি। ম্যাথিয়াস মৃতদেহটাকে র‍্যাকেলের মতোকরে সাজিয়েছে। তবে চেয়ারে বসা মহিলা হচ্ছে বির্তে বেকার।'

নীরবে মৃতদেহটা দেখল স্কেয়ার। এই মৃতদেহকে তার দেখা আরসব মৃতদেহের মতো লাগছে না। এই মৃতদেহটা চক আর ধোঁয়া দিয়ে শুকানো মাছের মতো সাদা।

BanglaBook.org

'আমার সঙ্গে চলো,' স্কেয়ারের দিকে ঘুরবার আগে দুই ডেল্টা অফিসারকে বলল হ্যারি। 'তুমি এখানে থাকো, ফ্ল্যাটটা কর্ডন করে ফেল। ট্রাইভ্যান-এর ক্রাইম সিন ইউনিটকে ফোন দাও, তাদেরকে বল তাদের জন্য আরও একটি কাজ অপেক্ষা করছে।'

'কী করতে যাচ্ছো তুমি?'

'নাচতে,' হ্যারি বলল।

তিনজন দুদ্দাড় করে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নামার পর ফ্ল্যাটটা নীরব হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড পর একটা গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার আওয়াজ পেল স্কেয়ার, ভোগটস গেটের পাথুরে রাস্তায় গাড়ির চাকার ঘষর্ণের শব্দ শুনল।

নীল বাতি ঘুরে ঘুরে রাস্তাটাকে আলোকিত করে তুলেছে। সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে বসে হ্যারি ফোনের ওপর প্রান্তে রিং হতে শুনছে। রিং৩-এর গাড়িগুলোর মাঝে পুলিশের গাড়িটা আঁকাবাঁকা হয়ে চলার সময় সাইরেনের নিরাশ বিলাপের আওয়াজে আয়না থেকে বিকিনিপরা নারী পুতুলের ছোট্ট প্রতিকৃতি নেচে উঠল।

প্লিজ, ও অনুনয় করল। প্লিজ ফোনটা ওঠাও, র‍্যাকেল।

আয়নার নিচের ধাতব নর্তকীদের দিকে তাকাল ও, ভাবল ও তাদের মতোই; তেমন একজন যে অন্যের সুরে নির্বীযভাবে নাচে, একটা হাসির নাটকের হাস্যরসাত্মক চরিত্র যেখানে সে সবসময়ই ঘটনার দু'কদম পেছনে থাকে, সবসময়ই একটু দেরিতে দৌড়ে গিয়ে দরজায় পৌছায় এবং দর্শকের হাসির উদ্রেক করে দরজায় ধাক্কা খায়।

হ্যারি তীব্র আওয়াজ করল। 'ফাক, ফাক, ফাক!' চীৎকার করে মোবাইল ফোনটা উইন্ডস্ক্রিনে ছুঁড়ে মারল। ড্যাশবোর্ডের ওপর পিছলে পড়ে মোবাইলটা নিচে পড়ে গেল। ড্রাইভিং সিটের অফিসার আয়নায় পেছনের সিটের অফিসারের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল।

'সাইরেন বন্ধ কর,' হ্যারি বলল।

সাইরেন বন্ধ হয়ে গেল।

গাড়ির পাটাতন থেকে আসা একটা শব্দ হ্যারির মনোযোগ কাড়ল।

ও ফোনটা তুলল।

'হ্যালো!' চীৎকার করল ও। 'হ্যালো। তুমি কি বাসায়, র‍্যাকেল?'

'অবশ্যই বাসায়, তুমি ল্যান্ডফোনে ফোন করেছ,' র‍্যাকেলের কণ্ঠস্বর। একটা নম্র, শান্ত হাসি। 'কিছু হয়েছে?'

BanglaBook.org

'ওলেগও কি বাসায়?'

'হ্যাঁ,' সে বলল। 'ও কিচেনে বসে খাচ্ছে। আমরা ম্যাথিয়াসের জন্য অপেক্ষা করছি। কী ব্যাপার, হ্যারি?'

'এখন সতর্কভাবে আমার কথা শোনো, র‍্যাকেল। শুনতে পাচ্ছো আমার কথা?'

'তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ, হ্যারি। হয়েছেটা কী?'

'দরজায় সেইফটি চেইন লাগাও।'

'কেন? দরজা লক করা আর–'

'সেইফটি চেইন লাগাও, র‍্যাকেল!' হ্যারি চীৎকার করল।

'ওকে, ওকে!'

ওলেগকে র‍্যাকেলের কিছু একটা বলতে তারপর একটা চেয়ারের ঘষা এবং দৌড়ে যাবার শব্দ শুনল ও। কণ্ঠস্বরটা আবার যখন শোনা গেল সেটা তখন ভয়ে কাঁপছে।

'এখন আমাকে বল, হচ্ছেটা কী, হ্যারি?'

'বলব। প্রথমে তুমি আমাকে কথা দাও, কেনো অবস্থাতেই ম্যাথিয়াসকে ঘরে ঢুকতে দেবে না।'

'ম্যাথিয়াস? তুমি ড্রিঙ্ক করেছ নাকি, হ্যারি? তোমার কোনো অধিকার নেই–'

'ম্যাথিয়াস বিপজ্জনক, র‍্যাকেল। আমি পুলিশের গাড়িতে আছি, দু'জন পুলিশ অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে এখন তোমার কাছে আসছি। বাকিটা তোমাকে পরে ব্যাখ্যা করব। এখন আমি চাই, তুমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকাও। কিছু দেখতে পাচ্ছো?'

তাকে ইতস্তত করতে শুনল ও। কিন্তু ও পুনরায় আর কিছু বলল না, কেবল অপেক্ষা করল। কারণ ও এক আকস্মিক নিশ্চয়তায় জানে যে, সে ওকে ভরসা করে, জানে যে সে ওকে বিশ্বাস করে, যেমনটা র‍্যাকেল সবসময়ই করত। ওরা নাইডালেনের টানেলর দিকে এগোচ্ছে। রাস্তার কিনারে ধূসর-সাদা উলের মতো তুষার জমেছে। তারপর তার কণ্ঠস্বর ফিরে এলো।

'কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তবে আমি জানি না আমি কী খুঁজছি, জানি আমি।'

'তো তুমি তুষারমানব দেখতে পাচ্ছো না?' শান্তভাবে জিজ্ঞেশ করল হ্যারি।

এই নীরবতা থেকে ও বলতে পারে যে, পুরো বিষয়টা র‍্যাকেলের কাছে পরিষ্কার হচ্ছে।

'আমাকে বল, এটা ঘটছে না, হ্যারি,' ফিসফিস করে বলল সে। 'আমাকে বল, এটা কেবলই একটা স্বপ্ন।'

BanglaBook.org

ও চোখ বন্ধ করে ভাবল, তার কথা যদি সত্যি হতো। আপন চোখের পাতায় ও দেখল, বির্তে বেকার একটা চেয়ারে বসে আছে। অবশ্যই এটা একটা স্বপ্ন।

'বার্ড বক্সে আমি তোমার ঘড়ি রেখেছিলাম,' ও বলল।

'কিন্তু সেখানে ঘড়ি ছিল না, ঘড়িটা... সে কথা শুরু করল, থামল এবং একটা আর্তনাদ করল। 'ওহ্ আমার খোদা!'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৩৫

দিন ২১।

দানব।

যে যে দিক থেকে একজন লোক তার বাড়ির দিকে আসতে পারে রান্নাঘর থেকে র‍্যাকেল তার তিন দিকই দেখতে পায়। পেছনের দিকে একটা ছোট্ট তবে নুড়িতে ঢাকা দুরারোহ রকমের একটা ঢাল আছে যেখান দিয়ে নামা কঠিন, বিশেষকরে এখন যেহেতু তুষার জমেছে। সে এক জানালা থেকে আরেক জানালায় গেল। উঁকি দিয়ে বাইরে দেখল এবং জানালাগুলো শক্তভাবে আটকাল। যুদ্ধের পর তার বাবা যখন বাড়িটা বানিয়েছিল তখন জানালাগুলো উঁচু করে তৈরি করেছিল, লোহার শিকঘেরা জানালা। সে জানে, যুদ্ধের কারণেই এগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে। লেনিনগ্রাডের কাছে তাদের বাঙ্কারে এক রাশিয়ান গোপনে ঢুকে বাবার ঘুমন্ত সব কমরেডকে গুলি করে মেরেছিল। বাবা এত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল যে, অ্যালার্ম বাজার আগ পর্যন্ত তার ঘুম ভাঙেনি। ঘুম ভেঙে তিনি আবিষ্কার করলেন, তার কম্বলে শূন্য কার্টিজ ছড়িয়ে আছে। সেটাই শেষ রাত যে রাতে তিনি ঠিকমতো ঘুমিয়েছিলেন, বাবা সবসময়ই বলতেন এ কথা। তবে র‍্যাকেল সবসময়ই লোহার শিক ঘৃণা করে। এখনও পর্যন্ত ঘৃণা করে।

'আমি কি উপরে আমার রুমে যেতে পারি না?' রান্নাঘরের বড় টেবিলটায় লাথি দিয়ে বলল ওলেগ।

'না,' র‍্যাকেল বলল। 'তোমাকে এখানে থাকতে হবে।'

'ম্যাথিয়াস কী করেছে?'

'হ্যারি যখন আসবে তখন সব বলবে। তুমি কি নিশ্চিত যে সেইফটি চেইন ঠিকমতো লাগিয়েছ?'

'হ্যাঁ, মা। বাবা যদি এখানে থাকত।'

'বাবা?' এর আগে সে ওকে এই শব্দ ব্যবহার করতে শোনেনি। কেবল হ্যারির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটেছে, তবে সেও কয়েক বছর আগের কথা। 'তুমি

BanglaBook.org

কি রাশিয়ায় তোমার বাবার কথা বলছ?'

'উনি বাবা নন।'

কথাটা ও এত দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল যে সে শিউরে উঠল।

'সেলারের দরজা!' চীৎকার করল সে।

'কী?'

'ম্যাথিয়াসের কাছে সেলারের চাবিও আছে। কী করব আমরা?'

'সিম্পল,' গ্লাসের পানি খেয়ে বলল ওলেগ। 'দরজার হাতলের নিচে বাগানের একটা চেয়ার রেখে দাও। চেয়ারগুলোর উচ্চতা ঠিক হাতলের সমান। কারও ভেতরে আসবার সুযোগ থাকবে না।'

'তুমি কি এমনটা চেষ্টা করেছ?' একটু পিছু হটে জিজ্ঞেশ করল সে।

'আমরা যখন কাউবয় কাউবয় খেলেছিলাম তখন হ্যারি একবার এমনটা করেছিল।'

'এখানে বস,' হল আর সেলারের দরজার দিকে যেতে যেতে বলল সে।

'দাঁড়াও।'

সে দাঁড়াল।

'হ্যারি কীভাবে দরজা লাগিয়েছিল সেটা আমি দেখেছি,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল ওলেগ। 'এখানে থাকো, মা।'

ওর দিকে তাকাল সে। ঈশ্বর, গত বছরে ও কত বড় হয়েছে; শীঘ্রীই তার চেয়েও লম্বা হয়ে যাবে ছেলেটা। আর ওর ওই কালো চোখ জোড়ার শিশুসুলভ ভাব সরে গিয়ে তারুণ্যের স্পর্ধা জায়গা করে নিয়েছে। তবে সে এরিমধ্যে সেটা দেখতে পাচ্ছে, সময়ে সেটা প্রাপ্ত বয়স্কের প্রতিজ্ঞায় পরিণত হবে।

সে ইতস্তত করল।

'কাজটা আমাকে করতে দাও,' ওলেজ বলল।

ওর স্বরে একধরনের আবেদন আছে। আর সে জানে, এটা ওর জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এটা বৃহত্তর বিষয় সংক্রান্ত। শিশুসুলভ ভয় মেনে নেওয়া সংক্রান্ত। প্রাপ্তবয়স্ক আচার সংক্রান্ত। ওর বাবার মতো হওয়া সংক্রান্ত। যাকেই ও বাবা মনে করুক না কেন।

'তাড়াতাড়ি,' ফিসফিস করে বলল সে।

ওলেগ দৌড় দিল।

সে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে বাইরে তাকিয়ে আছে। রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ শোনার অপেক্ষায় আছে। সে প্রার্থনা করছে, প্রথমে যেন হ্যারি

BanglaBook.org

আসে। অবাক হলো যে, এটা কত শান্ত। আর পরবর্তী ভাবনাটা কোত্থেকে এলো সেই ধারণা নেই: এটা কত শান্ত হতে পারে।

কিন্তু তারপর সে একটা শব্দ শুনল। সামান্য একটু শব্দ। প্রথমে সে মনে করল, শব্দটা বাইরে থেকে এসেছে। কিন্তু তারপর সে নিশ্চিত হলো যে, শব্দটা আসছে তার পেছন থেকে। ঘুরে দাঁড়াল সে। কিছুই দেখতে পেল না, কেবল শূন্য রান্নাঘর। তারপর আবার হলো শব্দটা। ঘড়ির ভারি টিকটিক শব্দের মতো। অথবা টেবিলের ওপর একটা আঙুল ঠোকার মতো। টেবিল। সে চমকাল। সেখান থেকেই আসছে শব্দটা। আর তারপর সে দেখল এটা। টেবিলের ওপর এক ফোঁটা পানি পড়ল। সে ধীরে ধীরে ছাদের দিকে মুখ তুলে তাকাল। সাদা ছাদের মাঝে একটা কালো বৃত্ত তৈরি হয়েছে। আর বৃত্তের মাঝে একটা উজ্জ্বল পানিবিন্দু ঝুলছে। পানিবিন্দুটা টেবিলের ওপর পড়ল। পানির ফোঁটাটা পড়তে দেখল র‍্যাকেল, তারপরও শব্দটা শুনে সে লাফ দিয়ে উঠল, যেনবা তার মাথায় কেউ অপ্রত্যাশিত চড় মেরেছে।

ঈশ্বর, নিশ্চয় বাথরুম থেকে পড়ছে পানি! সে কি আসলেই আবার শাওয়ার বন্ধ করেতে ভুলে গেছে? বাসায় ঢোকার পর থেকে সে দ্বিতীয় তলায় যায়নি; বাসায় ঢুকে সোজা রাঁধতে এসেছে, কাজেই পানি নিশ্চয় সকাল থেকেই পড়ছে। আর এটা পড়া শুরু করেছে এখন, এতসবের মাঝখানে।

হল রুমে গেল সে, সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে বাথরুমের দিকে গেল। শাওয়ারের শব্দ শুনতে পেল না। দরজা খুলল। মেঝে শুকনো। কোথাও পানি পড়ছে না। বাথরুমের দরজা বন্ধ করে কয়েক সেকেন্ডের জন্য বাথরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল লাগোয়া বেডরুমের দরজার দিকে চকিতে তাকাল। ধীরে ধীরে বেডরুমের দিকে এগোলো। দরজার হাতলের ওপর হাত রাখল। দ্বিধা করল। বাইরে গাড়ির শব্দ শোনার চেষ্টা করল আবার। তারপর সে দরজা খুলল। ঘরটার ভেতরটা দেখল। চীৎকার দিতে চাইল সে। তবে সহজাতভাবে সে জানে, তার চীৎকার করা উচিত নয়, তাকে শান্ত থাকতে হবে। একদম শান্ত।

BanglaBook.org

'ফাক, ফাক, ফাক!' হ্যারি চীৎকার করল, সজোরে ঘুষি মেরে ড্যাশবোর্ড কাঁপিয়ে দিল। 'হচ্ছেটা কী?'

টানেলের সামনে যানজট লেগে গেছে। ওরা এখন সেখানে দীর্ঘ দু'মিনিট ধরে আটকে আছে।

সেই সময় পুলিশের রেডিওতে কারণটা জানা গেল। 'তাসেন-এর পশ্চিমমুখী টানেলের বেরোনোর পথে রিং৩-এর সড়কে একটা গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটেছে। কেউ হতাহত হয়নি। উদ্ধারকারী ট্রাক আসছে।'

এক আকস্মিক তাড়নায় হ্যারি মাইক্রোফোনটা এক ঝটকায় হাতে তুলে নিল। 'তোমরা কি জানো দুর্ঘটনাটা কী?'

'আমরা জানি এ হচ্ছে দুটো গাড়ি, দুটোতেই গ্রীষ্মকালীন টায়ার লাগানো,' রেডিওর অল্পভাষী নাকি কণ্ঠস্বরটা টেনে টেনে বলল কথাটা।

'নভেম্বরের তুষার সবসময়ই বিশৃঙ্খলা বয়ে আনে,' পেছনের সিটের অফিসার বলল।

হ্যারি জবাব দিল না, কেবল ড্যাশবোর্ডের ওপর আঙুল বাজাল। ও বিকল্প ভাবছে। ওদের সামনে আর পেছনে গাড়ির ব্যারিকেড; পৃথিবীর সব নীল আলো আর সাইরেন দিয়েও সেগুলোকে সরানো যাবে না। ও লাফ দিতে পারে এবং দৌড়ে টানেলের শেষ প্রান্তে যেতে পারে, রেডিওতে সেখানে একটা পেট্রোল কারকে আসার জন্য বলতে পারে, তবে টানেলটা দুই কিলোমিটারের কাছাকাছি দীর্ঘ।

গাড়ির ভেতরটা এখন শান্ত; কেবল বেকার ইঞ্জিনের নিচু শব্দের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। সামনের ভ্যানটা মিটারখানেক আগে বাড়ল, পুলিশ ড্রাইভার সেটাকে অনুসরণ করল। সেটার পেছনের বাম্পারের কাছে না পৌছানো পর্যন্ত ব্রেক চাপল না, যেনবা আর যা-ই ভয় পাক না কেন তার আগ্রাসী ড্রাইভিংয়ের কারণে ইন্সপেক্টর আবার বিস্ফোরিত হবে। আকস্মিক ব্রেক চাপার কারণে বিকিনিপরিহিত ধাতব দুই নারী নীরবে আনন্দিতভাবে ঝুনঝুন করে উঠল।

হ্যারি আবারও জোনাসের কথা ভাবল। কেন ভাবল? ও যখন ফোনে ম্যাথিয়াসের সঙ্গে কথা বলছিল, তখন কী কারণে ও জোনাসের কথা ভেবেছিল? এর পেছনে শব্দের কোনো ব্যাপার আছে। ব্যাকগ্রাউন্ড শব্দ।

আয়নার নিচের দুই নতর্কীকে মনোযোগ দিয়ে দেখল হ্যারি। এবং সবকিছু ওর কাছে ধরা দিল।

ও জানে, ও কেন জোনাসের কথা ভেবেছিল। ও জানে, কিসের শব্দ ছিল সেটা। এবং ও জানে, এক সেকেন্ডও নষ্ট করা যাবে না। অথবা– ও চিন্তাটা দমানোর চেষ্টা করল– তাড়াহুড়া করার আর কোনো প্রয়োজনই নেই। এরিমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

ডানে-বাঁয়ে না তাকিয়ে সেলারের করিডোর ধরে দ্রুত যাচ্ছে ওলেগ। ও জানে, ইটের দেয়ালে ধরা লোনা সাদা ভূতের আকার ধারণ করেছে। যেটা করতে

BanglaBook.org

যাচ্ছে সেটার ওপর মনোযোগ ধরে রাখতে চেষ্টা করছে ও, অন্য আর কিছু নিয়ে চিন্তা না করার চেষ্টা করছে, মনের ভেতর ভুল চিন্তা ঢুকতে না দেওয়ার চেষ্টা করছে। হ্যারি এমনটাই বলেছিল। একমাত্র যে দানব আছে, যেগুলো তোমার মস্তিষ্কের ভেতর থাকে, তাকে জয় করা সম্ভব। তবে তোমাকে এ নিয়ে কাজ করতে হবে। তোমাকে তাদের মুখোমুখি হতে হবে এবং যতবারই পারো তাদের সঙ্গে লড়তে হবে। ছোটখাটো লড়াই, যে লড়াই তুমি জিততে পারো। তারপর বাসায় যাও, তোমার ক্ষতে ব্যান্ডেজ লাগাও এবং আবার চেষ্টা কর। এই লড়াই ও করেছে, সেলারে ও অনেকবারই একা গেছে, অবশ্য ওর যাওয়া দরকার ছিল, ওর স্কেটকে শীতল স্থানে রাখাটা নিশ্চিত করার জন্য।

বাগানের চেয়ারটা ধরে নিজের পেছন পেছন টেনে আনল ওলেগ, নীরবতাকে এই আওয়াজ দিয়ে দূর করতে চাইল। ও দেখল যে, সেলারের দরজাটা মূলত বন্ধ। তারপর ও হাতলের নিচে চেয়ার ঠেলে বসিয়ে নিশ্চিত হলো যে, সেটা নড়বে না। এই তো হয়েছে। ও শক্ত হয়ে গেল। ওটা কী? দরজার ছোট্ট জানালায় তাকাল ও। চিন্তাটাকে আর ভেতরে ধরে রাখতে পারছে না, চিন্তার বাঁধ ভেঙে গেছে। বাইরে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। ও দৌড়ে সরে যেতে চাইল, কিন্তু নিজেকে জোর করে সেখানে দাঁড় করিয়ে রাখল। অন্য চিন্তার সঙ্গে এই চিন্তার বিরুদ্ধে লড়াই কর। আমি ভেতরে আছি, নিজেকে নিজেই বলল। এখানে আমি নিরাপদ আছি। ও দম নিল, রান অ্যাওয়ে ব্যান্ডের বেইজ ড্রাম-এর মতো হৃদপিন্ডের স্পন্দন অনুভব করল। তারপর ও সামনে ঝুঁকে জানালা দিয়ে উঁকি দিল। নিজের মুখেরই প্রতিফলন দেখতে পেল। কিন্তু তার ওপর ও আরেকটা মুখ দেখল, একটা বিকৃত মুখ যেটা ওর মুখ নয়। আর হাত দেখল ও, দানবটা হাত ওপরে তুলেছে। আতঙ্কিত ওলেগ পিছু হটল। কিছু একটার সঙ্গে ধাক্কা খেল এবং অনুভব করল, ওর চেহারা আর মুখের চারপাশে হাত দুটো আটকে গেল। ও চীৎকার করতে পারছে না। কারণ ও চীৎকার করতে চাচ্ছে। ও চীৎকার করতে চাচ্ছে যে, এটা ওর মনে ছিল না, এটা দানব, দানবটা ভেতরে। আর ওরা সবাই মারা পড়তে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

'সে বাড়ির ভেতরে,' হ্যারি বলল।

হ্যারি যখন রিডায়াল বাটন চাপল তখন পুলিশ অফিসার দু'জন কথাটা উপলব্ধি করতে না পেরে ওর দিকে তাকাল। 'আমি ভেবেছিলাম, এটা জাপানি মিউজিক, কিন্তু এটা ধাতব উইন্ড চাইম। জোনাসের রুমে যেমনটা আছে। এবং ওলেগের ঘরেও যেটা আছে। ম্যাথিয়াস সেখানে আগে থেকেই ছিল। সে আমাকে বলেছিল তাকে, সে নয়...?'

'কী বোঝাতে চাচ্ছ?' পেছনের সিটের অফিসারটি ঝুঁকি নিয়ে জিজ্ঞেশ করল।

'সে বলেছে, সে বাসাতেই আছে। আর অবশ্যই বাসাটা হোলমেনকোলভিয়েনের ওপর। সে এমনকি এও বলেছে যে, সে র‍্যাকেল আর ওলেগকে দেখার জন্য তার পথে *নামছে*। আমার জানা উচিত ছিল। আর যাই হোক, টরশোভের বিবেচনায় হোলমেনকোলেন উঁচুতে। সে হোলমেনকোলেনের দ্বিতীয় তলায় ছিল। নিচ তলায় নামছিল। ওদেরকে এখন আমাদের বাড়ির বাইরে আনতে হবে। যীশুর কসম, জবাব দাও!'

'র‍্যাকেল সম্ভবত কাছাকাছি নেই–'

'বাসায় চারটা টেলিফোন আছে। ম্যাথিয়াস ঠিক এখন লাইনটা কেটে দিয়েছে। আমাকে সেখানে যেতে হবে।'

'আমরা আরেকটা পেট্রোল কার পাঠাতে পারি,' চালকটা বলল।

'না!' হ্যারি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল। 'যাইহোক অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওদেরকে পেয়ে গেছে ম্যাথিয়াস। আর আমাদের যে একমাত্র সুযোগ আছে সেটা চূড়ান্ত ঘুঁটি। বড়ে। আমি।'

'তুমি?'

'হ্যাঁ। আমি তার পরিকল্পনার অংশ।'

'তুমি তার পরিকল্পনার অংশ *নও*, তুমি বোঝাতে চাচ্ছ, তুমি নও?'

'না। আমি তার অংশ। সে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

দুই পুলিশ পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল। ওদের পেছনে একটা মোটরবাইকের এগিয়ে আসার আওয়াজ শুনতে পেল।

'তুমি মনে কর তুষারমানব?'

'হ্যাঁ,' গাড়ির দরজার আয়নাতে বাইক দেখে বলল হ্যারি। ও ভাবছে, কেবল এই জবাবটাই ও দিতে পারে। কারণ এটাই একমাত্র জবাব যা কোনো আশার সঞ্চার করে।

ওলেগ সর্বশক্তি দিয়ে লড়ল, কিন্তু গলায় দানবটার লৌহময় মুঠির শীতলতা অনুভব করতে করতে ও নিস্তেজ হয়ে পড়ল।

'এটা একটা শল্য-ছুরি, ওলেগ।' দানবটার কণ্ঠস্বর ম্যাথিয়াসের মতো। 'লোকজনকে কাটার জন্য এটা ব্যবহার করি আমরা। এবং তুমি বিশ্বাস করবে না যে, কাজটা কত সহজ।'

BanglaBook.org

তারপর দানবটা ওকে মুখ হা করতে বলল, মুখের ভেতর একটা নোংড়া কাপড় ঠুসে দিয়ে ওকে হুকুম করল হাত পেছনে রেখে বুকের ওপর ভর দিয়ে শুয়ে থাকতে। ওলেগ হুকুমটা না মানার সঙ্গে সঙ্গে ওর কানের নিচে স্টিলটা আঘাত হানল। ও অনুভব করল, উষ্ণ রক্ত ঘাড় বেয়ে ওর টি-শার্টের ভেতর ঢুকছে। সিমেন্টের ঠাণ্ডা মেঝের ওপর ও বুকে ভর দিয়ে শুল এবং দানবটা ওর পিঠের ওপর বসল। ওর মুখের পাশে একটা লাল বাক্স রাখল দানবটা লেবেলটা পড়ল ও। প্লাস্টিকের বাঁধুনি, তার এবং খেলনার প্যাকেটে যেমন পুরু বাঁধুনি থাকে, যেগুলো খুবই বিরক্তিকর কারণ এই বাঁধুনি কেবল শক্তই হয়, ঢিলা হয় না, আর সেগুলো যত পুরুই হোক না কেন একটা থেকে আরেকটাকে আলাদা করে তোলা যায় না। নিজের কব্জি আর গোড়ালির ত্বকের চারপাশে ও তীক্ষ্ণ কাটা প্লাস্টিক অনুভব করল।

তারপর ওকে তুলে ধরে ফেলা হলো। মচমচ শব্দে ওকে আস্তে করে ফেলার পর ব্যথা অনুভব করার মতো দেরি করার সময় ওর ছিল না। ও একদৃষ্টে ওপরে তাকিয়ে রইল। ও পিঠে ভর দিয়ে ফ্রিজারের ভেতর শুয়ে আছে; বাহু আর মুখে ভাঙা বরফের জ্বালা অনুভব করছে। ওর ওপরে দানবটা একদিকে মাথা কাত করে দাঁড়িয়ে আছে।

'গুডবাই,' সে বলল। 'অনেক আগেই অন্য প্রান্তে দেখা হবে আমাদের।'

ঢাকনাটা দড়াম করে নিচে নেমে এলো এবং ভেতরটায় পুরো অন্ধকার নেমে এলো। ওলেগ শুনতে পেল, চাবিটা লকের ভেতরে ঘুরল এবং একটা দ্রুত পায়ের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে গেল। ও জিহ্বা তোলার চেষ্টা করল, জিহ্বাটাকে মুখে ঠোসা কাপড়ের পেছনে আনার চেষ্টা করল, কাপড়টাকে বের করে দিতে হবে। নিঃশ্বাস নিতে হবে। বাতাস ঢোকাতে হবে।

র‍্যাকেল দম বন্ধ করল। সে এটা জেনেই বেডরুমের দরজার পথে দাঁড়িয়ে আছে যে, সে যা দেখেছে সেটা পাগলামি। এমন পাগলামি যেটা দেখে তার গা শিরশির করল, মুখ হা হয়ে গেল এবং চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

বিছানা আর অন্যান্য আসবাবপত্র ঠেলে দেয়ালের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রায় চোখেই পড়ে না এমন পানিতে মেঝেটা আচ্ছাদিত। কেবল নতুন এক ফোঁটা পানিবিন্দু পড়লে মেঝের সেই পানির আচ্ছাদন ভেঙে গেল। কিন্তু সেটা খেয়াল করল না র‍্যাকেল। একমাত্র যে জিনিশটা সে দেখল সেটা হচ্ছে

BanglaBook.org

ঘরের মাঝখানে বিশাল এক তুষারমানব।

হাসিমাখা মুখটার মাথার হ্যাট প্রায় ছাদ ছুঁই ছুঁই করছে।

অবশেষে সে যখন নিঃশ্বাস নিতে পারল এবং মস্তিষ্কে অক্সিজেন পৌঁছাল তখন সে ভেজা উল আর ভেজা খাটের গন্ধ ধরতে পারল। গলে যাওয়া তুষারের ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ার শব্দ শুনল। একটা শীতল তরঙ্গ ভেসে এলো তার দিকে, তবে এটা তা নয় যেটা তার শরীরে কাঁটা দিল। শরীরে কাঁটা দিয়েছে তার পেছনে দাঁড়ানো মানুষটার শরীরের উত্তাপের কারণে।

'সুন্দর না?' ম্যাথিয়াস বলল। 'আমি শুধু তোমার জন্য তৈরি করেছি তুষারমানবটা।'

'ম্যাথিয়াস...'

'শ্‌শ্‌শ্‌।' ও এক ধরনের প্রতিরক্ষার ঢঙে তার গলা ঘিরে বাহু রাখল। সে নিচে তাকাল। হাতটা শল্য-ছুরি ধরে আছে। 'কথা বোলো না, আমার প্রিয়তমা। অনেক কিছু করবার আছে আর সময় খুবই কম।'

'কেন? কেন?'

'এটা আমাদের দিন, র‍্যাকেল। বাকি জীবনটা অবিশ্বাস্য রকমের সংক্ষিপ্ত, কাজেই এসো উদযাপন করি, ব্যাখ্যা করে সময় নষ্ট না করি। প্লিজ তোমার হাত দুটো পিঠের পেছনে আনো।'

ও যেমনটা বলল, র‍্যাকেল তেমনটাই করল। সেলার থেকে ওলেগকে সে ওপরে উঠে আসতে শোনেনি। সম্ভবত ছেলেটা এখনো সেলারেই আছে; সে যদি শুধু ম্যাথিয়াসকে আটকে রাখতে পারে তবে ছেলেটা সম্ভবত বেরিয়ে আসতে পারবে। 'আমি জানতে চাই, কেন?' সে বলল এবং অনুভব করল তার স্বরযন্ত্রে আবেগ হোচট খেল।

'কারণ তুমি একটা বেশ্যা।'

সে তার কব্জি জুড়ে পুরু আর শক্ত কিছু একটাকে আঁটোসাটো হতে অনুভব করল। ঘাড়ে ম্যাথিয়াস উষ্ণ শ্বাস অনুভব করল। ওর ঠোঁট। আর তারপর ওর জিহ্বা। সে দাঁতে দাঁত চেপে রাখল, এটা জেনে যে, যদি সে চীৎকার করে তবে ও থেমে যেতে পারে এবং সে ওকে এ কাজে ব্যস্ত রাখতে চায়, সময় নষ্ট করতে চায়। জিহ্বাটা ঘুরে র‍্যাকেলের কান পর্যন্ত উঠল। সামান্য একটু টোকা দিল।

'আর তোমার বেশ্যাপনার ফসল ছেলেটা ফ্রিজারের ভেতর আছে,' ও ফিসফিস করল।

'ওলেগ?' সে বলল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার অনুভূতি হলো তার।

BanglaBook.org

'রিল্যাক্স, প্রিয়তমা আমার, ও ঠাণ্ডায় মরবে না।'

'ও ম-মরবে না?'

'ওর শরীর শীতল হওয়ার অনেক আগেই বেশ্যার ছেলেটা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবে। এটা সরল এক অংক।'

'অং–'

'আমি বহু বছর আগেই হিসাব করেছি। সবকিছুই হিসাব করা।'

একটি দ্রুতগতির মোটরবাইক অন্ধকারের ভেতর হোলমেনকোলেনের আঁকাবাকা রাস্তায় কাত হয়ে চলছে। বাড়িগুলোর মাঝে ইঞ্জিনের গর্জন প্রকম্পিত হচ্ছে। এই তুষারময় রাস্তায় মোটরবাইকটাকে যারা এভাবে চলতে দেখল তারা একে উন্মত্ততা বলে বিবেচনা করল। এই চালকের কাছ থেকে তার লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া উচিত। কিন্তু চালকের তো লাইসেন্সই নেই।

গতি আরও বাড়িয়ে কালো কাঠের বাড়িটার দিকে মোটরবাইক ধাবিত করল হ্যারি। কিন্তু রাস্তার তীক্ষ্ণ এক বাঁকে সদ্য পড়া তুষারে চাকা হড়কে গেল। ওর মনে হলো, বাইকটা গতি হারাচ্ছে। হড়কে পড়ে যাওয়া ঠেকানোর চেষ্টা করল না ও, লাফ দিয়ে বাইক থেকে নামল। বাইকটা ঢাল বেয়ে গড়িয়ে গেল, একটা গাছের কান্ডে লেগে থামার আগে কয়েকটা নিচু স্প্রুস ডালের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খেল সেটা। এক পাশে কাত হয়ে পড়ল বাইকটা, সেটার পেছনের চাকার ঘূর্ণনে বরফ ছিটকে পড়ছে, তারপর চাকা থেমে গেল।

ততক্ষণে হ্যারি সিঁড়ির অর্ধেক পথ পারি দিয়েছে।

তুষারে কোনো পদচিহ্ন নেই, না ঘরের দিকে না ঘর থেকে বাইরের দিকে। দরজার দিকে এগোতে এগোতে ও রিভলভার হাতে তুলে নিল।

দরজাটা খোলা। যেমনটা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

ও নিঃশব্দে দ্রুত হল রুমের ভেতর ঢুকল। প্রথম যে জিনিশটা ও দেখল সেটা হচ্ছে সেলারের দরজাটা হা করে খোলা।

হ্যারি দাঁড়িয়ে শোনার চেষ্টা করল। সেখানে একটা আওয়াজ হচ্ছে, ঢাক পেটানোর মতো আওয়াজ। আওয়াজটা মনে হচ্ছে রান্নাঘর থেকে আসছে। হ্যারি ইতস্তত করল। তারপর ও সেলারে যাওয়ার মনস্থির করল।

রিভলভারটা সামনে ধরে রেখে ও সিঁড়ি বেয়ে চুপি চুপি নিচে নামল। চোখকে অন্ধকার সওয়ানোর জন্য সিঁড়ির গোঁড়ায় থামল, কান পেতে শুনল।

BanglaBook.org

ওর মনে হল সারা রুমটা এর দম ধরে আছে। দরজার হাতলের নিচে বাগানের চেয়ারটা দেখল। ওলেগ। ওর চোখ আবার অনুসন্ধান করল। ও যখন আবার ওপরতলায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল তখন ফ্রিজারের পাশে ইটের মেঝেয় একটা কালো দাগে চোখ পড়ল। পানি? এক পা এগোলো। এটা নিশ্চয় ফ্রিজারের নিচ থেকে বেরোচ্ছে। চিন্তাগুলো যেখানে যেতে চায় সেখান থেকে ও চিন্তাকে ঠেলে দূরে সরাল। ঢাকনাটা টান দিল। তালা দেওয়া। চাবিটা লাগানো, কিন্তু র‍্যাকেল সাধারণত ফ্রিজার লক করে না। ওর মস্তিষ্কে ফিনয়-এর চিত্র ভেসে উঠল, কিন্তু ও তাড়াতাড়ি করল, চাবি ঘুরিয়ে ঢাকনাটা খুলল।

মুখে জ্বালাময় ব্যথা নিয়ে ভূপতিত হওয়ার আগে অন্ধকার ফ্রিজারের ভেতর থেকে একটা ধাতব ঝলকানি দেখল। ছুরি? নোংরা পোশাকের দুটো ঝুরির মাঝে পিঠ দিয়ে পড়ল হ্যারি, এবং একটা মানব-মূর্তি দ্রুত আর ক্ষীপ্রভাবে ইতোমধ্যে ফ্রিজার থেকে বেরিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল।

'পুলিশ!' হ্যারি চীৎকার করে দ্রুত রিভলভার তুলল। 'ডোন্ট মুভ!'

মানব-মূর্তিটা মাথার ওপর এক হাত তুলে থেমে গেল। 'হ্যা-হ্যারি?'

'ওলেগ?'

হ্যারি রিভলভার নামিয়ে দেখল ছেলেটার হাতে কী। একটা স্পীড স্কেট।

'আমি... আমি ভেবেছিলাম, ম্যাথিয়াস ফিরে এসেছে,' ওলেগ ফিসফিস করে বলল।

উঠে দাঁড়াল হ্যারি। 'ম্যাথিয়াস কোথায়?'

'আমি জানি না। সে বলেছে, শীঘ্রীই আমাদের সাক্ষাৎ হবে, কাজেই আমার মনে হয়...'

'স্কেট এলো কোত্থেকে?' মুখের ভেতর ধাতব রক্তের স্বাদ পেল হ্যারি, আঙুল দিয়ে ক্ষতস্থানটা দেখল, প্রচুর রক্ত ঝরছে।

'এটা ফ্রিজারের ভেতর ছিল।' দাঁত বের করে কৌতুকময় একটা হাসি দিল ওলেগ। 'সিঁড়িতে স্কেট রাখা নিয়ে আমাকে অনেক ঝাপা পোহাতে হচ্ছিল, এজন্য এগুলোকে আমি মটরদানার নিচে রাখতাম যেন মা খুঁজে না পায়। তুমি তো জানোই আমরা কখনোই মটর খাই না।'

হ্যারি এরিমধ্যে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করেছে। ওকে অনুসরণ করল ওলেগ।

'ভাগ্যক্রমে ব্লেডগুলো ধারালো ছিল, এজন্য আমি বাঁধন কাটতে পেরেছি। তালাটা খোলা অসম্ভব ছিল, কিন্তু আমি ফ্রিজারের নিচের প্লেটে গুতিয়ে কয়েকটা

BanglaBook.org

ছিদ্র করে বাতাসের ব্যবস্থা করতে পেরেছি। আর বাতিটা ভেঙে ফেলেছি যাতে ম্যাথিয়াস ঢাকনা খোলার সময় যেন সেটা না জ্বলে।

'আর তোমার শরীরের তাপে বরফ গলে ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে গেছে,' হ্যারি বলল।

ওরা হল রুমে উঠে এলো। হ্যারি সামনের দরজার কাছে ওলেগকে টেনে ধরল, দরজাটা খুলে আঙুল তুলে দেখাল।

'প্রতিবেশীদের ঘরে বাতি দেখতে পাচ্ছো? দৌড়ে সেখানে যাও এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি এসে তোমাকে নিচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানেই থাকবে। ওকে?'

'না!' দৃঢ়ভাবে বলল ওলেগ। 'মা–'

'শ্‌শ্‌! এখন শোনো। তুমি ঠিক এখন তোমার মায়ের জন্য সবচেয়ে ভালো যে জিনিশটা করতে পারো তা হচ্ছে এখান থেকে দূরে সরে যাওয়া।'

'আমি মাকে খুঁজতে চাই!'

হ্যারি ওলেগের কাঁধ আঁকড়ে ধরল, যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্যথায় ছেলেটার চোখ অশ্রুতে ভরে গেল ততক্ষণ পর্যন্ত কাঁধে চাপ দিল।

'যখন আমি বলি দৌড়াও, তুমি দৌড়াবে, হতচ্ছড়া বুদ্ধু কোথাকার।'

কথাটা ও নিচু স্বরে তবে এতটা অবদমিত ক্রোধ নিয়ে বলল যে ওলেগ বিভ্রান্ত হয়ে চোখ পিটপিট করল। ওলেগের চোখ থেকে এক ফোঁটা অশ্রু গাল বেয়ে নামল। তারপর ছেলেটা ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। অন্ধকার আর গুঁড়ি গুঁড়ি তুষার তাকে গিলে ফেলল।

হ্যারি ওয়াকি-টকিটা হাতে নিয়ে টক বাটনে চাপ দিল। 'হ্যারি বলছি। তোমরা কি অনেক দূরে?'

'আমরা স্টেডিয়ামের পাশে। ওভার।' গানার হ্যাগেনের কণ্ঠস্বরটা চিনতে পারল হ্যারি।

'আমি বাসার ভেতরে,' হ্যারি বলল। 'গাড়ি চালিয়ে বাড়িটার সামনে পর্যন্ত আসবেন, কিন্তু যতক্ষণ না আমি বলছি ততক্ষণ পর্যন্ত ভেতরে আসবেন না। ওভার।'

'রজার।'

'ওভার অ্যান্ড আউট।'

কিচেন থেকে এখনো যে শব্দটা আসছে সেই শব্দ অনুসরণ করে এগোলো হ্যারি। দরজায় দাঁড়িয়ে ও ছাদ থেকে পানির ধারা বইতে দেখল। পানির ধারাটা

BanglaBook.org

দোতালের আস্তরের সঙ্গে মিশে ধূসর হয়ে রান্নাঘরের টেবিলের ওপর ভয়ানক শব্দে টপ টপ করে পড়ছে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে চার কদম এগিয়ে সিঁড়িতে উঠল হ্যারি। পা টিপে টিপে বেডরুমের দরজার কাছে গেল। ঢোক গিলল। দরজার হাতলটা ভালো করে দেখল। দরজার বাইরে থেকে ও এগিয়ে আসা দূরের পুলিশের গাড়ির সাইরেন শুনল। ওর ক্ষত থেকে বেরোনো রক্ত নকশাকাটা কাঠের পাটাতনের ওপর মৃদু শব্দে পড়ছে।

ও এখন এটা অনুভব করতে পারছে, ওর কপালের এক পাশে চাপ হিসেবে; এটা সেই জায়গা যেখানে বিষয়টা শেষ হবে। আর এর সঙ্গে একধরনের যুক্তি আছে। বেডরুমের দরজায় ও এভাবে কতবার দাঁড়িয়েছে, ভোর বেলায়, রাতের পর যখন র‍্যাকেলের কাছে ও প্রতিশ্রুতি করেছে তার বাসায় আসার, কতবার ও এটা জেনে বিবেকতাড়িত হোয়ে সেখানে দাঁড়িয়েছে যে, সে ভেতরে ঘুমাচ্ছে? এটা জেনেও সাবধানে দরজার হাতল চেপেছে, যে হাতলটা অর্ধেকটা ঘুরতেই ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করবে। আর র‍্যাকেল জেগে যাবে, ঘুম ঘুম চোখে ওর দিকে তাকাবে, তার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে ওকে সাজা দিতে চেষ্টা করবে, যতক্ষণ না ও লেপের ভেতর ঢুকবে, তার শরীর ঘেষে শোবে এবং অনুভব করবে শরীরের কঠিন প্রতিরোধ গলতে শুরু করেছে। আর সে আনন্দের সঙ্গে অনুমোদন দেবে, কিন্তু খুব বেশি আনন্দ নয়। আর তারপর ও তাকে আরও বেশি টোকা দিত, চুমু আর মৃদু কামড় দিত, যতক্ষণ সে ওর ওপর চড়ে বসত ততক্ষণ তার ক্রীতদাস হয়ে থাকা, রাণী বেশিক্ষণ তার সুখনিদ্রায় থাকত না, বরং ঘড়ঘড় আওয়াজ করত আর গোঙাতো, একই সঙ্গে কামনা আর প্রতিরোধ করতে।

দরজার হাতলটা মুঠিতে পুড়ল ও, খেয়াল করল যে ওর হাত কীভাবে হাতলের মসৃণ কোণযুক্ত আকার চিনল। অসীম সতর্কতায় হাতলে চাপ দিল। চির চেনা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দের জন্য অপেক্ষা করল। কিন্তু শব্দটা বেরোলো না। কিছু একটা অন্যরকম বিষয় আছে। হাতলে একধরনের প্রতিরোধ। কেউ কি স্প্রিং টাইট দিয়েছে? কোনো গোলমাল না করে নিঃশব্দে ও হাতল ছেড়ে দিল। নিচু হয়ে চাবির ফুটোর ভেতর উঁকি দিল। কালো। কেউ একজন ছিদ্রটা বন্ধ করে দিয়েছে।

'র‍্যাকেল!' ও চীৎকার করল। 'তুমি কি ওখানে আছো?'

কোনো জবাব এলো না। দরজার ওপর কান রাখল ও। মনে হল কোনো আঁচড়ের শব্দ শুনতে পেল, কিন্তু নিশ্চিত না। দ্বিধান্বিত হলো। মন বদলাল,

BanglaBook.org

হাতল ছেড়ে দ্রুত ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুমে ঢুকল। ছোট্ট জানালাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে তার ভেতর দিয় শরীর গলিয়ে পেছনের দিকে হেলে গেল। বেডরুমের জানালার লোহার কালো শিকের মাঝ দিয়ে আলো আসছে। গোড়ালি দিয়ে জানালার ভেতরের ফ্রেমে আটকে ধরল, পায়ের মাংসপেশী শক্ত করে বাথরুমের বাইরের দেয়ালের কাছে চলে এলো হ্যারি। অসমতল কাঠের গুঁড়ির মাঝে ধরবার মতো একটা জায়গা অন্ধের মতো বৃথা হাতড়ে ফিরল ওর আঙুল। হ্যারির মুখের ওপর তুষার জমছে, গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া রক্তের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে তুষার। আরও বেশি শক্তি দিয়ে চেষ্টা করল; জানালার ফ্রেমে ওর পায়ে এত জোরে চাপ লাগছে যেন মনে হচ্ছে পায়ের হাড় ফেটে যাবে। পাঁচ পেয়ে ক্ষ্যাপা মাকড়শার মতো ওর হাত দেয়ালজুড়ে চুপিসারে চলছে। ওর পাকস্থলীর মাংসপেশীতে টান লাগছে। কিন্তু এটা বেশ দূরে, ও নাগাল পাচ্ছে না। এক দৃষ্টিতে নিচে তাকাল, ও জানে যে পাতলা তুষারের স্তরের নিচে নুড়ি বিছানো রাস্তা।

আঙুলের ডগায় শীতল কিছু একটা অনুভূত হলো।

একটা লোহার শিক।

দুটো আঙুল শিকটাকে আকড়ে ধরল। তিনটা। তারপর অন্য হাতটা। ব্যথা করা পা দুটো ছাড়িয়ে নিল, ঝুলে পড়ল এবং হাতের ওপর চাপ কমানোর জন্য দ্রুতই বুট রাখার একটা খাঁজ খুঁজে নিল। অবশেষে ও বেডরুমের ভেতরটা দেখতে পেল। এবং ও দেখল। ওর মস্তিষ্ক দৃশ্যটা ধারণ করতে সংগ্রাম করল, যেহেতু মস্তিষ্কটা তাৎক্ষণিকভাবে জানে যে সে কিসের দিকে তাকিয়ে আছে: শিল্পের সমাপ্ত কাজ, ও এরিমধ্যে এই শিল্পের মূল নমুনা দেখেছে।

র‍্যাকেলের চোখ বিস্ফোরিত আর কালো হয়ে আছে। সে একটা পোশাক পরে আছে। টকটকে লাল। ক্যাম্পারির বোতলের মতো। র‍্যাকেল 'কচিনিয়েল'। তার মাথা ছাদের দিকে টানটান করে বাড়ানো যেনবা সে একটা বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখছে, এবং সেই অবস্থান থেকে সে নিচে এবং ওর দিকে তাকাল। তার কাঁধ পেছনে টেনে ধরা এবং তার হাত দুটো আড়াল করা। হ্যারি অনুমান করল তার হাত পিঠমোড়া করে বাঁধা। তার গাল ফোলা যেন তার মুখে মোজা বা কাপড় আছে। সে বিশাল এক তুষারমানবের কাঁধে পা ছড়িয়ে বসে আছে। তার নগ্ন পা তুষারমানবের বুক জাপটে ধরে আছে, আর ও দেখতে পাচ্ছে তার টানটান পায়ের মাংসপেশী কাঁপছে। তার পড়ে যাওয়া চলবে না। সে পারবে না। কারণ তার ঘাড়ের চারপাশে কোনো

BanglaBook.org

ধূসর নয়, প্রাণহীন তার, যেমন ছিল এলি ভ্যালের ঘাড়ে, তবে একটা সাদা উজ্জ্বল জ্বলন্ত বৃত্ত, পুরোনো টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের অসম্ভব কৃত্রিম অলঙ্কারের মতো যেটা একটা আত্মবিশ্বাসের বৃত্ত। যে বৃত্ত সৌভাগ্য এবং একটা দীর্ঘ আর সুখী জীবনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। ফাঁসটার কালো হাতল থেকে একটা তার র‍্যাকেলের মাথার ওপর ছাদের একটা আংটার দিকে উঠে গেছে। দড়িটা রুমের অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে, দরজা পর্যন্ত। দরজার হাতল পর্যন্ত। তারটা পুরু নয়, তবে হ্যারি যখন হাতলটা চাপ দিচ্ছিল সেটা প্রতিরোধ করার জন্য যথেষ্ট লম্বা এটা। ও যদি দরজাটা খুলত, মূলত ও যদি এমনকি দরজার হাতলটা ডান দিকে মোচড়ও দিত, সাদা উজ্জ্বল জ্বলন্ত ধাতুটা র‍্যাকেলের গলা কেটে ফেলতে পারত, ঠিক তার চিবুকের নিচ থেকে কেটে ফেলত।

র‍্যাকেল চোখের পাতা না ফেলে হ্যারির পেছনে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। তার মুখের মাংসপেশী তির তির করে কাঁপছে, প্রচন্ড ক্রোধ আর উন্মত্ত আতঙ্কের মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে। ফাঁসটা এত অপ্রশস্ত যে অক্ষত রেখে মাথাকে সরানো তার পক্ষে সম্ভব না; তার বদলে সে তার মাথাকে নিচে নামিয়ে রেখেছে যাতেকরে মাথাটা মৃত্যু-আনয়নকারী উজ্জ্বল বিকিরণ, যেটা প্রায় তার ঘাড়জুড়ে খাড়াভাবে ঝুলে আছে, স্পর্শ না করে।

সে হ্যারির দিকে তাকাল, মেঝের দিকে এবং আবার হ্যারির দিকে তাকাল। আর হ্যারি বুঝতে পারল।

মেঝের ওপরের পানিতে এরিমধ্যে, ধূসর তুষারের ঝাড় জমে আছে। তুষারমানবটা গলছে। দ্রুত।

হ্যারি ভালো একটা পাদানি পেয়ে গেল। যত জোরে সম্ভব শিক ধরে ঝাঁকি দিল। শিকগুলোর অবস্থান বদলালো না, এমনকি আশাজনক একটু ক্যাঁচ শব্দও করল না। লোহাটা পাতলা তবে কাঠের ভেতর দৃঢ়ভাবে পোঁতা।

ভেতরের দেহমূর্তিটা দুলছে।

'ওভাবেই থাকো!' হ্যারি চীৎকার করল। 'আমি শীঘ্রই আসছি।'

মিথ্যে। একটা আয়রন লিভার দিয়ে ও এমনকি শিক বাঁকাও করতে পারবে না। আর সেগুলো কাটার সময়ও নেই। র‍্যাকেলের বাপের গুষ্টি কিলাই, হারামজাদা পাগল! ওর হাত ব্যথা করছে। রাস্তায় প্রথম গাড়িটার কর্নবিদীর্ণ করা সাইরেন শুনল। চারদিকে তাকাল ও। ডেল্টার স্পেশাল গাড়িগুলোর একটা, বিশালকার জান্তব ল্যান্ড রোভার। ধাতুর প্রলেপযুক্ত সবুজ জ্যাকেট পরা একজন প্যাসেঞ্জার সিট থেকে লাফ দিয়ে নামল, গাড়িটার পেছনে অবস্থান নিয়ে

BanglaBook.org

একটা ওয়াকি-টকি হাতে নিল। হ্যারির হ্যান্ডসেট ক্রমাগত পটপট আওয়াজ করল।

'হ্যালো!' হ্যারি চীৎকার করল।

লোকটা, পিছু হটল, বাঁয়ে-ডানে তাকাল।

'এইদিকে, বস।'

গাড়ির পেছন থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াল গানার হ্যাগেন। বাড়ির সামনে নীল বাতি জ্বালানো একটা পেট্রল কার দুলে উঠল।

'বাড়িটাতে কি আমাদের প্রবেশ করা উচিত?' হ্যাগেন চীৎকার করল।

'না!' হ্যারি তীব্র চীৎকার করল। 'ম্যাথিয়াস র‍্যাকেলকে ফাঁসিতে লটকে রেখেছে। কেবল...'

'কেবল?'

হ্যারি চোখ তুলল, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। নিচের শহরের দিকে নয়, ওপরের আলোকিত হোলমেনকোলেনের স্কি জাম্পের দিকে, পবর্তশীর্ষের দীর্ঘ সরু উচ্চভূমিরেখার দিকে।

'কেবল কী, হ্যারি?'

'কেবল অপেক্ষা করুন।'

'অপেক্ষা?'

'আমাকে ভাবতে হবে।'

শীতল শিকের ওপর কপাল ঠেকাল হ্যারি। ওর হাত ব্যথা করছে, পায়ের ওপর শরীরের বেশিরভাগ ওজন রাখার জন্য হাঁটু ভাঁজ করল। ফাঁস দেবার যন্ত্রে নিশ্চয় একটা অফ সুইচ আছে। সম্ভবত প্লাস্টিকের হাতলের সঙ্গে আছে। ওরা জানালা ভেঙে ফেলতে পারে এবং আয়নাযুক্ত একটা লম্বা লাঠি ঢুকিয়ে দিতে পারে যার মাধ্যমে ওরা সম্ভবত পারবে... কিন্তু সব কিছু না সরিয়ে ওরা কীভাবে শালার অফ সুইচটা চাপ দিবে এবং... এবং...? ত্বকের হাস্যকর পাতলা স্তর আর নরম টিস্যু যেটা ঘাড়ের বৃহদ্ধমনীকে রক্ষা করে। হ্যারি সেটা নিয়ে ভাবার চেষ্টা করল না। ও গঠনমূলক চিন্তা করার চেষ্টা করল। আতঙ্ককে উপেক্ষা করার চেষ্টা করল, যে আতঙ্কটা ওর কানের কাছে গর্জন করে বলছে ভেতরে ঢোকো এবং নিয়ন্ত্রণ নাও।

ও দরজা দিয়েও ঢুকতে পারে। দরজাটা না খুলে। কেবল দরজার প্যানেলটা কেটে ফেলে দিতে পারে। ওদের একটা চেইন স' করাত দরকার। কিন্তু কার আছে সেটা? শুধু গোটা জঘন্য হোলমেনকোলেনের। আর যাই হোক,

BanglaBook.org

তাদের সবার বাগানেই স্প্রুস গাছ আছে।

'প্রতিবেশীদের বাসা থেকে একটা চেইনকরাত নিয়ে আসো,' চীৎকার করল হ্যারি।

নিচে একটা দৌড়ের শব্দ শুনল হ্যারি। আর বেডরুমের ভেতর পানি ছলকানোর শব্দ পেল। হ্যারির হৃদকম্প থেমে গেল, ও ভেতরে তাকিয়ে রইল। তুষারমানবের পুরো বাঁ অংশই নাই। এটা সরে গিয়ে পানিতে পড়ে গেছে। তুষারমানব ভেঙে পড়ছে। ও দেখল, অশ্রুবিন্দু আকারের সাদা ফাঁসিকাষ্ঠের ফাঁস থেকে দূরে থাকতে র‍্যাকেল ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য তার সারা শরীর এপাশ-ওপাশ নড়ছে। ওরা কখনোই চেইনকরাত নিয়ে সময়মতো আসতে পারবে না, একাই দরজা কাটতে হবে।

'হ্যাগেন!' হ্যারি নিজের কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণ কর্ণবিদারী বিকার শুনতে পেল। 'পেট্রোল কারে একটা গুনটানা রশি আছে। রশিটা দিন আর ল্যান্ড রোভারটা দেয়ালের উল্টো দিকে নিয়ে যান।'

হ্যারি কয়েকটা কণ্ঠস্বরের গুঞ্জন শুনল, ল্যান্ড রোভারের ইঞ্জিন উল্টো দিকে ঘুরছে। একটা গাড়ির বুট খোলা হলো।

'ধর!'

এক হাতে শিক ধরে হ্যারি ঘুরে দেখল মোড়ানো একটা রশি ওর দিকে ছুটে আসছে। অন্ধকারে ও সামনের দিকে দ্রুত হাত বাড়িয়ে দিল, রশিটা ধরল, বাকি রশিটুকু গোটানো অবস্থা থেকে খুলে নিচে ধপ করে পড়ল।

'রশির মাথাটা গাড়ির সামনের টো বারের সঙ্গে বাঁধো।'

রশির যে প্রান্ত ও ধরে আছে তার সঙ্গে একটা কার্বাইন হুক লাগালো। বাতি জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে ও দ্রুত হুকটা জানালার মাঝের শিকের সংযোগস্থলে আটকে দিল, হুকের লকটা লাগাল। দ্রুততার সঙ্গে কড়া পড়ানো।

'গাড়ি চালাও।' চীৎকার করল ও।

তারপর ও দু'হাত দিয়ে ছাদের কিনারের নালী আঁকড়ে ধরল, শিককে মইয়ের মতো ব্যবহার করল, ছাদে উঠতে উঠতে ল্যান্ড রোভারে ইঞ্জিনের গতি বাড়তে শুনল। ছাদের ওপর বুক রেখে চোখ বন্ধ করে ও মোটার ঘোরার শব্দ শুনতে পেল, ইঞ্জিনের গতি কমে এলো আর লোহার শিক আর্তনাদ করে উঠল। আরও বেশি আর্তনাদ। এবং আরও। কাম অন! হ্যারি সচেতন আছে যে, ওর চিন্তার চেয়েও ধীর গতিতে সময় অতিবাহিত হচ্ছে। এবং এখন পর্যন্ত যথেষ্ট ধীর। তারপর– ও যখন মঙ্গলজনক ফাটলের জন্য অপেক্ষা করছে– হঠাৎই

BanglaBook.org

ভয়ঙ্কর শব্দে ইঞ্জিনের গতি বেড়ে গেল। শিট! হ্যারি বুঝতে পারল ল্যান্ড রোভারের চাকা অসহায়ভাবে ঘুরছে।

ওর মস্তিষ্কজুড়ে একটা চিন্তা খেলে গেল: ও প্রার্থনা করতে পারে। কিন্তু ও জানে যে, ঈশ্বর ওর মনকে তৈরি করেই রেখেছে, জানে যে, নিয়তি বিশ্বাসঘাতক, জানে যে, কালোবাজারে এই টিকিট কিনতে হবে। তবে ওর আত্মা র‍্যাকেলকে ছাড়া খুব বেশি মূল্যবান থাকবে না। পরক্ষণেই চিন্তটা চলে গেল। রাস্তায় চাকার ঘষার শব্দে চিন্তা চলে গেল। ইঞ্জিনের গতি কমছে আর আর্তনাদ করছে।

রাস্তার ওপর বিশালাকার টায়ার ঘুরছে।

তারপর ফাটার শব্দ এলো। ইঞ্জিনের গতি গর্জে উঠে থেমে গেল। সেকেন্ডখানেক পুরো নীরবতা। আর তারপর নিচে গাড়ির ছাদে শিক আছড়ে পড়তেই শূন্যে একটা আওয়াজ উঠল।

হ্যারি উঠে দাঁড়াল। ও আঙিনার দিকে পিঠ রেখে ছাদের প্রান্তের নালার কাছে দাঁড়াল এবং শরীরটা ছেড়ে দিল। তারপর নিচের দিকে বেঁকে দু'হাত দিয়ে ছাদের প্রান্তের নালা ধরে লাথি মারল। নালা থেকে জানালা পর্যন্ত ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দুলল। আড়াআড়ি হয়ে লাথি মারছে। প্রাচীন, পুরু জানালার কাঁচ যে সময় ওর বুটের নিচে টুংটাং করে বাজল সে সময় হ্যারি যেতে পারল। সেকেন্ড দশেক সময় ও কোনো ধারণাই পেল না যে, কোথায় নেমেছে: নিচের আঙিনায়, জানালার আঁকাবাকা কাঁচের ওপর নাকি বেডরুমে।

একটা বিকট আওয়াজ হলো, নিশ্চয় ফিউজ নষ্ট হয়ে গেছে, সবকিছু কালো হয়ে গেল।

হ্যারি 'কোনো কিছু নেই'-এ পূর্ণ একটা ঘরের ভেতর হাতড়াল, অনুভব করল কিছুই না, স্মরণ হলো কিছুই না, কিছুই না।

আর আলোটা যখন ফিরে এলো তখন ওর একমাত্র চিন্তা হলো যে, ও সেই জায়গাটায় ফিরে যেতে চায়। ওর সারা শরীর থেকে ব্যথা ছড়িয়ে আছে। বরফ শীতল পানির ওপর ও পিঠ দিয়ে শুয়ে আছে। তবে ও নিশ্চয় মারা গেছে কারণ ও ওপরে রক্তিম লাল রঙা পোশাক পরা এক দেবদূত দেখছে, অন্ধকারে বিচ্ছুরিত উজ্জ্বল বলয়ে তাকে জ্বল জ্বল করতে দেখল। ধীরে ধীরে শব্দ ফিরে এলো। আঁচড়ের শব্দ। নিঃশ্বাস। তারপর ও বিকৃত চেহারাটা, আতঙ্ক, হলুদ বল ঠুসে দেওয়া হাঁ করা মুখ, তুষারের ওপর ঝাপটানো দুটো পা দেখল। ও শুধু চোখ বন্ধ করতে চাইল। একটা হট্টগোল, নিচু স্বরের গোঙানির মতো। ভেজা তুষার ভেঙে লুটিয়ে পড়ছে।

BanglaBook.org

অতীতের ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে হ্যারি আসলেই বুঝতে পারছে না কী ঘটেছে; ফাঁসটা মাংস পুড়িয়ে ফেলতেই ও কেবল বিবমিষাকর গন্ধের কথা মনে করতে পারল।

ঠিক তুষারমানবটা ধসে পড়ার সময় হ্যারি উঠে দাঁড়াল। সামনের দিকে পড়ে গেল র‍্যাকেল। হ্যারি ডান হাত তুলে ধরল আর বাঁ হাত দিয়ে তার উরু জড়িয়ে ধরে তাকে উঁচু করে রাখল। ও জানে, অনেক দেরি হয়ে গেছ। মাংস তাপদগ্ধ হয়েছে। একটা মিষ্টি, চর্বিযুক্ত গন্ধে ওর নাসারন্ধ্র ভরে গেল। ওর মুখের ওপর রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। ও ওপরে তাকাল। ওর ডান হাত ফাঁসটার সাদা বিকিরণ আর তার ঘাড়ের মাঝখানে রাখা। তার ঘাড়ের ওজন ওর হাতকে সাদা-তপ্ত তারের ওপর চেপে ধরেছে যেটা ওর আঙুলের মাংসকে একটা ডিম কাটার মেশিন দিয়ে শক্ত-সেদ্ধ ডিম কাটার মতো কেটে ফেলেছে। আর এটা যখন ডান দিকে চলে যাবে তখন তার গলা কাটা পড়বে। ব্যথাটা এলো, দেরিতে আর ভোঁতা, অ্যালার্ম ঘড়ির ওপর প্রথমে এক অনিচ্ছুক তারপর জরুরি স্টিল হাতুড়ির মতো। ও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য লড়ছে। বাঁ হাতটা ছাড়াতে হবে। রক্তের কারণে চোখে কিছু না দেখে, র‍্যাকেলকে উঁচুতে ঠেলে ধরে নিজের কাঁধের ওপর নিল এবং নিজের মাথার ওপর দিয়ে মৃত হাতটা বাড়িয়ে দিল। আঙুলের ডগায় তার ত্বক অনুভব করল, তার পুরু চুল, শক্ত প্লাস্টিকের হাতলটা খুঁজে পাওয়ার আগে নিজের হাতের ক্ষতটা স্পর্শ করল। ওর আঙুল একটা ফিলিপ সুইচ খুঁজে পেল। সুইচটাকে ডানে সরাল। কিন্তু ফাঁসটা আঁটোসাটো হতে শুরু করলে সুইচ থেকে হাত সরিয়ে নিল। ওর আঙুল আরেকটা সুইচ খুঁজে পেয়ে সেটাতে চাপ দিল। শব্দটা মিলিয়ে গেল, আলো মিটমিট করছে এবং ও জানে যে ও আবার জ্ঞান হারানোর অবস্থায় চলে গেছে। দম নাও, ও ভাবল, জরুরি হচ্ছে মস্তিষ্কে অক্সিজেন নেওয়া। কিন্তু তারপরও ওর হাঁটু সরে যাচ্ছে। ওর ওপরের সাদা বিকিরণ লালে পরিণত হয়েছে। আর তারপর সেটা ক্রমান্বয়ে কালো হয়ে গেল।

নিজের পেছনে কয়েকজোড়া বুটের তলায় কাঁচ ভাঙার শব্দ শুনল ও।

'র‍্যাকেলকে পেয়েছি আমরা,' ওর পেছন থেকে বলল একটা কণ্ঠস্বর।

রক্তেরাঙা পানির ভেতর তুষারের ঝাড়সহ হ্যারি হাঁটু ভেঙে বসল। ওর চারপাশে অব্যবহৃত প্লাস্টিকের বাঁধুনি ভাসছে। ওর মস্তিষ্ক চেতন হচ্ছে আর অচেতন হচ্ছে যেনবা এর পাওয়ার সাপ্লাই ব্যর্থ হচ্ছে।

ওর পেছনে কেউ একজন কিছু একটা বলল। ও এর ঘ্রাণ পেল, বাতাস টানল এবং আর্তনাদ করল, 'কী?'

BanglaBook.org

'সে বেঁচে আছে,' কণ্ঠস্বরটা পুনরাবৃত্তি করল।

ওর শ্রুতি সুস্থির হচ্ছে। এবং দৃষ্টি। ও ঘুরল। কালোয় আচ্ছাদিত দু'জন লোক র‍্যাকেলকে বিছানায় শুইয়ে বাঁধন কেটে ফেলেছে। কোনো সতর্কবার্তা ছাড়াই হ্যারির পাকস্থলী থেকে বমি বেরিয়ে এলো। দুটো হেচকি, তারপর সব বেরিয়ে এলো। পানিতে ভাসা বমির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ও এবং উচ্চশব্দে হেসে ফেলার এক ঐতিহাসিক প্রেরণা অনুভব করল। কারণ আঙুলটাকে মনে হচ্ছে আর সবকিছুর সঙ্গে বমিতে মেখে গেছে। ও ডান হাত তুলে নিশ্চিত হওয়ার জন্য রক্তঝরা আঙুলের গোড়াটা দেখল। পানিতে ওর কাটা আঙুল ভাসছে।

'ওলেগ...' র‍্যাকেলের কণ্ঠস্বর।

হ্যারি একটা প্লাস্টিকের বাঁধুনি তুলে নিয়ে নিজের মধ্যমায় পেঁচিয়ে যত জোরে সম্ভব টাইট করে বাঁধল। তর্জনীটাকেও একইভাবে বাঁধল। তর্জনীটা হাড় পর্যন্ত কেটে গেলেও এখনও শক্তভাবে লেগে আছে।

তারপর ও বিছানার কাছে গিয়ে র‍্যাকেলের ওপর লেপ বিছিয়ে দিয়ে তার পাশে বসল। ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা চোখজোড়া প্রচন্ড আঘাতে বিস্ফোরিত আর কালো হয়ে আছে। তার ঘাড়ের যে দু'পাশে ফাঁস-এর স্পর্শ লেগেছে সেখানকার ত্বকে সৃষ্ট ক্ষত থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। অক্ষত বাঁ হাত দিয়ে হ্যারি তার হাত ধরল।

'ওলেগ,' সে পুনরাবৃত্তি করল।

'ও ঠিক আছে,' হ্যারি বলল, তার হাতের চাপে সাড়া দিল। 'ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে আছে। এটা এখন শেষ।'

হ্যারি দেখল, র‍্যাকেল তার দৃষ্টি ফোকাস করার চেষ্টা করছে।

'আশ্বাস দিচ্ছ?' প্রায় শোনাই যায় না এমনভাবে ফিসফিস করে বলল সে।

'আশ্বাস দিচ্ছি।'

'থ্যাঙ্ক গড।'

সে একবার ফোঁপাল, হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকল এবং কাঁদতে শুরু করল।

হ্যারি ওর আহত হাতটার দিকে তাকাল। বাঁধনটা রক্তক্ষরণ বন্ধ করেছে অথবা ও রক্তহীন হয়ে পড়েছে।

'ম্যাথিয়াস কোথায়?' শান্তভাবে বলল ও।

তার মাথা দ্রুত উঠে গেল, ওর দিকে সে বোকার মতো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। 'তুমি মাত্রই আশ্বাস দিয়েছ যে–'

BanglaBook.org

'সে কোথায় গেছে, র‍্যাকেল?'

'আমি জানি না।'

'সে কি কিছু বলেছে?'

তার শরীরটা যেভাবে গুটিয়ে গেল সেটা দেখে ও বলতে পারে যে ও চড়া গলায় কথা বলেছে।

'সে বলেছে যে, এটা এখন শেষ এবং সে একে একটা উপসংহারে টেনে নেবে,' র‍্যাকেল বলল। তার কালো চোখ আবার অশ্রুতে ভরে উঠল। 'এবং বলেছে যে, সমাপ্তিটা হবে জীবনের প্রতি এক শ্রদ্ধাঞ্জলি।'

'জীবনের প্রতি এক শ্রদ্ধাঞ্জলি? সে এই শব্দগুলোই ব্যবহার করেছে?'

মাথা নাড়ল সে। র‍্যাকেলের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল হ্যারি, উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে গেল। রাতের আকাশটা পরিষ্কার। তুষারপাত থেমে গেছে। ও উদ্ভাসিত পাহাড়ের দিকে চোখ তুলে তাকাল। অসলোর প্রায় সব জায়গা থেকেই দেখা যায় পাহাড়টা। স্কি জাম্প। কালো পর্বতশীর্ষের সরু দীর্ঘ উচ্চভূমিরেখায় একটা সাদা কমার মতো। অথবা একটা পূর্ণযতি।

র‍্যাকেলের বিছানার পাশে ফিরে গেল হ্যারি, উবু হয়ে তার কপালে চুমু খেল।

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?' ফিসফিস করে বলল সে।

হ্যারি রক্তের দাগযুক্ত হাতটা তুলে ধরে হাসল। 'একজন ডাক্তার দেখাতে।'

ও রুম থেকে বেরিয়ে গেল। সিঁড়ি বেয়ে টলতে টলতে নামল। ঠাণ্ডার মধ্যে বাইরে এলো, উঠোনের সাদাটে অন্ধকারে, কিন্তু বমি বমি ভাব আর মাথা ঝিমঝিম ভাবটা দূর হবে না।

ল্যান্ড রোভারের পাশে দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোনে কথা বলছে হ্যাগেন।

আলাপটা বন্ধ করল হ্যাগেন। হ্যারি যখন বলল যে, তারা ওকে গাড়িতে নিয়ে যেতে পারবে কিনা তখন সে মাথা নাড়ল।

হ্যারি পেছনে বসল। র‍্যাকেল কীভাবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল সেটা নিয়ে ভাবছে ও। অবশ্যই সে জানতে পাবে না যে, অন্য কেউ একজন তার ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। অথবা জানতে পাবে না যে, ক্রেতা প্রস্তাবটা গ্রহণ করেছে। এবং জানবে না যে, পরিশোধের সময় এরিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে।

'শহরের কেন্দ্রের দিকে নামব?' ড্রাইভার জিজ্ঞেশ করল।

মাথা ঝাঁকাল হ্যারি। ওপরের দিকে ইঙ্গিত করল। বৃদ্ধাঙ্গুলি আর অনামিকার মাঝে ডান তর্জনীটাকে অদ্ভুতরকমের একা লাগছে।

BanglaBook.org

৩৬

দিন ২১।

টাওয়ার।

র‍্যাকেলের বাসা থেকে হোলমেনকোলনের স্কি জাম্পে যেতে তিন মিনিট লাগল। ওরা টানেলের ভেতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এসেছে। স্যুভেনির শপগুলোর মাঝে শৈলান্তরীপে গাড়ি পার্ক করল। ঢালটাকে জমাটবাধা সাদা ঝর্নার মতো লাগছে যেটা নিচের দিকে ঝাঁপ দিয়েছে এবং একশ' মিটার নিচে চওড়া হয়ে সোজা নেমে গেছে।

'তুমি কী করে জানো যে, সে এখানেই আছে?' হ্যাগেন জিজ্ঞেশ করল।

'কারণ ম্যাথিয়াস আমাকে বলেছিল, সে এখানে থাকবে,' হ্যারি বলল। 'আমরা একটা স্কেটিং রিঙ্কে বসে ছিলাম। সে বলেছিল, যেদিন তার জীবনের কাজ শেষ হবে এবং সে এত অসুস্থ হবে যে মৃত্যুর কাছাকাছি হবে সেদিন সে ওখানকার ওই টাওয়ার থেকে ঝাঁপ দেবে।' হ্যারি আলোকিত স্কি টাওয়ারটার এবং ওদের সামনে কালো আকাশের দিকে ইঙ্গিত করল। 'আর সে জানত, আমি এ কথা স্মরণ করব।'

'উন্মাদ,' টাওয়ারের চূড়ার অন্ধকারময় কাঁচে ঘেরা জায়গার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল হ্যাগেন।

'আমি কি তোমার হাতকড়াটা নিতে পারি?' ড্রাইভারের দিকে ঘুরে জিজ্ঞেশ করল হ্যারি।

'তুমি এরিমধ্যে সেটা নিয়েছ,' হ্যারির ডান কব্জির দিকে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করল হ্যাগেন। ওর কব্জিতে হাতকড়ার এক প্রান্ত লাগানো। অন্য প্রান্তটা খোলা। 'আমি দু'জোড়া হাতকড়া নিতে চাই,' ড্রাইভারের কাছ থেকে চামড়ার বাক্সটা নিয়ে বলল হ্যারি। 'তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারো? আমার দুটো আঙুলের কমতি আছে...'

হ্যাগেন মাথা ঝাঁকাল, সে ড্রাইভারের হাতকড়ার একপ্রান্ত হ্যারির অন্য কব্জিতে আটকে দিল।

BanglaBook.org

'তোমার এভাবে যাওয়াতে আমি খুশী নই। আমার ভয় হচ্ছে।'

'সেখানে বেশি রুম নেই আর আমি তার সঙ্গে কথা বলতে পারি।' ক্যাটরিনের রিভলভারটা বের করল হ্যারি। 'আর এটা আছে আমার সঙ্গে।'

'এ কারণেই আমার ভয় হচ্ছে, হ্যারি।'

ইন্সপেক্টর হোল ওর বসের দিকে চকিতে তাকাল এক নজর। তারপর ঘুরে সবল হাতে গাড়ির দরজা খুলল।

পুলিশ অফিসারকে নিয়ে হ্যারি স্কিয়িং মিউজিয়ামের প্রবেশমুখে গেল। মিউজিয়াম পেরিয়ে ওকে টাওয়ারের লিফটে উঠতে হবে। দরজা ভাঙার জন্য ওরা একটা ক্রোবার নিয়ে এসেছে। কিন্তু দরজার কাছে এগোতেই টর্চ লাইটের আলোয় টিকিট কাউন্টারের ওপর দিয়ে মেঝের ওপর কাঁচের টুকরা চিকচিক করতে দেখল। মিউজিয়ামের ভেতরের কোনো এক জায়গায় একটা দূরবর্তী অ্যালার্ম তীব্র স্বরে বাজছে।

'ওকে, তাহলে আমরা জানি, আমাদের লোকটা এখানেই আছে,' হ্যারি বলল। ওর কোমড়ে রিভলভারটা ঠিক অবস্থানে আছে কিনা সেটা নিশ্চিত হলো। 'পরের পেট্রল কারটা আসার সঙ্গে সঙ্গে পেছনের দরজায় দু'জন লোককে রাখবে।'

হ্যারি টর্চ নিয়ে অন্ধকার রুমে পা রাখল। নরওয়েজিয়ান স্কি হিরো, নরওয়েজিয়ান পতাকা, নরওয়েজিয়ান স্কি গ্রিজ, নরওয়েজিয়ান রাজা এবং নরওয়েজিয়ান রাজকুমারীর পোস্টার আর ছবিগুলোকে ও দ্রুত অতিক্রম করে যাচ্ছে। সব পোস্টার আর ছবি সংক্ষেপে স্পষ্টাকারে লেখা। যে লেখা দাবি করছে যে, নরওয়ে একটা নরককুন্ড। হ্যারির মনে পড়ল, ও কেন কখনোই এই মিউজিয়ামকে সহ্য করতে পারে না।

লিফটটা ঠিক পেছনে। একটা সরু এনক্লোজড লিফট। হ্যারি লিফটের দরজাটা ভালো করে দেখল। ত্বকের ওপর শীতল ঘাম অনুভব করল। এটার পরেই স্টিলের একটা সিঁড়ি।

আট ধাপ পর নিজের সিদ্ধান্তের জন্য ওর অনুশোচনা হলো। তন্দ্রা আর বমি বমি ভাব ফিরে এলো। বমি বমি ভাবের কারণে পেট গুলিয়ে থু থু উঠছে। স্টিলের ওপর প্রতি পদক্ষেপের শব্দ সিঁড়ির ওপরের আর নিচের ধাপে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সিঁড়ির হাতলের সঙ্গে ওর কোমড়ের হাতকড়া ঠোকাঠুকি লেগে টুংটাং আওয়াজ হচ্ছে। ওর হৃদপিণ্ডকে বাড়তি অ্যাড্রেনালিনের কারণে বেশি বেশি পাম্প করতে হচ্ছে, শরীরকে পরবর্তী ধাপের জন্য প্রস্তুত করছে।

BanglaBook.org

সম্ভবত ওর অনেক শক্তি ক্ষয় হয়েছে, অনেক শক্তি ব্যয় করে ফেলেছে। অথবা সম্ভবত ও জানে, সব কিছুই শেষ হয়ে গেছে। খেলা শুরু হয়ে গেছে, ফলটা অবশ্যম্ভাবী।

হ্যারি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। সিঁড়িতে পা ফেলছে, নিঃশব্দে ওঠা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না, জানে ও অনেক বছর আগে শুনেছে।

সিঁড়ি সরাসরি অন্ধকার খাচায় চলে গেছে। হ্যারি ওর টর্চের সুইচ বন্ধ করল। ওর মাথাটা মেঝের ওপরে উঠতেই একটা শীতল বাতাসের প্রবাহ অনুভব করল। রুমটার ভেতর বিবর্ণ চাঁদের আলো পড়ছে। চারদিকে কাঁচ আর একটা স্টিলের রেলিংয়ে ঘেরা রুমটা প্রায় চার মিটার হবে। পর্যটকরা আতঙ্ক আর আনন্দের মিশেল এক অনুভূতি নিয়ে এই রেলিংয়ের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে। তারা এখান থেকে অসলোর দৃশ্য উপভোগ করে অথবা স্কিতে এখানে নেমে যেতে কেমন লাগবে সেটা কল্পনা করে। অথবা টাওয়ার থেকে নিচে ঝাঁপ দেয়, একটা পাথরের মতো গড়িয়ে বাড়িগুলোর মাঝে যায় এবং তাদের থেকে অনেক অনেক নিচের গাছে ধাক্কা খেয়ে বিচূর্ণ হয়ে যায়।

হ্যারি সবচেয়ে উঁচু সিঁড়িতে উঠল। নিচের শহরের আলোর চাদরের ওপর পড়া একটা ছায়ামূর্তির দিকে ঘুরে দাঁড়াল। মানব-মূর্তিটা রেলিংয়ের ওপর বসে আছে, বিশাল এক খোলা জানালার চৌকাঠের ওপর। খোলা জানালা দিয়ে শীতল বাতাস আসছে।

'সুন্দর, অ্যা?' ম্যাথিয়াসের কণ্ঠস্বর নির্ভার, অনেকটা আনন্দময় শোনালো।

'যদি তুমি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর কথা বলে থাকো, আমি একমত।'

'আমি দৃশ্যাবলীকে বোঝাইনি, হ্যারি।'

ম্যাথিয়াসের এক পা বাইরে দুলছে এবং হ্যারি সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

'তুমি নাকি তুষারমানব খুন করেছে র‍্যাকেলকে, হ্যারি?'

'তোমার কী মনে হয়?'

'আমার মনে হয়, তুমি খুন করেছ। আর যাই হোক, তুমি একজন চতুর লোক। আমি তোমার কথাই বিবেচনা করছি। ভয়ানক অনুভূতি, তাই না? অবশ্য, তখন সৌন্দর্য্য দেখা অত সহজ নয়। যখন তুমি তাকে খুন করেছ তখন আরও বেশি ভালোবেসেছ।'

'বেশ,' এক কদম এগিয়ে বলল হ্যারি। 'আমার মনে হয় না তুমি সে সম্পর্কে বেশি কিছু জানো, জানো তুমি।'

'আমি জানি না ?' ম্যাথিয়াস চৌকাঠে মাথা হেলান দিয়ে হাসল। 'প্রথম যে

BanglaBook.org

নারীকে আমি খুন করেছি তাকে আমি পৃথিবীর যে কোনো কিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসতাম।'

'তো কেন তুমি খুন করেছ?' হ্যারি ডান হাতটা পেছনে নিয়ে রিভলভারটা চেপে ধরার সময় কাটা আঙুলে ব্যথা অনুভব করল।

'কারণ আমার মা ছিল একজন মিথ্যেবাদী এবং একটা বেশ্যা।' ম্যাথিয়াস বলল।

হ্যারি হাতটা পেছন থেকে টেনে এনে রিভলভার তুলে ধরল। 'ওখান থেকে নেমে আসো, ম্যাথিয়াস। হাত ওপরে তুলে নেমে এসো।'

কৌতূহলী চোখে হ্যারির দিকে তাকাল ম্যাথিয়াস। 'হ্যারি, তুমি কি জানো তোমার মাও যে ওরকম মিথ্যেবাদী আর বেশ্যা হতে পারে সেটার আশঙ্কা বিশ ভাগ? বিশ ভাগ আশঙ্কা যে, তুমি একজন বেশ্যার ছেলে। এ সম্পর্কে কী বলবে তুমি?'

'আমার কথা শুনেছ, ম্যাথিয়াস।'

'তোমার জন্য এটাকে আরও সহজ করে বলছি, হ্যারি। প্রথমত, আমি তোমার নির্দেশকে অমান্য করছি। দ্বিতীয়ত, তুমি বলতে পারো, তুমি আমার হাত দুটো দেখতে পাচ্ছো না, কাজেই আমি সশস্ত্র থাকতে পারি। ঠিক, গুলি কর, হ্যারি।'

'নিচে নামো।'

'র‍্যাকেল একটা বেশ্যা, হ্যারি। আর ওলেগ একটা বেশ্যার ছেলে। র‍্যাকেলকে খুন করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তোমার উচিত আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া।'

রিভলভারটা হ্যারি বাঁ হাতে নিল। হাতকড়ার আলগা প্রান্ত পুরস্কারের সঙ্গে টোকা খেল।

'একটু ভাবো, হ্যারি। যদি তুমি আমাকে গ্রেপ্তার কর, আমাকে অপ্রকৃতিস্থ ঘোষণা করা হবে, মুক্তি দেওয়ার আগে কয়েক বছরের জন্য পাগলা গারদে দেওয়া হবে। আমাকে এখনই গুলি কর।'

'তুমি মরতে চাও,' আরও কাছে গিয়ে বলল হ্যারি। 'কারণ তুমি স্কেলেরোডার্মায় মারা পড়তে যাচ্ছো।'

জানালার চৌকাঠে ম্যাথিয়াস সজোরে ঘুষি মারল। 'সাবাশ, হ্যারি। আমার রক্তের অ্যান্টিবডি সম্পর্কে যে কথা বলেছি সেটা তুমি ঘেটে দেখেছ।'

'আমি ইডারকে জিজ্ঞেশ করেছিলাম। আর তারপর আমি স্কেলেরোডার্মা

BanglaBook.org

নিয়ে পড়াশোনা করেছি। তোমার যদি এই রোগ থাকে তবে তোমার পক্ষে অন্য কোনো মরণকে বেছে নেওয়া খুবই সহজ। যেমন, জমকালো দর্শনীয় মৃত্যু, যে মৃত্যু তোমার তথাকথিত জীবনকর্মকে মহিমান্বিত করবে।'

'আমি তোমার ঘৃণা বুঝতে পারছি, হ্যারি। কিন্তু তুমিও একদিন বুঝবে।'

'কী বুঝব?'

'বুঝবে যে, আমরা দু'জনই একই কাজ করছি, হ্যারি। রোগের বিরুদ্ধে লড়ছি। কিন্তু যে রোগের বিরুদ্ধে তুমি আর আমি লড়ছি সেটা নির্মূল হবে না। সব বিজয়ই সাময়িক। কাজেই এটা কেবল সেই লড়াই যা আমাদের জীবনকর্ম। আর আমার কাজ এখানেই শেষ। তুমি কি আমাকে গুলি করতে চাও না, হ্যারি?'

ম্যাথিয়াসের চোখে চোখ রাখল হ্যারি। তারপর ও রিভলভারটা হাতের ভেতর উল্টো করে ধরল। সেটা ম্যাথিয়াসের দিকে বাড়িয়ে দিল, রিভলভারের বাটটা প্রথমে বাড়িয়ে দিল। 'তুই নিজেই নিজেকে গুলি কর, হারামজাদা।'

ভ্রু কোঁচকালো ম্যাথিয়াস। তার চোখে দ্বিধা আর সন্দেহ দেখল হ্যারি। যেটা ক্রমান্বয়ে হাসিতে পরিণত হলো।

'তোমার যেমন ইচ্ছে।' রেলিংয়ের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে অস্ত্রটা নিল সে। কালো স্টিলে সস্নেহে হাত বোলালো ম্যাথিয়াস।

'তুমি একটা বড় ভুল করলে, বন্ধু,' হ্যারির দিকে রিভলভার তাক করে বলল সে। 'তুমি একটা চমৎকার পূর্ণযতি টানলে, হ্যারি। নিশ্চিত করলে যে, আমার কাজ কখনোই বিস্মৃত হবে না।'

রিভলভারের নলের কালো মুখটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে হ্যারি। রিভলভারের হ্যামার তার কুৎসিৎ মাথাটা তুলল। সবকিছুকে মনে হলো ধীরে ধীরে নড়ছে আর ঘরটা ঘোরা শুরু করল। ম্যাথিয়াস নিশানা ঠিক করল। হ্যারি নিশানা ঠিক করল। এবং ডান হাতটা দ্রুত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল হ্যারি। ম্যাথিয়াস ট্রিগারে চাপ দিতেই হাতকড়াটা বাতাসে সামান্য শব্দ তুলল। গুলিহীন শব্দের পরই একটা ধাতব আঘাতের শব্দ হলো। খোলা হাতকড়ার প্রান্ত ম্যাথিয়াসের কব্জিতে আটকে গেল।

'র‍্যাকেল বেঁচে গেছে,' হ্যারি বলল। 'তুমি ব্যর্থ, শয়তান জারজ।'

হ্যারি দেখল ম্যাথিয়াসের চোখ প্রশস্ত হয়ে গেল। তারপর সরু হয়ে গেল। রিভলভারের দিকে তাকিয়ে আছে সে, যে রিভলভারটা গুলি ছোঁড়েনি। ম্যাথিয়াস কব্জির হাতকড়ার দিকে তাকিয়ে আছে, যেটার আরেক মাথা হ্যারির হাতে লাগানো।

BanglaBook.org

'তুমি... তুমি বুলেট সরিয়ে রেখেছিলে।'

মাথা ঝাঁকাল হ্যারি। 'ক্যাটরিন ব্র্যাট কখনোই তার রিভলভারে গুলি রাখতো না।'

ম্যাথিয়াস মুখ তুলে হ্যারির দিকে তাকাল, পেছনের দিকে ঝুঁকে গেল। 'কাম অন।'

তারপর সে ঝাঁপ দিল।

সামনের দিকে ঝাঁকুনি খেয়ে হ্যারি ভারসাম্য হারাল। ও ধরে রাখার চেষ্টা করল কিন্তু ম্যাথিয়াস অনেক ভারি আর হ্যারি এক ক্ষয়প্রাপ্ত বিশালদেহী, মাংস আর রক্ত ক্ষয়ে দুর্বল পুলিশ। ওকে স্টিলের রড এবং জানালার দিকে টেনে নেওয়ার সময় পুলিশটা তীব্র চীৎকার করল। মুক্ত বাঁ হাতটা মাথার ওপর এবং পেছনের দিকে ছোঁড়ার সময় হ্যারি যেটা দেখল সেটা একটা চেয়ারের পা। এবং শিকাগোর ক্যাব্রিনি গ্রীনের জানালাবিহীন নোংরা ঘরটাতে নিজেকে একা বসে থাকতে দেখল। ধাতুর ওপর ধাতুর আঘাতের শব্দ শুনল হ্যারি। তারপর ও রাতের ভেতর দিয়ে হুড়মুড় করে উল্টে পড়ল বাধাহীনভাবে। খেলাটা এখন শেষ প্রান্তে।

গানার হ্যাগেন স্কি জাম্প টাওয়ারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে কিন্তু আবার শুরু হওয়া ঘূর্ণায়মান তুষারকণা তার দৃষ্টিকে বাধাগ্রস্ত করছে।

'হ্যারি!' সে তার ওয়াকি-টকিতে আবার বলল। 'তুমি কি আছ ওখানে?'

বাটনটা ছেড়ে দিল সে, কিন্তু আবারও জবাবহীনতার গভীর খসখস শব্দ হলো।

স্কি জাম্পের কাছের কার পার্কের স্থানে এখন চারটা পেট্রোল কার আছে। কয়েক সেকেন্ড আগে টাওয়ার থেকে চীৎকার ভেসে আসার শব্দ শুনে ওরা এখন পুরোপুরি বিভ্রান্ত। 'ওরা পড়ে গেছে,' হ্যাগেন তার পাশের অফিসারটা বলল। 'আমি নিশ্চিত আমি কাঁচঘেরা খাঁচাটা থেকে দুটো শরীরকে পড়ে যেতে দেখেছি।'

গানার হ্যাগেন হালছাড়া ভাবে মাথা নোয়ালো। সে ঠিক জানে না কিভাবে অথবা কেন, তবে এক মুহূর্তের জন্য তার কাছে মনে হলো, এভাবে কোনো কিছুর সমাপ্তি টানাটা একটা অ্যাবসার্ড লজিক; এক ধরনে মহাজাগতিক ভারসাম্য আছে পৃথিবীতে।

BanglaBook.org

অর্থহীন। চরম অর্থহীন।

তুষারের তোড়ে পুলিশের গাড়ি দেখতে পাচ্ছে না হ্যাগেন, তবে সে সাইরেনের বিলাপ শুনতে পাচ্ছে, নারীর হাহাকারের মতো; গাড়িগুলো ইতোমধ্যে তাদের পথে আছে। আর সে জানে যে, শব্দটা শবদেহখেকো পশুপাখিকে আকৃষ্ট করবেঃ গণমাধ্যম শকুন, কৌতূহলী প্রতিবেশী, রক্তপিপাসু বস। তারা মৃতদেহ থেকে তাদের মুখরোচক উপাদেয় টুকরোটা নেওয়ার জন্য আসবে। আর আজকের সন্ধ্যায় দু-প্রস্থ খাবার– অপছন্দনীয় তুষারমানব আর অপছন্দনীয় পুলিশ– তাদের পছন্দনীয় হবে। কোনো লজিক নেই, কোনো ভারসাম্য নেই, কেবল ক্ষুধা আর খাদ্য। হ্যাগেনের ওয়াকি-টকি সাড়া দিল।

'আমরা ওদেরকে খুঁজে পাচ্ছি না! ওভার।'

হ্যাগেন অপেক্ষা করল, ও ভাবছে যে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সে পাহারের চূড়ায় হ্যারিকে একা যেতে দেওয়ার কী জবাব দেবে। কীভাবে ব্যাখ্যা করবে যে, সে কেবলই হ্যারির উর্ধ্বতন, ওর বস নয় এবং ছিলও না কখনো। আর একটা লজিকও আছে, এবং সে আসলে এর পরোয়াও করে না যে তারা বুঝবে নাকি বুঝবে না।

'কী হচ্ছে?'

হ্যাগেন ঘাড় ঘোরাল। ম্যাগনাস স্কেয়ার বলেছে কথাটা।

'হ্যারি পড়ে গেছে,' টাওয়ারের দিকে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করে বলল হ্যাগেন। 'পুলিশরা এখন মৃতদেহ খুঁজছে।'

'মৃতদেহ? হ্যারির? কোনো সুযোগ নেই।'

'কোনো সুযোগ নেই?'

টাওয়ারের দিকে তির্যকদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা স্কেয়ারের দিকে ঘুরে দাঁড়াল হ্যাগেন। 'আমি ভেবেছিলাম, আপনি এতদিনে ওকে চিনেছেন, হ্যাগেন।'

হ্যাগেন অনুভব করতে পারছে যে, সবকিছু সত্ত্বেও সে তরুণ অফিসারটার দৃঢ় বিশ্বাসকে ঈর্ষা করছে।

ওয়াকি-টকিটা আবার প্রাণ ফিরে পেল। 'ওরা এখানে নেই!'

তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল স্কেয়ার, পরস্পর পরস্পরের চোখে চোখ রাখল। *তোমাকে-কী-বলেছিলাম-আমি?* ভাব নিয়ে কাঁধ ঝাকাল স্কেয়ার।

'হেই, তুমি!' ল্যান্ড রোভারের ড্রাইভারের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল হ্যাগেন এবং গাড়ির ছাদের সার্চলাইটের দিকে ইঙ্গিত করল। 'কাঁচের খাচার দিকে ঘুরিয়ে ওটাকে জ্বালাও। আর আমার জন্য বাইনোকুলার নিয়ে আসো।'

কয়েক সেকেন্ড পর রাতের আধার কেটে একটা আলোকরশ্মি জ্বলে উঠল।

BanglaBook.org

'কিছু দেখতে পাচ্ছেন?' জিজ্ঞেশ করল স্কেয়ার।

'তুষার,' চোখের ওপর বাইনোকুলার চেপে ধরে বলল হ্যাগেন। 'একটু বেশ উজ্জ্বল। থামো! দাঁড়াও... মাই গড!'

'কী?'

'বেশ, আমি নরকে যাবো।'

সে মুহূর্তে মঞ্চের পর্দা টানার মতো তুষার সরে গেল। হ্যাগেন কয়েকজন পুলিশকে চীৎকার করতে শুনল। এটাকে মনে হচ্ছে, একটা গাড়ির রিয়ার ভিউ মিরর থেকে পরস্পরের সঙ্গে আটকে থাকা দু'জন লোক দুলছে। দু'জনের ভেতর নিচের জন তার মাথার ওপর একটা হাত একধরনের বিজয়ের ভঙ্গিতে তুলে আছে; অন্য জনের দু'হাতই খাড়াভাবে তুলে ধরা যেনবা একপাশ থেকে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে। আর দু'জনই প্রাণহীন, নোয়ানো মাথায় দু'জনই ধীরে ধীরে বাতাসে চক্রাকারে ঘুরছে।

বাইনোকুলার দিয়ে হ্যাগেন দেখতে পাচ্ছে হাতকড়াটা হ্যারির বাঁ হাতকে কাঁচঘেরা খাচার ভেতরের রেলিংয়ের সঙ্গে আটকে রেখেছে।

'বেশ, আমি নরকে যাবো,' কথাটার পুনরাবৃত্তি করল হ্যাগেন।

* * *

সুযোগটা পেল মিসিং পারসনন্স ইউনিটের তরুণ অফিসার থমাস হেলে। হ্যারির জ্ঞান ফেরার পর তরুণ অফিসারটা হ্যারির পাশে গুটিসুটি মেরে ছিল। চারজন পুলিশ সবলে ওকে আর ম্যাথিয়াস লান্ড-হেলগেসেনের পিঠটাকে কাঁচের খাচার ভেতর টেনে তুলেছে। আর আসছে বছরগুলোতে হেলে কুখ্যাত পুলিশ অফিসারের পুনঃ পুনঃ প্রতিক্রিয়ার গল্প বলবে।

'বন্য চোখে হ্যারি জিজ্ঞেশ করল যে, লান্ড-হেলগেসেন এখনো বেঁচে আছে কিনা! যেনবা ও এটা নিয়ে আতঙ্কিত যে, লোকটা মরে গিয়েছে। যেনবা সেটাই সবচেয়ে খারাপ বিষয় যেটা ঘটে থাকতে পারে। আর আমি যখন বললাম হ্যাঁ, বললাম যে, তাকে অ্যাম্বুলেন্সে নেওয়া হয়েছে তখন ও চীৎকার করে বলল যে, আমাদের লান্ড-হেলগেসেনের জুতার ফিতা আর বেল্ট সরিয়ে নিশ্চিত হওয়া দরকার ছিল যে, সে যেন আত্মহত্যা না করে। তুমি কি কখনো এ ধরনের কথা শুনেছ? সেই লোকের জন্য এতটা উদ্বেগ দেখানো যে কিনা তোমার সাবেক প্রেমিকাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল?'

BanglaBook.org

৩৭
দিন ২২।
বাবা।

জোনাস ভাবল, ও উইন্ড চাইম-এর ধাতব টুংটাং ধ্বনি শুনেছে, কিন্তু আবার ঘুমিয়ে পড়ল। কেবল তখন ও চোখ খুলল যখন শ্বাসরুদ্ধকর শব্দ শুনল। ঘরের ভেতর কেউ একজন আছে। ঘরের ভেতর বাবা; ওর বিছানার প্রান্তে বসে আছে বাবা।

আর শ্বাসরুদ্ধকর শব্দটা হচ্ছে বাবার কান্নার শব্দ।

বিছানায় উঠে বসল জোনাস। বাবার কাঁধে একটা হাত রেখে তার কাঁপুনি অনুভব করল। এটা অদ্ভুত; ও কখনোই খেয়াল করেনি যে, ওর বাবার কাঁধ এত সরু।

'পুলিশ... পুলিশ ওকে খুঁজে পেয়েছে,' বাবা ফুঁপিয়ে কাঁদল। 'মায়ের...'

'আমি জানি,' জোনাস বলল। 'এটা আমি স্বপ্নে দেখেছি।'

বিস্ময়ে বাবা ঘুরে বসল। পর্দার ফাঁক গলে আসা চাঁদের আলোয় জোনাস বাবার গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে দেখতে পাচ্ছে।

'এখন কেবল আমরা, বাবা,' ও বলল।

ওর বাবা মুখ খুলল। একবার। দু'বার। কিন্তু কোনো শব্দই বেরোলো না। তারপর সে দু'বাহু বাড়িয়ে দিল, জোনাসকে আঁকড়ে ধরে কাছে টেনে নিল। ওকে দৃঢ়ভাবে ধরল। বাবার ঘাড়ে মাথা হেলিয়ে দিল জোনাস, ওর মাথা বাবার অশ্রুতে ভিজে যাচ্ছে।

'তুমি কি জানো, জোনাস?' অশ্রুভেজা কণ্ঠে সে ফিসফিস করে বলল। 'আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয়। তুমি আমার ছেলে। শুনছ তুমি? আমার ছেলে। আর তুমি সবসময়ই আমার ছেলেই থাকবে। আমরা সামলে নেব, সামলে নেব না আমরা? তুমি কি তাই মনে কর না?'

'হ্যাঁ, বাবা,' ফিসফিস করে বলল জোনাস। 'আমরা সামলে নেব। তুমি আর আমি।'

BanglaBook.org

৩৮

ডিসেম্বর ২০০৪ ।

রাজহাঁস ।

ডিসেম্বর মাস । হাসপাতালের জানালার বাইরের ইস্পাত-ধূসর আকাশের নিচের মাঠটা রিক্ত আর বাদামি । সড়কপথের ওপর, শুকনো রাস্তার ওপর গাড়ির টায়ার মচমচ শব্দ করছে এবং কোটের কলার উঠিয়ে এবং মুখ বন্ধ করে ফুটব্রিজের ওপর দিয়ে পথচারীরা দ্রুত যাওয়া-আসা করছে। কিন্তু বিল্ডিংয়ের দেয়ালের ভেতরে মানুষ গাদাগাদি করে আছে । আর ওয়ার্ডের ভেতরের টেবিলের ওপরের মোম দুটো আসন্ন বড়দিনের দ্বিতীয় রোববারের চিহ্ন বহন করছে ।

হ্যারি দরজা খুলল । স্টালে অনে বিছানায় বসে আছে । সে নিশ্চয়ই রসালো কোনো কথা বলেছে কারণ, ক্রিমটেকনিস্ক-এর প্রধান বিয়েটে লন এখনো হাসছে । তার কোলে বসা লাল-গালের একটা শিশু বড় বড় গোল গোল চোখে হা করে হ্যারিকে দেখছে ।

'আমার বন্ধু?' পুলিশটার দিকে চোখ পড়তেই গর্জে উঠল স্টালে ।

রুমের ভেতরে ঢুকল হ্যারি, থামল, বিয়েটেকে আলিঙ্গন করল, স্টালে অনে'র দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল ।

'শেষবার যখন তোমাকে দেখেছিলাম তার চেয়ে ভালো দেখাচ্ছে তোমাকে,' হ্যারি বলল ।

'ডাক্তাররা বলেছে বলে বড়দিনের আগেই আমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে,' অনে বলল, হ্যারির হাতটা নিজের দিকে টেনে নিল । 'এ তো দেখছি অনেকটা পৈশাচিক নখর । হয়েছে কী?'

তাকে ওর ডান হাতটা দেখতে বাধা দিল না হ্যারি । 'মধ্যমাটা কাটা পড়েছে, আর ঠিক করা যাবে না । ডাক্তারা তর্জনীর পেশীতন্তু সেলাই করে দিয়েছে । মাসখানেকের মধ্যে স্নায়ুপ্রান্ত মিলিমিটার খানেক বাড়বে এবং এক প্রান্ত আরেক প্রান্তকে খুঁজে নেবে । যদিও চিকীৎসকরা বলেছেন, তর্জনীর এক পাশটায়

Banglabook.org

প্যারালাইসিস নিয়ে আমাকে বেঁচে থাকতে হবে।'

'চড়া এক মূল্য।'

'না,' হ্যারি বলল। 'তুচ্ছ মূল্য।'

মাথা নাড়ল অনে।

'মামলাটার কী হাল, কোনো খবর আছে?' বিয়েটে জিজ্ঞেশ করল, বাচ্চাটাকে দোলনা গাড়িতে রাখার জন্য সে উঠে দাঁড়িয়েছে।

'না,' ফরেনসিক অফিসারের দক্ষ চলাফেরা দেখতে দেখতে বলল হ্যারি।

'বিবাদী পক্ষের উকিল লান্ড-হেলগেসেনকে পাগল ঘোষণা করার চেষ্টা করবে,' অনে বলল। সে কথ্যরূপ 'পাগল' শব্দকেই শ্রেয়তর মনে করে। তার মতে এটা কেবল যুৎসই শব্দই নয়, কাব্যিকও। 'আর ব্যাটা যে পাগল না সেটা এমনকি আমার চেয়েও বাজে মনোচিকীৎসক প্রমাণ করতে পারবে।'

'ওহ্ হ্যাঁ, যাইহোক লোকটা জীবন পেয়ে যাবে,' মাথা কাত করে বাচ্চার কম্বল সোজা করতে করতে বলল বিয়েটে।

'লজ্জাজনক এক জীবন তাই না,' ক্রুদ্ধ গর্জন করে বলল অনে। বিছানার পাশের টেবিলের ওপর থেকে গ্লাস নেওয়ার জন্য হাত বাড়াল সে। 'আমার যত বয়স হচ্ছে, ততই আমার ধারণা প্রবল হচ্ছে যে, পাপ পাপ-ই, মানসিক অসুস্থতা নয়। আমরা সবাই কমবেশি পাপ কর্ম করতে প্রস্তুত, কিন্তু আমাদের প্রবণতা আমাদেরকে মুক্তি দিতে পারে না। খোদার কসম, আমরা সবাই পার্সনালিটি ডিজঅর্ডারে ভুগছি। আর এটা হচ্ছে আমাদের কাজ যেটা নিরূপণ করে আমরা কতটা অসুস্থ। আমরা বলি আইনের সামনে আমরা সবাই সমান, তবে এটা অর্থহীন যদি কেউই সমান না হয়। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি ইউরোপে ব্ল্যাক ডেথ নামক রোগে বহু মানুষ মারা যাওয়ার সময় সাধারণ নাবিকদের মধ্যে যারাই জোরে কাশত তাদেরকে তৎক্ষণাৎ জাহাজ থেকে পানিতে ছুঁড়ে ফেলা হতো। অবশ্যই তারা রোগাক্রান্ত ছিল, কারণ বিচার হচ্ছে একটা ভোঁতা ছুরি, দর্শন আর বিচারক দুভাবেই। প্রিয় বন্ধুরা, আমাদের যা আছে সেটা হচ্ছে সেই সৌভাগ্যজনক অথবা কম সৌভাগ্যজনক চিকীৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত সম্ভাবনা।'

'তারপরও,' মধ্যমায় লাগানো ব্যান্ডেজের দিকে তাকিয়ে বলল হ্যারি, 'এই কেইসে, এটা হবে জীবনের কারণে।'

'ওহ?'

'দুর্ভাগ্যজনক চিকীৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত সম্ভাবনা।'

BanglaBook.org

ঘরটায় নীরবতা নেমে এলো।

'আমি কি বলেছি যে, আমাকে একটা নকল আঙুল সাধা হয়েছিল?' হ্যারি ওর ডান হাত নাড়িয়ে বলল। 'কিন্তু আমার হাত যেমন আছে আমি মূলত তেমনটা রাখতেই পছন্দ করি। চার আঙুল। কার্টুনের হাত।'

'ওখানে যে আঙুল ছিল সেটা তুমি কী করেছ?'

'অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্টকে দান করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ওরা রাজি হয়নি। কাজেই আঙুলটা আমি স্টাফ করাব এবং আমার ডেস্কের ওপর রেখে দেব, ঠিক হ্যাগেন যেমন তার টেবিলে জাপানি লোকটার কনিষ্ঠ আঙুল রেখে দিয়েছে। ভাবছি একটা উত্থিত মধ্যমা যুৎসই 'হোল-স্বাগতম' হবে।'

অন্য দু'জন হাসল।

'ওলেগ আর র‍্যাকেলের অবস্থা কী?' বিয়েটে জিজ্ঞেশ করল।

'বিস্ময়করভাবে ভালো,' হ্যারি বলল। 'বেশ কষ্টসহিষ্ণু।'

'আর ক্যাটরিন ব্র্যাট?'

'আগের চেয়ে ভালো। গত সপ্তাহে তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। সে ফেব্রুয়ারিতে আবার কাজ শুরু করবে। বার্গেনে তার পুরোনো ইউনিটে ফিরে যাচ্ছে।'

'সত্যি? সে কি উত্তেজনায় কাউকে প্রায় গুলি করে বসেনি?'

'ভুল বলেছিলাম। পরে জেনেছি, সে শূন্য রিভলভার নিয়ে ঘুরত। এ কারণে সে ট্রিগার চাপার সাহস করত। আর আমার সেটা জানা উচিত ছিল।'

'ওহ?'

কেউ যখন এক পুলিশ স্টেশন থেকে আরেক পুলিশ স্টেশনে যায়, তাকে তখন তার কর্মস্থলের রিভলভার হস্তান্তর করতে হয় এবং দু'বাক্স গুলিসহ নতুন আরেকটা রিভলভার দেওয়া হয়। ক্যাটরিনের ডেস্কের ড্রয়ারে গুলির বাক্স দুটো খোলা হয়নি।'

এক মুহূর্তের জন্য নীরব হয়ে গেল সবাই।

'এটা ভালো যে, সে আবার সুস্থ হয়েছে,' বাচ্চাটার চুল টোকা দিয়ে সরিয়ে বলল বিয়েটে।

'হ্যাঁ,' অন্যমনস্কভাবে বলল হ্যারি। আর ওর মনে হলো যে, কথাটা সত্য, মেয়েটাকে মনে হয়েছে আগের চেয়ে সুস্থ হয়ে উঠছে। ও যখন ক্যাটরিনকে বার্গেনে তার মায়ের ফ্ল্যাটে দেখতে গিয়েছিল সে তখন স্যান্ডভিকেন পাহাড়ে দীর্ঘ সময়ের দৌড় শেষে মাত্রই গোসল সেরেছে। তার চুল তখনও ভেজা ছিল

BanglaBook.org

আর গাল লাল হয়ে ছিল। তার মা ওকে চা খেতে দিল। তার বাবা'র কেইসটা কীভাবে এক অবসেশনে পরিণত হলো সে কথা বলল ক্যাটরিন। আর হ্যারিকে এই কেইসের মধ্যে টেনে আনার জন্য সে ক্ষমা চাইল। যদিও তার চোখে হ্যারি কোনো অনুতাপ দেখতে পায়নি।

'আমার মনোচিকীৎসক বলে যে, বেশিরভাগ লোকের চেয়ে আমার কেবল কয়েকটা বিষয় প্রবল,' সে হাসল, কাঁধ নাচাল। 'কিন্তু এখন আমার ওসব কিছু সয়ে গেছে। এটা আমাকে আমার শৈশব থেকে ক্রমাগত তাড়া করে ফিরছে। অবশেষে বাবা এখন কলঙ্কমুক্ত হয়েছে আর আমি আমার জীবনে ফিরে যেতে পারি।'

'সেক্সুয়াল অফেন্সেস ইউনিটে কাগজপত্র ঘাটাঘাটি?'

'আমরা সেখানেই শুরু করব, তারপর দেখা যাবে। এমনকি শীর্ষ রাজনৈতিকরাও প্রত্যাবর্তন করেন।'

তারপর তার চোখজোড়া জানালার দিকে সরে গেল, সমুদ্রের খাঁড়ির দিকে। সম্ভবত ফিনয়-এর দিকে। আর হ্যারি সেখান থেকে চলে আসবার সময়ে জানত, সেখানে ক্ষতিসাধন হয়েছে আর ক্ষতিটা সবসময়ই থেকে যাবে।

নিজের হাতঘড়ি দেখল ও। অনে ঠিকই বলে; প্রতিটা বাচ্চাই যদি নিখুঁত অলৌকিক হতো, জীবন মূলত অধঃপতনের এক প্রক্রিয়া।

দরজার কাছে একজন নার্স গলা খাকাড়ি দিল। 'কয়েকটা টিকা নেওয়ার সময় হয়েছে, অনে।'

'ওহ, প্লিজ আমাকে সাজা দাও, সিস্টার।'

'এখানে কেউ সাজা পাচ্ছে না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্টালে অনে। 'সিস্টার, কোনটা অধিকতর মন্দ? যে লোকটা বাঁচতে চায় তার জীবন নেওয়া নাকি, যে লোকটা মরতে চায় তার কাছ থেকে মরণ নিয়ে নেওয়া?'

বিয়েটে, নার্স আর স্টালে হাসল, এবং কেউই খেয়াল করল না যে, হ্যারি তার চেয়ারে বসে আচমকা কেঁপে উঠল।

BanglaBook.org

হসপিটাল থেকে খাড়া পাহাড় ধরে হেঁটে লেক সগন্সভ্যান-এ এলো হ্যারি। চারপাশে খুব বেশি লোকজন নেই। কেবলমাত্র সানডে ওয়াকার্স-এর একনিষ্ঠ লোকগুলো লেকের চারপাশে তাদের নির্ধারিত হাঁটা হাঁটছে। রাস্তার ব্যারিকেডের পাশে অপেক্ষা করছে র‍্যাকেল।

পরস্পরকে আলিঙ্গন করে ওরা নীরবে হাঁটতে শুরু করল। বাতাসটা শাণিত এবং বিবর্ণ নীল আকাশের সূর্যটা অনুজ্জ্বল। ওদের গোড়ালির নিচে শুকনো পাতা মড়মড় শব্দে ভেঙে যাচ্ছে।

'আমি ঘুমের ঘোরে হাঁটছি,' হ্যারি বলল।

'ওহ?'

'হ্যাঁ। আর আমি সম্ভবত কিছু সময়ের জন্য হাঁটি।'

'সবসময়ই পুরোপুরি হাজির থাকা সহজ নয়,' সে বলল।

'না, না।' ও মাথা নাড়ল। 'একদম আক্ষরিক অর্থে বলছি। আমার মনে হয়, আমি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ি এবং রাতে ফ্ল্যাটজুড়ে হাঁটি। ঈশ্বরই জানে, আমি কত রাত পর্যন্ত হেঁটেছি।'

'তুমি বুঝলে কী করে?'

'হাসপাতাল থেকে আমি বাসায় ফেরার পরের রাতে রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে মেঝেটা দেখছিলাম, একই ভেজা পদচ্ছাপ দেখলাম। আর তারপর আমি বুঝলাম আমি নগ্ন, কেবল পায়ে রাবারের একজোড়া বুট পরা, তখন মধ্যরাত আর আমার হাতে একটা হাতুড়ি ধরা।'

র‍্যাকেল হেসে মাথা নোয়ালো। সে একটু গতি কমিয়ে দিল যাতেকরে ওরা একই ছন্দে হাঁটতে পারে। 'আমিও কিছু সময়ের জন্য ঘুমের মধ্যে হাঁটতে শুরু করেছিলাম। ঠিক আমি প্রেগনেন্ট হওয়ার পর।'

'অনে আমাকে বলেছে, মানসিক চাপের সময় প্রাপ্তবয়স্করা ঘুমের মধ্যে হাঁটে।'

পানির কিনারে এসে থামল ওরা। একজোড়া রাজহাঁস পানিতে ভেসে ওদেরকে অতিক্রম করল। ধূসর পানির ওপর নিশ্চল আর নিঃশব্দে ভাসছে হাঁস দুটো।

'একদম গোড়া থেকেই আমি জানতাম, ওলেগের বাবা কে,' সে বলল। 'কিন্তু ওর বাবা যখন আমাকে জানাল যে, অসলোতে ওর গার্লফ্রেন্ড প্রেগনেন্ট, তখন আমি জানতাম না যে, ও আর আমি একজন সন্তান পেতে যাচ্ছি।'

ফুঁসফুঁসে তীব্র বাতাস টেনে নিল হ্যারি। বাতাসের কামড় অনুভব করল। বাতাসে শীতের আস্বাদ। চোখ বন্ধ করে ও সূর্যের দিকে মুখ রাখল এবং শুনল।

'যতক্ষণে আমি বুঝলাম, ততক্ষণে ও সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে এবং অসলোর উদ্দেশে মস্কো ছেড়ে চলে গেছে। আমার সামনে দুটো পথ ছিল। বাচ্চাটাকে মস্কোতেই একজন বাবা জুটিয়ে দেওয়া, যে লোকটা বাচ্চাটাকে ভালোবাসবে

BanglaBook.org

এবং নিজের বাচ্চা ভেবে তার দেখভাল করবে– ততদিন পর্যন্ত যতদিন লোকটা বাচ্চাটাকে নিজের ভাববে– অথবা বাচ্চাটার কোনো বাবা না থাকা। এটা ছিল উদ্ভট। তুমি জানো, মিথ্যে বলা সম্পর্কে আমি কী অনুভব করি। কেউ একজন যদি আমাকে বলত যে আমি– সব লোকের ভেতর *আমি*– একটা মিথ্যের ওপর ভিত্তি করে একদিন আমি আমার সারাজীবন যাপন করতে চাইব, সে.... আমি প্রবলভাবে অস্বীকার করতাম। যখন তুমি তরুণ থাকো সবকিছুকে সহজ মনে কর; যে অসম্ভব সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হতে পারে তোমাকে সে সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না। আর যদি আমাকে কেবল আমার বিষয়ে বিবেচনা করতে হতো, এটাও খুব সাধারণ সিদ্ধান্ত হতে পারতো। তবে আমাকে অনেক বিষয় হিসাবে আনতে হয়েছে। কেবল এটা নয় যে, আমি কি ফিওদরকে ধ্বংস করে ফেলব এবং ওর পরিবারকে অপমান করব, বরং এটাই ভেবেছি যে আমি কি সেই লোকের জন্য সবকিছু ধ্বংস করব যে লোকটা অসলোতে, তার পরিবারের কাছে চলে গেছে। আর তারপর হিসাবের মধ্যে ওলেগ তো ছিলই। ওলেগই প্রথম হিসাবে এলো।'

'আমি বুঝি,' হ্যারি বলল। 'আমি সবই বুঝি।'

'না,' সে বলল। 'তুমি বোঝো না যে, আমি কেন তোমাকে আগে এ কথা বলিনি। তোমার সঙ্গে বিবেচনায় নেওয়ার মতো আর কেউ নেই। তুমি নিশ্চয় ভাবো যে, আমি আদতে যেমন মানুষ নিজেকে তার চেয়ে ভালো মানুষ হিসেবে জাহির করার চেষ্টা করেছি।'

'আমি অমন মনে করি না,' হ্যারি বলল। 'আমি বিশ্বাস করি না যে, তুমি যেমন আছো তার চেয়ে তুমি ভালো মানুষ।'

ওর কাঁধে সে মাথা রাখল।

'লোকেরা রাজহাঁস সম্পর্কে যা বলে সেটাকে তুমি সত্য বলে মানো?' সে জিজ্ঞেশ করল। 'বিশ্বাস কর যে, মৃত্যু যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ততক্ষণ পর্যন্ত রাজহাঁসেরা পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে?'

'আমি বিশ্বাস করি, তারা যে প্রতিশ্রুতি দেয় সেই প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকে,' হ্যারি বলল।

'আর রাজহাঁসেরা কী প্রতিশ্রুতি দেয়?'

'কোনো প্রতিশ্রুতিই দেয় না, আমার ধারণা।'

'তো তুমি এখন তোমার ব্যাপারে কথা বলছ? আসলে আমি তোমাকে তখন বেশি পছন্দ করি যখন তুমি প্রতিশ্রুতি দাও এবং সেই প্রতিশ্রুতি ভেঙে ফেল।'

BanglaBook.org

'তুমি কি আরও প্রতিশ্রুতি পেতে পছন্দ করবে?'

র‍্যাকেল মাথা ঝাঁকাল।

ওরা যখন আবার হাঁটতে শুরু করল সে তখন হ্যারির হাতের ভেতর হাত গুঁজে দিল।

'আমরা যদি আবার সব কিছু নতুন করে শুরু করতে পারতাম,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'ভান করতাম যে কিছুই হয়নি।'

'আমি জানি।'

'তবে তুমি এও জানো যে, সেটা ভালো না।'

হ্যারি বুঝতে পারল, যে স্বরভঙ্গিতে সে কথা বলল তার ভেতর এক নিবেদন নিহিত আছে। অবশ্য, কথাটার কোনো এক জায়গায় এখনো একটা ছোট্ট, খুব ছোট্ট একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন লুকিয়ে আছে।

'আমি দূরে কোথাও যাওয়ার কথা ভাবছি,' হ্যারি বলল।

'তাই নাকি? কোথায়?'

'জানি না। আমাকে খুঁজতে এসো না। বিশেষকরে উত্তর আফ্রিকায় না।'

'উত্তর আফ্রিকা?'

'এটা একটা ফিল্মে বলা ম্যার্টি ফেল্ডম্যান-এর ডায়ালগ। লোকটা পালাতে চায় আর একই সময় ধরা খায়।'

'আচ্ছা।'

ওদের ওপর দিয়ে এবং ধূসর-হলুদ বনের ওপর দিয়ে একটা ছায়া দ্রুত উড়ে গেল। রাজহাঁস দুটোর মধ্যে থেকে একটা রাজহাঁস উড়ে গেল।

'ফিল্মে বিষয়টা কীভাবে শেষ হয়েছিল?' র‍্যাকেল জিজ্ঞেস করল। 'তারা কি পরস্পরকে আবার খুঁজে পেয়েছিল?'

'অবশ্যই।'

'তুমি কবে ফিরছ?'

'কোনোদিনই না,' জবাব দিল হ্যারি। 'আমি কোনোদিনই ফিরছি না।'

BanglaBook.org

টয়েন আবাসিক এলাকার একটি বহুতল ভবনের এক শীতল সেলারে রেসিডেন্টস কমিটি'র দু'জন উদ্বিগ্ন সদস্য দাঁড়িয়ে আছে। বয়লার স্যুট পরিহিত অস্বাভাবিক পুরু লেন্সের চশমা পরা একজন লোকের দিকে তাকিয়ে আছে সদস্য দু'জন। কথা বলার সময় লোকটার মুখ থেকে সাদা আস্তরের ধূলোর

মতো নিঃশ্বাস বেরোচ্ছে।

'এটাই হচ্ছে ছত্রাকের বৈশিষ্ঠ্য। এটা যে আছে তা আপনারা দেখতে পান না।'

লোকটা থামল। তার কপালের সামনে এসে পড়া একগুচ্ছ চুল মধ্যমা আঙুল দিয়ে সরিয়ে নিল সে।

'কিন্তু এটা আছে।'

- সমাপ্ত -

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org